শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংখ্যা - ১ - ২০,
১৩৪১ - ১৩৪২

গৌড়ীয়

পরবিদ্যা এবং চতুর্ব্বর্গ-সাধিকা অপরবিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৪১ শ্রাবণ হইতে মাঘ ১৩৪১)

—:o:—

সঙ্ঘপতি

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সঙ্ঘ সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:o:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

ত্রয়োদশবর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

[১ম—২৫শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
স্ব-পর মঙ্গল	১।১
সাময়িক প্রসঙ্গ "গৌড়ীয়ে"র দ্বিতীয় যুগ বা নব বর্ষ, "গৌড়ীয়ে"র কার্য্য, মহাজনের বাক্যের তাৎপর্য্য, ভক্তি-সঙ্ঘারাম মঠাদিতে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার প্রভৃতি কি পরিত্যাগীর কর্ত্তব্য নহে ? হরিসেবার অর্থ ও ভোগের অর্থ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার ও উপদেশ, পুরাণে ইতিহাস-তত্ত্ব, 'অলৌকিকতা' কাহার সৃষ্টি ? হিটলারের একাধিপতিত্ব, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবিভূতি বিদ্যাভূষণ ও আচিন্ত্যভেদ)	১।১
শ্রীগৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে "অধোক্ষজ" বিষ্ণুবিগ্রহের আবির্ভাব	১।৯
শ্রীহরিভক্তিবিলাস	১।১১, ২।২২, ৪।১৯, ৬।২১, ৮।১১৮
প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা ("My first year in England" নামক গ্রন্থ ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লুকোচুরি' শীর্ষক বিজ্ঞাপন বিষয়ে)	
প্রচার-প্রসঙ্গ (চাকদহে, পাটনায় ও দার্জিলিঙে)	
সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ	
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব, হিন্দুপতি ও বোকটেশ্বর, খৃষ্টপুষ্টের প্রতি আক্রমণ ও নর্ড বিশপ, শ্রীর হেমবাবাজীর সাগ্রহ যুক্তি)	২।১১
"ভগ-সনাতনের জাতি" (?)	২।১৩
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-দর্শনে ডাঃ দানিয়েল কুলিং, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব—নওন গৌড়ীয়মঠে, শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ, কটক-সচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহামহোৎসব ও নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশোৎসব, পরম ভক্তদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসব, শ্রীধাম-দর্শনে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে নদীয়ার জেলা-জজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব)	
চয়ন ('বোধে জবিদ্' ১।৭।৩৪—শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজের আলেখ্য-সহ পুনায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-বার্ত্তা ও ৬ই জুলাই ১৯৩৪ তারিখে শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বোম্বাই গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎকার ; 'জ্ঞানপ্রকাশ' ৪।৭।৩৪—শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীপাদ গিরিমহারাজ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজের আলেখ্যসহ প্রচার-বিবরণ এবং শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বোম্বাই গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ ; 'সকাল' ২৮। ৬।৩৪—শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজের আলেখ্যসহ পুনায় প্রচার-বিবরণ এবং ৭।৭।৩৪—শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বোম্বাই গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ)	
প্রচার-প্রসঙ্গ (নওনে, মানভূমে, পাটনায়, শ্রীধাম বৃন্দাবনে ও কটকে)	
মুদ্রাকর-প্রমাদ (১২শ খণ্ড ৯ম সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৬৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের দ্বাত্রিংশৎ পংক্তি ও দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় পংক্তিতে)	২।৩১
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিকউৎসব-সম্বন্ধে)	২।৩২
শ্রীনারায়ণী	৩।৩০
সাতানন্দ মঠ	৩।৩৯
সাহিত্য-সংবাদ ("চণ্ডীদাস", নওনহ বৃটিশ-মিউজিয়ামের 'ভক্তিচিন্তামণি' ও 'চৈতন্য-বিলাস' নামক পুস্তকদ্বয় এবং 'প্রবাসী' শ্রাবণ (১৩৪১, ৬০২ পৃঃ)-সংখ্যায় শ্রীযোগেশনাথ মিত্র এম্-এ লিখিত শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু-সহ মীরাবাইএর সাক্ষাতের কিংবদন্তী সম্বন্ধে)	৩।৩৯

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

সাময়িকী (শ্রীরাধাগোবিন্দের স্নানযাত্রা, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-লীলার পার্থক্য)

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীধাম-মায়াপুর, পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব) ৫।৪৪

প্রচার-প্রসঙ্গ (লাহোর, টাঙ্গাইল, সাজির খাল, সিদ্ধিপাশা, পাটনা, ঢাকা, বীরভূম, শোলাপুর, মাদ্রাজ, আগ্রা, দিল্লী, খুলনা, মথুরা, লাকসাম, চাঁদিগড়, চালিতাতলী ও নরসিংহপুরে) ৩।৪৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ('হাবমনিষ্ট' পত্র নব পর্য্যায়ের পাক্ষিকপত্র রূপে প্রকাশ, "সরস্বতী-জয়শ্রী" ও "হাবল আন্দোলন" গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণ, "বৈদিক নদীয়া প্রকাশ"—জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ভাদ্র (১৩৪১) মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের চিত্রিয়ান" নামক প্রবন্ধ-সমালোচনা, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নামে অপ-সাম্প্রদায়িকতা, কলিকাতায় ন্যাশনাল স্কুলের কনফারেন্স, ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ব্রডগেজ' রেল-লাইন খুলিবার প্রস্তাব)

ধর্ম্ম কি জাতীয় অধঃপতনের হেতু ?

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা (ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের বিরহতিথি-উপলক্ষে লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বক্তৃতা-সম্বলিত পুস্তক)

শ্রীশ্রোত্তর তত্ত্ব (হিন্দুর সনাতনশাস্ত্র বেদে সর্ব্ব-সাধারণে ধর্ম্মপ্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি ?)

চয়ন (লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ৪ আগষ্ট, ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ, "মাই লাই ইজার ইন্ ইংল্যাণ্ড" প্রবন্ধ-সম্বন্ধে 'হিন্দু'—মাদ্রাজের দৈনিক 'হিন্দু' ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৪ হইতে উদ্ধৃত ; শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব—'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২১শে আগষ্ট (১৯৩৪) ; কোলাপুর, সাতারা ও আউন্ধ ষ্টেটে প্রচার—'বোম্বে ক্রনিকল' ১১ই আগষ্ট (১৯৩৪) হইতে উদ্ধৃত)

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব-সংবাদ, শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়, শ্রীবাস-অঙ্গনে নাট্যমন্দিরে ভিত্তিস্থাপন) ৪।৬৩

প্রচার-প্রসঙ্গ (আউন্ধ ও শোলাপুরে) ৪।৬৪

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ৪।৬৪, ৫।৮০, ৬।২৯

বৈকুণ্ঠ ও ওদনভাণ্ড জগৎ ৫।৬৫

"বৈষ্ণবে জন্মাজন্ম জ্ঞান" ৫।৬৭

"শ্রীকৃষ্ণ কথা বিনা জীবের জীবন বৃথা" ৫।৬৭

সাহিত্য-সংবাদ ('বসুমতী'তে "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "কীর্ত্তি-লতার ভূমিকা" হইতে উদ্ধার করিয়া বিদ্যা-পতি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা)

সাম্প্রদায়িকতা ও সময়য় (পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শখণ্ড ৪৬শ সংখ্যার পর) ৫।৭৪, ৬।১৩, ১০।১৫০, ১৫।৮৯

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব-সংবাদ, শ্রীধাম মায়াপুর, ঢাকা শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠে ও কমলাপুর নগরে বিজোলিয়া-মহোৎসব)

প্রচার-প্রসঙ্গ (ঢাকা, লণ্ডন, আসাম, পুরী, বৈদ্যনাথধাম, কানপুর, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, কাশী ও বটকে)

চয়ন (পাটনা-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব—১৪ই আগষ্ট ১৯৩৪ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান নেশন' হইতে উদ্ধৃত)

নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীমাধ্ব মৈথি মহারাজের "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা-উপলক্ষে)

সাময়িক প্রসঙ্গ ("বৈদিক-নদীয়া-প্রকাশ"—জন্মাষ্টমী সংখ্যা, "সরস্বতী-জয়শ্রী", ব্যক্তি-বিদ্রোহী গণতন্ত্রের শরীরে নির্ব্বিশেষবাদের ব্যাধি, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

মহাশয়, দৈনিক "অমৃতবাজার পত্রিকা"র জন্মাষ্টমী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ ভক্তিরত্নাকর মহাশয়ের লিখিত "Janmastami : The Birth day" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অভিমত ৩।৮১

অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তী ৩।৮৯

সকল ত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না ৩।৮৭

বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ) ৩।৯০

চয়ন (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখের "অমৃতবাজার" হইতে উদ্ধৃত—স্যার সাদিলাল, নূতন গৌড়ীয়-মিশনের চেয়ারম্যান ১৯০৫ সালের)

নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের বক্তৃতা উপলক্ষে)

ভ্রম-সংশোধন (১৩শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ৩৯পৃষ্ঠার "সাময়িক প্রসঙ্গ"-শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম স্তম্ভ ৮ম পংক্তিতে)

শ্রীরাধাষ্টমী

সারস্বত-প্রবোধ-সদন

অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব ৭।১০৪, ৯।১৩৭, ১০।১৪৭

নব পর্য্যায়ের চারবর্ষিষ্ট বা: শ্রীসজ্জনতোষণী ৭।১০৭

বিবিধ প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ, গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ নেমি মহারাজের "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা-উপলক্ষে সভা বিবরণ, শ্রীলপ্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম)

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব-উপলক্ষে সভার অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত রায়কানাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল মহাশয়ের নিকট সভার পূর্ব্বদিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল ভাগবতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ (শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব-উপলক্ষে সভার বিবরণ-সহ) ৮।৯২

চয়ন (কার্শিয়াঙে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার—১২ই

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীরাধাষ্টমী (শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত রায়কানাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা) ৯।১২৯, ১৭।২৬০

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব সংবাদে ৯।১৪১

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, নূতন গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ নাথাধিকারীর বেষাশ্রয় গ্রহণ, কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল ও চাকা গৌরঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর পরলোক-গমন)

চয়ন (শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বোম্বে শুভাগমন-বার্ত্তা 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্'-পত্র হইতে উদ্ধৃত) ১০।১৬০

বধাই ও বধেচ্ছবাদ ১১।১৬১

শ্রীমথুরায় দামোদর-ব্রত ১১।১৬৪

বেষা ও শব্দ ১১।১৬২

বিবিধ প্রসঙ্গ (মথুরায় তার, শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা, শ্রীযুক্ত সমীচরণ ভক্তিবিনয় মহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীগিরিধারী শ্রীবিগ্রহের সেবা-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে মহোৎসবের অনুষ্ঠান, শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত মলিক মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে এবং গৌড়ীয়মঠে আগত শ্রীযুক্ত শেঠ কিষণচাঁদ অববাদর ও শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন, কার্শিয়াঙে ও আইয়ার শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রদর্শিত বক্তৃতা-সমূহের

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

তালিকা, 'সাউথার্ণ ইণ্ডিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা)

চরম (ডায়রিষ্টলার ও এন্ড্রুজাইজারের মন মহারাজকে তাঁহাদের আমন্ত্রণ—মাদ্রাজের ৭ই অক্টোবর ১৯০৪ তারিখের "সাদার্ণ টাইম্‌স," ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ তারিখের "ব্রাহ্ম-ভারত" ও ৭ই অক্টোবর ১৯০৪ তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

মহাপ্রভুর আদর্শ (শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠের সেবার জন্য সাহায্যদাতৃগণের নামের তালিকা ও তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন) ১১।১২৭, ২৪।৩৮৪

সাময়িক প্রসঙ্গ ('বিজয়া-দশমী' তিথির নামের কারণ ও উক্ত তিথিতে আলিঙ্গন-সম্ভাষণাদির পারমার্থিক তাৎপর্য, মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় ও হরিকথা-প্রসঙ্গ, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহামহোপদেশক সম্পাদকবর্গ-কর্তৃক কার্ত্তিকব্রত উপলক্ষে মথুরার সকলকে আহ্বান-পূর্ব্বক নিমন্ত্রণপত্র প্রচার, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায়ের একটি স্থায়ী সেবা-স্থান গ্রহণ, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের মথুরায় আগমন-বৃত্তান্ত)

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের লণ্ডন হইতে শ্রীল প্রভুপাদসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন, বিভিন্ন প্রদেশস্থ ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সম্বর্দ্ধনা, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় রচিত অভিনন্দন-দ্বয়)

সেবাশ্রী

মথুরায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও কার্ত্তিকব্রত

মথুরায় আগমন (শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের ঊর্জ্জব্রতকালে (২২।১০।০৪ তারিখে) বোম্বে হইতে মথুরা-পৌঁছান'র সংবাদ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়ম-সেবা

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র-সহ) ১২।১৪২

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

অষ্টকাল-লীলা ১৩।১৯০

সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে মথুরায় ধামোদরব্রত পালন, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে স্বামিজী মহারাজের প্রত্যভিভাষণের কএকটি কথার সারাংশ, শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত সতীচরণ গুহমহাশয়ের সত্যানুরাগের পরিচয়, "উদ্বোধনে" প্রকাশিত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ মহাশয় লিখিত "বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিত "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের চিত্তিস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠে অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অভিসন্ধি ও তদ্দৈনন্দিন ব্যক্তির 'চিত্রে নবদ্বীপ'-নামক গ্রন্থ-প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া কএকটি হাস্যাস্পদ যুক্তির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক কতিপয় ভক্তিগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ, শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠের উৎসব-বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের প্রচার-প্রসঙ্গ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মসেবার অনুক্রমণিকা)

মথুরার গৌরবাসিগণের লণ্ডন-প্রত্যাগত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রতি মথুরায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা (মথুরাবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র ও শ্রীমৎতীর্থ মহারাজের প্রত্যভিভাষণের চুম্বক-সহ)

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব ১৭।২০৮

শ্রীমথুরায় শ্রীলপ্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ ১৪।২০৯, ১৭।২৩১

শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী !!! ১৪।২১৪, ১৪।২৩২

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বন (লণ্ডন 'টাইম্‌স্' পত্র হইতে উদ্ধৃত)	১৪।২২৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ অন্নকূট-মহামহোৎসব	১৪।২২৪
শ্রীপুরুষোত্তম-মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড।	১৪।২২৪
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-বাসর	
মথুরায় শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর গোপাল-দর্শন-স্থান	১৫।২১৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (বার্লিন হইতে প্রেরিত Cablegram, নিয়মসেবা-ব্রত-উদ্‌যাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ঢাকা সহর ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভারতাদী কথক ও পাঠকশ্রেণীর শাস্ত্র-বিগর্হিত আচরণ, নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থের কোন বিরহ-সম্পত্তি-ঘটিত ঘোরতমার বেনামদারীর সার্টিফিকেট্ কাশির কিয়দংশ, এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা)	
শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ-প্রচারক স্বামী বনের জার্ম্মাণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ("ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ১৪।১১।২৪ হইতে উদ্ধৃত)	
জার্ম্মাণী হইতে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর নিকট লিখিত বন মহারাজের পত্র	
প্রচার-প্রসঙ্গ (চট্টগ্রামে, ভরতপুর রাজ্যে)	
সাম্বত শ্রাদ্ধ (স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরীর)	১৫।২৪০
পরলোকে ডাঃ একেন্দ্র ঘোষ	১৫।২৪০
চন্দ্রসরোবর, পরাসৌলি, গৌরীতীর্থ ও সৈঠগ্রাম	১৫।২৪৪
শ্রীশ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (মঠ-প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব, শ্রীগৌরকিশোর-বিরহতিথি, সাধারণ মহা-মহোৎসব)	
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থ-বার্ষিকী স্মৃতিসভা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব, ঊর্দ্ধব্রত-সমাপ্তি-মহোৎসব, ঢাকা কমলাপুরমঠে বার্ষিক মহোৎসব)	
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস (শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয়ের শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ'-নাম গ্রহণ)	
প্রচার-প্রসঙ্গ (চট্টগ্রামে, গড়জাত ও হাওড়ায়)	
ভ্রম-সংশোধন (১৫শ সংখ্যার ২০৭ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের পঞ্চদশ পংক্তিতে)	
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি	
প্রচার-প্রসঙ্গ (ভরতপুর রাজ্য, আসানসোল, চট্টগ্রাম, হাওড়া ও বারদ্বা রাজ্যে)	
বিবিধ প্রসঙ্গ (মোটরযোগে মথুরা, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহোৎসব, মথুরায় গঙ্গাকাননে ও শ্রীরাধাকুণ্ডে উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠ)	
শ্রীগৌড়ীয়মঠ (১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত মঠপঞ্জীর পরবর্ত্তি সংবাদ)	
শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থবার্ষিকী স্মৃতি-সভার নিমন্ত্রণ-পত্র	
চয়ন (বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা—২রা অগ্রহায়ণের 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত)	
নির্য্যাণ-সংবাদ (ভক্ত শ্রীরাসবিহারী দাস ও ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত)	
সাম্বত শ্রাদ্ধ (মেদিনীপুরের বকুলপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মহাপাত্র মহাশয়ের পরলোকগতা মাতা ও মেদিনীপুর ফুলঝোড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র দাস মহাশয়ের পিতার)	
মহাস্ত-শ্রেষ্ঠার্ঘ্য-শ্রীল-'জগবন্ধু'-ভক্তিরঞ্জন-মহোদয়স্য চতুর্থ-বার্ষিকতিরোভাবোৎসব-বাসরে প্রস্তাঞ্জলিঃ (সংস্কৃত)	১৮।২৭৩
শ্রীজগবন্ধুভক্তিরঞ্জনের চতুর্থবার্ষিকী বিরহস্মৃতি	১৮।২৭৫

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধুর স্বরচিত একটি কবিতা ১৮।২৮৬

স্মৃতি-তর্পণ (পদ্য) ১৮।২৮৭

বেণু ও বণু ১৯।২৮৯

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য ১৯।২৯৩, ২০।৩১২, ২১।৩১৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতি-মহোৎসব

প্রচার-প্রসঙ্গ (নিউইয়র্ক, চাকপুতনা গ্রাম, জিনেভা, বার্লিন, লিপজিগ, ড্রেস্ডেন ও বিদিরপুরে)

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রস্থানে যাত্রা) ১৯।৩০২

ঊর্জব্রতকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রী'উপদেশামৃত'-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য ১৯।৩০৪, ২১।৩২৪

শুদ্ধাকর প্রমাদ (১৬শ সংখ্যার ২৪৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় পংক্তিতে)

গৃহী ও ত্যাগী

শ্রীল ভক্তিরঞ্জন বিরহ-স্মৃতি-সভায় সভাপতির প্রদত্ত অভিভাষণ

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দির, কাশী-ধামে ভক্তিমতী মহিলার তপ্তাৎসেবার গৃহ-দান, বিশিষ্ট জাপান-মনীষীর শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আগ্রহ, শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ, স্বধামে রায় সাহেব স্বামিনাথ পিল্লাই, চট্টগ্রাম হইতে বেঙ্গুণাভিমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকদ্বয়)

চয়ন (চট্টগ্রামের জেলাজজ ও শ্রীযুত গিরি মহারাজ—'পাঞ্চজন্য' ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে উদ্ধৃত)

শুদ্ধেচ্ছা ও বাস্তবসেবা

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ (পরমেশ্বরের স্বরূপ কি, পরমেশ্বরের স্থান কি ? পরমেশ্বরের স্থান-প্রাপ্তির পন্থা কি প্রকার ? জ্ঞান কি বস্তু ? ভক্তি কি বস্তু ? ভক্তি কি প্রকারে পাওয়া যায় ? ভজন, পাঠ, পূজা ও ধ্যান—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান ? ক্রমশঃ) ২১।৩২৯, ২২।৩৫০, ২৩।৩৫৭

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজহলে বক্তৃতা ('গৌড়ীয়'-সম্পাদকের)

শ্রীল-প্রভুপাদ-পরমহংসাগ্রগণ্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-গুরুদেব-স্তোত্রম্ (শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রি-বিরচিতম্)

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, উৎকলে প্রচার, বিভিন্নসংবাদপত্রে গৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা) ২১।৩২৫

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে রাজর্ষি শরদিন্দুনারায়ণ, শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ, যোগপীঠের শ্রীমন্দির, শ্রীমায়াপুরের সেবোন্নতি, শ্রীমায়াপুরের প্রস্তাবিত রেলপথ)

শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও তার্কিকবীর ? (১)

শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনার আয়োজন

আদর্শ সেবা (বালিয়াটির জমিদারগণের)

প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা

নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ ("সাধক কণ্ঠমালা," তেলেগু ভাষায় অনূদিত "শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-মৃত" ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত "বৈষ্ণবধর্ম্ম")

প্রচার-প্রসঙ্গ (বেঙ্গুণ, কটক, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, নৈহাটীপাট, বেরিলি, গজমুক্ত আড়া, পাটনা, আরা, ছোপরা, গোরখপুর ও লাহোরে) ২৩।৩৬৩

বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীচৈতন্যমঠ, কচুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, দমদম হরিসভায় গৌড়ীয় মঠের প্রচারকদ্বয়ের বক্তৃতা, শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব) ২৩।৩৬১

চয়ন (মহামান্য বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শন—"অমৃতবাজার পত্রিকা" ৮ই জানুয়ারী ১৯০৫ সংখ্যা, শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে জার্ম্মাণের উৎসাহ—

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
"অমৃতবাজার পত্রিকা" ৪ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)	
সাধক ভ্রাতৃ, পুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের মাতা ও আত্মা-প্রবাসী শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রিয় দাসাধিকারী মহোদয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণীর)	
পরিপত্র বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি	
শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর চরণ (গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুরাগমন-সংবাদ ও আলোকচিত্র—১৭ই জানুয়ারী তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বৈনিক বসুমতী ও আনন্দ-বাজার পত্রিকায়; ফরওয়ার্ড ১৭-১-৩৪ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ষ্ট্যাণ্ডটোকেট জে. কে. সেন মহোদয়ের "The Message of Lord Chaitanya—Bengal's New Movement in the West" প্রবন্ধোল্লেখ, "অমৃতবাজার পত্রিকা" ২০-১-৩৪ তারিখের সংখ্যায় যোগপীঠের নবনির্মীয়মাণ মন্দিরের আলোকচিত্র ও মন্তব্য, "আনন্দ-বাজার পত্রিকা" ১১-১-৩৪ তারিখের সংখ্যায় 'মঠনির্ম্মাণের জন্য দান—ঢাকার জমিদারের উদারতা' শীর্ষক সংবাদ)	
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারে আগ্রহী পাশ্চাত্যমনীষিগণ (শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের লণ্ডনে অবস্থানকালে তৎসহ পরিচিতি)	
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের অবস্থান-পরিচয়)	
ভ্রম-সংশোধন (২২শ সংখ্যার গৌড়ীয় ৩৪০ পৃষ্ঠার 'শ্রীচৈতন্য কি বৈরাগ্যরূপ ও ভাবুকতার ?' প্রবন্ধের ২য় পংক্তিতে)	
সেবার পাথেয়	
"The Message of Lord Chaitanya" (ষ্ট্যাণ্ডার্ডকেট মিঃ জে, কে, সেন লিখিত—'ফরওয়ার্ড' ১৭ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার সংখ্যায় প্রকাশিত)	২৪।৩৮৭
বিবিধ প্রসঙ্গ (গোয়ালিয়রে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও জাপানীতে শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচার, শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থিতি)	২৪।৩৯৭

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১; ৬ঠা আগষ্ট, ১৯৩৪ | ১ম সংখ্যা

স্ব-পর-মঙ্গল

প্রাণিগণের মধ্যে স্ব-হিত ও পর-হিতের অনুসন্ধান আছে। পরহিতের অনুসন্ধানে স্বীয় পালাগণের অনুসন্ধানকেই স্ব-হিতের অন্যতম-জ্ঞানে হিত-বিচার লক্ষিত হয়। কেহই হিতের পরিবর্ত্তে অহিত আবাহন করেন না; তবে হিত-বিচারে ভ্রান্তি ও দৃষ্টু-দর্শনে ভেদ আছে, ইহা বুঝিতে পারেন।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগ-রাজ্যে স্ব-হিত বা পরহিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণাধিকার ক্ষণ-ভঙ্গুর; ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের বিষয়-গুলিও চিরস্থায়ী নহে। এজন্য নিত্যানিত্য-বিচার-রহিত জনগণ হিত-বিচার-কল্পনায় যাহা স্থির করেন, তাহা ভোগরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কোন মুক্তিপ্রবণ সম্প্রদায় নির্ভোগবাদের বহুমানন করিয়া থাকেন অপবর্গ-ধারণা পার্থিব ইন্দ্রিয়-চালনার বিপরীত অর্থাৎ শুষ্ক (Indolent) ভোগিকুল বলেন,—এই প্রকার অলেষ ইন্দ্রিয়জ ভোগের অতিক্রান্ত হইতে প্রসূত। অতএব ভোগরাজ্য পর্য্যন্ত তাহাদের বিচারে মুক্ত হওয়া ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে প্রতিষ্ঠিত।

ভোগাবদ্ধ দিক্ হইতে ভোগ নিবৃত্ত হইয়া অভিমানে যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বলবান্ প্রতীত হয়, তথাপি তাৎকালিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে বলিয়া উহা ভোগেরই অপর ভাগ। ইহা

নামে কথিত। স্ব-মঙ্গল ও পরমঙ্গল-চিন্তায় ভোগি-কুল এই প্রকার 'ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ'-ভাবত্রয়ের সম্মিলন-ভাব প্রয়াস করেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের বিচারের দুর্ব্বলতায় ভোগি-সম্প্রদায়ের প্রলোভনীয় পদার্থ-সমূহ নিকটস্থ হইলে উহাদের ভোগ-লোক্ষা-কাঙ্ক্ষা অনবসর লাভ করে। বুভুক্ষার প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জীব অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এবং ভোগকে চিরন্তন সহচর জ্ঞান করেন।

অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মফলভোগ-পরায়ণ ও কর্ম্মফল-ত্যাগ-পরায়ণ জনগণ কুভোগী, সুভোগী ও ভোগাভোগ-রহিত-চেষ্টাপর। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই সকল অনুশীলনে কথাপি প্রবৃত্ত হন না। ফল-ভোগাবরণ ভজনীয় বস্তু ব্যতীত ইতর বস্তু লাভের ইচ্ছায় এবং ভোগ্যবস্তুর সান্নিধ্যত্যাগ প্রভৃতি উৎকট প্রবৃত্তিমার্গে ধাবমান হইলে অনাবৃত্তির উত্তেজনায় জীবকে ভোগিপথের স্বরূপ বুঝিতে দেয় না।

অভক্তি-রাজ্যের ত্রিবিধ সরণিতে ভ্রাম্যমাণ হইয়া বদ্ধজীব ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। যদিও কেহ কেহ অনুসন্ধান করেন, তথাপি তাঁহারা সৎ-কর্ম্ম-ফলে সুভোগ-লাভের উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকভাবে অসৎকর্ম্ম-ত্যাগকেই পুণ্যলাভের সোপান-জ্ঞানে অল্পকাল-স্থায়িসুখভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে ভোগলাভের অকিঞ্চিৎকরতা লক্ষ্য করিয়া ভোগাতীত রাজ্যে স্বানুভূতি-চেষ্টা-রহিত হইয়া "গোলে হরিবোল" দিবার জন্য জড়ভোগের ও জড়-জ্ঞান পরিহার করিয়াছেন মনে করেন।

শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় [illegible] কেহ 'মুক্তি' বলেন, আবার জড়ভোগী [illegible] কেবল-চিন্মাত্রবাদে ভোগ নাই, চিৎ [illegible] শেষ কল্পনা করিয়া থাকেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর [illegible] গাহিয়াছেন। তাঁহাকে [illegible] ভ্রান্তি জানিয়া ভ্রান্ত হন। [illegible] বলিয়াই জানেন। বস্তুতঃ ভগবদ্

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহারাই শ্রীরূপপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত আছেন।

প্রাকৃত-সাহজিক অভক্ত-সম্প্রদায় জড়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া কুভোগকেই 'ভক্তি' মনে করেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তি হইতে তাঁহাদের মনশ্চাঞ্চল্য ভিন্ন পথে গিয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ "কালঃ কলির্বলিনঃ" শ্লোকটি গান করিয়া 'মিছা'-ভক্ত-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দমনীয় জড়ভোগ-চেষ্টা রহিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও তারস্বরে অধোক্ষজ বাস্তব বস্তুর অনুশীলনের জন্য অভক্ত অন্যাভিলাষী, সৎকর্ম্মী ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

অক্ষজ-পদার্থের সেবক-সূত্রে ভোগিসমাজ যে কপট সেবাপ্রবৃত্তি চালনা করেন, উহা 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' শব্দে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি ও হংস-গীতির অনুসরণে শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মহাজনের পথের অনুসরণ-ব্যতীত ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ভক্ত হইবার উপায়-জ্ঞানের অভাবে ভজনীয় বস্তুর বিবেকের তারতম্য-নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে।

তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের তন্নিষ্ঠানাম্নী বৃত্তিকেই বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয় বলিয়া জানেন। ভগবৎ-প্রেমই 'কৈবল্য' এবং অধ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই বাস্তব বস্তু। তাঁহারা এই সকল ভাগবত কথা বুঝিতে পারেন এবং বুঝিবার ব্যাঘাতসমূহ (যাহা 'অনর্থ' নামে পরিচিত) দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিহার [illegible]।

[illegible] তাঁহারা মাতা পিতা হইতে লব্ধ প্রাকৃত শরীরের [illegible] চেতন-রাহিত্য ও নিরানন্দের আবাহন [illegible] করিয়া গুণজাত জগতে ভ্রমণ-পিপাসা নির্ব্বন্ধ [illegible] বলিয়াই জানেন। বস্তুতঃ ভগবদ্

ভক্তই অন্যাভিলাষিতা, স্বভোগ ও পরভোগ প্রভৃতির অর্থ বুঝিতে পারেন, আর অভক্ত উহা মায়িক-বিচারে শুষ্ক দর্শনের বৈকল্য মাত্র বুঝিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় দ্বাদশবর্ষকাল শুদ্ধভক্ত-সমাজের পূর্ণ সেবা করিয়া অনন্তকালের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এইরূপে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ-প্রবৃত্তি। আর গৌড়ীয়নাথ ৪৪৮ বর্ষ ধরিয়া বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণকথা নাম-প্রেমরূপে বিতরণ করিতেছেন।

ব্রজের পথে পরিক্রমাকারী গৌড়ীয় সংসার-পথের পথিক নহেন ; জাগতিক অনুপাদেয়তা, ক্লেশ, পরিচ্ছেদ-ধর্ম্মের অবরতা প্রভৃতি ও চতুর্ব্বিধ কাপটোর দিকে নক্ষত্রবেগে পতিত জীবগণের বেগ রুদ্ধ করিতেছেন। যাহাতে সকল জীবই ব্রজপথের পথিক হন, ব্রজরাজ নন্দ-নন্দনের ও বৃষভানুকুমারীর মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণ করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণ-বিষয়ে অকৃত্রিম অমন্দোদয়-দয়া-পরবশ হইয়া জীব-কুলের নিকট যে বাণী প্রচার করেন, তাহা কি আমাদের বাধির্য্য অপনোদন করিবে না ?

কার্ষ্ণ-বিদ্বেষ—গৌড়ীয়-বিদ্বেষ বদ্ধজীবের হৃদয়ে স্বভাবজ ধর্ম্ম ; কিন্তু এই স্বভাব হরিজনে নিত্য নহে। তাৎকালিক বলিয়াই উহারা হরিজনকে বা দরিদ্রকে নিম্নশ্রেণীস্থ জানিয়া তাঁহাদের হিত-সাধন করিবার চেষ্টা-মুখে নিজ-আত্ম-চেষ্টার অহিত চেষ্টা জানিয়া ভোগ-লালসায় বুভুক্ষু বা আত্মলালসায় মুমুক্ষু হইয়া পড়িতেছে। ঐ প্রকার মুক্তি অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ' শব্দকে শ্রুতিপথে আবাহন করিবার বিরোধী। তজ্জন্য সমগ্র জগতের প্রতি বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণই গৌড়ীয়ের একমাত্র পরামর্শ-দান।

পার্থিব গ্রাম্য হিতবাদী ও অপ্রাকৃত হিতবাদী গৌড়ীয়—ইঁহাদের মধ্যে "আশমান্ জমিন্ ফারাক্"। সুতরাং গ্রাম্য বার্ত্তাবহকে কেহ যেন বৈকুণ্ঠদূতের সহিত সমশ্রেণীস্থ মনে না করেন।

প্রাকৃত সত্যকে অসত্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদি-গণ স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু উহাকে নিত্যানিত্য-বিবেকিগণ 'অনিত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু বুভুক্ষা প্রবল থাকা কালে ভিক্তরসের প্রাপ্তি-জন্য তদ্বিপরীত মুমুক্ষা উদিতা হয়। সুতরাং মুমুক্ষা-ধারণায় ভোগীর দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

কার্ষ্ণ গৌড়ীয় এই ভ্রমপথে বিচরণশীল নহেন জানিয়া সমগ্র মানবজাতি গৌড়ীয়ের বিচার পাঠ করুন এবং গৌড়ীয়মঠের বিচার-প্রণালী ও শ্রৌত-বাণীর নিত্য গ্রাহক হউন।

আজ দ্বাদশ-সৌরবর্ষ-পরিমিত এক যুগ কাটিয়া গেল। নিজের অহিত-আকাঙ্ক্ষী জনগণ অহিতকেই 'হিত' বলিয়া বুঝিয়া নিজের প্রকৃত হিতকে বরণ করিলেন না। তাই গৌড়ীয়ের গভীর হৃদয়-বেদনা এই যে, এইরূপ অনর্থময় কার্য্যেই তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যাইতেছে, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছাইতেছে না। সেই বাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্টাভাস বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে না। কারণ, তাঁহারা গৃহব্রত থাকিতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, গৃহস্থ হইতে পারেন নাই। গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় অধোক্ষজ বস্তু তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। তাই শ্রীধাম মায়াপুরে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবস্তু তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও তত্ত্ববিদ্‌গণের নিত্যকাল আলোচিত এবং নিরন্তর অনুশীলিত হইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

"গৌড়ীয়"র দ্বিতীয় যুগ বা দ্বাদশ বর্ষ

"গৌড়ীয়" একদুশকাল শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিয়া দ্বিতীয় দুশক জীবনত্বয় বরণের জন্য আজ ত্রয়োদশ বর্ষের মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। "গৌড়ীয়" এই দুশকাল পরমার্থ-রাজ্যের পথিকগণের কতটা মনস্তাপ-ভঞ্জন, কতটাই বা অনৈকান্তিকতার দিক্-নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন, তাহা সুধী সজ্জনগণের বিচারের বিষয়।

"গৌড়ীয়"র কার্য্য

"গৌড়ীয়"র প্রচার-প্রণালী একশ্রেণীর লোকের নিকট তাহাদের পরিকল্পিত স্বর্গের সম্বন্ধে বিপরীত মনে হইতে পারে অথবা মানব-জগতের কিম্বা প্রাণি-জগতের অনিত্যতাকে "গৌড়ীয়" তাহাদের স্বর্গের সুবিধাবাদ সংগ্রহ করিয়া না দিতে পারেন, কিন্তু জগতে যেখানে যত বাস্তবসত্যের পুনরুদ্ধার, পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সাধু-প্রণতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই সাধারণ মানবের পরিকল্পনাকে ভবিষ্যৎ করিয়া সত্যলোকের পুনর্বাবির্ভাবের জন্য ঐরূপ অসাধারণ, বিপরীত, তথা দ্রৌহমৌলিক ভিত্তিরই সংস্থান-কার্য্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

মহাজনের বাক্যের কদর্থ

জগতে সাধু-শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যের দোহাই দিয়া অনেক ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহাতে অকৃত্রিম সত্য কোন্ পক্ষে আছে, তাহা ধরিয়া লইতে কোমলশ্রদ্ধ ও অজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে কঠিন হইতেছে; তাঁহারা অনাদি-বিমুখতার নৈসর্গিক প্রবণতা-বশতঃ অসাধুকেই 'সাধু' এবং সাধুকেই 'অসাধু' সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেছেন।

কেহ কেহ ঔপন্যাসিক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নূতন-মঙ্গল পারমার্থিক-সাহিত্য মনোধর্ম্মের চশমায় পাঠ (?) করিতে গিয়া বিপথগামী হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন; তাঁহারা তাঁহাদের সেই দুষিত সংক্রামক ব্যাধি অপর কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণেও সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

ভক্তিসজ্জারাম মঠাশ্রমত্ব-প্রতিষ্ঠা, প্রচার প্রভৃতি কি গৃহত্যাগীর কর্ত্তব্য নহে?

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১১শ খণ্ড ১১শ সংখ্যায় "সাধুস্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে "গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আশ্রম ইত্যাদি করিবেন না" প্রভৃতি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিগত সাধকের জন্য উপদেশ। কোন অনর্থযুক্ত সাধক ব্যক্তিগতভাবে মঠ, আশ্রম প্রভৃতির আড়ম্বর করিলে তিনি গৃহব্যাপারে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারেন; কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচারই যাঁহার মূলমন্ত্র ছিল, সেই ঠাকুরের বা তাঁহার প্রভু মহাপ্রভুর শিক্ষার আদর্শে ভক্তিসজ্জারাম বা হরিসংকীর্ত্তন-মন্দির-স্থাপন কোথায়ও নিষিদ্ধ হয় নাই বা হইতে পারে না।

সাধুসঙ্গ সুলভ ও হরিকীর্ত্তনের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য ভক্তকুল, আশ্রম, মঠ, ভক্তিসজ্জারাম প্রভৃতি স্থাপন পারমার্থিক আচার্য্যগণের দ্বারা যুগে যুগে সাধিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী উড়ুপীতে অষ্ট মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পূর্ব্বপ্রভু ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন,—ইহা প্রতিপাদন করিবার সাহসিকতা প্রভুর প্রতিষ্ঠাকামী, হরিকথা-প্রচারে অলস, অক্ষম ও জাড্যযুক্ত আমাদের হৃদয়ে যেন কখনও উদিত না হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বেও অনেকেই শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল ভক্তি-গোপাল গোস্বামী প্রভুর মঠের নাম শুনিয়াছেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে, শ্রীপুরুষোত্তমে, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে ভক্তিপ্রচারক আচার্য্যগণ যে সকল ভক্তিমঠ-আশ্রমাদি স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ শত শত বৎসরের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ও বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। হরিকথা-শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী, প্রচারকারী, অনুশীলনকারী গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া সেবাময় জীবন-যাপনের জন্য কোন আশ্রম বা মঠে বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কিরূপে

গৌরীসত হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবেন এবং অপর লোকেই বা কিরূপে তাহা শ্রবণ করিবার সুযোগ নিবেন ? ইঁহাদের প্রত্যেককেই যদি বনবাসী অথবা নির্জ্জন ভজনানন্দী হইয়া কেবল ব্যক্তিগত সাধনপরায়ণ (?) হইয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ব্যভিচার উৎপন্ন হইবে। বিশেষতঃ যে যুগে সকল ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান-সমূহ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই যুগে কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি "এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী" লইয়া সাত্ত্বিক সেবা (গৃহস্থ-বিরাগীর বিরলপাঠ ও গৃহত্যাগীর আলস্যময় প্রতিষ্ঠাশা প্রশ্রয় দিবার জন্য) করিবার ছলনায় নির্জ্জনে বা মনগড়া-বিকল্পাত্মক বহির্মুখ মনের অন্তঃপুরে বসিয়া মঠ-আশ্রমের আড়ম্বর হইতে মুক্ত থাকিবার প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কৌশলময় বিরাট নাস্তিক-সমাজের বিভিন্ন প্রকার মতবাদ ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট কেবল যে ব্যর্থ হইবে, তাহা নহে, স্বাভাবিক তাঁহাদের অভক্তিপূর্ণ মতের দ্বারাই অভিভূত হইয়া পড়িবে—ইহা সুনিশ্চয়।

হরিসেবার অর্থ ও ভোগের অর্থ

হরিসেবার বা হরিকীর্ত্তনের জন্য বিষয়, অর্থ, লোকজন, নানাপ্রকার হাঙ্গামাকে যাঁহারা আত্মসুখকর শান্তরসের বা শান্তিধর্ম্মের বিরোধী মনে করেন, হইতে পারে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি হইতে আত্মপ্রীতির মাত্রা অধিক এবং তাঁহারা অন্তরে মুমুক্ষু বা প্রচ্ছন্ন মুমুক্ষু ; কিন্তু হরিসেবার জন্য সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করিয়া যিনি বিষয়ী ভোগিগণের নিকট তাহাদেরই অন্যতম বলিয়া প্রতীয়মান হন, তাঁহার আদর্শ জগতে সুবিরল। যাঁহারা "আতুর কল আম"—এই শার্ঙ্গধরী নীতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের যুক্তিতে হরিসেবার বৈভব ও ভোগের বৈভব, ঐকান্তিক হরিসেবকের আহার-বিহার ও যদ্ভজীব বা পশুর আহার-বিহার সমান বলিয়াই বিচারিত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ দুগ্ধ পান করিয়া হরিভজন করিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই শিখাধারী অনৈক ব্যক্তি এক সময় তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া পরিবারবর্গকে উদ্বেগ-প্রদান এবং সেই পরিমাণ দুগ্ধপানের ফলে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আবার নিষ্কিঞ্চন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বৈরাগ্যের প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া কোন কোন ব্যক্তি অধঃপতিত হইয়াছেন। এজন্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের আরাম ও আলস্য করিবার অভিসন্ধিতে নির্জ্জনে মালা টিপিবার ছলনায় বাধা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে জগদ্বৎসেবার বাগান রচনা ও পারমার্থিক আড়ম্বরজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার ও উপদেশ

কুলিয়া-নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী নামে এক গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ; কিন্তু নবদ্বীপের লোক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাসের প্রতি সর্ব্বদাই কটাক্ষ করিতেন। কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের যেন অন্য কোন কাজ ছিল না, প্রত্যহই তাঁহাকে কুলিয়া হইতে কৃষ্ণনগর কাছারীতে দলিল-দস্তাবেজ লইয়া আসিতে দেখা যাইত। তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরামপুরে ছিলেন। একদিন মালাতিলকধারী এক ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আসিয়া অভিযোগ করিলেন,—"নবদ্বীপের এক বাবাজী প্রত্যহ কৃষ্ণনগর-কাছারীতে, না হয় দেওয়ানী আদালতে নবদ্বীপের লোকের বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন, বৈষ্ণব হইয়া মামলা-মোকদ্দমা করা—ইহা কিরূপ ব্যবহার ! বৈষ্ণব আপন-মনে ভজন করিবেন, তৃণাদপি সুনীচ, অমানী-মানদ হইবেন, আর সেই বাবাজী মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধে কখনও ধানচালের মোকদ্দমা, কখনও বা বৈষ্ণবের আচার-ব্যবহার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি, কখনও বা দেবোত্তর-সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় লইয়া মামলা-মোকদ্দমা করিয়া থাকেন। আপনি পরম বৈষ্ণব ও বিচারক, ইহার বিচার করুন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজীর ঐরূপ আচরণের কথা শুনিয়া যথোপযোক্তি আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন,—বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী একজন ভাল লোক। তিনি ঠিক কাজ ক'রছেন। যদি তিনি এরূপ মহাশয় হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লে সকলেরই তাঁর চরণাশ্রয় করা উচিত। তিনি মহাপ্রভুর ধর্ম্মের কলঙ্কারোপ

দূর করবার চেষ্টা ক'রছেন। তিনি ত' প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের কাজ ক'রছেন। লোকে বিষয়-সম্পত্তি, নিজ-ভোগ-বিলাস রক্ষার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, আর ইনি হরিসেবকের সম্মান ও হরিসেবার বিষয় সংগ্রহের জন্য রাজদ্বারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি মামলা-মোকদ্দমার ন্যায় বিগর্হিত ব্যাপারগুলোকেও কৃষ্ণসেবা—বৈষ্ণব-সেবার অনুকূল ক'রতে পেরেছেন। সব বিষয়কেই কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণভক্তের সেবায় নিযুক্ত ক'রতে পারে কে? একমাত্র ভজন-পরায়ণ সুচতুর বৈষ্ণব ছাড়া আর কারো সে শক্তি নাই। যে-কিছু বিষয়ই হউক না কেন, বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হ'লে তার আর কুবিষয়ত্ব থাকে না। আগুন ঘর বাড়ী সব পুড়িয়ে দেয়, 'বিষ' মানুষের বহুমূল্য জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে থাকে, কিন্তু বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ সেই আগুন দিয়েই আবার কত ভাল কাজ ক'রছেন—বিষ চিকিৎসক

দিয়েই আবার বিষ নষ্ট ক'রছেন—মানুষের প্রাণ দিচ্ছেন। সকল জিনিষই কৃষ্ণসেবা—বৈষ্ণব-সেবার অনুকূল ক'রে নিতে হ'বে—এ'র নামই ভজনচতুরতা—যুক্ত-বৈরাগ্য—সেবা-বিবেক। যা'দের ভজন নাই, যুক্তবৈরাগ্যের কথা তাদের মাথায় ঢোকে না—তা'রা কৃষ্ণবৈরাগ্যকেই বড় মনে করে—কুবিষয় হ'তে তা'দের ছুটী হয় না—তা'দের কপটতা যায় না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী বৈষ্ণব-আচার্য্যোচিত কাজ ক'রছেন।"

পুরাণে ইতিহাস-তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু ডি-এস্-সি, এম্-বি সে-দিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পুরাণ-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন ও শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে "পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পুরাণের প্রতি কতকটা শ্রদ্ধাযুক্ত হইবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"পুরাণে বহু প্রকৃত পুরাবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। মনোযোগ-সহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিলে ভারতের প্রাচীন 'হিষ্ট্রি'র উদ্ধার হইবে।"

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে তাঁহার বক্তৃতার যে বিবরণ 'ইণ্ডিয়ান্ ইষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশির বসু বলেন,—"Many people have an idea that the Purana contains a little historical matter along with other irrelevant topics. But the definition of Purana clearly shows that all of it is history, and nothing but history. The irrelevant matter does not find place in the Puranas as such but it forms part of the Mahapurana. The ancient Indian historian had a very ambitious scheme; he wanted to record history from the very beginning of creation right up to the time when the world would be destroyed."

শ্রীল প্রভুপাদ আজ বহু বৎসর যাবৎ পুরাণে বাস্তব ইতিহাস-তত্ত্বের অস্তিত্বের কথা বলিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণবসঙ্গিনী ও প্রস্তাবিত "পারমার্থিক ভারত" গ্রন্থে ইহার একটি সুন্দর বিবরণ প্রদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কএক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকোষ-সঙ্কলন-কর্ত্তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত যখন শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন পারমার্থিক ইতিহাস-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তখনও আমরা প্রভুপাদকে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে প্রকৃত ঐতিহাসিকতত্ত্বের অস্তিত্বের কথা অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতে শুনিয়াছিলাম। আমাদের বেশ স্মরণ আছে,—যখন প্রভুপাদ যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের নিকট এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনিও এই সিদ্ধান্তকে বিশেষ অভিনন্দিত করেন। প্রাগ্‌বৈদিক ও প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের কথা পুরাণই আমাদিগের নিকট প্রদান করিয়াছেন।

'অলৌকিকতা' কাহার দৃষ্টিতে?

পুরাণের বাস্তব ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে আমরা ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশির বসুর সহিত অনেকটা একমত হইলেও তিনি পুরাণের ঘটনাবলীর 'অলৌকিকত্ব ও অতিপ্রাকৃতত্বে'র উদাহরণ-সমূহকে তাঁহার অনুমানের ছাঁচে ফেলিয়া যে রূপ দিতে চাহিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বাস্তব প্রমাণ না থাকায় আমরা সেরূপ আনুমানিক পরিকল্পনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি যাহাকে অলৌকিকত্ব, মিষ্টিসিজ্‌ম্ বা 'রূপক' বলিবেন, তাহা আমাদের বর্ত্তমান দার্শনিক ধারণা বিপর্য্যস্ত হইলে যে বাস্তব বলিয়া প্রকাশিত না হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃত সকল সময়ই যে, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির আপাতঃ

হইবেন, তাহা নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে পৌরাণিক পুষ্পক রথ রূপক বা অলৌকিক বলিয়া মনে হইত, কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের বৈজ্ঞানিক অবদান সেই অলৌকিকতা ও রূপকত্বের আনুমানিক প্রহেলিকা সরাইয়া দিয়া পুষ্পক রথের বাস্তব নিদর্শন করিয়াছে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র বসুর মতে—"ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতির ইতিহাসগুলিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্যই পুরাণকার তাহা দেবতার লীলা বা কীর্ত্তিকলাপ প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাকে মানবের অলৌকিক ধর্ম্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিয়াছেন। সঙ্কর্ষণের জন্ম, কথার সঙ্কোচন ও প্রসারণে ভূমিকম্প সংঘটিত হইবার কাহিনী ডক্টর বসুর মতে ইতিহাসকে ধর্ম্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ-প্রদানের উদাহরণ। বৃন্দাবনে বলরাম যমুনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যমুনাকে লাঙ্গলের দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে, ভূমিকম্পের একটি ঐতিহাসিক বিবরণ-মাত্র। ইহা হইতে ডক্টর বসু আরও প্রমাণ করেন যে, আধুনিক বৃন্দাবন (বোধ হয়, যাহা শ্রীচৈতন্যদেব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা) প্রাচীন বৃন্দাবন নহে। যমুনার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রাচীন বৃন্দাবন যমুনার গর্ভে গিয়াছিল এবং মথুরার নিকট নূতন বৃন্দাবন স্থাপিত হইয়াছিল।"

ডক্টর বসুর এই সকল মত—সমস্তই তাঁহার ব্যক্তিগত অনুমান-মূলক। অনুমানের দ্বারা বাস্তবসত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা অধিকতর প্রতিভাশালী বা প্রবল দ্বিতীয় ব্যক্তিদের অনুমানের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তবে ইহা অতি সহজেই নাস্তিক ও কুতার্কিক ব্যক্তিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহারা সকল ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজিলেও যে-সকল স্থানে পরমেশ্বরকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা হয়, তথায় অনুমান প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত হন না। বামনের দেশে যদি কোন স্বাভাবিক মনুষ্য গিয়া পৌঁছেন, তাহা হইলে সেই দেশের জনসাধারণ সেইরূপ স্বাভাবিক মনুষ্যের অস্বাভাবিকতা ও অলৌকিকতা পরিমাপ করিবার জন্য কত প্রকারই না যন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ ও সঙ্কল্প-বিকল্প করিয়া থাকে।

হিট্‌লারের একাধিপতিত্ব (?)

জার্ম্মেণীর একাধিনায়ক হিট্‌লার ও তাঁহার পারিপার্শ্বিক কথা লইয়া আজকাল লৌকিক সভা-সমাজের সর্ব্বত্রই নানা প্রকার গবেষণা ও আন্দোলন চলিয়াছে। রুশিয়া ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতিরোধ ও ইহুদী-দলন—এই তিন কার্য্যের দ্বারা দিয়া হিট্‌লার তাঁহার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহা আধুনিক ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। অনেকে এই হিট্‌লারের আদর্শে ন্যূনাধিক অনুপ্রাণিত হইয়া পারমার্থিকতাকে কাপুরুষতা বলিয়া সংজ্ঞা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এখন আবার কতকগুলি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকে মত আপাত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—"রক্তাপ্লুত ভিত্তির উপর কোন দেশের স্বাধীনতা ও শ্রী প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এখন জার্ম্মেণী বিদেশী কোন জাতি বা ব্যক্তির অধীন না হইলেও স্বাধীন নহে, একজন স্বেচ্ছাচারীর অধীন।"

সনাতনধর্ম্মকের ভারতবর্ষের আদর্শ কখনও ঐরূপ স্বাধীনতা বা অধীনতা নহে। যাঁহারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় বিভাবিত হইয়া ব্যক্তি বা জাতির অনুভবের জন্য লালায়িত, তাঁহারা কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি কর্ম্মনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—সকল ক্ষেত্রেই এই সকল নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের চিত্র দেখিয়া তাঁহাদের চেষ্টা যে কেবল আলেয়া বা মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ, তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। আবার মোহিনীমায়ার সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে সেই ঠিক অভিজ্ঞতাটুকুকেও ভুলিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ এক অতিতীব্র পরাৎপর পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতায় আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত বা বস্তুর স্বাধীনতার মূল রহস্য।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবিভূতি বিদ্যাভূষণ ও জাতিভেদ (?)

শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর কলিকাতায় আগমনোপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবিভূতি বিদ্যাভূষণ গান্ধীজীকে সনাতনী মতের ("On behalf of true Sanatanists") পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—The pseudo Sanatanists, the followers of Smriti-sambitas, Puranas or the Nibandhakaras * * are quite ignorant of the Vedas. My family

is proud of having produced eminent pupils like M. M. Pt. Pramatha nath Tarkabhusan, who have inherited the liberal views of my grand-father the late Pt. Madhusudan Smritiratna of Bhatpara, who, liberal minded as he was, gave for the first time, the sanction to the acceptance of the England-returned to the society. • • • The Vedas being the subject of my study and research, I should point out to my countrymen that the mission of the removal of untouchability is sanctioned by the Vedas. In the Vedas, we find passages which the Nishadas are mentioned as entitled to divine worship or sacrificial performances. • • (Vide Rigveda x 53. 4. 5)

অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঋগ্বেদের যে মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, সেরূপ জাতীয় মন্ত্র বেদ ও শ্রুতির বিভিন্ন স্থানে এবং বেদানুগত বা বেদবিনির্গতরূপ স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে যথেষ্ট রহিয়াছে। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উক্তি হইতে কতকটা মনে হয় যে, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এরূপ বিচার যেন নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। হরিপূজায় ও হরিকার্য্যে যে-কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিরই স্বরূপতঃ অধিকার আছে। তবে সেই অধিকার যিনি বা যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে হরিসেবা করিবেন, তাঁহারাই পাইবার অধিকারী; আর সেই অধিকার প্রদান করিবেন—যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত হরিজন বা শ্রীগুরুদেব। যাঁহাদের হরিসেবা করিবার আদৌ আন্তরিক ইচ্ছা নাই, যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে হরিসেবাকেই জীবনের ব্রত জানিয়া নিষ্কিঞ্চন অপ্রাকৃত হরিজনের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিবেন, বেদ, স্মৃতি বা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহাদিগের পক্ষে হরিসেবায় স্বরূপতঃ যোগ্যতা স্বীকার করিলেও অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তরাভিলাষ বিগত হইলে হরিসেবায় যোগ্যতা আছে স্বীকার করিলেও তাহারও বহির্ম্মুখতায়—ব্যবহারিক হিসাবে তিনি উচ্চজাতিই হউন, আর নীচজাতিই হউন,—হরি-পূজায় বা হরি-যজ্ঞে তাঁহাদের অধিকার নাই জানাইয়াছেন। ঋগ্বেদ যে নিষাদ বা পঞ্চম, ষষ্ঠ প্রভৃতি জাতির হরিপূজায় ও হরি-যজ্ঞে অধিকারের কথা জানাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সেবোন্মুখতা বিধান ও শুদ্ধপাঞ্চরাত্র-পূর্ব্বক উক্তরূপ কার্য্যে যোগ্যতা-সঞ্চারের পর। হরিসেবোন্মুখতা না থাকিলে কেবলমাত্র সামাজিক বা রাজনৈতিক অন্তরাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া রাশিক ব্যবহারিক সম্মানিত জাতির সমকক্ষতা-লাভের চেষ্টা বহির্ম্মুখ-চেষ্টা মাত্র, উহা হরিভক্তের অধিকার নহে। সেখানে হরিপূজার অধিকার-লাভের চেষ্টা কেবল অন্য মূল উদ্দেশ্যের উপায় বা মুখোস-মাত্র, উদ্দেশ্য বা আন্তরিকতা নহে।

বেদাভিজ্ঞ শ্রীমদ্ভাগবতেও (২।৪।১৮) শ্লোকের মন্ত্রের ন্যায় অনেক শ্লোক দৃষ্ট হয়। শ্রীশুকদেব বিষ্ণুপ্রণামে বলেন,—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

শ্রীভাগবতে ১১শ স্কন্ধে (১১।১৪।১৯) ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

তৃতীয় স্কন্ধে (৩।৩৩।৬) কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মবন্ধুরপ্রণতস্তবেতি যৎ প্রস্তবাদ্ যৎসহমানয়েপি কচিৎ।
যাযোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

এখন উদ্ধৃত শেষোক্ত শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভিনী' টীকায় আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে, যেরূপ ব্রাহ্মণকুলাঙ্গারগণের শৌক্রবিচারপর জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবনযজ্ঞে অধিকার অর্জ্জন করিতে হইলে পুণ্য-বিশেষময় সাবিত্র জন্মের অপেক্ষা করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিজ যেরূপ সবন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ চণ্ডালকুলে উদ্ভূত অশৌক্রিক ব্যক্তির হরিনামোচ্চারণ-মাত্রে সবনযজ্ঞে যোগ্যতা-প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বের মূল প্রারব্ধ পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা বা ভাগবত-সাবিত্র জন্ম লাভ হয় না।

হরিসেবায় আন্তরিক উদ্দেশ্য না থাকিলে অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বহির্ম্মুখ ব্যবহারিক বর্ণ-বিচার প্রভৃতির সংরক্ষণ বা উৎসাদনের চেষ্টা সমাজ-সংস্কারক ও

উচ্ছৃঙ্খলতার হেতু। হরিসেবার জন্য সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি না হইয়া যদি ভোগ বা অনাচার-অসদাচার বৃদ্ধির তাৎপর্য্যে উহা কল্পিত হয়, তবে তদ্দ্বারা সামাজিক অনাচারই বৃদ্ধি পাইবে এবং উহা সমগ্র প্রাণিসমাজে জগতের বীজাণু সংক্রামিত করিয়া দিবে। যাহা হউক, অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশ্য মহৎ ও তাঁহার সংকল্প প্রশংসনীয় এবং সাধুসঙ্কল্পে অধ্যাপক মহাশয়ের পূর্ব্ব লৌকিক বিচার যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীগ্রাম মায়াপুর-যোগপীঠে "অধোক্ষজ" বিষ্ণু-বিগ্রহের আবির্ভাব

ঈর্ষাপরায়ণ ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে তর্ক উঠিয়াছিল যে, শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠ-পল্লী বহুদিন যাবৎ মুসলমান-অধ্যুষিত স্থান। কিন্তু তাহাদের সেই কল্পনা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন করিতে গিয়া এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসহ কতিপয় ভগ্ন মৃণ্ময় পাত্র পাওয়া গিয়াছে। অখণ্ডিত অবস্থায় যে শ্রীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার চিত্র আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আবির্ভূত 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুবিগ্রহ
আবির্ভাব-কাল—৩০ চৈতন্যাব্দ, ১৩৪১;
১৩ জুন, ১৯২৪, বুধবার

নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি সেই মৃত্তিকা-প্রোথিত শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। কএক দিন ধরিয়া বহু হিন্দু ও অহিন্দু দলে দলে আগমনপূর্ব্বক ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ঈর্ষাকারীদের মোহনিদ্রা চির-তরে ধ্বংস হইল।

সম্প্রতি মুসলমান-পল্লীর মধ্যে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলীর অধিকার পাইয়া কৈতবযুক্ত ব্যক্তিগণ কতই না দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। এই শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাবে তাহাদের প্রচণ্ড প্রজল্প অগ্নি-শিখায় পাংশুরাশি-নিক্ষেপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

বিগত ৪০ বৎসরকাল ধরিয়া শ্রীযোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ও অন্যান্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সমাগম হইতেছে। তাঁহারা এতাবৎকাল ধূর্ত্ত ঋষিগণের শ্লেষ ও কটাক্ষপূর্ণ হিংসানল বাক্য নীরবে সহ্য করিয়াছেন। তজ্জন্যই আজ চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু চারিপ্রকার অস্ত্রের সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন। মৃত্তিকা-খননকালে তাঁহার কোনও প্রকার অঙ্গ-বৈকল্য ঘটে নাই। খনিত্র অধোক্ষজের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। দিব্যার্থ-সংহিতা এই চতুর্ভুজ অস্ত্রবিন্যাস-বিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তিকে 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞা দিয়াছেন।

'অধোক্ষজ' বিষ্ণুর দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ এবং বাম অধোহস্তে চক্র অক্ষতভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। যদিও শ্রীমূর্ত্তির আকার ক্ষুদ্র, তথাপি শ্রীগৌরসুন্দরের বিষ্ণুগৃহে ইঁহার অবস্থান ছিল, তাহারই আশ্চর্য্য নিদর্শন-স্বরূপ এই শ্রীমূর্ত্তি মৃৎ-প্রোথিত থাকিয়া ও প্রকটিত হইয়া পরিদৃষ্টিগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। শ্রীযোগপীঠ ভগবদ্ভক্তদিগের আবাস ছিলেন; তথায় অধুনা তুলসী-ক্ষেত্র সম্মুখে বিরাজমান। তাহা বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কল্পবৃক্ষের অতি নিকটেই সেই মহানুভব মাগধন-পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুজলে মৃত্তা করিতে করিতে যেখান গৌরসুন্দরের জন্মভূমি বলিয়া এক্ষণে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে লোক-লোচনের নিকট আবিষ্কার করেন, সেই স্থানেই এই অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ মৃৎপ্রোথিত হইয়া লুক্কায়িত ছিলেন। আজ ষোড়শ বৎসরের কিছু অধিক হইল শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত অধোক্ষজবার্ত্তা সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রকট সেবাফলেই এই 'অধোক্ষজ'বিগ্রহ ৪০০ বৎসর লুক্কায়িত থাকিয়া আজ প্রাকট্য বিধান করিয়াছেন।

শ্রীবাসঙ্গনীতে নবদ্বীপবাসী বহু ভক্ত এবং বহু পৌরিকার সমক্ষে ভক্তি-রহিত মূঢ়-দর্শনে শ্রীমার্গভাবনী দেবী অভিমান-ভরে রাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণ রাসক্রীড়া পরিহার-পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে—

"ইত্যুক্তস্তামনুস্মৃত্য রাধিকামনবরাগ-ত্রপাধিরমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিললাপ মাধবঃ॥"

—শ্লোকে মাধবের বর্ণন করিয়াছেন।

আবার শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'ললিত-মাধবে' (মাধবের নিজ উক্তিতে) মাধবের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

অপরিচলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অহমহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥"

শ্রীল রূপপাদ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূল কারণ বর্ণন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যাষ্টকে বলিয়াছেন,—

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"
"রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টঃ সোপরিতুং মনশ্চ মথিয়া যঃ গ্রাম্যসর্ব্বশিক্ষা
ধাবাগ্নঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রাধিকা
সা শক্যা প্রকটিকৃতাপি হরিণা নাদীক্ষতুর্নাগরী॥"

—উজ্জ্বলনীলমণির এই শ্লোকের ভাবোদ্গার লীলা-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের গহ্বরে শ্রীরাধিকার অনাশ্রিতা গোপীসকল কৃষ্ণের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির দর্শনে মর্য্যাদাপথে যে সেবা বিধান করিতেছিলেন, তৎফলে তিনি তাঁহার চতুর্ভুজাকৃতি-প্রদর্শনে তুষ্টি না হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন।

সুবৃহৎ মঠ-মন্দিরাদি যে-কালে ভক্তের আত্মমহিমা-প্রকাশের প্রতিকূলে ভগবদ্-ঐশ্বর্য্যের অভাব-হেতু মাধুর্য্য-বিগ্রহাদির ঔদার্য্য-সেবায় ঐশ্বর্য্য না দেখিতে পান, তৎ-কালাবধি চতুর্ভুজ বিষ্ণু লুক্কায়িতভাবে গোবর্দ্ধন-গিরি-গহ্বরে অবস্থান করেন এবং লৌকিক বিচারে উহা উচ্চভূমি-মাত্রজ্ঞানে প্রতিভাত হয়। সেখানে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের উদার-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-গৌড়ীয়নাথের প্রাকট্য-দর্শনে ভগবানের মাধুর্য্যরস-বিরোধী হীনচিত্ত জনগণ ঐশ্বর্য্য না দেখিয়া শ্রীধামকে মৃন্ময় সর্ব্বত্র-জ্ঞানে নিজ অপরাধ সঞ্চয় করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ প্রকাশ দর্শনে যোগানয়ন-সমূহ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-শিথিল ঐশ্বর্য্য-প্রাকট্য-দর্শনাভিলাষী হন। কুতর্কনিরত ভগবদ্বিরোধী সম্প্রদায় সর্ব্বদাই ভগবদ্ভক্তে প্রস্তরনির্ম্মিত ও শ্রীধামকে প্রাকৃত মৃত্তিকা বুদ্ধি করিয়া প্রস্তর-কাষ্ঠাদি দ্বারা স্থান-নির্দ্দেশের পক্ষপাতী হন। তাঁহাদের ঐ হীন-চেষ্টা-নিরসন-কল্পে মহাযোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটার উপর বৃহন্মন্দির-নির্ম্মাণের প্রাক্কালে ভগবদৈশ্বর্য্য-প্রকাশ এই শ্রীমূর্ত্তি লুক্কাস্থল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। ইহা কপট জাতিয়াভিমানের অনুষ্ঠান নহে; কিন্তু ভক্তত্ব ভগবানের হৃদয়ে স্থান দিবার জন্য ভগবদ্বিরোধি সম্প্রদায় যে গত ৪০০ বৎসর ধরিয়া হীন-চেষ্টা করিয়াছেন, তন্নিবারণ-কল্পেই আজ জ্ঞান-পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের এই লীলা-রহস্য বিস্তার। [illegible] ভিত্তির-স্থল হানি বা অজ্ঞান নিরাশিত হয়।

[illegible] 'কৌমোদকী'-গদা, 'পাঞ্চজন্য'-শঙ্খ ও [illegible] চারি প্রকার অস্ত্র-দ্বারা তাহাদের সেই [illegible] আসুরিক-প্রচেষ্টা-সমূহ নিরাকরণের জন্য

আগামী ৪ঠা ভাদ্র হইতে [illegible] উৎসব আরম্ভ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

(১)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর 'সংক্ষেপতোষণী' বা 'লঘুতোষণী' টীকার (১৫০৪ শকে রচিত) শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থের যে তালিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুই শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাঁহার "দিগ্‌দর্শনী" টীকার রচয়িতা বলিয়া জানা যায়; যথা,—

তথাগ্রজকৃতেষ্বগ্রং শ্রীল ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চতট্টীকা দিক্‌প্রদর্শনী॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকেই হরিভক্তি-বিলাসের নির্মাণকর্ত্তা বলিয়া জানাইয়াছেন; যথা,—

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশমটিপ্পনী, আর দশম-চরিত॥
এইসব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপ গোসাঞি কৈল যত কে করু গণন॥
(চৈঃ চঃ ম ১।৩৫-৩৬)

'হরিভক্তিবিলাস'—গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা লইয়ে পার॥
(চৈঃ চঃ অ ৪।২২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২৪শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু যখন শ্রীসনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতি নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, তখন সনাতন সদৈন্যে মহাপ্রভুকে উক্ত গ্রন্থের সূত্রসমূহ কৃপা-পূর্ব্বক বর্ণন করিবার প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু সনাতনকে সূত্রাকারে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সকল উপদেশই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রারম্ভে "লেখাপ্রতিজ্ঞা" অর্থাৎ হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের লিখনোপযোগী বিষয়ের প্রতিজ্ঞারূপে দৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সেই প্রসঙ্গটি উদ্ধার করিয়া তৎসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের "লেখাপ্রতিজ্ঞা"ও উদ্ধার করিলাম,—

পুনঃ সনাতন কহে দৈন্য দুই করে।
"প্রভু, আজ্ঞা দিলা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' করিবারে॥
মুঞি—নীচ জাতি, কিছু না জানি বিচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পয়চার॥
সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি,—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে॥"
প্রভু কহে,—"যে করিবে করিবা তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥
তথাপি এই সূত্র শুন দিগ্‌দরশন।
সকারণ লিখি আগে গুরু-আশ্রয়ণ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দীক্ষার পরীক্ষণ।
সেবা—ত্রিপ্রকার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বিচারণ॥
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, কৃত্য, শৌচ, আচমন॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রচক্রাদি-ধারণ॥
গোপীচন্দন-মালা-স্মৃতি, তুলসী-আহরণ।
মন্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ প্রসেধন॥
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজাবিধি, ভক্তের ভোজন শয়ন॥
শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ, আর শালগ্রাম-লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন॥
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ।
রূপ, স্মৃতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরাঘবদ্বয়ী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।

অন্তরে দেহ, কৈলে ভক্তির লঙ্ঘন।
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দির-করণ-লক্ষণ।
'সংক্ষেপ' সদাচার আর 'বৈষ্ণব'-আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য 'স্মার্ত্ত' যাবহার।
এই ত' সংক্ষেপে কহিনু বিষ্ণুস্মরণ।
ইহে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্মরণ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩১৯—৩৪০)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের **প্রথম-বিলাসে**—"আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুরুপ্রণামং ততঃ। গুরুশিষ্যপরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽব্রুত চ। মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধ্যাদিশোধনং মন্ত্রসংক্রিয়া॥ দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে গুরোরাগমনং পবিত্রতা॥ প্রাতঃস্নত্যাদি কৃত্যঞ্চ সন্ধ্যাদৈতন্ত প্রবোধনম্। নির্ম্মাল্যোদ্ধারণাচমনে মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ। মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তধাবনম্। স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি কেশসংস্কারাদিসংক্রিয়া। তুলস্যাদ্যাহরিগেহস্থানমুকোদ্ধারাদিকম্। বস্ত্রং পীতং ধৌতশুষ্কং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্॥ চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ। মহাদ্বারাকাশ কৃত্যং দ্বারদেশ্যোত্তরার্চ্চনম্॥ পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদিস্থাপনং বিঘ্নবারণম্। শ্রীগুর্ব্বাদিনতিস্তুতিশুদ্ধিঃ প্রাণপ্রিয়োষনম্॥ ভূতা মূলাপকল্পক কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে। পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তিপাত্রাবলিনাস্তথা॥ দ্বারকোদ্ধবচক্রাদি ততঃ পীঠমূজনম্। আবাহনাদি হৃদ্যুত্রা আসনাদি-নমস্কৃতম্॥ স্বপনং পঞ্চগব্যৈর্দিব্যাদ্যৈঃ নামমন্ত্রকম্। পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্॥ গন্ধঃ শ্রীতুলীকাষ্ঠচন্দনং কুঙ্কুমাদি চ। পত্রাদি তুলসী চাম্ভোপাত্রাবরণপূজনম্॥ ধূপোদীপৌ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া। অবশুদ্ধাস্তবাসো দিব্যাদ্যাদিকং পুনঃ। রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা॥ শঙ্খাদিস্থাপনং সাধুগুরুনীরাজনং স্তুতিঃ। মন্ত্রিঃ প্রদক্ষিণাকর্ম্মাত্মর্পণং জপবাচনে। আত্মসমর্পণং নামাপরাধাদি নির্ম্মাল্যধারণম্॥ শঙ্খাম্বুতীর্থৈঃ তুলসীপূজা তত্ত্ব,স্তিকাদি চ। রাত্রৌস্নাননিষেধস্তু কালে কৃত্যৈকপার্চ্চনম্॥ মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবৈর্যাত্রিপ্রাদ্ধং চাবশ্যিমুদ্ধরে। বিনার্চ্চামশনে দোষাস্তথানিত্যভোজনে। নৈবেদ্যভক্ষণং দত্তঃ সংস্কারোঽপদসঞ্চরিঃ। অনধ্যয়স্তিথৈবৈকাদোপবাসনিষাদি-বর্জ্জনম্॥ সতাং ভক্তিবিদ্বুপাত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা। লীলাকথা চ ভগবদ্ভর্ত্তাঃ সাম্য নিজক্রিয়াঃ। কর্ম্মণাতৎপরীহারস্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ। নক্তং কৃষ্ণাগ্রতো পূজাফলসিদ্ধ্যাদি দর্শনম্॥ বিকর্ম্মধ্বংস বিধিবোধচারা ন্যূনপূরণম্। শয়নং মন্ত্রিমার্চ্চায়াঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভুতঃ। নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাখ্যাপ্রয়োজনাবয়ঃ। পঞ্চদেবেকাদশী সাধ্য শ্রীবাদশকটৈবং মহৎ। কৃত্যানি মাঘশীর্ষাদি মাঘেষু যাদশস্বপি। পুরশ্চরণ কৃত্যানি মন্ত্রং সিদ্ধস্ত লক্ষণম্। মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দিরম্। ভৌর্দেভূমিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোৎসবকর্ম্ম চ॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতেই পরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু সংক্ষিপ্ত-ভক্তিবিলাস-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর স্বগৃহীত দিগ্‌দর্শনী টীকাও তাহার সহিত সংযুক্ত করেন। কেহ কেহ বলেন,—বর্ত্তমান দিগ্‌দর্শনী-টীকা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর লিখিত বিস্তৃত টীকার সংক্ষেপ মাত্র; আবার কেহ কেহ বর্ত্তমান "দিগ্‌দর্শনী"-টীকাকে শ্রীগোপীনাথ পূজারীর সঙ্কলিত বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীগোপীনাথ পূজারী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীরাধারমণ-সেবায়ত অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিত আছে যে, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুই শ্রীরূপ-সনাতনের সন্তোষ-বিধানের জন্য এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবং ভগবত্তমাশ্রয়ে, শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আগন্তুকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ সার্দ্ধং সমাদৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ॥
ভক্তিবিলাসাখ্যমিহ প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥
রঘুনাথপাদাব্জ-প্রেমভক্তিবিলাসকঃ।
জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং গ্রন্থরত্নমিদম্॥
জীয়াদ্ভূরাত্মাত্মিক ভক্তিনিষ্ঠাঃ, শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেশ্চ।
কালীয়রঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু, শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ॥

তাৎপর্য্য এই,—গ্রন্থকার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—আমি বৈষ্ণবগণের আনন্দ-বিধানের জন্য তাঁহাদিগের আবশ্যক অনুষ্ঠান-সমূহ সাধুগণের সহিত বিচার করিয়া নিখিল শাস্ত্র হইতে আহরণ-পূর্ব্বক অনায়াসে লিখিবার জন্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট (আমি), শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীরঘুনাথদাসের সন্তোষ-বিধানের জন্য ভক্তিবিলাস আহরণ করিতেছি।

মধুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে গোপাল ভট্টের যে প্রেমভক্তি আছে, তাহার বিলাস হইতেই এই 'ভক্তিবিলাস' নামক গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব যাঁহারা মধুরানাথের পাদপদ্মের ভৃঙ্গ, তাঁহারা এই গ্রন্থ অভ্যাস করুন। ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ মধুরামণ্ডলে সুখে বাস করিয়া সকল লোককে ভক্তিমার্গ উপদেশ করুন। শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকাশীশ্বরের সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তিধারা সুখে অবস্থিত হউন।

এই শ্লোক হইতে অনেকে বিচার করেন যে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রভু যে-সময় বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু ভক্তিবিলাস-গ্রন্থ রচনা করেন। 'ভক্তি-বিলাসে'র অর্থ দিগ্দর্শনীর টীকার অনুসারে পরম-বৈভবপ্রভেদ—"বিলাসান্ পরমবৈভবপ্রভেদান্"।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সঙ্কলিত বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধ বর্ত্তমান শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে বৈষ্ণব-স্মৃতির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয় না। ইহাতে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর স্মৃতিসংগ্রহের তৎকালোচিত আংশিক বিষয়-সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে মাত্র। ইহা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহা দ্বারা ব্যবহারিক সকল কার্য্যের সকল মীমাংসা পাওয়া যায় না। যদি ভবিষ্যতে কোন বৈষ্ণব-স্মৃতিসঙ্কলন বা শ্রীসনাতনের হরিভক্তিবিলাস প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেই বৈষ্ণব-সমাজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সকল ব্যবহারিক অভাব বিদূরিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ ২০শ বিলাস বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রত্যেক বিলাসের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণাম ও সেই বিলাসের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হয়। এক একটি বিলাসে একটি বা ততোধিক মূল প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ 'কারিকা'-শ্লোকে বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার তাহার সমর্থন-সূচক বহু শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

প্রথম বিলাসের মূল বর্ণনীয় বিষয়—গুরু-শিষ্য ও মন্ত্র। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের অবতারণা হইয়াছে,—গুরুপদত্তি, তাহার কারণ, তাহার নিত্যতা, গুরুর লক্ষণ, অগুরুর লক্ষণ, শিষ্যের লক্ষণ, গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা, গুরুসেবা-বিধি, শিষ্যের প্রার্থনা, গুরুমন্ত্রমাহাত্ম্য, বৈষ্ণবমন্ত্র-মাহাত্ম্য, দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র-মাহাত্ম্য, নরসিংহ-অষ্টাক্ষর-মন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য, শ্রীরাম-মন্ত্র-মাহাত্ম্য, শ্রীগোপালদেব-মন্ত্র-মাহাত্ম্য, অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-মাহাত্ম্য, দীক্ষায় অধিকারিনির্ণয়, শিষ্য-পরীক্ষাদি-শোধন, মন্ত্র-সংস্কার প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—দীক্ষা। তৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উপবিষয়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—দীক্ষা-বিধি, দীক্ষার নিত্যতা, দীক্ষা-মাহাত্ম্য, দীক্ষা-কাল, দীক্ষায় পূজা, দীক্ষা-হোম-বিধি, গুরু-শিষ্য-নিয়ম, মন্ত্রগ্রহণ-বিধি, বরাহপুরাণোক্ত দীক্ষা-বিধি, সংক্ষিপ্ত দীক্ষা, মন্ত্রদান-মাহাত্ম্য প্রভৃতি।

তৃতীয় বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—সদাচার, স্মরণ ও শুচি। তৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বর্ণিত আছে,—দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চনের নিত্যতা, সদাচারের নিত্যতা, সদাচারের মাহাত্ম্য, নিত্যকৃত্য, প্রাতরুত্থান, কীর্ত্তন ও স্মরণের নিত্যতা, স্মরণের মাহাত্ম্য, প্রাতঃপ্রণাম, বিষ্ণুস্তি, প্রণাম-বাক্য, প্রাতর্দ্ধ্যান-মাহাত্ম্য, শ্রীবিগ্রহের প্রবোধন, নির্ম্মাল্যোত্তারণ, শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখ-প্রক্ষালন, মঙ্গলারাত্রিক, শৌচ-বিধি, আচমন-বিধি, দন্তধাবন-বিধি, স্নান-বিধি শ্রীচরণামৃত-ধারণ-মন্ত্র, বৈদিকী সন্ধ্যা, তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, কামগায়ত্রী, স্নানাদিতে সদ্ভাবাপেক্ষা অর্থাৎ কেবল আন্তভোগের জন্য স্নানাদি না করিয়া ভগবানের সেবার্থ স্নানাদি করিলেই তাহার সার্থকতা প্রভৃতি।

চতুর্থ বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—সংস্কার, তিলক-মুদ্রা-মালাদি ধারণ ও শ্রীগুরুপূজা। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের আলোচনা দৃষ্ট হয়,—ভগবন্মন্দির-সংস্কার, মন্দির-সম্মার্জ্জন-মাহাত্ম্য, উপলেপন-মাহাত্ম্য, অঙ্গনক্ষণ-মাহাত্ম্য, মণ্ডল-মাহাত্ম্য, স্থণ্ডিল-লক্ষণ, কলস-পতাকাদি রোপণ, সম্মার্জ্জনী-কদলীস্তম্ভরোপণ-মাহাত্ম্য, পীঠ-পাত্র-বস্ত্রাদি-সংস্কার, পূজার্থ তুলসী-পুষ্পাদি আহরণ, গৃহ-স্নান-বিধি, আমলক-স্নান, তিল-স্নান, তৈল-স্নান, তুলসী-জলাভিষেক-মাহাত্ম্য, বস্ত্রধারণ-বিধি, আসন-বিধি, দ্বাদশ-তিলক-বিধি, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নির্ম্মাণ-বিধি, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-মৃত্তিকা-বিচার, মুদ্রাধারণ-নিত্যতা, চক্রাদির লক্ষণ, মালা ধারণ-বিধি ও নিত্যতা, গৃহে সন্ধ্যোপাসনা-বিধি, গুরুপূজা, গুরু-মাহাত্ম্য, গুরুকীর্ত্তন, অবৈষ্ণব-অগুরু-পরিত্যাগ-বিধি প্রভৃতি।

পঞ্চম বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—আসন, প্রাণায়াম, স্নান, শালগ্রামাদি মূর্ত্তি-পূজা-বিধি। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে,—কলিকালে ব্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ ও শূদ্রকল্প বলিয়া তাঁহাদের বৈদিক-বিধানে শুদ্ধি নাই, পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই শুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণের দ্বার-দেবতাগণের পূজা, হরিমন্দির-প্রবেশ-মাহাত্ম্য, হরিমন্দিরের অভ্যন্তর-পূজা, পূজার আসন-রচনার বিধি, কোন্ কোন্ আসন গ্রহণীয়, কোন্ আসন ত্যাজ্য, মঙ্গলঘট-স্থাপন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, স্নান, ৫১ প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং তাঁহাদের শক্তিসমূহ, বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা, শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ-সমূহ, শালগ্রাম-শিলা, ২৪ প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি, শালগ্রাম-শিলার বর্ণাদিভেদে গুণ ও দোষ, তাঁহাদের লক্ষণ-ভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞা, শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য, ক্রয়-বিক্রয়-নিষেধ, শালগ্রাম-শিলার প্রতিষ্ঠা-নিষেধ—তাহা স্বভাবতঃই হরির অত্যুত্তম অধিষ্ঠান, শালগ্রাম-শিলার পূজায় নিত্যতা—যে-কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পাঞ্চরাত্রাশ্রিত হইলে শালগ্রাম-পূজার অধিকারী, শালগ্রাম-শিলায় শ্রীসুদর্শনচক্রাঙ্কশিলা-সংযোগ-মাহাত্ম্য, চক্রভেদে ফলভেদ, বর্ণাদিভেদে দোষ গুণ ও পূজ্যত্ব-অপূজ্যত্ব-বিচার প্রভৃতি।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

"My first year in England"—নামক গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইলাম। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ইংরেজী ১৯৩৩ সালের মে হইতে ১৯৩৪ সালের মে পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য-প্রদেশে তাঁহার সতীর্থ প্রচারকগণের সহিত আচার্য্যের বাণী যে যে স্থানে যে যে মনীষিগণের নিকট যেরূপ ভাবে কীর্ত্তন ও আলোচনা করিয়াছেন ও তথায় আচার্য্যের অভীষ্ট প্রচারের অনুকূলে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই উক্তগ্রন্থে সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্যে সাধারণ পাঠকগণের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ত্তা-প্রচারের অনুকূলে শ্রীল মহারাজের কার্য্যা-বলীর একটি বিশদ-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি জানাইয়াছেন,—"If I have been able to do any little bit, it has been possible only through the blessings of my Master". স্বামীজীর এই অকপট উক্তি আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মন্ত্রী, আমরা যন্ত্র মাত্র। আমরা যদি শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের করুণাস্পর্শের আঘাতে আমাদের মুখ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী নির্গত হইয়া অপরের চেতনকে আকর্ষণ করিতে পারে।

আর একটি কথায় যদিও আপাতদৃষ্টিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অন্যরূপ ধারণা করিবার যোগ্যতা ও প্রবণতা আছে, তথাপি উহা বাস্তব সত্য। "Gaudiya Mission in London is the only Hindu Organisation of purely spiritual and Philosophical concerns of India In the whole of Europe. There are other religious movements from the East in Europe, but India did not so long send her true representatives of Hinduism, men who live a religious life not as a profession but for purposes of religion itself".

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য প্রদেশে শুদ্ধভক্তি বিশেষতঃ শ্রীরূপানুগ শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও অভিনব। ইতঃ-পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশে যে সকল ভারতীয় ধর্ম্মকথা পৌঁছিয়াছে, তাহা ন্যূনাধিক মায়াবাদ, কর্ম্মবাদ, রাজযোগ বা হঠযোগের প্রবর্ত্তনী, না হয়, অতীন্দ্রিয়বাদ ও নানা প্রকার অলৌকি-কত্বের প্রহেলিকা। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বজনগণ হইতে সাময়িক ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস-সমূহ প্রচারিত হওয়ায় বরং শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মকে ঐ দেশবাসী ভুল বুঝিয়াছেন। তাই বোধ হয় সে দিন (২৫শে বৈশাখ ১৩৪১) কুমিল্লায় গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণকেন্দ্র "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা-কালে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণী প্রচারের ফলে বহু মনীষী আকৃষ্ট হইয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যদেবের

সুবিমল ভক্তিধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার উদয় হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ দেশের ও সকলের গৌরবের বস্তু হইয়াছেন। বাঙ্গালার এরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্ম শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যে প্রচারিত হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিকট ঋণী।"

আমরা জানিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে বিলাতে স্বামীজীর প্রদত্ত বক্তৃতাবলী ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের সহযোগিতায় সঙ্কলিত গীতার ব্যাখ্যা মূলক ইংরাজী অনুবাদ শীঘ্রই ভাস্বরালোক দর্শন করিবে।

স্বামীজীর লিখিত পুস্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট প্রচারের জন্য বিলাত-যাত্রার আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে গুরুদেবের বাণী-প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, একটি বেশ সরলভাষায় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিকে কেবল বিবরণী (report) মাত্র না বলিয়া আমরা ইহাকে একটি সুখপাঠ্য সারগর্ভশীল সাহিত্যগ্রন্থও বলিতে পারি। এই গ্রন্থ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে ও লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠব অতীব চিত্তাকর্ষক।

"শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের লুকোচুরি"-লেখক একটি বিজ্ঞাপন আমাদের কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ঐ বিজ্ঞাপনের লেখক শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী। তিনি 'শ্রীশ্যামসুন্দর' নামক একখানি আধুনিক সাময়িক পত্রের সম্বন্ধে কএকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—'আমার এতদিন ধারণা ছিল শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পত্রিকা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শ্রীসনাতন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখপত্রিকা। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উক্ত পত্রিকা কতকগুলি পরনিন্দালোলুপ মুরীয়েরঞ্জনের জিহ্বা-কণ্ডুয়নের স্থান হইয়া ভিন্নপথে চালিত হইতেছে। কেবল আমার নয়, আরও অনেক লোকের নামে প্রবন্ধ বাহির করা হয়, কিন্তু প্রতিবাদ পাঠাইলে ছাপা হয় না।'

প্রাকৃত-সাহজিক বা বৈষ্ণবধ্বজ বিদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি-যোগিতা-মূলক কোন পত্রিকাদি আমাদের দেখিবার রুচি বা সময় হয় না। নামাপরাধ বিশেষতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রভৃতি ভিত্তির উপর পরিচালিত ঐ জাতীয় পত্রিকা গ্রাম্যপত্রিকা প্রভৃতি হইতেও লোকের হৃদয়ে অধিকতর অপরাধ ও বিপথগমনের দুষ্টবীজ বপন করিয়া থাকে বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও ঐ জাতীয় পত্রিকা পাঠে রুচিবিশিষ্ট হন না। শুনিয়াছি, রাজর্ষি কুমার শ্রীযুৎ পরমেন্দু নারায়ণ রায় প্রাণ ভুবনমঙ্গল এম-এ মহোদয়কে অযাচিতভাবে এই পত্রিকা প্রেরিত হয়। ঐ পত্রিকায় নাকি সময়ে সময়ে শুদ্ধভক্তি ও সৎপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কতকগুলি ঈর্ষামূলক, যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য আমরা রাজর্ষি প্রাণ মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হই। কিন্তু ঐরূপ পত্রিকা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের পাঠ্য নহে জানিয়া আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে কান্ত হইলেও কেহ কেহ নাকি ঐ পত্রিকার অসার উক্তিগুলির শাস্ত্রযুক্তিমূলক প্রতিবাদ করেন, বোধ হয় ঐ প্রতিবাদ উক্তপত্রে প্রকাশ করিতে পত্রিকার পরিচালকবর্গ সাহসী হন নাই। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রেরিত প্রবন্ধ সম্বন্ধেও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় পত্রিকার সহিত তাঁহার এইরূপ মনান্তর ও মতান্তরের গুহ্য কারণ তাঁহারাই ভাল জানেন। তবে তিনি বিজ্ঞাপনে "অযাচিত বৈষ্ণবতার ভিত্তি", "নিরোক্তিতে সম্পাদক শিষ্যের অধিকারী" যে গোস্বামী মহাশয়ের 'আমি জানিনা' কথার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সেই রহস্য যে তাঁহার স্বাবক-সম্প্রদায়ের নিকট "গোলাপেলা" বলিয়াই ব্যাখ্যাত না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

"লুকোচুরি"-লেখক মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে,—"কোন বৈষ্ণব-পত্রিকায় বৈষ্ণব-নিন্দামূলক কোন প্রবন্ধের জন্য যখন যাবতীয় তীর্থস্থানে সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উক্ত গোস্বামীজীর আচার্য্যত্ব অস্বীকার করেন, তখন তিনি নিখিল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কতকগুলি সর্ত্তে স্বাক্ষর করিয়া অব্যাহতি পান।" তাহা লুকোচুরি-লেখক প্রয়োজন হইলে সাধারণে প্রকাশ করিবেন। আমরা এই সকল লুকোচুরি-লীলার সম্পূর্ণ অনধিকারী ও অরসজ্ঞ। কাজেই আমরা ঐ সকল হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া প্রকৃত শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীগৌরসুন্দরের অকৈতব দাসগণের চেতনময়ী, আচার ও প্রচারময়ী, অনর্পিতচারিণী ভুবনমঙ্গলবাণীই সতত কীর্ত্তন করিব, কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।"

প্রচার-প্রসঙ্গ

চাকদহে—গত ১৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাকদহের শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের "নীতনঁ কৃষ্ণে" শ্লোকের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে স্বামীজী বলেন—হরিসেবার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া হরিসেবা-বিমুখের নিকট হইতে শ্রবণ-কীর্তনে কাহারও হরিসেবায় রুচি উৎপন্ন হয় না। হরিসেবা-গতপ্রাণ পরমহংসদিগের সেবায় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তদনুসারে জীবন যাপন করিতে পারিলেই জীবমাত্রের নিত্যমঙ্গলের উদয় হয়।

২০শে জুলাই শুক্রবার স্বামীজী স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরলোকগত রাজেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। স্বামীজীর সরল সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৃষ্ণ-বিমুখ জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়াই শোকাকুল হয়। সাধুসঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তাহাকে আর শোক-মোহাভিভূত হইতে হয় না।

চাকদহের শ্রীমন্দির-নির্মাণকার্য্য অগ্রসর হইতেছে। স্বার্থপরায়ণ শ্রীযুক্ত আশুবাবু ও জ্যোতিষবাবু এ বিষয়ে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীপাট-রক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রহ্মচারী এবং তৎসহকারী সেবকগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাটনায়—গত ৬ই জুলাই শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পাটনা-জংসন ষ্টেশনের হেড্ বুকিং ক্লার্ক বাবু নারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী শিবানন্দ রাসকৃষ্ণলীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৮ই জুলাই অপরাহ্ণে পাটনার 'ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ' ডিপার্টমেণ্টের হেড্ এ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু মধুমঙ্গল সাহী (ভূমিহার ব্রাহ্মণ) মহাশয় পাটনা গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক আর্ত্তিসহকারে ভগবচ্ছরণে সমাক্ প্রকারে আকৃষ্ট হইবার উপায়-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সাহী মহাশয় বিশেষ শিক্ষিত। তিনি শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গ-প্রাপ্তি-কামনায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয়গণের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে—গত ২৮শে৩৩ তারিখে ভাঙ্গলিটে হইতে লিখিত নিম্নস্থ সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ—গত ১৭।৭।৩৩ তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতশ্রেণী মহারাজ কোলাপুর ষ্টেটের রাজারাম কলেজে Prof. N. S. Phadke M. A. (Prof. of Philosophy) মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কোলাপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদস্পর্শিত মহাপুণ্যতীর্থ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-কালে মহাপ্রভু এই কোলাপুরে 'মহালক্ষ্মী' দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

স্বামীজীগণ কএকদিন কোলাপুর মহারাজের ভবনে বিশিষ্ট অতিথিরূপে অবস্থান পূর্ব্বক মহারাজের সহিত গত ১৪।৭।৩৩ ও ১৬।৭।৩৩ তারিখে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া ১৮।৭।৩৩ তারিখে স্যাঙ্গলীষ্টেটে উপনীত হন। তথায় রাজ-অতিথিরূপে গৃহীত হইয়া মহারাজের কুলদেবতা গণপতি-টেম্পল সেই হাউসে অবস্থান পূর্ব্বক ২০।৭।৩৩ তারিখে উইলিংডন কলেজে প্রিন্সিপাল Mr. P. M. Limanga M. A. মহাশয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২১।৭।৩৩ তারিখে স্বামীজীগণ স্থানীয় লাইব্রেরী-হলে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় "বর্ত্তমান সমস্যা ও শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২২।৭।৩৩ তারিখে স্যাঙ্গলীষ্টেটের মহামান্য রাজাসাহেবের রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে হরিকথা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে কাইনান্স্ কাউন্সিলার Mr Y. V. Kolhatkar মহোদয় শ্রোতৃ-বৃন্দসমীপে স্বামীজীগণের পরিচয় প্রদান করিলে প্রথমে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ইংরাজী ভাষায় "গীতার শিক্ষা" এবং তৎপর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ "শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা" কীর্ত্তন করেন। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব, শ্রীযুক্তা রাণী সাহেবা ও রাজ্যের বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'সংবাদ,' 'বরাড়,' 'জ্ঞানপ্রকাশ,' 'সকাল' প্রভৃতি স্থানীয় বহু মারাঠী ও ইংরাজী সংবাদপত্রে স্বামীজী-গণের প্রচার-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ গিরিমহারাজের পূর্ব্বাশ্রম বোম্বে গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাতের বিষয় 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল' ও 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঙ্গলীতে অবস্থানকালে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ Col. H. Wilberforce Bell, Agent to the Governor General for Deccan States মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমীপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। Mr. Bell স্বামীজীর মুখে ভগবৎকথা শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

স্বামীজীগণের সাঙ্গলী হইতে গত ২৯।৭।৩৩ তারিখে Aundh State এ প্রচারার্থ গমন করিবার কথা আছে।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪১; ১১ই আগষ্ট, ১৯৩৪ | ২য় সংখ্যা

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ

চিন্তাবিচারে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ অচিন্ত্য বৈকুণ্ঠ-বিচারের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের ন্যায় নহে। তজ্জন্য চিন্ত্য বিপ্রলম্ভ ক্লেশকর এবং অচিন্ত্য বিপ্রলম্ভ পরমানন্দদায়ক। সম্ভোগে বিপ্রলম্ভের কথা শ্রীরায় রামানন্দের মৈথিল গীতের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগের কথাও ঐ গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃতপ্রবাহভাষ্যে উহা উল্লিখিত আছে। সম্ভোগে বিপ্রলম্ভকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলে এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ—কেবলমাত্র স্মরণাত্মক

ইহ জগতে জড়শরীরের উপলব্ধিতে সাক্ষাৎকারের পরিবর্ত্তে স্মরণ-জন্য স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়; কিন্তু সাক্ষাৎকার-সাপেক্ষ ইহজগতে ও কালে সাপেক্ষ বলিয়া স্মরণ-মাত্রকেই সম্ভোগ বলা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-মিলিততনু অর্থাৎ কৃষ্ণপরীর রাধিকার দ্যুতিমণ্ডিত এবং কৃষ্ণমানস রাধাভাবে সুবলিত ত্রা আরোপিত। রাধাভাবে সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীনবদ্বীপপ্রভু, তজ্জন্য তিনি সন্ন্যাসি-স্বরূপ অর্থাৎ সম্ভোগরাজের দৃষ্টি হইতে পৃথক্ অবস্থিত হওয়ায় মূর্ত্তিমান্ বিপ্রলম্ভ।

এই মূর্ত্তবিপ্রলম্ভ-লীলায় তাঁহার সম্ভোগময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তির শ্যামবর্ণ রাধিকার চম্পকাভ বর্ণের দ্বারা আবরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য এই 'সন্ন্যাসী'রূপী কৃষ্ণ অর্থাৎ

সম্ভোগ-বাদীর অবিদৃষ্টিতে তাঁহার ভাক্ত ভোগের আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধিকার গণাবস্থিত স্বরূপোপলব্ধিতে দিব্যসূরি শ্রীরামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধিকা দর্শন করিয়া নিজকে পালাসখী-জ্ঞানে অবস্থিত জানিয়া গৌরসুন্দরে রাধাদর্শন করেন এবং রাধালিঙ্গিত শ্যামবর্ণ শ্যামসুন্দর দেখিবারও কোন অভাব পরিদর্শন করেন না।

শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলন চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, রাধাগোবিন্দের নিত্য সেবিকা শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণ-সম্ভোগ ও সম্ভোগাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অবস্থানে তাঁহার বিপ্রলম্ভ-প্রতীতি।

অধিরূঢ় মহাভাবাবস্থায় মহাভাব-স্বরূপিণী আহ্লাদিনী শক্তি বার্ষভানবীই শ্যামসুন্দরের আস্বাদ্যা। পরস্পরের আস্বাদনের দর্শকসূত্রে শ্রীরামানন্দ-দর্শনে সখীভাবের বিচার অবস্থিত। রামানন্দ কিছু আপনাকে বার্ষভানবী জানিতেন না; কিন্তু শ্রীবার্ষভানবীকে তাঁহার সেবা বলিয়াই জানিতেন।

শ্রীগৌরাবতারে সম্ভোগকামবিলাসের কথা নাই এবং তাহা হইতে পারে না। প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত নাম্নী স্মৃতিই প্রবলা। যখনই সম্ভোগ-ভূমিকায় সেবিকার অবস্থিতি, তখনই রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সম্ভোগ এবং সেই ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া যে রাধাগোবিন্দের লীলায় প্রবেশ, তাহাতে ঔদার্য্যাবস্থানের ভাব স্মৃতিব্যতীত অন্যরূপ সংমিশ্রিত করিবার অবকাশ নাই।

দেবদাসীর গান-শ্রবণে সাক্ষাৎকার লাভাশায় বার্ষভানবী-ভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দরের চেষ্টায় বিপ্রলম্ভের উন্মেষণকারী গোবিন্দের উক্তি আলোচ্য। গৌরনাগরীর অপকৃষ্ট ভাব প্রাকৃত চিন্ত্য জড়জ্ঞানে অবস্থিত; তাহা প্রাকৃত কামবিলাসবিবর্ত্তের প্রকারভেদ; উহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত নহে।

সখীর রাধাসহ কৃষ্ণমিলন-বিচার শ্রীজগন্নাথবল্লভে উদাহৃত আছে। তাহাতে সখীর কৃষ্ণসহ নিজ-সম্ভোগকামনা নাই। কামবাসনা-প্রবল প্রাকৃত-সাহজিক চিন্তা জড়রস উৎপাদন করিতে পারে, উহাতে বদ্ধজীবের সম্ভোগচিন্তা সম্ভব। উহা মুক্ত-জীবের প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত শব্দবাচ্য হইতে পারে না। জড় স্মৃতি হইতে জড় সম্ভোগেই সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-বিহারে বদ্ধজীবের জড়-ভোগাত্মক কামবিলাস ন্যস্ত হইতে পারে না। তাদৃশী চেষ্টাকে কোন ভক্তই প্রেমবিলাস বলিতে পারেন না। রাধিকার কৃষ্ণ-সম্ভোগ এবং কৃষ্ণের রাধিকা-সম্ভোগ রাধিকার কায়ব্যূহ সখীগণের স্বসুখবাঞ্ছাপর নিত্য ধর্ম্মে অবস্থিত নাই। আবার রাধিকার নিত্যা চেষ্টা সখীর দ্বারা কৃষ্ণ-সম্ভোগ এবং কৃষ্ণের দ্বারা সখী-সম্ভোগ,—রসতত্ত্বে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারটি যাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞানে বিমুখ হইয়া জড়-বৈরস্যের সম্পাদক নলদময়ন্তীর শ্রেণীর বিচারে অপ্রাকৃত তত্ত্বকে ভোগময় প্রাকৃত কামে পরিণত করেন।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী জড় বিচারকে বহুমানন করিয়া যে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মকর্ত্তৃত্বের কাম-বিলাসবিবর্ত্তে ধাবমান হন, উহাই প্রাকৃত দর্শন বা প্রাকৃতসহজিয়া-বাদ। কিন্তু কৃষ্ণ অধোক্ষজ এবং রাধিকা অধোক্ষজশক্তি-স্বরূপা।

রাসস্থলীপরিত্যক্ত গোপীর কৃষ্ণতন্ময়তায় যে অধিরূঢ় মহাভাবের কথা কথিত হয়, উহাতে গোপীর বাস্তব নিত্য কৃষ্ণ হইবার অধিকারের কথা স্থাপা হয় না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসকের বিচারে যেরূপ জীবস্বরূপে ভেদাংশ-বিচার অনাদৃত হয়, তদ্রূপ নহে।

শ্রীদামোদরস্বরূপ, শ্রীরামানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরসুন্দরের কামবিলাস-বর্জ্জিত প্রেষ্ঠ-জাতীয় হওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টায় কামবিলাসের আরোপ না করিয়া স্মরণ-জনিত প্রেমবিলাসের কথা জানিতে হইবে অর্থাৎ বার্ষভানবীর পালাদাসীজ্ঞানে ললিতা-

বিশাখাদি সখীগণ-কর্ত্তৃক যেরূপ রাধাগোবিন্দ সেবিত হন, তদ্রূপ বিচারে স্মরণমাত্রে ঔদার্য্যলীলায় অবস্থান। উহাতে স্ফূর্ত্তি আছে অর্থাৎ উহা বাস্তব সাক্ষাৎকারেরই স্মৃতিমাত্র।

বস্তুসিদ্ধিলক্ষ বিদেহমুক্ত-দর্শনে দর্শকের অপ্রকট-লীলায় অবস্থান। রৈবতক পর্ব্বতে অর্থাৎ গিরনার পর্ব্বতে কৃষ্ণের ব্রজবাসিদর্শন ও স্মরণের বিচার আছে এবং স্যমন্তপঞ্চক হইতে আগত কৃষ্ণের ব্রজবাসীর সহিত বৃন্দাবনে যমুনাতটে মিলনে সম্ভোগ-বিচারে বিচিত্রতা আছে।

যখনই দামোদরস্বরূপ প্রভৃতি আপনারিগকে ব্রজলীলায় অবস্থিত বিচার করেন, তখন তাঁহারা সম্ভোগ-লীলার স্মৃতি-সরণিতে অবস্থিত থাকেন। আর যেকালে তাঁহাদের গৌরলীলায় দামোদরস্বরূপ প্রভৃতিতে ঔদার্য্যলীলা-বিকাশের কথা, তখনই কীর্ত্তনমুখে স্মরণোদ্দীপনের বিচার জানিতে হইবে। তদ্রূপ শ্রীরামানন্দ গৌরসুন্দরকে প্রথমে সন্ন্যাসি-স্বরূপে দর্শন এবং পরে নিজ নিত্য স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাধালিঙ্গিত শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়াছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

আগামী ৪ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে। উৎসবের পত্রী আহ্বান-পত্রের সহিত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ১৫ই ভাদ্র শনিবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব। ৩০শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী; ৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধারণ মহামহোৎসব। এ উৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশ হইতে তদ্দেশবাসী কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনের সম্ভাবনা আছে। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব-উপলক্ষে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কতিপয় নূতন পারমার্থিক সাহিত্য এবং ইংরেজী ভাষায় সাময়িক পত্রও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। গ্রাহকবর্গের বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিরাট্ সূচীও এই সময়ে প্রকাশিত হইবে।

তিরুপতি ও বেঙ্কটেশ্বর

গত ৩১শে জুলাই তারিখের ব্যাঙ্গালোরের এক সংবাদে প্রকাশ "তিরুপতিদেবস্থানম্-কমিটীর প্রেসিডেন্ট্ ও তিরুপতি-শ্রীমন্দিরের মহান্ত মহারাজ জানাইয়াছেন যে, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তির হস্তস্থিত শঙ্খ ও চক্র কিছুকাল হইতে কম্পিত হইতেছে। চক্রটি কয়দিন যাবৎ এইরূপভাবে নড়িতেছে এবং ১৯ জুলাই হইতে শঙ্খও নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ শঙ্খ-চক্রকে শ্রীবিগ্রহের হস্তে দৃঢ়রূপ রাখিবার জন্য বর্ত্তমানে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহা লইয়া তুমুল চাঞ্চল্য ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, বেঙ্কটেশ্বর পূর্ব্বে শৈবগণের উপাস্য মুরুগণ-মূর্ত্তি ছিলেন। পরে শ্রীরামানুজাচার্য্য সেই মূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ-চক্র-প্রভৃতি সংলগ্ন করিয়া ঐ মূর্ত্তিকে বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহাকে শৈবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'Forceful conversion of God' বলিয়া বর্ণন করেন এবং অনুমান করেন যে, এই মূর্ত্তি তাঁহার প্রকৃত পূর্ব্বস্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি অস্ত্র-সমূহকে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তিরুপতি বা ত্রিপতি তীর্থে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গমন

করিয়াছিলেন। বোকটেশ্বর মন্দিরের উপরে ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সহিত 'চতুর্ভুজ বালাজী' বা বোকটেশ্বর বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহা একটি বিশেষ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্নতম মন্দির। কিছুদিন পূর্ব্বে এই তিরুপতি-মন্দিরের বিরুদ্ধে লইয়া যে সকল আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা 'গৌড়ীয়' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাঠকগণ কিছু কিছু অবগত আছেন। এইরূপ অলৌকিকতার মূলে কোন-প্রকার প্রচ্ছন্ন-অভিসন্ধি আছে কিনা, অথবা একশ্রেণীর ব্যক্তিগণ কেনই বা এইরূপ অনুমান করিতেছেন, তাহার প্রকৃত হেতু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যদি বোকটেশ্বর পূর্ব্বে স্কন্দস্বামী দেবতাই হন ও তাঁহাকে আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণতিই করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহারা কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই। কারণ বেদ বলেন,—নারায়ণ বিষ্ণুই সর্ব্বদেবতার প্রাণ, অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। তাঁহারা বিষ্ণুর আশ্রিত দেবক-তত্ত্বরূপেই বিরাজমান থাকেন। এ বিষয়ের প্রমাণ-স্বরূপ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটি ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন। এক সময় বিশ্বকর্ম্মেন নামে এক পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি একটি বনের নিকট বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় সেই গ্রামের এক জমিদার-পুত্র ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন,—অদ্য আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ, তুমি আমার প্রতিনিধি-রূপে আমাদের কুলদেবতা শিবের পূজা কর। ইহা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমরা একমাত্র ভগবানের পূজা করি, অন্য দেবতার অবৈধী (ভক্তি রহিত) পূজা করি না।" ইহাতে জমিদার-পুত্র ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ হরিসেবার দেহ বিষ্ণুবিদ্বেষীর হস্তে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা না করিয়া বলিলেন—"আমি পূজার জন্য যাইতেছি।" শিবলিঙ্গ-সমীপে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিলেন,—"এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ, অতএব রুদ্র-মূর্ত্তির অধিষ্ঠান-স্থলেও আমি এই রুদ্র-উপাসকের অমোঙ্গলের জন্য শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।" "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ"—বলিয়া ব্রাহ্মণ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে সেই জমিদার-পুত্রটি ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া স্বয়ং নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন এবং পরিজনবর্গের সহিত গ্রাম্য জমিদার-নন্দনকে বিনাশ করিলেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে সুপ্রসিদ্ধ 'লিঙ্গকোট' নামক সেই নৃসিংহ-বিষ্ণু-বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন।

'স্কন্দস্বামী' অর্থে কেহ কেহ কার্ত্তিকেয়কে লক্ষ্য করেন। স্কন্দপুরাণে (স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়) উক্ত হইয়াছে—

"অতো নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাবাল্যস্তত্র ভগবান্ রাজেবর্ষে স্বয়ং পুমান্।"

অর্থাৎ রাজা যেমন নিজের রাজধানী ব্যতীত অন্য নগর-সমূহ অমাত্য-ভৃত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ নাম ব্যতীত অন্যান্য নামগুলি তাঁহার অধীনস্থ দেবতা-সমূহকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

সংসরনাম-স্তোত্রে সঙ্ঘ, শিব, শম্ভু, রুদ্র-প্রভৃতি শব্দ-সকল বিষ্ণুর নাম বলিয়াই পঠিত হয়, অতএব যাহারা স্কন্দস্বামীকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জানিয়া তাঁহার অবৈধ-পূজার পক্ষপাতী, তাঁহাদের অমোঙ্গলার্থ শ্রীরামানুজাচার্য্য যদি স্কন্দস্বামীর মূল-পুরুষ বা প্রাণ-রূপে বোকটেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রকাশ করিয়াও থাকেন, তদ্দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য হয় নাই। বিষ্ণুর সেবা-দ্বারাই সকল দেবতার পূজা হয়, ইহাই বেদ-ভাগবত-পুরাণ একবাক্যে জানাইয়াছেন। **বোকটেশ্বরের পূজায় পঞ্চোপাসনার কোন সম্প্রদায় অপরাধ প্রবেশ করিয়াছে কি না, সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।**

যীশুখৃষ্টের প্রতি আক্রমণ ও লর্ড বিশপ

গত ২রা আগষ্ট তারিখের লাহোরের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আব্দুল রেজাক নামক জনৈক মুসলমান ১৯০১ সালে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তৎপরবৎসর পুনরায় মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ১৯০৩ সালের অক্টোবরে "Quake in the army of anti-Christ" নামক এক-খানি পুস্তিকা রাওলপিণ্ডি হইতে প্রকাশ করেন। উহাতে যীশুখৃষ্টের বিরুদ্ধে অনেক আক্রমণ-সূচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেই প্রদেশের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশেষ দুঃখ ও ক্রোধের কারণ হয়। তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া লাহোরের লর্ডবিশপকে এই কথা জানাইলে

গৌড়ীয় P29499

তিনি ঐ বিষয়ে স্বামীর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারালয়ের সাহায্যে ঐ পুস্তক-প্রচার চিরতরে বন্ধ এবং পুস্তক-প্রকাশককে দেড় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ ও দুইশত টাকা জরিমানা-প্রদানের জন্য আদেশ জারি করা হয়। পরে হাইকোর্টে আপীলের ফলে প্রকাশককে চারিমাস মাত্র কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এই আজ্ঞা বহাল থাকে।

উক্ত পুস্তিকায় মহাত্মা যীশুর প্রতি কি আক্রমণ হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। মিঃ কেনেডি 'চৈতন্য-মুভ্‌মেণ্ট' নামক পুস্তকে, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বেজবড়ুয়া তাঁহার 'শঙ্করদেব' ও শ্রীচৈতন্যদেবের তুলনামূলক (?) পুস্তকে, ডাক্তার কুঞ্জমোহন মিত্র তাঁহার রচিত একটি অপ্রকাশ্য পুস্তকে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক বিকৃত চিত্র অঙ্কন ও অশ্লীলোক্তি-মূলক আক্রমণ করিয়াছেন। রাজদ্বারে ঐসকলের সুবিচার প্রার্থনীয় কি না সুধীগণের আলোচ্য। যাঁহারা বলেন, মামলা-মোকর্দ্দমা-প্রভৃতি বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা এক্ষেত্রে কি বলিবেন? যদি মহাপ্রভুকে কোন পাষণ্ড অতি নীচ আক্রমণ করে, তাঁহার সম্বন্ধে অথথা কল্পিত কুৎসা রটনা করে, তখন ব্যক্তিগত বৈষ্ণবতার প্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ঐ আক্রমণ সহ্য করিতে হইবে কি? আবার যদি শ্রীপ্রিয়বল্লভ দাস বাবাজী মহাশয়ের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া বা পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে হুসিদ্ধান্ত-প্রচার অথবা শঙ্করদেব, অভিরাড়ী জগন্নাথ প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ লোক-মঙ্গলের জন্য নির্দ্ধারণকার্য্যকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতকারী জানিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনিবার বিভীষিকা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্য কি শ্রিপ্রিয়বল্লভ দাস বাবাজী মহাশয়ের কার্য্যের সহিত সমান? ঐসকল বিষয়ের সুমীমাংসার জন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সময় সময় রাজদ্বারে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি বৈষ্ণব রাজগণের রাজত্বে ভগবদ্ভক্ত-শীলনকারিগণের প্রার্থিত ন্যায়-বিচার হইত। মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্রাড়্‌গণ ঐসকল ন্যায়-বিচারের ভার গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবতা হইতে চ্যুত হন নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বিজিসন'কে হুখোপযুক্ত খণ্ড প্রধান করিয়া কেবল যে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বৈষ্ণবতার আদর্শও প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষায় শিক্ষিত বা তাঁহার দোহাই দিয়া আমরা ঠাকুরের ঐসকল শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ আলোচনা করি না।

———

স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুর যুক্তি!

গত ১লা আগষ্ট তারিখে 'ইউনাইটেড্ প্রেস্' এলাহাবাদের একটি সংবাদে স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুর এক অপূর্ব্ব যুক্তির কথা জানাইয়াছেন। গত ৩০শে জুলাই এলাহাবাদের সেনেট্ হলে মিঃ টি, ডি, উইকেন্‌ডেন্, আই-সি-এস্ এর এক্‌লাসে স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁহার জেলার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিরামের পুত্র বলিরামের পক্ষ সমর্থন করেন। বলিরাম পাঁচজন বন্ধুর সহিত এক যুবতী হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। উক্ত যুবতী তাহার মাতাপিতার সহিত কোন মেলায় যাইবার পথে বলপূর্ব্বক হৃত হয়। স্যর তেজবাহাদুর তাঁহার মক্কেলের পক্ষ-সমর্থনের বক্তৃতায় বলেন যে, এই ব্যাপারটিকে ঠিক নারীহরণের শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না, ইহা রুক্মিণীর ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রুক্মিণী-হরণের প্রায়ই ব্যাপার-বিশেষ। রুক্মিণী যেরূপ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রণয়-পত্রিকা প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বীর্য্যশুল্ক গুরুদানে রাক্ষস-বিধানানুসারে বিবাহ ("যাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্য-শুল্কাম্।" ভাঃ—১০।৫২।৩১) করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। স্যর তেজবাহাদুর আরও বলিয়াছিলেন যে, এক্ষেত্রে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ অপেক্ষাও কার্য্যটি অধিকতর নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতু ঐ যুবতী তাহার পিতা গোবিন্দ রায়কে তাহার প্রণয়ীর হস্তে নিহত হইবার সুযোগ দেয় নাই।

স্যর তেজবাহাদুরের ন্যায় অনেকগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তির এই যুক্তি শুনিয়া সুধীগণ কি বিচার করিবেন, জানি না। কাঞ্চনদেবতার কল্যাণে কি কলিযুগে নারীহরণরূপ পাপ-কার্য্যগুলিও সমর্থিত হইবে? ভাগবতের বাণী মিথ্যা হইবার নহে। আবরণের (কাঞ্চনের) অসাধ্য কিছুই নাই। এতদিন বাউল, সহজিয়াগণের মধ্যেই কৃষ্ণের আনুকরণিক পাষণ্ডতা প্রচারিত ছিল। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ

যে স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম—ইহা আমরা বুঝিয়া যাওয়ায় কাম-ক্রোধের ইন্ধন-সমূহের পাপ-প্রচেষ্টাকে অধোক্ষজ পরাৎপর পুরুষের অপ্রাকৃত ক্রিয়া-মুদ্রার সহিত সমকক্ষ মনে করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী নিত্যবৈকুণ্ঠস্থিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী অপ্রাকৃত মহালক্ষ্মী; তিনি প্রাকৃত নায়িকা বা কামুকী নহেন। তাই অপ্রাকৃত কামদেব একমাত্র অধিষ্ঠাতা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণকে রাক্ষস-বিবাহ করিবার জন্য শ্রীরুক্মিণীদেবীর অনুরোধ পরম যুক্তিযুক্ত ও পরমশোভন। পরাৎপরতত্ত্ব স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য সম্পত্তিকে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিত্যশক্তি রুক্মিণীকে কৈতা শিশুপালের ভোগ্যা (?) হইতে দিবেন না, ইহা শ্রীকৃষ্ণকেই শোভা পায়। শ্রীকৃষ্ণের গোপবধূ-লাম্পট্য, ব্রজযুবতীগণের চেলা-চৌর-লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত কামুকগণের নারী-হরণ-প্রবৃত্তিতে লণ্ডভাণ্ড না করিয়া—শ্রীরামচন্দ্রের এক-পত্নী-ব্রতধর-লীলা মানবের বৈধ-স্ত্রী-গ্রহণ-পিপাসাকে সঙ্কুচিত না করিয়া যদি উহাদের পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তবে জানিতে হইবে, সেখানে মহা দুর্দ্দৈবই প্রবল হইয়াছে—মৃত্যুকেই মানব অভিনন্দিত করিতেছে। আর ভেজবাহাদুর সাপের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিও অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার যাদুতে যে কতই বউক্ বুদ্ধু হন, ইহা জাগতিক ব্যক্তিদের বহুমাননকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে একটি মহৎ শিক্ষার বিষয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

ষষ্ঠ বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, পূজন ও আনুষঙ্গিক আবশ্যক কৃত্য। ইহার অন্তর্গতরূপে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গসমূহ বর্ণিত আছে,—শ্রীমূর্ত্তি বিবিধ—স্বয়ং প্রকাশিত ও স্থাপিত, শ্রীমূর্ত্তির পূজা-মাহাত্ম্য, শ্রীমূর্ত্তির প্রদাধন ও আত্মশুদ্ধি, পীঠপূজা, পীঠে ভগবানের বামদিকে শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরু-পাদুকা, নারদাদি পুরাতন সিদ্ধ ও অপরাপর আধুনিক বৈষ্ণবগণের অর্চ্চন-বিধি, আবাহনাদি-বিধি, মুদ্রা, আসন, স্নান, পঞ্চামৃত-স্নান (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা-সংযোগে), উদ্বর্ত্তন, শঙ্খ-মাহাত্ম্য, মন্ত্র, ঘণ্টা-মাহাত্ম্য, স্নানকালে বাদ্যাদি-মাহাত্ম্য, সহস্রনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য, ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্য, পুরাণাদি পাঠ-মাহাত্ম্য, বস্ত্রার্পণ, অঙ্গ-মার্জ্জন, যজ্ঞোপবীত, পাদ্য-তিলক-আচমনাদি, ভূষণার্পণ, গন্ধ-অনুলেপন, তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনাদি প্রদান, বীজন-মাহাত্ম্য প্রভৃতি।

সপ্তম বিলাসে শ্রীবিষ্ণুপূজা-যোগ্য পুষ্প-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ও তৎপ্রসঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণুর কোন্ পুষ্প প্রীতিকর এবং কোন্ পুষ্প অপ্রীতিকর বলিয়া নিবেদনযোগ্য ও পরিত্যাজ্য, তাহাও সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ মাসে তত্তৎ মাসজাত পুষ্পের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি হরির পূজায় গৃহীত হইবে, তাহার শাস্ত্রীয় বিচার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীব্রগন্ধপূর্ণ বা গন্ধরহিত পুষ্প অনিবেদ্য, রক্তবর্ণ পুষ্প, চৈত্যতরু (যাহার তলে স্থাপন ও পূজা করা হয়)-জাত বা শ্মশানতরুজাত পুষ্প, ক্ষুণ্ণিত পুষ্প, কীট-দূষিত, পর্য্যুষিত, বাসদুষ্ট, অম্বুদুষ্ট, আঘ্রাত, অধঃস্পৃষ্ট পুষ্প, ধুস্তুর (ধুতুরা) কণ্টকারী প্রভৃতি পুষ্প শ্রীহরির অর্চ্চনে নিষিদ্ধ। পুষ্প দুষ্প্রাপ্য হইলে চুরি করিয়া আনিতেও দোষ নাই। তাহা চৌর্য্য-মধ্যে গণনা করা যাইবে না। পুষ্পের একান্ত অভাবে পত্র ও দূর্ব্বাদুর্বাদি, তুলসীপত্র দ্বারা অর্চ্চন করিতে হইবে। অর্চ্চনে তুলসীপত্র অপরিহার্য্য। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানে নিবেদনযোগ্য পত্রাদি বিচার, তুলসী-অর্পণ-নিত্যতা, তুলসী-গ্রহণ-বিধি ও মন্ত্র, রাত্রিতে তুলসী-চয়ন-নিষেধ, আবরণপূজা, শ্রীনামাষ্টক-পূজা (শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকী-নন্দন, বৃহচ্ছ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত ভারহারী ও ধর্ম্ম-স্থাপক) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম বিলাসে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, প্রদক্ষিণ, স্তুতি, অপরাধ-ক্ষমাপন, অবসেক-গ্রহণ ও ভগবন্নির্ম্মাল্যাদিধারণের নিত্যতা বিবৃত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে নৈবেদ্যের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তুর বিচারে মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু, লশুন, মসুরডাল প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। দগ্ধ অন্ন ও ঘৃতহীন অন্ন অনিবেদ্য। কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির উদ্দেশেই নৃত্য-গীতাদি বিহিত, জীবিকার্থ বিহিত নহে (৮।১১২)। পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ

প্রণামের প্রকার ও বিধি, একহস্তে অভিবাদন নিষিদ্ধ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য। এই বিলাসে ৩২ প্রকার সেবাপরাধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আগম ও বরাহপুরাণাদির মতে যে সকল সেবাপরাধ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে দৃষ্ট হয়, হরিভক্তিবিলাসে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

নবম বিলাসে শ্রীতুলসী, বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং ইহাতে শঙ্খজল-মাহাত্ম্য, চরণোদ্ভবপান-মাহাত্ম্য, তুলসীরোপণ-পূজা, তুলসী-প্রণাম-বাক্য, তুলসীমৃত্তিকা-কাষ্ঠ-পত্রের মাহাত্ম্য, তুলসীভক্ষণ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। তুলসী-কাষ্ঠের দ্বারা শ্রীহরির নৈবেদ্য-রন্ধন বিশেষ প্রশস্ত। তুলসীবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে অনায়াসেই মহাশ্রাদ্ধের ফল-লাভ হয়। এই বিলাসে শুক্ল (পবিত্র) বৃত্তি-বিচার এবং বৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অন্নও অপবিত্রজ্ঞানে পরিত্যাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। * কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ব্যবস্থিত প্রেতশ্রাদ্ধ রাক্ষস-শ্রাদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য। ভগবদ্ভক্তিই মহাপ্রসাদের দ্বারা পিতৃ ও দেবাদির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ভগবদুচ্ছিষ্টের দ্বারা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবামুখে সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ম্মজড় ও বিষ্ণোপবাসী ব্যক্তিগণকে অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিতে হইবে, তাহাদিগকে হরির নৈবেদ্য বা নির্ম্মাল্য প্রদান করিতে হইবে না। অনিবেদিত দ্রব্য-গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

দশম বিলাসে ভগবদ্ভক্ত ও সাধুর বিচার-প্রসঙ্গে ভগবদ্ভক্ত ও বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও দশমীবিদ্ধা একাদশী করেন না এবং মুহূর্ত্ত-সঙ্কটেও একাদশী পরিত্যাগ করেন না। মহতের সেবাই মুক্তির দ্বার-স্বরূপ, আর স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ নরকের দ্বার। ভগবদ্ভক্তগণ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। বৈষ্ণবের সম্মান, তুলসীর সেবা, নিরন্তর ভগবানের কথা-শ্রবণ-তৎপরতা, নামগ্রহণপরতা, স্মরণপরতা, পূজাপরতা, একাদশিতা, ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য, অকপট ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের অত্যাবশ্যকতা, ভগবৎকথামৃতপান, অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন, বৈষ্ণব-নিন্দাদির দোষ ও বৈষ্ণব-দর্শনে প্রণতি, সম্মান, স্তুতি, বৈষ্ণব-সমীপে অভিগমন, বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য, ভগবদ্ধর্ম্ম-সমূহ, ভগবল্লীলাকথা-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

---

* বৈষ্ণবান্নং যি ভোক্তেব্যং শ্রাদ্ধান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবান্নমশ্নন্তু পরিবর্জ্যা যত্নতঃ।
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৭৮)

"রূপসনাতনের জাতি" (?) !!

বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের (১৩৪১) "ভারতবর্ষ"-পত্রের প্রথম প্রবন্ধ "রূপসনাতনের জাতি," লেখক—শ্রীসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ। গত ৭ই মাঘ (১৩৩৯) তারিখের 'দৈনিকবসুমতী' পত্রিকায় কোন বেনামী লেখকের "রূপসনাতনের জাতি" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল। বসন্তবাবুর লিখিত ভারতবর্ষের "রূপসনাতনের জাতি" প্রবন্ধটি বসুমতীর প্রবন্ধেরই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পুনরাবৃত্তি। দৈনিক বসুমতীর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ-লেখক বসন্তবাবুই কি না তাহা, বেনামী মন্তব্যের গ্রন্থেলিকার আচ্ছন্ন থাকায় সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত নহে, কেবল আনুমানিক দূরবীক্ষণে গবেষণার বিষয়। যাহা হউক, লেখক যিনিই হউন, 'বসুমতী'র উক্ত প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে শাস্ত্রযুক্তি-মূলক প্রতিবাদ গত ৩রা ফাল্গুনের (১৩৩৯) ১১শ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর লঘুতোষণীর বিবরণের দ্বারা বসুমতীর উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের কল্পিতমত খণ্ডিত হইয়াছে।

বসুমতীর উক্ত প্রবন্ধলেখক তাঁহার তদানীন্তন প্রবন্ধে 'লঘুতোষণী'র কোন নাম গন্ধও করেন নাই, কেবল লিখিয়াছিলেন,—"রূপসনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এরূপ একটি প্রচলিত মত আমি শুনিয়াছি; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অংশগুলি পাঠ করিলে ধারণা হইবে

যে, তাঁহারা নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু ভারতের "ভারতত্ত্বে" লিখিত প্রবন্ধের সর্ব্ব প্রথমেই 'লঘুতোষণী'র নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যাহা অনুক্তি ছিল, এবার যেন তাহা লঘুতোষণীর প্রমাণমুখে দৃঢ়ীকৃত করিয়া[১] লেখকের প্রতীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রবন্ধটি যে ভাবে লিখিত, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি "গৌড়ীয়ে"র প্রতিবাদেরই প্রত্যুত্তরের হেই।

আমরা 'বঙ্গশ্রী'র প্রবন্ধের এই কয়েকটি মূল বিষয় লইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রথমেই শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য অবতার্য্য পার্ষদ এবং আমাদের সাধ্যের সকলেরই প্রপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীরূপ ও শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুকে হীন করিয়া লিখিবার চেষ্টা সভ্যতা ও শিষ্টাচার-বিরোধী। আমাদের প্রতিবাদের দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল,—বৈষ্ণবাচারের জাতি-বিচার শ্রীব্যাসদেবের দ্বারা সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর

আদরণীয়ের কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, এমন কি ঐরূপ বিচারককে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস "নারকী" এবং শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস "অধমযোনিতে ডুবি মরে" প্রভৃতি বলিয়াছেন। সুতরাং ঐরূপ বহির্ম্মুখ বিশেষতঃ অভিসন্ধিমূলক কৌতুহল হিমুখধর্ম্মের বহির্ভূত চেষ্টা। বিদগ্ধী নাস্তিকগণই সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় লোকোত্তর আচার্য্যগণের জন্মকর্ম্ম অনুসন্ধান বা তাঁহাদিগকে তত্তৎ জাতিসমাজে দর্শন করিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ আমরা "লঘুতোষণী" হইতে যাহা উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের পূর্ব্বপুরুষ উদিত হন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের পূর্ব্বাশ্রমের পিতা কুমারদেব আনীতন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারদেব বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। শ্রীবল্লভ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের সহিত গৌড়ের রাজকেলিগ্রামে কর্ণাটোপনকে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নবাব-সরকারের কার্য্য করায় তিন জনই 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। লঘুতোষণীর বংশবর্ণনের শেষভাগে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

তত্রত্য মুকুন্দতো বিজবরঃ শ্রীরূপনামাভিধঃ।
কর্ণাটক্ষিতিপালসংকুলজনির্যস্যাসমাসীদ্ভুবি॥
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাগ্রণীরভবৎ।
যে বং গোত্তমমুত্র চেহ চ পুরশ্চক্রুস্তরামুজ্জ্বলম্॥

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর আপনাকে নীচজাতি প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য কি, তাহাও আমরা "ভক্তিরত্নাকরের" প্রথম তরঙ্গ হইতে দেখাইয়াছিলাম, যথা—

যবে মগ্ন হন দৈন্যসমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদি হইতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ-ব্যবহার।
এই হেতু "নীচজাত্যাদিক" উক্তি তাঁর॥
বিনয়াক্রান্ত হইয়া মহাধৈর্য্যযুক্ত অন্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥

'ভারতবর্ষের' প্রবন্ধলেখক শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী উভয়ের প্রত্যক্ষ বিচার ও দৃঢ় যুক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের অনুমানকেই নিরপেক্ষতার মুখোস পরাইয়া উচ্চ আসন প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রামাণিক লেখকগণের যুক্তি পরিহার করিয়া আনুমানিক যুক্তি গ্রহণ করিবার মূলে প্রচ্ছন্ন-অপসাম্প্রদায়িকতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, অথচ বহির্ম্মুখ-সাধারণ সেই প্রচ্ছন্ন অপসাম্প্রদায়িকতার মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া লেখকের কৌশলপূর্ণ মনোভাবে বিভাবিত হইয়া মনে করিবেন যে, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু নিজের পূর্ব্বপুরুষের বংশগৌরব সংরক্ষণের জন্য তাঁহাদের পাণ্ডিত্য (?) ও নীচত্বকে (?) গোপন করিয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষকে সৎ ও পবিত্র-ব্রাহ্মণ-বংশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আর নরহরি চক্রবর্ত্তীও সাম্প্রদায়িক হইয়া শ্রীসনাতনের কথিত "নীচজাতি," "নীচবংশে জন্ম" প্রভৃতি উক্তিকে দৈন্যমূলক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের লেখকের যুক্তিগুলি এই,—

(১) "বিনয়বশতঃ সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজেদের আচরণের অযথা নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু 'নীচ'বংশে জন্ম বলিতে পারেন না।"

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে সনাতন "আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি নীচ জাতি" এইরূপ বলিয়াছিলেন, স্বপসনাতনের পরিচয়-দানপ্রসঙ্গে বঙ্গভট্টকে শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছিলেন, ইঁহার জাতি অতি নীচ, আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ, ইহা-

দিগকে স্পর্শ করিবেন না।" বাস্তবিক ইহারা নীচজাতি না হইলে শ্রীচৈতন্যদেব কেন ইহাদিগকে নীচজাতি বলিবেন?

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর উক্তিদ্বারা লেখকের মত বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া লেখক এক আনুমানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন—যশোহর জেলায় পিরালি খাঁ নামক মুসলমান যখন তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন কপসনাতনের পিতা সম্ভবতঃ পিরালি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্যই রূপসনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধবিরখাস ও সাকরমল্লিক ছিল। এতৎপ্রসঙ্গে লেখক আরও বলেন যে—হরিদাস ঠাকুরও সম্ভবতঃ পিরালি ছিলেন। হরিদাসের পিতার নাম লেখক "মনোহর চক্রবর্ত্তী" বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস অনেক সময়ই একত্র বাস করিতেন, একত্র আহার করিতেন, একরূপ বৈষ্ণব করিতেন; সুতরাং ইহা হইতে লেখক সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁহারা তিনজনই পিরালি মুসলমান ছিলেন। তাই তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তবে গোবাদে ত্রাণ করিয়া যে পিরালি-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, লেখক এই মতকে ততটা সমর্থন করেন না।

লেখকের এই সকলগুলিই অনুমান। "সম্ভবতঃ" "সম্ভবতঃ", "বোধ হয়" "বোধ হয়", 'মনে হয়', "মনে হয়" প্রভৃতি উক্তিগুলি হাজার লোকে হাজার প্রকার বলিতে পারেন ও সৃষ্টি করিতে পারেন; উহা কখনও বাস্তব-ইতিহাস বা প্রমাণ নহে। আমরা যে-স্থানে শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর ন্যায় পরমনিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক মহাজনের লিখিত বংশের বাস্তব ইতিহাস পাইতেছি, সেখানে প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে অন্য কোন অভিসন্ধিযুক্ত বা নানা-প্রকার ভ্রম-প্রমাদাদির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের অনুমানকে সত্যের সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীল সনাতন বা শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় লোকোত্তর পুরুষগণের দৈন্যময়ী ভাষা বহির্মুখ সাহিত্যের পরিভাষার ন্যায় স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। যাঁহারা প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করেন, তাঁহারা এই একান্ত-সত্য-কথাটির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন; বহির্মুখ সাহিত্যের নিকট সেই মর্ম্ম অবরুদ্ধ।

বৈষ্ণব কেবল যে আপনাকে দৈন্য করিয়া নীচ বলেন, তাহা নহে, অনেক সময় হয়ত পূর্ব্বাশ্রমের বংশের মধ্যে বহির্মুখতা প্রবল থাকিলে নিজের দৈন্য অধিকতর সুতীব্র-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে বহির্মুখবংশের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণবহির্মুখতাকেই 'নীচ' বলিয়াছেন, শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—

"হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

বৈষ্ণবগণের আর একটি বক্তব্য এই যে, তাঁহারা নিজেকে ভগবদ্ভজনের জন্য দৈন্যদ্বারা আত্ম-স্বরূপ গোপন ও বহির্মুখলোক বঞ্চনা করেন, যেমন মহাপ্রভু আপনাকে প্রেমভক্তি-হীন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আপনাকে "অধম চণ্ডাল" প্রভৃতি বলিয়াছিলেন। পরমা বৈষ্ণবী সতীদেবী আভিজাত্য সম্পন্ন বংশকুলে আবির্ভূতা হইয়াও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পিতার আভিজাত্যের প্রশংসা না করিয়া ঐরূপ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পিতার গৃহে অনুগ্রহণ করায় আপনারও নীচত্ব হইয়াছে, বিবেচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপম—কুমারদেবের এই তিন পুত্রই ভগবানের একান্ত সেবক ছিলেন বলিয়া কুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণ ও পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই যে একান্ত ভগবৎসেবক ছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদকে বহির্মুখজনে বাহ্যদৃষ্টিতা প্রদান করিয়া নিজজন সনাতনের প্রতি কতটা প্রীতি, শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই সাক্ষা দিয়াছিলেন।

জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার॥
নানা অবজ্ঞানে দৃষ্টে তোষেন ভগবান্।
রূপ যৈছে পরীক্ষিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞজীব নিজ-হিতে অহিত করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম পঃ)

শ্রীরূপ-সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধবির খাস ও সাকর মল্লিক হওয়ার কারণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের পিতার নাম 'দ্বিজবরঃ শ্রীকুমারাভিধঃ' এইরূপ করিয়া লিখিতেন নাম 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুমারদেব'

* (ভাঃ ৭।১৫।৭)

তৎপিতা 'কৃতী মুকুন্দ' কায়েতও নামের সহিতই অহিন্দু নামের কোন সম্পর্ক নাই। রবির খাস প্রভৃতি নাম কেবলমাত্র গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ নিকট হইতে লব্ধ শ্রীরূপ-সনাতনের পদবী মাত্র। তিনি জাতি বা বুদ্ধিতে নিশ্চয় তিনিই 'দবীর'। রাজব্যবহার-কোষে 'দবীর' শব্দের এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়,—"মুক্তাভিজ্ঞো দবীরঃ স্যাৎ" খাস' শব্দে 'নিকট' বুঝায় অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের নিকট বা খাস মন্ত্রী অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন বলিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাম 'দবীরখাস'। সনাতনের সাকর মল্লিক উপাধিটিও তদ্রূপ। 'মল্লিক,' 'চৌধুরী' প্রভৃতি উপাধি মুসলমান রাজত্বের কাল হইতে ব্রাহ্মণ হিন্দুগণ অনেকেই লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অহিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। "মল্লিক" এই বিদেশীয় শব্দের অপভ্রংশই মল্লিক 'মহল্লিক' শব্দের অর্থ প্রাদেশিক। শ্রীসনাতন প্রভু বুদ্ধিতে চালাক ছিলেন, ইহা শ্রীচরিতামৃতকারের ভাষায়ও পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন যে, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ অহিন্দু-কুলোদ্ভূত হরিদাসের সহিতই মিলিতেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠে লেখকের এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎভাবে আসিবার পূর্ব্বেও অহিন্দু পীর প্রভৃতির সঙ্গে না মিশিয়া "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিপ্র লঞা। ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।" (চৈঃ চঃ মঃ ১১)—এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীল সনাতন প্রভু যে কেবল শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত বহির্মুখ বিচারকের ন্যায় বর্ণাশ্রম-প্রীতি করিতেন—এরূপ উক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ অসারতা রহিয়াছে; কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবেশে নাম্বিপুরের ন্যায় ব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে আভিজাত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীল হরিদাস ও শ্রীল মুকুন্দকে লইয়া এক পংক্তিতে একসঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন, যথা:—

——— প্রভু বলেন বচন।
মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥
(চৈঃ চঃ মঃ যে ১০৪-১০৭)

আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভু মুকুন্দ দত্তঠাকুর বা শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সহিত একসঙ্গে আহার বিহার করিতেন বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে স্ব-জাতি-প্রীতি আবিষ্কার করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি কদাচ। বৈষ্ণবগণ লজ্জাশীলাশয়-স্নিগ্ধ বৈষ্ণবের সহিতই একত্র আহার বিহার করিয়া থাকেন—ইহা আমরা শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব্ববিভাগ, দ্বিতীয় লহরীর ৪৩ শ্লোক) ও উপদেশামৃতের অষ্ট শ্লোকে দেখিতে পাই।

'ঠাকুর হরিদাসের পিতার নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী,' এরূপ উক্তি লেখক কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলেন? আমরা পৃথক্ প্রবন্ধে হরিদাস ঠাকুরের সম্বন্ধে লেখকের বিচার-ভ্রম-সমূহ প্রদর্শন করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-দর্শনে ডাঃ ড্যানিয়েল ফুলিং

জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বেভেরিয়ার রোমান্ ক্যাথলিক্ মনাষ্টারীর দি বাইট্ বেভারেণ্ড পেটার ডাঃ ড্যানিয়েল ফুলিং (Dr. Daniel Feuling) ও এস্-বি গত ৩রা জুলাই সতন-গৌড়ীয়মঠে দুইদিন আগমন করিয়া মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রথমবার ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার নিকট হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার উপস্থাপিত করিলে তদ্দর্শনে বেভারেণ্ড ডাঃ ড্যানিয়েল অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ফটো দর্শনে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বহুক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন ফটো, তাঁহার হস্তাক্ষর,

তাঁহার বাহ্য-মুখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে (Psychologically) পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। তাঁহার উপলব্ধি মত তিনি বলিয়াছেন যে, প্রভুপাদকে স্বয়ং যীশুখৃষ্টের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রেভারেণ্ড ডাঃ দানিয়েল আরও বলিয়াছেন, যদিও তিনি একজন গোঁড়া ক্যাথলিক্ প্রচারক, তথাপি কখনও শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন পাইলে তাঁহাকে একজন প্রধান পরমার্থ-শিক্ষকরূপে সম্মান প্রদান করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিবেন না।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহ মহোৎসব

গত ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই বুধবার শ্রীধাম বৃন্দাবন, কাশী, দিল্লী, পাটনা, কলিকাতা (ওয়েষ্ট গোবরডাঙ্গা), বোম্বাই, ভুবনকোণা (মানভূম), ঢাকা, ময়মনসিংহ, বালিয়াটী (ঢাকা), চিকনিদিঘা (মেদিনীপুর) প্রভৃতি স্থানের মঠসমূহে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, কাশীতে ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দজী, দিল্লীতে শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, পাটনায় শ্রীপাদ শ্রোত্রী মহারাজ, কলিকাতায় শ্রীনিবাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন, বোম্বাইএ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা, ভুবনকোণায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, ঢাকায় শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, বালিয়াটিতে শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, ময়মনসিংহে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয়, চিকনিদিঘায় শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রজবাসী প্রভৃতি শ্রীল ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য চরিত্রগাথা পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে মহোৎসব সুসম্পন্ন করেন। প্রত্যেক মঠেই ঐ দিবস বিশেষভাবে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার, অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসবে সমবেত আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে—গত ১১ই জুলাই ২৬শে আষাঢ় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব সমারোহে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে লায়নেল এয়ার্ড স্বয়ং; মিঃ টেলকার; মিস্ রুথ ব্রডশ; এফ এইচ ব্রাউন স্বয়ং; সস্ত্রীক ডাঃ ভট্টাচার্য্য; সস্ত্রীক মিঃ বেলঘাম; সস্ত্রীক মিঃ মিষ্টো; এল ক্রাবার বিজ স্বয়ং; মিসেস্ গায়াপ্পা; মিসেস্ লিল্ডা ফরসেল; মিঃ এ কর্ত্তুর্থ; এ জন কোলিয়ার স্বয়ং; আর, এ বার্গা স্বয়ং; ডাঃ মিউম্যান; মিঃ পি, কে, দত্ত; জে ফ্রেজার স্বয়ং; এইচ বি এডওয়ার্ড স্বয়ং; সি ও গারথা স্বয়ং; ডাব্লিউ এফ পুর্ স্বয়ং; দি রাইট্ রেভারেণ্ড বিশপ জেমস্ কে এ মোস্স স্বয়ং; এফ এইচ সি স্বয়ং; মিস্ সারা ডি ব্রেডো; মিস্ লিলিয়ান ম্যাটিন্; সস্ত্রীক মিঃ গ্রাহা; সস্ত্রীক ডাঃ দত্ত; মিস্ পেইজ; দি রাইট্ রেভারেণ্ড বিশপ প্যাকেট; কেপ্টেন এফ জে পেইন, সস্ত্রীক মিঃ পোলাস্; মিঃ জে জি প্রাণ্ট, ফটো প্রেস লিমিটেড; মিসেস্ জোসেফাইন ম্যানসাম্; মিঃ রিচটার; মিস্ এম এম সাপ্রূ; মিস্ শ; সস্ত্রীক অধ্যাপক সরাস্বী; মিস্ মেরী সরাস্বী; মিঃ স্প্যালডিং; মিস্ ডেইল ষ্টকার স্বয়ং; মিসেস্ ষ্টোন; সস্ত্রীক মিঃ ঠাকুরদাস; মিস্ ষ্টেভিনিয়ান; মিস্ মেডালেইন হাডিঞ্জ্; মিঃ উল্ফ হেইন্; মিস্ পীল; মিঃ সর্দ্দার বাহাদুর; ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জি; মিঃ বি ঘোষ; মিঃ অর্জ্জুন সিংহ; মিস্ কনলাহেরী; ডাঃ ডালিমচাঁদ সেখিয়া; মিসেস্ আর সি গুপ্ত; মিঃ বোস; মিঃ এস্ সি রায়; মিঃ এস্ কে টাজ; মিঃ এস্, এম মুখার্জ্জি; সস্ত্রীক ডাঃ ফারনানডেজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই অপরাহ্ণ ৮৷৷০ টার সময় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ অভিথিগণকে বৈঠকখানায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। প্রথমে ৯-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে মহা প্রসাদ প্রদান করা হয়। তৎপর ১০টা পর্য্যন্ত ৪৫ মিনিট কাল অপর গৃহে প্রার্থনা এবং ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করা হয়। এই গৃহটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া একটি উচ্চ বেদীতে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য অর্চ্চা স্থাপন করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাদ বন মহারাজ

"মানস দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

—এই গানটি কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ মহারাজ আরও একটি কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্তমহোদয়-গণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৯ আষাঢ়, ১৩৪১ ; ১৪ জুলাই, ১৯৩৪ শনিবার প্রাতেই ট্রেণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। তথায় প্রায় ত্রয়োবিংশতি দিবস অবস্থান পূর্ব্বক গত ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট রবিবার রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আচার্য্যত্রিক মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি.এ, শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণিরত্ন, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ মহাবেজ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ছিলেন।

উত্তর কৃষ্ণনগর ডি-লিট্ (নওদা) বার-য়্যাট্-ল মহোদয় [illegible] আষাঢ়, ১৩৪১ (ইং ১৯।৭।৩৪) তারিখে পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিনামগ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে শ্রীচৈতন্যপ্রেমে অবস্থান করিয়া হরিকথা-শ্রবণের যত্ন করিতেছেন। তিনিও প্রায় ত্রিসপ্তাহ কাল শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক গত ৩ আগষ্ট, ১৯৩৪ শুক্রবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৩ শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ বুধবার প্রাতে গৌহকুঙ্গের জমিদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহোদয় তাঁহার কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া "শ্রীগুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যবহারিক ও পারমার্থিক গুরু, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ, গৃহস্থ ও গৃহব্রত, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবধর্ম্ম, ভক্তির ক্রমবিচার, কামবিলাসবৈচিত্র্য ও প্রেমবিলাসবৈচিত্র্য, প্রাকৃত সহজভাব ও অপ্রাকৃত সহজভাব, দীক্ষা-রহস্য, দীক্ষিতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, প্রাকৃত শব্দ ও অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম, সাধন ও সিদ্ধাবস্থা, রাগাত্মিক ও রাগানুগ, স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ প্রভৃতি বিচার-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। আনন্দের বিষয় শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমুখবাণী-শ্রবণে রাজেন বাবু সদ্গুরুপাদাশ্রয়েই হরিভজনের বিচার বরণ করিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে এই সকল কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহামহোৎসব

গত ১৪ই জুলাই শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তি সুধাকর প্রভু প্রভৃতি মহোদয়গণের অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় উৎসবটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের নব মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রবেশোৎসব

গত ২১শে জুলাই রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর নবনির্ম্মিত মন্দির-প্রবেশ-উপলক্ষে মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ২১শে জুলাই শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসে শ্রীবিগ্রহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হন। রবিবার বেলা ১০৷৷ ঘটিকার পর শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ভাবানন্দ ব্রহ্মচারী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ নাম-তত্ত্ব এবং শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ধর্ম্মাধিকারী ভক্তিমৈত্রের মহাশয় বদান্যতা সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। জগন্নাত্রিক কীর্ত্তন হইবার পর প্রায় ৪।৫ শত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কটকনিবাসিনী শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসী মহোদয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

পরমগুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসব

গত ৩০ আষাঢ়, ১৩৪১ (ইং ১৪।৭।৩৪) রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-মুখে পরমগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদুপলক্ষে গত ৩ শ্রাবণ,

২২ জুলাই রবিবার একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" গ্রন্থের হরিজনকাণ্ড পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশ স্বয়ং বাংলা ভাষায় ও বাংলা ভাষা অনভিজ্ঞ কতিপয় সেবকের জন্য ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃতিজন ও হরিজনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মূল গায়কত্বে 'গুর্ব্বষ্টক' কীর্ত্তিত হয়। তৎপর শ্রীল বাবাজী মহারাজের মন্দিরে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাস এম-এ, বি-এল মহোদয়ের মূলগায়কত্বে পরমগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তিত হইবার পর আরাত্রিক আরম্ভ হয়। তৎকালে ভক্তগণ প্রথমে মহামন্ত্র ও পরিশেষে 'হা প্রভু গৌরকিশোর' বলিয়া প্রেমভরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভোগরাগাদি যথাবিধি সমাপ্ত হইবার পর সমবেত সকলকেই বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ ভক্তিরঞ্জনানন্দ মহোদয় শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ও উৎসবাদির ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীধামদর্শনে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

গত ২১শে জুলাই শনিবার নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহোদয় সবান্ধবে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে নদীয়ার জেলা জজ

গত ১১ শ্রাবণ, ২৭ জুলাই, ১৯৩৪ শুক্রবার রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় নদীয়ার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্স্ জজ মাননীয় আবুল মুজফ্ফর আহমেদ বি-এল (ক্যাল), বি-সি-এস্ (অক্সন্) বার-এ্যাট্-ল মহোদয় তাঁহার পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন-সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুদাস ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া মঠ দর্শন ও মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করান। কিয়ৎক্ষণ আলাপাদির পর জজ বাহাদুর বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার অমায়িকতা, বিনম্র-নম্র স্বভাব, সৌজন্য, সত্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব

গত ২রা আগষ্ট, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর ভক্তিরত্নাকর প্রথম তরঙ্গ হইতে গোস্বামী প্রভুর চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্য ১৮শ পরিচ্ছেদে মথুরায় শ্রীবিশ্রামঘাট-গৃহে একমাস সপরিকরে শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন-সময়ে শ্রীলোক-নাথের উপস্থিতির উল্লেখ আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু ভক্তিবিনোদের মঙ্গলাচরণে "কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসঞ্চ তং 'লোকনাথং'।" এবং 'শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে "বৃন্দাবন প্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিতান্। শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্।" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীলোকনাথের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র শিষ্য ভুবনপাবন শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম। যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে ইঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল; তৎপূর্ব্বে কাঞ্চনাপাড়ায় নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী, মাতা সীতাদেবী এবং একমাত্র অনুজ প্রেমানন্দ। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন এবং একমাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দীক্ষা প্রদান করেন। ইঁহার সহোদর ভ্রাতৃবংশগণ 'তালখড়ির ভট্টাচার্য্য' নামে সামাজিক পদ-মর্য্যাদায় বিশেষ সম্মানিত। এই বংশের শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় অধুনা কতক বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া একান্তভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন।

পাঠান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভু দয়া কর মোরে,' 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি গীতি এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

চয়ন

["বোম্বে ক্রণিকল্" ইং ৯-৭-২৪
তারিখের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH'S 'NOBLE MISSION"

Poona, July 6.

This noon His Holiness Tridandi Swami B. S. Giri Maharaj of Gaudiya Math had a long interview with His Excellency Lord Brabourne at the Government House, Ganeshkhind. His Excellency gave a patient and sympathetic hearing for about forty minutes and appreciated the noble cause of the Gaudiya Math and the great Personality of the President, the Founder of the organisation to whose great Personality the rapid success of the Gaudiya Misson propaganda is due. His Excellency highly appreciated that in the course of the last decade the Misson has opened more than forty branches in all the important place of India and abroad and wished all success and assured his whole-hearted sympathy for this Mission

His holiness Tridandi Swami B. V. Gavastinemi Maharaj and Tridandi Swami B. S. Giri Maharaj delivered several lectures in the Fergussion College Hall and other important place of Poona. Swamijis with party are leaving for Kolapur, Kolhapur and Sangli States.

"জ্ঞানপ্রকাশ"—বোম্বে এবং পুণা হইতে প্রকাশিত "মহারাষ্ট্রদেশে প্রমুখ দৈনিক সংবাদপত্র" 'জ্ঞান প্রকাশ'-পত্রের ৫ই জুলাই, ১৯২৪ বৃহস্পতিবার সংখ্যায় "চৈতন্য সাম্প্রদায়িক গৌড়ীয় মঠের প্রচারকার্য্য" শীর্ষক সংবাদে মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীপাদ গিরি-মহারাজ ও বাম পার্শ্বে শ্রীপাদ কেশবমহারাজের আলেখ্যসহ ভারতে ও ইউরোপে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার তথা ৬ই জুলাই শ্রীপাদ গিরি-মহারাজের বোম্বাই গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

"সকাল"—পুণা হইতে প্রকাশিত ৭ জুলাই, ১৯২৪ সোমবার তারিখের 'সকাল' পত্রে গত ৬ই জুলাই, ১৯২৪ শুক্রবার ১২। ঘটিকায় পুণায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজের মহামান্য বোম্বাইর গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ "গৌড়ীয়মঠাচে প্রচারক, মুম্বাই গবর্ণরচে ভেটীস্, মঠাস সরকারী সহানুভূতি হবী" শীর্ষক সংবাদে সবিস্তৃত প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ২৮ জুন, ১৯২৪ শুক্রবার (বৃহস্পতিবার) তারিখের উক্ত 'সকাল' পত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরিমহারাজের আলেখ্য-সহ শ্রীগৌড়ীয় মঠের পুণায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

লণ্ডনে—ভারত-গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ রঙ্কিত গত ২৭শে জুলাই লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

গত ৪ঠা জুলাই বুধবার লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ মাদ্রাজের Governor Designate (নবনিযুক্ত গবর্ণর) মি রাইট্ অনারেবল লর্ড Erskin মহোদয়ের লণ্ডনস্থ ৬ নং সেণ্ট্ জেম্‌স্ স্কোয়ারস্থিত ভবনে মাননীয় লর্ড বাহাদুরের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাননীয় লর্ড বাহাদুরের ৪ পুরুষ পূর্ব্বপুরুষগণকে ইংলণ্ডের তদানীন্তন অধিপতি প্রথম চার্লস্ দান করিয়াছিলেন। মাননীয় লর্ড বাহাদুর এই সর্ব্বপ্রথম মাননীয়া Lady Marjorie Erskin ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রসহ ভারতে আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও তিনটি পুত্র আছেন। তাঁহারা লণ্ডনে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। মাননীয় লর্ড বাহাদুর মাননীয় সার জন এজারটনের বিশেষ বন্ধু।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ৬ই জুলাই শুক্রবার অপরাহ্ণ

ট্রেণে ইষ্টবেঙ্গল গিয়াছিলেন। সেই স্থানে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মাননীয় রবার্ট এবং লেডী ডড্ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। স্বামীজী তথায় দিবসত্রয় শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী কীর্ত্তন করিয়া ২রা জুলাই লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১০ই জুলাই ভারতের কৃষি-সন্তান স্যর বি, এন মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডন 'ক্যাক্সটন-হলে' একটী সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভায় মিঃ হেরল্ড্ বাট্‌লার বক্তা ছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

মানভূমে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বর্ত্তমানে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা-মঠ মানভূম জেলার অন্তর্গত ডুমুরডুঙ্গা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে গমন করেন। নিয়মিতভাবে শ্রীমঠে স্থানীয় লোকের আগ্রহাতিশয্যে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। গত ২১ আষাঢ়, ৭ জুলাই শনিবার স্বামীজী মঠের নিকটবর্ত্তী ডুমারডুঙ্গী নামক স্থানে রায় এণ্ড কোম্পানীর কারখানার সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালিপদ সিংহ মহাশয়দিগের বিশেষ আগ্রহে কারখানার ক্লাবে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষচরিত্র বর্ণন-মুখে গৃহস্থ জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন। তদ্ভ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীত হন।

পাটনায়—গত ১০ই জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ পাটনা কদমকুয়ানিবাসী ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদের ভবনে হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে লালবিহারী লাল ব্যাড্‌ভোকেট, গুরুদেব বর্ম্মা প্লীডার, আউধেশ সুন্দর সাহী ব্যাড্‌ভোকেট, রামেশ্বর প্রসাদ প্লীডার, বিশম্ভর নাথ প্লীডার, বৈদ্যনাথ সহায় প্লীডার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক-দ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাবক মহারাজ ও গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী মহোদয় গত ২০শে জুলাই রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় 'লক্ষ্মীবাস হলে' আহূতা একটী সুধীমণ্ডলী সভায় ধারাবাহিক হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটী অনবদ্যগবেষণা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ তার্কব্য ব্যাড্‌ভোকেট্ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কে আর গোখলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত আর, সি, ভার্গব; মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বদ্রী প্রসাদ ব্যাড্‌ভোকেট; শ্রীযুক্ত নন্দন প্রসাদ গুপ্ত ব্যাড্‌ভোকেট, রায় বাহাদুর, ডাঃ হীরালাল গাঙ্গুলী প্রমুখ সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কটকে—গত ২৮ জুলাই, ১৯২৪ শনিবার কটকের উৎকল সাহিত্য-সমাজে 'শ্রীরামচন্দ্র ভবন' হলে ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীনাম-ভজন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ধারাবাহিক-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় বক্তৃদ্বয়োপযুক্তকে ধন্যবাদ প্রদান মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব, সার্ব্বজনীনত্ব এবং নিত্যকল্যাণপ্রদত্ব সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গত ১২শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের দ্বাবিংশ পংক্তি এবং দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় পংক্তিতে "বৃষভানুস্বরূপা" স্থানে "বৃষভানুনন্দিনী স্বরূপা" হইবে। পাঠকগণ উক্ত ভ্রম পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

———

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বঙ্গাব্দ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার

১৯ নং পালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩ বামন, ৪ঠা শ্রাবণ (১৩৩১)

২০শে জুলাই (১৯২৪)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৪ঠা ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদআসনে **শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার** উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল এম, এ
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

উৎসব-পঞ্জী

মঙ্গলবার	৪ঠা ভাদ্র	২১শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা; একাদশীর উপবাস।
বুধবার	৫ই ভাদ্র	২২শে আগষ্ট শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরীদাস পণ্ডিতের অভিধান, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রা-রোপণ-উৎসব।
শুক্রবার	৭ই	২৪শে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীনন্দ বলদেবের আবির্ভাব।
শনিবার	১৪ই	১লা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।
রবিবার	১৬ই	২রা " শ্রীনন্দোৎসব।
মঙ্গলবার	১৮ই	৪ঠা " শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।
শুক্রবার	২৮শে	১৪ই " শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব।
শনিবার	২৯শে	৫ই " শ্রীললিতা সপ্তমী।
রবিবার	৩০শে	১৬ই " শ্রীরাধাষ্টমী।
বুধবার	২রা আশ্বিন	১২শে " শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস।
বৃহস্পতিবার	৩রা	২০শে " শ্রীবামন-দ্বাদশী-ব্রত।
শুক্রবার	৪ঠা	২১শে " শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহা-মহোৎসব)
শনিবার	৫ই	২২শে " শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত ও শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের অভিধান।
রবিবার	৬ই	২৩শে " শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব (সমাপ্তি)।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে ...	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	দ্বাদশাধ্যায়ি শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্নে	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ সম্মান।
অপরাহ্নে ...	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায় ...	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান।

☞ দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৪১; ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৪ | ৩য় সংখ্যা।

শ্রীনারায়ণী

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যের চরিত্র-লেখক ও শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বশেষ শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। আর শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের নামের কাছে শুক্লরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের নামও শুনিয়াছেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লিখিয়াছেন, সেইরূপই গৌড়ীয়বিশ্বের আদি-কবি ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য-লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতে সুমধুর পঞ্চছন্দে গ্রথিত করিয়া 'ব্যাস' নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এই অতিমর্ত্ত্যব্যাসঠাকুরকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত রত্নগর্ভা ত্রিলোকবন্দ্যা, পরমপূজনীয়া ব্যাস-জননীই শ্রীনারায়ণী দেবী।

শুক্লরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। যথার্থ বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ দেন এক একটি ঘুরি ঘরিয়া এই চারি ভ্রাতারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাঢ়দেশে শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব-স্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীহট্ট হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধিও গঙ্গাবাসের জন্য আসিয়া শ্রীবাস ও শ্রীরামের সহিত যোগদান করেন। নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী বলিয়াই প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নারায়ণী বাল্যকাল হইতেই শ্রীবাসের নবদ্বীপ

বাড়ীতে বাস করিতে পারেন, এবং অতি শিশুকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য দর্শন ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। যে ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ব্রহ্মাদি দেবতাও বহু তপস্যা করিয়া পাইতে পারেন না, সেই শ্রীবাস-ভ্রাতৃদুহিতা নারায়ণী তাহা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গমন পূর্ব্বক শ্রীবাসের নিকট চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তদ্বিষয়ে শ্রীবাসের সংশয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন। নিকটেই চারি বৎসরের শিশু বালিকা নারায়ণী অবস্থান করিতেছিলেন। বালিকাকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"নারায়ণী! তুমি একবার কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ দেখি।" এই কথা বলিবামাত্র চারি বৎসরের শিশু 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া এরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে তাঁহার চোখের জলে সমস্ত গৃহ ভাসিয়া গেল—বালিকা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন।*

ইহার পর আর একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে সাত-প্রহরিয়াভাব† প্রকাশ করিয়া যখন বিভিন্ন ভক্তগণকে বিভিন্নভাবে কৃপা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভোজনের যতকিছু অবশেষ ছিল, সকলই মহাপ্রভু স্বহস্তে শিশু-বালিকা 'পরমপুণ্যবতী' নারায়ণীকে প্রদান করেন। নারায়ণীর সৌভাগ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ বলিলেন, বালিকা হইয়াও ইহার জীবন ধন্য, শৈশবাবস্থায়ই নারায়ণকে সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে।

নারায়ণী মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে প্রভু নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"———— ———— নারায়ণি!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি তুমি।"

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নারায়ণী 'বালিকা-স্বভাবে' কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নারায়ণী বৈষ্ণবমণ্ডলে গৌরাঙ্গের 'অবশেষ-পাত্রী' বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ কবিকর্ণপুরগোস্বামী জানাইয়াছেন,—নারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না, তিনি ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, তাঁহার নাম ছিল কিলিম্বা; ইনি অম্বিকাদেবীর সখী। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় শ্রীনারায়ণী।•

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় অষ্টাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর গৃহস্থলীলা ও নীলাচল-লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা অতি মধুর-লাবণ্যবতী ভাগ্যবতী নারায়ণী। ইনি মাতা-পিতার এক-মাত্র কন্যা ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়,- শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিবার সময় কানাইর নাটশালায় আসেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার বিবরণ ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।† এই সময়ই তিনি শ্রীবাসের গৃহে বালিকা নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দন করান ও তাঁহার অবশেষ-পাত্র প্রদান করেন।‡ কানাইর নাটশালায় শ্রীল প্রভুপাদ যে পাদপীঠ ও স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তথায় প্রথমবার মহাপ্রভুর আগমনের তারিখ—১৪২৩ শকাব্দা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে এই সময় মহাপ্রভু প্রায় ১৯ বৎসর বয়স প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণীর বয়স তখন প্রায় ৩ বৎসর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এইরূপই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পর প্রভু নারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন নারায়ণী চারি বৎসরের বালিকা। সুতরাং তাঁহার (মহাপ্রভুর) অষ্টাদশ বৎসর

* চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় অঃ ৩২১—৩২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† সাড়ে সাতদণ্ডে এক প্রহর, একপ্রহর তিনঘণ্টা, সাতপ্রহরে একুশ ঘণ্টা। মহাপ্রভু একুশঘণ্টা সময় বিষ্ণুর সকল অবতারের সকল আশ্চর্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন।

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯ম অঃ ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

• "অম্বিকায়াঃ সখা যাসীদ্রাজা শ্রীলকিলিম্বিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুক্তাসা সেহং নারায়ণী সতী।"

† কানাঞির নাটশালা-গ্রামে একগ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে বেথিলুঁ সেইস্থান। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪।১৭৮)

‡ চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪।২০—৩২৩ সংখ্যা।

বয়সের সময় নারায়ণী কেবল চারি বৎসরের বালিকা মাত্র। তাহার ছয় বৎসর পর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নারায়ণী দশ বৎসর মাত্র বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ... যে সকল লোকেরা তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রবাদগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারাধীন করা উচিত। যদি ঐসকল প্রবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত' কোন সময়ে কোন দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-সমাজ-গোষ্ঠীর অমঙ্গল-চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে। ... যখন কোন মহাত্মাই ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ করেন না, তখন আমরা সহজেই ঐ সকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়।... মামগাছিতে শ্রীনারায়ণীর সেবা-পাট এখনও প্রত্যক্ষ। শিশুকালে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছির ঠাকুরবাড়ীতে বাস করিতেন। সংস্কৃত বিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। ... মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। এই সময় মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ... শেষকালে কবিবর বৃন্দাবনদাস মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গ লইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।"

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীদেবীর মামগাছি গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনারায়ণীদেবীর সেই গ্রামেই বিবাহ হয়। মালিনী শেষ বয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বয়সেরই কাহারও সহিত নারায়ণীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুরের শিশুকালেই ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিরত হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের পিতা দেহত্যাগ করায় তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে নাই। ইহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চিরন্তন-রীতি যে, অচ্যুতগোত্র বলিয়া তাঁহারা গুরুর পরিচয়েই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন অথবা মাতা-পিতা ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত কৃপাপাত্রী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর বৃন্দাবনের পরিচয় সকল প্রামাণিক মহাজন প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের পিতা হরিসেবায় নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং ঠাকুর বৃন্দাবন ও বৈষ্ণব-মহাজনগণ সকলেই তাঁহার নামোল্লেখে নীরব আছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যখনই ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই তৎসঙ্গে নারায়ণীর গুণগান করিয়াছেন,—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
(চৈঃ চঃ আ ৮।৬১)

বিশেষতঃ যখন ঠাকুর বৃন্দাবনের কোন দারপরিগ্রহের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি বিরক্ত বৈষ্ণব-গণেরই মধ্যে গণিত হন, তখন অবৈষ্ণব পিতার নামোল্লেখে তাঁহার পরিচয় প্রদান না করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত শ্রীনারায়ণী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয়েই ঠাকুরের যথার্থ পরিচয় হইয়াছে।

অনেকে বলেন,—ঠাকুর বৃন্দাবন ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও বরাহপুরাণ হইতে "ব্রাহ্মণাঃ কলিমাশ্রিত্য" প্রভৃতি শ্লোক তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধার ... পর এবং ঠাকুর হরিদাসপ্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্তগণকে সম্মান ও বৈষ্ণবের 'জাতিকুলের নিরর্থকত্ব' পতি-পাদন করায় তিনি একশ্রেণী ভাজন হইয়াছিলেন। ঐ নারায়ণী-নন্দনকে শ্রীল কবিরাজ বৃন্দ

সাতাসন মঠ

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনেক প্রাচীন মঠের নাম ও অস্তিত্ব শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রাচীনমঠ অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদ ও বিষ্ণু-সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মঠও এখানে রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন বা কোপবর্দ্ধন-মঠ, অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের সাতলহরী মঠ, উড়িয়ামঠ প্রভৃতিও প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের এয়ারমঠ, উত্তরপার্শ্বমঠ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও প্রাচীন ও আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন মঠ আছে। শ্রীসিদ্ধবকুলমঠ, শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগঙ্গামাতামঠ প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠ। পুরীতে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত লুপ্ত মঠের নামও শুনিতে পাওয়া যায়।

সাতাসনমঠ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাচীন মঠের অন্যতম। সমুদ্রের উপকূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুটীর সংলগ্ন প্রদেশে প্রাচীন সাতাসনমঠ অবস্থিত। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু ও শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ গৌরপার্ষদগণ এই সাতাসনমঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার সন্নিকট প্রদেশে নিজ 'ভজন-কুটী' নির্ম্মাণ করেন। ভজন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-পার্ষদগণ-সঙ্গে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রদান করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে আগমন করেন। তখন তাঁহারা সাতাসনমঠে ও উহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিরাজ করিয়া নামকীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ প্রভু তাঁহার পার্ষদগণ সহ [illegible] ভজনস্থান [illegible] শ্রীল

সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই "সাতাসন মঠে"র নামকরণ হইয়াছে। একদিন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রস্নান করিতে আসিয়া দেখেন যে, সাতজন ঋষি সমুদ্রতীরে নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। রাজা ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তর্ষি রাজার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন।

এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন শ্রীজগন্নাথ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, তুমি এই সপ্তর্ষিকে ভজনের উপযোগী ভূমি ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিবে। তদনুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন 'বিরাকবি' নামক একটি মৌজা এবং সপ্তর্ষির জন্য প্রত্যহ সাত আটকিয়া ও সাত কড়োয়া মহাপ্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তর্ষি রাজার প্রেরিত সমস্ত কেবল দিয়া বলিলেন, আমাদের জমির কোন দরকার নাই, রাজার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রসাদ পাঠাইতে পারেন। সপ্তর্ষি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহসেবা বা গোষ্টিগত ভজনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যখন সপ্তর্ষিগণের ভজনস্থানে শ্রীবিগ্রহসেবা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার প্রদত্ত জমিদারী সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

সাতাসনমঠ যখন গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ভজনস্থানরূপে গৃহীত হইল, তখন বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই উহা নিম্নলিখিত সাতটি নামে অভিহিত হইয়াছিল।

১। 'বড় আসন'—এখানে শ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত ছিলেন, বর্ত্তমানে গিরিধারী-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু ভজন করিতেন।

২। 'কদলী-পট্‌কা-আসন'—এই স্থানে বর্ত্তমানে কোন শ্রীবিগ্রহ নাই। এইস্থানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর তাঁহার স্বলিখিত জীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন

করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সেই সময় একমুষ্টি মহাপ্রসাদ দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রিতে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন, অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ, কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্ট বাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন।"—(স্মৃতিলিখিত জীবনী ১৪১-১৪২)

শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা আরও শুনিয়াছি যে, অনেক সময় স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে তিনি বলিতেন,—'তোমরা আমাকে ইংরাজী মাসের ১লা, ২রা, ৩রা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ দিবে, ইহার পরে আর দিবে না।' কারণ বাবাজী মহাশয় জানিতেন যে, তাঁহারা মাসের প্রথম দুই যে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদের সদুপায়ে উপার্জ্জিত মাসিক বেতন, কিন্তু পরে যাহা পান, তাহা উৎকোচ বা অসদুপায়ে লব্ধ অশুদ্ধ-বিত্ত।

এখন 'কদলীপট্‌টা' আসনের ভূমিতে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি যে স্থানে ভজন করিতেন, এখনও সেই স্থানের অস্তিত্ব থাকিলেও দুঃখের বিষয়, সেই স্থানের যথাবিহিত মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না—মঠের বর্ত্তমান সেবাইতগণ সেই স্থান অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিতেছেন।

৩। 'গিরিধারী আসন'—এই স্থানে গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, ইহাই শ্রীল ভগবানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আসন বা ভজন-স্থান।

দিকে এই আসন অবস্থিত।

৪। 'গোঁফা আসন' বা 'গুম্ফা আসন'—এখানে বৈষ্ণবগণ ভজন করিতেন। ভজনগুহার নাম হইতেই আসনের নামকরণ হইয়াছে।

৫। 'মদনমোহনদেব আসন'—এই স্থানে শ্রীমদনমোহনদেব বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ভজন করেন। আবার কেহ কেহ 'গিরিধারী আসন'কেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণবলরাম আসন'—এখানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত। ইহা বহুভগবান্ আচার্য্যের ভজন-স্থান।

৭। 'শ্যামসুন্দরদেব আসন'—এখানে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত।

গিরিধারী আসনের বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীমনোহর দাস সাতাসন মঠের প্রাচীন দলিলপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাতাসনের সেবাইতগণের যে পরম্পরাটি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

প্রথম আসন (বড় আসন)-প্রণালী

১। গৌরচরণ দাস
২। ব্রজকুমার দাস
৩। কৃষ্ণমোহন দাস
৪। রাধাচরণ দাস
৫। দামোদর দাস
৬। রাধামোহন দাস

দ্বিতীয় আসন (কদলী পট্‌টা আসন)

১। যুগোলকিশোর দাস
২। সুবলচরণ দাস
৩। ভাগবত দাস
৪। শ্যামদাস

তৃতীয় আসন (গিরিধারী আসন)

ব্রজকিশোর দাস
ভগবচ্চরণ দাস
সনাতন দাস
গোবিন্দ দাস
নিমাইচরণ দাস

গৌরাঙ্গ দাস

চতুর্থ আসন (শুক্লা আসন)

রামকৃষ্ণ দাস

সীতারাম দাস

হরিবন্ধু দাস

পঞ্চম আসন (শ্রামসুন্দরদেব আসন)

মদনমোহন দাস

রামচন্দ্র দাস

রাধাবেন্দ্র দাস

নিত্যানন্দ দাস

৫। রাধাচরণ দাস

৬। মোহন দাস

৭। কুঞ্জবিহারী দাস

৮। গোবিন্দ দাস

ষষ্ঠ আসন (শ্রীরাধিকা কৃষ্ণবলরাম আসন)

বলরাম দাস

গৌরাঙ্গ দাস

রঘুনাথ দাস

রাধানন্দ দাস

শ্যামচরণ

গদাধর দাস

কৃষ্ণদাস

সপ্তম আসন (আসনের নামোল্লেখ নাই)

পদ্মচরণ দাস

সদানন্দ দাস

৩। মাধব দাস

৪। মোহন দাস

৫। নরোত্তম দাস

বর্ত্তমানে ষষ্ঠ আসনের সেবাইত কৃষ্ণচরণ দাসের শিষ্য জনার্দ্দন দাস। কদলী পটুয়া ও গিরিধারী আসনের সেবাইত মনোহর দাস।

দুঃখের বিষয়, যে স্থানে শ্রীল স্বরূপ, শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত এবং পরবর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত মহাত্মা শ্রীস্বরূপ দাসের ন্যায় ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ বাস করিতেন, সেই স্থানে নানাপ্রকার অবৈধ আচারও ঘুষ হইতেছে।

প্রকাশ, সাতাসনের শ্রীবিগ্রহের সেবায় যত জিরাকলি, কটিকেরা, বহুকেরা প্রভৃতি যে সকল মৌজা ছিল, তাহা সেবাইতগণের পরস্পর বাদ বিসম্বাদ ও গৃহে নীলাম হইয়া গিয়াছে। এখন কাঠোয়ারী মৌজায় ৬৮ একর জমি আছে। শুনা যায়, তাহা লইয়াও নাকি সাতাসনের অন্যতম আসনের বর্ত্তমান সেবাইত উদ্ধবদাসের সহিত গিরিধারী আসনের মনোহরদাসের মামলা মোকদ্দমা চলিয়াছে। শুনা যায়, পুরীর রাজার কার্য্যালয় হইতে সাতাসনের জন্য প্রত্যহ যে মহাপ্রসাদ ও প্রাতাহিক ভোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও নাকি এখন একরূপ স্থগিত হইয়াছে। স্থানীয় কোন সংবাদদাতার বিবরণ অনুসারে প্রকাশ যে, কেবলমাত্র 'মদনমোহনদেব আসন' প্রত্যহ চারি আনা করিয়া রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হন।

সাতাসনের সেবা-পূজার অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও তথায় নানাপ্রকার অনাচার, অনাচারের প্রাবল্য দেখিয়া প্রায় ১৯০১ সালে স্থানীয় সুধীব্যক্তিগণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে সাতাসনের সেবার ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে রাধা-মোহন দাস, গদাধরদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস ও কৃষ্ণ-চরণ দাস প্রভুপাদকে অর্পণনামা লিখিয়া দেন, কিন্তু কএকজন অবৈধ আচার-সম্পন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় কেহ কেহ নানাপ্রকার উদ্বেগজনকব্যাপার আরম্ভ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে সাতাসনের সহিত বৈষয়িক সংস্রব প্রভুপাদ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে সে স্থানে হরিজনের কোন নাম-গন্ধ নাই। শুনা যায়, সাতাসনের 'গিরিধারী আসনে'র গৌরাঙ্গদাসের চেলা মধুসূদন দাস পণ্ডিত হওয়ার ঘরের পাথর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। গিরিধারীর আসনে অনেকগুলি প্রাচীন গোস্বামী-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। রঘুনাথ বৈদ্য উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাতাসনমঠের কিঞ্চিৎ ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সাতাসনেই ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর পূর্ব্বে বিষ্ণুক্তের বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিয়া গৌড়ীয় অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করেন। পরবর্ত্তিকালে পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক প্রথমতঃ মূলাজোড়ের নাগগণের এবং পরে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রাজকবিরূপে নিযুক্ত হন।

সাহিত্য-সংবাদ

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে চণ্ডীদাস লইয়া আলোচনার বেশ একটা উত্তেজনা দেখা যায়, শুধু বঙ্গের কথাই বা বলি কেন, সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষণাগারগুলিতেও "চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে নানাপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প, কল্পনা ও পরিকল্পনা চলিতেছে। এই সকল আলোচনার মূলে আছে ভোগময় কৌতূহল নিবৃত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা কুড়াইবার চেষ্টা। অবশ্য বিচক্ষণ সত্যের নিক্তিতে মাপিতে গেলে সাহিত্যিকগণের এই প্রচেষ্টা অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। আধুনিক সাহিত্যিকগণের কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত দুইজন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছেন—প্রথম "বড়ুচণ্ডীদাস", ইনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা, কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা, ইনারই পদাবলী মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় "দীনচণ্ডীদাস", ইনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের পদকর্ত্তা। কেহ কেহ কল্পনা-বলে এই "দীনচণ্ডীদাসকে" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যের পদবীতে আরোহণ করাইয়াছেন।

"বড়ুচণ্ডীদাসই" হউন, আর "দীনচণ্ডীদাসই" হউন, কোন প্রাকৃত-সহজিয়া চণ্ডীদাসই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার প্রকৃত ভক্ত-সম্প্রদায়ের দ্বারা কোনদিনই আদৃত হয় নাই, বা হইতে পারে না। 'দাস' প্রভৃতি উপাধির ন্যায় 'চণ্ডীদাস'ও একটি উপাধি বিশেষ, ইহা নাম নহে। এখনও কোন কোন সহজিয়া-আখড়া-বাড়ীতে সহজিয়া-চণ্ডীদাস-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক সহজিয়া-সাহিত্যিক ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম যুক্ত করিয়া তাঁহাদের সাহজিক পদগানগুলি বাজারে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বড়ুচণ্ডীদাস ও দীনচণ্ডীদাস এই দুইটি নামও পরবর্ত্তিকালে চণ্ডীদাস-সঙ্ঘ হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই কল্পিত হইয়া থাকিবে, বস্তুতঃ মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী অপ্রাকৃত সাহজিক চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংখ্যা খুব কম এবং তাহা বিপ্রলম্ভ-সিদ্ধান্তে উল্লাসিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসকে আদর করিতেন, তাঁহার সহিত 'বাসলী' বা বাশুলী '(বাশুলী)' দেবীর কতটা সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। অভিজ্ঞগণের প্রামাণিক অভিমত এই যে, বাশুলীদেবীর উপাসক প্রাকৃতসহজিয়া শাক্ত চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পদাশ্রিত চণ্ডীদাস নহেন। আমার কাহারও বিচারে বাশুলীদেবী শাক্তের মূর্ত্তি নহেন, তিনি সিদ্ধপ্রণালীর কোন মঞ্জরী বিশেষ।

লণ্ডন হইতে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস প্রবন্ধবিশারদ এম-এ জানাইয়াছেন যে, তিনি বৃটিশ মিউজিয়মে 'ভক্তিচিন্তামণি' নামক নয় অধ্যায় ও আরও ছয় অধ্যায় যুক্ত একখানি গ্রন্থ দেখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থখানি কতকটা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাব ও ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ব্রিটিশমিউজিয়মে 'চৈতন্যবিলাস' নামক একখানি পুস্তকের সংবাদও আমরা পাইয়াছি, এই সকল পুস্তক কতটা প্রামাণিক, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বলা যাইতে পারে না।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেব সাহিত্যবিশারদ চণ্ডীদাসের নামে লিখিত 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন' নামক একখানি পুস্তক চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের তৃতীয় সংখ্যার সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় উহা টীকা-টিপ্পনীসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুঁথির বয়স প্রায় একশত চৌদ্দ-পনর বৎসর হইবে। লৌকিক সাহিত্যিকগণের নিকট এই গ্রন্থের সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক মূল্য থাকিলেও ইহার বাস্তব মূল্য বিচারের বিষয়। অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধি এবং স্থানে স্থানে সিদ্ধান্তেরও অসামঞ্জস্য পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় করাইয়া থাকে।

শ্রাবণ-সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয় বলেন,—"শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মীরাবাঈএর সাক্ষাতের কিংবদন্তী অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। অথচ মীরাবাঈ যে কৃষ্ণপ্রেম ইহাদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এরূপও মনে হয় না। প্রবাদ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে উভয়ের মিলনে রূপ গোস্বামীই নাকি অধিকতর উপকৃত হইয়াছিলেন। * * রূপ গোস্বামীর সহিত

সাক্ষাৎকালে মীরা যে অতি বৃদ্ধা ছিলেন, এরূপও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মনে হয়, মীরাবাঈ সে সময় রূপলাবণ্য ও যৌবনের অধিকারিণী ছিলেন।" (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, ৩৮২ পৃঃ)।

মনে হয়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবু এই সিদ্ধান্ত কিছুদিন পূর্ব্বের লিখিত ও প্রাকৃত সাহসিক সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ বাঙ্গালা ভজনমালা পুঁথি হইতে গৃহীত। বস্তুতঃ যে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শ-বিগ্রহ-স্বরূপ, যিনি মহাপ্রভুর "নিষিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য, পারোক্ষ্যমপি বিগাধিষোর্ভবাগস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণাঞ্চ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু"—শ্লোকের মূর্ত্ত একান্ত নিষিঞ্চন ব্রহ্মচারী, তিনি কখনও লৌকিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানবের ন্যায় স্ত্রী, ধন, মান, লাভ আকাঙ্ক্ষী হইয়া কোনও রূপযৌবন-সম্পন্না নারীর সঙ্গ বা সাক্ষাৎ অভিপ্রায়ে অবস্থিতি করিতে পারেন না। বিশেষতঃ যখন লালজীর ভজনমালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মীরার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আকবর বাদ্‌শাহ তানসেনকে লইয়া মীরার সহিত বৃন্দাবনে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন এবং দশলক্ষ টাকার মোতির মালা মীরার ঠাকুরের গলায় উপহার দিয়া গিয়াছিলেন, তখন ইতিহাসের দিক্ দিয়াও ইহার অপ্রামাণিকতা প্রমাণিত হয়। যে রাণা-কুম্ভ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই রাণার বহিনী হইলে মীরা আকবরের সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ রাণাকুম্ভ ও আকবরের মধ্যে প্রায় সওয়া শত বৎসরের অধিক ব্যবধান। মীরা রাণাকুম্ভের বহিনী কিনা এবিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক যদিও মতভেদ করিয়া মীরাকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর সময়ে টানিয়া আনেন, তথাপি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু সঙ্গীতের সুরে প্রলুব্ধ হইয়া কোন কামিনীর দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইতে পারেন না বা যিনি স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন, তিনি কেবল কণ্ঠস্বরের মোহে মীরার শিষ্যত্ব (?) স্বীকার করিতে পারেন না। যে মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় দেবদাসীর দ্বারা গুর্জ্জরী-রাগিণীতে গীত "গীতগোবিন্দ"-গান "শ্রীগান" ইহা গোবিন্দের নিকট শুনিবামাত্র বাহ্যদশা লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—'গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন। শ্রীরূপ হইলে আমার হইত মরণ' এবং যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রতারণা দ্বারা 'বৈরাগীর আচরণে'র শিক্ষা দিয়াছেন, সেই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজন লোকশিক্ষক শ্রীরূপপ্রভু সুকণ্ঠগায়িকা মীরা পরমাসুন্দরী হইলেও তাঁহার সাক্ষাতের জন্য কোনও রূপে লালায়িত হইতে পারেন না। লালদাসের ভক্তমালে অনেক প্রাকৃত-সাহজিক মতিলতা ও সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের কোন প্রামাণিকতা নাই।

সহজিয়াগণ মীরাকে তাঁহাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "মীরাবাঈএর করচা" নামক একটি অস্পৃশ্য পুঁথিও ঘটকালির কল্যাণে প্রচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। মীরাবাঈএর পরিচয় যাহা লালজীর ভক্তমালে বা স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, তাহাতে নিরপেক্ষ সত্যের তৌলদণ্ড মীরাবাঈকে "অপ্রাকৃত প্রেমিক" বলিতে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজ বা অন্যত্র জনসাধারণ প্রতিবিম্ব ও ছায়াভাবাভাস দেখিলেই তাহাকে প্রকৃত প্রেম বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পরিদৃশ্যমান জনসাধারণের মধ্যে ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যদি কোন জাগতিক ঐশ্বর্য্যশালী বা প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির গৃহের কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ মহিলা বা কুলবধূ প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা-কামনার অভিসন্ধিযুক্ত একটু সামান্য ছায়াভাবাভাসের উদ্ভাস দেখান, তাহা হইলেই তাহা গণপঞ্জলিকার নিকট মহাপ্রেমভক্তির আদর্শরূপে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আবিষ্কর্ত্তা অপ্রাকৃত ভক্তিরসের মূল মহাজন শ্রীরূপের সহিত মীরাবাঈএর বিদ্যা ও অভি-সন্ধিযুক্ত ভক্তির তুলনা হইতে পারে না। যদিও "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা" প্রভৃতি পদগুলি মীরাবাঈএর ভণিতা রূপে শুনা যায়, তথাপি সেই প্রেম শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিশুদ্ধপ্রেমের আদর্শের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইলে তাহা অধিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ করিতে পারে না। এই জাতীয় গান বিদগ্ধসমাজেও অনেক সময় শুনা যায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণও প্রেমের দোহাই দিয়া থাকেন এবং বাজারে তাঁহারা সাধারণ অজ্ঞ গণপঞ্জলিকার নিকট মহাপ্রেমিক-রূপ বলিয়াই বিকাইয়া থাকেন।

তুলসী পিরনে হরি মিলে ত
　　মালা পিরে কুণা আউর বাড়্।
পাথর পূজনে হরি মিলে ত
　　মালা পূজে পাহাড়॥

এই দোঁহাটি অনেকেই মীরাবাঈএর লিখিত বলিতে চাহেন না, ইহা কবীরের দোঁহা বলিয়া অনেকে মনে করেন, কাহারও অনেকে বলেন, মীরাবাঈ তুলসী বা শালগ্রামের অবমাননা করিতে পারেন না।

পঞ্চরসিক সহজিয়া-সম্প্রদায় ন্যূনাধিক লালসীয় ভক্তমতের ন্যায় শ্রীল রূপগোস্বামীকে মীরাবাঈএর অন্তরঙ্গরূপে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় লোলুপতায় কর্ণধার বলিয়াই দাবী করেন। দুর্নীতিপরায়ণ অশিক্ষিত সহজিয়াগণের মধ্যেই এতদিন এই সকল মত প্রচারিত ছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে ঐ সকল সিদ্ধান্তে কোন না কোন ভাবে বিশ্বাস থাকিলে বড়ই দুঃখের বিষয় এবং তদ্দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তি কতটা হরিবিমুখিনী হইয়া পড়িতেছে, তাহা প্রমাণিত হয়

সাময়িকী

আগামী ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের ফুলনযাত্রা। ঐ দিবস হইতেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিকমহামহোৎসবের আরম্ভ। ফুলনযাত্রা অপ্রাকৃত অপ্রাকৃত-লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

যত্রাষ্টসখীপালীনাং মধ্যগো রাধিকাযুতঃ।
গায়দ্ভিরন্বহং তাভির্দ্যূতা দোলয়তীশ্বরঃ॥
স্বাকূতরাধাচুম্বাতঃ সর্ব্বাভিমুখতাকরম্।
হিন্দোলাখ্যমধা প্রাপ্তি মদনাম্দোলনাভিধম্॥
(৭ম সর্গ ৬৩-৬৪)

শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত হিন্দোলাখ্যের অষ্টসখী সখীগণের মধ্যে সমাসীন শ্রীরাধাগোবিন্দকে বৃষভানবী দোলায় নিয়ত অন্যান্য কীর্ত্তনকারিণী সখীগণের সহিত দোলাইয়া থাকেন। যখন শ্রীরাধাগোবিন্দ 'মদনান্দোলন' নামক হিন্দোলায় আরোহণ করেন, তখন যেন শ্রীরাধাগোবিন্দ সকলের সম্মুখে আছেন, এরূপ বোধ হয়।

শ্রীহিন্দোল-লীলা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা হইলেও জীবের সম্ভোগবাদ নহে। জীবের পক্ষে সে-দিন শ্রীহরিবাসরের উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া হরি-বিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। জীব সংযত হইয়া যোগ্যতানুসারে শ্রীরাধাজনের আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবেন। অপ্রাকৃত সখীগণ যোগায় নিয়ে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। সাধকের বা জীবের জন্য উপবাসের ব্যবস্থা হইলেও বিচিত্র ভোজ্য-সম্ভার, বিবিধ প্রসাধন-সামগ্রী ও সম্ভোগের উপকরণ লইয়া অপ্রাকৃত সখীগণ সেদিন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন। জীবের সম্ভোগে অধিকার নাই, কৃষ্ণই সম্ভোগের একমাত্র প্রভু—ইহা জানাইবার জন্যই বিপ্রলম্ভ-ভজনের মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু দানকেলি তিথিতে বিরহ-স্মৃতি আবিষ্কার করেন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে 'সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ'শীর্ষক প্রবন্ধে অতীব সারবতী কতকটি কথার মধ্যে ইহা অতি সুন্দরভাবে জানাইয়াছেন। জগতের লোক চিন্তা-বিপ্রলম্ভের অনুভূতি হইতে বিপ্রলম্ভকে ক্লেশকর মনে করিয়া সম্ভোগের দাস হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ চিন্তা-বিপ্রলম্ভ ও জড়ীয়-সম্ভোগের মধ্যে প্রথমটি ক্লেশকর ও শেষোক্তটি আপাত-সুখদায়ক বলিয়া মনে হইলেও উভয়েই অনন্ত-ক্লেশের জন্মভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় অচিন্ত্য-বিপ্রলম্ভের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরমানন্দ-দায়ক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত রাগাত্মিক-মনের সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ বা প্রেম-বৈচিত্ত্য এবং বিপ্রলম্ভে স্বরূপাত্মক সম্ভোগের সন্ধান পাইয়াছেন। অপ্রাকৃত জগতের সাক্ষাৎকার দেশ ও কাল-সাপেক্ষ নহে—

সেখানে অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড কাল বর্ত্তমান থাকিয়াও লীলা-পুষ্টির উদ্দেশ্যে বিরহ-মাধুর্য্য বর্ত্তমান।

শ্রীরাধিকার দ্রাবিমতিত শ্রীকৃষ্ণ-সত্তার ও শ্রীরাধিকার ভাব-সুবলিত বা আরোপিত শ্রীকৃষ্ণ-মানসের মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর—সম্ভোগবিগ্রহ অর্থাৎ সম্ভোগবাদের দৃষ্টি হইতে পৃথক্ হইয়া মূর্ত্তিমান্ বিপ্রলম্ভ; শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"হেন মতে প্রভু এই অবতারে।
ভ্রমণেও না করিলা—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১৪।২৯-৩০)

ভাবাবিষ্টচিত্তে আপনার শ্রীরাধিকার রূপের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যখন শ্রীগৌরসুন্দরে রাধিকা-দর্শন এবং তাঁহাকে "কাঞ্চন-পঞ্চালিকা" বার্ষভানবীর পালা সখী জ্ঞান করেন, তখন সেই পঞ্চালিকার আলিঙ্গিত শ্যাম-মূর্ত্তি শ্যামসুন্দরও দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা সম্ভোগবাদী গৌরনাগরীর কল্পিত দর্শনের প্রতিবাদ-মাত্র নহে, বস্তুতঃ রাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনুর স্বরূপ-দর্শন ও স্বরূপের করুণার উপলব্ধির সহিত একত্রানে গ্রথিত; তাই শ্রীরামানন্দ অভিন্ন-বার্ষভানবী অর্থাৎ বার্ষভানবীর কায়ব্যূহ হইয়াও আপনাকে সাক্ষাৎ বার্ষভানবী জ্ঞান না করিয়া বার্ষভানবীকেই নিজের সেব্যা জ্ঞান করেন।

অধিরূঢ় মহাভাবস্বরূপা মহাভাবস্বরূপিণী হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতী রাধিকা শ্রীব্রজসুন্দরের প্রণাঢ় সম্ভোগের লাভ করেন অর্থাৎ অচিন্ত্য অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের সর্ব্বোত্তম চরম অবস্থায়ই কৃষ্ণের সম্ভোগ পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হয়। যেখানে বিপ্রলম্ভ নাই বা উহা আংশিক, সেখানে কৃষ্ণের সম্ভোগ হয় না,—হইলেও পূর্ত্তি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার সীমা লাভ করে না; তাই কৃষ্ণ-সম্ভোগের চরম আকাঙ্ক্ষাই বৃষভানু-সুতার মূর্ত্তি।

দেবদাসীর মুখে গীতগোবিন্দের গান শ্রবণ করিয়া দিব্যোন্মাদে শ্রীগৌরসুন্দর যে দেবদাসীর প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহা কামোন্মত্ত পুরুষের কামিনীর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া তৎসম্ভোগ-লালসায় ধাবিত হইবার ন্যায় নহে। এমন কি, জগদ্গুরু দেবাদিদেব হর মোহিনীরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যেরূপ তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপও নহে। যাঁহার অন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পূর্ণতম আকাঙ্ক্ষায় পরিপ্লাবিত, সেই সর্ব্বকান্তি-শিরোমণি বার্ষভানবীর অন্তর ও ভাব লইয়া অর্থাৎ বিপ্রলম্ভের চরম অবস্থায় কৃষ্ণের সেবা-লালসায়ই শ্রীগৌর-সুন্দর ঐরূপ ধাবিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানেই সম্ভোগবাদীর অন্তরের সহিত সর্ব্বোত্তম বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শের পার্থক্য। গৌরনাগরী চিন্ত্য-সম্ভোগবাদী বলিয়া এই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত কাম-বিলাস-বিবর্ত্তে পতিত।

গৌরনাগরী আমরা অনেকেই নানারূপে সাজিয়াছি। অর্থাৎ নানাভাবে 'গৌর-ভোগী' (?) হইয়া পড়িয়াছি। মানুষ যখন তথাকথিত অশিক্ষিত ও তথাকথিত অসভ্য ছিল, তখন তাহাদের ভোগের প্রণালীগুলি খুব সাধারণই প্রতিভাত হইত, কিন্তু তথা-কথিত শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভোগের আদর্শ অধিষ্ঠাতা ভোক্তা ভগবদ্বস্তুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ভগবান্ কি কি ভাবে কিরূপে ভোগ করেন, আমরাও সেই সেই ভাবে সেইরূপ ভোগ করিব, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার অভিসন্ধি লইয়াই আমরা কখনও চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি পাঠ করিতেছি, কখনও বা এইকালুর গান বাস্তিকতা ও বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া উপভোগ (?) করিয়া লইতেছি। তাই গ্রামোফোন, রেডিও, সবাক্ চলচ্চিত্র, অভিনয়, সাহিত্যিকের কাব্য ও সাহিত্য বর্ত্তমানে রাধাকৃষ্ণের কামকেলিকেই তাহাদের প্রধান বিষয় করিয়া লইয়াছে। যাঁহারা ভগবদ্বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোঝেন না বা জানেন না, তাঁহারা ঐ গুলিকেই ভক্তির কার্য্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছেন।

সম্ভোগবাদ-যন্ত্রারূঢ় আমাদিগকে নক্ষত্র-পতন-বেগ হইতে উদ্ধারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ যে কৃষ্ণের সম্ভোগবাদের কথা পুনঃ পুনঃ নানাভাষায় উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, শ্রান্ত মানব আমরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সমগ্র বিশ্বের আকাঙ্ক্ষার জড় সম্ভোগবাদের যন্ত্রতেই ন্যূনাধিক বশীভূত হইয়া যাইতেছি। বিশ্বের বিরাট্ উপাস্য মূর্ত্তিই সম্ভোগবাদ। সেই উপাসনার অভিমুখে সম্ভোগের প্রতিক্রিয়া-

রূপে তথাকথিত ত্যাগের আবাহন ও নির্ব্বিশেষ-বাদে সাযুজ্য লাভ। তাই কেহ বা শরীর-চর্চ্চার বাড়াবাড়ী, কেহ বা বিশ্বসন্তরণ-প্রতিযোগিতা, কেহ বা সৃষ্টি-প্রতিযোগিতা-অস্ত্র-প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বিশ্বভোগ-প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তনী পুলিয়া চরমে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত বিনাশ লাভ করিতেছে। ব্যষ্টি ও সামাজিক ভোগপ্রতিযোগিতা বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় পরিপুষ্ট হইয়া পরিণামে কোন মহাযুদ্ধে জাতির ভোগ-ক্ষমতা অস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। কৃত্রিম অস্ত্র-নিরোধ-আইন—যাহা অন্য অন্য প্রতিযোগি-সম্প্রদায়ের সম্ভোগ-বাদ সংরক্ষণের জন্য কল্পিত, তাহা আবার অপর সম্ভোগ-বাদীর স্বার্থের ক্ষতি করিতেছে বলিয়া উহাতেও যোগসূত্র স্থাপিত হইতেছে। তাই অনেক মনীষী মনে করিতেছেন,—অচিরেই কোন মহাযুদ্ধে আধুনিকসভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার সার্ব্বজনীন পরীক্ষা হইবে। ঐ সকল শিক্ষা দীক্ষার মূল্য সম্ভোগবাদে নিযুক্ত হওয়ায় আকাশ-কুসুমবৎ অলীক ও নিরর্থক বলিয়া আকাশমার্গেই ঐ পরীক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে অর্থাৎ সেই সকল মনীষি-গণের মতে আগামী যুদ্ধ অধিকতরভাবে আকাশেই সংঘটিত হইবে।

যে আকাশযান শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিসেবার নব নব বার্ত্তা বহন করিয়া বিশ্ব-মঙ্গল বিধান করিতেছে, তাহাই আবার সম্ভোগবাদের বাহন হইলে পরিণামে ব্রহ্মার কার্য্য বিলীন করিয়া জাতীয়তা-বিধ্বংসী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। সমগ্রমানবিক জগতের কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক, কি তথাকথিত নৈতিক, কি সাহিত্যিক, কি বৈজ্ঞানিক, যাবতীয় আন্দোলনের মূল বাহনই সম্ভোগবাদ। বর্ত্তমানে তথাকথিত স্বাদেশিকতায় অন্তর্ধানা ও সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জনের নামে অধিকতর বৈদেশিকতা ও অপসাম্প্র-দায়িকতারই সৃষ্টি হইতেছে। তথাকথিত জাতিভেদ-বর্জ্জন-আন্দোলন নৈতিকতার নামে মূল-নীতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের সেবারূপ নীতি-বিধ্বংসী নাস্তিকতা এবং সম্ভোগবাদ-মূলক পরস্পর ভেদবাদকে আলিঙ্গন করিতেছে। শ্রীযুক্ত গান্ধীজী তাঁহার জাতিভেদ-বর্জ্জন-আন্দোলন সম্পর্কে যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া কোন কোন স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিক বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা হইতে সংগৃহীত অর্থ বাঙ্গালার নীচ জাতি-গণের উন্নতির জন্যই ব্যয় না করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীজী অপর দেশের জন্য ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন! সুতরাং এ বিষয়ে স্বদেশ-প্রেমিক বাঙ্গালীর সাবহিত হওয়া আবশ্যক।" জাতিভেদ বর্জ্জন করিতে গিয়া এইরূপে আর একটি বিরাট্ জাতীয় ও প্রাদেশিক ভেদের সৃষ্টি হইতেছে। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, ইহাই জড়ের ধর্ম্ম ও জাগতিক পরার্দ্ধিতার প্রাপ্য পুরস্কার।

তাই বুঝি, শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বোচ্চ সত্য কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা আমাদের অন্তরের সম্ভোগবাদের প্রবাহে কোন স্থায়ী কল্যাণকল্পতরুর অঙ্কুরোদ্গম করিতে পারিতেছে না। সম্ভোগবাদী আমরা ভোগের ও ত্যাগের পাদপোলক হইয়া কৃষ্ণসম্ভোগ ও কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভের সর্ব্বোত্তম অবস্থা-দ্বয় ধারণাই আনিতে পারিতেছি না! গোপীর কৃষ্ণতন্ময়তায় যে অধিরূঢ় মহাভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা মোহবাদীর ন্যায় অবস্থা নহে। সাহিত্যিকবর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় ইহা ধরিতে না পারিয়া তাঁহাদের পুস্তকে লোককে অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে গোপীগণের অধিরূঢ় মহাভাব অবস্থায় আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান মোহবাদীর ব্রহ্মানুভূতির ন্যায়! বস্তুতঃ অহংগ্রহোপাসনার ঐরূপ অপরাধ গোপীগণের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, এমন কি নারায়ণ-রাজ্যেও ঐরূপ অপরাধের কথা নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভাগবতের নিকট বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহা জানা যায়। গোপীগণের ঐ ভাব একদিকে যেমন বাস্তব নিত্যকৃষ্ণত্ব নহে, আবার অপরদিকে তেমন জীব-স্বরূপের ভেদাংশ-বিচারের ন্যায়ও নহে। অচিন্ত্য-বিপ্রলম্ভের অকৃত্রিম একনিষ্ঠ উপাসক না হইলে ইহা ধারণা করা যায় না। তাই অচিন্ত্যবিপ্রলম্ভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবাই জীবের পরম মঙ্গলের উপায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৮ শ্রাবণ, আগষ্ট, ১৯৩৪ সোমবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩॥ টার ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅমৃত লাল দাসাধিকারী তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। শ্রীযোগপীঠে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন ও তৎসম্পর্কিত সেবকগণকে উৎসাহ দান পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

গত ১০ আগষ্ট, ১৯৩৪ শুক্রবার সন্ধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা পরলোকগত স্বনামধন্য "ও, এন, মুখার্জী" মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

১১ আগষ্ট অপরাহ্ণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রহস্য সম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদকে একবার তাঁহার মোটরে করিয়া তাঁহার গৃহে লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে গমন করেন। মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভ্রাতা এবং পরিজনবর্গ সকলেই গৃহে প্রভুপাদকে পাইয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি প্রায় ১০॥ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩ আগষ্ট সোমবার প্রাতে ঢাকা লৌহজঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র পাল চৌধুরী মহোদয় ও অন্যান্য শ্রোতৃগণসহ শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপধাম, বর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য এবং অর্চ্চন ও ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীর নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি মহোদয় বিশেষ যত্নের সহিত এই মন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ব্রহ্মচারীজী ইঞ্জিনীয়ার বাবুর সহকারিরূপে প্রাণপণ পরিশ্রমে শ্রীমন্দিরের সেবার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিতেছেন।

মহাপ্রভুর নিত্য ভক্ত শ্রীমুরারিগুপ্তের আলয়ে শ্রীসীতা-রামের মন্দিরের কার্য্য প্রায় সমাপ্ত। নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল পাল মহাশয় এই মন্দির-নির্ম্মাণে অর্থানুকূল্য করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমেই মহাপ্রভুর বাটীর নিকটে আসিতেছে।

পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

গত ১৪ আগষ্ট, ১৯৩৪ মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহোদয় পাটনা-বাঁকীপুর হইতে তারযোগে জানাইতেছেন—

"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগ্রহে পাটনা-গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীবিনোদগোবিন্দজিউ শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ, সাব্ জজ, এ্যাডভোকেট্ এবং অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারী প্রমুখ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রোতা ছিলেন। উৎসবে সমবেত সকলকেই প্রচুর পরিমাণে বিবিধ বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে এবং হরিকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।"

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাবনাজেলায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই বুধবার সাহাজাদাপুর-নিবাসী শ্রীনবীনবিনোদ বসাক মহাশয়ের বাটীতে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমে স্বামীজীর সহকারী ব্রহ্মচারী অনাদি কৃষ্ণ ঐ বিষয়ে কিছু বলেন, তৎপর স্বামীজীর বক্তৃতা হয়।

পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া স্বামীজী গত ২৪ আষাঢ় ৯ই জুলাই সোমবার উল্লাপাড়ায় উপস্থিত

হন। তথায় সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বাটীতে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ বি-টি হেড্‌মাষ্টার উন্নাপাড়া হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ হেড্‌পণ্ডিত ঐ, শ্রীযুক্ত বনমালী সাহা মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সাহা বি-এ বি-টি, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সাহা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। হেড্‌মাষ্টার ও হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় "ধর্ম্মের সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের কোনও আবশ্যকতা আছে কিনা ?—এই প্রশ্ন করিলে স্বামীজী তাহার উত্তরপ্রদান-মুখে প্রায় দুই ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১০ ও ১১ জুলাই উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতন শিক্ষা' এবং 'ব্যাধ ও নারদ' প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ১২ জুলাই উক্ত উন্নাপাড়া হাইস্কুলে স্বামীজীর আদেশক্রমে ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৩ জুলাই অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উক্ত স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তথায় হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বাটীতে ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন।

৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই সোমবার স্বামীজী উন্নাপাড়া হইতে নৌকাযোগে ঐ জেলার **সোহাগপুর** গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত কালিদাস চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১লা শ্রাবণ, ১৭ জুলাই ঐ গ্রামে একটি ধর্ম্মসভা আহূতা হয়, তাহাতে ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই শুক্রবার **সিরাজগঞ্জ** কালীবাড়ীতে স্বামীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২১ জুলাই স্বামীজী সিরাজগঞ্জবাসী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় বি-এ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার বাসায় গমন করেন এবং তথায় ২২ জুলাই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; ব্রহ্মচারী অনাদি কৃষ্ণও বক্তৃতা করেন। ২৩ জুলাই হরিবাসর দিবসেও উক্ত গৃহে ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতা দেন; ২৪ জুলাই স্বামীজী তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং ২৫ জুলাই বুধবারও অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় স্বামীজীর সহকারী ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-প্রদর্শন-মুখে বক্তৃতা দেন। অতঃপর প্রচারকবৃন্দ হরিকথা প্রচারার্থ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।

টাঙ্গাইলে—গত ১২ শ্রাবণ, ২৮ জুলাই শনিবার টাঙ্গাইল সহরবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের ভবনে স্বামীজী (শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ) শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ করেন। ২৯ জুলাই স্থানীয় কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিবস স্বামীজীও ঐ স্থানে "পরমার্থলাভের উপায়" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতা হইয়াছিল বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। ১৬ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট বুধবার স্বামীজী টাঙ্গাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত বসু মহাশয়ের ভবনে 'সনাতন শিক্ষা' পাঠ করেন ও স্বামীজীর সহকারী জনৈক ব্রহ্মচারী 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

গাজিরখালে—গত ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট রবিবার শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ খুলনা জেলার অন্তর্গত গাজিরখাল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাসাধিকারীর গৃহে অবস্থান করেন। ৭ আগষ্ট গাজিরখাল বন্দরে একটি সভা আহূতা হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ ও তৎপরে অরণ্য মহারাজ 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শিত হয়।

সিদ্ধিপাশায়—২৩ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট বুধবার স্বামীজী গাজিরখাল হইতে রওনা হইয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা-গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিস সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তৎপরদিবসও ঐ গৃহে ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে ঐ গ্রামে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু মহাশয়ের গৃহে ব্রহ্মচারী শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। উক্ত দিবসত্রয়ে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ, শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী বি-এ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসুমদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বৈশিষ্ট্যচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরিনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত দুর্লভ বাবু (সরকারী উকীল), শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বসু অবসর-প্রাপ্ত পুলিস্ সাবইন্‌স্পেক্টর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণভূষণ বসু গোঁসাইদাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজী ১৩ আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে ন'পাড়া আসিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু সাহা মার্চ্চেণ্ট মহাশয়ের বাসায় অবস্থান ঐ দিবস (১৩ আগষ্ট সোমবার) ও ১৪ আগষ্ট ন'পাড়া বাজারে স্বামীজীর সংকীর্ত্তন অনাদি-কল্প হইতেছে 'হরিকথা'র কীর্ত্তন' ও 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে ২টি বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত দিবসই ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। স্বামীজী গত ১৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে সদলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পাটনায়—পাটনা-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীমৎ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাজকুমারী গত ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শনিবার পাটনার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমলেন্দু কুমার সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীদাম বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠের আরম্ভে ব্রহ্মচারী পরমানন্দ কীর্ত্তন করেন।

ঢাকায়—গত ৩০শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই রবিবার ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিকঅধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক 'হরিজন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে বক্তা অজ্ঞ, সাধারণ ও নিম্নে—শব্দের এই তিন প্রকার রূঢ়ি বা বৃত্তি বিচার-মুখে হরিজন-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করেন। অধুনা 'হরিজন' বলিতে সাধারণ ধারণায় যে কাল্পনিক অর্থ ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, তাহার পরিণাম অতীব বিষময়। 'দরিদ্র নারায়ণ' প্রভৃতি শব্দও ঐরূপে উদ্ভূত হইয়া বহু মানব-সেবাকে শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় পরিচালিত করিতেছে। নিজেরা সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে হরিভক্তির কথা বুঝিয়া অন্যকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিবর্ত্তে, জীবমাত্রেই হরিজন, তথাপি কোন নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেই বিশেষ করিয়া 'হরিজন' আখ্যা দিয়া সমাজে উঠাইবার চেষ্টায় তাহাদিগের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শনের অভিনয় চলিতেছে, তাহাতে তাহাদের বাস্তব কল্যাণের পথকে চিরকণ্টকিত করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেরই বর্দ্ধন করা হইতেছে মাত্র। 'হরিজন' শব্দের ঐ প্রকার অনর্থ করা মহাবদান্য পরমৌদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য নহে। তিনি বলিয়াছেন—"যা'রে দেখ তা'রে কর কৃষ্ণ উপদেশ"—কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া কৃষ্ণসেবায় সকলকে নিযুক্ত কর। দুনিয়ার সকলকেই 'হরিজন' করিয়া দাও। সকলেরই কণ্ঠে তুলসীমালিকা ও বাসগৃহে হরিমন্দির অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে হরিনামে রুচিবিশিষ্ট কর, সর্ব্বক্ষণ যাহাতে তাহাদের হরির কথা স্মরণ হয়, তাহার ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তাহাদের কুপ্রবৃত্তি আর থাকিবে না, সকলেরই নিত্যকল্যাণ সাধিত হইবে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ জীব-সেবার কথা বলেন নাই, 'জীবে দয়া'র কথাই বলিয়াছেন। সেব্যের ইচ্ছানুযায়ী সেব্যের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করাকেই 'সেবা' বলে। স্বভাবতঃ কুপথ্যে রুচিবিশিষ্ট বদ্ধজীবের ইচ্ছানুযায়ী তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গেলে, তাহাকে নিরয়ের পথেই অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। জীবে হরিসেবা-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ করাই 'জীবে দয়া'। কিন্তু সে দয়া করিবে কে? নিজে 'হরিজন' না হইলে, হরিজন-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত না হইলে জগতের এক ব্যক্তিকেও 'হরিজন' করা যাইবে না। 'হরিজন—নীচ,' একথা বলিলে সোণার পাথর-বাটীর ন্যায় কথাটি অলীক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণভজনে যোগ্যতা স্বরূপতঃ সকলেরই আছে, স্বরূপতঃ সকলেই হরিজন। কিন্তু হরিবিমুখ অবস্থায় তাহাদিগকে 'হরিজন' বলিয়া বাস্তিকতা বর্দ্ধনের সহায়তা করা আদৌ পরোপকার-প্রবৃত্তি নহে।

গত ১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই রবিবার উক্তমঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক "ধর্ম্ম কি জাতীয় অধঃপতনের হেতু?" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে আগামী সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

বীরভূমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ গত ১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার

ছিনপাইগ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া সিউড়ীর নিকটস্থ আমড়াপালন গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহোদয়ের গৃহে উপনীত হন এবং তথায় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর দিবস স্বামীজী হরিকথা প্রচারার্থ কড়িয়া-গ্রামে উপনীত হন। তথায় শ্রীযুক্ত গুরুপদ বাবুর উৎসাহে ও উক্ত গ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাঘবহরি সেন মহাশয়ের চেষ্টায় বাজারের হাটতলায় স্বামীজী প্রথম দিবস "শ্রীচৈতন্যের দান"-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও দ্বিতীয় দিবস শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ করেন।

আমড়াপালন ও কড়িয়াতে প্রচারের পর স্বামীজী গত ২১ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট সোমবার মল্লারপুর নামক স্থানে উপনীত হন। তথায় স্বামীজী স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষচন্দ্র ঘোষাধিকারী মহাশয়ের সেবা-সৌজন্যে ষ্টেসন-ঘরে অবস্থান করিয়া মল্লারপুর হাটতলায় ২২ শ্রাবণ "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ২৩ শ্রাবণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত কমলাক্ষ রায় বি-এস্ সি, বি-এল সাব্রেজিষ্টার; শ্রীযুক্ত নীতেশচন্দ্র রায় বি-এ ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী শিক্ষক, মল্লারপুর হাইস্কুল; মৌলবী মমতাজ এম্, আহম্মদ বি-এস্ সি, বি-এল সার্কেল অফিসার; শ্রীযুক্ত রাধবচন্দ্র দাস ষ্টেসন মাষ্টার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সান্যাল সহকারী ষ্টেসন মাষ্টার, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সিংহ, শ্রীযুক্ত সুখেচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহোদয়গণের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ২৪ শ্রাবণ পোষ্ট অফিসের বারান্দায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয়। পোষ্টমাষ্টার মহোদয় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ নীতীশচন্দ্রের সেবোৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

সোলাপুরে—গত ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪ গৌড়ীয়ের নিয়ম-সংবাদ-দাতা সোলাপুর হইতে তারযোগে জানাইয়া-ছেন,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজ কোলাপুর, ভাদ্‌লী, মিরাজ এবং আউন্ধ্ প্রভৃতি রাজ্যে রাজা ও রাজন্যবর্গের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার পূর্ব্বক গত ১লা আগষ্ট তারিখে সোলাপুরে উপনীত হইয়া তথায় নানাস্থানে পাঠ-বক্তৃতাদি-মুখে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। সোলাপুর ইষ্টিতি মিলের ম্যানেজার মহোদয় জনৈক গভর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বামীজীদ্বয়ের প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বিশেষভাবে আদৃত হইতেছে।

মাদ্রাজে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বহুদিবস পূর্ব্বে হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক গত ৪ঠা আগষ্ট মঠোপরেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পার্থীমোহন ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া মাদ্রাজ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

'আরা'য়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমৎ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ 'আরা' সহরে উপস্থিত হইয়া আরা টাউনহলে গত ১৯ শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট "ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয়ত্ব" এবং ঐ আগষ্ট "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রাগভূষণ শিবানন্দ কীর্ত্তন করেন। মহার ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার ও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় অবসর-প্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন শ্রীযুক্ত তারক নাথ মিত্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন করেন। পরদিবসও উক্ত রায় বাহাদুরের ভবনে স্বামীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন। বহু উকীল, ডাক্তার ও গভর্ণমেণ্ট অফিসার উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। আরার প্রচারে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সেন মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

দিল্লীতে—গত ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট প্রাতঃ ৮ঘটিকায় প্রফেসার শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ নটরাজন এম-এ, ডি-লিট্ মহোদয় ঢাকা-বেরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি-এ, বি-এল মহাশয়ের সহিত দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দূর্য্যাশ্রমী মহারাজ তাঁহাদের সহিত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৮ই আগষ্ট স্বামীজী ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তাশ্রম মহাশয়ের "গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য-তত্ত্ব কি?" প্রশ্নোত্তরে 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'

প্রেম ব্যাখ্যা করেন। ১ আগষ্ট দিনাজপুর উকিল শ্রীযুত ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, এল্-এল্-বি মহাশয়ের "গৃহস্থজীবনে কি করিয়া হরিভজন করা যায়?" —এই প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-মুখে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামীজীর শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠকালে সিউড়িস্থ বীরভূম কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এন্. সি চৌধুরী বি-এস্ সি। ঐ কলেজের প্রফেসার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন বি-এল, শ্রীযুক্ত ভক্তাশ্রম মহোদয় প্রমুখ কএক-জন বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

পুরদায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রীতন পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পুরীজেলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা-প্রচারার্থ গত ৭ আগষ্ট শুভানন্দপুর হইয়া পুরদায় গমন করিয়াছেন।

মথুরায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ মথুরায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৭ আগষ্ট স্বামীজী শ্রীযুক্ত শীতল প্রসাদ মোক্তার মহাশয়ের বাসায় পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

লাকসামে—কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম বাজারে জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সাহা বি, এল মহাশয়ের উদ্যোগে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "আত্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর কএকদিবস শ্রীযুত আনন্দমোহন সাহা ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সাহা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

স্থানীয় হাইস্কুলের সেক্রেটারী জমিদার রায়সাহেব শ্রীযুত অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় স্কুল-সংলগ্ন জগন্নাথ-হলে আহূতা এক সভায় ব্রহ্মচারীজী "মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

হাজিগঞ্জে—কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত হাজিগঞ্জ বাজারে শ্রীযুত অতুলাচরণ সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে ব্রহ্মচারীজী কএকদিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন।

চালিতাতলীতে—অতঃপর ব্রহ্মচারীজী চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত চালিতাতলীগ্রামে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত ললিতমোহন দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় উক্ত স্কুলে হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার রায় এম্, এ মহোদয়ের সভা-পতিত্বে এক সভায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে পণ্ডিতজী "মানব জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে ছাত্রবর্গের হৃদয়গ্রাহী করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয়ের কুশলী প্রশংসা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের পক্ষ হইতে বক্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সভাভঙ্গ করেন।

অনন্তর শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন এবং ব্রহ্মচারী নিত্যদাস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষক শ্রীযুত সূর্য্য-কুমার দত্ত বি, এস্ সি ও ডাক্তার শ্রীযুত কুমুদবন্ধু সে মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।

হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার রায় এবং শিক্ষক শ্রীযুত ললিতমোহন দত্ত মহোদয়দ্বয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয় এবং আদর্শস্থানীয়।

নরসিংহপুরে—চালিতাতলী হইতে পণ্ডিতজী নরসিংহপুরে শ্রীযুত অদ্বৈতচন্দ্র পাল মহাশয়ের গৃহে আগমন করিয়া ঐ দিন রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

'হারমনিষ্ট' ইংরাজী ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকারূপে নবপর্য্যায়ে শীঘ্রই বাহির হইবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধান লউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৪১; ২৫শে আগষ্ট, ১৯৩৪ | ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গতকল্য শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গোবিন্দের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বে সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে বল দান করিবার জন্য আবির্ভূত হন। আগামী ১৫ই ভাদ্র শনিবার সেই শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্র নব পর্য্যায়ের পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইবার কথা। পর্য্যায়ক্রমে একাদশী ও পঞ্চমী তিথিতে ইনি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইবেন। আমরা জানিলাম যে, সাধারণ পাঠকগণের আকর্ষণের জন্য ও ইহাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সংবাদাদি থাকিবে। অতিরিক্ত প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত ফুল্লনলাল সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী অংশের ভার গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিগ্রন্থাকর প্রভুর পরিচালক লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধ-সমূহ শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে ও সম্পাদকত্বে হারমনিষ্টের অবিমিশ্র পারমার্থিক-ভাবের শোভা বর্দ্ধন করিবে। শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্ন শাখামঠের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমূহের হরিকথা-কীর্ত্তন-মূলক বিবরণ পাক্ষিক 'হারমনিষ্টে'র স্তম্ভ অলঙ্কৃত করিবে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে 'সরস্বতী-গ্রন্থশ্রী'—আচার্য্য-জীবনীর বৈষ্ণবপর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে,—এইরূপ আশা করা যায়। যাঁহারা এই গ্রন্থের জন্য এতদিন সাগ্রহান্বিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ-সংগ্রহে যত্নবান হইলে। যে আচার্য্য-পাদপদ্ম বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও গত দুইশত বৎসরের সমগ্র মানবজাতির চিন্তাধারায় বিপ্লব

আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার বাণী সমসাময়িক ভোগোন্মত্ত বিশ্বের তথাকথিত প্রগতি ও ঘোরসূত্র চেতনার আকাশ-কুসুমকে সত্য, নিত্য ও পবনসুন্দর বাস্তবতার দিকে ঘোড় ফিরাইয়া দিবার তীব্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বাণীসূত্রের সুষ্ঠুচলন ছাড়াও অবশ্যই পাঠকগণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন। তবে সাময়াহী না হইলে সুষ্ঠুচলন চাহাও সেবার সংহতার পরিবর্তে আলস্যের ধ্বনিকা উপস্থিত করিতে পারে।

———

সুবন-পূর্ণিমার দিন শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে "দাদশ-আলুবর" নামক আর একটি সচিত্র চরিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ ভাগবতধর্ম-প্রচারক দ্বাদশ মহাজনের কথা শুনিতে পাই, সেইরূপ শ্রীসম্প্রদায়ের ভাগবতভক্তিধর্ম-প্রচারক দ্বাদশ-আলুবর বা দিব্যসূরির আদর্শ পাওয়া যায়। কায়ারমুনি বা পরগই আলুবর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য পর্যন্ত দ্বাদশ আলোয়ারের অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও পরমশিক্ষাপ্রদ জীবন-চরিত শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ও কৃপায় জগতে প্রকাশিত হইল। "দিব্যসূরি-চরিতম্," "প্রপন্নামৃতম্" প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ; "গুরুপরম্পরা-প্রভাবম্", "প্রবন্ধসারঃ", "উপদেশ-রত্নমালা" প্রভৃতি তামিল-সংস্কৃতমিশ্র প্রাচীন গ্রন্থ; এতদ্ব্যতীত আচার্যগণ সংগৃহীত সুচরিত মৌলিক তথ্য-অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। যদিও গ্রন্থের কলেবর বিস্তৃত নহে, তথাপি ইহাতে দ্বাদশ আলোয়ারের ভুবনমঙ্গল জীবন-চরিতের সমস্ত মূল বিষয়ই গুম্ফিত হইয়াছে। ইহাতে আলোয়ারগণের দুষ্প্রাপ্য চিত্রসমূহ সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি মুদ্রণ-সৌষ্ঠবেও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রচ্ছদপট অভ্যন্তরের দর্শনসুখে সজ্জনগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ইহা সুহৃদ্, সখা, শ্রদ্ধাভাজন স্বজন, স্নেহভাজন কনিষ্ঠগণকে উপহার প্রদানের উপযোগী একটি উচ্চাঙ্গের পারমার্থিক পুস্তক।

———

আগামী জন্মাষ্টমী তিথিতে "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে"র একটি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। আমরা সেই সংখ্যার আগমনী-বার্তা পূর্বেই 'গৌড়ীয়' পাঠকগণকে জানাইয়াছি। প্রবন্ধ ও চিত্র-গৌরবে এই সংখ্যা অভূতপূর্ব হইবে,—ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। আমরা যেন সংখ্যার সময়োচিত অভ্যর্থনা করিতে পারি,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

———

ভাদ্র (১৩৪১) মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রের সর্বপ্রথমে বাঙ্গালার খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-বাহাদুর-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ৬ই মে (১৯৩৪) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ডাক্তারিধি এম্-এ, বি-এল্, এম্-এস্-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে রায়বাহাদুর চন্দ মহাশয় ছায়াচিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-এইচ্-ডি; কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু; সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিদ্বজ্জনগণ বক্তার গবেষণার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে কেহ কেহ অষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের সহিত ষোড়শ-শতাব্দীর নবদ্বীপকে একাকার করিয়া কিরূপ বিবর্তে পতিত হইতেছেন, তাহাও অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

রায়বাহাদুর চন্দ মহাশয়ের প্রবন্ধের সহিত জেনারেল হাইগ্‌সাহেবের প্রকাশিত রেশেলের ম্যাপ ও টেম্পল্ সাহেবের ম্যাপ দুইটিও 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। হেশেলের ডায়েরী (১৬৮৩ খৃঃ) ও ট্রেনসাম বাবারের ডায়েরী (১৬৭৯ খৃঃ) হইতেও রায়বাহাদুর চন্দ মহাশয় সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগের নদীয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ-শতাব্দীর নবদ্বীপের স্থিতিস্থান-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রায়বাহাদুর চন্দ মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ ও যুক্তি-দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচনাকাল-পর্যন্ত নিমাইর নবদ্বীপ অটুট ছিল। চৈতন্যভাগবতে এই নবদ্বীপের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কাজি-উদ্ধার-লীলায় উদ্ধৃত নগর-কীর্তনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—সঙ্কীর্তন-বাহিনী লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু

সন্ধ্যার পর নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইয়া যে যে পথে "সর্ব্বনবদ্বীপ" (মধ্য ২৩।১২১) প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নিমাই তাঁহার বাড়ী হইতে সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা বাহির করিয়া নিজের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া গঙ্গানগর উপস্থিত হইয়াছিলেন। "আপনার ঘাটে"র এবং গঙ্গানগরের মধ্যে কীর্ত্তনীয়াগণকে আরও তিনটি ঘাট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। গঙ্গানগর পৌঁছিয়া কীর্ত্তনীয়াগণ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গঙ্গানগরের ভিতর দিয়া কাজির বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাজির বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় নগরের অপরভাগে শঙ্খবণিকনগর, তন্তুবায়ের নগর, শ্রীধরের গৃহ এবং গাদিগাছা, পারডাঙ্গা, মাজিদা প্রভৃতি হইয়া সর্ব্বনবদ্বীপে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ের চাঁদকাজির সমাধি বামনপুকুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গানগরের ঠিক উত্তর-পূর্ব্বদিকে এই বামনপুকুর-নামক গ্রাম।

রায়বাহাদুর চন্দ্র মহাশয় দেখাইয়াছেন, "বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামের প্রান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের সিমুলিয়া ও শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের উত্তরসীমা ছিল। চৈতন্যের সময়ে উত্তরে সিমুলিয়া বামনপুকুর হইতে দক্ষিণে মাজদহ পর্য্যন্ত অখণ্ড সর্ব্বনবদ্বীপ-নগর বিস্তৃত ছিল। এই নগরের উত্তর প্রান্তস্থ বামনপুকুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূভাগের অন্তর্গত এবং দক্ষিণ প্রান্তস্থ গাদিগাছা এবং মাজিদাও গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। প্রভুর ঘাটের নিকটবর্ত্তী নিমাইর বাড়ী এই দুই সীমার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য,—গঙ্গা কি চৈতন্যের সময়ে গঙ্গানগর হইতে মাজিদা পর্য্যন্ত বরাবর দক্ষিণবাহিনী ছিল, না, গঙ্গানগর হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ (রামচন্দ্রপুর) মৌজার উত্তর দিয়া ঘুরিয়া, বর্ত্তমান্ নবদ্বীপের পশ্চিম দিক্ দিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গাদিগাছার বা মাজিদার নিকট বর্ত্তমান দক্ষিণমুখী খাতে পড়িয়াছিল? চৈতন্যভাগবতে আছে প্রভুর ঘাটের এবং গঙ্গানগরের মধ্যে আরও তিনটি ঘাট,—মাধাইর ঘাট, বারকোণাঘাট এবং নগরিয়া ঘাট অবস্থিত ছিল। বহুজনপূর্ণ নগরে এবং গ্রামেও নদীর ঘাটগুলি কাছাকাছি হইয়া থাকে। সুতরাং গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণে চতুর্থ ঘাটের নিকট অবস্থিত মহাপ্রভুর বাড়ী গঙ্গানগর হইতে আধ মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত ছিল —এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। গঙ্গানগর হইতে বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ (রামচন্দ্রপুর) প্রায় ৪ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। যদি বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জকে (রামচন্দ্রপুরকে) চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুমান করিতে হয়, চৈতন্যের সময়ে বহুজনপূর্ণ নবদ্বীপ-নগরের গঙ্গার ঘাটগুলি এক এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত বিচার-সঙ্গত নহে। প্রভুর ঘাট এবং বাড়ী গঙ্গানগরের নিকটতর স্থানে অবস্থিত ছিল,—ইহাই মনে করিতে হইবে। চৈতন্যের সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলি যে খুব কাছাকাছি ছিল, 'চৈতন্যভাগবতে' তাহার অন্য প্রমাণও আছে। যথা, মধ্যখণ্ডলীলা-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন,—

'পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়।
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার লয় নাহি পায়।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই।
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গার সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি।'

গঙ্গানগর হইতে গঙ্গা যে সোজাসুজি দক্ষিণবাহিনী ছিলেন এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রেণেলের ম্যাপে চিহ্নিত নবদ্বীপ হইতে তদানীন্তন গঙ্গা পশ্চিমদিকে প্রায় ৩ মাইল ব্যবধানে প্রবাহিত দেখা যায়। বর্ত্তমানে গঙ্গানগরের ঠিক পশ্চিমে ১০০ নং মৌজা ভাকইডাঙ্গা অবস্থিত। রেণেলের ম্যাপে জলঙ্গীর পশ্চিমবাহিনী খাতের উত্তরদিকে ভরাডাঙ্গা গ্রাম চিহ্নিত হইয়াছে। এই ভরাডাঙ্গাই বর্ত্তমানে ভাকইডাঙ্গা নামে পরিচিত। রেণেলের চিহ্নিত নবদ্বীপ ভরাডাঙ্গার বরাবর একটু পূর্ব্বদিকে প্রায় একমাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রাচীন ভরাডাঙ্গা নাম হইতে বুঝা যায় যে, গঙ্গা পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়ায় নদীতরাটে এই ডাঙ্গার বা শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং রেণেলের সময়ে গঙ্গা অনেক পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়া থাকিলেও এক সময়ে যে গঙ্গা গঙ্গানগর হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হইত, রেণেলের ম্যাপের ভরাডাঙ্গা এবং নবদ্বীপ তাহা সপ্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্তের আর এক প্রমাণ ব্রেন্‌দাম্ মায়ারের ডায়েরীর

সহিত প্রকাশিত হয়ে। এই হ্যাণ্ড বইখানি [illegible]-অনঙ্গী-সমস্যে গঙ্গার পূর্ব্বতীরেই অবস্থিত। এই সকল ম্যাপের হিসাবে শ্রীবৃন্দাবন ধামের বিষয় বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে,—ত্রৈলোক্যের সমস্ত গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তর-ভাগস্থ মহানগর হইতে দক্ষিণ প্রান্তস্থ মাজিদা পর্য্যন্ত দক্ষিণবাহিনী ছিল। মহানগর হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান বাবলাড়ি-বেহেরান-গঞ্জকে এই ধামের অন্তর্ভুক্ত করা অসাধ্য।"

'গৌড়ীয়' অধিনিল পারমার্থিক পত্র, তবে সেই পারমার্থিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য সময় সময় তাঁহাকে মিশ্র ও বহুপূর্ব জগতের নিরপেক্ষ সমালোচনাও করিতে হয়। "গৌড়ীয়"র প্রকৃতপক্ষে ইহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সেখানে সমালোচকের স্থানে গৌড়ীয় ঐসকল জাগতিক ও অপসাম্প্রদায়িক ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে নিরপেক্ষ সমালোচনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নাম করিয়া অপসাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত ব্যাপার-সমূহ নিত্য সংঘটিত হইতেছে এবং ঐ সকলই 'সামাজিক প্রসঙ্গ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা, নূতন জাতীয় দল গঠন, সমাজ-তন্ত্রবাদ, অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন, বিভিন্ন প্রাদেশিক জলপ্লাবনে সাহায্যার্থ আবেদন, অনশন বা সত্যাগ্রহ, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের প্রস্তাব ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা সাধারণ গণতন্ত্রতন্ত্রিকার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে এতদূর ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে যে, সেখানে অবিমিশ্র পরমার্থের তিলধারণেরও স্থান নাই; আর বাজারে যেটুকু পরমার্থ বা ধর্ম্ম বলিয়া চলিতেছে, তাহাও গোলে-হরিবোল-দেওয়া বা মৌলোমিল-দেওয়া তথা-কথিত সমন্বয়বাদের নামে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সুবিধাবাদের প্রগতির অভিমুখিনী প্রচেষ্টা। ঐরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ধর্ম্ম অতীব অন্তাভিগামের ছাঁচেঢালা নির্ব্বিশেষবাদের অভিসার-মূলক গুপ্ত-অভিসন্ধি মাত্র।

বর্ত্তমান মাসের প্রথমভাগে কলিকাতার স্বাজাতিক-দলের যে কনফারেন্স্ হইল, তাহা লইয়া নানাপ্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী ও মিঃ অ্যানের এই নূতনদল ব্যবস্থা-পরিষদ্‌কে ধর্ম্ম-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দিবার পক্ষপাতী নহেন। তাহারও কাহারও মত এই যে,—"পরধর্ম্মের উপর বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন কতকগুলি লোক দেশের লোককে ভুল বুঝাইয়া ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক শাস্ত্র-বিশ্বাসী আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের ধর্ম্মনাশা আইন রচনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।" যাঁহারা এইরূপ বিচার করেন, তাঁহারা উদাহরণ-স্বরূপ সর্দ্দা আইনকে দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু আবার আর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, "ব্যবস্থাপক সভা সাকার বা নিরাকার উপাসনা, বৈষ্ণব-মত বা শাক্ত-মত, বহুদেববাদ বা একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ বা গুরুবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আইন করুন,—ইহা আমরা চাহি না। কিন্তু ধর্ম্ম বলিয়া যে-সকল সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত, যেমন সহমরণ ও সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, বাল্যবিবাহ, বিধবার ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাহার বিবাহে বাধা-প্রদান প্রভৃতি বিষয়গুলি যদি আইনের দ্বারা সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে সামাজিক কুফল ফলিবে; অতএব ধর্ম্ম-বিষয়ক কোন আইনই হইতে পারিবে না,—এইরূপ একটি নিয়ম থাকিলে সামাজিক ধর্ম্ম-বিষয়ক কোন সংস্কারও সম্ভব নহে।" এই দুইপ্রকার মতবাদ-পোষণকারী ব্যতীত আরও নানাপ্রকার মতবাদীও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিরপেক্ষ সত্যের তৌলদণ্ডে ওজন করিতে গেলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ঐসকল দলের কোনও একটিও প্রকৃত-প্রস্তাবে একান্ত পরমার্থের ধার ধারেন না; তাঁহারা আপনাদের ব্যষ্টিত্বকে কোন বিশেষ সমষ্টিত্ব বা কোন বিশেষ জাতিত্বের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া জাগতিক সুবিধাবাদৈকসর্ব্বস্ব হইয়া এইরূপ নানা-মতবাদ ও মতভেদ উপস্থিত করিয়া থাকেন। ফলে গণ-তন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা যে ঐক্য ও মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অপস্বার্থমূলক সাম্প্রদায়িক-তায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং মিলনের যোগসূত্রকে চিরতরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তখন উহারই প্রতিক্রিয়ারূপে তথাকথিত ধর্ম্মের গোয়াড়ে ঐ বিভিন্নমুখিনী প্রতিক্রিয়াকে আবদ্ধ করিয়া যে গোঁজামিল দেওয়া সমন্বয়বাদ রচিত

হয়, তাহা ঐরূপ প্রচ্ছন্ন তুলিকাবাদের রেখাদ্বারা লইয়াই তাহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিয়া থাকে।

'ধর্ম্ম' বর্ত্তমানে সামাজিক সুবিধাবাদেরই প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাকথিত স্মার্ত্তধর্ম্ম বা তথাকথিত সনাতনী দল কিংবা তদ্বিরোধিদলের যে-সকল ধর্ম্ম, তাহা সামাজিক সুবিধালাভের আর্ত্তনাদ মাত্র। যদিও তাঁহারা বিচারে পরাস্ত হইয়া মুখামিক ইহা স্বীকার করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে সামাজিক সুবিধাবাদে ধর্ম্ম পরিণত হইলেও উহা পরিণামে পরমার্থের উদ্দেশ্যেই কল্পিত, তথাপি বাস্তব নিরপেক্ষ বিচারের রশ্মিরেখা তাঁহাদের এই আত্মতন্ত্রীন ভ্রান্ত বা অজ্ঞাত কপটতা দেখাইয়া দেয়। 'পরমার্থ' বা 'নিত্যধর্ম্ম' বলিতে তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদকেই চরম লক্ষ্য জানেন। ইহাই ভোগের প্রতিক্রিয়া। মানুষ যখন জড়ের চটুগোলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন নির্ব্বিশেষের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যাকেই শান্তির আকাশ-কুসুমরূপে বরণ করে। তাই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসুবুদ্ধিরায়, শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রভৃতির ন্যায় অদ্ভুত-পূর্ব্ব বিচক্ষণ রাজনৈতিকগণ ধর্ম্মকে গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র কোনটিরই যূপকাষ্ঠে টানিয়া আনেন নাই। তাই হুসেন-সাহ শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরাট্‌তন্ত্রে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন,

বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী, যবন, ইহার না করিহ হিংসন।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাঁহা উঁহার মন॥
(চৈঃ চঃ ম ১।১৬৯-১৭০)

আবার শ্রীল ঠাকুর হরিদাস "যুলুকের কাজী"র দ্বারা নির্য্যাতিত হইলেও বাস্তব আত্মধর্ম্মের স্বরাট্‌তন্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই কিংবা "পাষণ্ডী হিন্দুধর্ম্ম"ও গ্রহণ করেন নাই।

আমরা অবগত হইলাম যে, ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী শ্রীধাম-মায়াপুরে 'ব্রডগেজ' রেল-লাইন খুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর এই প্রস্তাবকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। তাঁহাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা কোম্পানীর একটি বিপুল আয়ের পথ আবিষ্কৃত হইবে,—ইহা সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিই একবাক্যে বলিতেছেন।

প্রথমতঃ শ্রীধাম-মায়াপুর ও সহর নবদ্বীপ বঙ্গদেশের প্রধানতম তীর্থ বলিয়া শুধু ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে; বিশেষতঃ বর্ত্তমানে পৃথিবী-ব্যাপী যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এই দুই স্থান দর্শনের জন্য বহু ব্যক্তির প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তারপর বঙ্গদেশের ভক্তিপ্রবণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকল সময়ই এই তীর্থ দর্শন করিবার জন্য দলে দলে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলের মুখেই একবাক্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে, পুনঃ পুনঃ ট্রান্‌সিপমেণ্ট্‌ এবং লাইট রেলওয়ের নানাপ্রকার অসুবিধার দরুণ প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহারা অনেকেই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন না। ভদ্রলোকশ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তি এইরূপ অনুতাপও করিয়া থাকেন। 'ব্রডগেজ' লাইন হইলে তথায় প্রত্যহ দলে দলে সকল শ্রেণীর যাত্রীরই গমনাগমনের সুযোগ হইবে। শ্রীধাম-মায়াপুর কেবল যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি, তাহা নহে; সেখানে অনেক সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক-স্মৃতিতে বিজড়িত। এখনও অনেকে এই স্থানকে "অক্সফোর্ড অব্‌ বেঙ্গল" বলিয়া জানেন। এই স্থানই নাকি বাঙ্গালার রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতির যুগপৎ অস্তগিরি ও উদয়াচল। এখনও এখানে বল্লালদীঘি, বল্লালদীঘী অতীতের গৌরব-গাথার চারণরূপে বিরাজিত রহিয়াছে; এখনও এখানে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক চাঁদকাজির সমাধির সম্মান করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়া থাকেন। এই স্থান কি প্রত্নতাত্ত্বিক, কি সাহিত্যিক, কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি পারমার্থিক—সকলের নিকটই একাধারে তীর্থ বলিয়া অভিনন্দিত হয়। তারপর কৃষ্ণনগরে গভর্ণমেণ্ট-কলেজ ও শ্রীমায়াপুরে উচ্চ-বিদ্যালয় ও বিবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত থাকায় শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাও রেল-লাইন সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর বৃদ্ধি হইবে। সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কোম্পানীর পক্ষে 'ব্রডগেজ'-সংস্থাপন একটি বিশেষ লাভ-জনক ব্যাপার বলিয়া প্রমাণিত হয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বহু উচ্চপদস্থ এবং সাধারণ ব্যক্তি কোম্পানীর এই প্রস্তাব যাহাতে শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য আবেদনপত্রসমূহ প্রেরণ করিতেছেন।

ধর্ম্ম কি জাতীয় অধঃপতনের হেতু ?

আধুনিক জগতের একশ্রেণীর ব্যক্তির প্রবল মত এই যে, "ধর্ম্মই জাতির অধঃপতনের মূলকারণ; বিশেষতঃ ভারতবর্ষ বাঙ্গালার কোমল অঙ্কে যে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হীনমনোভাব ও মেরুদণ্ডহীনতায় বিভূষিত করিয়া দিয়াছে।"

আধুনিক যুক্তিবাদিগণের এই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমরা অনেকেই একেবারে যেন উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। অনেকে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছি, তাহা যে নানাবিধ দিয়া জাতির অধঃপতনের কারণ, ইহা বাস্তবিকই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রাষ্ট্রীয় জগতের বলপরিচয় ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ইতিহাসের ঘটনায় যে-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ লক্ষ্য করি, তাহাতেও যুক্তিবাদিগণের ঐ বিচার উড়াইয়া

সত্য সত্যই ধর্ম্মোন্মত্ততা যখন মানুষকে [illegible] বসে, তখন তাহাতে কতকিছুই না প্রহসন অভিনীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের পাগলামীর আবরণে সমাজে কতই না চনীতির তাণ্ডব চলিতেছে। ধর্ম্মের ভূত একবার যাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে, সে দাম্পত্যিক কর্ত্তব্যগুলিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার খেয়ালকেই একাধিপতি করিয়াছে।

অনেক সময় প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, হয়ত' কোন পিতার একমাত্র উচ্চশিক্ষিত সন্তান কোন নব্যযুবা অজ্ঞাত-কুলশীলা 'সাধুমা'র পাল্লায় পড়িয়া তাহার সাধারণ বিচার-বুদ্ধিগুলিকেও হারাইয়া ফেলিয়াছে; এমন কি, গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র সম্বল, বিশেষ লোভনীয় ও লাভবান্ উপজীবিকাকে বিনা বিচারে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে—একজন অশিক্ষিতা, বিজাতীয়া, ভণ্ডের বাক্-চাতুর্য্য ও ভাব-চাতুর্য্যের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতেছে। আবার হয়ত' কোন কুলবধূ কোন অজ্ঞাতকুলশীল বা জ্ঞাতকুলশীল সাধুবেষি ব্যক্তির ভোজবিদ্যায় উন্মাদিনী হইয়া পতিসেবা—গৃহসেবায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পরে হয়ত 'সাধুমা'টি পুত্রৈকসর্ব্বস্ব মাতা পিতার সাধ্বসঞ্চিত মণিখণ্ডকে লইয়া উধাও হইয়া পড়িয়াছেন। কুলবধূ ধর্ম্মোন্মত্ততায় কূলে কালি দিয়া ভণ্ডের অনুসরণ করিয়াছে।

'সাধুমা'এর সাধুত্বের পরিচয়ের মধ্যে তিনি হয়ত' দু'টা মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, অথবা না বলিতে পারিলেও ধর্ম্মোন্মত্ততার মোহ আমাদিগকে ঐরূপ একটি অন্ধবিশ্বাস করাইয়া দেয় কিম্বা ঐ 'সাধুমা' দুই চারিটি এমন ক্রিয়া-মুদ্রা দেখাইতে পারেন, এমন ভাবে লোকের মন রাখিয়া বাক্যবিন্যাস করিতে জানেন যে, সহজেই মানুষ তাঁহার ফাঁদে পড়িয়া যায়। আর ঐ সাধুর সাধুত্বের পরিচয়ের মধ্যে হয়ত' দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত গৃহকে গোলাপ বা চন্দনের গন্ধে আমোদিত করিয়া দিবার ভোজবিদ্যা জানেন, না হয় কোকিল-নিন্দিত কণ্ঠে সুর, লয়, তানের ইন্দ্রজাল বুনিয়া, নানা ভাবকেলির প্রদর্শনী খুলিয়া গোকুল-নাগরের দ্বিতীয় রাধা-সাক্ষাৎ রূপে কুলকামিনী বা ইন্দ্রিয়-বিলাসিগণের মন হরণ করিতে পারেন অথবা কামিনীকাঞ্চননিস্পৃহ কোন যোগ-বিভূতি, না হয় ধ্যান-ধারণায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, সবিকল্প (?) ও নির্ব্বিকল্প (?) সিদ্ধির অভিনয় দেখাইতে জানেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি ধর্ম্মমাত্রেরই নামগন্ধের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যখনই কোন সামাজিক বা জাতীয় অবনতি বা অসুবিধা লক্ষ্য করিতেছেন, তখনই 'ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘদর্শনে আতঙ্কের ন্যায় সমস্ত দোষের বোঝা আত্মধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছেন। ধর্ম্মের নাম লইয়া যখন লোকে ভণ্ডামি করিতেছে, তখন ধর্ম্মমাত্রই খারাপ,—এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মোন্মত্তের (Fanatic) অনুকরণিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা বাস্তব সত্য-ধর্ম্মের প্রতিও বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছেন। 'সাধুমা'র পাল্লায় পড়িয়া, ভণ্ড সাধুর ভোজবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-লোলুপ ব্যক্তি যেরূপ মাতা, পিতা, ভার্য্যা, দেশ ও জাতির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কিম্বা তাঁহার অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের সেই ধারার বিচার-যোগ্য আলামী, আমরা এইরূপও সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেছি।

শুনা যায়, বাঙ্গালারই কোন প্রথিতনামা ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"Chai-

tanya was the cause of downfall of Orissa". সূর্য্যবংশের কপিলেন্দ্র ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম উড়িষ্যার বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা গঙ্গার দক্ষিণতীর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার উত্তর তট পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দক্ষিণে কাঞ্চি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা আরম্ভ করিয়া বিজয়-নগরের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষোত্তমদেব বিজয়-নগর রাজ্য হইতেই 'সাক্ষীগোপাল' ও জগন্নাথের 'রত্নবেদী সিংহাসন' লইয়া আসিয়াছিলেন। পুরীতে এখন যে জগন্নাথ-মন্দিরের ভোগমণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরুষোত্তম দেবেরই নির্ম্মিত। তিনি জনক রাজার মত এদিক্‌ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমের পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র পরিবার-পরিজন, অমাত্য-ভৃত্য, রাজ-ঐশ্বর্য্য,—যথাসর্ব্বস্বের সহিত শ্রীচৈতন্য-দেবের পাল্লায় পড়িয়া ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়ায় বিজয়নগরের বিখ্যাত সম্রাট্ কৃষ্ণদেবরায় প্রতাপরুদ্রের রাজধানী পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করেন ও গোদাবরীর দক্ষিণস্থ যে সকল প্রদেশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল, তাহা বিজয়নগর-রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লন, অবশেষে প্রতাপরুদ্র বিজয়-নগর-রাজের হস্তে তাঁহার দুহিতাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

জড়বাদিগণের বিচারে এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা (?) কেবল ব্যক্তিগত অধঃপতন নয়, জাতীয় অধঃপতন বা অধীনতার হেতু! এজন্যই বোধ হয় সোভিয়েট রুসিয়া ধর্ম্মের নামগন্ধের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মমন্দিরগুলিকে খুলিসাৎ করিয়া সেখানে অক্ষক্রীড়ার উন্মুক্ত ময়দান প্রস্তুত করিতেছে, অথবা উহাদিগকে ক্লাব হাউস্, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতিতে পরিণত করিতেছে। পুরাতন জাতি যে-সকল ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য তাহারা নবীন জাতির ভিত্তিকে ধর্ম্মের নামগন্ধহীন করিয়া সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছে। বালক ও তরুণ-সমাজের নিকট যাহাতে কোন প্রকারে ধর্ম্মের সংস্পর্শ উপস্থিত না হয়, এজন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে ধর্ম্মালোচনা চিরনির্ব্বাসিত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জার্ম্মেণীর 'নাজি'-আন্দোলনের একাধিপতি প্রেসিডেণ্ট হিট্‌লার, ইটালীর মুসোলিনি প্রভৃতির আদর্শেও আর ন্যূনাধিক একই জাতীয় ভাব ও পারিপার্শ্বিকতার বিস্তার হইতেছে; সকলেই জাতীয় অধঃপতনের জন্য ধর্ম্মকেই ন্যূনাধিক দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। খৃষ্টের দশ আজ্ঞা (Ten commandments) অথবা কুশবদ্ধ হইয়াও ভগবানের নিকট প্রার্থনা—"Father forgive them, for they know not what they do." (Gospel, St' Luke 23/34.) প্রভৃতি শিক্ষাগুলি রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী।

তাই আমরা 'অধঃপতন' ও 'ধর্ম্ম' বলিতে কি বুঝি আর তাহাদের প্রকৃত স্বরূপই বা কি, তাহার একটা খোলাখুলি আলোচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। জাগতিক প্রত্যেক বিভাগেই কিন্তু অনধিকারচর্চ্চারও একটা সীমা আছে। কিন্তু ধর্ম্মবন্ধে অনধিকারচর্চ্চায় যেন সকলেই অধিকারী! ধর্ম্মকে আমরা অনেকেই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি। হয়ত' আমাদেরই ঘরের দ্বারে খঞ্জনী বাজাইয়া কোন তিলক-ফোটা-ধারী 'কৃষ্ণ' (?) 'বিষ্ণু' (?) শব্দের সুবিন্যাসযুক্ত গীত মধুকণ্ঠে গান করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন; কিংবা হয়ত' কোন বক্তা তাঁহার বক্তৃতাবাগ্‌যোগে জনস্রোতকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করাইলেন, অমনি আমরা তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক ও তাঁহাদের কার্য্যকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া 'রায়' দিলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহাদের চরিত্রের নেপথ্যে অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ দুর্নীতি, এমন কি, পশুনীতির অভিনয় দেখিলাম, তখনই আমরা ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত হইয়া বলিলাম—'বৈষ্ণবধর্ম্মই যাবতীয় ব্যভিচারের আশ্রয়-দাতা'! কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য ও বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যাহাকে মুহূর্ত্তপূর্ব্বে 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছিলাম, তাহা ধর্ম্ম নয়, আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহিত বাদ পাইয়াছিল বলিয়া—আমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপারী করিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াছি—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকে ধরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই উহা ধর্ম্ম! আমরা এইরূপে মুখ-আনন্দ-মান বা মনের খেয়াল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগুলিকে যখন ধর্ম্মের আসনে অভিষিক্ত করি, তখন চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশকে ধর্ম্মরূপে দেখিতে পাই না। যখন যখনই আমরা নিত্য বাস্তবধর্ম্মের বিদ্রোহী হই, তখনই এইরূপ অধর্ম্মের প্রেতপুরুষকে ধর্ম্মের মুখসে দেখিয়া আমাদের

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও বিকাশকে
থাকি।

আমাদের অধঃপতনের স্বরূপের বিচারও আমরা জড়ের উন্নতি ও অবনতির নিক্তিতেই ওজন করিয়া থাকি। জড়ের প্রকৃতপক্ষে জড়ের বিনাশকে আদর্শ করিয়া আমাদের উন্নতি ও অবনতির মাত্রার পরিমাণ করা হয়। সর্ব্বগ্রাসী জড়ধর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির, তথাকথিত সভ্য-সমাজের, রাষ্ট্রের, জাতীয়তার শরীরে কতটা বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তাহা নানা প্রত্যক্ষ উদাহরণেও যদি এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, এই মানব-জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সমাজ-গঠনের নানা পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইতিহাস আমাদের হাতে যে রঙ্গন-রশ্মি দিয়াছে, তাহাতে এতদিন আমরা সুদূরদর্শনার যোগ্য হওয়া উচিত ছিল।

আমরা আজ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু আমাদের স্বাদেশিকতার আদর্শ বৈদেশিকতার অনুকরণে পরিকল্পিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক জাতি আমাদিগকে কাপড়-চোপড়ে বিদেশী করেন নাই—বিদেশী করিয়াছেন আমাদের অন্তরতম অন্তরকে। কাপড়-চোপড়ে স্বদেশী-বিদেশী সভ্য-ভব্য বা ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ। ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন, যখন প্রাচীন রোমানগণ তাঁহাদের বিজিত বৃটন্ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত তল্পী তল্পা লইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনও কিন্তু বৃটনেরা রোমানদিগের প্রভাব ভুলিতে পারেন নাই।

আমরা কাপড়-চোপড়ে ওজলোক হইবার কৃত্রিমতার স্থান যদি কেবল কাপড়-চোপড়ে স্বদেশী সাজিয়া অন্তরকে জড়বাদের বৈদেশিকতায় দীক্ষিত করি, তাহা হইলে আমরা কেবল সনাতন আত্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহী হইবার জন্যই কৃত্রিম স্বদেশী হইলাম।

জড়বাদ ভারতের নিজস্ব নহে—ভারতের কেন, বিশ্বের কোন চেতন জীবেরই নিজস্ব নহে, তাহা আমাদের নিজস্ব চেতনের উপর বৈদেশিক আক্রমণ মাত্র। এই বৈদেশিক আক্রমণই আমাদের চেতনের অধঃপতনের কারণ। চেতনের অধঃপতন হইলে, অর্থাৎ প্রাণ বিনষ্ট হইলে—মেকদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্তই অধঃপতিত হইল, বিনষ্ট হইল। এইরূপ বৈদেশিক আক্রমণে অভিভূত হইয়াই আমরা ঠিক উল্টা বুঝিয়া ফেলিয়াছি, মনে করিতেছি, চেতনের বিকাশ—চেতনের বোধন—আত্মার অনুশীলন-দ্বারাই আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অধঃপতন হইয়াছে! বস্তুতঃ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত যাবতীয় অধঃপতন একমাত্র আত্মার অনুশীলনের অভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা ঐতিহাসিক জীবন্ত নিত্য সত্য।

আপাত-দৃষ্টিতে অভিভূত হইয়া অনেকে বলেন, আত্মার অনুশীলন করিতে গেলেই যখন আমাদিগকে সমাজ বা জাতির উপর নিস্পৃহ বা উদাসীন হইতে হয়, বৈরাগ্যের ভূকম্পনের মধ্যে আমাদের জীবন-তরণীকে সঞ্চালিত করিতে হয় তখন সেখানে কিরূপেই বা সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি সম্ভব? যখন কোন ধর্ম্ম-প্রবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের নূতন জোয়ার উপস্থিত হয়, তখন সে নবীন উদ্দীপনার প্রথমেই বিবাহের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; আবার যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিবাহ করাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য মনে করিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতি বিরক্তি প্রোষণ ও প্রকাশ করেন। এই সময় নবীন যুবকগণের অভিভাবক ও গুরুস্থানীয়গণ যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন—"বিবাহ না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে কিরূপে? সৃষ্টি ভগবানের অভীপ্সিত, সৃষ্টিকার্য্যের সহায়ক না হইয়া তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইলে তাহা দ্বারা ধর্ম্মাচরণ কিরূপে হইবে?" এজন্য যাঁহারা ধর্ম্ম করিতে গিয়া স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতার প্রতি উদাসীন হন, তাঁহাদিগের গুরুস্থানীয়গণ ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া বলিয়া থাকেন, "স্ত্রী-নারায়ণ (?), পুত্র-নারায়ণ (?) ও মাতাপিতা-নারায়ণের (?) সেবাই পরমধর্ম্ম। যাহারা তাহাতে উদাসী, তাহারা জাতির অধঃপতনের কারণ।"

শ্রীচৈতন্যদেব পত্নী, মাতা, দেশ ও জাতির প্রতি উদাসীন হইয়া ধর্ম্মের পাগ্‌লামী করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদ্বারা জাতির অধঃপতন হইয়াছে বলিতেই হইবে।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি যুক্তি দেখাইয়া বলেন, যখন ধর্ম্ম করিতে গেলে জড়ের প্রতি উদাসীন হইতে হয়, তখন তাহাদের দ্বারা জাতীয় অভ্যুদয়ের উপাদান সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি-সাধন কি প্রকারে হইবে? পর্ব্বতের গুহায় বসিয়া ধ্যান করিলে কি সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের নূতন নূতন সৃষ্টি ও

আবিষ্কার হইবে? বিনাশ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী সাজিলে কি দেশের ধন-জন-সম্পদ্ রক্ষিত হইবে? যেখানে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—সেখানে ধর্ম্মের দ্বারা জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য।

জগতে যে সকল শ্মশান-সার্দ্ধিক বা কঙ্কলার্দ্ধিকের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কল্পিত যুক্তিবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। বস্তুতঃ সৃষ্টিরক্ষার ভার মানবজাতি বা প্রাণিজাতিরই গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ বিচার করিলে তাহাদের মধ্যেই আবার নানাপ্রকার বিপরীত দিক্ অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিযোগিতার উপস্থিত হইবে। সৃষ্টি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে গিয়া আবার সৃষ্টি নিরোধ করিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে। তখন যথাস্ ম্যাল্থাসের মতবাদ গ্রহণ করিয়া বলিতে হইবে যে, মানবের জন্ম-সংখ্যা Geometrical progression ও তাহাদের খাদ্যের উৎপত্তির পরিমাণ Arithmetic progression এ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সুতরাং হয় positive checks যথা শিশুমৃত্যু, মহামারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, যুদ্ধ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা, না হয় preventive checks অর্থাৎ অধিক বয়সে বিবাহ, স্বেচ্ছায় জন্মনিরোধ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি-ক্রিয়াকে বাধা দিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে আসাম-প্রদেশে ভীষণ জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি positive check সমূহ প্রবলভাবে প্রাদুর্ভূত থাকিলেও গত ৪ঠা জুলাই (১৯৩৪) তারিখের শিলংএর সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম প্রদেশে সৃষ্টি সংযমনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে Assam Legislative Council এ একটী বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তদুত্তরে আসাম-গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর হিতের জন্য ঐরূপ সংযম প্রচারের কতকটা ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। * ১৩ই জুলাই তারিখের ইউনাইটেড প্রেস্ যুক্তপ্রদেশেও এরূপ আন্দোলনের বিষয় প্রচার করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ও চেয়ারম্যান অন্নপাত্রের দ্বারা তৎপ্রদেশে সংযমের বিশেষ আবশ্যকতার কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন,—"There is need for birth-control, on which depends economic situation of the Country."

ম্যাল্থাসের মতবাদ কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ মত কেবল তাঁহার সময়ামায়িক কালেই † খাটিত। প্রতিবাদকারিগণ বলেন, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতির ন্যায় ঘনিষ্ট দেশের পক্ষেই তাঁহার অনুমান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু গ্রেটব্রিটেন, জার্ম্মেণী, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অব্ আমেরিকা প্রভৃতি সম্পৎশালী প্রদেশে যেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার সমধিক বিস্তার, Factory Act প্রভৃতি আইন ও দেশ বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যে সময়ে কৃষি-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ মত খাটিতেই পারে না, কিন্তু Walker ‡ প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্গণ বলেন যে, ম্যাল্থাসের মত সকল সময়ে ও সকল জাতির প্রতিই খাটিবে এবং উহাতে অনেক গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক মানবজাতি ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার (?) জন্য ভোগবুদ্ধি-লোলুপ হইয়া যতই পাশ্চাত্যবৎ বৃদ্ধি প্রদর্শন করুন না, তাহাতে জাতীয় উন্নতির পরিবর্ত্তে অধঃপতনকেই অভ্যর্থনা করা হইবে। হরিসেবা-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া যাঁহারা সৃষ্টি-রক্ষা বা সৃষ্টি-ধ্বংসের পক্ষপাতী, সেই উভয় শ্রেণীই সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন; মানব-জাতি অপেক্ষা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্ন প্রাণি-জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে একসঙ্গে পাঁচ বা ততোধিক সন্তান-সন্ততির আবির্ভাবের চিত্র ও প্রসূতির বিবরণ ‡ অনেক সময় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অতি ক্ষুদ্রকায় নীচ প্রাণীর মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক সন্তান প্রজনন ও প্রসবের প্রত্যক্ষ প্রমাণসমূহ দৃষ্ট হয়। কাজেই কেবল সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বৃদ্ধি বা নিরোধের দ্বারা জাতীয় উন্নতি-সংরক্ষণের চেষ্টা অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়। তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য, স্বাধীন-জাতিসমূহ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় যতই উন্নত হউন না কেন, ম্যাল্থাসের পরিভাষায় 'positive checks' যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কি

* Amrita Bazar Patrika, 6th July 1934, Calcutta Edition.

* (খৃষ্টাব্দ ১৭৬৬—১৮৩৪) ম্যাল্থাসের সময়।

† Political Economy by Walker.

‡ ১৩ই জুলাই ১৯৩৪ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা, ১১ পৃষ্ঠা।

তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে না? জন্মনিরোধ-আইন বা কৃত্রিম চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত-নিরোধ-আইন প্রতিষ্ঠিত করিবারও কি প্রয়োজন হইতেছে না? সভ্যতা, শিক্ষা, স্বাধীনতা, জাতীয় উন্নতি প্রভৃতির নামে ইহা কি জাতির অন্তরতম অন্তরে ধ্বংসের রাজপথের বীজাণু সংক্রামিত করিয়া দিতেছে না? সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কখনও ঐরূপ জাতিধ্বংসকারক কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরামর্শ দেন না। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব যে বংশ বিস্তার করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই সকল পুত্রস্থানীয় অচ্যুত-গোত্রীয় ব্যক্তিগণ যে বংশবিস্তার ও গোত্রবিস্তার করিতে পারেন, সেরূপ বিস্তার-কার্য্য ধ্বংসোন্মুখ মানবজাতি করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের বংশবিস্তারের বাণী এই—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।" "গোরা নো বর্ত্ততাম্"—"গোরে পাঠাউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।" তাঁহার বংশের সন্তানগণ সব 'সোনার ছেলে', তাঁহারা মরণশীল জাতির হরিকারী নহেন, তাঁহারা অমর জাতির বিস্তারকারী, তাঁহাদের বংশ 'অচ্যুতবংশ'। কাজেই যাহারা হরিভজন-কারিদলকে জাতিবিনাশের পরিপন্থী মনে করিয়া অসংযমী ইন্দ্রিয়-লোলুপ কৃত্রিম সংযমী অল্পস্বল্প-ইন্দ্রিয়-লোলুপ সম্প্রদায়কে জাতির পৃষ্ঠপোষক মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, —কেবল ভ্রান্ত নহ, তাঁহারাও ধ্বংসের পথের যাত্রী।

বিষ্ণুর সেবক-সম্প্রদায় সমাজের যে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আর অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-বিধি যাহা বিষ্ণুপাসন-মূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত এরূপ সুন্দরভাবে আর কোথায়ও নাই। যে সকল জাতির মধ্যে বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-বিধি প্রচলিত নাই বা যাহাদের মধ্যে অবৈষ্ণবর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা ন্যূনাধিক ধ্বংসের পথে অতিসাবধানেই 'প্রগতি' বলিয়া বরণ করিয়াছেন, ইহা নিছক সত্য। বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যোগ্যতানুসারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহা পরাৎপর তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত, তাই সেরূপ সমাজই জাতীয় উন্নতি বা প্রগতির বৈজ্ঞানিক সোপান।

যাঁহারা বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব কোন দেশ বা জাতির উন্নতির বিরুদ্ধকারী ও অধঃপতনের কারণ, তাঁহারা ন্যূনাধিক অধঃপতনের প্রপাতের মধ্যে পতিত হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিতেছেন, ইহা হাতে কলমে দেখান যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া দবীর খাস ও সাকর মল্লিক যে তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব, কিংবা শ্রীল লোকনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা' পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু বিবাহ করিতে বিরত হইয়াছিলেন, কিংবা মহারাজ প্রতাপরুদ্র যুদ্ধবিগ্রহাদির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জাতীয় অধঃপতন না হইয়া কতটা প্রকৃত জাতীয় উন্নতি ও সুসভ্যতার আনুষঙ্গিক পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগ ও ভাবী যুগের মনীষিগণের ভাবিবার বিষয় হইয়াছে ও হইবে। লোকে বড় রাজকার্য্য প্রভৃতি পাইবার জন্য অবৈধ রক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ দেশ ও জাতিকে তথাকথিত সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে বায়ুবরণ প্রভৃতিও করিয়া থাকেন; কিন্তু সনাতন, সমগ্র মানবজাতির বা জীবজগতের স্বাধীনতার প্রকৃত পথ প্রদর্শনের জন্য কায়াবরণ করিয়াছিলেন ও গৌড়ের বাদশাহের প্রধান-মন্ত্রিত্ব-পদ পরিত্যাগের জন্য দাঁত দাবার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতনের ব্যবহারে হুসেন সাহকেও চমৎকৃত করিয়াছিল।

সম্পদ, জাগতিক স্বাধীনতা, বিলাস, ভোগ-সংখ্যাবিদ্যার প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক বিভিন্ন পাশ্চাত্য-জাতি আমাদের আদর্শস্থানীয়, কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ জাতীয় অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার পরিণাম কি, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও শিক্ষা করিব না? যে আর্য্যজাতি বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, সম্পদে, জাতীয়তায়, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, শিক্ষা ও সভ্যতায় অগ্রতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন, সেই দেশ ও সেই জাতির অভ্যুদয়ের পরিণাম কি হইয়াছে, তাহা কি বিগত মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবর্ত্তী একযুগের ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে না? সেদিন কোন রাজনীতিবিশারদ-ব্যক্তি সে দেশের রক্তমসী-প্রবাহের নিদর্শন-সমূহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ

দেশ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবে কি? যদিও সে দেশের নায়ক জাতিকে আমরা আলেয়া দেখাইতেছেন, তথাপি সেই আলেয়ার অনুসরণ করিয়া জাতি কতটা লাভবান্ হইবেন, তাহাও ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিবে, কিন্তু অনাদিবহির্মুখ নিখিলমানবজাতির উপর অঘটনঘটনপটীয়সীমায়া আবার তাহার বাদুর যবনিকা টানিয়া দিবে। তথাকথিত জাতীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে হয় চরমে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য কোমর বাঁধিতে হয়, না হয় অস্ত্রনিরোধ-আইনের কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একটি মানবের প্রাণ কত মূল্যবান্—একটি মানবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কত শত শত ইতরপ্রাণীর প্রাণ নিত্য বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু ঐরূপ সহস্র সহস্র মানবকে একসঙ্গে এক-মুহূর্তে কিরূপে বিনাশ করা যায়, তাহার কল-কৌশল বা উপায়-উদ্ভাবন যে সভ্যতা, যে বিজ্ঞান, যে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার চরম ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কি? বাস্তব অকৃত্রিম অহিংস-নীতির শিক্ষাদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐরূপ জগদ্ধ্বংসকারক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, সমস্ত রাজনীতিকে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃত-উন্নতিই করিয়াছেন। বস্তুতঃ আজ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই উড়িষ্যার প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে। এখনও লোকে উড়িষ্যার কথা শুনিলেই শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। উড়িষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। ধর্মকে নির্ব্বাসিত করিলে উড়িষ্যা বা জগতের কোন দেশ বা জাতির কোন মূল্য নাই। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দির, অনন্তবাসুদেবের মন্দির, পুরীর শ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রভৃতি শিল্পকলা-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী স্থপতিবিহগগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। উৎকল কবি গোবিন্দদেব প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-দেবকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি, যে অতিবাড়ী জগন্নাথবাদ কবিত্ব-প্রতিভার উৎকলবাসীর চিত্ত-রঞ্জন করিয়াছেন, তিনিও যে কোন ভাবে হউক শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে ঐ উদ্ভাবনা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের সাধারণ উৎকলের নৈতিক উন্নতিকে কতটা বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও সুধীগণ বুঝিতে পারেন। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার বিচার পারমার্থিকতার নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্থাৎ রাধিকার গণের মধ্যে আড়াই জনই উৎকলে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। রায় রামানন্দ, খিদি মাহিতি ও তাঁহার ভগ্নী মাধবীদেবী—ইঁহারাই সেই আড়াই জন। বঙ্গদেশীয় শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্যও নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিয়া তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ দ্বিতীয়-স্বরূপ দামোদর স্বরূপ-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথাই পারমার্থ-রাজ্যের চরম কথা উৎকল হইতে প্রচারিত হইয়াছে। যে ভগবৎকথার সন্ধান এখনও বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতিগণ জানিবার সুযোগও পান নাই, সেই পরম চরম ধনের খনি শ্রীচৈতন্যদেবই পুরুষোত্তম হইতে সমগ্র পৃথিবীতে স্বয়ং ও ভক্তগণের দ্বারা আবিষ্কার করাইয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলকে পরম-মঙ্গল-বাণীর পীঠ করিয়া-ছিলেন বলিয়া কি তিনি জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইয়াছেন? তাহা হইলে জাতির ধ্বংসই কি জাতির উন্নতি? মনে করুন, যদি প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় না করিতেন, যদি শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলে না আসিতেন বা মানবজাতির চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাঁহার অবতার না হইত, তাহা হইলেও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বের ও পরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিত যে, পূর্ব্ব পুরুষ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের, অধিক কি, যে বিজয়নগর-রাজ প্রতাপরুদ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সোণার লঙ্কা কিছুতেই অক্ষত থাকিত না। কৃষ্ণদেবরায়ের অতুলন অচ্যুতরায়, রামরাজ প্রভৃতির সময় বিজয়নগরকে অধীনতার রাহু গ্রাস করিয়া বসিল। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানগণ হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া রামরাজকে নিহত ও বিজয়নগরকে বিনষ্ট করিল, বিজয়নগরের স্বর্ণ-সৌধরাজি ও প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইল—হিন্দু-সাম্রাজ্য বা জাতির উন্নতির (?) উন্নতগিরিই আবার অস্তাচলে পরিণত হইল—রাষ্ট্রনৈতিক অভ্যুদয়ের গৌরবরবির পরমায়ু কতক্ষণ?

যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া অম্বরীষ, পৃথু প্রভৃতির ন্যায় সার্ব্বভৌম সম্রাট উদিত হইয়াছেন, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের শ্রীমল্লিকার্জ্জুনে শিল্পকলার চাতুর্য্য এখনও মূর্ত্তিমান রহিয়াছে, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া বেদ, শ্রুতি, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্যের অনুবাদ হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য-দেবের পাদস্পর্শে কেন্দ্র করিয়া যে গৌড়ীয়-সাহিত্য-সম্ভারের আবির্ভাব হইয়াছে, যে পরমার্থকেই কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার রাগরাগিণী যন্ত্রসঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই পরমার্থই জাতীয় অধঃপতনের কারণ, এই সিদ্ধান্ত অধঃপতিতগণের মুখেই শোভা পায়। তবে একথা ঠিক যে, ঐ সকল বস্তু জীবগণের ভোগেন্দ্রিয়তর্পণরূপে পর্য্যবসিত হইলেই তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। তাই

কেন, শত শত বিদ্যালয়, শত শত সুপরিচালিত প্রচার-সমিতি সত্ত্বেও, ভগবদ্ভক্তগণ ঐ সকলকে কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন না, উহাদের যোগ্যতানুসারে উহাদিগকে তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠের অধিকারী কিংবা যাঁহারা শ্রীরূপ-ভক্তিবিনোদপ্রভৃতি বৈধ সেবানুশীলনের বিধিসমূহ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার জন্য ভক্তগণ কত প্রকার বিলাস-দ্রব্য, প্রসাধন-সামগ্রী, মূল্যবান্ বস্ত্র, বিভিন্নপ্রকার পুষ্প, মালিকা প্রভৃতি সংগ্রহ ও চয়ন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা, শিক্ষা বা তথাকথিত প্রগতি বা উন্নতি যাহা ও সৃষ্টি জীবকে ভোক্তা সাজাইয়া জাতিকে ধ্বংসের অভিযানের সৈন্য করিয়াছে—কামের ইন্ধন যোগাইয়া—লোভের টোপ খাওয়াইয়া জাতিকে ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে আহুতি দিতেছে। এই নরমেধ-যজ্ঞই কি সভ্যতা ও প্রগতির তত্ত্বমন্ত্র-উপাসনা?

কৃত্রিম ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের বিচারের সহিত অকৈতব পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের বিচারকে একাকার করায় ও ঐসকল সম্প্রদায়ভুক্তগণের ধর্ম্মের ধারণায় আমাদের মস্তক ভরপুর রাখায় আমরা প্রকৃত সত্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পারমার্থিকগণ কৃত্রিম-ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎ বা প্রাণিজাতিবিদ্বেষী নহেন আবার তাহাদের বহির্মুখতার অনুমোদনও নহেন। যে ডিনামাইট মানব-জাতির ভোগের পথ পরিষ্কার করিবার পরিবর্ত্তে হরিসেবার বিঘ্নরূপ পাহাড় পর্ব্বত গুলিকে সরাইয়া দেয়—হরিকথা-কীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া দেয়, যে এরোপ্লেন ভোগমুখের সহায়ক হইয়া জাতির প্রাণ সংহার করিবার পরিবর্ত্তে হরিকথা-প্রচারের সুযোগ করিয়া দেয়, সেরূপ বিজ্ঞানের অবদানগুলির প্রতি পারমার্থিকগণ বিদ্বেষী হন না। চরমে জাতিধ্বংসকারিণী বৈরিণী প্রগতির মুখ ফিরাইয়া উহাকে হরি সেবার আনুকূল্যকারিণী ও আনুষঙ্গিকভাবে সমগ্র প্রাণিজাতির কল্যাণদায়িনী করিতে একমাত্র আত্মধর্ম্মই সমর্থ। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ দ্বারা হাতে কলমে দেখাইব যে, জগতে প্রকৃত আত্মধর্ম্মের কল্যাণেই অতি আনুষঙ্গিকভাবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে; ভোগ বা ত্যাগের বাড়বানল কেবল জাতীয় অধঃপতন নহে, জাতিধ্বংসের কর্ণধার।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা

আমরা শ্রীমন-গৌড়ীয়মঠ হইতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বক্তৃতা-সম্বলিত পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পুস্তিকার মঙ্গলাচরণে শ্রীল ঠাকুরের রচিত "মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর" এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটির একটি অতি সুন্দর সরল ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে অভিভাষণের মধ্যে বক্তা সংক্ষেপে ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। বক্তা অভিভাষণের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

It was the honest wish of Thakur Bhaktivinode that the unalloyed teachings of Sree Krishna Chaitanya might be brought to the ears of the men and women of all countries. And my Divine Master has

fulfilled His wishes to-day by sending me and my colleague, His unworthy and humble servants, to the West. It will be possible for me to do so only through the blessings of my Master, if possible it be at all, to present to the intelligentsia of England and the Continent the purely spiritual conceptions of Divine love which were preached by Sree Chaitanya about 450 years ago. Under the present circumstances of the world, we do believe that the teachings of Sree Krishna Chaitanya will be of the greatest good to mankind.

অভিভাষণের প্রারম্ভে বক্তা ঠাকুরভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বের সমসাময়িক বাঙ্গালার অবস্থা বর্ণন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের কারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অতীব সুন্দর ভাবায় প্রদর্শন করিয়াছেন। একান্ত বহির্ম্মুখ-সমাজকে পারমার্থিক ভিত্তিতে পুনঃ সংগঠনের প্রয়াসের দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমাজের কি মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাও আমরা এই অভিভাষণের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে দেখিতে পাইয়াছি। সাহিত্য-জগতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান অতুলনীয়। বঙ্গসাহিত্য প্রচুর-সম্পৎশালী বলিয়া খ্যাত থাকিলেও ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ মাত্র কএকটি গৌরজন এই সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে অপ্রাকৃত মরকত মণি দান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত এই সাহিত্যভাণ্ডার কেবল কাচমণির আপাত উজ্জ্বলে বহির্ম্মুখ লোকের মন হরণ করিয়াছে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় গদ্যসাহিত্যে কোন রূপানুগ পারমার্থিক সাহিত্য-সম্পৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। ঠাকুর বঙ্গভাষাকে মানবের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার বাহন করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীচৈতন্যসেবার উপকরণ করিয়া সমাজকে কল্যাণ-কল্পতরুর শ্রেষ্ঠফল-লাভের সুযোগ দিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্য—ভোগ ও ত্যাগ উভয়েরই প্রকৃষ্ট প্রতিবাদ এবং অধোক্ষজ-সেবার পরম-পাবন দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু।

নগণ্য-গৌড়ীয়মঠ পাশ্চাত্যদেশবাসীর জন্য এই সকল পারমার্থিক সাহিত্য প্রচার করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'সমাক্ হিতকারক সুসন্নিবিষ্ট বাক্য-সন্দর্ভ', অথবা যাহা আমাদিগকে স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের পাদপদ্মের সহিত মিলন করাইয়া দেয়। তাই আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আমাদের আচার্য্য-পাদপদ্মকে সেই রূপানুগ সাহিত্য-প্রচারের পথপ্রদর্শক ও প্রযোজকরূপে দেখিতে পাই। সাহিত্য-প্রচারের দ্বারা যেন আমরা মিলহিত ও সুহিত সাধন করিতে পারি,—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে 'অ-পর-মঙ্গল' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় আপনারাও ধর্ম্ম-প্রচারে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র বেদে সর্ব্বসাধারণে এইরূপ প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি? আমি জিজ্ঞাসু, দয়া করিয়া কোন বেদের প্রমাণ দিলে সংশয়হীন হইতে পারি।

নিবেদক—
শ্রীমহাদেব বাকৃচি
মেদিনীপুর

উত্তর

সনাতন বৈদিক শাস্ত্র এবং বেদানুগত সকল সাত্বত শাস্ত্রই তারস্বরে আপামর সাধারণে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারের আদেশ করিয়াছেন। স্বয়ং বেদপুরুষ ভগবান্ এবং তৎপ্রেরিত মহাজন ও আচার্য্যগণ তদনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানবের অজ্ঞান ও অনাদিবহির্ম্মুখতা দূরীভূত করিতেছেন। বহু শ্রুতি-প্রমাণের মধ্যে আমরা নিম্নে দুইটি শ্রুতি ও বেদের প্রমাণ উদ্ধার করিলাম,—

'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥'
'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।'
(মুণ্ডক ১।১।১, ১।২।১৩)

বিশ্বকর্ত্তা ভুবনপালক আদিদেব ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা-দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষ

পরিজাত ইব,
দিধাহিলেন।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ
ভূয়াসমযং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু॥

(যজুর্ব্বেদ ২৬।২)

তাৎপর্য্য—পরব্রহ্ম এইরূপ উপদেশ করিতেছেন,—আমি যেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তাহাদের স্বজনবর্গকে এবং অন্যান্য যাবতীয় মানবকে এই কল্যাণদায়িনী শ্রৌতবাণী প্রদান করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপ কর। আমি যেরূপ বেদবাণী প্রদান করিয়া দেব-স্বভাব মানবগণের প্রিয় হইয়াছি, তোমরাও সেইরূপ হও। আমি এই বেদবাণী দানের দ্বারাই এই পৃথিবীতে যেরূপ সাধুগণের প্রিয় পাত্র হইয়াছি, তোমরাও সেইরূপ হও। আমার মনোভীষ্ট এই যে, সর্ব্বত্র বেদবাণীর প্রচার সমৃদ্ধিলাভ করুক। আমার ন্যায় তোমরাও বেদ-বিদ্যা গ্রহণ ও প্রচার করিয়া আনন্দ লাভ কর।

চয়ন

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

[ষ্টেট্‌স্‌ম্যান ৫ আগষ্ট, ১৯৩৪ রবিবার সংখ্যায় রয়টার-প্রদত্ত সংবাদ]

GAUDIYA MISSION

Celebrations in London centre

The 20th anniversary of the passing of Sreela Thakur Bhaktivinode, the founder of the Gaudiya mission was celebrated recently at the London Gaudiya Centre, Cornwall-Gardens.

In the Prayer Room of the Monastery, Tridandi Swami B. H. Bon inaugurated the celebrations by chanting a Bengali Prayer. Then Tridandi Swami B. P. Tirtha delivered a short address giving an acount of the life of Sreela Thakur Bhaktivinode.

He declared that the founder of the Mission was the Pioneer of the revival of religious devotion in India to-day after a long period of chaos and darkness in the field of religion. The founder's chief ambition was that the teachings of Sree Krishna Chaitanya might be spread all over the world.

The function concluded with another Bengali Prayer. A picture of Sreela Thakur Bhaktivinode was placed on a pedestal, decorated with flowers and surrounded by burning candles and incense sticks.—*Reuter.*

'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' ইংরাজ ইন্ ইংল্যাণ্ড্' গ্রন্থ-সম্বন্ধে 'হিন্দু'

[মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দু' ১১ আগষ্ট, ১৯৩৪ শনিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

My First year in England

By Tridandi Swami, B. H. Bon.

(3 Glouceater House, Cornwall Gardens, London, S. W. 7)

The Gaudiya Mission has been doing immensely useful work on behalf of Indian culture and spirituality in Europe and here the Preacher-in-charge gives a report of his activities in London and elsewhere from May 1933 to May 1934. It is gratifying to note that eminent men and women in the West are taking an active interest in the Mission. It augurs well for Indo-British friendship.

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

['অমৃতবাজার পত্রিকা' ২১ আগষ্ট, ১৯৩৪]

SREE GAUDIYA MATH

From Tuesday the 21st August to 23rd September, 1934, the Annual celebrations of Calcutta Gaudiya Math will be held at Sree Gaudiya Math, Baghbazar, under the auspices of Sree Viswa Vaishnab Rajsabha. Recitation of Srimad Bhagabatam, exposition of Sree

Chaitanya Charitamritam, delivering of a series of erudite and interesting lectures and melodious kirtan by experts will form the characteristic features of the celebrations. All are cordially invited to attend.

কোলাপুর, সাঙ্গলী ও আউন্ধ ষ্টেটে প্রচার

['বোম্বে ক্রণিক্‌ল্' ১১ আগষ্ট, ১৯১৪]

"GOSPEL OF GAUDIYA MATH"

Tridandi Swamis' tour to W. India States

Aundh, August 9.

Their Holinesses Tridandi Swamins B. V. Gavastinemi Maharaj and B. S. Giri Maharaj with party are on a preaching tour in tributary States in the Presidency of Bombay. They paid a visit to Kolhapur State and had a long religious talk with the Maharaja. They explained to His Highness the aims and objects of Gaudiya Math and the sincere efforts to the preachers to bring home to the public the efficacy of Divine Religion. Their Holinesses delivered two lectures in the local Rajaram College before vast gatherings of the professors and students of the College.

Religious Lectures

The Swamijis left for Sangli State and were welcomed as State guests. His Holiness B. S. Giri Maharaj delivered a lecture on "The Teachings of Lord Chaitanya" in the Wellingdon College. Before their Highnesses and all high State Officials Swami B. S. Giri and Swami B. V. Gavastinemi delivered two lectures in the Palace in English and Hindi on "The Teachings of Geeta" and "The Teachings of Srimad Bhagabatam" respectively.

Thereafter Swamijis left for Aundh State and had an interview with the Raja Saheb. His Highness was pleased with the propaganda works of the Mission. Swamijis delivered lectures and held discourses in several places.

বিবিধ প্রসঙ্গ

উৎসব-সংবাদ

প্রথম দিবস—গত ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট, ১৯০৭ মঙ্গলবার হরিবাসর তিথি হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ-মুখে উৎসবের শুভ অধিবাস সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করিয়াছিলেন। উৎসবের আরম্ভ দিবসেও প্রাতে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-মুখে শুভারম্ভ করিয়াছেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমোদ্ধার-লীলা পাঠ আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী (চক্রবর্ত্তী) মহোদয় প্রাতে দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করিয়াছেন। পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-মুখে মঠ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত। দেশ দেশান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতেছেন। ফুলন উপলক্ষে কএকদিবসই বহু লোক-সমাগম হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-মহোৎসব। পরবিদ্যা-বধূজীবন কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবে হইতেই জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বিচার-মূলা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া প্রেমকেতুস প্রস্ফুটিত হয়—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইয়া সর্ব্ব সুমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে সজ্জনমাত্রেরই এই কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসবে যোগদানের অধিকার আছে।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়

দ্বিতীয় দিবস—৪ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার। এই দিবসের প্রধান সংবাদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়। শ্রীল প্রভুপাদ দিবা ১৪ ঘটিকার সময় মঠে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীঅবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে মঠ যেন এক নবজীবন লাভ করিয়াছেন—সেবকগণ নবনবায়মান উৎসাহে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। বহু ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমন

করিতেছেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহোদয় (তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা-পুত্রগণ) ; পাটনার উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল ; লোহরডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ পালচৌধুরী, বালিয়াটীর জমিদারগণ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। বৈকালিক রাত্যুপাসনার প্রাক্কালে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও পাঠারম্ভ এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হইতেছে। অদ্য প্রাতে ব্রহ্মচারী অনাদি কৃষ্ণ ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করিয়াছেন।

শ্রীবাস অঙ্গনে নাট্যমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

গত ১৭ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের নবনির্ম্মিত মন্দির-সম্মুখে একটি নাট্য-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আউন্ধে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান গিরি মহারাজ গত ২৯ জুলাই, ১৯৩৬ ভাঙ্গলী ষ্টেট হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় আউন্ধ্ ষ্টেটে উপনীত হন। আউন্ধের রাজা সাহেব তাঁহাদিগকে রাজ অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করেন। ৩০ জুলাই রাজ-প্রাসাদোদ্যানস্থ রাজপরিবারের কুলদেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার প্রথমে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ হিন্দীতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য এবং ভারতে ও ভারতের বাহিরে সঙ্ঘের প্রচার-প্রসারের বিষয় বর্ণন করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব, শ্রীযুক্তা রাণী সাহেবা এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীদ্বয়ের পাঠ ও বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীত হন।

সোলাপুরে—ভাঙ্গলী ও আউন্ধে প্রচারকার্য্য সমাপনান্তে স্বামীজীদ্বয় ১লা আগষ্ট সোলাপুরে উপনীত হইয়া তত্রত্য ইষ্টার্ণ এণ্ড্ স্পিনিং মিল্‌সের ম্যানেজার শেঠ বৈকুণ্ঠলাল এস্ ঠাকুর বি, এ (Seth Baikunthlall S. Thakor B. A.) মহোদয়ের আতিথ্য স্বীকার করেন। ৩রা ও ৪ঠা আগষ্ট মাড়োয়ারীবাড়ীর (Marwariwada) শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের প্রায় যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর পাঠ-শ্রবণে পরম প্রীত হন। স্বামীজীর প্রথম দিবসের পাঠ সম্বন্ধে জনৈক শাস্ত্রীজী বিশেষ প্রশংসা করেন। ৫ই আগষ্ট তারিখে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও গিরি মহারাজ উভয়েই স্থানীয় বিঠোবা (Vithowa) মন্দির-প্রাঙ্গণে আহূতা একটি সভায় "সনাতনধর্ম্ম এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু" সম্বন্ধে হিন্দীতে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭ই আগষ্ট তারিখে জেনারল লাইব্রেরী হলে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ "The present crisis and its Solution" (বর্ত্তমান সমস্যা এবং তাহার সমাধান) সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার অধিকাংশ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা গৃহটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। লাইব্রেরীর সম্পাদক Mr. Jatkar সভার প্রারম্ভে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সমীপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ স্বামীজীর পরিচয় প্রদান করেন। অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটিকালেক্টার এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্‌স্-এষ্টেট্ সমূহের বর্ত্তমান ম্যানেজার রাওসাহেব বিষ্ণু এস্ নায়ক (Rao Sahib Vishnu S. Naik) মহোদয় উক্ত সভার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতান্তে তাঁহার অভিভাষণ প্রদান কালে স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রের রিপোর্টারগণ স্বামীজীর বক্তৃতার নোট লইয়াছিলেন। ৮ই আগষ্ট তারিখে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ "রামঘরবারা" ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই দিবসও সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বামীজীদ্বয় অতঃপর পুণে মঠে আসিয়া গত ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৬ রবিবার মধ্যাহ্নে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন পূর্ব্বক বার্ষিক হরিবাসর-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী কল্য (২৬।৮।৩৬) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। কীর্ত্তনকারিগণ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড্, বিডন্‌স্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভ্রমণপূর্ব্বক বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট দিয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর পাঠ কীর্ত্তন যথারীতি হইবে। আগামী ২রা ও ৯ই সেপ্টেম্বরও ঐরূপ নগর সঙ্কীর্ত্তন হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ | ৫ম সংখ্যা

বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ

শ্রীকৃষ্ণের গানে আমরা শুনিতে পাই যে, প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারাই ক্ষণভঙ্গুর কার্য্য-সকল পরিদৃষ্ট হয় এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষ হইবার বাসনাই বদ্ধজীবের অজ্ঞানোত্থ অহঙ্কার। অহঙ্কার-বিমুক্ত জনগণ বৈকুণ্ঠের উপলব্ধি করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইলেই গৌণের পরিবর্ত্তে মুখ্য সেবোন্মুখতা লাভ করেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাই কৃষ্ণনাম গান করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণনামগানকারি-ব্যক্তি নাম-প্রভাবে কৃষ্ণরূপ গান করিতে, কৃষ্ণগুণ গান করিতে, কৃষ্ণপরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত কৃষ্ণ-লীলা স্মৃতি-পথে উদয় করাইয়া নাম গান করিতে থাকেন। এই স্বরূপাবস্থায় অবস্থানই তাঁহার গৌণ প্রতীতি হইতে ন্যূনাধিক অবসর প্রদান করে

কনিষ্ঠ ভাগবত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ত্রিগুণিত তৃতীয়াংশে গৌণদৃষ্টি করিয়া থাকেন আবার মধ্যম অধিকার লাভ করিয়া একতৃতীয়াংশে নশ্বর জগৎকে তৃতীয়াংশ গুণজাত জগৎ জানিতে থাকেন। মহাভাগবত-বিচারে উন্নতি লাভ করিয়া গুণজাত জগতের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণ-জনিত প্রেম-বিবশ হন। সেই কালে তাঁহার বাহ্যপ্রতীতি বা বহিঃপ্রজ্ঞা ভোগের বিচার আসে থাকে না। কর্ম্মফলভোগ-বাসনা একেবারে নির্ম্মূলিত হইলেই

স্বরূপাবস্থিতির কোন ব্যাঘাত হয় না। আত্মনিবেদন-প্রভাবে শরণাগত ব্যক্তির কৃষ্ণস্মরণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা নিজস্বভাবের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়; গুণজাত জগতের অহঙ্কারে অভিনিবিষ্ট না হইয়া অনাদ্যবিদ্যার হস্ত হইতে অবসর লাভ করেন। ইহাই সাধনের সিদ্ধি।

ভারতবর্ষে অবস্থিতিকালে সেবোন্মুখ জনগণের ইন্দ্রিয়ের দাস্য করিতে হয় না বলিয়া তাঁহাতে স্বাস্থ্য নামক চিদ্‌গুণ দেখা যায়। তিনি জড়ভোগের বিষয় রক্তকীটের সেবাকার্য্যে কালক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণসেবার উপযোগী বিষয়সমূহই তাঁহার অভ্যর্থনার বিষয় হয়। ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকৃপা-লাভের চেষ্টাই বলবতী হয়। ইতরাভিলাষ ত্যক্ত হওয়া নবনব নূতন উৎসাহ তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা গানে তাঁহার রুচি পরিলক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক ত্রিগুণের অতীত নিত্যানন্দের চিন্ময় গুণ কীর্ত্তন করিতে, স্মৃতিপথে আনিতে ও শ্রবণ করিতে সমধিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবৎ সংসারের অন্যতম সেবক হইয়া নিত্যকাল স্বরূপে অবস্থিতিই অজাতরতি সাধারণের সহিত তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে।

গুণজাত জগতে অবস্থিতিকালে গুণের বিচারে সদসদ্‌বিবেক অর্থাৎ নিত্যানিত্যবিবেক, চিদচিদ্‌-বিবেক অর্থাৎ মিশ্রামিশ্রচেতনবিবেক ও আনন্দ-বিবেকের পরিবর্ত্তে সুখদুঃখবিবেকের ধূম্রসমূহ তাঁহাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করায়।

তমোগুণতাড়িত বিকৃত চেতন তাঁহাকে অনেক সময় প্রকৃতিগামী বা মায়াবাদী করিয়া তুলে। রজোগুণ-তাড়িত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্নমনোরথের রচিত রাজ্যে ভ্রমণ করায়। ভগবদ্‌বিস্মৃতি-জন্য অমঙ্গলরাশি আসিয়া গুণাতীত বদ্ধজীবকে অভিভূত করায়। রজোগুণ-দ্বারা তমঃপরিহারাকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে সত্ত্বের আবাহন স্বভাব হইতে আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বাবির্ভাব প্রবৃত্তিরাজ্য হইতে ক্রমশঃ বদ্ধজীবকে অবসর দেয়। ইহারই চিত্রে 'বৈরাগ্য' শব্দটির আবাহন।

তাদৃশ বৈরাগ্য যদি ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি না দেয়, তাহা হইলে ইতর প্রচেষ্টা ও বিতণ্ডা আসিয়া বদ্ধজীবকে পুনরায় দুরন্তপার তমোরাজ্যে ডুবাইয়া দেয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব রজস্তমোগুণদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে অবিমিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জড়ভোগ-রাজ্য হইতে অবসর দিয়া নির্গুণভাব অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবর্জ্জিত বিচিত্রতার আবাহন করায়। তখনই তিনি গুণজাত জগদ্দর্শন না করিয়া বৈকুণ্ঠ দেখিতে থাকেন।

বৈকুণ্ঠের তুলসীর আঘ্রাণ লাভ করেন। বৈকুণ্ঠের স্রগ্‌গন্ধ তাঁহাকে কলুষপর্য্যায়ে অবনামিত করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠস্পর্শ ঘটিলে শীতোষ্ণাতি-শয্যের অপ্রার্থিত অমঙ্গল তাঁহাকে গ্রাস করে না। অভাবরাজ্যের স্বভাব, অনুপাদেয় রাজ্যের প্রলোভন, কুণ্ঠরাজ্যের আবদ্ধতা বৈকুণ্ঠে টানিয়া লইবার দুষ্পিপাসা তাঁহার মস্তিষ্কের উষ্ণতা সাধন করে না। তখন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বাত্ম-স্নপিতভাবের উদয় হয়। কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার যোগ্যতা-কাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রুতিগত হয়। সেই শ্রুতির পরিচালনা-ক্রমে জড়রূপ-মোহ, জড়গুণাকর্ষণ, জড়-সঙ্গ-লাভ-স্পৃহা, জড়চিন্তা এবং ভোক্তৃত্বের অভিমান থাকে না।

গুণজাত জগতে অবস্থান-কালে জীবের বৈকুণ্ঠের শব্দ, রূপ, গুণ, পরিকর ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনার বিষয় হয় না, অনুপাদেয় ব্যাপারে চিত্ত ধাবিত হইতে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মধুরিমা বদ্ধজীবের চিত্তবিনোদনের বিরোধী হইয়া পড়ে। নিখিল সদ্‌গুণ, নিখিল চিদ্‌গুণ ও নিখিল আনন্দগুণের ধারণা দুঃখাবরোধক পরিচ্ছিন্ন সুখ, অসম্পূর্ণ জ্ঞানাভাসের

অজ্ঞান এবং কালক্ষোভ্য বিচারে বৈকুণ্ঠানুরাগ বা মুক্তাবস্থার প্রতীতি নহে। সুতরাং গুণজাত জগতের প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিপরীত দিকে বৈকুণ্ঠ-সেবক হইবার চেষ্টাই উভয়ের তারতম্য-বিচারে জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ—এই কথা যিনি বুঝাইয়া দেন, তিনি জড়নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ বা মায়িক ভোগরত জনগণের গুণজাত কুণ্ঠার ধ্বংস সাধন করায় তাঁহাকে মহৎ বা 'গুরু' বলা হয়।

আর যিনি জড়াতীত বৃহদভিমানে সেবাবৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠভক্ত হইতে পৃথক্ গুণতাড়িত অহঙ্কারী ভোগী কোন মতেই উপাদেয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান"

কৃষ্ণজ্ঞান-বিস্মৃত অণুচিৎ জীব দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ ত্রিতাপের বশীভূত। সেই ত্রিতাপদগ্ধ ভূমিকায় মনোধর্ম্ম-যুক্ত হইয়া 'আমি ভোগী ও আমার ভোগ্য জগৎ'—এই বিচার করিয়া উক্ত বিমুখ জীব অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হন। যে কালে রজস্তমোগুণ-প্রতীতিরূপ দ্বৈতজ্ঞান অধোক্ষজ ব্রহ্ম-নন্দনরূপ বিশুদ্ধসম্বোধ ভগবানের জ্ঞান হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করে, তৎকালে জীবের অধিকারচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। উহাই বাস্তব বস্তুতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভোগ-প্রতীতি। কৃষ্ণভোগ্য বস্তু অধোক্ষজে অবস্থিত। সেই সকল ভোগ্য-বস্তু অতদ্র ভোগ বস্তু নহে। কৃষ্ণের অবিস্মৃতি-জন্য গুণত্রয়ের বা মঙ্গলের প্রকাশ। কৃষ্ণবিস্মৃতির ফল অভদ্র বা অমঙ্গল লাভ। উহা ঔপাধিক মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। অধোক্ষজানা-বস্থিতি বা স্বরূপাবস্থিতিতে 'মন্দ' বলিয়া বস্তুজ্ঞানে ভ্রান্তির উদয় হয় না। যেখানে অবাস্তব দ্বিতীয় বস্তুর প্রতীতি, তথায়ই ভ্রান্তি। কৃষ্ণের প্রতীতিতে যে ভাল বা মিশ্র-সত্ত্বের জ্ঞান, তাহা ভ্রমাত্মক বা মনোধর্ম্ম।

এতৎপ্রসঙ্গে—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।"

—শ্লোকটি (ভাঃ ১২।১২।৫৫) আলোচ্য।

মন—অষ্টধা প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থা-বিশেষ। সেই মনের ধর্ম্মেই অভদ্র বা অমঙ্গলের জ্ঞান অবস্থিত। অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠে মন্দ (imperfection) বলিয়া কোন প্রতীতি নাই, তথায় সমস্তই কেবল ভাল। এমন কি, বিপ্রলম্ভও তথায় কেবল ভাল। কিন্তু জড়ে বিপ্রলম্ভ মন্দ।

"শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা"

আজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বা জয়ন্তী, আগামী কল্য শ্রীনন্দোৎসব। এই উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে হরিকীর্ত্তনোৎসব হইতেছে। আচার্য্য জানাইয়া-ছেন, "শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা", কিন্তু তাঁহার এই বাণী—আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থ ও পরিণামে পরমদুঃখকর সম্ভোগের পিপাসায় শ্রীকৃষ্ণের এক একটি ক্ষুদ্র নকল সংস্করণ সাজিয়া বসিয়াছি। পরাৎপর-কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে অসুর-কৃষ্ণের জন্য আমাদের অস্মিতাকে গ্রাস করিয়াছে।

সম্ভোগে মত্ত হইয়া আমরা কেহ মনে করিতেছি, কৃষ্ণ-ভজনের প্রয়োজন কি? আমরাই জগতের অধিতীয় ভোক্তার পদবী গ্রহণ করিব। আত্মম্ভরি এই ভোক্তার পদবীর জন্যই আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেছে—ইহাই তাহাদের কর্ম্মের প্রেরণা। কেহ বিদ্যার কৃমি হইয়া সেই পদবীর অনুসন্ধিৎসু, কেহ বা মানুষের মধ্যে উচ্চপদ, সম্মান, আভিজাত্য, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়া সেই স্তরে ধাবিত। কখনও আর্ম্মেনিয়ার কাপ্তান, কখনও প্রেসিডেন্ট চ্যান্সলার হিটলার, কখনও আর কোনও রাষ্ট্রনেতা,

কখনও জাতীয় আন্দোলনের নায়ক, কখনও সমাজ-সংস্কারক, কখনও ধর্ম্মের উপকর্ত্তা—পরাধী, কখনও কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, বৈমানিক, কখনও চাষা, কখনও পাচক, নর্ত্তক, বাদক, কথক, কখনও বা পেটেন্টিয়াটী, কখনও তুড়িক-পীড়িত, কখনও ভূমিকম্পে, বন্যায় গৃহহীন, স্বজন-হীন, সম্পদ্ হীন, কখনও কৃষক, কখনও শ্রমিক, কখনও ধনিক, কখনও জড়প্রেমিক—কতরূপে আমরা সম্ভোগে মত্ত হইয়া কৃষ্ণতত্ত্বের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি।

কৃষ্ণের তত্ত্বের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই রাখি নাই। আমাদের জন্মমরণমালাই আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা জীব-তত্ত্ব বা মানবের জন্ম ও মৃত্যুর তত্ত্ব গণনা করিতেছি, বক্তা ও শ্রোতৃবর্গের সংবাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, আবার সুখে থাকিবার সময় নানা-প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম সম্ভোগ-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছি; আমাদের হৃদয়ে সম্ভোগের অঙ্কুর প্রতিমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কৃষ্ণের জন্মে আমাদের প্রয়োজন কি?

বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বসুদেবের হৃদয় না হইলে অজ ভগবান্ বাসুদেব আবির্ভূত হন না। আমরা এ সকল কথার মুহূর্ত্তের জন্য কাণও দিই না, কাণ দেওয়া কোন প্রয়োজনও মনে করি না। শাস্ত্রের শাসন-বাণীগুলিকে শিশুগণের উপযোগী ভূতের ভয় দেখাইবার মেহেনী ভড়ার মত মনে করি! প্রত্যক্ষ আপদ-বিপদে পতিত হইয়া সাময়িক বিভীষিকায় নিষ্পেষিত হই বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই 'কুকুরের লেজ বাঁকিয়া যায়'!

কখনও আস্তিকের সজ্জায়, কখনও নৈষ্ঠিকের সজ্জায় কখনও নাস্তিকের সজ্জায় কৃষ্ণতত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া থাকি। গীতার "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" (৪।৬, ৯) প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-বাণী-সমূহের আস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়াও বিকৃত অর্থ করিয়া থাকি—অজের নিত্য জন্মলীলার অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার করিতে না পারায় আমাদের আস্তিকত্বের অভিমান যে প্রকৃত নাস্তিকত্বে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আস্তিক অভিমান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তমকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির গণ্ডির অন্তর্গত করিতে চাহি। আবার নৈষ্ঠিক হইয়া বলি,—নীতি-দ্বারা জাগতিক সুবিধাবাদ সংরক্ষিত হয় বলিয়া নীতিই ঈশ্বর—পৃথক্ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। আবার ঈশ্বর মুখে স্বীকার করিলেও শ্রীকৃষ্ণই যে পরাৎপর স্বয়ংরূপ ভগবান্ তাহা স্বীকার করিলে সাম্প্রদায়িকতা হইয়া যাইবে, সুতরাং বহু তথাকথিত ধার্ম্মিক অর্থাৎ জাগতিক সুবিধাবাদীর সহিত পাকের থাকিবার জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরতত্ত্বের পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ভাবিয়া লই।

সম্ভোগ-বাদের অসাধ্য চারিদলার ঝোপ-জঙ্গল, উইয়ের ঢিবি, কাঁটা ও ভোগ-বাসনার জন্ম-জন্মান্তরের ধর্ম্ম পচা জল প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরাইতেই আমাদিগকে সাধুগণের অমূল্য উপদেশ ও প্রয়োচনা প্রদান করিতে হয়। আমাদের বিশুদ্ধসত্ত্বে কৃষ্ণের জন্ম-লীলার বৈচিত্র্য দেখিবার আর সময় থাকে কই? কৃষ্ণ-জন্মের কাব্যে কত অনুভব বৈচিত্র্য আছে, কৃষ্ণের মায়ামুক্ত আত্মার কত চমৎকারময়ী স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা আছে, কত সেবানন্দ ব্রহ্মানন্দকেও তিরস্কার করিয়া তাহার মস্তকে নৃত্য করিতেছে, তাহা আর আমাদের দেখিবার সুযোগ হইল কই? আমরা পশুপক্ষীর, ইতর প্রাণীর সম্ভোগ-বাদে আত্ম হারাইয়া ফেলিলাম, না হয় সাধুত্ব ও ধার্ম্মিকতা বলিতে পশু-জীবন হইতে সামান্য নিষ্কৃতি লাভকেই মানব-জীবনের সার্থকতা মনে করিয়া লইলাম; মানব-জীবনের চরমফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা শিক্ষা দিবার মত লোক যেরূপ সুবিরল, আমাদের বহির্ম্মুখতার তৃপ্তিও তদ্রূপই দুর্লভ্য।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় চর্ম্মধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ও তদ্বিগ্রহা দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃতহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।১৩) বলা হইয়াছে যে, পুরুষোত্তম যেরূপ আনন্দময় চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকী-দেবী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধ-দীক্ষাবিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ সর্ব্ব-মূল-স্বরূপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত শ্রীহরিকে মনোময়ে পুত্ররূপে

ধারণ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেম-কেতুই শ্রীবসুদেব-দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত ব্যক্তির জন্মের ন্যায় নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত জন্মশীল শিশু সর্ব্বতোভাবে দিগ্‌বসন হইয়াই মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন ভাগবতীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত, কিরীট-কুণ্ডলাদি নানালঙ্কারে ভূষণে বিভূষিত, অপরিমিত কেশদামযুক্ত ও পীত-বসন-পরিহিত। প্রাকৃত বালক কখনও মাতৃকুক্ষি হইতে বসনাদি-পরিহিত বা অলঙ্কারাদি-বিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপের ন্যায় অলঙ্কার-বিভূষণাদিরও নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের এইরূপ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাবের কারণ শ্রীভগবান্ স্বমুখে জানাইয়াছেন। বিভুত্বই তাঁহার স্বরূপ, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-বাৎসল্যরসসিক্তহৃদয়ে পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ করাইবার জন্যই তিনি চতুর্ভুজরূপ প্রকট করিয়াছিলেন।

যে সময় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, সেই সময়ই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। জীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-নিশার মধ্যভাগে বর্ষাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রতিবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হয়। বর্ষাকালেই হরিশয়ন ও ভাদ্র-শুক্লাষ্টমীর মধ্যরাত্রে তাঁহার প্রকট কাল। 'জয়ন্তী' বৃষভানু-নন্দিনী শুক্লাষ্টমী দিবসে মধ্যাহ্নে প্রতিবর্ষে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণজন্মদিনের পশ্চাতে তাঁহার আবির্ভাব-কাল। জন্মজন্ম—নিত্য, তাই প্রতিবর্ষে জন্মদিনের আবির্ভাব-দিবস নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নহে—ইহা নিত্য সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও জয়ন্তী মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি অচৈতন্য জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব করাইয়া চৈতন্য-দানের জন্য কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবকের ভাব ও কান্তি লইয়া কৃষ্ণের পূর্ব্ব সম্ভোগের দিনে অর্থাৎ ষোড়-পূর্ণিমাতে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের সম্ভোগ ও কৃষ্ণসেবকের বিপ্রলম্ভময় ভজন শিক্ষা দিবার জন্যই সম্ভোগমূর্ত্তি হইয়াও বিপ্রলম্ভের ভাব ও কান্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণজন্মবাসরে গৌড়ীয়-আচার্য্যবর্য্য শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভুর অনুগত্যের শ্রীচরণ-সান্নিধ্য মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের জয়গাথা-গানের যোগ্যতা ভিক্ষা করিতেছি—

"যদ্বৈষ্ণবং ব্রহ্মপদমিহি তদপ্যাস্ত তদ্ভুবি।
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ন স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

(৩)

একাদশ বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি। অর্চ্চন, শ্রীহরিনাম, শ্রীনামের জপ ও কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তন্মোচনোপায়, ভক্তি-মাহাত্ম্য ও শরণাগতি। ইহাতে জপ হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অর্চ্চন হইতেও হরিনাম-কীর্ত্তনের অধিকতর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই একবাক্যে বিষ্ণু-নামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ছয়প্রকার শরণাগতির বিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে।

দ্বাদশ বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—একাদশী-ব্রত-পালন-বিধি। একাদশীতে অন্নগ্রহণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ শাস্ত্রে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর, গুরুদারগামীরও তদ্রূপ পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের এক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে আহার করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধি নাই। ভীষণ বিপদে, বিপুল আনন্দের মধ্যে জননাশৌচ মরণাশৌচেও একাদশী-ব্রত পরিত্যাগ করিতে হইবে না। যাঁহাদের বয়স আট বৎসরের অধিক ও আশী বৎসরের মধ্যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই একাদশী-ব্রত পালন করিবেন। উপবাস-বিষয়ে নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন বাদ দিয়া দ্বাদশীর দিন মধ্যাহ্ন-দানের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ব্যাধিগ্রস্ত ও শিশুপ্রসব

ধাত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের জন্য কেবলমাত্র অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। দশমীবিদ্ধা একাদশী বৈষ্ণবগণের পুণ্যতিথী, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাহারা দশমীবিদ্ধা-একাদশীতে উপবাস করে, তাহাদিগকে ভগবদ্বিদ্বেষী বলিয়া জানিতে হইবে। সন্দেহস্থলে একাদশী পারত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ বিলাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—উপবাস ও মহাদ্বাদশী-ব্রত-বিধি। হরিবাসরে রাত্রি জাগরণ করিয়া হরিকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই আটটি মহাদ্বাদশী।

চতুর্দ্দশ বিলাসে—বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন বিষ্ণুরূপের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু প্রত্যেক মাসের অধিদেবতা, এক এক মাসের নামগুলি বিষ্ণুর হইয়াছে। যাহাতে মনুষ্যজীবনের হরিসেবা-ব্যতীত ব্যর্থ না যায়, এজন্য প্রত্যেক মাসের কৃত্য নিরূপিত হইয়াছে। ঐ সকল মাসে ভগবানের বিভিন্ন উৎসবাদি হরিসেবারূপ কৃত্য উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ বিলাসে—নির্জ্জলা একাদশী ব্রত-মুদ্রা-ধারণ, চাতুর্ম্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী (অর্থাৎ শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন) তিথি, শ্রবণাদ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়াদশমী প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জন্মাষ্টমীতে সপ্তমীবিদ্ধ ব্রত পরিত্যাজ্য।

ষোড়শ বিলাসে—কার্ত্তিক-কৃত্য বা দামোদর (ঊর্জ্জ) ব্রত, দীপদানাদি, গোবর্দ্ধন-পূজা, হরিপ্রবোধন-কৃত্য, রথযাত্রা-বিধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কার্ত্তিকমাসে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিকব্রত করিতে নাই, তীর্থস্থানে অর্থাৎ গুরু ও বৈষ্ণব-সন্নিধানেই তাহা অনুষ্ঠেয়। মথুরায় কার্ত্তিকব্রতের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তদশ বিলাসে—পুরুষচরণ, জপ, ও মালা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে।

অষ্টাদশ বিলাসে—বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্নানাদি বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

বিংশ বিলাসে—শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-বিধি, জীর্ণবিগ্রহ-সংস্কার, তুলসী-বিবাহ ও প্রতিষ্ঠা-বিধি এবং ঐকান্তিক ভক্তগণের কৃত্য বর্ণিত হইয়াছে। স্থপতিবিদ্যা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া কিরূপে সার্থকতা-মণ্ডিত হইতে ও উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তাহা ভগবন্মন্দির-নির্ম্মাণাদির ব্যবস্থার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।

হরিভক্তিবিলাস এই বিংশতি বিলাসেই সম্পূর্ণ। ইহাতে অনুষ্ঠানাদী ও কর্ম্মপ্রবণ সাধারণব্যক্তিগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপকে ক্রমশঃ হরিসেবার উন্মুখী বা ভক্তিপর করিবার একটি চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং ইহার সর্ব্বত্রই যে ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণের কৃত্য নির্ণীত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির আদর্শে ক্রমশঃ অনুপ্রাণিত হইবার প্রেরণা প্রদানই হরিভক্তিবিলাসের যাবতীয় অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। **ঐকান্তিকগণের জন্য একমাত্র শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনমুখে স্মরণই উদ্দিষ্ট হইয়াছে;** কেন না তাহাই আত্মার নিত্যধর্ম্ম অর্থাৎ অব্যবহিতা হরিসেবা। ইহা হরিভক্তি-বিলাসের উপসংহারে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

হরিভক্তিবিলাসে গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন—

> যোযোবিশেষোঽপেক্ষ্যঃ স্যাদস্মাভোঽপি লিখিতেষ্বিহ।
> তত্তচ্ছাস্ত্রাৎ স স জ্ঞেয়ো নিত্যরাক্ষ স্তরোর্মুখাৎ॥
> সন্ত্যন্যেঽপি সদাচারা বহবঃ শাস্ত্রলক্ষিতাঃ।
> ন লিখ্যন্তেঽত্র তে সর্ব্বে গ্রাহকাভাবতোঽধুনা॥
> কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
> লিখিতানি ন তু ত্যাক্তপরিগ্রহমহাত্মনাম্॥
> অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্ত্বসিদ্ধয়ে।
> প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তির্হি সদাচারৈকসাধনা॥
> তেষাং চ পূর্ব্বলিখিতাৎ কৃত্যানেকাদ্বি লক্ষণাৎ।
> বাক্যিং ঘাতাদ্যথাপ্যত্র লিখ্যন্তেঽল্পানি তানিচিৎ॥
>
> —হঃ ভঃ বিঃ ২০।৯৬-৯৭

তাৎপর্য্য—এই গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের মধ্যে অথবা অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ জানিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা যথাযথ শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্র হইতে জানাই উচিত। শাস্ত্র-বিহিত অন্যান্য বহু সদাচার আছে, অধুনা অনুশীলনকারীর অভাব-হেতু তাহা এখানে লিখিত হইল না। এখানে

প্রধানতঃ সজ্জন, ধনশালী, গৃহস্থগণের করণীয় কৃত্যই লিখিত হইয়াছে। একান্ত উদাসীন মহাত্মগণের সম্বন্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছুই লিখিত হয় নাই, তবে তাঁহারাও এই সকল সদাচারে উদাসীন নহেন, কেননা সদাচারই ভক্তির একমাত্র প্রাণ।

এখন গ্রন্থকর্ত্তা সংক্ষেপে ঐকান্তিকগণের কৃত্যের তাৎপর্য্য ও বিধি নির্দ্দেশ করিতেছেন—

অথৈকান্তিকৃত্যম্—

প্রাক্ প্রেমভক্তিসম্পত্তেশ্চিহ্নানি লিখিতানি হি।
তাস্তেষ্বৈকান্তিনাং প্রায়ো জ্ঞানকানি বিদুর্ধাঃ॥
সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থমূলচ্ছিদে।
দুর্ন্যাঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া বয়স্পর্শনে বরম্॥

উক্তমেকাদশে ভগবতা—

জ্ঞাননিষ্ঠা বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকম্।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥
একান্তিতাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

যথা কথমপি শ্রীমান্ শ্রীকান্তং সমুপাশ্রিতঃ।
কুরুতেঽখিলপাপানাং প্রলয়ং কিং পুনর্ব্রতৈঃ॥

বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বলব্ধানাং সদৈব বিমলা মহিঃ।
পরিতোষায়তে বিষ্ণুং নোপবাসোঽজিতাত্মনঃ॥
কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ স্নানহোমজপব্রতৈঃ।
যেনেন্দ্রিয়গণো ঘোরো নির্জ্জিতোঽদুষ্টচেতসা॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা শান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
বাসুদেবপরো নিত্যং ন ক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি॥
যে স্মরন্তি সদা বিষ্ণুং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
তে প্রয়ান্তি ভয়ং ত্যক্ত্বা বিষ্ণোর্লোকমনাময়ম্॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্॥
এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃতমন্যন্ন রোচতে॥

তাবেন কেনচিৎ শ্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
প্রায়েণৈষাং স্বয়ন্ত্রেণ স্বয়মেবৈব তদ্বিধিঃ॥
বিধিভেদেষু নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাস্তেকান্তিনাং জাতি বাধাস্যাং লিখিতং হি তৎ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ২০।২৮

তাৎপর্য্য—ইতঃপূর্ব্বে প্রেম-সম্পত্তির লক্ষণ-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে, সুধীগণ তাহাকেই একান্তিভক্তগণের লক্ষণ বলিয়া জানেন, সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং যাহা সকল অনর্থের মূল, সেই প্রতিষ্ঠারূপ বিষ্ঠার যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে সমধিক যত্ন করাই শ্রেয়ঃ। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যিনি বাহ্য-বিষয়ে উদাসীন, যিনি সম্বন্ধ-জ্ঞান-নিষ্ঠ, যিনি মুক্তি-কামনাকে উপেক্ষা করিয়া মত্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি-সহ আশ্রম-ধর্ম্ম-সমূহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শাস্ত্রের বিধি-নিষেধে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বত্র হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্তভাবে পরিনিষ্ঠিত হইলে ভক্তি স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদের আর ভক্তি-বিঘ্নকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? আমার ঐকান্তিক ভক্তগণ প্রকৃতির অতীত, তাঁহারা সমচিত্ত ও সাধু, বিধি-নিষেধ-জনিত পাপ-পুণ্যাদি সেই অপ্রাকৃত পুরুষগণকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে কোনরূপে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই মানব শ্রী-যুক্ত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিতে পারে, সুতরাং তাহাদের আর ব্রতাদির প্রয়োজন কি? জিতেন্দ্রিয়গণের বিষয়মতি শ্রীহরির প্রীতি-কারিণী, অজিতেন্দ্রিয়গণের উপবাসাদির দ্বারাও কিছু আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না, কেননা সতত হরিসেবাবিমুখ তাহাদের হরিপ্রীতি নাই।

জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে তীর্থ-স্নান, হোম, জপ ও তপস্যাদিই বা আবশ্যক কি? যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া হরিপ্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি সতত শান্ত, সর্ব্বভূত-হিতৈষী ও হরিপরায়ণ তাঁহাকে কখনও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে সকল ব্যক্তি প্রাতঃকালে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা আনুষঙ্গিকভাবেই সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। যে সকল একান্তিভক্ত এই প্রকারে পরমানন্দভরে শ্রীহরিকে

কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কৃত্যের অনুষ্ঠানে তাঁহাদের রুচি হয় না, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মবৃত্তির যে কোন স্বাভাবিক ভাবে তাঁহাদের প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তির পাদপদ্ম-সেবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদের স্বীয় অভীষ্ট-মন্ত্র ও প্রেমরসের প্রভাবেই সেই অভিলাষ জন্মিয়া থাকে। তাঁহারা স্বতঃই বিহিত-নিত্য-সেবায় প্রবর্ত্তিত হন, এজন্য তাঁহাদিগের শাসন বা বিধির আবশ্যক হয় না।

শ্রীভক্তি-বিলাসের সর্ব্বশেষে গ্রন্থকর্ত্তা এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন—

সদাচারপরাস্তে যে নরা ভক্তির্যামোদরভক্তাপেক্ষয়া।
তদীয়পাদাব্জরজঃকণার্থং কদা তত্রৈস্তু শিরোঽধমস্য মে॥
শ্রীনন্দনন্দনসুকুন্দপদারবিন্দপ্রেমামৃতাভিরসকুল্লিল-
মানসা যে।
নানার্থবুদ্ধমধুসংঘযুতে ন চ বং ভেষাং
পদাব্জমকরন্দমধুব্রতঃ স্যাম্॥
—হঃ ভঃ বিঃ ২০।১৮

—যে সকল লোক শ্রীদামোদরের ভক্তির অপেক্ষায় সর্ব্বদা সদাচার-পরায়ণ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের পাদ-পদ্মের ধূলিতে কবে আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির মস্তক ভূষিত হইবে? যাঁহাদের চিত্ত শ্রীনন্দনন্দন মুকুন্দের পাদপদ্ম-রূপ প্রেমরসামৃতের রসে পরিপূর্ণ হইয়া অন্য কোন প্রকার স্বার্থ-বিষয়ের অনুসন্ধান করে না, আমি তাঁহাদের পাদপদ্মের মধুপানের জন্য ভ্রমর হইতে অভিলাষ করি।

গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থনির্ম্মাণ বা সমাপ্তির কোন তারিখ নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে গ্রন্থের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের কথা আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং মাথুর-মণ্ডলে এই গ্রন্থ রচিত হয়। বিশেষতঃ কাশীশ্বর, লোকনাথ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কতকজন গৌড়জনের নাম গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করায় অনেকে বলেন যে, ইঁহাদের প্রকট-কালে গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ হইয়াছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

আমরা ইতঃপূর্ব্বে "সাহিত্য-সংবাদ" শীর্ষক স্তম্ভে আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে অনেক অনুমানিক পরিকল্পনার কথা জানাইয়াছি। চণ্ডীদাসের ন্যায় বিদ্যাপতিকে লইয়াও ঐ জাতীয় সাহিত্যিক-সমাজে ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। অনুমান ও আন্দাজি কথা, বিবেষ্টী ও সহজিয়া-সম্প্রদায়ের প্রণত্ত উপকরণের দ্বারা এই খেলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। বহির্ম্মুখ কৌতূহল-নিবৃত্তি ও সাহিত্যিক বাহাদুরী জাহির করিবার অবশ্যম্ভাবী চেষ্টাই ইহার উদ্দেশ্য।

গত শ্রাবণ মাসের মাসিক 'বসুমতী'তে "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক এক প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "কীর্ত্তিলতার ভূমিকা" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত) হইতে উদ্ধার করিয়া বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে জানাইয়াছেন যে, "বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কতিপয় পদ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি মিথিলা, বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত্ত ও শাক্তোপাসক ছিলেন অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা—এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন। তিনি যেমন কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়েও অনেক পদ লিখিয়াছেন।"

সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক নাকি বিদ্যাপতির লিখিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী বা দুর্গাপূজার বিধি-ব্যবস্থার একখানা পুস্তকের কথাও জানেন।

ডক্টর শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি হইতে তিনি আরও সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "বিদ্যাপতি যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণের নাম-গন্ধও করেন নাই; কিন্তু যখন মৈথিলী ভাষায় গান রচনা করিয়াছেন তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর'।

ডক্টর শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি হইতে উক্ত প্রবন্ধ-লেখক আরও জানাইয়াছেন,—"বিদ্যাপতি ছিলেন—রাজকবি। রাজারা বা রাজসভাসদ্‌গণ যেমন ফরমাইস করিতেন, তিনি তেমনি গান লিখিতেন। অনেক সময়ই বিদ্যাপতিকে,

কবিরাজকর্ত্তাকে শ্যাম ও তাহার সোহাগিনীকে রাধা সাজাইতে হইত। তাই বলিয়াই বিদ্যাপতির এত আদরের গান সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কীর্ত্তন লিখিতে বসেন নাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া বই লিখিতেও বসেন নাই। ইদানীন্তন বৈষ্ণবেরা বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব-কবি সাজাইয়া তুলিয়াছেন, ... বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি শাক্তোপাসক ছিলেন, বিশেষ বৈষ্ণব-ভাব তাঁহাতে নাই বলিলেও হয়। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্য্যের খনি।"

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক যিনিই হউন, আর তিনি ভাগ্নতিক প্রবিতনামা যত বড় প্রত্নতাত্ত্বিকেরই অনুসন্ধান ও যুক্তিযোগ-কল্পনাকে অথবা নানা প্রমাণ-পরিপূর্ণ উপকরণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতকে বহুমানন করুন, আমরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য ভাগতিক সম্মান প্রদান করিয়া একটি মাত্র অভ্রান্ত ও সমীচীন যুক্তি দেখাইয়া বলিব যে, যদি বিদ্যাপতি রাধার একজন 'জোহুকুর' ভৃত্যই হইবেন অথবা অর্থলুব্ধ আজ্ঞাবাহক বা খিদ্‌মদ্‌গারের মত করমাইসকর্ত্তাদিগকে এক একটি শ্যাম (?) ও তাহাদের বিলাসিনীগণকে এক একটি রাধা (?) সাজাইয়া তৎসম্বন্ধে কাব্যের ফোয়ারাই সৃষ্টি করিবেন এবং স্বয়ং অন্তরে কর্ম্মকাণ্ডের কিঙ্কর স্মার্ত্ত ও শাক্তোপাসকই থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত কোন পদই অপ্রাকৃত রস-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল রায়ের স্বরূপ, শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেবের আনন্দ বর্দ্ধন করিত না। যে-সকল পদ কর্ত্তা কামুকাকামুকীর ছবির আদর্শের উপর অঙ্কিত হইয়াছে, সেই চিত্র কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের কর্ণামৃত হইত না। প্রবন্ধ-লেখকগণ যদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের * বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির প্রতি শ্রীল স্বরূপ দামোদরের আদর্শটি ভাল করিয়া অনুধাবন করিতেন, মনে হয়, তাহা হইলে এইরূপ অসম্বেত উক্তি তাঁহাদের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কেহ আশা করিতে পারিতেন না। বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবি শ্রীজগন্নাথদেবকে অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করা সত্ত্বেও তাহাতে রসাভাস-দোষ দেখিয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ প্রভু কিরূপভাবে তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র আমরা দেখিতে পাইয়াছি। আর পক্ষোপাসক স্মার্ত্ত—যাহারা স্বভাবতঃই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবত্বে অনভিজ্ঞ—রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রভৃতি যাহাদের প্রতিপদবিক্ষেপে অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ শ্রেণীর এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত সঙ্গীত কিরূপভাবে রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধহীন হইবে, তাহা কোন প্রাকৃত রসতত্ত্ববিৎ ও সিদ্ধান্তবিৎ ব্যক্তিই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। স্মার্ত্ত ও পক্ষোপাসকগণের চরম আদর্শ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা মায়াবাদ কাজেই সেই আদর্শে যাহার অন্তর গঠিত, সেরূপ জাতীয় কোন বিদ্যাপতির গানে যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দুষ্ট হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ছোট হরিদাস ছিলেন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া; কিন্তু যখন মহাপ্রভু শুনিলেন যে, ছোট হরিদাস কোন 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' করিয়াছেন, তখন তিনি ছোট হরিদাসের কীর্ত্তন শ্রবণ করা দূরে থাকুক, চিরজন্মের মত তাঁহার 'মুখ দেখা' করিয়া আদর্শ-শিক্ষা প্রচার করিলেন। স্ত্রী-সঙ্গী, বিদেশী কোন কবি বা সাহিত্যিকের কাব্য শ্রীচৈতন্যদেবের কোন দিনই চিত্ত রঞ্জন করিতে পারে না। সুতরাং "চৈতন্যদেব তাঁহার (বিদ্যাপতির) গান বড় ভালবাসিতেন, সুতরাং চৈতন্য-সম্প্রদায়ের সব লোকই বিদ্যাপতির ভক্ত ছিলেন" —এই উক্তিগুলি মঃ মঃ ডক্টর শাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্রিত বিদ্যাপতির সম্বন্ধে নহে অর্থাৎ শাস্ত্রী মহাশয় যে বিদ্যাপতি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন বা প্রত্নতাত্ত্বিকরঞ্জন-রশ্মিতে যে বিদ্যাপতির সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়াছেন, সেই বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিদ্যাপতি নহেন, উহা আর একজন বা বহু বৌদ্ধসহজিয়া কৃত্রিম বিদ্যাপতির অন্যতম। কারণ, ডক্টর শাস্ত্রী মহাশয়ও বলিয়াছেন,—"চৈতন্যের সময়ের এবং পরের অনেক পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির নকল করিতেন। ভাবের নকল ত' করিতেনই, অনেকে ভাষারও নকল করিতেন।"—(সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত কীর্ত্তিলতা', ভূমিকা—১৵০) আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইব যে, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল নকল সংস্করণের কোন না কোন এক স্মার্ত্ত, পক্ষোপাসক, কামিনী-কাঞ্চন-লোলুপ ধর্ম্মী লোকের খিদ্‌মদ্‌গার বা আজ্ঞাবাহক প্রাকৃত সহজিয়া বিদ্যাপতি নামধারী ব্যক্তিকেই সন্ধান

* অন্ত্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ

পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে নির্ভর করিয়াছিলেন। যে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অপ্রাকৃত বস্তুটি লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ অনুগ্রহপূর্বক অধোক্ষজ শ্রীগুরুকে সর্বসৌন্দর্য ও সর্বরসের খনিরূপে প্রাপ্ত হন নাই, সেইরূপ নাস্তিক ও নকল সাম্প্রদায়ের বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাপতি ছিলেন না।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্বপ্রকাশিত ৪৩শ সংখ্যার পর)

যেন অবতার প্রবৃত্তিপ্রায়ণ অধিকাংশ ব্যক্তিই যে ধর্মে ঐক্য ভোগের খুঁটিয়া আছে, সেই উপায় বা ধর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ হইবে। কেন না, উপায় যতই বিভিন্ন হউক না কেন, সেবাপরে তা' একই স্থানে উন্নীত হওয়া যায়। অতএব ভোগের সুখের উপাদানগুলি অনেকের কাছে কৃত্রিম বলিয়া কল্পিত হইলেও সুবিধাবাদী মানব-সম্প্রদায়ের ধর্ম হইয়া পড়িবে। বর্তমানে তথাকথিত সমন্বয়বাদের নামে তাহাই হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম সকলই সমান হইলে 'সনাতন ধর্ম' কথাটি বলিবার সার্থকতা কিছুই থাকে না। কারণ, আমরা অনেক সময় সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ে বলিয়া থাকি, ইহা অনাদি। খ্রীষ্টধর্ম বলুন, মুসলমান ধর্ম বলুন, বৌদ্ধ-ধর্ম বলুন, নব্য ব্রাহ্মধর্ম বলুন, সকল ধর্মই একটি নির্দিষ্ট সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু সনাতন ধর্ম তাহা নহে। যদি সকল ধর্মই এক হয়, তবে এই বৈশিষ্ট্য-নির্দেশের সার্থকতা, আর 'সনাতন' নামের উপযোগিতাই বা কি? কারণ যে কোন ধর্ম বিষয়ে 'ত' আমাদের কার্য চলিয়া যাইবে বা কার্য উদ্ধার হইবে। সনাতন, অসনাতন প্রভৃতি শব্দাড়ম্বরের বাহিরের খোসা লইয়া টানাটানি করা বা মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন?

এই তথাকথিত সমন্বয়বাদ সাত্বত-সনাতন-শাস্ত্র ও সনাতনধর্ম ব্যতীত অন্যান্য বহির্মুখবাদের সর্বযুগেই ন্যূনাধিক প্রচারিত ছিল। কেবল যে আধুনিক অত্যন্ত-বহির্মুখ জড়-সমন্বয়বাদের যুগে কিছুদিন হইল এই মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নহে। নানকও এক সময়ে প্রভুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা অভ্যাকাঙ্ক্ষা লইয়া মনীষী আকবরেরই ন্যায় তথাকথিত সমন্বয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। আকবরের পোষাক ছিল সোলাহুদি রাজকীয় পোষাক, কাজেই অধিক লোক তাঁহার 'দীন ইলাহি' ধর্মে প্রকৃতপ্রস্তাবে নাম লেখান নাই। কিন্তু নানক ফকির বা সাধুর বেশ নিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার অন্তরে রাজনৈতিক অভ্যাকাঙ্ক্ষা গুপ্ত থাকিলেও লোকে সেই মতকে ধর্মমত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনিও সংসার পরিত্যাগ করিয়া সকল সাধকের সাধনের প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন। "রামরহিম না ভুলাকর ভাই, দিলুকো সাচ্চা রাখ ভাই; 'হাজী হাজী' করতে রহো, দুনিয়াদারী রাখ ভাই" প্রভৃতি আধুনিক সঙ্গীতের বীজ পূর্ব পূর্ব অভ্যাকাঙ্ক্ষী ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দের শিষ্য কবীরও অনেকটা ঐ জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কবীর রামানন্দের বিচার-আচার হইতে পরবর্তিকালে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামানন্দ স্বামীর আচার্য শ্রীরামানুজের বিচার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নির্বিশেষবাদিগণের সহিত ভক্তির মৌলামিশি দিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঘুনাথ-ভট্টের সাময়িক সঙ্গী কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক রামানন্দী রামদাসকে আদর করিতে পারেন নাই। কবীর, নানকাদির মতবাদসমূহ সনাতনধর্ম বলিয়া গৃহীত হয় নাই, কেন না, তাহা কোন কালবিশেষে সৃষ্ট এবং সাত্বত সনাতন-সম্প্রদায়ের শ্রৌতধারার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় নাই। ঐ সকল মনোধর্মাবলম্বিগণকে এই জন্য 'পন্থী' নামে অভিহিত করা হয়, যেমন—নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী ইত্যাদি।

আধুনিক কালে যে তথাকথিত সমন্বয়বাদ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাও 'সনাতনধর্ম'-পদবাচ্য হইতে পারে না; কেন না, সেখানে সনাতন শাস্ত্র বা সনাতন সাত্বত সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ আনুগত্য নাই। যাঁহার যেটি খেয়াল, যাঁহার

যেটি রুচিতে প্রিয় বোধ হয়, যাঁহার যেটি স্বতন্ত্র ইচ্ছা, সেরূপভাবেই তাঁহার ধর্ম্মমত ও তথাকথিত সাধনভজনের প্রণালী তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। রোগীর রুচি-অনুসারে রোগীর ডাক্তার ঔষধ নির্ণয় ও ব্যবস্থা করিবার প্রণালী ঐ সকল সমন্বয়ের ধর্ম্মমতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কেহ সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া মৎস্য-মাংসাদিই ভোজন করুন, কেহ বা নিরামিষই ভোজন করুন, কেহ বা শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বনের কথা মুখে বলিয়া তাঁহার মত-বিরোধী আচারেই গ্রহণ করুন,—সবই সমান। "আপ্‌রুচি খানা, পরকচি পরণা" এই লৌকিক প্রবাদটির ন্যায় ধর্ম্মটি নিজের রুচির সম্ভোগের জিনিষ। কিন্তু অকপট নির্ভীক বাস্তবতা এই যে,—ঐরূপ নানাপ্রকার মত-কল্পনা, স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রেয়ো-বিচারের খিচুড়ী করিয়া যে তথাকথিত সমন্বয়বাদের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইবে, তাহাকে 'সনাতন ধর্ম্ম' বলা যায় না; পরন্তু উহাকে মনোধর্ম্মপন্থীদিগের মতেরই অপরসংস্করণ বলা যাইতে পারে।

যাহাতে বা যে ধর্ম্মের অভিনয়ে স্বতন্ত্র ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার ইন্ধনরাশি প্রচুর, জগতের বহির্ম্মুখসঙ্গ স্বভাবতঃই তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হয়। ধর্ম্মের নাম করিয়া যদি যাহা খুসী তাহা চালান যায়, তাহা হইলে বিকৃত-স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রিকা তাহাকে আদর করিবে না কেন? যে মতে সনাতন-শাস্ত্রের আদিষ্ট 'তিলকমালা-মালা' পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে মনঃকল্পনা-খাওয়া স্বতন্ত্র ধার্ম্মিক সাজা যায়, একাদশীতে মৎস্যমাংস ভোজন, স্ত্রীসম্ভাষণাদি করিয়াও সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখা যায়; জগন্নাথের কালিকা-মহাপ্রসাদের সঙ্গে 'পাঁঠার ঝোল' মিশাইয়া (!) * মহাপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি—এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করা যায়; যাঁহাদের বিচারে একাদশীতে উপবাস বা মৎস্য-মাংস-ভোজন উভয়ই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, কারণ,—যাঁহার যেরূপ রুচি, সেটিই যখন ধর্ম্ম এবং তাহাই যখন উহার ধর্ম্ম, তখন "কাকো নিম্ব কাকো মিশ্রী খাকে ছুঁহ পাল্লা ভারি।" বস্তুতঃ যেখানে সত্য ও অসত্য উভয়ই ধর্ম্ম, সন্ন্যাসীর স্ত্রী-মৎস্য-মাংসাদি হইতে বিরতি ও প্রাণ উভয়ই সমান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত (সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়), সেখানে অসত্য বা অনাচারই মূল উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম। আর সত্য বা সদাচারকে মৌখিক স্বীকার কেবল কপটতা বা অসত্যকে বরণ করিবার চালাকি মাত্র।

* এরূপ গল্প শুনা গিয়াছে।

চতুর্বিংশ প্রসঙ্গ

তথাকথিত সমন্বয়বাদ বা 'জগাখিচুড়ী'বাদ মনে করেন, ভগবানের নাম রূপ গুণ ও লীলা কোন বিশেষ ধর্ম্ম কিংবা বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ—সকলই মানুষের সৃষ্টি বা মানুষের কল্পনা। বৈষ্ণব গোপীকে কল্পনা করিয়া যেখানে কৃষ্ণলীলা দেখিতে চান, তিনি সেখানেই কৃষ্ণলীলা দেখেন। যিনি শিব-দুর্গা-কালী-রূপ কল্পনা করিয়া সেই রূপে বিভোর হইতে চাহেন, তিনি তাহাই পান আবার যিনি নিরাকার ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া তাহাতে আপনাকে মিশাইতে চাহেন, তাঁহার সেই জিনিষই হইবার গোলোকেরই সমান—বাস্তবতায় বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই, বাহিরের আকারে ভেদ মাত্র! ঐ ভেদ মোহার ভেদ! সনাতন শাস্ত্রে যে দেবীধাম, সেই ধামের উপরে মহেশধাম, তদুপরি ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের উপরে বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠের উত্তরার্দ্ধরূপে গোলোক প্রভৃতির তারতম্যের কথা বলা হইয়াছে, সে সকলই সাম্প্রদায়িকতার রঙ্গ-কথা বা কল্পনা!

যাঁহারা অন্ততঃ সনাতন শাস্ত্রের ধার ধারেন না, যাঁহারা কেবল নিজের ধার্ম্মিক নামের প্রতিষ্ঠাটি বজায় রাখিবার জন্য 'সনাতন শাস্ত্র মানি' বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গেই এরূপ গায়ের জোরের উক্তিগুলি জগতের বহির্ম্মুখতায় বাজারে মানাপেক্ষায় প্রেয়ঃপ্রহেলিকা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া 'উদারমত' নামে বিকাইতেছে। বস্তুতঃ ইঁহারা সত্বত ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবতার সিদ্ধান্ত আদৌ শোনেন নাই বা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিবেনই বা কিরূপে? সাধুগুরু-সম্প্রদায়ের গুরুপাদপদ্মাশ্রয় না করিলে এসকল কথা বুঝা যায় না।

যাঁহাদের মতে গুরুকে বিনাশ (যেমন মায়াবাদিগণ আশ্রমতঃ গুরুনামধারী কোন ব্যক্তি স্বীকার করিয়া পরে 'সোঽহং' বিচারে নিজেই গুরুত্বের আসন গ্রহণ করে—এরূপও শুনা গিয়াছে যে, কোথায়ও কোথায়ও শিষ্য নাকি গুরুকে বেত্রাঘাত করিয়া জানাইয়া দেয় যে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান

উপস্থিত হইয়াছে : গুরু-শিষ্যে যেরূপ ন্যায়ময় বিচার আর নাই) ও গুরুভক্তি উভয়ই সমজাতীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সে স্থানে সংসপ্রবাহের ও সনাতন শাস্ত্রের নিত্য অধিষ্ঠাতা গুরুর শিক্ষা কিরূপে গ্রাহ্যযোগ্য হইবে? তাই তথাকথিত সমন্বয়বাদী বুঝিতে পারেন না, বৈষ্ণবগণ যে বিষ্ণুর বিচিত্র অবতারগণ—যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম কিংবা চতুর্ভুজের কোন গ্রাহ্য বা চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ কিংবা দ্বারকেশ, মথুরেশ, গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তাহা জীবের বা উপাসকের কল্পিত নহে। এই সকল বিষ্ণুতত্ত্বের প্রত্যেকেরই নিত্যনাম, নিত্যরূপ নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠ বা ধাম, নিত্য পার্ষদ প্রভৃতি আছেন উপাসক-মধ্যে কেহ বা মৎস্যরূপ, কেহ বা কূর্মরূপ, কেহ বা বরাহরূপ, কেহ বা চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ, কেহ বা রামচন্দ্ররূপ, কেহ বা গৌরকৃষ্ণরূপে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য বা মধুর রসে ভজনা করেন; ইহা বদ্ধজীবের রুচির নহে। যাহার যেটা ভাল লাগে, সেই রুচির ছাঁচে গড়া বা জীবের কাম-পিপাসা (কামনা—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) পরিতৃপ্তির যোগানদার কল্পিত-রূপ বা মূর্তি নহে। জীবের ভাল লাগে বলিয়াই নিত্যমুক্ত স্বেচ্ছাময় ভগবান জীবের খানাবাড়ীর চাহিদের মত বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তোষণ করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন বা জীবের কল্পনার পুতুলটী বাস্তব নিত্য অধিষ্ঠাতা পরাৎপর তত্ত্ব হইবেন, ইহার কোন সদ্যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার প্রত্যেক কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদী সমস্ত রূপগুলিকেই জীবের রুচি বা কল্পনার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী পুতুল বলিয়া চরমে সকলগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া বলেন,—"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" অর্থাৎ সর্বশেষে সবই নির্বিশেষ—কল্পনাকাশ বা বৌদ্ধের 'শূন্য'। বস্তুতঃপক্ষে বদ্ধজীবের রুচিঅনুযায়ী বিভিন্নরূপের কল্পিত পুতুল স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক; পুতুল কোন কল্পিত ঠাকুরের মূর্তিই হউক কিংবা জুতা, হুকুর, আকাশ, পাথরই হউক—যাহার যেটি ভাল লাগে, সে সেটিই গ্রহণ করিবে। আমরা যদি এই প্রাকৃত-ভোগময় কপটতাপূর্ণ সমন্বয়বাদের মত স্বীকার করি, তবে আমাদিগকে গুরু, ভগবান্, শাস্ত্র সকলকেই নির্ব্বাসিত করিতে হয়। সত্য ও মিথ্যা দুইটিই সমান; গোমাংস খাওয়াও ধর্ম, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া ভগবৎ প্রসাদ সেবা করাও ধর্ম; হিরণ্যকশিপু, রাবণের ধর্মও ধর্ম, প্রহ্লাদ ও হনুমানের ভক্তিও ধর্ম—এই উভয়ের মীমাংসায় আমরা কি করিয়া দিব? বৈষ্ণবের নিকট জগন্নাথের মহাপ্রসাদ যাহা, শাক্তের নিকট কালীর উচ্ছিষ্ট পাঠা ও মহিষের মাংসও তাহাই; আবার আমরা যাহাকে বিধর্মী বলি, তাহাদের গোমাংসও তাহাই; চীনদেশীয় লোকগণের আদৃত মৃত সর্প বা ভেকমাংসও শুদ্ধসত্ত্ব! রুচি বা শারীরিক ও মানসিক সুবিধাবাদই সকল ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, আমরা এই মত কি করিয়া স্বীকার করি?

সমন্বয়বাদীর লোকরঞ্জক দলভারীমত স্বীকার করিব, না একমাত্র অদ্বিতীয় গুরু, একমাত্র অপৌরুষ অদ্বিতীয় পরাৎপর তত্ত্ব ও একমাত্র সনাতন শাস্ত্রকে বরণ করিব? তথাকথিত সমন্বয়বাদ স্বীকার করিলে এক অদ্বিতীয় বস্তুকে বিসর্জ্জন দিয়া জগতের বহু বা সকল মতের মন রাখা যায়! একের মন রাখিব, কি বহুর মন রাখিব? শ্যাম রাখিলে কুল (বহু বা গণমত) যায়, আর কুল রাখিলে শ্যাম (পরাৎপরতত্ত্ব) যায়। মানুষ বলিবে, কুলই আগে চাই, * কেননা তাহা প্রত্যক্ষ ও সুবিধাবাদের জনক; আর শ্যাম, সে ত' গল্পের কথা—অশ্রদ্ধেয়; শ্রবণ-গ্রহণই ধর্ম।

* যহিদুর্থচিত্তবৃত্তি এই কুলধর্মকে কিরূপ 'সনাতনধর্ম' বলিয়া সমর্থন করিতে চাহে, তাহা ভগবান্ অর্জুনকে দিয়া শিক্ষা দিয়াছেন এবং ঐরূপ ক্ষণিক ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণে শরণাগতিমূলক ভক্তিধর্মই সনাতন ধর্ম জানাইয়াছেন—"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ" (গীঃ ১।৪০)

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ

তৃতীয় দিবস—৮ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার। এই দিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

চতুর্থদিবস—৯ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীবলদেব-বিভাব-বাসর। এই দিবস মধ্যাহ্নে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাক্ ভুবনমঙ্গল মনোময় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নামোপদেশ

শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ "শ্রীনবদ্বীপ-আবির্ভাব" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এই সময়ে প্রাজ্ঞ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে স্থানীয়গণ পরলোকগত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌত্রির ম্যাটর্নি শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনার্থ আগমন করেন। তিনি বিশেষ সজ্জন ও সত্যানুরাগী ব্যক্তি। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর। ১৯০১ সালে তিনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ২৭ নং ষ্ট্রিট শ্রীরামপুরে একটি বাড়ী করিয়াছেন।

পঞ্চমদিবস—৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শনিবার। এই দিবস প্রাতে কটক হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত হেরম্বমোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনার্থ আগমন করেন। ইনি শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবকালে পুরীতে (গত ২৪ মে, ১০ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে) শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। (গৌড়ীয় ৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ যথারীতি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন।

ষষ্ঠ দিবস—৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার। প্রাতে কাশী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও রাঁচী হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় এবং রাত্রে বীরভূম হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ আগমন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের নারায়ত্ত প্রাঙ্গণ-সদন হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দন ও জয়গানে পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণের নিয়ামকত্বে মৃদঙ্গ-করতাল-পতাকাদি-সহ এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। যাওয়ার পথে শ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে এবং ফিরিবার পথে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে নৃত্য-কীর্ত্তন করা হয়। এই সময় হইতে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িতে থাকিলেও তাহাতে কীর্ত্তনের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই। কলি-কোলাহল-হন্তা কলিপাবন যজ্ঞে প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নগরসংকীর্ত্তন পারমার্থিক ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কৃষ্ণকীর্ত্তনবিস্মৃত জীবগণের কর্ণকুহরে কৃষ্ণকোলাহল প্রবিষ্ট হইয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের তরে যদি তাহাদের কৃষ্ণকোলাহল থামিয়া যায়, তাহা হইলেও মঙ্গল। প্রায় ৭৪ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন-কারিগণ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আশীর্ব্বাদের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করেন।

সপ্তমদিবস—১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট সোমবার। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর মঠে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ এই দিবস হইতে পরলোকগত ও, এন, মুখার্জ্জী মহোদয়ের শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তথায় পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

অষ্টমদিবস—১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট মঙ্গলবার। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় রাত্রিতে ডাল্টনগঞ্জ যাত্রা করেন।

নবমদিবস—১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট বুধবার। এই দিবস ঢাকা শ্রীরাধাগোড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত আচার্য্য-জীবনচরিত শ্রীপ্রেমভক্তিকল্পপাদপ্রন্থের বৈষ্ণবপর্ব্ব প্রথম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। অপরাহ্ণ ৪৮ ঘটিকার সময় গ্রন্থরাজকে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে অর্পণ করা হয়। তিনি একবার গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন করিয়া গ্রন্থের বিস্তৃত সূচীপত্র, নানাবর্ণের চিত্রাবলী, ঘটনা-সমাবেশ, ভাবগাম্ভীর্য্য ও ভাষামাধুর্য্য এবং মুদ্রণসৌষ্ঠবাদির প্রশংসা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গ্রন্থ-রাজকে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বারম্বার প্রণাম করিতে থাকেন। অন্যান্য উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর যথাসময়ে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন।

দশমদিবস—১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর

প্রত্যহ এই সময়ে তাপীরথী তীরস্থ প্রাচীন ঘাটে প্রবেশ করার সৌকর্য্যার্থে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর

দর্শনের বিশেষ সুবিধা হয়। কুলনবাত্র উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে এবার বহু যাত্রি-সমাগম হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর মীটিংভঞ্জনের শ্রীকৃষ্ণের কুলনযাত্রা শ্রীগুরুমুখারবিন্দবিনিঃসৃত বাণীর অনুকীর্ত্তনমুখে প্রকাশিত হইতেন, বর্ত্তমান বর্ষে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর প্রার্থনা-ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে তাহা অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়-তোষণ-বাতীত জীবের আত্মসন্তোষ বলিয়া যে, কিছুই থাকিতে পারে না, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনরূপ সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তনই যে তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম, আত্ম-নিবেদনাদিভক্ত্যঙ্গযাজনদ্বারা অন্তরীণে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণের বিচার বরণ করিলেই জীবের তাহা উপলব্ধি যোগ্যতা হয়।

শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবনির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ মন্দিরের কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। মন্দিরটির উচ্চতা শত ফুটেরও অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চারিদিকে চারিটি দ্বার (খিলান) হইতেছে। উহাদের প্রত্যেকটির ব্যাস ১৬ ফুট, তদ্বার্দ্ধ কিঞ্চিদধিক ২৪ ফুট, ১০ জন মিস্ত্রী সহযোগিগণ-সহ এক একটি খিলানে একসঙ্গে কার্য্য করিতেছে।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ও কমলাপুর মঠে হিন্দোলযাত্রা-মহোৎসব

গত ৪ঠা ভাদ্র, ২১ আগষ্ট রবিবার হইতে ৭ই ভাদ্র ২৪ আগষ্ট শুক্রবার পর্য্যন্ত ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জীউ ও কমলাপুর শ্রীগোপালদেবের মঠে শ্রীশ্রীগোপালদেবের হিন্দোলযাত্রা-মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায়—গত ৬ই শ্রাবণ, ২২ জুলাই রবিবার ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক 'হরিজন-সেবা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তা বলেন—"হরিজনের স্বরূপ নির্ণীত হইলে এবং হরিজনের সেবাই আমাদের একমাত্র কল্যাণের সেতু, ইহা স্থির হইলে 'সেবা' কাহাকে বলে ও তাহার প্রণালীই বা কি, তাহা জানা আবশ্যক। সেবার ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই সেবা। নিজের খেয়াল-মত কার্য্য করিলে সেবার ছলনায় ভোগ হইয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'—শ্লোকে এই সেবা কাহাকে বলে ও সেবার প্রণালী কি, তাহা বলিয়াছেন। আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই সেবা, অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি ভোগ বা ত্যাগবিচার রূপ প্রাতিকূল্য বর্জ্জন পূর্ব্বক সেব্যের সুখানুসন্ধান-মূলে সেবাই সেবার প্রণালী। নির্ব্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান এবং পুণ্যকর্ম্মচেষ্টা দ্বারা ভক্তি লভ্য হয় না—সেবা হয় না। হরিজনের মধ্যে শ্রীমতী বার্ষভানবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যিনি সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বরূপ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সম্যক্ আনন্দ বিধান রূপা সেবা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাবকান্তি লইয়া সেবার আদর্শ প্রদর্শনের জন্য জগতে অবতীর্ণ। তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শানুসরণই জীবমাত্রের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়।" ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে প্রফেসার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সাহা এম্-এস্ সি মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লণ্ডনে—গত ১৩ই জুলাই ২৪নং ল্যাঙ্কেষ্টার গেটে "কংগ্রেস্ অব্ দি ইষ্টার্ন নেশনাল রিলিজিয়ন্স্ এসোসিয়েশন"এর বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বক্তৃগণের সমাবেশ হইয়াছিল। লণ্ডনগৌড়ীয়-মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া "ভক্তি-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সভ্যগণ ও বক্তৃগণ সকলেই তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৭ই জুলাই লণ্ডন ৩নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজবাহাদুরের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির সভ্যগণের দ্বিতীয় সভা

হইয়াছে। উক্ত সভায় Miss Sarah de Laredo উক্ত মিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ১৮ই জুলাই অপরাহ্নে রুবেন্স্ হোটেলে বঙ্গের ভাবী গভর্ণর বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা-সভায় শ্রীপাদ বন মহারাজ "মহাপ্রভুর ভগবৎপ্রেম" সম্বন্ধে ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐ দিবস শ্রীপাদ বন মহারাজ 'কংগ্রেস্ অব্ দি ইষ্টার নেশনাল নিউ থট্ এসোসেন্সে'র আমেরিকার সভ্য Mrs. Clarkএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়-মিশনের আমেরিকার ভাবী কার্য্যসম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন। তিনি স্বামীজীর সাধুকার্য্যের প্রশংসা করিয়া স্বামীজীকে আমেরিকায় প্রচারার্থ বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

আসামে—আসাম সংভোগ গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গত ৩ আগষ্ট বরপিটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস মহাশয়ের বাটীতে ও ৮ আগষ্ট গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত আগিয়ানামক স্থানে শ্রীযুক্ত অমগোপাল রায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

পুরীতে—পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী কেশবানন্দ হরিকথা প্রচারার্থ গত ৮ আগষ্ট, ১৯৩৪ পুরীর নিকটবর্ত্তী সাক্ষীগোপাল, ভেলাণ্ড ও রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। ঐ দিবস চন্দনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অলেক মহাপাত্র মহাশয়ের ভবনে 'সুদিন ও দুর্দ্দিন' এবং 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে হরিকথা হইয়াছে।

নৈমিষারণ্যে—গত ১০ আগষ্ট শুক্রবার অমাবস্যার আনোপলক্ষে শ্রীনৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। প্রতি অমাবস্যাতেই এইরূপ হইয়া থাকে। মঠরক্ষক ব্রহ্মচারী মহোদয় যাত্রিগণের নিকট হিন্দীভাষায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'গয়াযাত্রা-লীলা-রহস্য' হিন্দীভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

কাণপুরে—গত ১৩ আগষ্ট, ১৯৩৪ সোমবার কাণপুর বেঙ্গলি ইউনিয়ন ক্লাবের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন মিত্র ও ক্লাবের মেম্বারগণের আগ্রহে শ্রীনৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠের রক্ষক মহাশয় উক্ত ক্লাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

দিল্লীতে—গত ১১ আগষ্ট, ১৯৩৪ সন্ধ্যায় বক্তৃতায় খ্যাতনামা উকিল দিল্লী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন সরকার এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় সস্ত্রীক দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তূর্য্যাশ্রমী মহারাজের নিকট 'নৃসিংহমন্ত্রম্' শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

যুক্তপ্রদেশে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ যুক্ত-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গৌরবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

কাশীতে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পাটনা-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব সমাপনান্তে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া তথায় কএকদিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠে বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকাশ যে, স্বামীজীর পাটনায় অবস্থানকালে সহর নবদ্বীপের জনৈক কৃতক পাঠক যথেষ্ট শ্রোতা না পাইয়া শ্রোতা সংগ্রহের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কটকে—গত ১৮ আগষ্ট তারিখে কটকের বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত গণেশদাস কালুরাম মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আগমন পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় শ্রবণে মঠের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। ১৯ আগষ্ট রবিবার কটকসহরনিবাসী গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ওঝা মহাশয়ের নিমন্ত্রণাধীনে বাসভবনে শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৈভব মহোদয় "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ বাদরায়ণ ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পাটনা-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

['ইণ্ডিয়ান নেশন', ১৫ আগষ্ট, ১৯২৯]

RELIGIOUS FUNCTION

The sacred function of the installation of the Deities "Lord Gauranga" and "Sri Sri Radha Govindji" was performed with great eclat at 100, Khagaul Road, Mithapur, Patna by Sri Gaudiya Math. The function was a very successful one and about a thousand guests including ladies, gentlemen and children attended the ceremony and partook of "Prasad" at the Math.

The function opened with sankirtan in morning followed by Puja, and Sri Chaitanya-Charitamrita pat (discourse) by Bharati Maharaj of the Math. At 7-30 P. m. there was a big meeting which was addressed by Bharati Maharaj, the theme of his address being "How the Love in the Lord can bring peace unto mankind."

The function closed with the distribution of "Prasad" to those present, including a large number of poor people.

নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

দ্বিতীয় রবিবার]

আগামী কল্য (১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার) শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব রবিবারের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। কার্ত্তনকারিগণ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর, ২৩ ভাদ্র রবিবার তারিখেও শ্রীমঠ হইতে ঐরূপ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা। ১০ই ভাদ্র, ১৩৩১

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময়ে বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থমহারাজ "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম" বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি, আই, ই; সি, বি, ই, এল, এল, ডি; বঙ্গবাসী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উক্ত সভায় যোগদান করিলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সদস্যবর্গ সকলেই পরমানন্দিত হইবেন।

বিনীত

শ্রীমতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল

শ্রীবৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৪১; ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ—জন্মাষ্টমী-সংখ্যা

আমরা দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশের বিশিষ্ট জন্মাষ্টমী-সংখ্যাটি প্রাপ্ত হইলাম। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে আবিষ্কৃত অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহ, শ্রীযোগপীঠের দৃশ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন মন্দিরের চিত্র সুশোভিত রহিয়াছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভের সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শোভা পাইতেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভে জন্মস্থানীয় অভ্যর্থনা অতীব সুখপ্রদায়িনী হইয়াছে। শুধু ভাষা-সম্পদের দিক্ দিয়া নহে, ভাব ও সিদ্ধান্ত-সম্পদেও ইহা গভীর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর শ্রৌতী মহারাজ-লিখিত "গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ", আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল মহাশয়-লিখিত "গৌড়ীয়-দর্শনে জন্মাষ্টমী" প্রবন্ধদ্বয় অতীব সুন্দর হইয়াছে। "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও দীক্ষা-রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বাণীসমূহ একান্ত পরমার্থ-প্রয়াসী ব্যক্তি-মাত্রেরই পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধটী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমরা অধিকতর প্রচারের জন্য 'গৌড়ীয়'-পত্রেও ইহা প্রকাশ করিব। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রার সংবাদ-পত্রেও যাহাতে ইহা অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা তত্রত্যপক্ষের সম্পাদকের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। গদ্য-প্রবন্ধ ব্যতীত "শ্রীকৃষ্ণ জন্ম", "জন্ম-বন্দনা" প্রভৃতি কএকটী গীতি ও পদ্য জন্মাষ্টমী-সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের গৌরব অক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এই সংখ্যার শেষাংশে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দের মিলন-স্থান কলরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-

নব-গৌড়ীয়মঠ, মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে সতত শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য এবং সকলের পৃষ্ঠায় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যা এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য আমরা সেবাপ্রাণ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল্-এম্-এস্ মহাশয়ের ঐকান্তিক ও অক্লান্ত সেবা-চেষ্টার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

"সরস্বতী-জয়শ্রী"

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-বাসরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আচার্য্যের ভুবন-মঙ্গল চরিত-কাহিনী, তাঁহার প্রতি করুণা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের বার্ত্তার সম্পুটরূপ "সরস্বতী-জয়শ্রী" গ্রন্থের বৈষ্ণব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথির বিশেষভাবে আরাধনা ও ঐ সময়ে যাহাতে প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য অবস্থানের বার্ত্তা লোকমঙ্গলের জন্য স্থায়িভাবে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বহু পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ অভিলাষ পোষণ করিয়া আমাদিগকে নানাভাবে প্রেরণা প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে ও মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভুর অনুমতি ও সমর্থনানুসারে এই গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা হয়। ভগবদিচ্ছাক্রমে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে বহু বিলম্ব হইয়া গেল এবং তাহাও অসম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইল। আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল হইতে শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর সঙ্গলাভ পর্য্যন্ত আচার্য্য-চরিত অংশটির 'শ্রী'-পর্ব্বে প্রকাশিত হইবে, তাহা এই খণ্ডে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ভক্তগণের নিকট হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লোকমঙ্গল আচার-প্রচার ও করুণার যে-সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই আংশিকভাবে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণবপর্ব্বের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইল। 'বৈষ্ণব'-পর্ব্বের সম্ভবতঃ আর এক খণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-পর্য্যন্ত আচার-প্রচারের ইতিহাস-সমূহ প্রকাশিত হইতে পারিবে।

"জয়শ্রী"-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন কৃত্রিমতা বা সজ্জিত অলৌকিকতার প্রলেপ নাই। বাস্তব অকপট চিত্র ইহাতে অকপটভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা নির্ম্মৎসর-হৃদয়ে একান্ত পরমার্থ-পিপাসু হইয়া এই গ্রন্থ আলোচনা করিবেন, তাঁহারা ইহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিতে পারিবেন। অধিক কি, আমরা ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যুগপৎ বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ-পাঠ ও বহু সাধুসঙ্গের ফল এই গ্রন্থের নির্ম্মৎসর ও নিষ্কপট পাঠকগণ লাভ করিতে পারিবেন।

আমরা নিষ্কপটে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে আমাদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতা-হেতু অনেক ত্রুটী, বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা, ভ্রম, প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের এই অযোগ্যতা-জনিত অসম্পূর্ণতা সাধুগ্রাহী সুধীগণ কৃপাপূর্ব্বক অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছি যে, এই গ্রন্থরাজ প্রত্যেক নিষ্কপট পরমার্থপিপাসুর নিত্যপাঠ্য ও পূজ্য গ্রন্থ-রূপে অভিনন্দিত হইবে। এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ যতই নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করা যাইবে, ততই ইহা হইতে আত্যন্তিক মঙ্গলের রহস্য-সমূহ নিষ্কপট পাঠকগণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ জানিবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন,—শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ব্যক্তিত্ববিদ্রোহী গণতন্ত্রের শরীরে নির্ব্বিশেষবাদের বীজাণু!

অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সলার ডক্টর ডল্ফাস্ আততায়ীর হস্তে নিহত হইবার পূর্ব্বে যে শেষ প্রবন্ধটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল যে অষ্ট্রিয়ার চিন্তাস্রোতের দিঙ্‌নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা নহে; পৃথিবীর মানব-সমষ্টির চিন্তাধারারও ন্যূনাধিক দিঙ্‌নির্ণয় হইয়াছে। পারমার্থিক "গৌড়ীয়ে" সেই চিন্তাস্রোতের উল্লেখ বা অবতারণা করিবার প্রয়োজন কি, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। তদুত্তর এই যে, মনীষী ডল্-ফাসের প্রত্যেকের প্রতিধ্বনিতে বর্ত্তমান জগতের নাড়ীর গতি অনুভব করা যায় অর্থাৎ উহা তথাকথিত পারমার্থিক নির্ব্বিশেষবাদেরই বহুরূপে কি ভাবে গণবাদের বিরাট্ পেষণীযন্ত্রে অভিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বকেও নিষ্পেষিত (?) করিবার চেষ্টা করিতেছে ও ভবিষ্যতে অতি প্রবলভাবে সেই

অভিযান আরম্ভ করিবে, তাহার বাস্তিবেক ও প্রতিবিম্বিত আভাস পাওয়া যায়। ডক্টর ডল্‌ফাস্ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"I remember reading in a book which appeared in 1917 the argument that the war had brought to an end the age of human personality and had replaced it by gigantic mass-activities. Many phenomena of the post-war epoch seemed to confirm this theory.

In all countries during the last fifteen years, we have witnessed a general surrender to mass-opinion and an effort to organise the masses into a collective body in which the individual is submerged."

তাৎপর্য্য—মনীষী ডল্‌ফাস্ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একখানি পুস্তকে একটি যুক্তি পাঠ করিয়াছিলেন যে, বিগত মহাসমর মানবীয় ব্যক্তিত্বের যুগের অবসান ঘটাইয়াছে এবং তৎস্থলে বিরাট্ গণতান্ত্রিকতাকে অভিষিক্ত করিয়াছে। মহা-সমরের পরবর্ত্তী অনেক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই যুক্তি বা মতবাদকে সমর্থনই করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গত ১৫ বৎসর যাবৎ সকল দেশেই গণমতের প্রতি একটি সার্ব্বজনীন আত্মসমর্পণ এবং গণতন্ত্রকে একটি সমষ্টিসঙ্ঘে সংগঠিত করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব যেন নিশ্চিহ্ন লাভ করিয়াছে।

মনীষী ডল্‌ফাসের এই উক্তির সহিত বর্ত্তমান যুগের নাড়ীর গতি মিলাইয়া দেখিলে আরও অধিকতর অগ্রসর হইয়া বলিতে পারা যায়,—গণতান্ত্রিকতার রাহু যে কেবল মর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাহা নহে; অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বকেও গ্রাস (?) করিবার বিভীষিকা দেখাইতেছে। আর সেই বিভীষিকায় মোহগ্রস্ত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মধ্বজি-সম্প্রদায়ের তথাকথিত সমন্বয়-প্রয়াসী 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়' অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের উপাসক-গণকে গণতন্ত্রের সাম্যবাদিকতার দ্বারে কোন সময় 'এক ঘরে', 'এক ঘেরে', 'গোঁড়া সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিতেছে, আবার কখনও অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বকে গণতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি (?) প্রদানের চেষ্টাকেই উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বলিয়া প্রচার করিতেছে। অধিষ্ঠাতৃ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠাতৃ ব্যক্তিত্ব-প্রচার গণতান্ত্রিকতার গোলায় উপাকথিত সমন্বয়-বাদীর নিকট সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অথচ সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য গণমতের বিশ্বম্ভরারূপে তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদ আচরণে রাখিয়া কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-উৎসবের বাহ্য অভিনয়ও করিতেছেন। ইঁহারা একমাত্র বেদ-ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিতে নারাজ; কারণ, গণমত তাহাতে ভোট দেয় না, অথচ বেদ-ভাগবত-মানা একশ্রেণীর 'গণ'কে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইঁহারা বেদ-ভাগবত মানিবার মৌখিকতাও প্রদর্শন করেন, বস্তুতঃ গণমতকে সন্তুষ্ট রাখাই ইঁহাদের মন্ত্রগুরু—কৃষ্ণের স্বরাট্‌তন্ত্র চুলায় যাক্, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই!!

চার্লস্ লার ডল্‌ফাসের উক্তিতে একটি বিশেষ ভাবিবার বিষয় আছে। সেখানে ব্যক্তিত্বের সিংহাসন গণ-তন্ত্র অধিকার করিতেছে, সেখানে অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব (Transcendental Personality of Godhead) গণমতের দ্বারা যে আক্রান্ত (?) না হইবেন, তাহা নহে; অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগ একটি ভীষণ নাস্তিকতার কুজ্ঝটিকা বরণ করিতেছে—ব্যক্তিত্ব হইতে নির্ব্বিশেষের দিকে অভিযানকেই 'প্রগতি' বলিয়া বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-সমস্যা

যেখানে অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের অসমোর্দ্ধত্বের স্থান গণতন্ত্র অধিকার করিবার চেষ্টা করে, সেখানেই নাস্তিকতার জন্মভূমি আবিষ্কৃত হয়। এই নাস্তিকতা-জননীর উপর যে-সকল শিক্ষা-দীক্ষা বা প্রগতির সৌধ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। সেই সকল শিক্ষা, সেই সকল মনীষা সমাজকে, জাতিকে, সমগ্র পৃথিবীকে অনন্ত ভাবিকালের বিধ্বংসীজাপুতে জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। তাই এই বিষ-প্রক্রিয়ার লক্ষণ সমাজ ও জাতির নাড়ীর মর্ম্মে অনুভব করিয়া অনেক ভবানুধ্যায়ী ব্যক্তি শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের আন্দোলন ও সমস্যা উত্থাপন করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মণ্ডলীর মধ্যে, ছাত্রগণের ডিবেটিং সোসাইটিতে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে নানাপ্রকার সমালোচনার প্রেরণা জাগিয়াছে। সে-দিন (২৫শে আগষ্ট, ১৯৩৪) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের

মনীষী নবীন ভাইস্ চা 'মনেটের সভা-
মহো বলিয়াছেন,—"Radical changes will have to
introduced in the present system of education
in order to make the University a real
and in India's for

সুপণ্ডিত উইয় আর্কাইট, স্যর নীলরতন, অমারেন্দ্র এটীং চীফজাইস্ প্রমুখ অনেক মনীষী ব্যক্তিও বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন বা আমূল পরিবর্ত্তন সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য,—এই পরিবর্ত্তনের নেতৃত্ব কি হইবে? বর্ত্তমান মনীষি-গণের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে পদ্ধতিকে 'শিক্ষার পক্ষে পরম মঙ্গলজনক বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন, কিছুকাল পরে তাঁহাদেরই অধস্তনগণ যখন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন; এমন কি, অনেকে অনেক স্থলে পূর্ব্বপুরুষগণের কল্পিত-পদ্ধতি সমাজের দুঃখ প্রসব করিয়াছে বলিয়া প্রতিপন্নও করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমানের আমূল-পরিবর্ত্তন যে ভবিষ্যতের অধস্তনগণের দ্বারা জাতীয় অনিষ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত না হইবে, তাহারই বা বিশ্বাস কি? জাতীয় সুবিধাবাদের সাময়িক ইষ্ট-অনিষ্টকে মাপকাঠি করিয়া যে শিক্ষা-পদ্ধতি অতীতে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে পরিকল্পিত হয়, তাহার দুঃখের অভিজ্ঞতা পরিবর্ত্তনশীল জগতে চিরকালই অনুভূত হইবে। জাগতিক সুবিধাবাদৈকসর্ব্বস্ব নাস্তিকতা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-পদ্ধতির যে কোন প্রবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন বা প্রবর্ত্তক, কিছুই নিত্য সামাজিক মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না। আপেক্ষিক ভাল-মন্দ নাগরদোলার ন্যায় সর্ব্বদাই দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। জড়বাদৈকসর্ব্বস্ব তথাকথিত সভ্যজগতের প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট নাস্তিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক যে-সকল শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন হইতেছে, তাহার কোনটির দ্বারাই ভারতের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত শিক্ষাপদ্ধতি বা বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অনুকূল বা প্রতিকূলে কিছুই বলিতে চাহি না, কিংবা বর্ত্তমান নায়কগণ যে আমূল পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহারও আবাহন বা বিসর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত নহি। "পুরাবেদ্যুতীয় পন্থা"র ন্যায় আমাদের গন্তব্য পথ। আমরা বলি,—যে শিক্ষার অনুকূলতার দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, সেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিই সমগ্র জীবজগতের মঙ্গল ও উন্নতির পক্ষে মহৌষধি-স্বরূপ। তখন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে, বিশ্বের সমগ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন হইলেই ধ্বংসের দ্বারে মানবজাতি রক্ষা পাইবে। এজন্য সংস্থাপক শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ছাত্র-সম্প্রদায়কে প্রকৃত শিক্ষা-পদ্ধতির কথা জানাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহারই অনুসরণে শ্রীধাম-মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ গঠিত হইবার সঙ্কল্প হইয়াছে। যদিও ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা স্বীকৃত (affiliated) হইয়াছে, তথাপি ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত অন্যান্য সাধারণ উচ্চবিদ্যালয়ের ন্যায় নহে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—পরম মহান্; ব্রহ্মজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের দ্বারে উপনীত হওয়াই ইহার চরম আদর্শ ও লক্ষ্য।

বৃদ্ধ পিতা যেরূপ অনেক সময় প্রতিভাশালী সন্তানেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-পদ্ধতির পরামর্শ গ্রহণ করিলে প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই; কারণ ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল কর্ণধাররূপে যে অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব রহিয়াছেন, তাহা অনন্ত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রকৃত মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা ও ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে) বাঙ্গালা ভাষাকে বাহন করিয়া শিক্ষাপ্রণতির ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের যিনি অদ্বিতীয় প্রাণপুরুষ, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার অনুগ-গণের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্যের বিশেষ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনুভূত হয় নাই। যদিও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" এবং ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা

এম্-এ পরীক্ষার বর্ত্তমান সিলেবাসে "শ্রীচৈতন্যভাগবতের" নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়ের দ্বারাই যেরূপভাবে আলোচিত ও পঠিত হয়, তাহা সুবিধাবাদৈকসর্ব্বস্ব শিক্ষা-পদ্ধতির অন্তর্গত চেষ্টা মাত্র, উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষার আদৌ স্পর্শ হয় না। বলিতে দুঃখ ও লজ্জা হয়,—ঐ সকল পারমার্থিক-সাহিত্যের কোনও কোনও অধ্যাপক ও পরীক্ষকের পর্য্যন্ত সামাজিকজীবনের যে-সকল পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিপরীত প্রতিচ্ছবি মাত্র। চৈতন্যভাগবত না হইলে চৈতন্যভাগবতের অধ্যাপক ও পরীক্ষক হওয়া যায় না, চৈতন্যচরিতের অনুসরণে জীবনকে অমৃতময় করিতে না পারিলে চরিতামৃতের অমৃতবিন্দু স্পর্শও হয় না—ইহা যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যসমাজ না বুঝিবেন, ততদিন শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল-পরিবর্ত্তন বা বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টা—কেবল "বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া"য় পর্য্যবসিত হইবে; অধিক কি, রুচি শিশুদের জন্য বঙ্গভাষায় যে-সকল সাহিত্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে যে-সকল ভাব-ভাষা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বাহনই যে শিক্ষাপদ্ধতির ভক্ষক না হইবে, তাহারই বা কি বিশ্বাস আছে? এমন কি, শিশু-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে, শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনকে আধুনিক ভিন্নতন্ত্রের সাহিত্যিকগণ যে ভাবে অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা কি ঐতিহাসিক সত্য, কি বাস্তবসত্য—উভয়েরই অপলাপ সাধন করিতেছে। তাই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল বিষয় প্রণিধান না করিয়া কেবল সাময়িক সুবিধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্কারই বাস্তব জাতীয় উন্নতি প্রদান করিতে পারিবে না। এ সকল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র শিক্ষিত-সমাজ দয়া করিয়া প্রণিধান করুন,—ইহা আমরা বিনীতভাবে আবেদন জানাইতেছি।

"দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা"য় (৩১ আগষ্ট, শুক্রবার) জন্মাষ্টমী-সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখার শুরুতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার ঘোষ ভক্তিবান্ধব বি-এ মহাশয়ের লিখিত "Janmastami : The Birth day" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমরা পাঠ করিলাম। বাস্তবিকই এই প্রবন্ধটি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে। অমৃতবাজারের গ্রাহক ও পাঠকগণ এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রচুর লাভবান্ ও ধন্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধটি ভক্তিবান্ধব মহোদয় নব-পর্য্যায়ের জন্মাষ্টমী-সংখ্যা পাক্ষিক "হারমনিষ্ট" পত্রের জন্য লিখিয়াছিলেন।

প্রবন্ধে কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত কংসের মনস্তত্ত্বের সমালোচনা এবং তাহার নিগূঢ় রহস্য অতীব হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে বসুদেব ও দেবকীর চিত্তের ভাব ও তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাৎসল্যময় নিত্যস্বরূপের বর্ণন কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত করিয়াছে। কৃষ্ণাবির্ভাবের সময় সমগ্র প্রকৃতির প্রসন্নতা ও উল্লাস, দেবকী ও বসুদেবের কৃষ্ণস্তুতি, যোগমায়ার ভগবৎসেবা, বসুদেবের নন্দগোকুলে গমন প্রভৃতি বিষয় ভক্তিবান্ধব মহাশয়ের পরিপক্ক লেখনীতে অতি সরলভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

অবতার তত্ত্ব-রহস্য ও সার্থকতা শ্রৌত-সিদ্ধান্ত অনুসরণে নৈপুণ্যের সহিত ভক্তিবান্ধব মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন। আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত বা ঐতিহাসিক-সমাজে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে বিকৃত ভ্রান্ত ধারণার প্রচার হইয়াছে, আমরা আশা করি, পাণ্ডিত্য ও যুক্তিপূর্ণ এই প্রবন্ধ-পাঠে তাহা অনেকটা সংশোধিত হইবে। প্রবন্ধের উপসংহারে রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাল বিচার করিয়াছেন।

আমরা সময় সময় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ভক্তিবান্ধব মহাশয়ের লেখনী পাঠ করিয়া থাকি। তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ অধিকার। ভাষার কমনীয়ত্ব ও ঝঙ্কারগতি যখন আচার্য্যের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রাণবন্ত হয়, তখন বাস্তবিকই সাত্ত্বতনীন অভিনন্দন লাভ করে। আশা করি, তাঁহার লক্ষাধিক আরও প্রবন্ধ আমরা নব পর্য্যায়ের হারমনিষ্ট ও বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রে দেখিতে পাইব।

অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তী

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবের পর আচার্য্য প্রভুর শাখা মধ্যে 'কবিরাজের গণ' ও 'চক্রবর্ত্তীর গণ' প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে ইঁহারা বিশেষ পূজার পাত্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 'প্রেম-বিলাস', 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের পুঁথি আলোচনা করিলে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কেবলমাত্র ঐ সকল গ্রন্থোক্ত কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীর গণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'প্রেম-বিলাস' ১৮শ বিলাসের শেষভাগে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শাখা-বর্ণনে 'অষ্ট কবিরাজ' ও 'ছয় চক্রবর্ত্তী' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীবাসঃ শ্রীল গোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিপ্রধানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাদিদীনজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা অষ্টাবেতৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ॥
শ্রীরূপষট্চক্রণি সর্ব্ববিখ্যাত এব চ।
শ্রীমৎ-ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ।
যদুরূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্॥
এবমষ্টৌ কবিনৃপা খ্যাদৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবনিপতিস্তেষাং শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ।
শ্রীশ্রীনিবাসকৃষ্ণস্য শাখাবর্ণনমেব চ॥

শ্রীল কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশে বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, এমন কি তৎপরবর্ত্তী কোন কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকাচার্য্যগণের সাহিত্যে কবিরাজ বা চক্রবর্ত্তীর গণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই 'কবিরাজ' ও 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি যথাক্রমে বৈদ্য-কুলে ও ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবগণকে পার্থক্য করিবার মানসে পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হইয়াছিল কি না, আলোচনার স্থল। অথবা 'কবিরাজ' ও 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি গৌড়ীয়-বিচারপথে কোন পদবী প্রকাশ না করিয়া কেবল বৈষ্ণবতা-জ্ঞাপক উপাধিবিশেষ, তাহাও বিচার্য্য। কারণ বৈষ্ণবের গুণ-বর্ণনে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীচরিতামৃতে বৈষ্ণবকে 'কবি' বলা হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কবিরাজ উপাধিও এইরূপ ভাবেই হইয়াছে। যিনি বৈষ্ণব-মণ্ডল বা চক্রের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহাকেও কোথায় কোথায়ও 'চক্রবর্ত্তী' বলা হইয়াছে—

"ভক্তচক্রে বর্ত্তিত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

যাহা হউক, পরবর্ত্তিকালে যেরূপ মহান্তের গণের নামকরণ হইয়াছিল, তদ্রূপ 'কবিরাজ' ও 'চক্রবর্ত্তী'র গণেরও নামকরণ হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এই কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীর গণের নামকরণ করিয়াছিলেন, তবে কর্ণানন্দের লেখক যদুনন্দনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের ষষ্ঠ নির্য্যাসের শেষভাগে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীকে তাঁহারই অভিলাষানুসারে কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীর গণের নাম শ্রবণ করাইতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণানন্দের লেখকের বর্ণনানুসারে জানা যায়, কবিরাজের গণের মধ্যে অষ্ট কবিরাজই প্রধান, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ (১) রামচন্দ্র কবিরাজ, তাঁহার অনুজ (২) গোবিন্দ কবিরাজ, তৎপর (৩) কর্ণপুর কবিরাজ—এই কর্ণপুর কবিরাজ সম্বন্ধে কর্ণানন্দের লেখক এইমাত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি "বলিয়াছেন প্রভুর (শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর ?) গুণ করিয়া প্রচুর।" তৎপরে কর্ণানন্দের লেখক চতুর্থ কবিরাজের নাম জানাইয়াছেন—(৪) নৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর, তৎপর (৫) ভগবান্ কবিরাজ, (৬) বল্লবীদাস কবিরাজ, (৭) গোপীরমণ কবিরাজ ও (৮) গোকুলানন্দ কবিরাজ।

এই অষ্ট কবিরাজই প্রধান। ইঁহাদের নাম কতীতও কর্ণানন্দের লেখক আরও এগার জন কবিরাজ অর্থাৎ সাকুল্যে উনিশজন কবিরাজের নাম জানাইয়াছেন, তাঁহারা এই—(৯) গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ কবিরাজ, (১০) বাসুদেব কবিরাজ, (১১) বৃন্দাবনদাস কবিরাজ "বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর বড়ই উল্লাস", (১২) ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, (১৩) দুর্গাদাস কবিরাজ, (১৪) রূপ কবিরাজ, (১৫) নিমাই কবিরাজ, (১৬) রামদাস কবিরাজ—ইনি নিমাই কবিরাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, (১৭) নারায়ণ কবিরাজ—ইনি অষ্ট প্রধান কবিরাজের অন্যতম চতুর্থ শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের সহোদর ভ্রাতা, (১৮) রামদাস কবিরাজ ও (১৯) গোপালদাস কবিরাজ। রামদাস ও গোপালদাস—অষ্ট প্রধান কবিরাজের অন্যতম ষষ্ঠ বল্লবী কবিরাজের সহোদর ভ্রাতা।

চক্রবর্ত্তীর পদের মধ্যে ছয়জন গণ্য, তাঁহারা এই—(১) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, (২) শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ শ্যালক শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, (৩) কনিষ্ঠ শ্যালক রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (৪) ব্যাস চক্রবর্ত্তী—ইনি বিষ্ণুপুরে বাস করিয়াছিলেন, (৫) রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও (৬) গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী ; এতদ্ব্যতীত আরও ছয়জন চক্রবর্ত্তীর কথা 'কর্ণানন্দ'-লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, (৭) বীর-হাম্বির মহারাজ চক্রবর্ত্তী, (৮) ব্যাস চক্রবর্ত্তী, (৯) রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, (১০) রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী, (১১) ঘট-ঘটক চক্রবর্ত্তী ও (১২) "চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ঠাকুর"।

* ইনিই কি শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর দ্বারা অভিষাড়ী বলিয়া পরবর্ত্তিকালে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন ?

সকল ত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না

সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ, না হয় পরম অনর্থ। পরমার্থপিপাসু পরমার্থের জন্য—কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করেন ; কিন্তু পরমার্থ বা কৃষ্ণসেবাকে ঐ সমস্তের অন্তর্গত করেন না, অর্থাৎ যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিতে গিয়া হরিসেবা বা পরমার্থকেও ত্যাগ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে 'নাস্তিকবাদী', 'শূন্যবাদী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যে-বস্তু ত্যাগের যোগ্য নহে, তাহাই প্রকৃত পরমার্থ-পদবাচ্য।

অনর্থ ই ত্যাগের বস্তু। 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—প্রয়োজন ; যাহা অপ্রয়োজনীয়, তাহাই লোকে ত্যাগ করিয়া থাকে। খাদ্য প্রয়োজনীয় বস্তু, উহাতে শরীরের পুষ্টিতুষ্টিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কিন্তু খাদ্যের অসারভাগ পুরীষ খাদ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগের বস্তু, তাহা পরিত্যক্ত না হইলে শরীরে গ্লানি উপস্থিত হয়। আত্মশরীর বা ভিন্ন শরীরের পক্ষেও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চেতন-শরীর বা আত্মার খাদ্যের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়, তাহাই পরমার্থ, আর যাহা চেতনশরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহাই অনর্থ। এই অনর্থগুলি মল-মূত্রাদির ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু। সকল অনর্থ পরিত্যাগ করিয়াও যে অনর্থটিকে পরিত্যাগ করা যায় না, তাহাই পরম অনর্থ ; উহা কি ? শাস্ত্র বলেন,—

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থকরীশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিদ্যাদ্যা বহ্নিস্পর্শমণির্যথা
(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাস, ১৮ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা নিখিল অনর্থের কারণ, তাহাই প্রতিষ্ঠাবিদ্যা, তাহা যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

কোন কোন মহাজন প্রতিষ্ঠাশাকে শূকরের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যাগের বস্তু, কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইলেও আবার জীব-বিশেষের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। "শূকর-শূকরাদি প্রাণী সেই সকল অসার-ভাগকেই প্রয়োজনীয় সারভাগ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাশার প্রভাবও ঐরূপ। সকল অনর্থ ত্যাগ করিয়াও ইহাকে ত্যাগ করা যায় না। লোক যখন ধার্ম্মিক হইবার জন্য অগ্রসর হন, তখন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" বলিতে বলিতে অর্থকে ত্যাগ করেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিতে বলিতে স্ত্রী-

পুত্রও পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন, তথাপি তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন—এই কথাটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না!

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়,—যশের আকাঙ্ক্ষায়—সম্মানের লোভে মানুষ কি না করিয়া থাকে! বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে-কোন মানবের, এমন কি, কোন কোন বিকৃতমস্তিষ্ক পশুর মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় সকলেই যশের লোভে তাহাদের প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিশুকে যদি ভাল বলা যায়, সুস্বাদুযুক্ত কুকুরাদি ইতর জন্তুকে যদি আদর করা যায়, অমনি তাহাদের দ্বারা অনেক কিছু দুষ্কর কার্য্যও করান' যাইতে পারে আবার তাহাদিগকেই মন্দ বলিলে তাহারা এমন কষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহাদের দ্বারা অনেক অঘটনের লোমহর্ষক ঘটনাও সংঘটিত হইয়া থাকে। যশের লোভে বিজ্ঞানের ছাত্র জীবন পণ করিয়া অধ্যয়ন করে, সম্মানের লোভে বিশ্ব-সম্মেলন-প্রতিযোগিতা দেখাইতে গিয়া অনেকে সলিল-সমাধি লাভ করে, যশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া অনেকে মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর করাল বদনের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইতেও দ্বিধা বোধ করে না, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া লোক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, পদ-মানের অভিনন্দন পাইবার জন্য লোক প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কারা বরণ করিয়া থাকে; এমন কি, আধুনিক যে সন্ত্রাসবাদ এক সন্ত্রাসরাজ্যের প্রতীকরূপে উদ্ভিত হইয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে প্রতিষ্ঠাশার প্রবল প্রেরণা। মানুষ জীবিতাবস্থায় যশের ডালি ভোগ না করিয়াও মৃত্যুর পরে গৌরব-লাভের জীবনলীলা করিয়া যাইতে চাহে। প্রতিষ্ঠাশার এইরূপ প্রভাব। কামিনী-কাঞ্চন-স্পৃহার মৌচ বা পরমায়ু মানুষের জীবনকাল পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকে; এই জন্যই আধ্যাত্মিক নীতিবিদ্‌গণ বলেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" এই নীতিতে প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদিও জীবিতাবস্থায় সেই যশোগৌরব তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন, তথাপি তাঁহার অবর্ত্তমানে ভবিষ্যৎকালে তাঁহার যে যশঃ হইবে, বর্ত্তমানে তাহারই মানসিক ভোগে প্রমত্ত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় মরিবার জন্য মৃত্যু পণ করিয়া থাকেন! এইরূপ প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া কেহ গ্রন্থকর্ত্তা, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ শিল্পী, কেহ বা সমুদ্রের অতলগর্ভের সন্ধানকারী, কেহ বা মেরীলঙ্ঘ-সূত্রের অভিযান-কারী, কেহ বা উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারকারী, কেহ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যানীর মধ্যে জীবনপণকারী হইয়া পড়েন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা মানবজাতির উপকারের স্পৃহা বা পরার্থিতাই ঐ সকল অভিযানকারীকে তত্তৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। আজ যদি দুঃসাহসিকতায় প্রণোদিত না হইয়া পর্ত্তুগালের নাবিক ভাস্কডিগামা উত্তমাশা-অন্তরীপের পথ আবিষ্কার না করিতেন, ইটালীর নাবিক কলম্বস ভারতবর্ষের পথ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার না করিতেন, আজ যদি উত্তরমেরুর ও দক্ষিণ-মেরুর সন্ধান করিতে গিয়া ন্যান্সেন্ (Nansen), পিয়ারী (Peary), স্কট (Scott), রস্ (Ross), শাকলটন (Shakleton), এমণ্ডসেন (Amundsen) প্রভৃতি অভিযানকারিগণ প্রাণপণ না করিতেন, আজ যদি ভিক্টোরিয়া-জল প্রপাত, অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি-অঞ্চল এবং বিভিন্ন দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, দ্বীপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে মানবের শিক্ষা, সভ্যতা সকলই সঙ্কীর্ণ থাকিয়া যাইত; অতএব যাঁহারা আবিষ্কার-কর্ত্তা বা অভিযানকারী, তাঁহারা যে কেবল প্রতিষ্ঠাশায় তত্তৎকার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছেন, ইহা বলা যায় না। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার হানিম্যান নিজের শরীরের উপর কতই না বিষ প্রয়োগ করিয়া তাঁহা মানবজাতির উপকারের ধ্যান করিয়া গিয়া-ছেন; উহাকে কি কেবল প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত ব্যাপার বলা যাইবে? অধ্যাপক চার্ল্‌স্ ও তাঁহার সহকারী রবার্ট্ যখন হাইড্রোজেন বেলুনে চড়িয়া প্রথম আকাশে উঠিয়া-ছিলেন, তখন তিনি জীবন পণ করিয়াই ঐ কার্য্য করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তখন কে জানিত যে, পরবর্ত্তীকালে এরো-প্লেন, ওয়্যারলেসের আবিষ্কৃত হইয়া সভ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে? বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সম্মুখে এক একটি আবিষ্কার প্রকাশিত করিতে গিয়া মার্টারের (martyr) মত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টাসমূহ কি প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত?

আমাদের অস্তিত্ব আপাতিক সুবিধাবাদের চিন্তায় ভরপুর; সেখানে অন্য কোন সুদূরস্থ চিন্তার তিলধারণেরও স্থান নাই। এই বিরাট্ বহির্মুখ মানবজাতির যাহাকে পরাধিতা-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়, তাহার ফল যখন সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গিত না হয়, তখন তাহাতে যতই পরাধিতার বাহ্য রূপ-লাবণ্য থাকুক না কেন, তাহা বাস্তবিক সমষ্টির সুবিধাবাদে ব্যাপৃত হইয়া প্রতিষ্ঠাশারই অবগুণ্ঠিত মূর্তি। মানব কখনও আপনাতে সকল বহির্মুখ আমিত্ব গুটাইয়া লইয়া বা সঙ্কীর্ণ করিয়া যখন বা সম্মান ভোগ করে, কখনও বা সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতি, দেশ, অথবা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করাইয়া যশোগৌরবের ভোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; বরং আমিত্ব-প্রসারিত শেষোক্ত সম্মানের আকাঙ্ক্ষাটি আরও বিরাট্—আরও ব্যাপক।

সমষ্টি বা জাতির পরাধিতার প্রতি চেষ্টা না থাকিলে সমষ্টি বা সমগ্র মানবজাতি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একাধিপতি করিয়া কেনই বা প্রতিষ্ঠাগুরু প্রদান করিবেন? এখন ঐ পরাধিতা অহৈতুকী কি না, তাহাই প্রশ্নের বিষয়। যে-সকল মুরোপীয় সূক্ষ্ম আত্ম-বিচারের রজন-রশ্মিদ্বারা এই পরাধিতা-প্রতীকের অন্তর দর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—যে পরাধিতার ফল পুরুষান্তরের ভোগ্য না হইয়া জীব বা জাতিবিশেষের ভোগ্য হইয়াছে, সেই পরাধিতা কখনও অহৈতুকী হইতে পারে না; উহা "পক মারিয়া জুতা-দান-"ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ঋষি ছাগলাদ্য দুগ্ধের আবিষ্কারই করুন, আর পর্যবেক্ষণের কবি হ্যানিম্যান্ নিজের প্রাণ পণ করিয়া মানব-জাতির জন্য নূতন চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কারই করুন, উহা দ্বারা অন্য প্রাণিজাতির পরাধিতার পরিবর্তে নিষ্কৃতি হইয়া পড়িয়াছে। হোমিওপ্যাথির মধ্যেও এমন সকল মূল আরিষ্ট (ক্যান্থারিস্ প্রকৃতি) আছে—যাহা ইহার প্রাপ্তির প্রাণ কোন না কোন ভাবে ধ্বংস না করিলে সুলভ নহে। ভারতীয় আয়ুর্বেদাচার্য্য চরক, কিম্বা ডাক্তার হ্যানিম্যান্ কাহারও মানবজাতিকে প্রাণ দিবার বা একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যের কথা শুনা যায় নাই। তাঁহাদের কোন বিশেষ ব্যাধির আরোগ্য উপলক্ষ করিবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; কাজেই সেখানে তাঁহারা পরাধিতা-প্রণোদিত হইয়া এক জাতির উপকার করিতে গিয়া আর একজাতির ন্যূনাধিক অপকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন কি অনেকসময় অস্ত্রচিকিৎসা-বিজ্ঞান এক মানবের উপকার করিতে গিয়া অপর মানবের রক্তশোষণ—এমন কি প্রাণ হরণ করিতে বাধ্য হয়, সেখানে ঐরূপ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট পরোপকার-চিকীর্ষা বাহ্যদৃষ্টিতে 'পরাধিতা' বলিয়া মনে হইলেও তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাশার গুপ্ত মাদকতা ও প্রেরণা আছে।

আমরা যখন কুতর্কগ্রস্ত হই, তখন নিজেরা তাহা বুঝিতে পারি না; ইহারই নাম—মায়া। আধিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, যখন পরমার্থ-পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দিই, তখনও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থে অভিভূত হইয়া আমরা আমাদিগকে উহাদের দ্বারা গ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী কর্ত্তাভজা বৈরাগীর নিকট যান, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবেন না যে, তিনি সকল ত্যাগ করিয়াও প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বস্ত্র ত' বৈরাগীর বেশ লইয়াছি, বহির্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, ভেকও (?) বনে বনে মাধুকরী মাগিয়া খাইতেছি, ধাতু-দ্রব্য স্পর্শ করি না, ভিক্ষা করি না, কুটীর বাঁধি না, কোন স্থানে এক দিবসের অধিক থাকি না—বাহ্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ (!), নিষ্কিঞ্চন (!!); কিন্তু এত ত্যাগ করিয়াও ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করা—ভিক্ষা না করা—কুটীরে বাস না করা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাটি ত্যাগ করিতে পারি নাই! এইজন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সকল ত্যাগ করিলেও যাহা ত্যাগ করা যায় না, অথচ যাহা সকল অনর্থের জননী, তাহাই প্রতিষ্ঠাশা।

প্রতিষ্ঠাশার কেরামতই এই যে, ইহা যাহাকে পাইয়া বসে, পিশাচী-গ্রস্তের ন্যায় সে তাহা বুঝিতে পারে না। আধিক সাহিত্যিকগণও এজন্য ইহাকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—Last remains of noble Mind"—মহদন্তঃকরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। আপাতিক পরার্থি-সম্প্রদায়ের অন্তর মহৎ—এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ নাই, কিন্তু সেই মহদন্তঃকরণও প্রতিষ্ঠাশার কাছে যাদবৎ না নিষিদ্ধ পারে না।

যাহা পরিত্যাগ করা যায় না, তাহা লইয়া মারামারি করিবার দরকার কি? যখন পরিত্যাগই করা যাইবে না, তখন পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার কোন উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু এই আবিষ্কার-কার্য্যটি আমাদের নিজের পরিকল্পনা বা মতলব-অনুযায়ী করিতে গেলে এক বিপদ্ এড়াইয়া আবার আর একটি ভীষণতর বিপদে পড়িতে হইবে। তাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞগণ যে প্রণালী জানাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—সকল ত্যাগ করিলেও যাহা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ,—না হয় অনর্থ। প্রতিষ্ঠাকে পরম অনর্থ না করিয়া পরমার্থে পর্য্যবসিত করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়। মহাজনের গীতিতে এই সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান আছে,—

শূকরের বিষ্ঠা, শূকরের মিষ্ট,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

শূকরের প্রতিষ্ঠাই বিষ্ঠাভোজী শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু; কিন্তু তাহা হরিবিমুখ জগৎ—যাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বিড্‌বরাহ বা গ্রাম্য শূকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই জগতের নিকট পরম লোভনীয় খাদ্য। এই জন্যই তাহাকে মায়ার বৈভব বলা হইয়াছে। মায়িক রাজ্যে এত বড় বৈভব আর কিছুই নাই।

যাঁহারা সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ করিতে পারিয়াছেন, সকল ব্যাপারকে পরমার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠাও হরিসেবার উপকরণ বা পরমার্থ হইয়াছে। ইহারই নাম—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ইহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে কখন ভোগের, কখনও বা নাস্তিকতাময় ত্যাগের পাষণ্ডোলক হইয়া পড়িতে হইবে। "আমি হরিসেবকগণের ভৃত্যানুদাস,"—এই প্রতিষ্ঠা যাহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহারা অন্যান্য অনর্থ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হরিসেবার অনুকূল অভিমানকেও অনর্থের অন্তর্গত মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা কখনও সুদৃঢ় প্রজ্ঞার সহিত হরিসেবাকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বরণ করিতে পারে নাই। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমকল্পদ্রুমের মালাকাররূপে বলিয়াছেন,—

অতএব সব ফল দেহ' দ্বারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোকে মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
(চৈঃ চঃ অ ৯।৩৯-৪০)

আবার শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে শুনিতে পাই,—

কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥
(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৫)

কৃষ্ণের সেবকাভিমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের। বৈষ্ণবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা অনুগমন করে বলিয়া তাহাকে অনিত্য বা মায়িক বৈভব মনে করিতে হইবে না—

বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের বৈভব॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না চাহে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার তরে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥
(চৈঃ চঃ ম ৪:১৪৬-১৪৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণসেবার ছলনায় বা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-আহরণের কোন অন্তর্নিহিত কপট চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই; কাজেই যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-আহরণেরই অভিসন্ধি লইয়া ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মারিব,
কি কাজ চুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সবাই জানব॥

তোমার প্রতিষ্ঠা,　　শূকরের বিষ্ঠা,
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে,　　তুমি অনায়াসে,
সন্দেহ ছাড়িয়া কীর্ত্তনগৌরব॥

অতএব প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতার জন্মভূমি। পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহারাই মৎসর। অপরের উন্নতি হইলে—অপরের প্রতিষ্ঠা হইলে পাছে নিজের আপেক্ষিক অপ্রতিষ্ঠার পরিমাণটুকু কমিয়া যায়, এজন্য আমরা পরের ভাল শুনিতে পারি না। আধিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অপরের পারমার্থিক উন্নতির কথা শুনিলে কাহারও কাহারও বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। যখনই কাহারও এরূপ চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে,—তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই; হয়ত অপ্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। কারণ, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরম নির্ম্মৎসর সাধুদিগেরই ধর্ম্ম। যেখানে এক-জনের উন্নতিতে, আর এক জনের পারমার্থিক উন্নতি কিম্বা হরি-গুরুসেবায় অধিকতর বৈলক্ষণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হইবার পরিবর্ত্তে ব্যথিত ও ম্লান হইয়া পড়েন, সেখানে জানিতে হইবে অপ্রতিষ্ঠাশা-পিশাচী দুষ্টা স্বপচরমণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাই মনঃশিক্ষায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্বপচরমণী যে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেম্না স্পৃশতি শুচিরেতদ্ধৃদয়ং।
সদা তৎ সেবস্ব প্রভুমবিতসাধুব্রজমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমধিতে তৎ সেবতি সঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

(৪)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে যে গ্রন্থের প্রমাণ যে যে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অগস্ত্যসংহিতা—বিঃ ১।৩৪, ৪৫-৪৭, ৮৫, ৯১, ৯২; বিঃ ৪।১২২, ১৪৫, ১৪৬; বিঃ ৬।১৮, ১১৬; বিঃ ৭।৭৩, ৮০, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৫; বিঃ ৯।২৬, ২৭, ৩৬, ৪৪, ৪৫, ৫৫; বিঃ ১১।১৫-১৮, ৬০, ৯১, ১০১-১০৩, ২৩৮; বিঃ ১৪। ৮৮-৯৯; বিঃ ১৭।৭-১১। **অগ্নিপুরাণ**—বিঃ ৫।১৮৪-১৮৬; বিঃ ৬।৩৮, ৩৯, ৪৪, ১১৬-১১৯; বিঃ ৭।৬৭; বিঃ ৮।৬; বিঃ ৯।১০৯; বিঃ ১১।২১, ১৬৯; বিঃ ১২।৫, ৮, ৩০, ৭১; বিঃ ১৫।৪১, ১৭৮, ১৬৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩; বিঃ ১৭।৩৮, ২৮; বিঃ ২০।৭, ৮, ২১। **অঙ্গিরা**—বিঃ ৪।৬১; বিঃ ৯।৭৪; বিঃ ১১।৯০। **অত্রিঋষি**—বিঃ ৩।৪৯, ৬০। **অত্রিস্মৃতি**—বিঃ ৩।৮০, ১২৬; বিঃ ৪.৫৬, ৫৭; বিঃ ৯।৭৫; বিঃ ১১।৪৮৪। **অথর্ব্বপরিশিষ্ট**—বিঃ ১৫।৩৬। **অথর্ব্ববেদ**—বিঃ ৪।৯৮। **অনন্ত**—বিঃ ২।১৪; বিঃ ৯২৩, ২৪, ১১১, ১১২; বিঃ ৪।২৮, ৬১, ৬২, ৭৬, ১১১-১১৮, ১০৯, ১৪০, ১৪৩; বিঃ ৫।১৬, ৫৭-৭২, ১২৩, ২০৯; বিঃ ৬।২২, ২৩, ৬৯; বিঃ ৭।৮, ৯, ৫৬, ৮৪, ৯১; বিঃ ৮।৪, ৫১, ৬৫, ১০৮, ১০৯, ১৩০, ১৩৮-১৪০, ১৭৯-১৮১, ১৮৫, ২২৪; বিঃ ৯।২৪, ৫১, ৭৮, ৭৭, ১০১, ১২৪-১২৭, ১৩৪, ১৩৫; বিঃ ১১।৬২, ৬৩, ২০৭, ২৬৯, ২৭০, ৩৪৯, ৩৫০; বিঃ ১২।১১, ৪২, ৪৩, ১৪৯-১৬৩; বিঃ ১৪.২৭-৩১, ৪০, ৪১, ৬২, ৬৪, ৮১-৮৩, ৯৯-১১৭; বিঃ ১৬। ১৮২-১৯০, ২০০, ২০১; বিঃ ১৭।১৬, ২৮-৩১, ৪৪-৪৯, ৪৯-৫০, ৫৭, ৫৮, ৭২, ৭৯, ১০০, ১০১, ১১৬-১১৩। **অবন্তি-খণ্ড**—বিঃ ৯।৩৩, ৩৪, ৪০। **আগম**—বিঃ ১।৭৫; বিঃ ২।৩, ৭; বিঃ ৩.৩; বিঃ ৪।১৯; বিঃ ৬।১৩, ১৭, ৫৯, ৬২, ৬৩, ১১৪; বিঃ ৮।৯০-৯২, ১৬২-১৬৪, ২০৩-২০৫, ২০৮; বিঃ ১১।৪৬-৪৮, ৬১; বিঃ ১৪ ১৪৭-১৫৪; বিঃ ১৭।১-৬, ২০-২২, ৩৭। **আঙ্গিরস পুরাণ**—বিঃ ১১।২২৬। **আদি পুরাণ**—বিঃ ১০।৯২-৯৪; বিঃ ১১।৭, ৭৯, ২৩১, ২৪১-২৪৭; বিঃ ২০।১৩। **আদিত্যপুরাণ**—বিঃ ৪।৯১, ১৪০। **আদিবরাহপুরাণ**—বিঃ ৪।২৬-৩৮; ১১।২৫১। **আপস্তম্ব**—বিঃ ৪।১৪৭, ১৪৮। **ইতিহাস সমুচ্চয়**—

বিঃ ১০।৮১-৮৯, ৯২ ; বিঃ ১১।১৯৭। ইতিহাসোত্তম—বিঃ ১১।১৯০, ১৯৫, ২৪২, ২৫৫, ২৭২। উপলেপন-মাহাত্ম্য (?)—বিঃ ১১।১৯৯। ঋক্‌পরিশিষ্ট—বিঃ ১৪।৩৩। ঋগ্বেদীয়াশ্বলায়নশাখা—বিঃ ১৪।৩৪। কণ্ব—বিঃ ১২।৮, ১০৪। কপিলপঞ্চরাত্র—বিঃ ৪।২২৮। কাত্যায়ন—বিঃ ৫।১০২, ১১০, ১২৩ ; বিঃ১০।২২৪ ; বিঃ ১৩।২১, ৯২, ১০২, ১০৩ ; বিঃ ১৪।২৬। কাত্যায়নসংহিতা—বিঃ ১১।২৭১, ২৭৮। কাত্যায়নস্মৃতি—বিঃ ১২।১৮, ২৩, ৩৪, ৩১, ৩৫ ; বিঃ ১৪।১৪। কালিকাপুরাণ ।৪, ২০, ৪১-৪২ ; বিঃ ১২।২০, ১৪৪ ; বিঃ ১৩।

কাশীখণ্ড—বিঃ ৩।৯, ২৬-২৯, ৪৭, ৮৮, ৯২, ৯৭, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২৫, ১২৭-১২৯, ১৬৩ ; বিঃ ৫।৮৮, ৯৫-৯৬ ; বিঃ ৭।৯২ ; বিঃ ৮।১১৫ ; বিঃ ৯।৪১ ; বিঃ ১০।৭৮, ৭৯, ৫৪২, ৩৬১ ; বিঃ ১১।২০, ১৪৫, ২৪৯, ৪৮৩, ৪৮৬। কাশ্যপপঞ্চরাত্র—বিঃ

কূর্মপুরাণ—বিঃ ১।৫২-৫৫ ; বিঃ ৩।৩৫, ৮৭, ৮৮, ১১৭, ১১৮, ১২৫, ১২৭, ১৪১, ১৫৯ ; বিঃ ৪।৬২, , ১৪৬, ১৪৭ ; বিঃ ৭।৮০-৮৪ ; বিঃ ৮।৬৪, ১২৩, ১২৪ ; ঃ ৯।৭২-৭৫, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ১০৫, ১০৬, ১২৩ ; বিঃ ১১।২৪ , ৭৪, ৭৫, ১১৯, ১২০, ১৪৮, ৪৫৬-৪৮৩ ; বিঃ ১২।১৮ ২০, ৩৮, ৮২, ১০৪-১০৮, ১১২, ১৪৪, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭, ১৭৮, ১৮০ ; বিঃ ১৩।৫, ৯৯ ; বিঃ ১৪।৩৫ ; বিঃ ১৪।১২৪-১৩৭। কৃষ্ণসত্যাসংবাদীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্য—বিঃ ১৩।৮১-৯০। কৌৎস—বিঃ ১২।১০৭। (গ্রন্থাবঃ) বিঃ ২।১ , ১১ ; বিঃ ৪। ১৯৩ ; বিঃ ১১।৪৯-৫৫; বিঃ ১৩।১০৪, ১০৫ ; বিঃ ১৪।২৩-২৫১ ; বিঃ ১৭।১৫, ২২, ১৪, ৫০, ৫৫ ; ক্রমদীপিকা—বিঃ ১।২৮, ৫১, ১০১ ; বিঃ ২।২ ; বিঃ ৪।৭৩-৮০, ৮২, ৮৩ ; বিঃ ৬।১৯-২২ ; বিঃ ৮।৫০ ; বিঃ ১৭।১২-১৪। গরুড়পুরাণ—বিঃ ১।৮৪ ; বিঃ ৩।৩০, ৩১, ৫১, ৬১, ১৩৭-১৪০ ; বিঃ ৪।৫৭, ৮৯-৯০, ৯৬, ৯৭, ১২০, ১২৮-১৩২ ; বিঃ ৫।২১০, ২২৮ ; বিঃ ৬।৪৭, ১১১-১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২৪-১২৯, ১৩৪ ; বিঃ ৭।১৫, ১৬, ৭০, ৯০, ৯৪, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৮ ; বিঃ ৮।৫২, ৫৮, ১৭৫-২২৩ ; বিঃ ৯।২৮, ৩৫-৩৬, ৪৫-৪৭, ৫২, ৫৮, ১১০ ; বিঃ ১০।৩৩, ৫০, ৬৪-৬৬, ১১৭,২০১,২৮২-২৮৩ ; বিঃ ১১।১০৯-১৪২, ১৮৭, ২০৮, ২২৮, ২৬৩ ; বিঃ ১২।২০, ৭১, ৮৭, ১২১, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩২, ১৪৯ ; বিঃ ১৪।২৬, ৯৯ ; বিঃ ১৪।৬-১০, ২৭, ৪২, ১৮৬। গর্গ—বিঃ ৪।৪১। গীতা—বিঃ ৩।৪৮ ; বিঃ ৫। ১৭-১৯ ; বিঃ ১০।৫২, ৫৩, ১১৮-১২১ ; বিঃ ১১।১০৩, ১০৪, ১৯৯, ৩০০, ৩৫২, ৩৯৪। গৃহ্যপরিশিষ্ট—বিঃ ১৩।১৪। গোভিল—বিঃ ৪।৮০ ; বিঃ ১২।১১১, ১১৯, ১৬৫, ১৬৬। গৌতমীয়তন্ত্র—বিঃ ১।৮৭; বিঃ ২।৮ ; বিঃ ৩।৭১, ১৩২-১৩৫; বিঃ ৫।১৩৬, ১৮২, ১৯৩ ; বিঃ ৮।১৮, ১৯ ; বিঃ ৯।১১০ ; বিঃ ১১।৮-১০, ১১০, ৩৭০-৩৭২ ; বিঃ ১২।১৮ ; বিঃ ১৪।৭, ৬২, ৬৩, ৮৭ ; বিঃ ১৪।৭৬-৭৭, ১৮১, ২৬৩-২৭৩ ; বিঃ ১৭।৩৭, ৫০, ৫৩, ৫৪, ১৩১ ; বিঃ ১৮।৬৪-৬৭ ; বিঃ ১৯।২। ছন্দোগপরিশিষ্ট—বিঃ ১৪।৩৫। জাবালি সংহিতা—বিঃ ১১।২৫৫। জৈমিনি—বিঃ ১২।২৫। জৈমিনি সংহিতা—বিঃ ১১।২৮০, ২৮১। জ্ঞানমালা—বিঃ ৭। ৪৮, ৪৯, ৫৪, ৬৮। তন্ত্রসাগর—বিঃ ১।৪২ ; বিঃ ২।৭, ১৫-২৭ ; বিঃ ১২।২২, ৪৪, ৪৫। তন্ত্রসার—বিঃ ২।১১৮ ; বিঃ ৬।১৭। তন্ত্র—বিঃ ১।২৮-১০০ ; বিঃ ১১।৫৬-৫৯ ; বিঃ ১৪।১২৫-১২৭ ; বিঃ ১৭।২৩। তাপনীয়শ্রুতি—বিঃ ১।৮৫, ৮৭ , বিঃ ৩।৬৯। তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্র—বিঃ ৯।২৫, ২৬ ; বিঃ ১০।২৪৪, ২৪৬। ত্রিকা ও মণ্ডল—বিঃ ১২।১৬৮। ত্রৈলোক্যমোহনপঞ্চরাত্র—বিঃ ১৩। ২৪-২৬। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র—বিঃ ১।৮৮, ৮৯, ১০২ ; বিঃ ৫।৩৯-৪৫ , বিঃ ১৭।৬৭, ৬৮, ৮২-৯১ ; বিঃ ১৭। ১১১-১১৬। ত্রৈলোক্যমোহনপঞ্চরাত্র—বিঃ ৭।৬০। দক্ষ—বিঃ ৩।৯৭, ১২৩-১২৫। দক্ষস্মৃতি—বিঃ ৩।৯৪-৯৫। দেবল—বিঃ ৪।৩০ ; বিঃ ১২।১৮, ২৬ ; বিঃ ১৩। ৯, ২১-২৪ ; বিঃ ১৬।১১৮। দেবীতন্ত্র—বিঃ ১।৫৬। দেবীপুরাণ—বিঃ ৫।১৯ ; বিঃ ৮।৫০ ; বিঃ ১৪।১১৮ ; বিঃ ১৯।১১, ১৩-১৬, ৩১০-৩১২ ; বিঃ ২০।২৭,৯৫। দেবী-রহস্য—বিঃ ১২।৭০ ; বিঃ ১৩।৯৯, ১০০। দ্বারকা-মাহাত্ম্য—বিঃ ৫।২২৮ ; বিঃ ৬।৪২-৪৪, ৭১, ৭৩, ৯৩, ৯৬ ; বিঃ ৭।৭৫, ১০০-১০২ ; বিঃ ৮।৬২, ১১৩, ১২৭, ১৪৪-১৪৭ ; বিঃ ১০।৮১, ৯২, ২৪০, ২৮২, ৩১৭ ; বিঃ ১১।২৬১, ৩১০ ; বিঃ ১২।৭০, ৯৪-৯৬, ১৪৭ ; বিঃ ১৩।১৪২। ধ্বজারোপণমাহাত্ম্য—বিঃ ১১।৩২৯। ধ্রুবচরিত—বিঃ ৯।৪১। নন্দিপুরাণ—বিঃ ৬।৯২-১০১, ১০৪ , বিঃ ১১।

২২৭। **নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্র**—বিঃ ১৫।৫৪-৫৯ ; **নাগর-খণ্ড**—বিঃ ১৪।৭৬-৭০, ৮০। **নারদ**—বিঃ ১।৫৭ ; বিঃ ৬।৭ ; বিঃ ১২।২৪, ৭৭, ৯৮, ১৪০। **নারদতন্ত্র**—বিঃ ২।১০। **নারদপঞ্চরাত্র**—বিঃ ১।৫৬-৫৮, ৬০-৬২, ৮১ ; বিঃ ২।২০-২২, ১৫৯, ১৮০ ; বিঃ ৩।৬৪-৬৬, ৮১, ১৩০ ; বিঃ ৪।৪৮, ৪৯ ; বিঃ ৫।১৫, ১৭, ১৪০-১৮০ ; বিঃ ৬।৬৪ ; বিঃ ৮।১৬৫, ২৭০ ; বিঃ ১০।২৯৮-৩০১ ; বিঃ ১১।৩৮২-৩৮৪ ; বিঃ ১৭। ২৫, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৫৯, ৬০, ৭২, ৯৮-১০০, ১০২-১০৫, ১৩৩-১৩৯ ; বিঃ ১৮।১২১। **নারদস্মৃতি**—বিঃ ১২।১৯। **নারদীয়কল্প**—বিঃ ৮।১৯। **নারদীয়পুরাণ**—বিঃ ৪।১৮, ১২৩, ১২৪ ; বিঃ ৬।১১৬ ; বিঃ ৭।৭, ৪৮, ৭৩, ৮১, ৮২ ; বিঃ ৮।৩৪, ৩৫, ১১০, ১৭০ ; বিঃ ৯।৭৯, ১০০, ১০৭; বিঃ ১০।৬২, ৬৩, ৬৮ ; বিঃ ১১।৮০, ৮১, ১১২, ২১৫, ২২০ ; বিঃ ১২।১০, ১২, ১৮, ৩২, ৪৪-৫১, ৮২, ৮৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১৫৬ ; বিঃ ১৩।৩, ৪, ১১-১৩, ১০০ ; বিঃ ১৪।৫১-৫৮ ; বিঃ ১৫।২৭, ৩৮, ৩৯, ২৪২, ২৫০, ২৬১-২৬৩ ; বিঃ ১৬।৫১ ; বিঃ ১৮।১৯-৫৯, ৬২। **নারায়ণ-ব্যূহস্তব**—বিঃ ৮।১৭৫, ১৯৪, ১৯৫ ; বিঃ ১০।১৮১, ১৮৩-১৮৬ ; বিঃ ১১।১২১, **নিগম**—বিঃ ১৬।১১৭। **নির্ণয়ামৃত**—বিঃ ১৬।১১৭, ১১৮। **নৃসিংহপুরাণ**—বিঃ ১।৮৯ বিঃ ৩।৮০, ১৫৯ ; বিঃ ৪।২-৩, ৬, ১৩, ১৬, ২২ ; বিঃ ৬।১৭, ২৪, ৪০-৪২, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৯৯, ১১০, ১১৭ ; বিঃ ৭।২, ৯, ১১, ১২, ৬৬, ৬৭ ; বিঃ ৮।৭, ২৩, ৬৬, ৮৮, ৮৯, ১০৪, ১০৫, ১৪৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৮১, ১৮৫, ২১৭ ; বিঃ ১০।১৬৩-১৬৫ ; বিঃ ১১।২৭, ৯৩, ৯৪, ১৬৮, ১১৪, ২৬৩, ৩৪১, ৩৫৮ ; বিঃ ১৭।৭৩-৭৫ ; বিঃ ১৮।৬ ; বিঃ ১৯।৯ ; বিঃ ২০।১২ । **পঞ্চরাত্র**—বিঃ ১।৭২ বিঃ ২।২৩-২৫ ; বিঃ ৪।১৯, ২০, ১৪৪ ; বিঃ ৮।৮৪-৮৭, ১৪৫ ; বিঃ ১৪।৮-১০ । **পদ্মনাভীয় গ্রন্থ**—বিঃ ১১।৮১। **পদ্মপুরাণ**—বিঃ ১।৩৯-৭১, ৬৬, ৭০, ৭১-৭৯, ৮১, ৯১ ; বিঃ ৩।২৪, ৩৮, ৪৪, ৭৫, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৮-১৪০, ১৬৩ ; বিঃ ৪।৪৬-৪৮, ৫৭, ৫৮, ৬৭-৭৯, ৭৭-৭৯, ৮৩-৮৭, ৯০, ৯৭, ১৪০ ; বিঃ ৫।৪৮-৫৭, ১৯০-২০১, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৯-২২৮, ২২২ ; বিঃ ৬।৩, ৪, ৫৪, ৮৩, ১০৯ ; বিঃ ৭।১৮, ২০, ২৮, ৭০, ৫১, ৬২, ৭৩-৭৫, ৭৮, ৭৯, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৮-১২০ ;

বিবিধ প্রসঙ্গ

উৎসব-সংবাদ

একাদশ দিবস—১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট, শুক্রবার। স্মার্তমতে বিদ্ধা-বিচার পরিত্যাগ করিয়া অদ্য উপবাসাদি থাকিলেও সাত্বতস্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে সপ্তমী-বিদ্ধা-হেতু আগামী কল্য উপবাস, আগামী পরশ্ব নন্দোৎসব, অদ্য অধিবাস-মহোৎসব। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে ও হইতেছে। কৃষ্ণকোলাহলে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত। মধ্যাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী প্রভৃতি এবং অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করেন। লোহাগড়া হইতে ডাঃ নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্, বি এবং খুলনা চন্দনীমহল হইতে সপরিবারে শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ও ঐদিবস আগমন করেন। ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম দৈনিক নদীয়া প্রকাশ জন্মাষ্টমী-সংখ্যা আনয়ন করেন। প্রবন্ধ ও চিত্রগৌরবে এই সংখ্যা সজ্জনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গিরি মহারাজ 'অজের জন্ম'-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাক্ত ; মেডিকেল কলেজের বাইওলজির প্রফেসার ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-ডি ; শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা ; মিঃ পি, এন, মুখার্জী (এসিষ্টাণ্ট্ কমিশনার অব্ পুলিশ, নর্থ ডিভিসন) প্রমুখ বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকটও অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রাজ্ঞ মহোদয়ের "দ্বৈতে অদ্বৈত-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম—বলিতে অদ্বৈতবাদ উদ্ভিষ্ট হয় কি না, শ্রীধর স্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী যে নহেন, তাহার প্রমাণ কি" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ চতুঃশ্লোকী ও 'অহমাত্মন্ত এতৎ' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ কলিকাতার "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী" স্কুলে 'জন্মাষ্টমী উৎসব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু

কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ (ইনি পরে গৌড়ীয়মঠে আসেন), শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্র অন্যতম। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক—উক্ত স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—উকীল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র রায় এম-এ হেডমাষ্টার প্রমুখ সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশদিবস—১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎযাপন। মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়; নক্তোৎসব-দিবস বেলা প্রায় ২ টার সময় এই পারায়ণ সমাপ্ত হয়। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ রাত্রি ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে গর্ভস্তুতি ও কৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ করেন। জন্মপূজাদি যথাবিধি হইবার পর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অবিশ্রান্ত কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি মহারাজের নিষ্কপটতা ভেদ করিয়া গগন-পবন মুখরিত করিতেছিল, তখন "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—এই গীতা-শ্লোকের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতেছিল। বস্তুতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনেই চৈতন্যের পরিচয়। শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নিরপরাধে কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখেই জগদ্গুরোঃ কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাবোপলব্ধির যোগ্যতা লাভ হয়। থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া, পানভোজনে রাত্রিজাগরণ আর কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে জাগরণ এক নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতপাঠমুখে জাগরণ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অজস্রভাবে হরিকথামৃত বর্ষণ করেন। প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে গৌড়ীয় (১৩ বর্ষ) এর সংখ্যা হইতে 'বৈকুণ্ঠ ও ওপলাত জগৎ' প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলিয়া স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যা-মুখে বৈকুণ্ঠ ও ওপলাত জগৎ কাহাকে বলে, সকুণ্ঠপ্রতীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রতীতি লাভের উপায় কি, 'অজ' ভগবানের জন্ম-রহস্য কিপ্রকার, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের লক্ষণ কি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভাগবতের কথা বলিতে বলিতে বেলা অধিক হইতে থাকায় আচার্য্যাত্মজ প্রভুর অনুনয়ে প্রভুপাদ উত্তমভাগবতের কথা অন্য সময়ে কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া ক্ষান্ত হন, কিন্তু ব্যগ্রতায় বলিতে থাকেন, 'আজ কৃষ্ণাবির্ভাব-বাসর, আপনারা আমাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে বাধা দিবেন না।' শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মধুবাবু এই দিবস প্রাতে ডাল্টনগঞ্জ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আগমনে বড়ই প্রীত হন।

সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ "কৃষ্ণজন্ম ব্যাপারটি কি, কি প্রকারে তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, অধিরোহবাদ, অবতার-বাদ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রহস্য, ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবত্তত্ত্ব, অধোক্ষজভক্তিই মোক্ষমোহভয়াপহা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিকতা-প্রণয়নোপায়, ভক্তপ্রতিষ্ঠাশা শুদ্ধ-ভক্তিমার্গের অন্তরায়, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই প্রতিষ্ঠাশা-দুষ্ট, দুরিতক্রিবিলাসোক্ত ঐকান্তিক কৃত্য" প্রভৃতি বহু মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করেন। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ প্রাক্তন ভুবনমঙ্গল, রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর (চৌদ্দবন্দির জমিদার), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষাল (শিলদা), শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বসু বাগবাজার (সম্প্রতি সেন) প্রমুখ বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় বিদ্যাসাগর বি-এ কাব্যতীর্থ এই দিবস অপরাহ্নে আসানসোল হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

ত্রয়োদশ দিবস—১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর, নক্তোৎসব। এই দিবসের লোকসংখ্যা অগণিত। প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রসাদ বিতরণ চলিয়াছে। পাঠ, কীর্ত্তন, সেবা-পূজাদি উৎসবের দৈনন্দিন পদ্ধতি অনুসারে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেও সর্ব্ববিষয়েই এই দিবসের একটি বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হয়। এ 'বিরাট্' কেবল কথার 'বিরাট্' মাত্র নহে, সত্য সত্যই এক অভাবনীয় ব্যাপার। কলিকাতা-মহানগরীর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু পল্লীর এবং দূর দেশ গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি এই নগর-কীর্ত্তনে যোগদানার্থ আসিয়াছিলেন। কলিকাতার কর্ণকোলাহলময় রাজপথ কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া লোকসমূহের নিত্যমঙ্গলের প্রশস্ত রাজপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল। পূর্ব্ব রবিবারে একটু বৃষ্টি হইয়া কীর্ত্তনে সামান্য কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করিলেও এবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহে নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছে। মাণিকতলা স্ট্রীটে উপস্থিত হইলে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই। প্রায় সাত ঘটিকার সময় শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ের দৃশ্য অবর্ণনীয়। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ 'নক্তোৎসব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মঠের কোন স্থানে তিল ধারণের স্থান ছিল না। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, ইঞ্জীনীয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি, অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের শ্রীযুক্ত কুমুদিনীমোহন নিয়োগী, কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য, শ্রীযুক্ত পান্নালাল আঢ্য প্রভৃতি বহু বহু

গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ন্যাশোসিয়েটেড্ প্রেসের নিয়োগী মহোদয় এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট "শ্রীধাম মায়াপুরে অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহাবির্ভাবের" অলৌকিক ঘটনা কীর্ত্তন-মুখে অক্ষজজ্ঞানপ্রচারিত জগতের অধোক্ষজ-সেবাবিমুখতা-জন্য শ্রীবিগ্রহে, শ্রীনামে ও শ্রীধামে প্রাকৃতবুদ্ধি, বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবত-বোধে অসামর্থ্য-হেতু অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহে পৌত্তলিকতারোপ, তমূলে অহঙ্কারবিমূঢ়তা" ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ভক্তি-বিলাস মহোদয় ডাণ্টনগঞ্জ এবং পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহোদয় আসানসোল যাত্রা করেন।

অদ্য মঠে বিরাট্ মহোৎসব থাকায় এবং ও, এন মুখার্জ্জী মহোদয়ের বাড়ীর সকলেই মঠে উপস্থিত হইয়া পাঠকীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করায় তাঁহাদের বাড়ীতে অদ্য পাঠ বন্ধ ছিল।

এই দিবস মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মজ প্রভুর সেবা অনুকরণীয়। তিনি স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া সমাগত সহস্র সহস্র পুরুষ ও মহিলাগণের অভ্যর্থনা এবং প্রসাদ-সম্মানের যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার এবং আদর্শস্থানীয়।

চতুর্দ্দশ দিবস—১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার। এই দিবস সন্ধ্যায় মঠে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্-ভক্তিবিলাস তীর্থমিনেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এই টার ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন।

পঞ্চদশ দিবস—১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, হরিবাসর। সন্ধ্যায় গত দিবসের ন্যায় মঠে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ এবং ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করেন। শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুরে, ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি সোদাগড়ায় এবং শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ খুলনায় যাত্রা করেন। পূর্ব্বাহ্নে অনেক পাশ্চাত্য ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীগীতার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য-বিচার শ্রবণ করেন।

এই দিবসের আর একটি প্রধান ও অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত "হারমণিষ্ট্" বা "সজ্জনতোষণী" ইংরাজী পত্রিকার ৩১শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা অদ্য নব পর্য্যায়ের পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইলেন। এই পত্রখানি প্রতি একাদশীতিথিতে প্রকাশিত হইবেন। হারমণিষ্ট্ তাঁহার সম্পাদকীয়ে জানাইতেছেন, "We appear again after the lapse of nearly a year. To make up for the lost time we shall come out twice a month in future—on every Ekadashi day". এই পত্রের বিস্তৃত সমালোচনা আগামী সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। মিঃ কুঞ্জলাল, শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভবমর্দ্দন ভক্তি-গৌরব বি-এল, শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমান্ দয়ল-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ এই পত্রের প্রকাশকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া-ছেন ও করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহার প্রচ্ছদপট, প্রবন্ধ-সজ্জা ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সেবকগণকে আরও উৎসাহের সহিত সেবাবাধে যোগ্যতা-প্রদর্শনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

ষোড়শ দিবস—১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। "কামাদীনাং কতিধা কতিধা" প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে জীবের দুর্গতির সীমা নাই, ইহা বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। সন্ধ্যার পর কলিকাতা ১৪নং মল্লিক ষ্ট্রীট হইতে মেসার্স লাহপত্ রায় এণ্ড্ সন্স্ কোম্পানীর জগদ্গুরু নারায়ণ, আচার্য্য লাল সাহ, বিশ্বম্ভর নারায়ণ সাহ এবং হরগোবিন্দ নারায়ণ সাহ নামক চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধুদর্শনের জন্য শ্রীমঠে আগমন করেন। মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীগোবীমোহনজী প্রথমে তাঁহাদিগকে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহারা পরিপ্রশ্নের অনুমতি লইয়া "ওঙ্কার ও মহামন্ত্রের পার্থক্য কি? ওঁকার জপিতে জপিতে মালিকের চরণে পৌঁছান' যায় কি না? 'হরি'শব্দের অর্থ কি? হরিনাম কি মহা-প্রভুর সময় হইতে প্রকটিত না তৎপূর্ব্ব হইতেই আছে? 'হরি' শব্দের অর্থ—আপনারা যেমন বলিতেছেন 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন,' তাহা হইলে দ্বাপর যুগের যশোদানন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়াই কি হরিনাম প্রকটিত? তাহা হইলে নামের নিত্যতা কি প্রকারে রহে?" ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। স্বামীজী তদুত্তরে ওঙ্কারের সম্প্রদায়িক অবস্থাই যে হরিনাম এই নাম-ভজন ব্যতীত ভগবত্তার পূর্ণোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই, নাম-নামী অভিন্ন, শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম নিত্য, তাঁহার নাম নিত্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বেই ভগবদ্-আবির্ভাব, ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় নাই, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষবাঞ্ছাদি অবাস্তব কপটকামী ব্যক্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত, ভগবদ্-ভজনবিচারেই বিদ্যাধনাদির প্রকৃত সার্থকতা প্রভৃতি কথা কীর্ত্তন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে 'ন ধনং ন জনং', 'নাহং বন্দে', 'নাহং বন্দে' প্রভৃতি শ্লোকও কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণেন

উদ্দেশ্যের হেয়ত্ব বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় শ্রবণে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনের পর তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের পাদ-পদ্ম-সমীপে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা যথোচিত দৈন্যের প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বদিবস ওঁকার ও হরিনাম-বিষয়ক প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ হরিনামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া ওঁকার অপাণিব বিচার জীবকে নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া তুলে, তাহা জীবাত্মার স্বরূপ-বৃত্তি নহে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এই দিবস শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও, এন, মুখার্জ্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীপাদ নেথি মহারাজ মঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন।

চয়ন

['ফরওয়ার্ড' ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার]

Gaudiya Council

Sir Shadilall The Next Chairman

The Rt. Hon'ble Sir Shadilall is to be the next Chairman of the London Gaudiya Mission Society for the year 1935, in place of His Highness the Maharajadhiraj of Burdwan who is returning to India next winter.

নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

[তৃতীয় রবিবার]

আগামী কল্য (২০শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর, রবিবার) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রবিবারের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সাম্বৎসরিক প্রবন্ধ-সদন হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। উক্ত শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, নবীন চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, বিডন্ ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ আগামী ৩০শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক বাগ্মিবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক "রাধাষ্টমী" বিষয়ে একটি বক্তৃতা উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনা করেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম্-এ, ডি-এল্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।
১৭ই ভাদ্র, ১৩৪১ সাল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
শ্রীসুবিহারী বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪র্থ সংখ্যা (১০ম বর্ষ) গৌড়ীয়ের সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠায় (৪১ পৃষ্ঠায়) 'সাময়িক প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম স্তম্ভ ৮ম পংক্তিতে "পর্য্যায়ক্রমে একাদশী ও পূর্ণমী তিথিতে" স্থলে "প্রতি একাদশী তিথিতে" হইবে। পাঠকগণ কৃপা পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪১; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ | ৭ম সংখ্যা।

শ্রীরাধাষ্টমী

আগামীকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব। শ্রীরাধা গৌড়ীয়েরই একমাত্র উপাস্য দেবতা—একমাত্র বলিবার কারণ এই যে, গৌড়ীয় না হইলে শ্রীরাধার ভজনের যোগ্যতা-লাভ বা মহা-উৎকণ্ঠা কোনওটিই হয় না। গৌড়ীয়া-নাথ এই গুহ্যতম ভজন-রহস্য জগতে আবিষ্কার করিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাঃ পরমরসচমৎকারমাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১০।১৩০)

'প্রেম' নামক পরম পুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের পরম-মহামাধুরী-কণায় প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধাভাবকীকে (উপাস্য-স্বরূপে) জানিত? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য-লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

আবিষ্কার ও সৃষ্টি—এক কথা নহে। যাঁহারা সেই পরদেবতার দ্বারা মায়ায় অভিভূত,—এরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, কিংবা ক্ষিতি-সত্যবাদী যাবতীয় ঔপাধিক ব্যক্তিগণ শ্রীরাধিকাকে শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কোন পদাবলী-লেখক বা গৌরাণিকের সৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া মনে করেন; যদিও কোথায় কোথায়ও

তাত্ত্বিক আবিষ্কার-সমূহ উঁহাদের ধারণার সঙ্কীর্ণতাকে নিকট প্রেমস্ত করিয়া দেয়, তথাপি ভক্ত-চক্ষুর অগোচর হইয়া অপ্রাকৃতত্বকে অন্যরূপ ভাবিতে পারে না।

কোন কোন সাহিত্যিক শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি উক্তি লিখিয়া যেন তাঁহাকে অনেক বাড়াইয়া ছোট মনে করিয়া ফেলেন। কোন সাহিত্যিক বলিয়াছেন,—"ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধাসুন্দরী সৃষ্টি;—তিনি 'আমেয়ী' কি কুমনস্বিনী নন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে,—তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এমন নারী-চিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।" আবার কোন সাহিত্যিকই বৈষ্ণবী-লেখনী চালাইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ও আর কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া হিন্দু আর্য্যাবর্ত্তের দেবমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; হিন্দুদের দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আবরণহীনা সৌন্দর্য্যময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন; সদ্যস্ফুটিত যে মালতী পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল, চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে তাহা পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল।"

সাহিত্যিকগণের প্রবীণতার অবগুণ্ঠনে এই সকল প্রাচীনতার কোলাহলের সমালোচনা পরিস্ফুট করিয়া তাহাদের নিকট প্রকাশ করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। যে ভক্তগণ মহানিধি কাম-ক্রোধাদিকে হৃদয়ের হাটে প্রকাশ না করিয়া সযত্নে গুপ্ত সম্পুটের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া স্থূলবুদ্ধি সাহিত্যিক, পণ্ডিত, যতী বা সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও রাধিকাকে দর্শন করিবার যোগ্যতা পান নাই, সেই চিন্ময় বাস্তবতাকে জড়ত্বের বিরাট রূপের নিকট কি করিয়া বুঝান যাইতে পারে? স্যর আইজাক নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া সেখানেই ঐ শক্তির জন্ম হয়, ইহার পূর্ব্বে কেহ সেই শক্তির বাস্তবতা জানেও নাই বা উহার অস্তিত্ব ছিল না,—এরূপ অনুমান ভ্রমের প্রাকৃত ধ্বনিকা-পতন মাত্র। হয় ত' ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে এই প্রদেশ অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সেই বহু পূর্ব্বের প্রমাণ প্রত্নতত্ত্বের সমাধিগর্ভে এখনও হয় ত' সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। যে-কাল পর্য্যন্ত যবেজ্ঞারোর সভ্যতা প্রত্নতত্ত্বের সমাধিগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত না হইয়াছে, সে-কাল পর্য্যন্ত সকলে ঐরূপ সভ্যতার কথা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। জড়ের সৃষ্টি-সম্বন্ধেই মানবের জ্ঞানের দৌড় যখন অসম্পূর্ণ, তখন আধুনিক কালের প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ উপকরণ এবং অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় ও কাম-ক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত মস্তিষ্ক লইয়া অপ্রাকৃতের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা কেবল বিপজ্জনক নহে, সত্যের প্রতি অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে প্রবল প্রতিহিংসার চেষ্টা।

একদিন আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের বঙ্গপ্রদর্শক-গুরু রায় ভণাকর ভারতচন্দ্র শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারই ছায়ার মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-সেবা-সর্ব্বস্ব শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর তখনকার পুরীর সাতাসন-মঠে বিরক্ত-বেষে ভজন করিবার অভিনয় করিয়াও বিরক্তের বেষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি হীরা মালিনী, সোণামুখীর প্রাকৃত সৌন্দর্য্য, কুটনীর বশীকরণ-বিদ্যা প্রভৃতিকে অপ্রাকৃতের মাধুকরণিক ছাঁচে ঢালিয়া কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও তদানীন্তন বঙ্গ-সমাজের ভাষা ও সাহিত্যের পাত্রে রসের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আমরা রায় গুণাকরের দোষ দিতেছি না, ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ারই প্রভাব। মায়া প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কিম্বা-প্রত্যুৎপন্নমতি জাগতিকের চক্ষে এই ছানি সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই আজও অধিলেশ্বরী দুর্গার অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার অপ্রাকৃতত্ব সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

সে-দিন (১১ই আগষ্ট, ১৯৩৪) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ইহাই গৌড়ীয়ের যোগ্য পরিভাষা ও সিদ্ধান্তধারার মধ্যে বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন। অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা না করিলে গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ প্রেমামৃতস্রাবনকের শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্ধানেচ্ছা উপস্থিত হয় না। যাঁহারা প্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা করেন অর্থাৎ ('গো' অর্থে ইন্দ্রিয় বা বিদ্যা) কেবল পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয় বৃত্তি বা বহির্মুখ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিবার বিদ্যার সংস্কৃতি সাধন করিয়া থাকেন,

তাঁহারা শ্রীরাধার ভাবাশক্তি মহামায়ার নিয়ন্ত্রণে নিযুক্তিত হইয়া থাকেন; আর যাঁহারা অপ্রাকৃত গো অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা বিকাশ সাধন করেন, যাঁহারা পরবিদ্যার অনুশীলন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকেই গোবর্দ্ধন-সেবা বলিয়া জানেন। জড়মুক্তিবাদী অরিষ্টাসুর তাহার দুষ্টবুদ্ধি যখন গোবর্দ্ধনকে আক্রমণ করিয়া নিজ ভোগ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ যখন পরম আস্তিকতা—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস-পঞ্চকের বিষয় বাস্তব সত্যকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখন কৃষ্ণ সেই অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অরিষ্টাসুর (বৃষভাসুর) নিহত হইলে প্রৌঢ়া গোপী জননিকা তৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপে শ্রীরাধিকা সুন্দরীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। অরিষ্টাসুর বৃষের আকৃতি। গো—যাহা ধর্ম্মাচারীর নিকট ধর্ম্মের প্রতীকরূপে বিবেচিত—যাহা প্রলয়কারী রুদ্রের বাহনরূপে বিদিত, সেইরূপ এক ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া অরিষ্টাসুর যুক্তিবাদিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বাস্তব সত্যকে আক্রমণ করিতে আসে। কৃষ্ণ এই যুক্তি-বাদিতামূলক ধর্ম্মধ্বজিতাকে বিনাশ করেন। যে বৃষবাহন রুদ্রের মস্তক স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের অংশভূত বিষ্ণুর পাদপদ্ম-বাহিনী গঙ্গার বাহন, সেই রুদ্র মদনবিজয়ী হইলে যে অপ্রাকৃত মদনমোহনের রাস-বিলাসের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য গোপী-রূপা যাচ্ঞা করেন, সেই রাস-নৃত্য সাধারণী ও সমঞ্জসা গোপীগণে পরিবৃত বলিয়া যিনি সেইরূপ রাস-স্থলীও পরিত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দবিধায়িনীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া থাকেন এবং তখন সাধারণী গোপীগণ যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীভাগবতের প্রধানা নায়িকা শ্রীরাধিকা,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

হে সখিগণ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।

অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুরের নিধন-প্রসঙ্গেই শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রীরাধাসূত্রের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ তুলিতে পা যায়। এই শ্রীরাধাসূত্রেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সূত্রের ম মধ্যাহ্নকালে রাসবিলাস করিয়া থাকেন। নৈশ-বি অপেক্ষা এই মাধ্যাহ্নিক বিলাসে অধিকতর চমৎকা আছে। এখানে কিন্তু সাধারণী গোপীগণের সম্বোধি নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরা আনুগত্য অপেক্ষা না করিয়াই 'ধীর সমীরে' কৃষ্ণের স রাসক্রীড়া করেন, তাঁহারা রাধাসূত্র-ভটস্থিত রাসস্থল প্রবেশের অধিকার পান না। চন্দ্রাবলীর এই প্রবেশের অধিকার নাই।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাস-নৃত্য নটরাজমূর্ত্তি রুদ্রের বা তদনুকরণে প্রাচীন বা আধুনিক-কালে কল্পিত বি দেবীর নৃত্যের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ এই রাসমণ্ড গোপীশ্বর সদাশিব যে নৃত্য-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, হইতে তদবলম্বনে রুদ্র তাঁহার নটরাজমূর্ত্তি প্র করিয়াছেন। আমরা বৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখিতে পাই সঙ্কর্ষণ-সেবক রুদ্র রামনামে বিভোর হইয়া জগতস্থ তাণ্ডব রচনা করিতেছেন। তাঁহার নৃত্যেরই ভোগ অনুকরণ করিয়া জগৎ প্রলয়ের অভিসারে চলিয়াছে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ প্র রস-গ্রন্থে শ্রীরাধিকার যে সেবা-বিলাসের কথা অন ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীচ ভাব-কান্তি-মণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত নিজ-জ তাহা অপেক্ষা অধিকতর সেবা-চমৎকারিতার কথা এ গ্রন্থে দর্শন করিতে পারেন; এইজন্যই শ্রীরায় রাম শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রী গোস্বামী প্রভু 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলিকৌমুদী', 'স্তব এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 'মুক্তাচরিত', 'স্তবাবলী' ও শ্রীরূপরঘুনাথানুগ শ্রীল কবি গোস্বামী প্রভু 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি অপ্র রসগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণের শ্রীগো 'কর্ণামৃত', 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস' পাঠ ও অপেক্ষা তদ্রূপ গ্রন্থ-পাঠ—আকাশ-পাতাল প্রভেদ—তাহা উদাহরণের দ্বারা উহা বুঝাইবার নহে। এতদধিক লাভ করিয়া সেক্সপীয়ার বা কালিদাস পাঠ ও অ

অধ্যাপকের তত্ত্বগ্রন্থপাঠে প্রবেশের উদাহরণও ঐস্থলে অসম্পূর্ণ।

নন্দীশ্বর—জয়ের দক্ষিণে 'বড়ুসানু' নামে এক গিরিরাজ শোভিত রহিয়াছে। সেই বড়ুসানু-পর্ব্বতের অধিত্যকার গোপরাজ বৃষভানু সহধর্ম্মিণী কীর্ত্তিদার সহিত বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে, বিশাখা-নক্ষত্রে, মধ্যাহ্নকালে, বৃষভানু রাজার গৃহে এক কন্যারত্ন আবির্ভূত হইয়া গৃহ, পুর, দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। বৃষভানুপুরে গোপরাজ বৃষভানু রত্নভানু ও সুভানু ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যশোদাপ্রমুখা কীর্ত্তিদা চন্দ্রকলিকা-দুহিতার দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বৃষপুরে ও ব্রজপুরে আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইল। এই অপ্রাকৃত কন্যারত্নই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকা-নামে খ্যাতা হইলেন।

"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূৎপরম্॥"
(ভাঃ ১০।৫।১৮)

শ্রীহরির নিবাসভূমি নন্দগোকুলে শ্রীনন্দ-নন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন।

শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামা-শিরোমণি শ্রীরাধিকাও তাঁহার কায়ব্যূহ গোপ-রামাগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মনে করেন,—জগন্মাতা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাঁহারা মনে করেন,—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধিকা আর্য্যাবর্ত্তের দেবমণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কেবল প্রস্তাবিক ধ্বনিকাপাতমাত্র হয় নাই, শাস্ত্রীয় সন্ধান হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত রহিয়াছেন। যে ভুবনমোহিনী সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কারিকা দুর্গাকে ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দের স্বরূপশক্তি—ভুবনমোহন গোবিন্দের মনোমোহিনী শ্রীরাধার ছায়া-শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বরূপশক্তি অংশিনীর নিত্যবিগ্রহ অধোক্ষজ-সেবায় পূর্ণদীক্ষা লাভ না হইলে কিছুতেই বুদ্ধি বা মনীষার চরমোৎকর্ষ লাভ হইতে পারে না। ইহা বলা বাহুল্য নহে, সাহিত্যগণের বুদ্ধি শোধিত হইলে তাঁহারাও এই বাস্তবসত্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ যাঁহাকে লইয়া সাহিত্য—যিনি সাহিত্যের বিগ্রহ, সেই বৃষভানুনন্দিনীকে অনর্থযুক্ত জীব চিনিতে না পারিয়াই ভোগময় সাহিত্যগণকে আত্মঘাত বরণ করিতেছেন। তাই অপ্রাকৃত সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন,—

"তপ্তা অপারসসারবিলাসমূর্ত্তে-
রানন্দকন্দপরমাদ্ভুতসৌখ্যলক্ষ্যাঃ।
ব্রহ্মাদিদুর্লভতয়ৈব মমাস্তু জন্মা-
কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ॥"
"অপার রসের সার বিলাস-মূরতি।
পরম অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ নিধুতি॥
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ বৃষভানুকন্যা।
জন্মে জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা॥"
"হা দেবি কারুণ্যরসপ্রবাহ বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্মৎ প্রসাদমবধূয় জনং কৃপা
গান্ধর্ব্বিকে তব পদে পদনাং বিধেহি॥"
"যহ দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তিস্বরে।
কারুণ্যরে পরসন্নবচনে যোড়করে॥
প্রার্থনা করি গো দেবি এ অবুধজনে।
তব পদে গণি কৃপা কর অকিঞ্চনে॥"

সারস্বত-শ্রবণ-সদন

আধুনিক কালের প্রবল মত এই যে, সকল ধর্ম্মই সমান; সুতরাং বিশেষ কোন ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধতা-প্রচার অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ ও ধর্ম্মান্ধতা-মূলক সঙ্কীর্ণতা মাত্র, তাহা নানাপ্রকার বিবাদের জনক। যাঁহারা আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম বাদ দিয়া জাগতিক নানাবিধ অতীত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসমূহের আলোচনা করিয়াছেন ও করেন, তাঁহারাই উপরি-উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভাগবতধর্ম্ম

বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াও অনেক মনীষী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইতে বাধ্য হইব যে, তাঁহারা ভাগবতধর্মের যাবদ্রূপ দর্শন করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবতধর্ম আলোচনা করেন নাই ; কারণ ভাগবতধর্মের স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থার, বৈশিষ্ট্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, সঙ্গতি, ফল, ফলশ্রুতি বা প্রয়োজন—যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতের যাবতীয় ধর্ম হইতে উহার যে বৈশিষ্ট্য, তাহা এক—অদ্বিতীয়। অতি অল্প কথায় সেই বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা এই—'শ্রবণ'।

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্" ভাগবতের এই সারবান্ মুখবন্ধটি সমগ্র ভাগবতের বা ভাগবতধর্মের দিক্‌নির্দেশক। "কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ" পদ অখিল তত্ত্বের রহস্য জানাইয়া দিয়াছে। হৃদয়ে পরাৎপর বস্তুকে সদ্য তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ করিতে হইলে কৃতী শুশ্রূষু অর্থাৎ শ্রবণ-পিপাসু হওয়া আবশ্যক।

যত ধর্ম-কর্মের প্রস্তাবই আমরা করি না কেন, সকলেরই ন্যূনাধিক আদর্শ আনন্দকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা। কেহ বা অসৎ ও অচিৎ আনন্দকে সদ্য অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টায় কোন মতাবলম্বী ধার্মিক সাজিয়া থাকেন, কেহ বা জাগতিক আনন্দকে অসৎ ও অচিৎ জানিয়া তৎপ্রতিযোগী কোন নিরাকার বা নির্বিশেষ আনন্দকে 'চিন্মাত্র' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া থাকেন, কেহ বা অচিন্মাত্র শূন্যানন্দকে নির্বাণানন্দ বা পরিনির্বাণানন্দরূপে অভ্যর্থনা করেন। সম্ভোগানন্দে মত্ত প্রাণিজগৎ অসৎ, অচিৎ, বস্তুতঃ নিরানন্দময় প্রাতিভাসিক আনন্দকে 'আনন্দ' বলিয়া বরণ করেন। বস্তুতঃ যে আনন্দ জ্ঞানের ধনি—আনন্দের শিরোমণি—আনন্দের যাদুমণি, যে আনন্দ—সান্দ্রানন্দ, যে আনন্দের নাম আছে, রূপ আছে, গুণ আছে, পারিপার্শ্বিকতা বা কায়ব্যূহ আছে, লীলা আছে, যে আনন্দ বিচিত্রতাময়—রসময়—প্রেমময়—কামময়—সমগ্রতাময়—মানব বা প্রাণিজগতের চিন্তা ও ধারণার অতীত হইয়াও প্রস্ফুটিত চেতনের নিকট নব নব অবদানময়—করুণা, তারুণ্য ও লাবণ্যময়, সেই আনন্দকে সদ্য তৎক্ষণাৎ কি করিয়া হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায়, তাহার কথা অনেকেই শুনেন নাই। সেই আনন্দকে অবরুদ্ধ করিবার রহস্য বা মন্ত্রমহৌষধি একমাত্র শ্রবণ। কিন্তু সেই শ্রবণ কৃতী না হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়কে শিক্ষিত করিতে পারে না—শ্রবণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় না।

শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—কর্ণ তিন অংশে বিভক্ত—বহিঃকর্ণ (outer ear), মধ্যকর্ণ (middle ear) এবং অন্তঃকর্ণ (inner ear)। অন্তঃকর্ণ হইতে শ্রুতিস্নায়ু (auditory nerves) মস্তিষ্কে ধ্বনি প্রেরণ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে চেতনতাপূর্ণ মস্তিষ্কই শ্রবণ করিতে পারে। বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ ধ্বনি-গমনের দ্বার ও পথ মাত্র, অন্তঃকর্ণও মস্তিষ্কে সেই ভাবের খবর পাঠাইবার একজন 'কেরাণী'-তুল্য। এইত' গেল জড়শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের কথা। জড়শব্দ শ্রবণ করিতে হইলেই যখন আমাদের চেতনাধামের স্পন্দন আবশ্যক, তখন অনাবিল চেতনরাজ্যের কথা শ্রবণ করিতে হইলে চেতনের মস্তিষ্ক কতটা অনাবৃত থাকা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাঁহাদের এই চেতনের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে বৈষয়িক পারিপার্শ্বিকতা হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই কৃতী শুশ্রূষু ; তাঁহারা যে শ্রবণকে বরণ করেন, তদ্দ্বারাই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর বিশ্ব সদ্য তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহার শ্রবণদশা হইতে বরণদশা, বরণদশা হইতে স্মরণদশা, স্মরণদশা হইতে আপন দশা, আপনদশা হইতে প্রাপণদশায় প্রবেশ করেন।

শ্রবণদশাই নিত্যানন্দের পথের যাত্রীর প্রথম দশা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কে?—যিনি তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সমগ্র শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রবণ করিতে করিতে সেবা-পথ অঙ্গীকার বা বরণ করিবার চেষ্টা হয়। সেবা-পথ বরণ করিলে অনুক্ষণ অধোক্ষজ নিত্যবস্তুর স্মরণ সমগ্র হৃদয়কে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। তখন ক্রমে আপনদশা উপস্থিত হয়। আপন-দশায় অধোক্ষজ-লীলাপুরুষোত্তমের সেবা-সমাধিতে চিত্ত অনুক্ষণ তন্ময় হইয়া থাকে। এইরূপ অষ্টকাল ভগবৎসেবায় গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি লাভ হয় ; ইহাই প্রকৃত আপন দশার উপমান। পরে এই জগৎ হইতে বিদায়কালে সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকরত্ব যখন প্রকাশিত হয়, তখনই প্রাপণদশা বা বস্তুসিদ্ধি লাভ হয়। ইহাই কৃতী শুশ্রূষুর শ্রবণের চরম ফল অর্থাৎ অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দবস্তুকে তৎক্ষণাৎ—শ্রবণমুহূর্ত হইতে আরম্ভ

করিয়া সত্ত্ব—অভিনিবেশে বিশুদ্ধচিত্তে অবরুদ্ধ করিবার একমাত্র রহস্য।

এ বিষয়ে শ্রীভাগবতের বহু শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুপাদ 'ভক্তিসন্দর্ভে' বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। * শ্রীল ধ্যানচন্দ্র শ্রবণদশা হইতে আপনক্রম বর্ণন করিয়াছেন। †

কৃতী শুকদেব না হইলে আমরা শ্রবণ করিয়াও শ্রবণের তাৎপর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ি। কংস অশরীরীবাণী শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার পরিবর্ত্তে যে দেবকী ও বসুদেব তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জড়মায়া-রচিত কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু জড়মায়া কংসকে বঞ্চনা করিলেন। দেবকী-রূপারূপে জড়মায়া সপ্তমতী চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। যাঁহারা ভগবান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, সেই বসুদেব-দেবকীর উপদেশ কংসের কর্ণে পৌঁছিল না। সম্ভোগবাদী কংস—

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥"
(ভাঃ ১০।১।৩৮)

বসুদেবের এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ না করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে, এমন কি, নিজ-পিতা উগ্রসেনকে পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া একাকী রাজ্য ভোগ করিতে ব্রতী হইল।

দেবকীর অষ্টম গর্ভের অবতরণের বার্ত্তা—নিখিল আনন্দের ঘনির অবতারের আগমনী শ্রবণ করিয়া কংসের আনন্দের পরিবর্ত্তে ত্রাস, শঙ্কা ও নিয়ানন্দের উদ্রেক হইল। তাই যাঁহারা হৃদয়কমলে সেই পরাৎপরানন্দকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং স্বয়ং পূর্ণানন্দস্বরূপকে হনন করিবার চেষ্টায় ধাবিত হইল। সম্ভোগবাদের প্রতিক্রিয়া বা চরমফল নির্ব্বিশেষবাদ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত ও ভগবান্‌কে বিনাশ করিবার জন্য তৎপরতা,—এই মহাসত্য জগতে প্রচারিত হইল।

যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি ও চক্ষে ভগবানের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতাকে হনন করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া "অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ" প্রভৃতি বৈরাগ্যের বাণী শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করেন, তাঁহাদের শ্রবণফল ভগবৎ। সম্ভোগবাদকে নির্ব্বিশেষবাদের খাতের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেয় অর্থাৎ যখন জগৎ ভোগ করাই গেল না, তখন জগতের কর্ত্তারই 'গর্দ্দান লইব',—এই তৎপরতায় প্রণোদিত করে। অতএব সম্ভোগবাদীর শ্রবণ বা নির্ব্বিশেষবাদীর শ্রবণের মধ্যে কৃতিত্ব নাই, তাহা দুষ্কৃতিপূর্ণ।

সুকৃতিময় শ্রবণের ফল—উত্তমোত্তম হরিসেবা-বরণে পিপাসা, তাহাই ভাগবতধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্তে স্থির হইয়াছে। নারদ ব্যাসদেবকে শ্রবণমুখেই কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার রহস্য জানাইয়াছিলেন। আবার নারদও ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ হইতে শ্রবণমুখে ঐ রহস্য অবগত হইয়াছিলেন, শুকদেব শ্রীব্যাসের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন, শ্রীশুক পরীক্ষিৎ আদি ও লোমহর্ষণ-সূত্র সূতকে পরাৎপর আনন্দকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার রহস্য নিত্য শ্রবণমুখেই জানাইয়াছিলেন। অতএব ভাগবতধর্ম্মের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাই নিত্য অপ্রাকৃত শ্রবণময়। ভাগবতধর্ম্মের যাবতীয় অঙ্গ শ্রবণাঙ্গ বা তদনুকূল। বেদান্তের মস্তকও তাহাই। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্র-মূলে যে-সকল শ্রবণের অবতারণা হইয়াছে, তাহাই বেদান্তের সূত্রাকারে

---

* শ্রবণং নাম: শ্রবণবন্ধঃকরণতদ্বার্থবপেক্ষাং শুদ্ধে চাত্মঃকরণে তদ্বস্তুবধারণ-যোগ্যতা ভবতি। সমাহিতে চ তস্মিন্ শুদ্ধাদীনাং স্মৃতয়ঃ সম্পদ্যন্তে। তত্তস্মাৎ নাম-রূপ-গুণ-স্মৃতিলেখন লীলানাং স্মরণং তদবতারিণস্তেষ্ট সাধনত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। এবং কীর্ত্তন-সমরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।—ভক্তিসন্দর্ভে

† এবং নামাদিতো বিদ্বান্ শ্রবণাদিষনাক্রমাৎ।
হৃদয়ে কৃপাবলাদিষ্টোবিশুদ্ধিং লভতে পরাম্।
শ্রবণোপযোগিকাদ্ যদ্ যদ্ যন্নাম সাধনক্রমে।
তত্তদ্বিশ্লেষণং তস্মি শ্রবণং কীর্ত্তনং মুখে।
সাধ্যসাধনয়োর্ব্রহ্ম তদ্বয়াত্মবিবেচনম্।
শ্রীগুরোশ্চরণে যত্ন স্তদেব ভরণং স্মৃতম্।
স্মৃতিধ্যানয়োরেষা চ ক্রমাদুন্নতিরেব হি।
সমাধিরিতি নামায়ং স্মরণং পরমা গতিঃ।
স্বরূপসিদ্ধিমাপন্না স্তরণং হ্লাদনা ভবেৎ।
তথাপি বর্ত্ততে দেহং মুক্তদিব্যস্বরূপকম্।
যো কৃষ্ণেক্ষণা নিজভক্তরেব ভবেৎ কিল।
তস্য তু স্বরূপসিদ্ধিরেব ফলসিদ্ধা।—শ্রীধ্যানচন্দ্রঃ

প্রবিষ্ট। এজন্য শ্রুতিই—প্রমাণ-শিরোমণি—শাস্ত্র-শিরোমণি। যখনই আমাদের শ্রুতি বা শ্রবণের কথা বলিতে বা উনিতে হয়, তখনই 'শ্রুতৌ' শব্দটি স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। বিরোচনের ন্যায় শ্রুতি শ্রবণ করিলে কাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি অর্থাৎ সম্ভোগবাদীর পরের অবস্থা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতে হইবে। শ্রবণের মধ্যে যেন কোন ব্যবনিকা বা ব্যবধান আসিয়া না পড়ে; যেন শ্রবণ, শ্রোতা ও শ্রোতব্যের মধ্যে যোগসূত্রকে সুদৃঢ় ও ঘনসন্নিষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে ব্যবহিত করিয়া না দেয়।

এজন্যই বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে সর্ব্বপ্রথমে পরমগুরু শ্রীধরস্বামিপাদ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন নৃসিংহের স্বরূপ-শক্তি বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়াছেন। এই বাগ্দেবীই শ্রীপ্রাকৃত সরস্বতী। প্রাকৃত সরস্বতী ইঁহারই ছায়া—যিনি বহির্জ্জগৎকে নানা কলাবিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি বাঙ্ময়ী-দ্বারা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—যিনি হরির সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করেন।

তাই সেই সরস্বতীর শ্রবণ না হইলে আমরা মায়ার দূতে অধিকতর মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারি না। এই বাস্তব হরি-শ্রবণ-বৃত্তিকের বলে বিশ্বমঙ্গল শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রবণের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই "সারস্বত-শ্রবণ-সদন"।

জগতে শ্রবণ না করিয়াই কীর্ত্তন বা ধর্ম্মতত্ত্বের বক্তা ও তৎসম্বন্ধে মতামত-বিধাতা বিচারক সাজিবার যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে ভাগবত-বাণী শ্রবণ অপেক্ষা গণমাধ্যমিকার চীৎকারের আসুরী শক্তি মানব-সমষ্টিকে অনেক অধিক প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাই এইরূপ শ্রবণ-সদনের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কৃত্রিম ধ্যান-সদন নহে বা প্রাণিজগতের নৈতিক পাতৌকিক অযোগ্যতার সেবা-সদন নহে, ইহা সারস্বত-শ্রবণ-সদন। চেতনবাণীর শ্রবণমুখে যে স্বাভাবিক বীর্য্য বরণ করা যায়, যে আত্মমঙ্গল ও পরমমঙ্গল লাভ করা যায়, তাহা অপেক্ষা আর অধিক উচ্চ কথা জগতে নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সুযোগদানকারিগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বদান্য বলিয়াছেন। যাঁহারা সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রবণ করিবার রুচিবিশিষ্ট না হইলাম—যাঁহারা শ্রবণ-সদনের বাণী কর্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ না করাইলাম, তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। তাই ভাগবতের ভাষায় বলিতে হয়,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা তোমার, তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবন-প্রদ, ব্রহ্মভবিদ্গের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ণন করেন অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

নিবৃত্ততৃষ্ণ (বাসনা-বর্জ্জিত) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ; তাহা অখিল ভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী (ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠান-দ্বারা আত্মার অধঃপাত-সাধনকারী) বা পশুঘাতী (পশুহননকারী ব্যাধবৃত্তধর) ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরত হইতে পারে?

শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রবণের এইরূপ রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—

"তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদ্বয়ং-যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফূরণং সম্পদ্যতে, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফূরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যস্য তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। তত্তত্ত্বেষু নামরূপগুণ-পরিকরেষু সম্যক্স্ফূরিতেষু লীলানাং স্ফূরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্।"

(ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

(শ্রীভগবান্ ও ভক্তের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহ শ্রবণ-পথগত হইলে তাহাকে 'শ্রবণ' বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম-শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়-মলমুক্ত হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে

অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে গুণের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে পরিকরবর্গের সেবা-বৈচিত্র্য এবং তৎসহ তত্তল্লীলা-বৈশিষ্ট্যও স্ফূরিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্ফূরণে তাঁহার লীলা সম্যক্-সম্পন্ন হইয়া স্বস্বরূপে স্ফুরিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবত যেন উদ্ঘোষ করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন,—

শৃণ্বন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্। (ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
(ভাঃ ১।২।১৭)

যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্তন পরম পাবন, সাধুদিগের চিরকালীন সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ের কামাদি বাসনাসমূহ সমূলে ক্ষয় করেন।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্যশ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

নব পর্য্যায়ের পাক্ষিক "হারমনিষ্ট" পত্রের প্রারম্ভে "Introduction to Sree Krishna" শীর্ষক গুচ্ছে এই শ্রবণের রহস্যেরই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। শ্রবণই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে একমাত্র অব্যর্থ বস্তু। যেমন ঘোড়াকে ছইদিকের ভাষায় অভিজ্ঞ, সেইরূপ শ্রবণ কৃষ্ণের ভাষা ও অনর্থযুক্ত জীবের ভাষা উভয়ে অভিজ্ঞ থাকিয়া কৃষ্ণের সংবাদ জীবকে জানাইবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। শ্রবণ—শ্রীগুরুমুখে কৃষ্ণের বাক্যের শ্রুতি। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে অবস্থিত। 'স্মারয়ত-শ্রবণ দর্শন' সেই অবিচ্ছেদ-সম্বন্ধযুক্ত অধোক্ষজ-শ্রবণ করাইবার জন্য ভূলোকে গৌরাবতার হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব *

(১)

আধুনিক যুগে সভা, সমিতি, সংবাদ-পত্র, বক্তৃতা, সাধারণ লোকমত প্রভৃতি প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের প্রবোধকের ভূমিকায় স্থাপন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। বৈদেশিক ভাবধারাকে স্বাদেশিকতার সংস্পর্শে সংশোধিত করিবার চেষ্টা হইতে বর্ত্তমানযুগে ঐরূপ লোকমত অজ্ঞাতসারে গঠিত হইয়া পড়িতেছে কি না অথবা এইরূপ একটী চিন্তাধারা বহুকাল হইতেই সমাজের বক্ষে কোন ধারায় প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার মীমাংসা ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয়।

যে কারণেই হউক, আমাদের অনেকের মনে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা উঠিলেই যেন তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের কোন না কোন ছবি উদিত হইয়া থাকে। প্রায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক যুগ বা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই রামানন্দ, নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের নায়করূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিত্রিত দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন,—'মুসলমান অধিকারে ভারত বিশেষতঃ বঙ্গদেশ সনাতনবর্ণ-নিষ্ঠা বা বর্ণাশ্রমের সদাচার হারাইয়া ফেলিলে রামানন্দ, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি, বিদেশী শাসনের অধীনস্থ প্রজাবর্গের অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ব্যাপারটিকে

* ৮ই ভাদ্র, ১৩৫০ (ইং ২৪।৮।৪৩) তারিখে ভারত-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতা।

ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তারপর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের পুত্র মহাদেবোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের পক্ষপাতারা ঐরূপ বিচার-ধারাকে শুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালার সামাজিক ক্ষেত্রে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের ব্যবস্থার পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত পরবর্ত্তীকালের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহামহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান হরিন জাতির একত্র সম্মিলন করাইয়াছিল।

'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' (অন্ততঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলাচার্য্যগণের প্রচারের কিছুকাল পূর্ব্বে) শব্দ শুনিবামাত্রই আমাদের হৃদয়ে যেন শান্তিচার-শান্তটা, অশিক্ষিত পটপটিত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি নিরাকার দোষ বা গুণ (?) সাকার হইয়া ভাসিয়া উঠে এবং সেই সকল দোষ বা গুণের সাকার প্রতীকের সহিত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবধর্ম্মের সাদৃশ্য লাভকেই আমরা বৈষ্ণবের সিদ্ধি বলিয়া মনে করি। সেইরূপ হরিন জাতির সহিত একত্রমিলিত হইয়া বৈষ্ণব-গণের একটি আনব-ভোজন-বিশেষকেই আমরা মহা-মহোৎসবের প্রতীক বলিয়া জানি।

কিছুকাল পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের এই মহামহোৎসব-ব্যাপারটি যে ধারণা মূর্ত্ত করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিত, আধুনিক নানাপ্রকার সুবিধাবাদের চশমার তাহার সে ধারণাটি বোধ হয় অনেকটা বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু তত বদলাইলেও তাহার বিরূপ বদলায় নাই। কেহ কেহ এই মহামহোৎসব ব্যাপারটিকে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের ভূমিকায় টানিয়া আনিয়া তাহার প্রোথাপে শ্রীচৈতন্যদেবকে আধুনিক প্রয়োজক বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। এই সময়ে বৈষ্ণবের শুদ্ধ আচারে (?) কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-আচারের প্রভাব লাগিলে উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ করিবার জন্য চিড়াদধি মহোৎসব প্রভৃতির অনুকরণে মানুষ-মহোৎসব প্রভৃতি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই যুগের পর যখন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন দুর্ব্বার যুগ চলিয়াছিল, তাহার পরে আধুনিক যুগ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা 'রঘুনন্দনীয়' স্মার্ত্তসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ধর্ম্ম-সংস্কারের নামে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের একটি প্রতিনিধি কে নিরাকার-বাদের সামাজিক সুবিধাবাদের ছাঁচে গড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুবর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের আর একটি নবীন অধ্যায়কে নব্য ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তকেরই পদাঙ্কানুসরণ বলিতে চাহেন। সেদিন কোন সভায় অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের কোন বক্তৃতা-মঞ্চে উপবেশন করেন বক্তা বলিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব একজন বড় ব্রাহ্ম ছিলেন, কেন না তিনি আমাদেরই অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের প্রচারক ও সমর্থক।

উক্ত অনুবাদের প্রতিযোগী রঘুনন্দনীয় স্মার্ত্তসমাজ ও তাঁহাদেরই সহিত পাংক্তেয় হইবার জন্য উদ্গ্রীব 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব (?) নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আর এক শ্রেণীর মত এই যে,—শ্রীচৈতন্যদেব আদৌ অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সমর্থন করেন নাই। অস্পৃশ্যতা সমর্থনই তাঁহার প্রচারের মূলমন্ত্র ও তাঁহার প্রচারিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রধান আদর্শ ছিল।

এইস্থানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই শ্রেণীর লোক সনাতন-শাস্ত্রানুমোদিত ভারতীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে তাহের হাড়ি, ডোম পাম প্রভৃতির মধ্যেই মূলাধিক আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। স্মার্ত্ত কমলাকর-পালিত বঙ্গের ব্রাহ্মণের সামাজিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম 'চৌকা'র গণ্ডীতে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আধুনিক কার এক শ্রেণীর স্বাধীন-মতাবলম্বী ব্যক্তি যাহ করিয়া ঐরূপ অস্পৃশ্যতার খোঁচাযাকে ছুঁৎমার্গ বা 'হাঁড়িধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান যুগে যে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের নূতন 'রূপ' দেখা দিয়াছে, তাহা 'বৈষ্ণব-পাড়ার যুগে'র অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের মূলোদ্দেশ্যের সহিত হরিনবাস্থ হইলেও বাহ্য প্রতিমূর্ত্তি ও অন্তর উদ্দেশ্যে বৈচিত্র্যে অনেকটা বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। আধুনিক পরিষ্কৃত রাষ্ট্রীয় বাপারিক-গণের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের মেরুদণ্ডরূপে রাজনৈতিক ও তাহারই অনুরূপ-ভাবে অর্থনৈতিক সমানাধিকার-লাভের উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আর এই আন্দোলনের প্রেরণা বিদেশী বৈদেশিক জাতির রাজনৈতিক অনুপ্রাণনের ফলে দেশ করিবার প্রবৃত্তির বশ হইতেই পরাধীন জাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য যখন বোম্বাই গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বরাবর অবসরমত মেসার্স 'বাসভাই নাগেরা'র জনৈক বিশিষ্ট আত্মীয় ঐন প্রভুপাদের নিকট আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের

প্রচারকগণকে ডুবাই নগরীতে একটি বিশেষ সাধারণ সভায় অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন-সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি,- সাধারণ বদ্ধমূল ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্যদেব অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের একজন বড় প্রচারক ছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল উপরোক্ত ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্যদেব ও আধুনিক অস্পৃশ্যতার বিচার-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনাইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের উদ্দেশ্য রাজনীতি, সামাজিক সমাজনীতি বা কোন প্রকার সুবিধাবাদ প্রচার নহে।

তাঁহারা সেই সভায় আহূত হইয়া অবিমিশ্র ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভাগবতধর্মে বর্ণ প্রসঙ্গের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া গৌড়ীয় মঠের বক্তাগণ যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সেই সভার নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়ার মহাশয়কে অনেকটা সংযুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভাগবতধর্মের আদর্শ অনুসরণ করিলেই প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম বা সনাতনধর্মের প্রতিষ্ঠা হইবে ও তাহাই প্রকৃত কংগ্রেস রাজনীতি বা সমাজনীতির কল্যাণ সাধন করিবে। এই সকল কথা আংশিকভাবে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা ও 'বোম্বে ক্রনিক্যাল' প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রনীতির খাতের মতো অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন প্রবাহিত হইয়াছে দেখিয়া রাষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক জগতের বিদেশীয় মনীষিগণকেও বর্তমানে এই আন্দোলন স্পর্শিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানিগণ মনে করিতেছেন, ভারতীয় এই আন্দোলনটি বুঝি তাঁহাদেরই নকল সংস্করণ। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে, অস্পৃশ্যতা পাপটি ভারতীয় 'সতীদাহ', 'নরবলি', 'গঙ্গাসাগরে শিশুবলি', 'চড়কপূজার আত্মবলি' প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম বা সামাজিক কুপ্রথার ন্যায়ই অসভ্য বর্বরযোগ্য প্রথা মাত্র। অন্ততঃ ব্রহ্মবাদের আদি প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারক বিদেশীর হৃদয়ে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল করিয়াছেন বলিয়া অনেকে বিচার করেন। ভারতীয় আচার ব্যবহারের সমালোচক মার্কিণ দেশীয় কোন কোন নবীন লেখক এইরূপ ধারণা হইতেই তাঁহাদের মত-প্রকাশের প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্যজাতি বোধ হয় ইহা এখন অনুধাবন করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন যে, এতদিনে ভারতের বহু অসভ্য প্রথার অন্যতম একটি ভীষণ ও বিরাট সামাজিক অস্পৃশ্যতা পাশ্চাত্যের শিক্ষকতার প্রভাবে বিলুপ্তির পথে চলিল। পাছে ইহা বৈদেশিক নকল সংস্করণ বা বিদেশী মাল বলিয়া প্রমাণিত হয়, এজন্যই কি রাষ্ট্রনৈতিক-যন্ত্রের কোন কোন পুরোহিত ও বিদেশী-রঞ্জনের প্রচারকগণ এই আন্দোলনটিকে 'খাঁটী স্বদেশী-মাল' বলিয়া বাজারে চালাইবার জন্য ইহার সহিত শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রণবাদি প্রভৃতি সনাতন ধর্মশাস্ত্রের নাম ও নজীর জুড়িয়া দিতে চাহেন? এই জন্যই কি যেখানে অগ্রগতি নাই, সেখানে "নদুরবনই গতি"—এই নীতির ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবধর্মের নায়ক ও সাহিত্য হইতে আধুনিক অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের রক্ষাকবচ-সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে? অধিক কি, অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের সহিত শ্রীচৈতন্যের নাম জুড়িয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ ভাগবত-পুরাণাদির যে পরিভাষা-দ্বারা একমাত্র অধোক্ষজ হরির নিরঞ্জন অর্থাৎ অভাভিলাষশূন্য সেবকসম্প্রদায়কে 'হরিজন' বলিয়া জানিতেন, সেই শব্দটি যেখানে সেখানে যেচ্ছাচারিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। জীবকে 'নারায়ণ' বলা মহাপ্রভু বহুপরাধের কার্য বলিয়াছেন বলিয়াই কি 'জীবমাত্রই স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস বা হরিজন'—শ্রীচৈতন্যদেবের এই সিদ্ধান্তকে বিকৃত করিয়া 'নিঃস্ব-নারায়ণ' (?), 'মেথর-মুদ্ফরাস নারায়ণ' (?) প্রভৃতি মায়াবাদীর পরিভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে 'হরিজন' শব্দের ব্যবহার করিয়া বৈষ্ণবধর্মের সহিত অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের সাযুজ্য-সিদ্ধি-সংঘটনার চেষ্টা হইয়াছে? কিন্তু শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর দুর্গমসঙ্গমনীর বিচার শুনিলে আমরা কখনও এরূপ ধৃষ্টতা করিতাম না। জীবকে 'নারায়ণ' বলা যেমন অন্যায়, অপরাধ, অসৎপ্রচোপাসনা বা ব্যাখ্যাবাদ, জীবকে হরিজনগণের সহিত সাযুজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টাও তদ্রূপই অপরাধ ও অসৎপ্রচোপাসনা।

সেদিন ইউরোপের মনীষি-সম্প্রদায় অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিমত শুনিবার জন্য লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণকে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন হলে ঐ বিষয়ে এক বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমরা এই সকল বিভিন্ন মতবাদ ও মনো-

ভাবের সহিত শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ সম্প্রদায়ের বিচার-ধারার কতটা সম্পর্ক বা মৌলিকত্ব আছে, তাহাই এখন বিচার করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব লইয়া বিচার করিতে গেলে বা তাঁহাকে কোন ব্যাপারে সম্পর্কিত করিতে হইলে একটি মূল বাস্তব সত্য চিরন্তন বজ্রাগ্নির ন্যায় হৃদয়ে অনুক্ষণ জ্বালিয়া রাখিতে হইবে, সেইটি এই—শ্রীচৈতন্যদেব লৌকিক কিংবা পার-লৌকিক, বৈষয়িক, আধ্যবসিক কোন সুবিধাবাদের ভিত্তিস্থাপনের কোন কথাই বলেন নাই। নিরঙ্কুশ স্বরাট্ অপ্রাকৃত কামদেবের প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি তাঁহার যাবতীয় কথা, অনুষ্ঠান, অনুশীলন, আচার-ব্যবহার, প্রীতি-নীতি প্রচার করিয়াছেন।

আধুনিক বা পৌরাণিক, অপাক্তেয় বা শাস্ত্রীয়, বৈদেশিক বা স্বাদেশিক, অনৈতিক বা নৈতিক যে আকারেই বহুরূপী সুবিধাবাদের প্রতিষ্ঠাসমূহ গঠিত হউক না কেন, তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতির গন্ধ নাই। কৃষ্ণপ্রীতি অনাবৃত নির্মল আত্মার অহৈতুকী প্রবৃত্তি ও প্রগতি। সেই চেতন-প্রগতির স্বাভাবিক অভিসারের পরিপন্থীই বহুরূপী সুবিধাবাদ। শাস্ত্রীয় ও নৈতিক সুবিধাবাদ ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ বা তাহার আপাতবিরোধী মুক্তিকামনার স্তরের মধ্যে প্রবাহিত। নৈতিক সুবিধাবাদ কখনও ক্ষাত্ররাজনীতিকে আশ্রয় করিয়া ভারতে কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধক্ষেত্রের নেতৃত্বে, মহারাজ অশোকের শিরোভূষণে প্রতিষ্ঠালিত হইয়া ভারতীয় তথাকথিত জাতিভেদের দুর্গকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। আবার কখনও সেই নৈতিক সুবিধাবাদ বৈশ্যরাজনীতির পন্থাকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মণ্যধর্মের আনুকরণিক সংস্করণরূপে জাতিভেদের গতি সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ না করিলেও উহাকে নানাভাবে শিথিল করিয়া দিয়াছে। আবার আচার্য শঙ্করের ভুবনমোহিনী প্রতিভার মানব-মেধা আচ্ছন্ন হইলে আপবর্গিক সুবিধাবাদে বৈদান্তিক সুবিধাবাদকে "কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ", "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" প্রভৃতি বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়া যে চিন্তার উপলব্ধিরূপ সর্বাপেক্ষা বিরাট্ সুবিধাবাদের মহাসাগর মধ্যে বী পাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা তথাকথিত পঞ্চোপাসনার সুবিধাবাদ তাহার গর্বস্ফীত মস্তক উত্তোলন করিলেও "নাস্তিবোধে বক্তরী"—'অস্তিবোধে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়'—সন্ন্যাসধর্মের এই শাস্ত্র-বাক্য অস্পৃশ্যতা-সংরক্ষণের দুর্গকে কিঞ্চিৎ ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ শৈব-সন্ন্যাসিগণের আচারে যখন তান্ত্রিক আচারের প্রভাব লাগিয়াছিল, তখন অদ্বয়বোধের বিচারটি বিশেষভাবে দেখা দিয়াছিল, আবার তান্ত্রিক যুগে বৈষ্ণবাচারের সুবিধাবাদ অস্পৃশ্যতার পঞ্চম রাগিণীকে আর এক গ্রামে নামাইয়া দিয়াছিল। তান্ত্রিক যুগের পরে যখন ঐতিহ্য যুগের সৃষ্টি হইল, যখন রেল, ষ্টীমার, কলকারখানা ভারতকে পৃথিবীর সমস্ত জাতির জাতীয়তার বোধাতের মধ্যে বরফ করিয়া লইয়া চলিল, তখন তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা তথা-কথিত স্মার্তধর্মের স্পর্শদোষ, জাতিবিচার কেবল মৌখিকতা বা কণ্টকার উপাদানে অন্তঃসারশূন্য সাজের পুতুল হইয়া 'ঘাড়ত্ব মারিলে ধোকড় হয়' প্রভৃতি পাতি দিতে লাগিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতিকেই কেন্দ্র করিয়া প্রবাহিত বলিয়া ঐ সকল সুবিধাবাদের কোনটিকেই অনুমোদন করিল না। "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ"র ন্যায় তাঁহার বিচার আচার 'নেকেলে-বাদে'র স্পৃশ্যতা বা অস্পৃশ্যতার ধারণা বেং একালের জাতিভেদপ্রথার উৎখাত-সাধন, আন্তর্জাতিক ভোজন, কিংবা পাচকের অবরসহকারে তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্মকে নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা প্রভৃতি সুবিধাবাদের কোনটিকেই স্বীকার করেন নাই।

নব পর্য্যায়ের হারমণিষ্ট্ বা শ্রীসজ্জনতোষণী

গত হরিবাসরে ১৮ই ভাদ্র (১৩৪০), ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৩৪) হারমণিষ্ট্ বা সজ্জনতোষণী ইংরাজী পত্রিকার ৩১শ বর্ষের নব-পর্য্যায়ের ১ম সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই পত্র পাক্ষিক পত্ররূপে প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হইবেন। এই পত্রের প্রধান সম্পাদক—স্বয়ং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। পত্রের মঙ্গলা-চরণরূপে "Introduction to Sree Krishna" শীর্ষক

স্তম্ভে হারমণিষ্ট্ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। হারমণিষ্ট্ সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণভক্তি, ভক্তিবিজ্ঞান এবং কৃষ্ণপ্রেম-লাভের মীমাংসা ও সিদ্ধান্তের মুখপত্রস্বরূপ। বৈকুণ্ঠশব্দ পৃথিবীতে অনাবিলভাবে অবতীর্ণ হইয়া যখন জীবের কর্ণবেধ করিয়া থাকে, তখনই জীব গোলোকস্থ কর্ণে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের বাণী-প্রবণের যোগ্যতা লাভ করে। 'হারমণিষ্ট্' স্তম্ভে সেই গোলোকের বার্ত্তাবাহক দূত।

নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোস্বামি-প্রভুর উপদেশামৃতের একটি সরল সুন্দর অনুবাদ এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থপাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরিচালনেচ্ছার দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীনিবাসরাঘব দাস্তানে ভক্তিসুহৃদ প্রভুর লিখিত "Gaudiyas as Hindus" নামক সারগর্ভ প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজ এবং বাহিরের দ্রষ্টা ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করিবে। বিহারীর প্রদত্ত আপেক্ষিক 'হিন্দু'-শব্দের ন্যায় 'গৌড়ীয়'-শব্দের উদ্ভব নহে। সিন্ধুদেশের অধিবাসীর অপভ্রংশরূপে হিন্দু' শব্দ ও গৌড়দেশের অধিবাসীর 'গৌড়ীয়'-নামের মধ্যে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও 'গৌড়ীয়'-শব্দের বিশেষ শাস্ত্রীয় অর্থ দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'হিন্দু'-শব্দের সেরূপ কোন বিশুদ্ধরুচি নাই। অধিক কি, মহর্ষি পাণিনির সুপ্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও গৌড়-দেশের নাম পাওয়া যায়। 'গৌড়ীয়'-শব্দের তাৎপর্য্য জাগতিক দেশ-কাল-পাত্রের বিচার অতিক্রম করিয়া আত্ম-ধর্ম্মের স্তরে অবস্থিত। গৌরধাম বা গোলোকবাসিগণ 'গৌড়ীয়'-নামে অভিহিত,—ইহা সনাতন শাস্ত্রকার ঋষি-গণের লেখনীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সঙ্ঘের তৃতীয় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ ভক্তিবান্ধব বি-এ মহাশয় লিখিত—"Janmastami The Birthday". এই প্রবন্ধ দৈনিক অমৃতবাজার জন্মাষ্টমী-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থ প্রবন্ধ মিঃ কৃষ্ণন নায়ার লিখিত—Vidura : Royal Counsellor and Devotee". পঞ্চম প্রবন্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল লিখিত—"Marriage and Asram". পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই প্রবন্ধে আধিক ও পার-মার্থিক সমাজের তুলনামূলক চিত্রের সহিত আদর্শ ভুবন-মঙ্গল-সমাজ-গঠনের একটি সুন্দর বাস্তব পরিকল্পনা প্রকৃত সমাজ-তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভবিষ্যতে পারমার্থিক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র-প্রকাশের অভিলাষ সূচিত হইয়াছে। আমরা জানি,—আমাদের আচার্য্যবর্য্য জীবদুঃখে কাতর হইয়া বহুদিন যাবৎ দৈনিক পারমার্থিক ইংরাজী পত্র, এমন কি, ঐরূপ পত্রের বিভিন্ন দৈনিক সংস্করণ প্রকাশেরও অভিলাষ পরিপোষণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আর্থিক কথার সহিত তুলনামূলে পারমার্থিক কথার মূল্য কত বেশী, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া দৈনন্দিন পারমার্থিক সংবাদ-শ্রবণে বধির হইয়া রহিয়াছি, তাই পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারিতেছি না। গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যসংবাদ আমরা প্রত্যহই শুনিতে ভালবাসি; অর্থ ব্যয় করিয়াও সেই অনর্থের বোঝা কিনিয়া থাকি, কিন্তু পরমার্থ-সংবাদ—যাহা আমাদের নিত্যকালের মঙ্গল-বিধায়ক, তাহা কাণে তুলিয়া লই না।

আমরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, 'হারমণিষ্ট্' প্রতি রবিবাসরে আমাদের নিকট বৈষ্ণবের জীবনী, বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক সদাচারের কথা বলিবেন। বিশেষতঃ প্রতি সংখ্যাতেই বৈষ্ণব-পরিভাষার উপযুক্ত ইংরাজী প্রতিশব্দ প্রকাশ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যকে কেবল সমৃদ্ধশালী করা নয়, পৃথিবীর বহুদেশে অকৃত্রিম পরমার্থের বীজ ছড়াইয়া দিবেন।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবাই হারমণিষ্টের আদর্শ বলিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে উক্ত হইয়াছে এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধে প্রচলিত গণমত হইতে সজ্জন-তোষণীর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের আদর্শ কিরূপ তফাৎ, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে ধর্ম্ম, দার্শনিক, জাতীয় স্বাধীনতা, রাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা না থাকিলে উহা কিরূপে সংবাদপত্রের মধ্যে গণ্য হইবে? সজ্জনতোষণী তাঁহার পরার্থিতার আদর্শের ইঙ্গিতও তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যথেষ্ট প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই পরার্থিতার সিদ্ধান্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভের ভাষার নিম্নে আহরণ করিলাম।

Epidemics sweep round the earth and nature remains unrestrained. The earthquake relief work in Bihar was followed by devastating storms and inundations. Japan, the commercial "prodigy" is bewailing immense loss of life and wealth through floods. We must perforce feed the cannons' mouth with the gold we accumulate with frantic effort and gluttonous trade. Terrible wars for independence have been fought, but one tyranny is replaced by another. We overthrew monarchy, which was a gamble, to install by turns aristocracies of wealth and intellect, they both proved to be corrupt and selfish. We have found democracy ignorant and unconscious of its own good. Is there no way out? Must we cry in despair with the mad philosopher "Mob at the bottom, mob at the top. The way lieth not."

* * *

There is a way. The only way. We no longer immerse our grandmother in cold water to cure her of fever. We recognise it as only a symptom of some disease in her system which we endeavour to eradicate. When a person has eruptions on his body we do not treat them only locally. We try to expel from the system the poison which caused them. We continue, however, to use local salves for symptoms in the wider spheres of human affairs. We apply an ointment on the wounds in Behar and get an abscess in Poland. We gain independence in Russia and produce a strait-jacket government in Germany. We had hardly succeeded in getting rid of kings who were spasmodic robbers, when we fell victims to scientific leeches in the shape of commercial magnates. The symptoms will continue to break out in different places till the whole constitution is made wholesome. It may be contended that the whole constitution is beyond our reach. Admitted, but though it is an infinitesimal part of an atom of His it is part of Krishna. The way is the service of Krishna. . . . Our every act, every function, every word and every thought should be for His Service and His Service alone.

"Round the Gaudiya Math" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার শাখামঠ-সমূহের বিশ্ব-প্রচার-বার্ত্তার বিশেষ শিক্ষা প্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদের চয়ন দেখিতে পাইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

উৎসব-সংবাদ

সপ্তদশদিবস—২০ আশ্ব, ৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। অদ্য বেলা প্রায় ১১॥ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ স্বামিনী বাবু এবং তাঁহার মাতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ব্ব-চমৎকারিত্ব, অসমোর্দ্ধত্ব, কৃষ্ণেতর-দেবাবিধানেই নিখিল দেবতা—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী—সকলেরই পরিতৃপ্তি, কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রস্থানে দেবতান্তর-পূজার তত্ত্বং দেবতৃষ্ণেরই অসন্তোষ ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহাদের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীপাদ নেহি মহারাজ মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। জনৈক হায়দ্রাবাদ্-পত্রের লেখক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে না যাইবার কারণ কি? চন্দ্রা কি কৃষ্ণের সেবিকা নহেন? ইত্যাদি কতকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলেন "চন্দ্রা কৃষ্ণের সেবিকা বটে, কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রতিযোগী বলিয়া শ্রীবার্ষভানবীর অনুগত —গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার সেই সেবার অনুরাগী নহেন। অবশ্য রসপুষ্টির জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা কৃষ্ণেচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধিকার পক্ষের চন্দ্রার প্রতি jealousy থাকিলেও কৃষ্ণের অবশ্য তৎপ্রতি কিছু affinity আছে। কিন্তু all followings of Sree Radhika are forbidden to espouse the cause of Chandra. Now Gaudiyas are quite forgetful of their situation. হরিবংশী, বল্লভী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় গৌড়ীয় হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া এখন renegades. তাঁহারা শ্রীবার্ষভানবীদেবীর সেবায় চমৎ-কারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীগোবিন্দভাষ্যাদি গ্রন্থখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা জানেন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-বিরচিত, কিন্তু হরিবংশীয়েরা উহাকে তাঁহাদের বলিয়া claim করেন। বৃন্দাবনশতক, সঙ্গীতমাধব, চৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের।

Mr F. Growse যে সময়ে মথুরার কালেক্টর ছিলেন, সে সময়ে তিনি একখানি মথুরার ইতিহাস লেখেন। তাহাতে অনেক Wrong information প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য ইহাতে তাঁহাদের দোষ নাই, তাঁহাদের ন্যায় বৈদেশিকের পক্ষে ভাগবতসম্প্রদায়-বৈষ্ণবিজ্ঞানে ত্রুটী বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। যেমন Brewer সাহেব এক সময় পুথীতে শ্রীকৃষ্ণচরিতের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—Seven-headed monster."

অষ্টাদশদিবস—২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। প্রাতে ঈশান মনোহারীস্থ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী শ্রীল প্রভুপাদ-সকাশে পাক্ষিক হারমনিষ্টের বঙ্গ সংখ্যার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত প্রবন্ধটির ব্যাখ্যা-শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাহা বুঝাইতে থাকেন এবং প্রসঙ্গক্রমে "কৃষ্ণ যে দুঃখ নিবৃত্তি ও উপাদেয় কারণ—উভয়তঃই, তাহাদের সকল বিচ্যুতের অধিষ্ঠিতি, সকলেরই অংশী ব্রহ্মশিবাদি দেবতাকে তাঁহা হইতে পৃথক্ জ্ঞান হইবে না। জীব কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহে। আত্মতত্ত্বে সকলেই কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র, স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে সেবোন্মুখতা এবং অসদ্ব্যবহারে সেবা-বিমুখতা। কারণার্ণব-শায়ীর ঈক্ষণ হইতে প্রকটিত জীব ও সম্বর্ষণ-প্রকটিত জীবের পার্থক্য। প্রথম—তাটস্থ্যধর্ম্মবশতঃ গঠন হইতেই বিমুখতা ও উন্মুখতা—উভয়বিধ যোগ্যতা-বিশিষ্ট, দ্বিতীয়—নিত্য-কৃষ্ণসেবোন্মুখ। তটস্থশক্তি-পরিণত জীবের বিমুখতা অনাদি হইলেও অবিনাশী নহে। সদ্গুরুপদাশ্রয়ে হরিকথাশ্রবণ-মুখে বস্তু-সান্নিধ্যক্রমে বিমুখতা অপগত হইয়া উন্মুখতা-লাভ সম্ভব হইতে পারে।" ইত্যাদি বহুকথা হয়। এই প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ গৌড়ীয়েও দেওয়া হইবে। "কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ"—এই পয়ারটিতে "কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের স্বরূপ হইলে তাঁহার কৃষ্ণবিস্মৃতি কি প্রকারে সম্ভব হয়, সংসারাদি দুঃখই বা কেন পাইতে হয়" ইত্যাদি প্রশ্ন কাহারও কাহারও নিকট হইতে উত্থাপিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা।

এই দিবস সন্ধ্যায় ডাঃ কে, জি, সেন এম্-এ, পি এইচ-ডি, ন্যাশনাল ইন্সপেক্টার অব্ স্কুলস্ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন।

উনবিংশ দিবস—২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার। এই দিবস হইতে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে এবং শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে টি; সি, আই, ই, সি, বি, ই; এল, এল, ডি; ব্রহ্ম-বর্চ্চস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার বিবরণ

বক্তৃতার নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত প্রবণ-সদনে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সভাপতি-মহোদয় ও তৎসহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপনীত হন। আচার্য্যাত্রিক বিদ্বদ্বৃন্দ প্রভু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। প্রায় ৬॥ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সভাস্থলে শুভবিজয় করিলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার জয়গান করিতে থাকেন। এই সময় প্রফেসার ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও মিঃ বি, এম, দাস বলিদিটার মহোদয়ের সমর্থনে মাননীয় সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সভাপতি-পদে বৃত হন। শ্রীল প্রভুপাদ বৈজ্ঞাপিনরে অগ্রেই তাঁহাকে বক্তৃতা-মঞ্চে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় এবং শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামঞ্চে আসন গ্রহণ করিলে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দসূচক করতলধ্বনির মধ্যে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু সভাপতি মহোদয়ের এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমালো বিভূষিত করেন। অতঃপর 'শুষ্কতরুতলচরণরেণু তব-মনুকূল'—এই উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বক্তা শ্রীপাদ নেমি মহারাজ তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

"ভাগবতধর্ম্ম তাহাকে বলে, উহা সার্ব্বজনীন কেন, একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের বিভিন্ন প্রতীতির কারণ কি? সম্বন্ধজ্ঞানানুরূপ ভগবদ্ধর্ম্মনে যোগ্যতা, আদৌ সম্বন্ধজ্ঞান নির্ণীত না হইলে অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্ণীত হয় না, বেদান্তসূত্র ও ভাগবত সর্ব্বপ্রথমেই সেই সম্বন্ধজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন, সদ্গুরুসকাশেই সম্বন্ধজ্ঞান লভ্য, জীবের অভিধেয় আত্মধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান্‌ই নিরূপণ করিয়াছেন, নামসঙ্কীর্ত্তনমুখ্যা ভক্তিই সেই ধর্ম্ম; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—সকলেরই এই ধর্ম্ম-গ্রহণে মঙ্গলোদয়, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার কোন স্থলের কথা নাই, ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবানের ও আনুষঙ্গিকভাবে তৎসেবকের ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান দেখিয়া মৎসর ভোগী বা ত্যাগিকুলের ন্যায় ভোগের বা ত্যাগের চেষ্টায় আত্মবিনাশই বিদ্যমান, ভক্তিই জীবাত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম, জন-উপলক্ষণে দর্শনসূত্রেরই এই ভাগবত ধর্ম্ম, যতক্ষণ ভগবান্‌কে লৌকিক কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু জানা যায়, ততক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ইতরানুশীলন প্রবল হয়, শ্রীগুরুদেব নিরন্তর আমাদিগকে ভগবদ্বস্তু-সংস্পর্শে রাখিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞানলাভের সুযোগ দেন, সুতরাং

গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত মঙ্গলোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই, ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমেই তিনি আবদ্ধ হন, ভগবানের নিত্যজন শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজন-সম্বন্ধী, সকলেরই তাঁহার চরণাশ্রয়ে অধিকার আছে, তবে কেবল সুপ্ত ও জাগ্রত ভেদ মাত্র, কিন্তু সঙ্গ-প্রভাবে সুপ্তভাব জাগরিত হয়, সম্বন্ধজ্ঞানোদয়েই শরণাগতির উদয় হয়, শরণাগতি ব্যতীত ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবৎসেবাধর্ম্মে অধিকার হয় না, একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সেই অধিকার-দাতা" ইত্যাদি স্বামীজীর বক্তব্য বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদ ও সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ-প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক ভক্ত-সংসর্গে ভাগবতধর্ম্মালোচনা শ্রবণাবকাশ-লাভে স্বীয় ভাগ্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বক্তার বক্তৃতারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—"ভাগবতধর্ম্মের পথ সংকীর্ণ নহে। ভাগবতধর্ম্মই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। অপূর্ব্ব লোকশিক্ষার আয়োজনই গৌড়ীয়মঠের উৎসবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের গুরুভক্তি আদর্শস্থানীয়। শ্রীগুরু-পরিচালিত হইয়া তাঁহারা দেশ-বিদেশে, সুদূর ভারতে ও ভারতের বাহিরেও মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। য়ুরোপে ও আমেরিকায় পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের কিছু কিছু আলোচনা হইলেও বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভাগবতধর্ম্ম বা ভক্তৈকধর্ম্মে য়ুরোপ অদ্যাপি বঞ্চিত। ইঁহাদের সাধুচেষ্টায় আজ তথায় এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। সামান্য শক্তি-দ্বারা ইহা কখনও সম্ভব নহে।

গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই গান নেমি মহারাজ যে সঙ্ঘ-স্থাপনের কথা বলিলেন, তাহাতেই উপলব্ধির যোগ্যতা হয় না। গান থামে নাই, আমাদেরই তাহা শুনিবার—ধরিবার উপযুক্ত কর্ণ নাই। সকল সমস্যার সমাধান এই ভাগবতধর্ম্মে। গৌড়ীয়মঠের মায়াপুরের আশ্রম আমি দর্শন করিয়াছি, অপূর্ব্ব সেই আশ্রম। সেখানে থাকিয়া তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্তে ধ্যান ধারণা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা আজ এই লোকসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভাগবতধর্ম্ম বিতরণ করিবার জন্য কি কঠোর পরিশ্রমই না করিতেছেন! তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ। আমি সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শুনিতে অনুরোধ করিতেছি।

নেমি মহারাজ আজ বেদান্তদর্শন ও ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়গ্রন্থেই অতিসুন্দর সমন্বয়। ব্রহ্মসূত্রের ও ভাগবতের প্রথমের কএকটি বর্ণের অপূর্ব্ব মিলন। বেদান্তের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে ভাগবত আলোচনা আবশ্যক। গৌড়ীয় মঠ এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলেই এই বৈষ্ণবধর্ম্মকে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন, সকলেরই মঙ্গল হইবে, দেশে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

ভাষণে ইঁহাদের ২৮টি বক্তৃতা হইবে শুনিয়াছি, বড়ই আনন্দের কথা। 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' মহাপ্রভুর এই বাণী সার্থক হউক।

ভাগবতধর্ম্ম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার সকলেরই আছে। মার্জ্জনীয় ভাগবতধর্ম্মে সকলেরই বাস্তব মঙ্গল অনুস্যূত। আমি সর্ব্বসাধারণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের লক্ষ্য বিষয় অনুধাবন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বাসোধিকারী বি-এ মহোদয় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান-মুখে বলেন—"সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দেওয়া সভার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। এ সভার প্রকৃত সভাপতি সর্ব্বার্চ্চ স্বয়ং ভগবান্। সভাপতি মহোদয় তাঁহার সেবকসূত্রে বক্তৃতায় এ সভার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সর্ব্ববিষয়ে অধিকার থাকিলেও শ্রীভগবান্ ও ভাগবত-সেবায় তাঁহার অধিকার আছে, এই ভাবেই যেন তাঁহাকে আমরা দেখিতে পারি। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, ভাগবত-ধর্ম্ম হইতে কেহই তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না। কেন পারে না? জ্ঞানযোগাদি সার্থ তাৎকালিক, তাহা ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধের উদয় করাইতে পারে না, ভাগবত-উপাসনাই পূর্ণ, উহাই জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম, সব সময়েই থাকে। সভাপতিমহোদয় আমাদিগকে তাঁহার জন্মের কথা বলিলেন যে, সকলেই গৌড়ীয়মঠের অনুগমন করুন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, গৌড়ীয়মঠ যাহা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে লইয়া যাইতেছেন, তাহা কোন নেকী জিনিষ নহে। তিনি গৌড়ীয়মঠের ভারত ও ভারতের বাহিরে য়ুরোপে প্রচার-প্রসারের কথায় প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিয়াও থাকেন। তিনি সেবকপ্রবর—সেবকের প্রসাদ—শ্রীভগবানের প্রসাদ-লাভে নিজে ধন্য হইয়া অপরকেও সেই ভগবৎপ্রসাদ-বিতরণকার্য্যে অধিকার লাভ করুন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।"

অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "নাহংবসুনি রাজ্যং বীণা রাধিকারমণ নামে" এই গীতিটী কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ কএকটি কথা বলিয়া সভার উপসংহার করেন। প্রভুপাদ বলেন—

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

বক্তৃতার প্রসঙ্গ ছিল—ভাগবতধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই ছিল। কিন্তু সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। একটি কথা—"সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।" শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বাত্মার স্নপন বিধান কথার দ্বিরুক্তি সাধিত হয়। বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব 'সঙ্কীর্ত্তনম্'। শ্রীকৃষ্ণের "নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।" জীবমাত্রেই ভাগবত, তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই নিত্য

ভাগবত-ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন করিতে পারেন। জাতির একত্ব, অঙ্গের একত্ব থাকিলেও কীর্ত্তনকারীর বহুত্ব। বহুলোকে মিলিয়া এই অভিনয়ের যাজন হইতে পারে। নামসংকীর্ত্তন ভগবদ্বস্তু, ইহাতে অমুকের অধিকার আছে, অমুকের নাই—এমন কোন কথা নহে। সকলেই সঙ্ঘে এই কীর্ত্তন হইতে পারে—এইজন্য এই ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম।

অনেকে মনে করেন, নির্জ্জন হইয়া একাকী ভগবান্‌কে ডাকিব, কত মহাপ্রভু 'সর্ব্বাত্মস্নপন' নাম দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্ত্তে সকল আত্মার স্নপনকেই দীক্ষা করিয়াছেন। জগৎ হইতে আমি একটু বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে গিয়া নিজে গোপনে চুপী চুপী নির্জ্জন-ভজনে প্রবৃত্ত হইতে গেলে জগতে আমার অসুবিধা ঘটাইবে। যদি সকলকে লইয়া —সকলে মিলিয়া পরস্পরে আলোচনা করি, তাহা হইলে আর অন্যলোকের আক্রমণের ভয় হইবে না। ভাগবত-ধর্ম্মের ইহা অর্থাৎ সকলের একত্রে ভগবদনুশীলন সম্ভব, অন্য ধর্ম্মে এরূপ নিয়ম নাই। অবশ্য যাঁহার যে অধিকার, তিনি সেইভাবে এই ভাগবতধর্ম্মের রহস্যোপলব্ধির যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

নাম ও নামী—অভিন্ন বস্তু। নামের অর্থ করিয়া তাঁহাকে সংকীর্ণ করা উচিত নহে। তাহাতে এক এক জনের এক এক বিচারে উহিত হইয়া অসুবিধা ঘটিবে।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

ভক্তিযোগে সকলেরই অধিকার আছে। সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা, উৎকল, হিব্রু, উর্দ্দু, ইংরাজী প্রভৃতি সকল ভাষাবিদ্‌ই নিজের নিজের ভাষায় ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন, ডাকা শুদ্ধ হইলে সেখানে পৌঁছিবে। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারেন। এমন কি যাঁহারা তাঁহাকে মানেন না, যাঁহাদের আস্তিক্যের অভাব আছে, তাঁহারাও ডাকিতে পারেন, অধিকার ভেদে সকলেরই কিছু না কিছু মঙ্গল হইবেই।

কৃষ্ণবিমুখতা-বশতঃ প্রতি পদে পদেই আমরা আমাদিগকে অভাব-গ্রস্ত দেখিয়া ক্লেশ অনুভব করি। জগতের কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরই সাধ্য নাই আমাদের এই অভাব দূর করে। কৃষ্ণই একমাত্র পূর্ণ বস্তু। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তিনি আমাদের সকল অভাবের অনুভূতি দূর করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। যে যে অধিকারে আছে, সে সেভাবেই তাঁহাকে ডাকিতে থাকুক, ক্রমে ক্রমে সুবিধা হইবে। কীর্ত্তনকারীর মধ্যে কাহারও অধিকার কনিষ্ঠ, কাহারও মধ্যম, কাহারও উত্তম। অধিকার-ভেদ আছে। তবে যোগ্য অযোগ্য সকলেই ভাগবতধর্ম্মে অধিকারী। সকলেই সাধুসঙ্গে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হউন—মঙ্গলের পথ বরণ করুন। সভাপতি মহাশয়ও এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন।

সকলে মিলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিবার অধিকার আছে, এ প্রকার অধিকার হওয়া একমাত্র ভাগবতধর্ম্মেই পাওয়া যায়। একমাত্র তিনিই সকলকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক সকলের সকল সংকীর্ণতা দূর করিয়া নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে সম্যক্ সমর্থ।

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা আমরা সকলেই পাইতে পারি। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম, ইহাতে কাহারও সহিত কোন বিবাদ বিসম্বাদের হেতু নাই। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" হরিনামই সকলের একমাত্র গতি।

নির্ব্বিশেষবাদীই হউন, আর সবিশেষবাদীই হউন সকলেই এই হরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ্যতা পাইতে পারেন। তবে অধিকার হিসাবে প্রাপ্যের বিচার আছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই সকলের মঙ্গল হইবে।"

সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে কএকটিমাত্র নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অধ্যাপক ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ; ডাঃ নিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এম-বি; ডাঃ অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত বি-এস্ সি, এম-বি; ক্যাপ্টেন কে, এম্. ব্যানার্জ্জী, মিঃ বি, এম, দাস, সলিসিটর, শ্রীযুক্ত নলিনীবিকাশ পাঞ্জুলী সলিসিটর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দত্ত ব্যাড্‌ভোকেট; মিঃ পি, সি, ব্যানার্জ্জী জমিদার; মিঃ কে, এন, বসু ষ্টেরভাদা মহারাজের ফাইনান্স্ এজেণ্ট; শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, বাগবাজার; রায় বাহাদুর রামেশ্বর গুপ্তওয়ালা; রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ও কামিনীমোহন রায় চৌধুরী—জমিদার; শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ—ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিস; কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত।

আগামী ২৭শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব; শ্রীগৌড়ীয়মঠে সান্ধ্যকালীন মহামহোৎসব।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৪১; ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ | ৮ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩০শে ভাদ্র রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবচন-সদনে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—কলিকাতা-হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম-এ, ডি-এল মহাশয়।

অমানী মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই শ্রীচৈতন্য-দেবের একমাত্র শিক্ষা। সেই শিক্ষার অনুসরণকল্পে অনেক সময় জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালী ও গণমতের অভিনন্দিত ব্যক্তিগণকে মান দান করিয়া তাঁহাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করাইবার আবশ্যকতা দরদ্রঃদরদ্রঃখী গৌরজনগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ন্যূনাধিক ব্যক্তিত্বের মোহে ও প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট, তাঁহারাও তাঁহাদের নেতা ও বরেণ্য ব্যক্তির ঐরূপ হরিকথা-শ্রবণের অনুষ্ঠানকল্পে সম্মেলিত হইবার সুযোগ পান।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় একজন বিশেষ বিচক্ষণ প্রতিভাশালী ও বহুগুণান্বিত কৃতী পুরুষ। তাঁহার সৌজন্য ও বিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরের পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ২৯শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ৪ঘটিকার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য প্রথম ৯১নং বিডন্‌ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল (হাইকোর্ট) মহাশয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে আভ্যর্থনাসূচক অভিবাদনাদির দ্বারা সম্যক্ নমস্কার করেন। মাননীয়

পতি মিশ্র মহাশয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে সময়ান্তরে আমাদের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। ইহাতে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ, মাননীয় বিচারপতি মিত্র মহাশয়ের ভাগবতের আলোচনা আছে জানিয়া তাঁহার নিকট প্রথমে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর ষট্‌সন্দর্ভের বিচার উল্লেখ করিয়া ভাগবতের বিচারে কিরূপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-রচনার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের মূল নায়ক কে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি এবং কাহার নিকট, কি ভাবে, কাহারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রভুপাদ বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তৎপ্রসঙ্গে 'অধোক্ষজ' শব্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করেন।

বৈশেষিকের পরমাণুবাদ অণু অচিৎসমষ্টির বিগ্‌বর্ণন করিয়াছে। তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রভুপাদ বাস্তব অণুচিৎ ও বিভুচিৎ-এর প্রভেদ তুলনা-মূলক আলোচনার দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। Physical laboratoryতে আমাদের sensuous jurisdictionএর মধ্যে যাহা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহাই মায়া। 'মীয়তে অনয়া' ইতি মায়া। আর যাহা-দ্বারা সেই পরাৎপর বস্তু আরাধিত হন, তিনিই বস্তুর পরাশক্তি রাধা। সেই বস্তু বাস্তব বস্তু। বস্তু হইতে 'বাস্তব' শব্দ নিষ্পন্ন হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুর পূর্ব্বে 'বাস্তব' বিশেষণটি প্রদান করিলেন; তাহার কারণ, রূপকত্ব, ঐতিহাসিকতা ও তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির কোনপ্রকার প্রলেপের দ্বারা বাস্তব বস্তু কৃষ্ণকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণদর্শন হয় না, তাঁহাকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় মায়া-দর্শন হয়। এই কথা জানাইবার জন্যই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রবৃত্তি। 'জ্ঞানং মে পরম-গুহ্যং', 'যাবানহং যথাভাবো' প্রভৃতি শ্লোক এই কথাই জানাইয়াছেন যে, কৃষ্ণকে মানুষ কোন প্রকারে তাহার কল্পিত চিন্তিত বা বহির্মুখ রুচির অনুযায়ী কোন রূপে বা ভাবে সৃষ্টি করিতে পারে না। তাঁহার যে স্বরূপ, তাহা তিনি স্বয়ং প্রকাশ না করিলে জীব-মেধা-দ্বারা কৃষ্ণের জন্য সংঘটন করাইবার চেষ্টা মায়িক চেষ্টা মাত্র। সূর্য্য নিজেই প্রকাশিত হইলে সূর্য্যের রশ্মিতেই সূর্য্য-দর্শন সম্ভব। তাই কৃষ্ণের নিকট আমাদের উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতে হইলে তাঁহাকে আমাদের Physical laboratoryর আদামী করিতে হইবে না।

বিচারালয়ে বাদী-প্রতিবাদীর যুক্তি-তর্ক শুনিয়া বিচারক তাঁহার নিজবুদ্ধিতে যে পক্ষের কথা যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন মনে করেন, সেই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভাবে যাঁহারা অধোক্ষজতত্ত্বের বিচার-ভার গ্রহণ করিতে চান, তাঁহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থতাই লাভ করিয়া থাকে। কেন না, যে জীবজগৎ তৃতীয়মানের রাজ্যেরই সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের প্রতিভা যতই উচ্চতম হউক না কেন, তাহা কিছুতেই তুরীয়মানের বিচারক হইতে পারে না; একমাত্র সেবা-প্রবৃত্তি-দ্বারা—কেবলমাত্র শ্রবণপথে কৃষ্ণের তত্ত্ব—বেদ্যবাস্তববস্তুর তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়।

স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্মবিচারে যে বিবর্ত্তবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত বিচার নহে। সায়নমাধবের ষোড়শদর্শনের লেখকগণের অধিকাংশ বিচারে যেরূপ স্বগত-সজাতিতে নির্ভেদের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ নির্ভেদতাও শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মতবাদ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত কোন মতবাদের অবতারণা করেন নাই। তিনি একমাত্র সর্ব্ব-কপটতা-রহিত বাস্তবসিদ্ধান্তের কথা—বেদ্য বাস্তব বস্তুর কথাই জানাইয়াছেন।

জ্ঞানকেশাগ্র সমপ্রভার দ্বারা কৃষ্ণের সেবার কথাই ভাগবতের প্রচার্য্য বিষয়। এখানেই 'শ্রী'-বৈষ্ণবের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত নৈষ্কর্ম্যবাদ যে অধোক্ষজ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণকে তাহার কারাগারে কয়েদী করিতে পারে নাই, সেই কৃষ্ণই একমাত্র পরমবশ্য প্রেমনীতির প্রাণ বস্তু। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত

বৈষ্ণবগণই বলিতে পারেন, আমরাই প্রকৃত প্রস্তাবে fully ethical আর বাকীরা সকলের ethicsই আপেক্ষিক ও চকমকির চক্রে আবদ্ধ।

———

যখন তামসিক ভাবাপন্ন লোক জগদীশ দর্শন করিতে যান, তখন তাঁহারা জগদীশকে তাঁহাদের সেই পক্ষের মধ্য দিয়া দর্শন করিতে চান। যখন রাজসিক প্রকৃতির লোক জগদীশ দর্শন করিবার চেষ্টা করেন, তখন সেই রাজসিকতার কৃপমণ্ডূকতা লইয়া জগদীশ-দর্শনের স্পৃহা তাঁহাদের মধ্যে উদিত হয়। সত্ত্বগুণের ব্যক্তিগণ জগদীশকে সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু নির্গুণ ব্যক্তিগণ জগদীশের সমগ্রতা ও প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীকে বলেন, তোমরা জগদীশকে এক একটি মাত্রার আবরণী দিয়া আবৃত করিতে পারিবে না। জগদীশের অন্বয় ও ব্যতিরেক—সমস্ত ভাবগুলিই তাঁহার সমগ্রতার মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমরা সেই সমগ্রতার সম্মুখে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিব। আমাদের কল্পনার জেলখানা প্রস্তুত করিয়া জগদীশকে তথায় দেখিবার নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করিব না। আমরা Physical representation, allegorical representation, socalled historical representation এর দ্বারা অধোক্ষজ তত্ত্বকে anthropomorphise, Phytomorphise করিয়া "Carrying burnt ashes to Newcastles" প্রবৃত্তিতে বাধিত হইব না।

———

নল-দময়ন্তীতে, সাবিত্রী-সত্যবানে, শকুন্তলা-দুষ্মন্তে যে রস আছে, সে রস ভাগবতের রস নহে। ভক্তিযোগের দ্বারা মন সমাধিপ্রস্থ হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সেবা-প্রবৃত্তি চিত্তে উদিত হইলে পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ এবং তাঁহারই অপকৃষ্টরূপে আশ্রিতা যে বহিরঙ্গা শক্তি, তাহা দেখা যায়; নতুবা পূর্ণপুরুষ দর্শন হয় না, মায়ারও বিবিধবিক্রম অনুভূত হয় না।

———

সর্ব্বশক্তি-অধিষ্ঠিত-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনিই যেন বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুরই পরাশক্তি শ্রীরাধিকা। কমলাত্মরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি সমস্ত নায়িকার ভাব যুগপৎ যাঁহাতে অবস্থিত, তিনি শ্রীরাধিকা। যাঁহারা সেই রাধার সূত্রে অবগাহন করেন, তাঁহারা সেই সকল ভাবের কোন না কোন ভাবযুক্ত হইয়া হাড়মাসের খাঁচা ছাড়িয়া দিতে পারেন।

———

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণের চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ।"—যাঁহারা এরূপ কথা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা ভাগবতের কেবল অনুবাদ বিদর্গই পড়িয়া যান—ভাগবতের মধ্যে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য উপস্থাস নবন্যাস প্রভৃতি দেখিয়া ভাগবতকে তাঁহাদেরই কল্পনার ছাঁচে ঢালিয়া বাহবা করেন। তাহা ভাগবত পড়া নহে, ভাগবত হইতে বঞ্চিত হওয়া যায়।

———

Civic administration ভাল করিতে গিয়া—জগতের দুঃখ দৈন্য দূর করিতে গিয়া মানুষের যত suggestion দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পরস্পর opinion differ করিয়া চরমে দুঃখই আনয়ন করিবে। ভক্তির দ্বারাই একমাত্র অধোক্ষজ পাত্র হয়। সেই অধোক্ষজানকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীমতী রাধিকা।

———

আমাদের আকাঙ্ক্ষা যে, প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-প্রদেশে যেখানকার লোক আপনাদিগকে বিশেষ সভ্য, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ মনে করেন, তাঁহারা এরূপ কথা জানুন—continentএর লোকসমূহ ভাগবতের বাণী আংশিকভাবেও বুঝিতে পারিলে Hitlerism, Leninism প্রভৃতি আর একটা face লইলেও লইতে পারে। আমাদের যে, কিছু political aspirations আছে, তাহা নহে। পৃথিবী আমাদিগকে এমন কিছু বেশী দিতে পারে না, যে আমরা শ্রীচৈতন্য-পদরেণুর কণা বহন করা অপেক্ষা সেই সকল জাগতিক বস্তুর বাহন হইয়া আপনাদিগকে অধিকতর সৌভাগ্যশালী মনে করিতে পারি।

———

বেদান্তের প্রত্যেক সূত্রে রাধাগোবিন্দের সেবার কথা ছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু প্রাথমিকের নিকট সে-সকল

জীব-হৃদয়ে কৃষ্ণের উদ্বেগই কৃষ্ণের কষ্ট। শ্রীরাধার উদ্বেগই রাধার কষ্ট। কিন্তু ইহা প্রপঞ্চ ব্যাপার নহে। প্রপঞ্চ বলিয়া ভুল করিলে বাস্তব বস্তু এবং তাঁহার বিভিন্নতার বিরোধ করা হইবে।... ...শাস্ত্রীয় যে ভাগবতের বিচার তাহা impersonal বিচার। কৃষ্ণ-রাধা, গোপ-গোপী—কিছুরই নিত্য বাস্তবতা নাই, ইহাই নির্ব্বিশেষ-বাদীর অনুমান।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, আগতিক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মনে করেন, আমরা যাহা পাইয়া থাই, আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, কাজেই আমরা তাঁহাদের মধ্য হইতে সহিষ্ণু শ্রোতা বেশী পাই না। এক শিক্ষা-বিভাগের লোক ও বিচারক-বিভাগের লোক সময় সময় দয়া করিয়া তাঁহাদের সহিষ্ণু কর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের কাছে আমরা অনেক সময় গিয়া ভাগবতের এই শ্লোকটি বলিতে পারি—

নষ্টং সুরক্তমিহং বহুসন্তরাণ্ডে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।

জগতের লোকের ভ্রান্ত ধারণা বিমোচন করিতে হইলে আমাদের several gallons of blood দান করিতে হইবে, ইহা আমরা জানি এবং এজন্য প্রস্তুতও আছি। তবু তাঁহাদের নিকট ভাগবতের বাণী উপস্থিত হউক। তাঁহাদের আগতিক বিচারধারাগুলির মধ্যে আগুন লাগিয়া যাউক। তাহা হইলেই তাঁহারা শ্রীরাধার সেবার কথা শুনিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় একঘণ্টারও অধিককাল এই সকল কথা মাননীয় বিচারপতি মিত্র মহাশয়ের নিকট কীর্ত্তন করিলে বিচারপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভাগবত আলোচনা করিলেও আজ ভাগবতের একটা সম্পূর্ণ নূতন মৌলিক দিক্ দর্শন করিতে পারিয়াছেন এবং বলিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার ও অনুষ্ঠান করিবার বিষয়। এতৎ প্রসঙ্গে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সিমলাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্করণ দর্শন করিয়া উক্ত ভাগবতের যে কএকটি বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। বলা বাহুল্য, মাননীয় বিচারপতি লালগোপাল বাবুও কএকবারই শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগমণ্ডলীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং একবার এলাহাবাদে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের একটি বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

শ্রীরাধাষ্টমী-দিবস প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধার সেবা-পরাকাষ্ঠার কথা সমবেত ও বিশিষ্ট অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর সমীপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রসঙ্গও বিশেষ বিস্তৃত। আমরা সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে প্রভুপাদের সেই সকল উপদেশ ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার আশা পোষণ করিতেছি। প্রভুপাদ বলিলেন, কৃষ্ণ অধোক্ষজ শক্তিমান্ আর রাধিকা অধোক্ষজা শক্তিমতী। 'অনয়া রাধিতঃ' ইতি মাধা, ইহাই তর্কপন্থা। 'অনয়ারাধিতঃ' ইতি রাধা—ইহাই শ্রৌতপন্থার পরাকাষ্ঠা। সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যাহা কৃষ্ণের রাধন বা তোষণ করে, তাহাই শ্রৌতপন্থার পূর্ণাবস্থা।

যে বস্তু স্থাপন করিব, সে বস্তুই নষ্ট করিব—ইহাই মনুষ্যজাতির চেষ্টা। ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করার নাম অভক্তি। তাহা তিনটি খাতের মধ্যে প্রবাহিত। অজ্ঞাতিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান। নিজের সুবিধা ও অপরের সুবিধা করিবার চেষ্টার নাম—কর্ম্ম। সুবিধাও করিব না, অসুবিধাও করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব, ইহার নাম জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও নিরিন্দ্রিয়জ্ঞান—উভয়কে ত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ বস্তুর তোষণই ভক্তি। মুক্তির চেষ্টা হইতে মুক্তিলাভ না হইলে ভক্তির ভূমিকা আরম্ভ হয় না। ভক্তির রাজ্যের টিকিটের দাম টেলিস্কোপিক সিষ্টেমে খুব কম। যেমন Terminusএর টিকিট কিনিলে Journey break

করিয়াও বিভিন্ন স্থান দেখা যায়, তেমনই যাঁহারা ভক্তির রাজ্যের টিকেট কিনেন, তাঁহারা যাইবপথে অন্যান্য ষ্টেশনগুলিতে নামিয়া ঐসকল স্থানের অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুর সৌন্দর্য্যের দিকে ধাবিত হন। আবার একরকম Concession টিকেট আছে, তাহাতে আর Journey break করা যায় না। তাহার ভাড়া সর্ব্বাপেক্ষা কম। ভক্তিরাজ্যের Concession Ticket-ও জ্ঞানকর্ম্মের ষ্টেশনগুলিতে Journey break করিতে দিবে না, আগে নামিয়া গেলে ভাড়া বেশী লাগিবে অর্থাৎ ভক্তিলাভ ঘুরে পড়িয়া যাইবে। কৃষ্ণ যাঁহাদিগকে ভক্তির Concession Ticket দেন অর্থাৎ যাঁহারা কৃষ্ণপ্রদাদজ বা ভক্তপ্রদাদজ সেবাবৃত্তি লাভ করেন, তাঁহারা বরাবর কৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইতে পারেন।

উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, গীতা—এই সকল infant primer, ইঁহাদের মধ্যে পরমার্থরাজ্যের সর্ব্বোত্তমা কথার পূর্ণ বিকাশ থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শুনিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল infant primerকেও রাধাগোবিন্দের উপাসনায় লাগাইতে পারেন। সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু—বৃষভানুনন্দিনী। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুতা—তাঁহার কুণ্ডে স্নান। কৃষ্ণের নৈশরাসবিহার-ক্ষেত্র বীরসখীর বা যমুনার তট তত প্রয়োজনীয় নহে, যতটা প্রয়োজনীয় শ্রীরাধাকুণ্ড, যেখানে অরিষ্টের বধ হইয়াছিল। এই অরিষ্টই যুক্তিবাদীর প্রতীক। গ্রীসদেশের মনীষী দার্শনিক পাশ্চাত্যদেশে dialectic methodএর আদি গুরু। মনীষী Aristotleএর যুক্তিবাদ নানা আকারে দেশে বিদেশে পরবর্ত্তিকালে প্রচারিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহা অধোক্ষজ বাস্তববস্তুর সন্ধানের অরিষ্ট অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ।

অরিষ্ট বধ হওয়ার পরেই কুণ্ডতীরে শ্রীরাধার অনুগতা সখীগণ রাধাগোবিন্দের মিলন সংঘটিত করাইয়াছিলেন। যাঁহারা রাধার অনুগতা নহেন, অথবা যাঁহারা মৌখিক রাধার অনুগতা কিংবা চন্দ্রার অনুগতা, রাধাকুণ্ডে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। যামুনরাগে প্রতিসকল গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে হরকারণাবাসী ঋষি ছিলেন। তাঁহারাও গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই রাসে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ হরকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন হইল। শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহারা আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন এবং মনে করিলেন, এতদিনে তাঁহারা তাঁহাদের তপস্যার ফল পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমরা কাহাকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিতেছ? আমি যে একপত্নীব্রতধর। আমি ত' আমাকে restricted Absolute বলিয়া pose করিতেছি। আর তোমাদেরও যে পুরুষ দেহ। কৃষ্ণ-অবতারে নৈশবিহার-লীলাকালে তোমরা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া রাসস্থলীতে উপস্থিত হইও।

Godhead should be restricted (!), তাঁহার উপর outside হইতে imposition প্রদত্ত হইবে (!)—ইহাই অরিষ্টের চেষ্টা। তাই কৃষ্ণ যখন অরিষ্টকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তখনই তিনি সেই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ শ্রেষ্ঠা গোপী ললিতার নিকট হইতে রাধিকাকে লাভ করিলেন।

অতস্তাং সুহৃদো গন্ধোন্মদস্য মদমর্ত্তয়ন্তী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ শ্রীরাধামদনমোহনৌ॥

সূর্য্য যেখানে প্রতিহত হয়, সেখানেই ছায়া দেখা যায়। মিছাভক্তেরা ছায়ার 'পা' ধরে, কৃষ্ণের 'পা' ধরিতে পারে না। দুইদিকে দুইটি দর্পণ সমান্তরালভাবে রাখিয়া যদি মাঝে বস্তু রাখা যায়, তাহা হইলে অসংখ্য ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। Absolute ও non-absoluteকে মিশ্রিত করিবার চেষ্টায় যে ছায়ার উৎপত্তি হয়, তাহা যদি জগতের দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিতে চাহি, তবে কেবল ছায়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীরাধিকার কথা সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যের কথা। এজন্য কেবল ঠারে ঠোরে ভাগবতে বলা হইয়াছে। রহস্যকে রহস্যের আধারেই সংরক্ষণ করা হইয়াছে। রাধিকা যদি

তাঁহার শক্তি delegate করেন, তবে পৃথিবীর যাবতীয় নারী, স্বর্গের যাবতীয় দেবী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এবং গোলোকের অনন্যা গোপী প্রকাশিত হইতে পারেন। পঙ্গু অন্ধ আমি, এত বড় বড় কথা কি করিয়া জানিব। কিন্তু আমার মত-বড় ভরসা আছে। রাধা-মদনমোহনের ধূলিলিপ্ত-স্বরূপের সে চারিখানা পা' (কৃষ্ণের দুই পদ, রাধার দুই পদ), সেই চারিখানা পা', যিনি নিত্যকাল তাঁহার সিংহাসনরূপে করিয়াছেন, সেই মহাসিংহাসনের পাদপদ্মই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিষয় জানিবার আমার একমাত্র আশ্রয়। সেই গুরুপাদপদ্মের চরণধূলি মস্তকে লইয়া আমি যে সাম্রাজ্য গঠন করিব, তাহাতে জড়ের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দূরের কথা, মুক্তিবাদিগণের সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রভৃতিও আমার আকাঙ্ক্ষণীয় হইবে না। অধিক কি, নারায়ণের দাস্যলাভের আশাও আমাকে শ্রীরাধাজনের পদ-রেণু লাভের আশাবন্ধ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

রাধাষ্টমীতে শ্রীরাধিকা যদি আমাদের চেতনের ভূমিকায় জন্মগ্রহণ করেন, তবেই আমরা রাধানাথের সেবা-মাধুরীর চমৎকারিতা বুঝিতে পারিব। তিনি যদি জন্মগ্রহণ করেন, তবে জানিতে পারিব যে, তিনি নন্দযশোদা হইতেও বড়। ইহা দ্বারা নন্দযশোদার কিছু অপূর্ণতা প্রকাশিত হইতেছে না, চেতনজগতে এইরূপ অপূর্ণতার প্রকাশ নাই। যাঁহার যেই ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম, ইহাই চেতনভূমিকার কথা। সেখানে কেবল রসচমৎকারিতার তারতম্য।

আপাতিক কামে প্রমত্ত ব্যক্তির রাধিকার নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার নাই। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ"। মহাদেব রাধিকার গুণ গান করিতে পারেন, আমি পারি না। ইহা মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের ভবনে দেখাইয়াছিলেন। আমরা বাহ্য পুরুষ বা স্ত্রীদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গুরু দর্শন করি। কিন্তু তাহা গুরুদর্শন নহে। যেমন প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দকে মনে করিয়াছিলেন, "ইনি কনক-কান্তির একজন পুরুষদেহধারী"। তিনি কি করিয়া দেবদাসীগণকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন।"

'রাধিকার ধাম' বলিতে গেলে নন্দ-যশোদার ধাম, সখাগণের ধাম প্রভৃতি বাদ যায় না। যাঁহারা যমুনার জলে স্নান করিয়াছেন ও যাঁহারা রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রুচিগত বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমদ্ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনীতে নিমাইৎ ও গৌড়ীয়-গণের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু স্পষ্টভাবে সেই বৈশিষ্ট্যটি বর্ণিত নাই। যমুনার জলে স্নান করিয়া যে-রাধিকার পাদপদ্ম আশ্রয় করে, তাহাতে রাধিকার সৌন্দর্য্য সঙ্কীর্ণ; কিন্তু কুণ্ডজলে স্নানে যে-রাধিকার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়, তাহা প্রভুর ও চমৎকারিতাময়। তাহাই জগন্নাথ-বল্লভের প্রতিপাদ্য বিষয়। আপনাদের আত্মবৃত্তির বাল্য-কাল অতিবাহিত হইয়া যখন প্রাগুবয়স লাভ করিবে, তখনই আপনারা রাধাদাসটি কি, জানিতে পারিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যার পর)

(পদ্মপুরাণ)—বিঃ ৮।১২-১৫, ১১৫, ১২৬, ১৭১, ১৭৮, ২০৬, ২০৭, ২১৯; বিঃ ৯।১১-১২, ২৬, ৩৬, ৪১-৪৪, ৭৯, ৮৭, ১০৯; বিঃ ১০।১৩, ৪৯, ১১০-১১৪, ১৫৬-১৬৬, ১৮৮-১৯২, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২২৫, ২৪০, ২৬৭, ২৬৮, ২৮২, ৩০৪, ৩৫৫; বিঃ ১১।৭, ১৯, ২০, ২৩, ৬৩-৬৪, ১০০, ১০১, ১৪৩-১৪৮, ১৭২, ১৮০, ৪০১, ২০৩, ২১১, ২২২, ২৩০, ২৪৩, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪, ২৬০, ২৬৪, ২৭৩, ২৮২-২৮৯, ৩০২, ৩০৩, ৩০৬, ৩১৯, ৩৩০, ৩৫৪, ৩৫৯, ৩৭৪-৩৮১, ৩৯৮; বিঃ ১২।১০, ১৭, ২৮-৩০, ৫৪-৬১, ৯৭-১০২, ১২৯, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৫৭, ১৭৯; বিঃ ১৩।১৮, ২৯, ৪৪, ৪৫, ৮৮, ৯৩, ৯৮, ১০৩, ১১৪, ১১৮-১৩৬, ১৪২-১৪৫; বিঃ ১৪।১১-১৮, ২১-২৩, ৩৪-৩৯, ৬৪-৬৫, ৯৯, ১১৯-১৩৬, ১৪৮-১৬০; বিঃ ১৫।১১-২৯, ২৮-৩০, ৩৭, ৪০, ৪৫-৫০, ১৭০, ১৭০-১৭৭; বিঃ ১৬।১০, ২২, ৩৮-৪০, ৫১, ৬৪-৮০, ৯৪-১১৭, ১১৯-১৩৭, ১৪৯, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৭৫, ২০৭-২১৫, ২১৮-২২৪; বিঃ ১৯।১০১

১০২ । **পরাশর**—বিঃ ১৪।৭০ । **পরাশরসংহিতা**—বিঃ ১১।১৬৮। **পাণ্ডবগীতা**—বিঃ ৩।৩৯ ; বিঃ ৮।২০৬। **পিতামহ বাক্য**—বিঃ ১২।১০৯, ১১০। **পুরাণ-সমুচ্চয়**—বিঃ ১৬।১১৮। (**পুরাণাপ্তর**)—বিঃ ৯।৪০, ৪১, ৪৭, ৬২। **পুলস্ত্য**—বিঃ ১১।৯০, ১২৭-১৩৪। **পুলহ**—বিঃ ১১।৯০। **পুষ্কর পুরাণ**—বিঃ ১৬।৬৮-১৭০। **পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতি**—বিঃ ৮।১৫০, ১৫১। **পৈঠীনসি**—বিঃ ৩।১১৩, ১১৪ ; বিঃ ১২।৭৪। **প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র (?)** বিঃ ১৯।২৮৯, ২৯০। **প্রপঞ্চসার**—বিঃ ১৭।১০৯, ১১০ ; **প্রভাস খণ্ড**—বিঃ ১১।২৩৪ ; বিঃ ১৪।৮২-৮৭। **প্রভাস পুরাণ**—বিঃ ১১।২৩৪। **প্রহ্লাদপঞ্চরাত্র**—বিঃ ৯। ১০৩। (**প্রহ্লাদবাক্য**)—বিঃ ৯।৮০-৮৩ ; বিঃ ১৮।১১৪। **প্রহ্লাদসংহিতা**—বিঃ ৫।২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০ ; বিঃ ৬।১৩০-১৩৩ ; বিঃ ৮।১১, ১২, ২৪-২৬ ; বিঃ ৯।৫৫ ; বিঃ ১৩।৮৮-৯০। **প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ**—বিঃ ১১।৯৭, ৯৮। **বরাহপুরাণ**—বিঃ ২।১২৭-১৫৭ ; বিঃ ৩।১০৯ ; বিঃ ৪।৬-১৩, ১০৩-১০৫ ; বিঃ ৫।১৯-২৩, ২১৮ ; বিঃ ৬।৪৭, ৪৮, ৬২, ১১৬ ; বিঃ ৮।২২, ৬০-৬২, ১১৯-১২২, ১২৯, ১৭৯, ১৮২, ২০৯-২১৭ ; বিঃ ৯।১২৮ ; বিঃ ১১।১২২, ১৯৩, ২০৮, ২২৯, ২৬০ ; বিঃ ১২।১৮, ২৮, ৩৫ ; বিঃ ১৫। ২৫, ৪২, ৫১-৫৩ ; বিঃ ১৬।১৫০-১৫৬, ১৬০, ১৬৪, ১৬৭, ১৭১, ১৭২ ; বিঃ ১৭।৫২-৩৫ ; বিঃ ১৮।১২, ৬৩, ১১৪। **বশিষ্ঠ**—বিঃ ৪।১০৩ ; বিঃ ১১।৯০, ৯১ ; বিঃ ১২।৭৮ ; বিঃ ২০।৯৬। **বশিষ্ঠ সংহিতা**—বিঃ ২।৮২-৮৯ ; বিঃ ৬।১১৬। **বহ্বৃচপরিশিষ্ট**—বিঃ ৪।৬৩, ৬৪ ; বিঃ ৮।৩ ; বিঃ ১৪।৬৬, ৬৭ ; বিঃ ১৪।৭৭, ৭৮। **বামনকল্প**—বিঃ ৪।১৪০। **বামনপুরাণ**—বিঃ ৩।৫৮, ৪৪, ৫৭ ; বিঃ ৭। ৩, ৬৭ ; বিঃ ৮।৫, ৫৮, ৯৮-১০৩ ; বিঃ ১১।১৪৩, ১৮৫, ২২৬, ৩৪৩, ৪০৩, ৪০৪ ; বিঃ ২০।৪-৬। **বায়ুপুরাণ**—বিঃ ৪।২৪, ৮৭ ; বিঃ ৭।৭০, ১০৪ ; বিঃ ৮।১৪৫ ; বিঃ ১২।৩৪, ৩৫, ৩৯, ৭০, ৭১ ; বিঃ ১৫।২৬, ১৮৭-১৮৮। **বার্ষাগণি**—বিঃ ১২।৭৬। **বাশিষ্ঠ**- বিঃ ১০।১১৫, ১১৬, ১৯৩। **বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র**—বিঃ ১৮।৯৯, ৯৭। **বিশ্বামিত্র সংহিতা**—বিঃ ১১।১৮৪। **বিষ্ণু**—বিঃ ৪।৩৯। **বিষ্ণুতোষবিধিপ্রশ্নোত্তর**—বিঃ ১১।৯৯। **বিষ্ণুধর্ম্ম**—বিঃ ৫।৭২ ; বিঃ ৪।১৪০ ; বিঃ ৫।২৬, ২৫, ২৬ ; বিঃ ৬।৪০ ; বিঃ ৭।৬৮ ; বিঃ ৮।৩৩, ৩২, ৪০, ১১৬, ১২৫, ১৪৯, ১৯০ ; বিঃ ৯।২৪-২৬, ১০১, ১০৯ ; বিঃ ২৬২, ৩২৬ ; বিঃ ১১।১০৮, ২০২, ২৩২, ২৬২ ; বিঃ ১৩। ১৪, ১৬, ২০ ; বিঃ ১৪।৬, ৭ ; বিঃ ১৪।১৪৭, ১৪৮, ১৬৮ ; বিঃ ১৬।১৯০-১৯২ ; বিঃ ১৯।৭। **বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর**—বিঃ ৩।৪৭, ৪৮-৬১, ৮২ ; বিঃ ৪।৩, ১৩-১৬, ২০, ১২৪ ; বিঃ ৬।২৪, ২৫, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৬-৪৮, ৬৪-৬৮, ৭৩, ৯৩, ৯৪, ৯৭-৯৯, ১০৪-১০৮, ১১৮-১২০, ১৩৩-১৩৯ ; বিঃ ৭।৪, ৮, ৯, ১২, ২০, ৪০, ৪১, ৪৭, ৪৭, ৪৮, ৪৪, ৬৪, ৬৫, ১০৮, ১২১-১২৭ ; বিঃ ৮।৫, ৮-১০, ২০, ৩০-৩২, ৩২-৩৮, ৫৩, ৮০, ৯৮-৭৬, ৭৮-৮৪, ৮৯, ৯৩-৯৮, ১২৫, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৫৪, ১৫২, ১৬৫, ১৭০, ২১৭, ২২৮ বিঃ ৯।১৯-২১, ৫৫, ৭৫, ১০৪-১০৬, ১১৪ ; বিঃ ১০।৮১, ২৩৪, ২৩১, ৩৫৪ ; বিঃ ১১।২২, ২৬, ২৫, ২৭-৫৫, ১০১, ১১২, ১২১-১২৬, ১৩৫-১৩৮, ১৪০, ১৬২, ১৬৩, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৮১, ১৯০, ২০৩, ২৩০, ২৩৫, ২৬৬, ২৭৭, ২৯৯ ; বিঃ ১২।১৫, ১৬, ১৯, ২০, ৩২, ৭১, ১৭৪ ; বিঃ ১৩।১৯, ১০৪, ১৫৬-১৬০ ; বিঃ ১৪।১৬৬, ১৮১, ১৮২, ২৪৭, ২৬৮, ২৫৪-২৭১ ; বিঃ ১৭।৫, ৬৪, ৭৬-৯৫ ; বিঃ ২০।৯, ১০, ২২। **বিষ্ণুরাপুণ**—বিঃ ১।৮১ ; বিঃ ৩।৪, ৭, ৮, ৩২-৩৪, ৩৮, ৪১, ৫০, ৬১-৬৩, ৭২, ৮৪-৮৬, ৮৯, ৯০, ৯৬, ৯৭, ১২৩ ; বিঃ ৬।২৫-২৮ ; বিঃ ৭।৩৩, ৩৪ ; বিঃ ৮।৯৫, ১৭০, ১৭২, ২০৫, ২০৬ ; বিঃ ৯।১১৮-১২৩ ; বিঃ ১০।১৯, ২০, ৩৯-৪৪, ১৪৯-১৬৫ ; বিঃ ১১।৩-৬, ৬৯-৭৩, ২৩৯, ৩৪০, ৪২২-৪৩৭ ; বিঃ ১২।৭০ ; বিঃ ১৩।১৬ ; বিঃ ১৪।১৬৯, ১৬৭, ২৫৪, ২৫৫ । **বিষ্ণুযামল**—বিঃ ২।৪০৫, ৭, ২৮-১২৪ ; বিঃ ৫। ৩-৮ ; বিঃ ১১।১৭৯। **বিষ্ণুরহস্য**—বিঃ ২।৬ ; বিঃ ৪। ১৪০ ; বিঃ ৭।১০, ২৬, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৪৯, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৯১, ৯৭ ; বিঃ ৯।২৮, ৯৯ ; বিঃ ১১।৭৬-৭৯, ২৩৫, ২৩৮, ২৪৮ ; বিঃ ১২।৯, ১৮, ১৯, ২১, ২৭, ৭০, ৮২, ১৪২, ১৭০-১৭৪, ১৭৭, ১৮০ ; বিঃ ১৫।৬৬-৬৯, ৮০, ৮২-১২৪, ১২৯, ১৪১-১৪০, ১৪৮, ১৬২-১৬৫ ; বিঃ ২০।১২, ৯৫, ৯৮ । **বিষ্ণুস্মৃতি**—বিঃ ১।৩৫, ৬১ ; বিঃ ৩।৬৭, ৬৮ ; বিঃ ৬।৫২ ; বিঃ ৮।১৭৯, ১৮৮-১৯১ ; বিঃ ৯।৭০-৭২, ৭৯, ১০৯, ১২৩ ; বিঃ ১১।৪৮৪-৪৮৭ ; বিঃ ১২।১০ ; বিঃ ১৩।২, ৩। **বৃদ্ধবশিষ্ঠ**—বিঃ ৩।১১১ । **বৃদ্ধ মনু**—বিঃ ৪।৪১। **বৃদ্ধ শাতাতপ**—

বিঃ ৪।৩২ ; বিঃ ১৪।১১৮। **বৃহৎ শাতাতপস্মৃতি**—বিঃ ৩।৭২। **বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র**—বিঃ ১।৮৬, ১০৩। **বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ**—বিঃ ২।৭-১০, ১০৪ ; বিঃ ১১।১৫৯, ১৬৯, ২৫১। **বৃহন্নারদীয়পুরাণ**—বিঃ ৩,০৬, ৩৯, ৪০, ৪২, ৫৪, ৭২, ৭৩ ; বিঃ ৪।২০-২২ ; বিঃ ৫।১৫৭, ২১১, ২১২ ; বিঃ ৬।৪-৮৯ ; বিঃ ৭।৯৮ ; বিঃ ৮।৩৩, ১০৭, ১৪১-১৪৩, ১৭৭, ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯২ ; বিঃ ৯।২৩, ৩৮, ৪৭-৫০, ৫৪, ৫৬ ; বিঃ ১১।২৮, ২৯, ৩৪, ৩৪, ৩৭-৩৯, ৯৫-১০২, ১৭৭-১৭৯, ১৮৭, ২০২, ২১০, ২৩০, ২৩৫, ২৪৬, ২৬২-২৬৪, ৩০৩, ৩২৬-৩২৮ ; বিঃ ১১।৯৪-৯৭, ১৫৪, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৮, ২০০, ২১৩, ২২১, ২৩০, ২৪২, ২৫৫, ২৯০, ২৯১, ২৯৪, ২৯৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৪৭, ৪০০, ৪০৪, ৪০৮, ৪৩৩ ; বিঃ ১২।৬, ৭, ১১, ৭১। **বৃহন্নারসিংহপুরাণ**—বিঃ ১৪।১৩৭-১৪৮, ১৫৪-১৫৮। **বৃহস্পতি**—বিঃ ৪।২৯, ৬৩, ৪৪, ৫১ ; বিঃ ১৩।১০৫। **বৈশম্পায়ন সংহিতা**—বিঃ ১১।২১৩, বিঃ ১৭।২৭, ৬০। **বৈশ্বানর সংহিতা**—বিঃ ১১।২০৪। **বৈষ্ণব-চিন্তামণি**—বিঃ ১১।২০৬, ২৩৬, ২৪৪। **বৈষ্ণব তন্ত্র**—বিঃ ১।৬৩, ৬৪, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ; বিঃ ৫।১৫৭ ; বিঃ ৯।১০৪ ; বিঃ ১১।৪১৭, ৪১৮ ; বিঃ ১২।৭১, ১৭২, ১৮১। **বৈহায়স পঞ্চরাত্র**—বিঃ ৩।৬৬, ৬৭ ; বিঃ ৭।৫১-৫৩। **বৌধায়ন**—বিঃ ৪।৪০ ; বিঃ ১৫।৮১, ১২৭, ১২৮ ; বিঃ ১৭।১০১, ১০২ ; বিঃ ১৯।২৭৪-২৮৮। **বৌধায়নসংহিতা**—বিঃ ১১।১৮৭। **বৌধায়নস্মৃতি**—বিঃ ৩।১৪৫ ; বিঃ ৮।৫৭ ; বিঃ ১২।৩৩, ৩৭ ; ১৫২। **ব্যাস**—বিঃ ৩।১১৩, ১১৫ ; বিঃ ১০।৯০ ; বিঃ ১২।১১১ ; বিঃ ১৩।১৫। **ব্রহ্মপুরাণ**—বিঃ ৩।৪৬, ৯২ ; বিঃ ৪।২৫, ২৬, ২৯, ৪১, ৪২, ৬৫, ৬৬, ৯৮, ১০৫-১১১ ; বিঃ ৫।১৮৭, ১৯১-১৯৩, ২২৫ ; বিঃ ৬।৩৪-৩৭ ; বিঃ ৭।৮৩, ৮৪, ১০০ ; বিঃ ৯।৯৭ ; বিঃ ১০।২৬৬, বিঃ ১১।২১০, ৪০৬, ৪৮৪ ; বিঃ ১২।৭৮-৮২, ১১২, ১১৩ ; বিঃ ১৩।২৫, ২৬, ১১২, ১৪৬, ১৬১, ১৭৪-১৭৯ ; বিঃ ১৪।৮৪, ৮৫ ; বিঃ ১৫।১৫৮, ২১৯-২০২ ; বিঃ ১৬।১৭৩, ১৭৪ ; বিঃ ১৯।৩০১। **ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ**—বিঃ ৩,০৩, বিঃ ৪।১৪০-১৪২ ; বিঃ ৮।১৭৩ ; বিঃ ১১।২৭, ৮২, ৯৩, ১৬৯, ২২৩, ২২৪, ২৫৪, ২৬১, ৩৯৬, ৩৯৯ ; বিঃ ১২।১৪, ২৯, ৪২-৫৪, ৮৪-৮৭, ১০৪-১০৮, ১২৭-১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৫, ১৪৬, ১৫৮ ; বিঃ ১৩.৬-৮, ১৪, ১০৬-১১১, ১১৩, ১৩৩, ১১৭-১৪২ ; বিঃ ১৪।৩২, ৩৩ ; বিঃ ১৫।১৭৩, ১৮১, ১৮৬, ২৪৬, ২৭৩ ; বিঃ ২০।২৮। **ব্রহ্মসংহিতা**—বিঃ ৫।৮১ ; বিঃ ১১।২৭৯। **ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ**—বিঃ ৪।৭৯-৮২ ; বিঃ ৯।১৪-১৯, ৮৯, ১০৭-১০৮, ১৩৪ ; বিঃ ১০।১১৫ ; বিঃ ১১।১৬৪, ১৮৫, ১২৮, ২৫৮, ২৫৯ ; বিঃ ১৩।১০৪ ; বিঃ ১৫।২৭, ৪২, ১৬১, ১৬২। **ভগবদ্গীতা**—বিঃ ১০।৯১। **ভবিষ্যপুরাণ**—বিঃ ১।৮৩ ; বিঃ ৫।২৫, ২৬ ; বিঃ ৬।৪১, ৯১, ৯২ ; বিঃ ৮।৫৯, ৯৫ ; বিঃ ১১।৪৫৪-৪৫৬ ; বিঃ ১২।৫, ২০, ৯৮-৪০, ৬৯, ৮৩, ৮৪, ১০৩, ১০৪, ১২৯, ১২০, ১২৯, ১৩০, ১৬৯-১৬৫, ১৪২, ১৪৫, ১৫৭, ১৬৫ ; বিঃ ১৩।১৭, ২৮-২৮, ৯৯, ১০০ ; বিঃ ১৫।৮০, ৭৫, ১৬৮, ১৭০, ২০৯-২১৯ ; বিঃ ১৬।৬৩, ১৬১ ; বিঃ ১৯।৯, ১১, ৩২, ৩৩, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৬৭, ৭৩, ৭৭, ৮২, ৯০-৯২, ৯৮-১০০, ১০৫, ১০৬, ১১৫-১২২, ১২৬, ১৩১, ১৫২, ১৩৫-১৩৮, ১৪৫, ১৪৭-১৫১, ১৫৫-১৫৫, ১৬১, ১৬৩, ১৭১, ১৭৫-১৭৭। **ভবিষ্যোত্তর**—বিঃ ৩।৫, ৬, ১০-১৮, ১৬৪ ; বিঃ ৮।১৯, ২০, ১১৬ ; বিঃ ১৪।১৮-২১, ২৪-২৬ ; বিঃ ১৫।৪৯-৭৫, ১৩০-১৪০, ১৫১-১৫৬, ১৬৯, ১৬৮-২০৮, ২০২-২৪৫, ২৪৯-২৫৩, ২৭৩-২৭৭ ; বিঃ ১৭।১১৮, ১১৬-১৮২, ১৯৩-১৯৯, ২১৬-২১৮, ২২৮-২০২। **ভরদ্বাজস্মৃতি**—বিঃ ৩।৯৯। **ভাগবত**—বিঃ ১।২৫-২৮, ৩০, ৪৪, ৮০ ; বিঃ ২।৭৫-৮১ ; বিঃ ৩।১৯-২১, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৯, ৫২-৫৭, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০ ; বিঃ ৪।৪, ৫, ১০৮-১৩৮ ; বিঃ ৫।১৪, ১৬২-১৬৭ ; বিঃ ৬।৫০, ৯ ; বিঃ ৭।৩১, ৩২, ৩৪, ৭২, ৭৬, ১২৮-১৩০ ; বিঃ ৮।৫৪-৫৬, ১২৩, ১২৪, ১৫২-১৫৪, ১৬০, ১৬১, ১৭৪, ১৯৭-২০২, ২২৪ ; বিঃ ৯।৭৫, ৯৯, ১১১, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১৫৬ ; বিঃ ১০।১৬-১৮, ২০, ২৭, ৩৬, ৪৫-৪৭, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৭-৬১, ১২২-১৪৬, ১৪৮-১৫৮, ১৮০, ১৮২, ১৯৪-১৯৭, ১৯৯-২০১, ২০৫-২১৪, ২১৭-২২৩, ২২৬-২২৯, ২২৩, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪২-২৪৩, ২৫১, ২৫৪-২৫৮, ২৬৯-২৭০, ২৮৪-২৯৭, ৩০৪-৩০৬, ৩০৮-৩১৪, ৩১৬, ৩১৮-৩২২, ৩২৫-৩৬৩, ৩৩৫-৩৩৯, ৩৪১-৩৪২, ৩৬২-৩৮৩ ; বিঃ ১১।১০-১৪, ৬১, ১০৫-১০৯, ১৪৯-১৫৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৯৮, ১৯৪, ২০৭, ২১৬-২১৮, ২২৫, ২২৭, ২৪০, ২৪১,

২৪৬, ২৪৭, ২৭১, ২৯২, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭-৩০৯, ৩১১-৩১৮, ৩২০-৩২৬, ৩৩১-৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৩-৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭-৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৫-৩৯৩, ৩৯২, ৪০২, ৪০৭-৪১৪, ৪১৯-৪২১ ; বিঃ ১৪।৭, ৬৭ ; বিঃ ১৬।৭৭, ১৭৩ ; বিঃ ১৯।৩ ; বিঃ ২০।৯৮ । **ভাগবতাদি ভক্ত**—বিঃ ১২।১৪৫ । **ভারতবিভাগ**— বিঃ ১১।২১৪, ২৬৮ । **ভৃগু**—বিঃ ৪।৪১ । **ভৃগুবিভাধর-সংবাদ**—বিঃ ১৪।৪২, ৫০ । **ভোজরাজীয় গ্রন্থ**—বিঃ ১৪।১৮১ । **মৎস্যপুরাণ**—বিঃ ৪।১২৯-১৮১ ; বিঃ ৬।৮৯ ; বিঃ ১১। ২১২ ; বিঃ ১২।৪ ; বিঃ ১৩।৫ ; বিঃ ১৪।৫৯ ৬২,১৩৪ ; বিঃ ১৪।২৫২, ২৫৫ ; বিঃ ১৮।৭-১১, ১৭, ৬৮, ৬৯, ৭০-৭৫, ১১৪,১১৫, ১২০, ১২১ ; বিঃ ১৯।৪-৬, ৯, ১০, ১৭, ১৮, ৩৪, ৫৫, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৭৭, ৭৯, ৮১-৮৯, ৯৮, ১০০, ১০৬-১১৪, ১২২, ১২৩, ১২৬-১২৮, ১৩২-১৩৪, ১৩৯-১৪৫, ১৪৭, ১৪১, ১৪৪-১৪৯, ১৬২,১৬৩, ১৭০, ১৭৪, ১৭৭ ১৮০, ১৮৮, ১৯০, ২০২-২০৪ ; বিঃ ২০।১৭-২০, ২৮-৩২, ৪০, ৪৩, ৪৫-৫৫, ৪৮-৬৬, ৬১ ৮৩, ৮৪, ৮৭-৮৯, ৯১, ৯১, ৯৪ । **মনু**—বিঃ ৩।১০৯ ; বিঃ ৪.২৭, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৪৪, ১৬ । **মনুস্মৃতি**—বিঃ ১।৫৮, ৫৯ ; বিঃ ৩।১৪১-১৪৫ ; বিঃ ৪।১৩৯ ; বিঃ ৯।১৭ ; বিঃ ১১ ৪৮৪ । **মন্ত্র তন্ত্র-প্রকাশ**—বিঃ ১৪।১৩০ ১৩৩ । **মন্ত্রদেব-প্রকাশিনী**—বিঃ ১৭।৯৮ । **মন্ত্রমুক্তাবলী**—বিঃ ১।৩২, ৩৫, ৪৩, ৫০ । **মন্ত্রার্ণব**—বিঃ ১৭।২৬, ৬১, ৬২, ৬৯-৭১, ৭৭-৭৯ । **মরীচ**—বিঃ ১১।৯৭ । **মহাভারত**—বিঃ ১।৭১ ; বিঃ ৩।৬১, ১২৬ ; বিঃ ৮। ০, ১৪৮, ১৪৯ ; বিঃ ১০.৮০ ; বিঃ ১১। ১১১, ২০১, ৪০১ ; বিঃ ১২.৪০ ; বিঃ ১৩।২১৪ । **মহা-সংহিতা**—বিঃ ১২।৮২ । **মহীখণ্ড**—বিঃ ১৪।৬৮ । **মার্কণ্ডেয়**—বিঃ ৪।৫১ ; বিঃ ১০।৬৭ ; বিঃ ১৩।১৪৬ । **মার্কণ্ডেয় পুরাণ**—বিঃ ৩।৪ ; বিঃ ৪।২৩, ১৫৮ ; বিঃ ৯।১২৩ ; বিঃ ১১।৪৪০ ৪৪৩, ৪৮৩ ; বিঃ ১২।৩৬, ১০৩, ১০৫, ১৬৭ ; বিঃ ১৩।৯, ১০, ৮৮, ৯৯, ১১৪ ; বিঃ ১৪।২৫১ । **মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদ**—বিঃ ১২।১০৯, ১১৫-১১৯, ১৭৫ । **মূলাগম**—বিঃ ৮।৫, ১৪১ । **মৃত্যুঞ্জয়-সংহিতা**—বিঃ ৩।৭০, ৭১ । **মোক্ষধর্ম্ম**—বিঃ ৯।৮৮ ; বিঃ ১১।২৬ । **যজুর্ব্বেদ**—বিঃ ৪।৮৭, ৯৮ । **যজ্ঞদ্বজোপাখ্যান**—বিঃ ১১।৯৯ । **যম**—বিঃ ৪।৩৫, ৫০, ৫১ ; বিঃ ১৪।৬৮ ; বিঃ ১৪।২৫৯ । **যমস্মৃতি**—বিঃ ৫।৯১ । **যাজ্ঞবল্ক্য**—বিঃ ৪।৫ ;-৫৫ ; বিঃ ৬।৫২ ; বিঃ ১২।১৮৭ ; বিঃ ১৪।১৮৪ , বিঃ ১৭।১৭-২০, ৭৬ । **যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা**—বিঃ ১৭।৮৩-৮৮, ৮০ । **যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি**—বিঃ ৩।৯৮ ; বিঃ ১৪।১৭৮ । **যামল**—বিঃ ৮।৮৫ । **যোগবাশিষ্ঠ**—বিঃ ১১ ২৯৪ । **যোগসার**—বিঃ ১৪।৭৯ । **রামায়ণ**—বিঃ ১১।৩৯৭ । **রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা**—বিঃ ২।৮ ; বিঃ ৩।২০-১২৭, ১৬১, ১৭২ ; বিঃ ৮।২৭-২৯ । **রুদ্রযামল**—বিঃ ১।১২, ১৩ । **লঘুভাগবত**—বিঃ ১১।১৫৬, ১৬৬, ১৮৫, ১৮৬, ২৫৩ । **লিঙ্গপুরাণ**—বিঃ বিঃ ৮।১০৮ ; বিঃ ১০।৪-৬, ১৪, ১৫, ৩২, ৪৮, ২৬৫ ; বিঃ ১১।২১৯ । **লোকাক্ষী**—বিঃ ১৪.১০০-৭১ । **শঙ্করাচার্য্য**—বিঃ ৮।১৯৬। **শঙ্খ**—বিঃ৩।১২৪ ; বিঃ ৪।২৭, ২৮, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫০ । **শঙ্খস্মৃতি**—বিঃ ৩।৯৩ । **শব্দকল্পদ্রুম**—বিঃ ১।১৩ ১১৬ **শাতাতপ**—বিঃ ৪। ৫৪ ; বিঃ ১৩।১৫, ১৬ । **শিবপুরাণ**—বিঃ বিঃ ১৭।৩৯, ৪০, ৪৪ । **শিবাগম**—বিঃ ৪০ ; বিঃ ১৯.৫০২-৩১০ । **শুকব্যাস-সংবাদ**—বিঃ ৮৩ । **শুক্রস্মৃতি**—বিঃ ৩৮৩ । **শৃঙ্গিঋষি**—বিঃ ১২ **শ্রুতি**—বিঃ ১।২৯, ৩১, ৫০ ; বিঃ ৪.১৩৫ ; বিঃ ৯৯ ; বিঃ ১১।২৭৪-২৭৭ ; বিঃ ১৫ ৩১, ৩২ ; বিঃ ১৬ ১৭২ **শ্রুতিস্মৃতি**—বিঃ ১০।১৪৭ **ষট্ত্রিংশৎ**—বিঃ ৪।২০, ৫১ । **সংবর্ত্ত**—বিঃ ১২।২৭। **সংবর্ত্তক**—বিঃ ৩।১০৯। **সংহিতাসমূহ**— বিঃ ১১ ২৩, ২৭ **সঙ্গীতশাস্ত্র**—বিঃ৮।১৩১। **সনৎকুমার**—বিঃ ১২।২০, ৭০ ; বিঃ ১২। ৫৯। **সনৎকুমারকল্প**—বিঃ ১।৮৯ ৯১ ; বিঃ ৩।.৪৬-১৪৮ ; বিঃ ৪।১৩৭-১৩৯ ; বিঃ ১৭।১১০, ১৬০-১৬৩। **সনৎকুমারতন্ত্র** -বিঃ ১২।২৪। **সনৎকুমারসহিতা**—বিঃ ১২।১৮। **সহস্রনামস্তোত্র**—বিঃ ১।১৪ **সম্মোহনতন্ত্র**—বিঃ ২।৯৬, ৯৭, ১২৫ ; বিঃ ৫।৮৩-১৩২, ১৬১ । **সারদা**—বিঃ ৮৭।১০৯ । **সারদাতিলক**—বিঃ ১ ৯৩-৯৭, ১০৪ ; বিঃ ৩।৭০, ৭১ ; বিঃ ৫।৯। **সারদাপুরাণ**—বিঃ ১২।৭৪ ; বিঃ ১৩।১০১, ১০২ । **সারসংগ্রহ**—বিঃ ১।৫০ ; বিঃ ২।১১ । **সিদ্ধার্থসংহিতা**—বিঃ ৫।১১৯-১২৬ । **সুমন্তু**—বিঃ ১৩।১৮ । **সুমন্তুস্মৃতি**—বিঃ ১২। ৫৭ । **সূত**—বিঃ ১৪।১৭০-১৭২ । **সৌরধর্ম্ম**—বিঃ ১২।৭০ । **সৌর-**

ধর্ম্মোত্তর—বিঃ ১২।১৪, ১৭৯। **সৌরপুরাণ**—বিঃ ১২। ১৩, ৩২। **স্কন্দপুরাণ**—বিঃ ১।৭০; বিঃ ২।৩, ৪, ৭-১০, ১৯১-১৯৭; বিঃ ৩।২৯, ২৬, ৫৬, ৫৯, ৬৩, ৪৪, ৭২, ৭৪, ৭৭, ১৩৭; বিঃ ৪। ১৭, ২০, ৭৫, ৭৮, ৮৭, ৮৮, ৯৯-১০৩, ১১৩, ১২১, ১২৫-১২৭ বিঃ ৫।২৫-২৫, ১৮২, ১৮৩, ১৮৮-১৯০, ২০১-২০৮, ২১৩-২১৬, ২১৯-২২৪, ২২৮; বিঃ ৬।৩-৩২, ৮৫, ৪৯, ৬০-৬২, ৬৪, ৭০, ৭১, ৭৮-৮২, ৯১, ১০২, ১০৩, ১১৬; বিঃ ৭।৪০-৯, ৯, ১০, ১২-১৫, ১৭-৩১, ৩৪-৪২, ৪৩, ৫৮-৫৯, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭৫, ৭৭, ৮৩, ৮৫-৮৭, ৯১, ৯২, ৯৯, ১০০, ১০৪-১০৭; বিঃ ৮।৭-৮, ২১, ৫০, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৮৯, ৯০, ১০৬, ১১৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৭-১৬৯, ১৮৩-১৮৫, ২১৭-২২৯, ২১৪-২২৭; বিঃ ৯।৩-৭, ২১-২৩, ২৭, ২৮-৩২, ৫৫-৩৯, ৪১-৪৩, ৫৫, ৫৯, ৫৮-৬২, ৬৫-৬৮, ৮৭, ১০০-১০৩, ৯৭, ১২৯-১৩৪; বিঃ ১০।৯-১২, ১৫, ৩০, ৩৫, ৪৮, ৫৬, ৬৯-৭৭, ১৬৯-১৭৭, ২৩৮-২৪০, ২৪৫-২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৯-২৬২, ২৭১-২৭১, ৩০২, ৩০৭, ৩১৫, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৯, ৩৪০, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৮০; বিঃ ১১।২৪, ৬৩-৬৫, ৮৩-৯০, ১৪৪, ১৪৫, ১৫১, ১১২, ১১৩, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৫-১৯৭, ২০৩-২০৪, ২০২, ২০৩, ২৪২, ২৯১-২৯৩, ৩৫৪, ৪১৫, ৪১৮; বিঃ ১২।১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪২-৭০, ৮৮-৯৩, ১১৩, ১১৪, ১১০, ১২৪, ১৩৩, ১৩৫, ১৪২, ১৪৩, ১৪৭, ১৮৩, ১৬৪, ১৭২, ১৮২, ১৮৩; বিঃ ১৩।৪, ১১, ৩০-৪৩, ৪৮-৮৭, ৯০, ৯১, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৪, ১১৫, ১১৬, ১৩৮, ১৬১-১৭৩; বিঃ ১৪।২৮, ২৭, ৬৮, ৮০; বিঃ ১৫।৬১-৬৫, ১৪১, ১৫৮-১৬১, ১৬৩, ১৭০, ১৭৯, ১৮০, ২৩৮-২৪১, ২৪৪, ২৪৮, ২৬০; বিঃ ১৬।৫-৯, ১১ ২১, ২৩-৩৭, ৪৩ ৫০, ৫৩-৬২, ৯০-৯৩, ১০৯, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১২৯-১৩৪, ১৩৮-১৪৮, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৪, ২০২-২০৬, ২২৫-২২৭; বিঃ ১৯।৭, ৮; বিঃ ২০।১১, ১২। **স্মৃতি**—বিঃ ৩।৪০, ১১৬, ১৩৬; বিঃ ৪।৮৭, ৯৭; বিঃ ৮।১১১, ১১২; বিঃ ৯।৮৫, ৮৬, ৯৮; বিঃ ১০।৩। **স্মৃতিমহার্ণব**—বিঃ ৪।১৩৩, ১৩৪। **(স্মৃত্যন্তর)**—বিঃ ১৩।৮। **স্মৃত্যর্থসার**—বিঃ ১।৯১; বিঃ ৩।২২; বিঃ ৯।৮৯। **হয়গ্রীব**—১৯।১৪৫। **হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র**—বিঃ ১।৬৮, ৪৯; বিঃ ৩। ৭৭, ৭৮; বিঃ ৫।১৬৮-১৭৫; বিঃ ৩।৫৩; বিঃ ৯।১০৭; বিঃ ১১।১১৩-১১৮; বিঃ ১৪।৬৯; বিঃ ১৮।১৩-১৬, ১৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৭০, ৯৮-১১৩, ১১৪-১১৯, ১২১; বিঃ ১৯।৪, ৯, ১১, ১২, ১৮-৩১, ৩৫-৪১, ৪৬, ৪৭, ৪৯-৫৩, ৫৪, ৫৬, ৭৮-৭৯, ৭৮-৮১, ৯৩-১০০, ১০৩, ১০৪, ১২৪ ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২; ১৩৩, ১৬৫-১৪৭, ১৪৯-১৫৩, ১৬০, ১৬১, ১৬৪-১৬৯, ১৭২-১৭৫, ১৮১-১৮৭, ১৮৯-২০১, ২০৫-২৭৪, ২৯০-৩০১, ৩১৩; বিঃ ২০।১৩, ১৪, ২১-২৬, ৩৩-৩৯, ৪১, ৪২, ৪৪, ৫৫-৫৭, ৬৭-৬১, ৮৩-৮৮, ৯০, ৯২, ৯৩। **হরিবংশ**—বিঃ ১।৭৪। **হরিভক্তি-সুধোদয়**—বিঃ ৪।১৮; বিঃ ৫।১০-১৪; বিঃ ৬।৪-৭; বিঃ ৭।৯৯; বিঃ ৮।১৬-১৮, ২০, ৭৬, ৭৭, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১৩৭, ১৪৫-১৪৭, ১৭০, ১৮৫; বিঃ ৯।২৩, ২৪, ৪৭, ৫৬, ৬৩-৬৫; বিঃ ১০।৮১, ২১৯; বিঃ ১১।৮১, ১৬৭। **হারীত**—বিঃ ২।২৭-৭৪; বিঃ ৪।৪৬; বিঃ ৯।৫২। **হারীতস্মৃতি**—বিঃ ৭.৭; বিঃ ৮।৯২; বিঃ ১৭।৩৬।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ

বিংশ দিবস—২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার। মঠে শ্রীপাদ নাম্বর মহারাজ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্যামবাজারটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রবিবারের ন্যায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হন। এই দিবস আকাশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। মঠরক্ষক ভগবদ্বৈভবপ্রচারক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বয়ং আসন্ন উপস্থিত থাকিয়া শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। গত ১৯৩২ অব্দে নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে হরিকীর্ত্তনসহায়ক বিপ্রলম্ভ-ভাব-ব্যঞ্জক মধুর সুরে ব্রজের পথে পথে মহামন্ত্র কীর্ত্তন-দ্বারা

শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন, গোপীগণ মথুরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন-কালে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রমুখ কীর্তনীয়াগণ সেই সুরে মহামন্ত্র কীর্তন আরম্ভ করিলে আচার্যাত্মিক প্রভু অত্যন্ত শ্রীতিভরে সেই কীর্তনে যোগদান করেন। গোপীযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্তন করিবার পরও অনেকক্ষণ মৃদঙ্গকীর্তন হইবার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহোদয় আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। রামজীবনপুরের নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়িয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই দিবস প্রাতে কিছুক্ষণের জন্য মঠে আসেন। শ্রীপাদ আচার্যাত্মিক প্রভুর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়।

এই দিবস শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার থিয়েটার রোডস্থ বাসস্থানে শ্রীযুক্ত শিবেন বাবু, শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু মহাধিকারী, ব্রহ্মচারী নবগোপাল প্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ-সমীপে যে হরিকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সকলেই ন্যূনাধিক অনর্থগ্রস্ত। অনর্থ থাকা কালীন তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-হৃদয়েই তিনি প্রকাশিত। দেবকী শিষ্য-স্থানীয়। একান্ত ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীবহৃদয়ে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তি সেবা-দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে ক্রমশঃ অনর্থরাশি ধ্বংস করিতে থাকেন। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া দিলে আবার অনর্থরাশি প্রবল হওয়ায় কৃষ্ণ-শক্তি ক্রমশঃ অপসৃত হন। কোন বীজ উপ্ত হইলে যেমন তাহাতে যত্নের সহিত জল-সেচনাদি করিলে উহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং অঙ্কুর উদ্গত হইলে উহা সবল হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই প্রকার শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত কৃষ্ণ-শক্তি ভজন-দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ বালক অবস্থায় থাকিয়া আমাদের হৃদয়ের অনর্থরূপ অঘ, বক, পূতনা, শকটাদি বধ করেন। তিনি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া কৈশোরে উপনীত হইলে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন; পরে আবার—পূর্ণপ্রকাশিত হইয়া 'অহং ভোক্তা' এই কুসিদ্ধান্ত-রূপ অরিষ্টাসুরকে বধ করিলে প্রৌঢ়া গোপী মল্লিকা উপহারস্বরূপ শ্রীরাধাকে তাঁহার করে সমর্পণ করেন, তখন রাধাগোবিন্দের মিলন হয়।"

একবিংশ দিবস—২৩ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর, সোমবার। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ২৬নং রিচি রোড্, ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই দিবস হইতে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত ভবানী স্বামীজী মহারাজের ভাগবত পাঠ হয়। স্বামীজী শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাড়ীতেও সন্ধ্যার পর নিয়মিত ভাবে ভাগবত পাঠ করেন। স্বামীজীর পাঠ-শ্রবণে গৃহের সকলেই আকৃষ্ট হইয়া ভগবদ্-ভজনের বিচার গ্রহণ করিতেছেন, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়।

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ দিবস—২৪ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ও ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর, বুধবার। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মঠে এবং সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্বদিবসের ন্যায় ভবানীপুর ও শাঁখারীটোলায় পাঠ কীর্ত্তন করেন। মঙ্গলবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শিবেন বাবু ও বসুবর প্রভু ঢাকা ও ময়মনসিংহ যাত্রা করেন।

চতুর্ব্বিংশ দিবস—২৫ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। প্রাতে মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবী শ্রীল প্রভুপাদের থিয়েটার রোডস্থ বাসস্থানে আসিয়া হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু হইলে প্রথমে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু এবং পরে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া দীক্ষাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, কৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিতত্ত্বাদি বহু বিষয় আলোচনা করেন।

'দো বকি ভাবরহিতম্', 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য', 'গুরুর্ন স্যাৎ', 'ব্যবহারিকগুরুত্বাদি-পরিত্যাগেনাপি পারমার্থিক-গুরুত্বাশ্রয়ঃ কর্ত্তব্যঃ' ইত্যাদি শ্রোতব্যাখ্যা-মুখে সদ্গুরুচরণা-

প্রবের অবশ্যকর্ত্তব্যতা, প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরপ্রেমের কথা, বৈষ্ণবই যথার্থ শান্ত, যেহেতু তাঁহারা সংহারকারী রুদ্রের তমোগুণাশ্রীকারের পরিবর্ত্তে চুম্বকাকর্ষণীশক্তি সোমযৌনি নরনারায়ণ-নারায়ণী লোকেশ্বর সদাশিবের আনুগত্যে ত্রৈবিদ্যাসিদ্ধ্যাখ্য সূত্রের সেবাভিলাষী—মহামায়ার কেবলাপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা-প্রার্থী, কৃষ্ণই পরমোপাস্য, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই—তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে অখিলচেষ্টা করাই মানব জীবনের চরম সার্থকতা, অন্য-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমানে মত্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবিচার-বরণের পরিবর্ত্তে সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে হৃষীকেন্দ্রিয়তর্পণবিচারের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ের নানাশাস্ত্রযুক্তিসমন্বিত বিচার-প্রবণে বাগ্মিবর এবং তাঁহার ভাষা পরমপ্রীতিপ্রদ হন।

পঞ্চবিংশ দিবস—২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্বাহ্ণে যথাসময়ে শাঁখারীটোলায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় চাকাস্থেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম-এস-সি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক মঠ-মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। কার্য্যান্তরে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় তিনি ঐ দিবস অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে আসনঘরে উপস্থিত শ্রীযুক্ত অহিলাল পাল বি-এ, হেড্‌মাষ্টার তরফদারকান্দি হাইস্কুল, ময়মনসিংহ-জেলার উকীলকোর্টের নাজির শ্রীযুক্ত বিমলা-প্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত বিজনী ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগবাজার প্রভৃতি এবং শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ প্রমুখ মঠসেবকগণসমীপে "opaque ও transparent গুরু, প্রহ্লাদোক্ত অধ্যয়নসার, মায়া ও ভক্তি, প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম, বাস্তব বস্তু, অবস্তু ও বস্তুবিচার, কৃষ্ণ—তদন্য বা কাল্পনিক বস্তু নহেন, তিনি নিখিলচিদ্বিলাসবৈভবযুক্ত স্বরাট্ বস্তু, 'অনন্যা ধীয়তে' এবং 'অনন্যাধিষ্ঠিতং' বা সাধন ও সেবার বিচার-বৈশিষ্ট্য, হরিকথা-শ্রবণেই জাড্যাপনোদন ও চেতনের অভিব্যক্তি, ভোগ, ত্যাগ ও ভক্তির বিচার-বৈশিষ্ট্য, 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো' বিচার, Theistic education-এর আবশ্যকতা, ভক্তি ও মুক্তি, 'ভাবমণিই' পাক্ষিক সংস্করণের ২য় সংখ্যার জন্য লিখিত 'Forgetfulness of the humanists' প্রবন্ধের সমালোচনা, 'যৈতে ভদ্রাভদ্র'-বিচারে ভ্রান্তি, Conditioned soul-এর অবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয় কীর্ত্তন করেন। (আমরা সময়ান্তরে ঐ সকল কথা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।) কৃষ্ণদ্বেষ-বিরোধী Apotheotic চিন্তাস্রোতের (মানুষকে ঈশ্বর বলনা করা) প্রাবল্যের সম্বন্ধেও অনেক কথা হইয়াছিল। এই দিবস রাত্রি প্রায় ১০। ঘটিকায় ঢাকা শ্রীরাধাগোবিন্দমঠ হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

ষড়্‌বিংশ দিবস—২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার, শ্রীললিতাসপ্তমী, শ্রীরাধাষ্টমীর অধিবাস-মহোৎসব। প্রাতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় বিডেটার রোডে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে গমন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম-এ, ডি-এল মহোদয় তথায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ধালাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দিবস অপরাহ্ণে গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজও যথাসময়ে শাঁখারীটোলায় ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত একনিষ্ঠ ভক্ত বিহার উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্ট অডিটর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এল-এম-এফ্ মহোদয় এই দিবস মঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য সন্ধ্যায় আসিয়া পরদিবস রাত্রি ১০টায় বিডেটারোডে গমন করেন। সন্ধ্যায় বেহালা হইতে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসার সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য-প্রবণে আনন্দ, একদা

শ্রীভক্তিভবন হইতে শ্রীগোদ্রুম-যাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুরের কথিত "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"—এই তটস্থলক্ষণ বাণীর তাৎপর্য্য, গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুরের দর্শনলাভ ও কৃপাপ্রাপ্তি কি প্রকার এবং তাহার পরিণাম কি, এতৎ-প্রসঙ্গে ১৮৯১ সালে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের শ্রীল ঠাকুরের নিকট গীতা-পাঠ-ব্যাপারে 'ফল দর্শনে কারণের অনুমান' বিচার প্রভৃতি বহু কথা হয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগার হইতে কতকখানি দুষ্প্রাপ্য বেদান্তগ্রন্থ কএক দিনের জন্য চাহিয়া লন।

এই দিবস প্রাতে পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ বি-এল, ব্যাড্‌ভোকেট মহোদয় আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন; ইনি ব্রহ্মসংহিতা (বঙ্গানুবাদ সম্বলিত) ও 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' গ্রন্থদ্বয় পাঠে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয়ও এই দিবস ত্রয়োদশজন ভক্ত সঙ্গে লইয়া উৎসবে যোগদান করেন।

সপ্তবিংশ দিবস—৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার **শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব**। মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃ-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ সাধু মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠের পর পুনরায় কীর্ত্তন হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে শ্রীবার্ষভানবী দেবীর অন্নপূজা ও ভোগরাগ হয়। প্রায় ১২।০টার সময় ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তনান্তে সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল শ্রীরাধাষ্টমী সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সেই সকল কথার পঞ্জী রাখিয়াছেন, সময়ান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে। মহা-মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিপ্রভাকর এম-এ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূপাদ অধিকারী, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ লালচৌধুরী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর সাধু, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য, ডাক্তার নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি, খুলনার শ্রীযুক্ত বিভূপাদ অধিকারী প্রভৃতি বহু ভক্ত অন্য প্রাতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের দারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটি মহতী সভার অধি-বেশন হয়।

সভার বিবরণ

যথাসময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভাপতি মহোদয়, এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রাধানুজ দাস মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রোতৃবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া তৎপ্রতি আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল ব্যাড্‌ভোকেট মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং রায়বাহাদুর মহারাজ বাগাচরের কাইনান্সিয়াল এজেন্ট মিঃ জে, এন, বসু মহোদয়ের ও এমার মঠের মাননীয় মহান্ত মহারাজের সমর্থনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হন। শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতি মহোদয়কে সভামঞ্চে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া স্বয়ংও তথায় আসন পরিগ্রহ করেন। এমামঠের মহান্ত-মহারাজকেও সাম্প্রদায়িক আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাপতি মহাশয়ের বাম পার্শ্বেই মঞ্চোপরি স্থান প্রদান করা হয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ মহান্ত-মহারাজকে, শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভৃতি সভাপতি মহাশয়কে এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভৃতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠদেশ পুষ্পমালো শোভিত করেন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত গীতাবলী হইতে "বিরজার পারে শুদ্ধ পরব্যোম ধাম" শীর্ষক গীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিবার পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বক্তা 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় 'শ্রীরাধাষ্টমী'-বিষয়ে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া একটি গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। (আমরা সময়ান্তরে এই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ

প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।) অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে

"গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ আচার্য, সমবেত ভক্তমহোদয় ও ভক্তমহিলাবৃন্দ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ আজকার অনুষ্ঠানে নগণ্য অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার প্রতি যে অনুগ্রহ ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন এবং বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় যে এক ঘণ্টা ধরিয়া অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের

উপলক্ষে সদযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন, তজ্জন্য আমি শ্রোতৃবৃন্দের তরফ হইতে তাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিত প্রাণে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বক্তা কৃষ্ণনাম যেখানে নাই বা শ্রীরাধিকার নাম ভাগবতে নাই কেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-মুখে যে সকল বিচার উত্থাপন করিলেন, তাহা

আলোচ্য, তবে আমরা জানি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামের সকলেরই পরমোপাস্য বস্তু, তাই তাঁহাদের নমস্কার জানাইবার জন্যই আমরা এই সভায় সমবেত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদিতে যাহাই থাকুক, শ্রীমদ্ভাগবতে 'অনয়ারাধিতো নূনং' বলিয়া যে শ্লোকটির কথা বক্তা বলিলেন, তাহাতেই শ্রীরাধিকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া

যাইতে কাহারও দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।

ব্রজের গোপীগণ বলিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে পরাকৃতরূপে যাহা আমরা পারি না, এমন করিয়া আরাধনা করিয়াছেন, যাহাতে কৃষ্ণ সকলকে ছাড়িয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়াছেন। রাধিকার ভাবরুচি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শচীগর্ভসিন্ধু মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণই রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া—নিজেই নিজের উপাসনা করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণোপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।

গোপরমণীগণের যে উপাসনা, তাহার তুলনা নাই। দুর্জয় গৃহ-সুখন, লজ্জা, ভয়, মান সর্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্ম সার করিয়াছিলেন—সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজরমণীগণের মুকুটমণি শ্রীরাধিকা। তাঁহারা কৃষ্ণের সব ছিলেন, সর্বপ্রকারে কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিতেন। তাই কৃষ্ণ তাঁদের ঋণে ঋণী হইয়া বলিয়াছিলেন—'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৩২।২২)।

'রাস' সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। যাঁরা ভাগবত পড়েন নাই, তত্ত্ব বুঝেন নাই, যাঁরা পিশাচতুল্য স্বভাববিশিষ্ট, তাঁহারাই রাসে হেয় দর্শনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ উহাতে কুৎসিত বিগর্হিতভাব কিছুই নাই। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিল চেষ্টা যাঁহাদের, সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের কাম আত্মেন্দ্রিয় তর্পণার্থে নহে। প্রেম আর কামে বাহ্যে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও বহু পার্থক্য বর্তমান।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল-ভাস্কর॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

গোপরামাদিগের কৃষ্ণপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ না হইলে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কর্তব্য প্রবণেচ্ছু মহারাজ পরীক্ষিৎকে আত্মন্-বিরক শ্রীশুকদেব উহা শুনাইতেন না। পরীক্ষিতের রাসলীলা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে শুকদেব আমাদের সকল সন্দেহের নিরাকরণ করিয়াছেন। পূর্ববক্তা বক্তা বলিয়াছেন, রাধা-কৃষ্ণের লীলা-রস-শ্রবণে অধিকার-অনধিকার বিচার আছে।

গত কল্য আমি এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া গৌড়ীয় মঠের আচার্যদেবের নিকট হইতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণের অবকাশ পাইয়াছিলাম। তিনি স্থানে স্থানে মঠ-মন্দির নির্মাণ করিয়া, দেশদেশান্তরে মুদ্রিকিত প্রচারক পাঠাইয়া, বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবর্তিত সুবিমল বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করিয়া এদেশে এবং অন্যান্য দেশের লোকের যে পরম মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি আমাদের সকলেরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।"

সভাপতি মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমোপাস্যত্ব ও ভক্তির সর্বসাধারণ-প্রদে আরও অনেক বিষয় কীর্তন করিয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য ও গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকে ধন্যবাদ-প্রদান-দ্বারা তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাবর গোস্বামি মহোদয় সভাপতি-মহোদয়কে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে বলেন—সভাপতি মহাশয়

কলিকাতা মহানগরীর প্রধান বিচারালয়ের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া উচ্চাবচ সকলের মাননীয় হইলেও তাঁহার অমানী মানদ স্বভাব-ক্রমে আজ এই বিদজ্জনসভিধা বহুতী সভায় হরিকথা-শ্রবণানুকীর্ত্তনের সুযোগ বরণ পূর্ব্বক তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহারের যে প্রকার উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসনীয় ও ধন্যবাদার্হ। বাস্তবিক দ্বারকানাথ বা কৃষ্ণের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ না থাকিলে কেহই বৈকব-সভার শোভা বর্দ্ধন করিতে পারেন না, যেহেতু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণেষিণ বৈকবের প্রিয় নহে। সুতরাং তাঁহার নামের সহিত তাঁহার আচরণ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী তাঁহার hereditary সম্পত্তি, ইহা সর্ব্বজন-সুবিদিত। তৎসমুদয় কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিবার বিচারই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বজন-সংসেবনীয়। মানুষ সংসারে ক্ষণিক কীর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া খ্যাতনামা হইবার জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদে আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় জানিতে পাই—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
'কৃষ্ণ-ভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥

সুতরাং তিনি আজ কৃষ্ণভক্তির বিচার বরণ করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাহার তুলনা নাই।

তবে ইহা সর্ব্বত্রই বিচার্য্য যে—"প্রাকৃত বিচারের সহিত অপ্রাকৃত জগতের বিচার এক নহে। জ্ঞান বিচারের সহিত তুরীয়ের বিচার এক নহে। তৃতীয় মানের বিচারের সহিত চতুর্থ, পঞ্চম বা অসীম মানের বিচার এক নহে। অখণ্ড বস্তুর বিচারের সহিত খণ্ডের বিচারের পার্থক্য আছে। পূর্ণের বিচারের সহিত অংশের বিচারের ভেদ আছে। পরম পদের বিচার কিছু অবম সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নহে।" প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট আমরা ইহা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই। প্রাকৃত জগতের বিচার লইয়া অপ্রাকৃতবস্তু মাপিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হই। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

আমাদের সেব্য সেই পুরুষোত্তমের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকলই চমৎকার, সকলই আশ্চর্য্যজনক, সকলই মধুময়। ইহা প্রাকৃত বুদ্ধিগম্য নহে। আমরা সেই মধুর চিদ্‌বিচিত্রতার চমৎকারিতা উপলব্ধির জন্য শ্রীহরির জয় গান করি। শ্রীরাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের জয় হউক এবং তাঁহার কীর্ত্তনের ঝোঁকার স্বরূপ—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বঙ্কুমহোদয়ের জয় হউক। শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা জয়যুক্ত হউন। সভাপতি মহাশয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করিয়া তিনিও জয়যুক্ত হউন।

———

অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত "রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা, কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা" গীতিটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক রাধাষ্টমীদিনে ভক্তসম্মিলনে যোগদানে সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার হইল, আমরা তাহা হইতে কি শিক্ষা পাইলাম ইত্যাদি বিচার-মূলক একটি সারগর্ভ বক্তৃতা-দ্বারা সভার উপসংহার করেন। (শ্রীল প্রভুপাদের এই বক্তৃতাও সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।) অতঃপর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু-বিদ্যালঙ্কার মহোদয় 'রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই' এই গীতিটি কীর্ত্তন করিবার পর সাংঘিক-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

সভায় উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল :—

পুরী এম্‌ফ্রমঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহারাজ, রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র সেন, অবসর প্রাপ্ত জজ; শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত নলিনীবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায় সলিসিটর, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার, ই-আই-আর; মিঃ এ, ভোলানাথ, ওয়েলফেয়ার অফিসার, ই-বি-আর; ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত

মহানন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র সেন এম্-ডি-ও, আলিপুর; রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, কুমার শ্রীযুক্ত বিভেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত প্রমোদপ্রসাদ ব্যাড্‌ভোকেট পাটনা-হাইকোর্ট, বাঙ্গিয়ালীর ভক্ত জমিদারগণ, মিঃ জে, এন, পাল; মিঃ বি, সি, ঘোষ; শ্রীযুক্ত জগন্নাথম্ ভক্তিচিন্তক, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ প্রভৃতি।

সভাভঙ্গের পরও শ্রীল প্রভুপাদ আসনগ্রহণে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত প্রমোদ বাবু, বাঙ্গিনী বাবু প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দ-সমক্ষে 'আত্মিক বা পারিভাষিক' শ্লোক কীর্ত্তন-মুখে সন্তোষ ও বিপ্রলম্ভ বিচার, Absolute ও non-absolute-এর বিচার, বদ্ধমুক্ত ও মুমুক্ষুগণের বিচারের সহিত ভক্তের বিচার-বৈশিষ্ট্য, ওঙ্কারের, কর্ণাকৃষ্ট, চক্ষুদান, বিজ্ঞাপ্তি, অপরাধ-বলভদ্রাটকাদি আলোচনার অধিকার-বিচার, 'অবেহ্যকম্পাং সুদশীকামানো,' 'তত্কথা মামবিদ্বানাস্তি,' 'অনন্যাশ্চিন্তয়ো মাং', 'মেবৈষেণুগ্রহায়রং', 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' প্রভৃতি শ্লোক বিচার-মুখে ভজন-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন।

এই দিবসের লোক-সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুব্যবস্থায় উৎসবের যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

চয়ন

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

['অমৃতবাজার পত্রিকা'—১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ বুধবার]

Extensive Propaganda Throughout Germany

The Gaudiya Mission

London (By Air Mail)

Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math has received highly encouraging letters of invitation from many learned societies and from all the Universities of the Southern and Eastern Germany. Considering the nature of learning and culture of the Germans, they are fairly expected, in spite of the unusual political situation, to be in a position to understand Indian religious culture to some extent. So the amount of interest and enthusiasm so clearly evinced in their attempt to understand religious views of India through the Gaudiya Mission is quite natural.

A tentative programme of 24 lectures in different Universities of Germany and about a dozen lectures in prominent places all over the Hans country has already been arranged from the first week of November 1934 to the 3rd of February, 1935. The prominent places covered by the programme are, among others, the following :—

Berlin, Leipzig, Halle, Dresden, Prague, Vienna, Regensburg, Munich, Ludwigshafen, Scaffansen-Rheinfall, Freiburgi, Br., Beuron, Tubingen, Heidelberg, Frankfurt, Mainz, Giessen, Marborg, Jena, Weimar, Hamburg, Kiel, Rostock, Griefswald, Stettin, Dazig, Koningsberg, Wanlacken, Heiligenstein, Warshaw and Breslau.

অদ্য শ্রীহরিদাসঠাকুরের তিরোভাব; আগামী কল্য শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিককালব্যাপী মহোৎসব সমাপ্ত।

—:•:•:—

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৪১; ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীরাধাষ্টমী *

(১)

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! অদ্য আমার পূজ্যপাদ গুরুবর্গ এই বিজ্ঞজনমণ্ডলি-মণ্ডিত সভায় এই পুণ্যতম বাসরে আমাকে "শ্রীরাধাষ্টমী" সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুবর্গের আদেশ আমি শিরোধার্য্য করিয়াছি; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার অযোগ্যতার কথা হৃদয়ে উদিত হইতেছে। কারণ, শ্রীরাধাষ্টমী বা শ্রীরাধার কথা তাঁহারাই কীর্ত্তন করিতে পারেন—যাঁহারা এই জগতের আশা-ভরসা ও যাবতীয় তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়াছেন; শ্রীরাধার প্রসঙ্গ তাঁহাদের মুখেই শোভা পায়—যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রীতির জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া মুক্তকুলের শ্রেষ্ঠ পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন। সেই সকল যোগ্যতা বিচার করিলে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য,—ইহা নিষ্কপটে বলিতে পারি। তথাপি শ্রীগুরুবর্গের আদেশ-পালনে আমার মঙ্গলের সন্ধান আছে জানিয়া আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি কিছু অসম্পূর্ণ অস্ফুট কীর্ত্তনের দ্বারা আত্ম-শোধনের জন্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি।

'শ্রীরাধাষ্টমী'-শব্দটির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীজন্মাষ্টমীর কথা আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়। জন্মাষ্টমীর একপক্ষকাল পরে ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশাখা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধার আবির্ভাব। শ্রীজন্মাষ্টমী যদি অবতারী—কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে, আর রাধাষ্টমী তদ্রূপ—শুক্লপক্ষের মধ্যাহ্নকালে

* গত ৩০শে ভাদ্র (১৩৪১), ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৪) শ্রীরাধাষ্টমী দিবসে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক-অধিবেশন-সভায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মিত্র এম্‌-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা।

করিয়াছিলেন; আর রাধাইবীতে শুনি—অধোক্ষজ শক্তিমান ভক্তের জন্য-লীলা; আর রাধাইবীতে শুনি—অধোনিসম্ভবা অধোক্ষজ শক্তিরূপার জন্ম-প্রসঙ্গ। ভক্তের ভক্তের ন্যায় অধোনিসম্ভবার জন্মও মানবেষণার নিকট অসাধারণ। মানবেষণা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবুকের আদর্শকে খর্ব করিয়া থাকে। অথবা তাহাদের দ্রষ্টা বা চরম উপাস্যতত্ত্ব মনে করি—যে বস্তু আমাদের চোখা ধারণার কোন প্রতিযোগী বিষয়ের প্রকার ভেদে সম্ভবপরের রূপ প্রদর্শন করিতে পারে। আমরা দুই মন বা চারিমনের খোরা তুলিতে পারি না বলিয়া, যিনি হয় ত' পঞ্চাশমন খোরা তুলিতে পারেন, তাঁহাকে দ্রষ্টা ও ঈশ্বর মনে করিয়া থাকি। আমরা কাম-ক্রোধ-লোভ মোহ-মদ-মাৎসর্য্যে অভিভূত বলিয়া আমাদের উপাস্যতত্ত্বকে সেই প্রকার চঞ্চলতা ও স্নেহতার আক্রমণ হইতে রক্ষা করি, অথবা ঐ সকল দুর্বলতা হইতে আমরা যে আদর্শ-প্রতীক গড়িয়া থাকি, সেই আমরা উপাস্যতত্ত্ব বলিয়া বরণ করিতে অগ্রসর হই।

ইহাই হইল বহির্মুখ মানবের একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার স্বভাব। আমাদের জন্ম আছে, সুতরাং আমাদের উপাস্য-প্রতীকের নিশ্চয়ই জন্মাদির কোন প্রসঙ্গ থাকিবে না—ইহাই আমাদের ধারণা; কিন্তু এখানে আমরা একটি মূল প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাই। পরাৎপরতত্ত্বকে আমরা সেজন্যই পরাৎপরতত্ত্ব বলি—সেজন্যই পরমেশ্বর বলি, যেহেতু তাঁহার শক্তি সীমা বা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে—যেহেতু তাঁহার শক্তিকে মানব-মেধা তাহার বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সীমিত করিতে পারে না—তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিকে মাপিয়া লইতে পারে না—তাঁহার বিরোধ-রহিত শক্তিকে আপাতিক বিরোধ বা অসামঞ্জস্যের নিক্তিতে ওজন করিয়া লইতে পারে না। যাহাকে মাপা যায়, তাহা 'মাপা'। তাহা অধোক্ষজ কৃষ্ণ বা অধোক্ষজ বস্তু নহে। "মীয়তে অনয়া ইতি মাপা," কিন্তু "ন-মায়াধিষ্ঠাঃ মায়ঃ ঈশ্বরঃ ইতি মাপা", "অয়ং কৃষ্ণঃ অনন্তস্য জীবানাং চিন্নিয়ন্তানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।" যাহা কৃষ্ণকে মাপিয়া লইতে চাহে ও তদ্দ্বারা বহির্মুখ জীবের ভোগ করিয়া থাকে। মায়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় ভোগ করেন। অপ্রাকৃত ভাবে মায়া কৃষ্ণকে যে মাপিয়া লন, তদ্দ্বারা কৃষ্ণের ভোগ্যত্ব হয়,—ইহা খুব উঁচু কথা। গোপীরা যে কৃষ্ণকে বিভূতিবৈভবের নরবপুরূপে তাঁহার মাধুর্যিক তত্ত্বকে মাপিয়া লন, তাহা মহামায়ার মাপ নহে—মায়া জগৎকে মাপিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকে মাপিতে পারে না; আর যাঁহারা সেবার দ্বারা কৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে মাপিয়া কৃষ্ণেই ইতিহাসের তর্পণ বিধান করেন।

আমাদের উপাস্যতত্ত্বকে পাছে কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা গ্রাস করে,—এইরূপ আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া যখনই আমরা তাঁহাকে আমাদের কল্পিত আদর্শ-প্রতীকে দাঁড়িতে যাই, তখন উপাস্যতত্ত্বের উপর কখনও আধ্যাত্মিকতা কখনও বা রূপক, কখনও বা ঐতিহাসিকতার চুণকাম করিয়া থাকি। কিন্তু অধোক্ষজ পরাৎপরতত্ত্ব নিরূপ স্নেহাময় কৃষ্ণের উপর ঐরূপ চুণকাম করিতে গেলে কৃষ্ণের অনৈতর কৃষ্ণত্ব আর আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না। সমস্ত ঐতিহাসিকতা, আধ্যাত্মিকতা, রূপক—সকলকে কৃষ্ণ তাঁহার সমসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধোক্ষজ বস্তুত্বকে পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণ-সূর্য্য কখনও ঐ সকলের দ্বারা গ্রস্ত হন না। এখানেই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। কৃষ্ণে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, চৌর্য্য, মিথ্যা, সত্য, সাধুতা, অসাধুতা—সমস্তই যুগপৎ সুসমন্বিত। তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণপদ-নখের সেবা করিতে পারিয়াই ধন্য হয়। কৃষ্ণপদনখে যে লাম্পট্য আছে, যে-সকল অসামঞ্জস্য আছে, তাহা হেয়তা, দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা নহে। ঐসকল বৃত্তি জগতে আর কাহাকেও নাথরূপে বরণ করিতে পারে না, একমাত্র কৃষ্ণকে পাইয়াই তাহাদের শোভা ও চমৎকারিতা বিকশিত হয়—তাহাদের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। বহির্মুখ মানবজাতির কৃষ্ণকে (?) আধ্যাত্মিক, রূপক প্রভৃতি রূপে সাজাইয়া সর্ব্বশেষে নির্ব্বিশেষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বা ব্যাপক চুণকাম করিবার প্রবৃত্তি তাহাদিগকে কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত করে।

সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় নিরূপ স্নেহাময় অধোক্ষজ কৃষ্ণের চৌর্য্য, লাম্পট্য প্রভৃতি নীতিকে ভগবত্তত্ত্বের পক্ষে ন্যায্য নীতি বলিয়া গ্রহণ করার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঔপন্যাসিকবর বঙ্কিম বাবু তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্রের" প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ যদি চোর, জৈপোরে পারদারিক, পরিণত বয়সে কপট ও শঠ। তবে কৃষ্ণচরিত্র কি এরূপ? ● ● ● ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপ-স্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

• • • কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে-সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাস-কৃত কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় উপন্যাস-সকল বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি,—ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ-চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।" ডক্টর রামগোপাল ভাণ্ডারকার প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক মনীষিগণও কৃষ্ণোপাসনা অপেক্ষা রাধোপাসনার অধিকতর নৈতিকতার আদর্শ দেখিয়া রাধোপাসনাকে উচ্চ আসন দিয়াছেন।

উপরি-লিখিত জন-নায়ক মনীষিগণ ও তদনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ কৃষ্ণতত্ত্বকে মাপিতে গিয়া কোথায় কোথায় ভুল করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁহারা জাগতিক প্রতিভা, সম্মান বা যোগ্যতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বহুজনপ্রিয় হইলেও সেইরূপ প্রাকৃত যোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা অপ্রাকৃত তত্ত্বের একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না,—এই নিগূঢ় সত্যটি প্রথমে জানিয়া রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহারা কৃষ্ণ-চরিত্রের (?) যে-সকল কেশতাকে (?) গর্হণ করিতে চাহেন, সেগুলি কৃষ্ণচরিত্রে গর্হণ না করিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী জগদ্বাসীর চরিত্রের জন্য আরূঢ় রাখিলেই মঙ্গলজনক ফল ফলিবে। নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে শোধন করিবার চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আত্মশোধন করিতে পারিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, একমাত্র পূর্ণতম পরাৎপরতত্ত্বের পক্ষেই ঐ সকল শোভনীয়—পরাৎপরতত্ত্বেই সকল ভোগের যথেচ্ছাচারিতা থাকিবে,—এই মহতী শিক্ষার আদর্শ জগতে জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সকল আদর্শ পুরুষগণের আরাধ্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইয়াছেন। ঔপন্যাসিকবর বঙ্কিমবাবু তাঁহার ঐ-জিত ধারণার গণ্ডির মধ্যে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে টানিয়া আনিয়া কৃষ্ণের ঔপন্যাসিক অংশকে (?) ছাটিয়া-কাটিয়া কৃষ্ণকে যে আদর্শ মহাপুরুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে কৃষ্ণের নিজস্ব স্বরূপ অর্থাৎ পরতত্ত্বস্বতন্ত্রতা নাই। কৃষ্ণ সেখানে মানব-মেধার আরাধ্য। কিন্তু ইহা কৃষ্ণতত্ত্বের ঠিক বিপরীত কথা—ভাগবতের 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মানব-কল্পনার বহুপরন্তু। একদিন অদ্বৈতপ্রভু যোগমায়াতত্ত্বাচার্য্য শঙ্কর পাছে ব্যাস 'ভ্রান্ত' প্রমাণিত হন,—এই আশঙ্কায় বদরিকাশ্রমবর্ত্তী হইয়া ব্যাসের সিদ্ধান্তকে নির্ব্বিশেষ-মতবাদরূপে প্রচার পূর্ব্বক পরব্রহ্মের অচিন্ত্যা শক্তিময়ত্বের উপর নিষেধকিতা বা নির্ব্বিশেষের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নানা দিক্ হইতে নানা প্রকার অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ যেখানে যেখানেই কৃষ্ণের পরিপূর্ণ শক্তিময়ত্বকে বিলুপ্তপ্রায় করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে-সেখানেই কৃষ্ণের নিজস্ব স্বরূপ, নিজস্ব চরিত্র, নিজস্ব বিক্রম, নিজস্ব আদর্শের কোন সংস্পর্শ নাই। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
(ভাঃ ২।৯।৩১)

তাৎপর্য্য—আমি যে প্রমাণতত্ত্ব, আমি যে সচ্চিদানন্দ, আমার যে গুণ ও লীলা, ঠিক সেই প্রকার তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
(ভাঃ ২।৯।৩৫)

তাৎপর্য্য—আমার পরম গুহ্যজ্ঞান—যাহা বিজ্ঞান-সমন্বিত, রহস্যযুক্ত, তাহা অঙ্গের সহিত আমি বলিতেছি, গ্রহণ কর। "গদিতং ময়া" বাক্যের দ্বারা তিনি যেরূপ বলিতেছেন, ঠিক সেইরূপই গ্রহণীয়। মানবের কল্পনা-যুক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ গঠিত বা সংস্কৃত হইতে পারে না।

এক শ্রেণীর লোক বলেন,—"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পরমোপাস্য যে রাধা ও কৃষ্ণ, তাঁহাদের নামোল্লেখ বেদ বা শ্রুতি-শাস্ত্রে নাই। কৃষ্ণনাম বেদে নাই, এমন কি, যে শাস্ত্রকে গৌড়ীয়গণের অধীশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতে পর্য্যন্ত রাধার নাম নাই।" ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বাবু তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে "শ্রীরাধা" বলিয়া একটি অধ্যায় লিখিয়া বলিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন,—"রাসপঞ্চাধ্যায় কেন, সমস্ত ভাগবতেও কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা

মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণোপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্ত্তি নাই।"

বঙ্কিম বাবুর অনুসরণ করিয়াই সাহিত্যিক ভূদেব বাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন,—"শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মের দেবতারূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন।" এমন কি, তাঁহার মতে,—"এই দেবীকে পাইয়া চিরপ্রচলিত কালী দুর্গা প্রভৃতি যেন দেবীগণ অন্তরালে পড়িয়া গেলেন।"

কৃষ্ণ ও রাধার নাম বেদে ও ভাগবতে আছে কি না, আমরা তৎপ্রসঙ্গ পরে আলোচনা করিব। যদি বেদে ও ভাগবতে স্পষ্টভাবে কৃষ্ণ ও রাধা নামের উল্লেখই থাকিত বা থাকিয়াই থাকে, তাহা হইলেই বা কি কৃষ্ণ ও রাধার উপাস্যত্ব সার্ব্বজনীন অভিনন্দন লাভ করিত? যাঁহারা বেদ মানেন না, যাঁহারা বৌদ্ধ, যাঁহারা খৃষ্ট বা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বা দেশ দেশান্তরের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহারা বেদ ও ভাগবত হইতে কোন পরমোপাস্যের নাম দেখাইয়া দিলেও বলিবেন,—"উহা তোমাদেরই কল্পিত শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক দেবতা, তাহা আমরা স্বীকার করিব কেন?" যেহেতু কোন উপাস্যতত্ত্বের নাম থাকিলে তখন দ্বিতীয় কুতর্ক উপস্থিত হয়,—"বেদের প্রামাণিকতাই বা কি?" এক শ্রেণীর লোককে বলিতে শুনা যায়,—'বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরের উপজীবিকার শাস্ত্র।' বেদের বিরোধাভাস প্রভৃতিও নানা কদর্থ শুনিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বেদবিরোধি-সম্প্রদায় বেদের বিরোধাভাস উপনিষদ্ প্রভৃতির সম্বন্ধেও যে-সকল বিরোধী যুক্তি প্রদর্শন ও কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় অখণ্ডনীয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। ভাগবতে সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণের নাম পাইলেও অনেকে ভাগবতের প্রামাণিকতা লইয়া কুতর্ক উপস্থিত করে। কাজেই শাস্ত্রে কোন উপাস্যতত্ত্বের নাম থাকিলেই তাহা খল চরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয় না; কারণ সত্য আহরণ করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, বলতা-দ্বারা ছল আহ্বান করাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য। আর যদিও কোথাও বা বেদ মূলে মানা হয় এবং উপাস্যতত্ত্বের নামবিশেষও স্বীকার করা হয়, তখনও আবার পরাৎপরতত্ত্বের নামের অনিত্যতা, রূপের অনিত্যতা আরোপিত হইয়া থাকে। তাতে কাজেই আস্তিক-নামধারী নাস্তিকগণের নিকট শাস্ত্রে নামবিশেষ থাকা, না থাকা—উভয়ই কেবল ছল পরিবর্ত্তনের উপকরণ।

তৃতীয়তঃ যে পরাৎপরতত্ত্ব সার্ব্বজনীন উপাস্যবস্তু, তাঁহার নাম কোন শাস্ত্রবিশেষে না থাকিলেও চলিবে। তাঁহার সার্ব্বজনীন উপাস্যত্বই দৃঢ়তা লাভ করে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ কেনই বা নিখিল চেতনের চরম উপাস্যবস্তু, তাহা প্রকাশিত হইলেই বেদ-ভাগবতে তাঁহার নাম থাকা বা না থাকার কুতর্ক ও বিতর্ক মিটিয়া যায়। বেদান্তের পরিপূর্ণতা, ও সর্ব্বাঙ্গীনতা কাহাতে প্রকাশিত? সকল রসের বিষয়, সকল ভাবের আশ্রয়, সকল প্রকার সেবা-গ্রহণের পূর্ণতম প্রীতি সকল আকাঙ্ক্ষার অবধি কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কোথায় দৃষ্ট হয়? ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া ব্যক্তিগণ বাচাইয়া লউন। কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিতে পারেন? অধিক কি, শ্রীনারায়ণও জীবের সকল ইন্দ্রিয়—সকল অঙ্গ আকর্ষণ করেন না। শ্রীরামচন্দ্র এক সীতা ব্যতীত অন্য কোন চেতনকে কান্তারূপে গ্রহণ করেন না। বিকৃত রাগে যাহা দুর্নীতি, তাহা স্বরূপাবস্থায় এক কৃষ্ণসেবায় লাগিলেই বিকৃতের বাহ্য আবরণেও তাহা পরম শোভা ও সার্থকতা-মণ্ডিত হয়। ইহা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোথায় দেখা যায়? আর আনন্দকেন্দ্রাগ্র অধোক্ষজ-সেবার আদর্শতম রূপ ধরিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণতোষণের জন্য দিব্যোন্মাদের সর্ব্বোত্তম চরমাবস্থা এক রাধা ব্যতীত আর কোথায় পাওয়া যায়? কাজেই কৃষ্ণ এবং রাধা যেমন কোন দেশ-বিশেষ বা কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের কল্পিত দেবতামাত্র নহেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিখিল চেতনের পরমোপাস্য দেবতা, সেখানে কৃষ্ণ ও রাধার নাম কোন কোন দৃষ্টিতে বেদে ও ভাগবতে নাই বলিয়া যাঁহারা কুতর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহারা বস্তু-বিচার না করিয়া—বস্তুর অনুসন্ধান না করিয়া কেবল 'ফুস' লইয়াই মারামারি করিয়া থাকেন।

তারপর ইহা একটি সর্ব্ববাদি-সম্মত ঐতিহাসিক সত্য যে, বেদের বহু শাখা বর্ত্তমানে লুপ্ত, বিনষ্ট, ছিন্ন-ভিন্ন। বেদ কিছু বাহ্যিক মুখের গ্রন্থ নহে, ইহা শ্রুতি-পরম্পরায় প্রাপ্ত গুরুমুখী বিদ্যা। সকল শ্রুতিই যে সকল সময়ে গ্রন্থাকারে

বা বিভিন্ন লেখপ্রণালীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার কিছু ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, এমন কি, তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বেদের যে-সকল শাখার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও অনেক শাখা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এমন হইত যে, সমস্ত বেদশাখা অটুট ও নিঃশেষিতভাবে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই, তাহা হইলে না হয় ঐরূপ সিদ্ধান্তের কতকটা সমীচীনতা সমর্থিত হইতে পারিত। অপর্য্যাপ্ত বা অপ্রকাশিত উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া কোন বস্তুর একান্ত অনস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা একটা অযৌক্তিকী যুক্তি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উপাসতত্ত্বের চরম সীমা। সেই গুহ্যতম তত্ত্বের উপদেশ সকল অধিকারীর নিকটই যে সকল সময় প্রকাশিত হইবে,—এরূপ আশা করাও দুরাশা মাত্র। শ্রুতি, মহাভারত ও তদন্তর্গত গীতা প্রভৃতি পারমার্থিক রাজ্যের প্রথম পাঠ। সেই প্রথম পাঠে (first primer) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ষ্টাডির (Post graduate study) কথা থাকিবে, রুডিমেণ্ট্‌স্ অব্ এরিথমেটিকে (Rudiments of Arithmetic) ইণ্টেগ্রাল্ ক্যাল্‌কুলাসের (Integral calculus) কথা থাকিবে, দুগ্ধোপযোগিতকে পতি-পত্নীর শৃঙ্গার রসের কথা জানান হইবে,—এইরূপ আশা করিবার কি যৌক্তিকতা আছে? শ্রুতি, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রকে পারমার্থিক রাজ্যের প্রথম পাঠ বলিবার কারণ এই যে, উহাতে প্রবৃত্ত মানব-সমাজকে নিবৃত্তির প্রাথমিক শিক্ষা শোনান হইয়াছে—জড়-প্রবৃত্তি হইতে টানিয়া আনিয়া চেতনের দিকে মুখ ফিরাইবার চেষ্টামাত্র হইয়াছে। মহাভারতে ব্যাস, মুষিক, গৃধ্র প্রভৃতি জীব-জন্তুর উপাখ্যানের মধ্য দিয়া পরমেশ্বরে সাধারণী ভক্তি-অভিমুখিনী নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই আমরা শ্রুতিতে অপ্রতিহতা অহৈতুকী ভক্তির চরম উপাসতত্ত্বকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না। মহাভারতে রাধার সহিত কৃষ্ণকে দেখি না, গীতাতেও গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সন্ধান পাই না। গীতার চরম উপদেশ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিবার পর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে, তৎপূর্ব্বে নহে।

আবার বেদে, ভাগবতে, মহাভারতে, হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণে যে কৃষ্ণ ও রাধার নাম, উদ্দেশ ও প্রসঙ্গ একেবারে নাই, তাহাও নহে। ঋগ্বেদসংহিতায় বহুবার 'কৃষ্ণ'-শব্দ পাওয়া গেলেও সেই 'কৃষ্ণ'-শব্দের দ্বারা ঋষি-বিশেষ ও অসুর-বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে ও ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। কেহ কেহ বলেন,—সেই কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাওয়া যায়,—"কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ" অর্থাৎ আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোর-নামক ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন। এখানে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর ঋষির শিষ্য। এই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নহেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এখানে কেবল কৃষ্ণ-শব্দটি মাত্র নয়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ, এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। মাতা অর্থাৎ দেবকীর নামে পুত্রের পরিচয় প্রদানের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দেবকী বিশেষ প্রসিদ্ধা জননী ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হউন, আর নাই হউন, ইহা যুক্তিযুক্ত যে, অনেক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা পরমেশ্বরের নামানুসারেই মানব, ঋষি প্রভৃতির নামকরণ হয়। ইহা প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্যক্ষ সত্য। সুপ্রসিদ্ধ দেবকীপুত্র ভগবান্ কৃষ্ণের নামানুসারে ঘোর ঋষির শিষ্যের "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ"—এইরূপ নামকরণও কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। ঋগ্বেদসংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ সূক্ত এবং ১০ম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণ কে, তাহা অনেকের নিকট সমস্যার বিষয়। বেদে কোথায় কোথায়ও যে অসুর-কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়, সেই অসুর-কৃষ্ণই বা কোথা হইতে আসিল?

প্রসিদ্ধ ফরাসি-পণ্ডিত Bournouf বলিয়াছিলেন,—বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ-নাম না পাইলে ঐ শাস্ত্র-প্রচারের পরবর্ত্তী-কালে কৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধগণের "ললিত-বিস্তরে" কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধগণের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ "সূত্রপিটকে"

কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। তবে ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে 'যাদব' বা 'অসুর' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহারা সনাতন-ধর্ম-বিরোধী—যাহারা বেদ-বিরোধী, তাহারা স্বয়ং ভগবান্‌কে 'অসুর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে,—ইহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? সুরের আনুকরণিকগণই অসুর। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ আছেন বলিয়াই আনুকরণিক অসুর-কৃষ্ণের নামের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই ভাগবত গ্রন্থে ও মহাভারতে। বাসুদেব কৃষ্ণের অনুকরণে পুণ্ড্রাধিপতি আপনাকে 'বাসুদেব' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এইজন্য তাহার নাম হইয়াছিল—'পৌণ্ড্র বাসুদেব'। ঋগ্বেদসংহিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও অথর্ব-সংহিতায় কেশি-দৈত্যের নিধনকারী কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায়। এই কেশিনিসূদন কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে? ইহা বঙ্কিম বাবুও কৃষ্ণ-চরিত্রে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশ ১৩শ অধ্যায়ে যখন গোপীদিগের কথা ও কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার কথা আছে, তখন গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণের কথা নাই,—ইহা বলা যায় কিরূপে? মহা-ভারতের সভাপর্ব্বেও দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণকালে দ্রৌপদী "গোবিন্দ! কৃষ্ণ! গোপীজনপ্রিয়!" বলিয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে রাসক্রীড়ার বর্ণনা আছে। তবে তাহাতে রাধার নাম স্পষ্ট উল্লেখ নাই, থাকিবেই বা কেন? সকল দুগ্ধের দোকানেই যে রসগোল্লা বা সন্দেশ থাকিবে,—এরূপ আশা করা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্ণুতত্ত্বের নানাপ্রকার বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রেষ্ঠা দেবিকার শুদ্ধতম নামটি তাহাতে যে পাওয়াই যাইবে,—এরূপ বিচার বুদ্ধির দিক্ দিয়াও সঙ্গত নহে।

Weber সাহেব বলেন,—মিগাস্থিনিস্—যিনি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহা-ভারতের কথা লিখেন নাই, সুতরাং Weber সাহেবের বিচার-মতে মিগাস্থিনিসের সময় 'মহাভারত' ছিল না। কিন্তু ইহা একটি উদ্ঘাটিত সত্য যে, মিগাস্থিনিসের ভারত-বিষয়ক কোন গ্রন্থ বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই, কেবল অন্যান্য ঐতিহাসিক মিগাস্থিনিসের বিবরণের যে-সকল অংশ তাঁহাদের স্ব-স্ব পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই চয়ন করিয়া Dr. Schwanbeck (শ্বানবেক) নামক কিছুদিন পূর্ব্বের এক ঐতিহাসিক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহাই এখন মিগাস্থিনিসের ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। বস্তুতঃ মিগাস্থিনিসের গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত, অতএব সেই বিলুপ্ত উপকরণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে 'মহাভারত' ছিল না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যেরূপ ভ্রমাত্মক বা অভিসন্ধিমূলক, তদ্রূপ যেখানে অধিকাংশ বেদশাখাগ্রন্থ বিলুপ্ত, সেখানে বেদে কৃষ্ণের নাম নাই,—এরূপ সিদ্ধান্ত করাও সত্যের অপলাপ-চেষ্টা। বিশেষতঃ যেখানে অথর্ব্বসংহিতা প্রভৃতিতে কেশিনিসূদন কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায় এবং উপনিষদাদির মধ্যে দেবকী-নন্দন কৃষ্ণেরই নামানুকরণে বহু কৃষ্ণ-শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত বেদের পরিপূরক ও বেদবিস্তার-স্বরূপ পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে যখন কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়, তখন বেদে কৃষ্ণের নাম নাই,—এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। মিগাস্থিনিসের লুপ্ত ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যেরূপ ডক্টর শ্বানবেক প্রভৃতির দ্বারা পরবর্ত্তিকালে আহৃত হওয়ায় তাহাই মিগাস্থিনিসের বৃত্তান্ত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তদ্রূপ বিলুপ্ত শ্রুতির মাত্র কিয়দংশ কোন কোন সঙ্কলনকারীর দ্বারা প্রচারিত হইয়া বর্ত্তমানে শ্রুতি ও বেদরূপে লোকগোচর হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে আহৃত কএকটি শ্রুতির অসম্পূর্ণভাগেও যদি কৃষ্ণ বা রাধার নাম পাওয়া না যাইত, তাহা হইলেও কৃষ্ণ বা রাধার নাম বেদে নাই,—এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হইত।

বেদে যেরূপ কৃষ্ণের নাম আছে, তদ্রূপ রাধার নামও আছে। বাজসনেয় সংহিতা ৩।১৫, কাঠকসংহিতা ৪।১০, তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৪।১৩।১, শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ৩।৮,৪।১৬, মাধ্যন্দিনসংহিতা ১৩।৩।৩০।১১ বেদ-সংহিতার মধ্যে শ্রীরাধার নাম পাওয়া যায় ও তাঁহাকে 'অমৃতস্য পত্নী'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অমৃতই রসস্বরূপ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। অথর্ব্ববেদে (১৯।৭।৩) দেখিতে পাই—"রাধো বিশাখে সহভাসু রাধা।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ৩য় অধ্যায়ের ১৫৩ সংখ্যায় দেখা যায়, 'রাধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি সামবেদে নিরূপিত

হইয়াছে,—"রাধা-শব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা।" আদিম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যে-সময় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন সামবেদ যেরূপভাবে প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তিকালের বিলুপ্ত-শাখ সামবেদে সেই 'রাধা'-শব্দ যদি না-ও পাওয়া যায়, তবুও 'রাধার নাম বর্ত্তমানে প্রচারিত সামবেদে নাই,'—এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে; বস্তুতঃ 'সমগ্র সামবেদে নাই,'—ইহা বলা অযৌক্তিক। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ৬৫ সূক্ত ৯ম ঋকে 'বৃষভা'-শব্দের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন,—কোন নক্ষত্র-বিশেষের নাম 'অনুরাধা'; অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ—এই উপসর্গের দ্বারা রাধার নামানুসারেই 'অনুরাধা' নক্ষত্রের নাম হইয়াছে। বিশাখা-নক্ষত্রকেও 'রাধা' বলে। সেই 'রাধা' নামক নক্ষত্রের অনুবর্ত্তী বলিয়া যদি 'অনুরাধা' নাম ধরা হয়, তথাপি কোন কোন পণ্ডিতের মতে সেই রাধা-নক্ষত্রের নামও পরমেশ্বরী রাধার নাম হইতেই হইয়াছে। রাঢ়দেশে রাধানদী, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অনুরাধা নদী প্রভৃতিতে যে রাধার নাম প্রচারিত আছে, তাহা দেখিয়াও একশ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন,—পরমেশ্বরী রাধার নাম সুপ্রাচীন কাল হইতে লোকের হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে।

অথর্ব্ববেদীয় গোপালতাপনী-শ্রুতিতে গোপ-গোপী পরিবৃত কৃষ্ণের প্রসঙ্গ থাকিলেও তাহাতে রাধার নাম নাই বলিয়া কেহ কেহ অনুযোগ দিয়াছেন। কিন্তু গোপাল-তাপনীতে এক সর্ব্বপ্রধানা গোপীর বিষয় উল্লিখিত আছে; তিনি 'গান্ধর্ব্বী' নামে অভিহিতা। এই প্রধানা গোপী গান্ধর্ব্বী বা গান্ধর্ব্বিকাই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু রাধিকার অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রে এবং তাঁহার নেষনীয় অসংখ্য স্থানে শ্রীরাধার গান্ধর্ব্বা, গান্ধর্ব্বিকা প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দেখাইয়া দিলেও কেহ কেহ বলেন,—গোপালতাপনীর গান্ধর্ব্বিকাকে যে প্রধানা গোপী বলা হইয়াছে, তাঁহার সেই প্রাধান্য কামকেলিতে নহে, পরন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। এখানে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্ব সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিবে। উপনিষদে শাস্ত্ররসের প্রাধান্য, সেখানে কামকেলি বা মধুর-রসের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই উপনিষদ্ বা শাস্ত্ররসের আলম্বনের কার্য্য। তাই, গোপালতাপনীতে গোপগোপীর প্রসঙ্গ থাকিলেও মধুররসবিলাসের উপযান-স্বরূপ রাসলীলার প্রসঙ্গ নাই। এজন্যই পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, উপনিষদের মন্ত্রসকল গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। বেদমাতা গায়ত্রীও কৃষ্ণসঙ্গম লাভের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া কামগায়ত্রী-রূপে গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে আবির্ভূতা হন।

কেহ কেহ রূপকত্বের আবরণ দিয়া রাধার বাস্তবতাকে আবৃত করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন,—বিশাখা-নক্ষত্রের নাম 'রাধা'। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা ত্রয়োদশ নক্ষত্র। পূর্ব্বে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা করা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। রাশিমণ্ডল বা রাশিচক্রের মধ্যবর্ত্তী রাধার সহিত বৈষ্ণব-গণের আরাধ্যা রাধার সম্বন্ধও থাকিতে পারে। কেহ কেহ আবার রাধাকে পৃথিবীর সহিত রূপক করিয়া ব্যাখ্যা করেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ঐ সকল চেষ্টা কেবল অধোক্ষজ-তত্ত্বের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাকে আবরণ করিবার চেষ্টা। বস্তুতঃ ইহা কল্পনা ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা শ্রৌতসিদ্ধান্ত নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই প্রথম রাধার নাম দেখা যায় এবং সেই পুরাণ অতীব আধুনিক পুরাণ—এরূপ সিদ্ধান্তও কোন্ কোন্ স্থানে ভ্রমাত্মক, তাহা বিচার করা আবশ্যক। উইল্‌সন্ সাহেব—যিনি পুরাণসমূহের রচনাকালের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার মতে ব্রহ্মপুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তৎপরেই পদ্মপুরাণ। তাঁহার মতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন। কিন্তু মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, * তাহা হইতে জানা যায়, সাবর্ণি মহর্ষি নারদকে কৃষ্ণমাহাত্ম্যযুক্ত এই পুরাণ বলিয়া-ছিলেন এবং তাহাতে ব্রহ্মখণ্ড কল্প ও ব্রহ্মবরাহ-চরিতের প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে যে পুরাণ 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত'-নামে প্রচারিত, তাহাতে নারায়ণ নামক এক ঋষি (?) নারদকে পুরাণ বলিতেছেন এবং উহাতে ব্রহ্মখণ্ড-কল্পের বা ব্রহ্মবরাহ-চরিতের কোন প্রসঙ্গই নাই। ইহা দেখিয়া অনেকে বলেন যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আধুনিক; সুপ্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-

* ব্রহ্মখণ্ডং বরাহস্য পুরাণস্যাধিকৃত্য বৈ।
সাবর্ণিনা সমাখ্যাতে কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥

পুরাণ এখন বিলুপ্ত, তাহাতে রাধার নাম ও প্রসঙ্গ আছে। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-তাহাই অনেকটা বিকৃত করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃত গুরুবৈষ্ণবগণও বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সকল অংশ গ্রহণ করেন না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধিকাকে ঠিক পরোঢ়া গোপী-রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা মনে করেন, একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বন করিয়াই জয়দেব—'গীতগোবিন্দ,' চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি তাঁহাদের—'পদাবলী,' মালাধর বসু—'শ্রীকৃষ্ণবিজয়,' রায়রামানন্দ—'জগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচনা এবং শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই মতবাদের আদৌ করা যায় কারণ, ইঁহারা যদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকেই তাঁহাদের একমাত্র মৌলিক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতি পদে পদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তেরই দোহাই দিতেন। বস্তুতঃ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়াছেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কর্ণামৃতকার, রায় রামানন্দ—সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতকেই মৌলিক উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাবতীয় গোস্বামি-গ্রন্থ এই শ্রীমদ্ভাগবতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জয়দেব যে—

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"
(গীতগোবিন্দ ৩য় সর্গ ১ম শ্লোক)

শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের "অনয়ারাধিতো" শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি ও পরিশিষ্ট—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের নহে। বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃতে যে,—

"হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদাহু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥
(৪০ শ্লোক)

শ্লোক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের—

"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥
(ভাঃ ১০।৩০।৩৯)

—শ্লোকেরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি,—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নহে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদাবলীতে যে পূর্ব্বরাগ, মান প্রভৃতি বিপ্রলম্ভের বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও মৌলিকত্বের সন্ধান শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়েই পাওয়া যায়। শ্রীমালাধর বসু তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে যে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-বহির্ভূত অনুবাদ বা ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তের প্রসঙ্গ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে যে গুহ্যভাবে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ অনুস্যূত আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদকরূপে গুণরাজ খাঁ শ্রীরাধার বিবিধ প্রসঙ্গ উদ্ঘাটন করিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যদি শ্রীরাধার বিষয় বেদ, ভাগবত বা শ্রৌতশাস্ত্রের বহির্ভূত হইত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় পণ্ডিত-কুলশিরোমণিগণের সম্রাট্ কখনই একমাত্র শ্রীরাধার প্রসঙ্গকেই তাঁহার আচার-প্রচার, বেশ-আবেশ, ভাবকান্তি—সকলবিষয়ের মধ্যে প্রকাশিত করিতেন না। রাধার প্রসঙ্গ অশ্রৌত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্যকোন সিদ্ধান্তও প্রচার করিতে পারিতেন বা শ্রীরাধা-তত্ত্ব কোন আধুনিক পুরাণ বিশেষের কল্পনা বলিয়া তদানীন্তনকালে প্রচারিত থাকিলে শ্রীচৈতন্যদেব তদ্বিষয়ের প্রতিবাদে অনেক প্রমাণও দেখাইতে পারিতেন। বস্তুতঃ শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীরাধা-প্রসঙ্গ নিত্য সনাতন গুহ্যতম সংবাদ বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার পরম মুক্ত নিজ-জনগণের নিকট তাহা শাস্ত্রের গুহ্যতম সম্পুট হইতে—শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন।

যদিও অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদের তালিকা পাওয়া যায়, তথাপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বাক্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ভাগবত-পুরাণই সাত্ত্বিক বা নির্গুণ পুরাণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আপনাকে রাজসিক পুরাণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মধ্যে যে পদ্মপুরাণের নাম পাওয়া যায়, এমন কি, পাশ্চাত্য মনীষী উইল্সন্ সাহেবও যে পদ্ম-পুরাণকে পুরাণ-শ্রেণীর তালিকার মধ্যে দ্বিতীয় পুরাণ বলিয়াছেন ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়াছেন, সেই পদ্মপুরাণেও রাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল-লীলা প্রকাশিত

রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সেইরূপ প্রসঙ্গ কতটা প্রকাশিত আছে, তাহা না দেখিয়া ও বিচার না করিয়া একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণই বাঙ্গালায় রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা সৃষ্টি করিয়াছে,—এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীনতার দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্ম্ম—যাহা বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত বা তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি, আর অর্ব্বাচীন সঙ্কীর্ণ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকে অবলম্বন করিয়া উদিত হইয়াছে, তাহার প্রধানা নায়িকা রাধা সাংখ্যের প্রকৃতিরই দ্বিতীয় প্রতীক প্রকৃতি কল্পনা-মূলক মতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ-লাভে অনধিকারেরই দাবী। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।

* * * * *

যে-লাগি করিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥ (চৈঃ চঃ আ ৪র্থ)

এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে রাধাকে এরূপ গুহ্যতম সম্পুটে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তদাশী যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ-যাঁহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠার আনুগত্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণ-স্বরূপের সেবা করিবেন, তাঁহারা সেই গুহ্যতম সম্পুট হইতে রাধার প্রসঙ্গ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব

(২)

গৌড়ের স্বনাম-খ্যাত বাদশাহ হুসেন সাহ গৌড়ের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তদানীন্তন গৌড়াধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে 'মুন্সীগিরি'র কার্য্য করিতেন। তখন হুসেন খাঁর কোন কার্য্যে ত্রুটী হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় হুসেন খাঁকে দণ্ড প্রদান করেন। ইহার পর যখন তাগ্য-বিপর্য্যয়ে হুসেন খাঁ গৌড়ের বাদশাহ হইলেন, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার পত্নীর অনুরোধে সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণে না মারিয়া সুবুদ্ধি রায়ের মুখে 'কলোয়ার পানি' ছিটাইয়া দিয়া তাঁহার জাতি নাশ করিয়াছিলেন। মনের দুঃখে সুবুদ্ধি রায় কাশীর পণ্ডিত ও স্মার্ত্তগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য আসিলে কেহ কেহ তপ্তঘৃত-ভোজনে প্রাণ পরিত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন। কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় সংসারযুক্ত হইয়া কাশীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ঘটনাক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে উপস্থিত হইলে সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর নিকট সমস্ত বলিলেন। মহাপ্রভু ঐরূপ ভোগসুবিধাবাদী কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের প্রদত্ত স্পর্শদোষজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা আদৌ অনুমোদন করিলেন না। অথবা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী আধুনিক উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণের বিচারের ন্যায় দ্বিতীয়কে অসৎসঙ্গের স্পর্শজনিত অপবিত্রতার মধ্যেই নিমজ্জিত রাখিয়া তথাকথিত শুদ্ধি-আন্দোলনের ঢাক ঢোলও বাজাইলেন না। মহাপ্রভু জানাইলেন,—কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের সুবিধাবাদের বিচার অবলম্বন করিয়া হস্তিস্নানের ন্যায় যে সাময়িক দৈহিক প্রায়শ্চিত্ত বা শুদ্ধি (?) হয়, তদ্দ্বারা প্রকৃত শুদ্ধি বা আত্মার শুদ্ধি হয় না। অপবিত্রতার নানাবিধ মল পুনরায় জীবকে নানা প্রকারে কলুষিত করিয়া থাকে। অন্য প্রকার প্রতিযোগী সুবিধাবাদমূলে ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তকে যে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় বা হিন্দুধর্ম্ম-সংরক্ষণের নামে যে সকল শুদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা, কোথাও বা আনুষ্ঠানিক কপটতা মাত্র।

গণতন্ত্রনিকাশে সুবুদ্ধির নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের সামাজিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধেয় মীমাংসাটিকে পরিস্ফুট করাইবার জন্য আমাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া কতকটি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসম্প্রদায় স্পর্শদোষ ক্ষালন করাইবার জন্য দূষিত ব্যক্তিকে যে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া থাকেন এবং তাহা অতিক্রান্ত করিবার সময় সময় সেই সকল দোষের অতীত বস্তুতেও দোষের আরোপ করিয়া যে সকল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা যেমন আত্মশুদ্ধি করিতে পারে না ও ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ 'ব্রাহ্মণমাত্র' কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের প্রতিযোগী হইয়া স্মার্ত্তগণের ঐ সকল ব্যবস্থাকে 'কুসংস্কার' বলিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় প্রদান করেন

এবং উহাতেই উন্নতি মনে করেন, কিংবা আধুনিক হিন্দু-মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্পর্শ-দোষে দুষ্ট থাকিবে বেদের কতকগুলি আনুষ্ঠানিক শুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রকার সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া লইবেন, এই সকল সন্ধীর্ণ কোটীই তাহাদের আত্মশুদ্ধি করিতে পারে না—এই সকলগুলিই জাগতিক সুবিধাবাদ ও অভাবিলাষমূলে প্রতিষ্ঠিত।

কর্মজড় স্মার্তবাদ প্রাচীন সনাতনধর্মের দোহাই দিয়া এই অন্ধ-কামাদি পূরণকল্পে শাস্ত্রীয় সুবিধাবাদ বা অভাবিলাষের প্রশ্রয় দেন; ত্রি অবাধ শাস্ত্রদের বিচারকে 'কুসংস্কার' বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বেচ্ছাচারিতার সুবিধাবাদ বা অভাবিলাষকে অতি-লিপ্ত করেন; আর আধুনিক হিন্দু-মিশন ও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন মতবাদ বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া মৌলিক হিন্দুধর্মের 'সাজের পুতুলের' সংস্কার-বুদ্ধি-দ্বারা জাগতিক কোন না কোন-প্রকার সুবিধাবাদ বা অভাবিলাষকেই বরণ করিয়া থাকেন।

কর্মজড় স্মার্ত-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর প্রকৃত আদর্শ ও বিচারের সুবিধা তাঁহাকে তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের যে পরিপোষক মনে করেন, তাহা যেমন বাস্তবতার প্রযুক্ত শুদ্ধ নয়, ব্রাহ্মসম্প্রদায় মহাপ্রভুকে যে তাঁহাদের কল্পিত "শুদ্ধ ব্রাহ্ম" বা আধুনিক আর্যসমাজ, হিন্দুমিশন প্রভৃতি যে মহাপ্রভুকে তাঁহাদের সুবিধাবাদের ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া জাতিভেদ-প্রথা উৎসাদনের প্রবক্তৃরূপে স্থাপন করিতে চাহেন, তাহা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিচয় সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার সমস্তই দেহ ও মনোধর্মের গতি অতিক্রম করিয়া আত্মধর্ম কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণাভিলাষমূলে প্রতিষ্ঠিত। পরাচ্ছ পরাৎপর-তত্ত্বের সুখ বা সুবিধাবাদই তাঁহার সকল বিচার ও আচারের ধর্ম-দর্শন—বদ্ধজীবের সুবিধাবাদ নহে। তাই তিনি সুবুদ্ধি রায়কে বলিলেন, কৃষ্ণানুশীলনের জন্যই জীবের জীবন; তুমি সেই কৃষ্ণানুশীলনের জন্যই ব্যস্ত হও। সেই কৃষ্ণের নামের আশ্রয়েই এ জন্মের ও পূর্ব পূর্ব যাবতীয় জন্মের সর্বপ্রকার পাপ ও পাপের বীজ অনায়াসে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এমন কি ভবিষ্যতে যে সকল পাপ-প্রবৃত্তি উদিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাও সমূলে বিনষ্ট হইবে। তুমি বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-লাভের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে যাও ও সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামী কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান কর। কারণ কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়যুক্ত বা নির্বিশেষ বস্তু নহেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখানুসন্ধানই জীবের নিত্য-ধর্ম। ইহাতেই আনুষঙ্গিকভাবে সর্বশুদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। শুদ্ধির জন্য পৃথগ্‌ভাবে আর চেষ্টা করিতে হয় না।

মহাপ্রভুর এই আদেশ পাইয়া সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া অত্যন্ত বৈরাগ্যময় জীবনযাপন, বৈষ্ণবগণের সেবা এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতির সঙ্গে ভগবানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন।

এখানেই অভাবিলাষিসুবিধাবাদীর শুদ্ধি বা দুঃসঙ্গ-পরিহার কিংবা শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতিকে 'কুসংস্কার' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টার সহিত মহাপ্রভুর বিচারের তফাৎ।

ভোগবুদ্ধির প্লাবন নানাপ্রকার দূষিত সংস্পর্শের সমস্যারাশি নিত্যনূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছে। বহির্মুখ-সমাজের নারীরক্ষা-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ কোথায়ও কর্মজড় স্মার্তের প্রায়শ্চিত্তানুসারে, কোথায়ও বা কপট-শুদ্ধির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার দ্বারা, কোথায়ও বা নানা-প্রকার স্বেচ্ছাচারের মধ্যে ভোগবাদকে সমাজে স্থান দিবার প্রস্তাব করিয়া সঙ্কীর্ণতায় দুর্গকে জয় করিবার যে উদারতা দেখাইতেন, তাহা সকলেই জাগতিক সুবিধাবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত ও ন্যূনাধিক বিদেশীর মনোভাবের আশ্রয়ানী পরাশ্রয়। এই সকল চিত্তবৃত্তির সহিত ঐকান্তিক কৃষ্ণ-সেবাভিলাষ বা জীবের নিত্যধর্মের উদ্বোধনকারী শিক্ষক-শিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেবের কোন সংস্পর্শ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব একমাত্র পরাৎপর পরাচ্ছ পুরুষের সেবায় সার্বকালিক চিত্তবৃত্তির নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল মনোভাবকেই অভাবিলাষ বা অসৎসঙ্গের কুফল বলিয়া-ছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের এত বড় কথা জগতের সাধারণলোক কিরূপে গ্রহণ করিবে আর গ্রহণ করিলে জগচ্চক্রই বা চলিবে কিরূপে?

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের এই বিচার গ্রহণ করিলেই জগৎ ও সমাজ সুবৈজ্ঞানিক সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে, ইহা

একটু অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তির সহিত অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। রাজনৈতিক ইতিহাসগুলি একবাক্যে প্রমাণ করিতেছে যে, আবহমান কাল হইতে যুগে যুগে যে-সকল প্রস্তাব রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ভিত্তির উপর ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে, সকলগুলিই পরিণামে সংঘর্ষের পথের সন্ধান করিয়াছে। যেখানে এক অদ্বিতীয় পরাট্ পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যে সকল অভিলাষ ও স্বার্থ কেন্দ্রীভূত হয় নাই, সেখানে বহুকেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের ব্যাসার্দ্ধগুলির বিক্ষেপ নিশ্চয়ই বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের জন্মভূমিতে পরিণত হইবে। এই বিংশশতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের গতানুগতি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, পরস্পর অসম্বার্থের সংঘর্ষ বিশ্বশান্তির কল্পিত প্রস্তাবগুলিকে কেবল আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব করিয়া দিতেছে। এখানকার স্বার্থের সংঘর্ষগুলি যেরূপ সুবিধাবাদের বন্ধন-সন্ধান, বিশ্বশান্তির প্রস্তাবগুলিও তেমনই অসম্বার্থেরই বৈষম্যের ভ্রান্তি। কাজেই যতই সন্ধির হইতে থাকে, ততই নিত্য নূতন সমস্যা বাড়ে, আবার যতই সমস্যা বাড়িতে থাকে, ততই প্রতিযোগী প্রস্তাবের কল্পনা হয়। এইরূপে দিন ফুরাইয়া যায়। কেবল যুগের পর যুগের অসার ইতিহাস রচিত হইতে থাকে। কোন সমস্যার বাস্তব সমাধান হয় না—বিশ্বশান্তির আলেয়া শান্তি ও সন্ধানকে ধরাধাম করাইতে করাইতে অবশেষে বিনাশের নাগরে সমাধি প্রদান করে। খোনেও তাহার সমাপ্তি নাই। অনন্ত বিনাশের মধ্যে কর্ম্মের নাগর-দোলা "রক্তাক্তনে রাজা যেন নদীতে চুবায়"—সেইরূপভাবে সৃষ্টি ও সংহৃতিকে লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে থাকে। কিন্তু এই সকল যুগ-ইতিহাস পারমার্থিকগণকে পরমার্থ অনুশীলনে অধিকতর প্রবৃদ্ধ হইবারই প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর সংখ্যার পর)

পঞ্চবিংশ প্রসঙ্গ

বৈষ্ণবগণ যে বিষ্ণুর বিভিন্ন নিত্য অপ্রাকৃত রূপের উপাসনা বা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্নরসে উপাসনা করেন, তাহা বহুলোকের বহুবস্তুর বহুবিধানে যাহার যেটি ভাল লাগে, সেটিকে কল্পিতরূপের হাট বা বাজার হইতে পছন্দ করা সামগ্রীর ন্যায় নহে। জীব যখন শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে সম্পূর্ণ শরণাগতি লাভ করিয়া সমস্ত অনর্থ হইতে মুক্ত হন, তখন তাঁহার আত্মার নির্ম্মলস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই সর্ব্ব-অনর্থ-নিমুক্ত—আত্ম-বৃত্তি (মনের পছন্দ বা রুচি নহে) বা স্বাভাবিক সেবা-বৃত্তিতে অধোক্ষজ ভগবানের যে বিশেষ নিত্যরূপের যে বিশিষ্টরসে তত্ত্বের নিত্যসিদ্ধ যোগ্যতা প্রকটিত, ভগবান্ তত্তৎ নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধসেবাবৃত্তি-অনুসারেই তাঁহার তত্তদ্রূপের আরাধ্য নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীরূপ অনর্থ-নিমুক্ত ভক্তের নিকট প্রকাশিত করিয়া থাকেন।"

এইরূপ বিচারেই বলা হইয়াছে—

" যদিপিহা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাপ্যয়ং॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচন)

" এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৪৬)

বৈষ্ণবস্মৃতি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-বিনিমুক্তে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তের আত্মার নিত্যসিদ্ধভাবানুসারে এবং মুক্ত আত্মার ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অদ্ভুত বস্তু চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপাদি আকারভেদে, শঙ্খচক্রগদাদি অপ্রাকৃত নিত্যবর্ণভেদ প্রকটিত করিয়া থাকেন।

এই টীকটি স্থূল ও জড় ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে গিয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় জগতে যে কিরূপ জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য-গ্রহণও ঠিক অন্বয়জ্ঞান বিরোচনের শ্রুতিতাৎপর্য্যগ্রহণের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যগ্রহণে প্রধানতঃ দুইটি ভ্রম

উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম ভ্রম—বিষ্ণুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বে অথবা স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য-জ্ঞানের অভাব। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ হইতে একাকার করিয়া ফেলা হইয়াছে। শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবরাহ, শ্রীকূর্ম ইহারা সকলেই স্বাংশ-তত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। ইহাদের মধ্যে পরস্পরকোন ভেদ নাই। কেবল রস-বিচারের তারতম্য আছে। দেবকের অনর্থ-মুক্ত সেবাবৃত্তির অনুরূপ সেই পরমেশ্বর-তত্ত্ব তাঁহার তদনুযায়ী অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-নৃসিংহাদি স্বাংশতত্ত্বে জীবের ন্যায় ভেদ নাই; কেবল রসগতভেদ ও শক্তির বিকাশগত ভেদ। কিন্তু পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সেবা-প্রবৃত্তিতে সে বিচার সেখানে আত্যন্তিক ভেদ রহিয়াছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিলাসমূর্তি শ্রীনারায়ণ, কখনও স্বাংশমূর্তি শ্রীরামনৃসিংহাদি মূর্তি প্রকাশ করিতে পারেন; ইঁহাদের পরস্পরের সহিত তত্ত্বতঃ কোন আত্যন্তিক ভেদ নাই। কিন্তু কৃষ্ণও যাহা, কালীও তাহা; শ্রীরামচন্দ্রও যাহা, শিব, গণেশ, সূর্যও তাহা;—একথা নহে। কারণ কালী দুর্গা শিব প্রভৃতি স্বাংশতত্ত্ব নহেন।

এখানেই 'নির্ব্বিশেষবাদ-আঁচলে-বাঁধা' তথাকথিত সমন্বয়বাদীর বুদ্ধি মোহিত হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়া-ছেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীনৃসিংহ বা শ্রীবরাহ-মধ্যে যদি ভেদ না থাকিল, তবে কৃষ্ণের সঙ্গে কালী-দুর্গার, শ্রীরাম-চন্দ্রের সঙ্গে সূর্য-গণেশের ভেদ থাকিবে কেন? এটা নিশ্চয়ই বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুতত্ত্বগুলিকে সকলই পরস্পর অভেদ বলিয়াছেন, আর যাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, তাঁহাদিগকেই পৃথক্ বলিবার সঙ্কীর্ণতা দেখাইয়াছেন।

এখানে কিন্তু সনাতন শাস্ত্র শ্রীবেদ, শ্রীগীতা, শ্রীভাগবত প্রভৃতির তাৎপর্য-গ্রহণে বিমুখ 'নির্ব্বিশেষবাদ আঁচলে বাঁধা' তথাকথিত সমন্বয়বাদী তাঁহার সেই পুরাতন ব্যাধিটি উপরে উঠাইতেছেন। আবার তাঁহাদের এই ভাবনার ইন্ধন যোগাইয়াছে আর একটি মতবাদ—জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ। সমন্বয়বাদীর কপটতার মুক্তি বলিবে—"গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রমাণ না হয় মানিয়া স্বীকার করিলাম,—শিব, শক্তি প্রভৃতি বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী; বা মহত্তম জীব; কিন্তু 'জীব' কথাটি ত' কেবল রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায়, প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব বলিয়া ত' কিছুই নাই, সবই যে ব্রহ্ম, অতএব কালীও বা কৃষ্ণও তা, শিবও বা রামও তা, সব সমান। আর ইহারা যে সকলেই সগুণ ব্রহ্ম, চরমে ত' আর ঐ সকল কিছুই থাকিবে না! সব একাকার হইয়া নির্ব্বিশেষ, নিরাকার হইয়া যাইবে।"

পাঠক, তাহা হইলে দেখিতে পাইলেন, এত বাদানুবাদ করিবার পর খাঁটি জোয়ার ধরা পড়িয়াছে। তথাকথিত সমন্বয়বাদ আর কিছুই নহে, মুখে "হাজী চাঁজী" করিবার ছলনায় নাস্তিকতাপূর্ণ পরমেশ্বর-বিদ্বেষী (?) নির্ব্বিশেষ-বাদের একটি 'নিরাপদ লাজ' বা 'জলাঞ্জলি'।

উপরিউক্ত শ্লোকটিতে তথাকথিত সমন্বয়বাদীর আরও একটি ভুল হইয়াছে, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ভগবান্ ধ্যানের অনুরূপ শ্রীমূর্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষের তহবিলে যে হাঁড়িপারা আছে, তাহাদিগ যখন সে উপরিউক্ত শ্লোকের তাৎপর্যটি যাচাই করে, তখন সে মনে করিয়া থাকে, আমাদের (বদ্ধজীবের) রুচির অনুরূপই ভগবান্ তাঁহার রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অথবা আমাদের কল্পনা বা রুচিই তাঁহার রূপ-সৃষ্টির ছাঁচ বা কারখানা। আর তিনি সেই ছাঁচে ঢালাই হইয়াই সগুণ ব্রহ্ম (?) হন। পরন্তু উপরিউক্ত শ্লোকের তাৎপর্য তাহা নহে। অনর্থ-নিমুক্ত নির্মল আত্মা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তিতে যে সেবা বা অধোক্ষজ পূর্ণতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ধ্যান করেন, সেই সেবাবৃত্তির অনুরূপই ভগবান্ তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই রূপ জীবের দ্বারা সৃষ্ট হন না বা তাহা সত্ত্বগুণধর্মযুক্ত নশ্বর বস্তুও নহেন। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত রূপসমূহ নিত্যকালই নিত্য-ধামে বর্ত্তমান আছেন; তিনি তাহা ভক্তের অপ্রাকৃত আত্মার সেবাবৃত্তির নিকট অবতারণ করিয়া থাকেন মাত্র। সেই সকল অপ্রাকৃত নিত্যরূপ কোন দিনই নির্ব্বিশেষভাব প্রাপ্ত হন না। বরং সেই অপ্রাকৃত রূপ-সমূহ ভক্তের সেবাবৃত্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন এবং সেবকবর্গ-সিদ্ধি-লাভের পর সেই নিত্যমূর্তির নব-নবায়মান নিত্য-সেবায় পরিনিষ্ঠিত হন।

তাহা হইলেই দেখুন, নির্ব্বিশেষবাদীর বন্ধু তথাকথিত সমন্বয়বাদীর কল্পনা ও অনুমান আর প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের বিচার কত পৃথক্। সুতরাং কিরূপে একজনের সহিত আর একজনের সমন্বয় হইতে পারে! (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ

অষ্টাবিংশ দিবস—৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার। মঠে প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ যোগীন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্ববৎ সন্ধ্যার পর শাঁখারীটোলার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার ঝিরেটীবরোদ্যস্থ বাসস্থানে গমন-পথে শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর শাঁখারীটোলার ভবন হইয়া যান। প্রভুপাদ উপস্থিত হইবা মাত্র যামিনীবাবু ও অবনীবাবু তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া যান এবং পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। গৃহের সকলেই সানন্দে প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া উপবিষ্ট হইলে প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট নামমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' শ্লোকব্যাখ্যা-মুখে সপ্তবিধ কৃষ্ণনামকীর্ত্তনযজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি-প্রদানে সর্ব্ব প্রকারে জীবের শ্রেয়োলাভ, চিত্তে হরিস্মরণের চর্চ্চা উঠিয়া স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-দর্শনে যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহার অপনোদন; সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিচার-মূলে 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব এবং পরমোপাস্যত্ব প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনই যে জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম ও তাহাই যে সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম এবং ভোগ বা ত্যাগ-বিচারে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধানের পরিবর্ত্তে মুক্তবৈরাগ্য-বিচার-মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধানই যে একমাত্র পরম প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে অনেক উপদেশ করেন। রাত্রি প্রায় ১০টা হইতে ১০৫টা পর্য্যন্ত এই প্রকার হরিকথা হয়। অতঃপর প্রভুপাদের ইঙ্গিতক্রমে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু শ্রীবিদ্যাপতি-রচিত 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম' এই পদটি কীর্ত্তন করেন।

এই দিবস রাত্রির ট্রেণে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় চাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে এবং মধুবনস্থের সেট্‌লমেণ্ট্ অফিসের য়্যাকাউণ্টেণ্ট্ লালা মদনমোহন রায় মধুবন যাত্রা করেন। লালাজী পত্নীকন্যা আনিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাটনার য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজী পূর্ব্ব-দিবস রাত্রেই পাটনা যাত্রা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত অন্তরঙ্গ সেবাসাধী সজ্জন আজ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সুশিক্ষিত ভক্ত শ্রীযুক্ত জগন্নাথম্ ভক্তিতিলক মহোদয় পত্নীকন্যা পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণ-সমীপে সর্ব্বসমক্ষে পরিপ্রশ্ন-মুখে হরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। এই মহাত্মা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থ ভেদেও তাহার অনুবাদ করিতেছেন। সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্যও মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ-সেবক-গণের চেষ্টায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহার অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অনুবাদ-কার্য্যের জন্য ইনি প্রত্যহ দিন একাদিক্রমে ১৮ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে ইঁহার জানুদ্বয় ভারাবনতরূপে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু ও গীতাবলী অনেকগুলি পদ ইনি গৌড়ীয়ের সুরে গান করিতে শিখিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদও ইঁহার অনেকগুলি কীর্ত্তন শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা শিখিয়া সুললিত ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদের ন্যায় অসাধ্য-সাধন শ্রীল প্রভুপাদেরই কৃপাশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব।

ঊনত্রিংশ দিবস—১ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজও পূর্ব্ববৎ শাঁখারীটোলায় পাঠ করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি মহোদয় এই দিবস অপরাহ্ণে গোরাগাড়ায় যাত্রা করেন। প্রাতে ঝিরেটী-রোডের বাসস্থানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথম্ ভক্তি-তিলক মহোদয়ের নিকট রস-তত্ত্ব কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে "তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম" এই গীতিটি ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে হরিভক্তিবিলাস-মতে একাদশী ও দ্বাদশীর উপবাস-সম্বন্ধে স্থির হয় যে,—আগামী কল্য অর্থাৎ ২রা আশ্বিন একাদশীর উপবাস; প্রবণাদ্বাদশী বা বিজয়াদ্বাদশী ও শ্রীবামন দ্বাদশীর উপবাস আগামী পরশ্ব অর্থাৎ ৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার। স্মার্ত্তমতে ২রা আশ্বিন বুধবার প্রবণা-

ব্যাপিনী উপবাস বিহিত হইলেও সূর্য্যোদয়ের প্রথমেই ব্যাপিনীতে তদপ্রা নক্ষত্রের যোগ না থাকায় ঐ দিবস মহা-দ্বাদশীর উপবাস সমীচীন হয় না। পরন্তু পরদিবস অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের প্রথমেই দ্বাদশীতে শ্রবণা পড়ায় মহাদ্বাদশীর ও বামন-দ্বাদশীর উপবাস এই দিবসেই বিহিত। মহাদ্বাদশী কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে।

ত্রিংশ দিবস—২ আশ্বিন, ১৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার পার্শ্বৈকাদশী। পাঠ-কীর্ত্তন পূর্ব্বদিবসের ন্যায়ই অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রভবের রিজার্ভড পুলিস্ সাব্ ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহেশ্বর আনা রাত্রিতে মহাপ্রভুর যাত্রা করেন। ইনি গত ৬ সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমী দিবসে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

একত্রিংশ দিবস—৩ আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর, বুধ-শ্রবণাদ্বাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশী বা বিজয়া মহা-দ্বাদশীর উপবাস এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটাবির্ভাবের অধিবাস-মহোৎসব। পাঠ-কীর্ত্তনাদি পূর্ব্ব-দিবসের ন্যায়ই হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য সন্ধ্যা হইতে দুই রাত্রি মঠে অবস্থান করেন। মঠসেবকগণ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে পরদিবসের উৎসবের আয়োজন করিতে থাকেন।

দ্বাত্রিংশ দিবস—৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসর, ভক্তি-বিনোদাব্দ ২৬ আরম্ভ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধারণ-বদান্যমহোৎসব। প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ আসনগ্রহণ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনভাগবত কীর্ত্তন করিতে থাকেন। (আমরা সেই সকল প্রসঙ্গ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।) মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অমলপদ্মদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ, গিরি মহারাজ, বেনি মহারাজ, ভগবদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু-প্রমুখ বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র, ইং ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, তিরোভাব—১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ়, ইং ১৯১৪ সালের ২০ জুন প্রায় মধ্যাহ্ন। দিনাজপুরে অবস্থান-কাল হইতে ঠাকুর প্রকৃত বৈষ্ণবজীবনের আদর্শ স্বয়ং আচরণ-মুখে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। দিবারাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি কৃষ্ণকথাগ্রন্থ আলোচনা করিয়া ঠাকুর সম্বন্ধে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে তথায় হিন্দু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটি কলহ উপস্থিত হয়। তৎকালে ঠাকুর হিন্দুসভায় 'ভাগবত-স্পীচ্' নামক একটি ইংরাজী বক্তৃতা-প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিমুখী অনর্থাধী অধৈশ্বর্য্যপ্রভু-শ্রীমদমত্ত অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, শুষ্কজ্ঞানমার্গাবলম্বী মায়াবাদী কুতার্কিকগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের বাহ্যবেশধারীও যে শতগুণে ভাল, ইহাদের শুষ্কতর্কপদক্রমে বরং কোন কালে মঙ্গল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দক মায়াবাদীর মঙ্গল সুদূরপরাহত; লোকে বৈষ্ণবকে আদর করিতে শিখুক, বৈষ্ণবনামধারিগণও তাঁহাদিগের নিজ নিজ ত্রুটি সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইয়া আদর্শ-স্বরূপ হউন, ইহা তিনি তাঁহার আচরণ-মুখে নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। আবার ঠাকুর তাঁহার অমানিমানদস্বভাব-ক্রমে লঘুব্যক্তিকেও গুরুর আসন প্রদান করিয়া 'তৃণাদপি'-শ্লোকের মর্ম্ম নিজ আচার-মুখে শিক্ষা-প্রদানের যত্ন করিলেও তাদৃশহীন লঘুব্যক্তি যখন তাহার অধিকার না বুঝিয়া শিষ্য হইবার পরিবর্ত্তে গুরুত্বাভি-মানে-মত্ত হয় এবং গুরুর সম্মান দাবী করে, তখন ঠাকুরের দাদাগুরুগণের "ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ…একান্তেকো বিশিষ্যতে", "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" প্রভৃতি বিচার প্রদর্শন করিয়া সেই লঘুকে বলিতে হয়—বৈষ্ণবের গুরু অভিমান করিয়া নরকবরণের পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবসদ্গুরুচরণাশ্রয়ে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবদাসানুদাসাভিমানেই বাস্তব মঙ্গল বর্ত্তমান, "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥" বৈষ্ণবের অনুগত হইলেই তিনি আমাদের সম্মানার্হ। বৈষ্ণবকে জাতিসামান্যবুদ্ধিতে হীনজ্ঞানকারী নাস্তিকের সঙ্গ সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য।

ভক্তিবিনোদ-কেতন চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তাঁহার পুস্তক প্রচারিত হইতেছে। বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ তিনি। রায় রামানন্দ-মুখে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণকর্ণ' বলিয়া খ্যাতিই কীর্ত্তিস্তম্ভে প্রদান করিয়াছেন। রামানন্দের আখ্যান আলোচিত হইলেই আমাদের বাস্তবী বিচার সব topsyturvy হইয়া যাইবে।

ঠাকুর এই অমোদীদিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা তাঁহারা take up করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। কৃষ্ণবাবুর ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহার কথা জগতে প্রচারিত হউক। আমরা 'নিতান্ত অকিঞ্চন, আকিঞ্চন্য—ঐশ্বর্য্যশূন্যতাই আমাদের কিছুই নাই; এমতাবস্থায় হরিকথা উচ্চারণেই আমাদের শক্তি হওয়া উচিত—ভগবানের নামে অধিকার হওয়া আবশ্যক; চীৎকার করিয়া সকলের নিকট ইহাই বলিতে হইবে। গৌড়মণ্ডলের কার্য্য কৃষ্ণবাবুর চেষ্টায় কিছু অগ্রসর হইয়াছে, Greater Bengal ক্ষেত্রমণ্ডলের কার্য্যও কিছু কিছু হইতেছে, তৃতীয় কার্য্য মাথুরমণ্ডলের কার্য্য, তাহা কি কিছুই হইবে না? মহাপ্রভু ত্রিপদনাতন দুই ভ্রাতাকে মথুরায় ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই দুই সেনাপতির অনুগত হইয়া আমাদেরও কি কিছু কার্য্য করা উচিত নহে?

ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছা ছিল—মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় outside Indiaতে কিছু propaganda আরম্ভ করা গিয়াছে, আমাদের life থাকাকালে একটা start দেওয়া যাক্, কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে আরও অগ্রসর হইতে পারিবে। Greater Bengal উদ্ধারায় কিছু propaganda হইতেছে হউক, এক্ষণে ব্রজমণ্ডলের কার্য্যও কিছু আবশ্যক।

ঠাকুর পুরুষোত্তমে অবস্থানকালে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের 'মুক্তিমণ্ডপ' নামক স্থানে 'ভক্তিমণ্ডপ' করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন। শ্রীরামানন্দরায়ের ভজন-স্থলী শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে 'ভাগবত-সংসৎ' স্থাপন করিয়া হরিকথা আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে ঠাকুর কৃষ্ণসংহিতা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহার জীবাতু।

শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুরের জীবনের নানা অলৌকিক ঘটনাবলী কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে ভজনরাজ্যের নানা গূঢ় রহস্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে প্রভুপাদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—সংবাদ-পত্রে আজ রাত্রি ৮ ঘটিকায় আপনার 'শ্রীচৈতন্যের লীলা' বিষয়ক একটি বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতে চৈতন্যদেবের লীলা-প্রচারের মূল মহাপুরুষ যিনি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে যিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার আবির্ভাব দিবসে শ্রীচৈতন্য-লীলা-প্রসঙ্গকীর্ত্তনের ব্যবস্থা অতি উত্তমই হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শুকপারম্পর্য্য কীর্ত্তন-মুখে গৌড়, ক্ষেত্র ও মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজন-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া নেমি মহারাজকে এই সকল বিষয় বক্তৃতায় বিশদরূপে আলোচনা করিতে বলেন। (আমরা পরবর্ত্তি-সংখ্যায় উহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।)

অপরাহ্ণে প্রায় ২টা হইতে প্রভুপাদ পুনরায় মথুরা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বেলা প্রায় ৩॥টা হইতে দলে দলে কাঙ্গালী-ভোজন আরম্ভ হয়। শত শত ব্যক্তি নগরের 'জয় গুরু মহারাজ কি জয়, কৃষ্ণবাবু কি জয়' রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে থাকে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, জগতের লোকের 'ডালভাত' খাওয়ান আর এই মহাপ্রসাদ-বিতরণ এক নহে; একটিতে প্রাকৃত-তৃপ্তি আর একটিতে প্রাকৃত-জয়; কোন দুষ্টাভিসন্ধি না থাকিলে অজ্ঞাতসারেও ভক্তানুযায়ী সুকৃতি সঞ্চিত হইয়া থাকে। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দরিদ্রগণের এই প্রসাদসেবা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী সহ এই দৃশ্য দর্শনে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠের সেবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত উহাদের পরিবেশনকার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রথম দল বসিবার সময় সামান্য একটু বৃষ্টি হইলেও তাহাতে কাহারও প্রসাদপ্রাপ্তির অসুবিধা হয় নাই।

শ্রীনাটমন্দির-প্রবেশদ্বারে একটি সুসজ্জিত বেদীর উপর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পাভরণ-ভূষিত করিয়া স্থাপন করা হয়। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবাও অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মঠের সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য। প্রাতঃকাল হইতে প্রায় মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত সমান ভাবে দলে দলে সমাগত পুরুষ ও মহিলাগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, কিন্তু মঠ-কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থাক্রমে প্রসাদ-পরিবেশনাদি কোন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপ, ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী নন্দগোপাল, গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মঠসেবকগণ প্রসাদ-পরিবেশন-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। ব্রহ্মচারী প্যারীমোহন, ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রতন সান্যাল বি-এ, প্রমথনাথ রায় প্রমুখ সেবকগণ অভ্যর্থনা-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঠের সকল সেবকই কোন না কোন সেবা-ভার গ্রহণ করিয়া উৎসবের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রাত্রে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু কীর্ত্তন করেন। প্রায় সমস্ত দিনই কীর্ত্তন চলিয়াছিল। বাঁশবাড়িটোলা হইতে শ্রীযুক্ত বাগিনী বাবু, তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবী এবং গৃহের অন্যান্য অনেকেই মঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করায় জন্য তথায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের পাঠ বন্ধ ছিল। বাগিনী বাবুর মাতা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ মঠে ছিলেন, ততক্ষণ হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। হরিকথা-শ্রবণে তাঁহার আগ্রহ বস্তুতঃই আদর্শস্থানীয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয়, তৎপর রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নেমি মহারাজ একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু শিক্ষিত শ্রোতা উপস্থিত

ছিলেন। সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্নিমেষচিত্তে স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। বক্তৃতার পর "এইবার কীর্ত্তন কর বৈষ্ণব গ্রেসাই"—এই মহাবচনটি বিশেষ আবেগের সহিত কথিত হইয়াছিল। উদ্দণ্ড নৃত্যের সহিত মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর পরম-রোমাঞ্চিত আরম্ভ হয়।

অপরাহ্ণে ৩-৩০ মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী দেবাবিষ্ট ও শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাসাধিকারী প্রভৃতি আসেন। সন্ধ্যার পর ডক্টর হরগোবিন্দ সেন এম-এ, পি এইচ-ডি ও রায় বি, আর সিং বাহাদুর প্রমুখ কএকজন বিশিষ্ট শ্রোতা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তালতলা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল মহোদয় ও তাঁহার গৃহের অনেকেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৮ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট, ১৯৩৬ বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ আচার্য্যাশ্রিত প্রভু, শ্রীপাদ মেরি মহারাজ, সজ্জনানন্দ মহারাজ প্রমুখ ভক্তগণ-সহ ৬১নং বিডেটারোডস্থ বাসভবনটি দর্শনার্থ গমন করেন এবং ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার হইতে ৯ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ বুধবার প্রাতঃ প্রায় ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে অপরাহ্ণের ট্রেণে শ্রীপাদ মায়াপুর যাত্রা করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, সজ্জনানন্দ মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। বিডেটারোডের বাড়ীতে থাকা কালে প্রভুপাদ প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে আসিয়া মঠসেবকবৃন্দ ও আগন্তুক দর্শনার্থিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি প্রায় ১০৷৷ ঘটিকায় পুনরায় তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও মনোরম, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখাইবার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক ছিল। শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তৎপ্রতি সজাগই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। প্রভুপাদ কিছু না চাহিলেও তাঁহারা যেরূপ যাচিয়া যাচিয়া প্রভুপাদের সেবায় অহৈতুক আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ও আদর্শস্থানীয়; তাহার সাধ্য নাই, তাঁহাদের সেই সেবা চেষ্টার প্রশংসা কীর্ত্তন করে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সেবায় তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করুন, তাঁহাদের সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

বোম্বে সমুদ্রতীরে স্বামীজীর বিপুল অভ্যর্থনা

বোম্বে গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত নৃসেন্দ্রনাথ মজুমদার মহোদয় বোম্বে গ্রাণ্ট্‌রোড হইতে গত পরশ্ব তারযোগে জানাইয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে মোলডেভিয়া (Moldavia) জাহাজে রওনা হইয়া অদ্য (গত ২৭-৯-৩৬) প্রাতে বোম্বে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহার তীরে অবতরণ করিবার পূর্ব্ব হইতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও সহরের বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপনার্থ Ballard Pierএ সমবেত হন। স্বামীজী, মঠসেবকগণ ও সমবেত সজ্জনগণের মিলিতকণ্ঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে তীরে অবতরণ করিলে সকলেই তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার স্বদেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত করেন এবং নানাভাবে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ তারযোগে স্বামীজীকে তাঁহার আশীর্ব্বচন প্রেরণ করেন। মঠসেবক-গণের পক্ষ হইতেও তাঁহার অভ্যর্থনা-সূচক একটি তার প্রেরিত হইয়াছিল। স্বামীজী হাস্যমুখে সকলের সহিত আলাপ করিতে থাকেন। 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্' পত্রের প্রতি-নিধিও সেই সময় স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; স্বামীজী তাঁহার নিকট লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ বিবৃত করেন। তৎকালে উপস্থিত বহু ব্যক্তি স্বামীজীর মুখে লণ্ডনের প্রচার-সাফল্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন।

স্বামীজী শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এখন কিছুদিন বোম্বে অবস্থান করিয়া প্রচার-কার্য্য করিবেন। আমরা স্বামীজীর নিকট হইতে লণ্ডনে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার নিজ-লিখিত বিবরণ প্রাপ্তির আশায় উদ্গ্রীব আছি।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪১; ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৪ | ১০ম সংখ্যা।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

ভৌম-বৃন্দাবনের সম্পর্কে শ্রীমাথুরমণ্ডল-পরিক্রমা—একটি অপরিহার্য্য ভজনীয় ব্যাপার। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ে পর্য্যটকসূত্রে যে ভ্রমণ, তাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য। তদ্দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম-সংগ্রহ-কার্য্যের জন্য সেবা কিছু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে। পাপপুণ্যাশ্রিত জনগণ দুর্ভোগের পরিবর্ত্তে অনায়াসপ্রতীতিতে সুভোগ আশা করেন। সেই ভোগি-সম্প্রদায় পরার্থপর অর্থাৎ Altruist নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রয়াস করেন।

মঠমন্দিরাদির প্রয়াস যেকালে সেবাবিমুখচিত্তে উদিত হইয়া অনর্থযুক্ত ভোগিমানবের ইন্দ্রিয়তোষণরূপ প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়, সেকালে উহা ভগবৎসেবার প্রতিষেধক যন্ত্র হইয়া পড়ে।

ব্রজমণ্ডলের পথ-ঘাট পুণ্যার্থিগণের সুবিধা প্রদান করিবে—সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িকতার পরিচালন-দ্বারা সাংসারিক সুফল লাভ ঘটিবে, এই সকল বিচারও পরমার্থবিরোধী; কিন্তু কর্ম্মীর কৃত চেষ্টার ফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য মানবের সাধন-ভক্তির সাহায্য হইবে—ইহার সর্ব্বোত্তমতা সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে জীবের মৎসরতা নিহত হয়। অবৈষ্ণবের সেবা-ছলনায় মৎসরতা বৃদ্ধি পাইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পঞ্চপ্রকার রিপুর হস্তে পতিত হইতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণের অনুষ্ঠেয় বৈষ্ণবসেবা মৎসর-স্বভাব-সম্পন্ন কর্ম্মী নরপ্রতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও জন্মজন্মান্তরে তাদৃশ কর্ম্মিগণ বৈষ্ণবসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হরিকথা

শ্রবণ করেন—নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কীর্তনীয়া-গানের উৎসাহ দেন, পরন্তু তৎফলে ইন্দ্রিয়তর্পণের পন্থা স্থানে স্থিত আসিয়া সত্বর তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনের ফলনাশ ঘটে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, মূষিকগণ গর্ত খনন করে, কিন্তু সর্পগণ স্বয়ং গর্ত খনন না করিয়া মূষিকের পরিত্যক্ত গর্তের বাসের অধিকার পায়। অভক্তবৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের অধঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণ ঊর্দ্ধোন্নতির জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম করিয়াও অভক্ত-বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন; তজ্জন্যই বুদ্ধিমন্ত জনগণ ভারবাহী ও সারগ্রাহী—এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে মানবগণকে বিভক্ত করেন। সারগ্রাহী জনগণের জন্য ভারবাহী তাহার নিজ উদরপূরণের উদ্দেশে যে চেষ্টা করেন, সারগ্রাহী সেই ফলটুকু অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পথঘাটগুলি ভাল হইলে এবং তাহাতে মোটর, ঘুড়িকা, টাঙ্গা, বয়েল গাড়ী প্রভৃতি অনায়াসে যাইতে পারিলে ভারবাহী জনগণের অনুষ্ঠিত কার্যের দ্বারা সারগ্রাহিগণ অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। আবার ভারবাহি-সম্প্রদায় প্রাকৃত-সহজিয়া-সূত্রে সারগ্রাহী-দিগের উপর আধিপত্য-বিস্তার-কামনায় নিজ নিজ ভারবহনের ও প্রতিষ্ঠা-কামনার ভারের গোপন করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহাদেরও ক্রমক্রমান্বয়ে ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষয় হইয়া তত্ত্ববিষয়ে পারিত্রা আসিয়া উপস্থিত হইলে শুদ্ধভক্তির উপাদেয়তা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

আপাততঃ মথুরার কালেক্টর মিঃ ওয়েচ্, এস্, ডব্লু মহোদয় রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও কামবনের ভিতর দিয়া বর্ষাণ পর্যন্ত রাস্তাটিকে প্রাদেশিকতার আকারে পরিণত করিতে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কামবনের পল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের অনেক ধনিক বণিক-মহোদয় সেই তত্ত্বপাল ও পাটনা হাইকোর্টের অনেক বিচারপতি এবং অন্যান্য অনেকেই ইতঃপূর্বে সাহায্য করিয়াছেন। এই কার্যের সহায়তা করিলে প্রচুর প্রতিষ্ঠা-লাভ এবং সামাজিক ধনবন্তগণের হরিজনানন্দী চতুর্বর্গাধিকারী মহতের সৌজন্যে সেবা করিবারও সুযোগলাভ ঘটিবে। যাঁহাদের প্রচুর ধনক আছে, যাঁহারা তাঁহাদের ধনকসমূহ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণের কার্যে নিযুক্ত না করিয়া বৈষ্ণব-সেবার কার্যে বিহিত করিলে অধিকতর সুফল প্রসব করিবে। তজ্জন্যই ভক্তবৈষ্ণবসমাজে ধনের প্রতি যে উক্তিটি গীত আছে, তাহাই আমরা এস্থলে পুনরুক্তিমুখে প্রকাশ করিতেছি—

তোমার কনক তোমের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল মাধব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে পড়িবে রৌরব।
অভক্তি-প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
ত্যাগেতে হইবে মুক্ত অকৈতব॥

গিরিশ-পরমেষ্ঠিগণ নরপতীর ধারণ করিয়া গৌরসুন্দরের যে প্রেম বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তত্তদধিকারের উন্নত অধিকারলাভ যে শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার সরণি শ্রীচৈতন্যদেব আলোচনা করিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণকে আমার বৃত্তিরূপা যে নিজজনমুদ্রা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেগুলিই জীবের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হউক।

পক্ষান্তরে নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে রাস্তাঘাটের জন্য টাকা দিয়া নাম খরিদ করিবার প্রস্তাবের সহিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সরণি-নির্মাণকে তুল্য জ্ঞান করিলে উহা জাতীয়তার দুর্গন্ধে পরিণত হইবে এবং মানবগণকে অভক্ত-সুখান্বেষী করিয়া পুনরায় মৎসরতা বর্দ্ধন করিবার যত্ন করাইবে।

যদি কেহ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাপরিবিশিষ্ট ব্যক্তির ধনবর্দ্ধনের জন্য কামবন হইতে বর্ষাণ (বৃষভানুপুর) পর্য্যন্ত রাস্তা বাঁধাইয়া দেন, তাহা হইলে উপরিকথিত পরমার্থের পথে কণ্টক আরোপিত হইবে। যোগ্যপাত্রে দান ও অযোগ্য পাত্রে দান—এতদুভয়ের একফল নহে। কিন্তু সমন্বয়বাদী বলিবেন যে, যোগ্যাযোগ্য পাত্র বিচার না করিয়া দান করা যাউক, তাহাতে সৌজন্যে যোগ্যপাত্রও উক্ত দান লাভ করিবেন।

কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া-দেবী জীবগণকে সে সুযোগ দেন না, বরং পরমার্থকে আবরণ করায় তাঁহারা নিজ ভোগতাৎপর্য্যকেই বলবান করিতে শিখে।

শ্রীনারায়ণের জননী স্বীয় পুত্রদ্বয়কে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে শিক্ষা দেওয়ায় সত্যবিপ্রগণের উচ্ছিষ্ট-দেবনফলে শ্রীনারায়ণ তদ্বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পুরঞ্জয় পীঠ আরোপ করিয়াছেন।

পরোপকারেও ধন ব্যয়িত হইতে পারে, আবার পরাপকারেও ধনক্ষয় হইতে পারে। ব্যবহারিক সাত্ত্বিকী বুদ্ধির অভাবে অপাত্রে দানকেই তাঁহাদের যাহারা দাতা বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু বৈষ্ণবসেবাকে তাঁহারা 'দক্ষীর্ণতা' বলিয়া জানেন। উহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য।

যাহা হউক, অত্যন্ত সুকৃতি লাভ করিবার উদ্দেশেও যদি ধার্ম্মিক জনগণ কোন কারণে বা কোন প্রকারে ভগবানের অনুসন্ধান পান এবং ভগবদ্ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে অত্যন্ত সুকৃতি কোন দিন তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবে।

বোদ্ধগণ অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ অর্থবাহুল্যের দ্বারা পথঘাট-নির্ম্মাণ ও অশ্বত্থ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ; কিন্তু মাটিয়া-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ভোগীর চাস্ত সঞ্চিত অর্থ ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নিহিত থাকায় যেন পরমার্থের অভিজ্ঞান-লাভে কোন ক্ষতি না হয়—ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেব

(৩)

মহাপ্রভুর সকল কথা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মহাপ্রভু বা সাত্বত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচারে—শ্রুতি, মহাভারত, ভাগবতের বিচারে ভগবদ্ভক্তে প্রাকৃত জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ। তুলসীর জল ও গঙ্গাজল, অন্যান্য বৃক্ষের পত্র ও তুলসীপত্র, ডাল-ডাল ও ভগবৎপ্রসাদ, রাস্তার ধোয়া ও শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও, সুবিধাবাদিসম্প্রদায় শালগ্রাম অপেক্ষা রাস্তার ধোয়াদ্বারা অধিক লাভ উঠাইতে পারিলেও কিংবা শালগ্রামকে তদ্ধাতীয় মনে করিয়া তাহা হইতে রাস্তার ধোয়ার সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টা করিলেও বস্তুতঃ যেমন উভয়ের মর্য্যাদা সমান নহে, তদ্রূপ পরাৎপর তত্ত্বের সেবক ভগবদ্ভক্ত ও সুবিধাবাদী বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও বস্তুতঃ এক নহেন। এজন্যই বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিতে হইবে না বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি বা বস্তু ভগবানের সুবিধা না খুঁজিয়া নিজের সুবিধা খুঁজিতেছে, তাহার সহিত হরিজনের মঙ্গলের জন্য পৃথক্ থাকিতে হইবে। নতুবা সুবিধাবাদীর সঙ্গ হইয়া সেবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়িবে অর্থাৎ সুবিধাবাদীর এই সংক্রামকব্যাধি পারমার্থিকের শরীরে প্রবেশ করিবে।

সঙ্গ ছয়ভাবে সাধিত হয়—

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।

অপরকে দান, তাহা হইতে প্রতিগ্রহ, গোপনীয় কথা বলা ও শোনা, অপরের ভোজ্য ভোজন করা ও অপরকে ভোজন করান—এই ছয়প্রকার প্রীতির লক্ষণ। ইহাদ্বারা পরস্পর সঙ্গ হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব কৃষ্ণের সুবিধা বা সুখ যিনি বা যাঁহারা অকপটভাবে অনুসন্ধান করেন, তাঁহার বা তাঁহাদের সহিত ঐ ছয় প্রকার প্রীতির লক্ষণের দ্বারা সংসঙ্গ হয় আর যাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিংবা অধর্ম অনর্থাদি অন্য কোনপ্রকার অপাত্রীয় সুবিধাবাদের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের সহিত ঐরূপ প্রীতির লক্ষণ দেখাইলে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়িবে।

যাঁহারা সুবিধাবাদকে ভিত্তি করিয়া তথাকথিত সাম্যবাদ ও তথাকথিত সমন্বয়-বাদের মনোধর্ম্মে চালিত, তাঁহারা বলিতে পারেন, তুলসীতলে, শ্রীশালগ্রামে বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া কেবল অন্যান্য গাছের পাতায়, রাস্তার ধোয়ায় এবং অন্য মনুষ্যে জাতিবুদ্ধি করিলে তাহারা কি বিরক্তভাব প্রদর্শন করা হইল না? কিন্তু সমভাব ও সত্যপ্রীতি হইতে বিরুদ্ধ ব্যাপার। সমভাব থাকিলে সত্য-প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মাতা যদি অন্যান্য দশজনের ছেলের সমান নিজের ছেলেকে দেখেন, তাহা হইলে পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহ বা প্রীতি উদ্ভূসিত হইতে পারে না। তবে অপ্রাকৃত বিষয় বা বস্তু ও অতীন্দ্রিয় ভগবদ্বস্তুর সহিত তদ্ভাবে এই

যে, জগতে যে প্রীতির লক্ষণ তাহাতে প্রেমাস্পদ বাস্তবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও তৎপ্রতি মাত্রিক ও আপেক্ষিক পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকে। সেই বস্তু ও পক্ষপাতিত্ব উভয় ব্যাপারই অনিত্য ও কোন না কোনও অপস্বার্থের হেতুমূলে উদ্ভূত। কিন্তু পরাৎপরতত্ত্বে যে প্রীতি কেন্দ্রীভূত হয়, সেই প্রীতির বস্তু বাস্তবতার অসমোর্দ্ধ। অর্থাৎ বস্তুতঃই তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেই বস্তু নিত্য, সেই পক্ষপাতিত্ব বা প্রীতি ও যিনি প্রীতি প্রদর্শন করেন—ইঁহারা সকলেই নিত্য ও অপস্বার্থের হেতু-রহিত—কেবলমাত্র প্রেমাস্পদের সুখানুসন্ধিৎসাজাত।

অনেকেই মনে করেন, মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি "ভোজ্যান্ন (যাঁহার চালের অন্ন খাওয়া যায়) ব্রাহ্মণের" (মঃ ১৭।১২; অঃ ৮।৮৭) গৃহ ব্যতীত বা শ্রীবলভট্টাচার্য্যের পাচিত অন্ন ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষের সুবিধাকামী কোন ব্রাহ্মণমাত্র নামধেয় ব্যক্তির হস্তে কোন দিনই ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। 'ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ' বলিতে তিনি একমাত্র অকপট ভগবৎসেবক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেরূপ ব্রাহ্মণের হস্তেই তিনি ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। কাশীবাসী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দ সকলেই পূর্ব্বাশ্রমে বিশেষ আভিজাত্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীর বিধি অনুসারে তাঁহারা কেহই মৎস্য মাংস ভোজন করিতেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা বিশেষ সংযত ও নানাভাবে সদাচারী ছিলেন। ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-জন্মকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি বহু অনুরোধ-সত্ত্বেও মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ বিচার করেন নাই *। অর্থাৎ তাঁহাদের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, কেন না তাঁহারা সরাসরি পরাৎপরতত্ত্বের নিত্য-সেবানুসন্ধান করেন না, মোক্ষরূপ নিজের সুবিধাবাদকেই অনুসন্ধান করেন। সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারকালে মহাপ্রভু জানাইয়াছিলেন, যাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য স্বরূপকে সগুণ বা সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র বলেন, তাঁহারা পাষণ্ড—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাঁহারা মুখে বেদ মানিয়াও বৌদ্ধ হইতে অধিকতর নাস্তিক; সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণতা কোথায়? তাই মহাপ্রভু কাশীবাসী ত্যাগী তপস্বী ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণকে "অস্পৃশ্য" বিচারে তাঁহাদের ভিক্ষা স্বীকার করিলেন না, কিন্তু একমাত্র সবাই পরাৎপরতত্ত্বের অহৈতুক সুখানুসন্ধানকারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। † কেবল তাহাই নহে, মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আদর্শের অনুসরণে অচলজল সালোড়িয়া ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবতা-দর্শনেও তাঁহাকে 'ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ তাঁহার দ্রব্য স্পর্শযোগ্য বিচার করিয়া স্বয়ং উপযাচক হইয়া সালোড়িয়া ব্রাহ্মণের স্বহস্ত-পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ, তপস্বী, সন্ন্যাসিগণকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন নাই, সেই

* শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯ম বিঃ ১৮-৮০) ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু টীকায় লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণবানাং হি ভোজ্যত্বং প্রার্থনায়ঃ বৈষ্ণবৈঃ সহ।
অবৈষ্ণবানামন্নস্য পরিবর্জ্জনমেবোচিতং।

তথা চ পাদ্মে দেবহূতিমুক্তিপ্রসঙ্গে।—

প্রার্থনৈর্বৈষ্ণবানান্নঃ প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
দর্শনাস্পর্শিতঞ্চাপি তদভাবে জলং পিবেৎ।

নারদীয়ে।—মহাপাতকসংযুক্তো ভ্রূণহৈষ্ণবমন্দিরম্।
যাচেদ্যোন্নমযাচ্যং তমভাবে জলং পিবেৎ।

বিষ্ণুধর্ম্মে।—ভোজিতায়াং বৈষ্ণবায়াং ভক্তাশক্তে যদ্ধবিঃ।
তদ্দিনার্দ্ধং পোষণেন পাপং ভুঙ্ক্তে ন সংশয়ঃ।

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ঈশ্বর-সংবাদে।—

তস্মাৎ ভাগবতান্নায়ং তদ্ভক্তং ভাগবতীয়কম্।
তদ্ধরং বিষ্ণুসদৃশং চিন্নঃ তদ্ভক্তেষ্বাদরেণ বৈ।
অবৈষ্ণবগৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বা ভ্রাতরাপদি বা।
তদ্দিনাদ্রাহ্মণো ভ্রশ্যেদ্ ইষ্টাপূর্ত্তং ন সংশয়ঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে চ।—ভোগবার্ত্তা যুবে বন্ধু ন ভিক্ষিতি মহীপতে।
তস্মান্নং নৈব ভোক্তব্যমস্মাভিঃ পুরুষং পুরম্।

টীকা—"অতস্তিসংসর্গাদিনাপি যথা গঙ্গাজলং শুদ্ধমেব। তদ্বৎ—"অপি চাণ্ডালভাণ্ডস্থং শুদ্ধং পাবনং মহৎ" ইত্যাদি।

* যেই না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকাদ্যং বৌদ্ধকে অধিক। (চৈঃ চঃ মঃ ৬ষ্ঠ ১৬৮)
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় নরকতা। (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।১৩৭)

† তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি যাবে নিমন্ত্রণ। (চৈঃ চঃ আদি ৭।৬৬)

সন্ন্যাসিগণ যখন তাঁহাদের শুষ্ক প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কৃপায় মোক্ষকামনা বা নির্বিশেষ মতরূপ পরমেশ্বর-বিদ্রোহ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট পূর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে তৎপর হইলেন, তখন মহাপ্রভু সেই সন্ন্যাসিগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। * যাঁহারা এক সময় জন্মগত ব্রাহ্মণ এবং মহাতপস্বী, ত্যাগী বিদ্বান পণ্ডিত হইয়াও অস্পৃশ্য, অদৃশ্য ও অপাংক্তেয় ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাদের বাষ্টি ও সমষ্টিগত সুবিধাবাদের অনুসন্ধিৎসা ছাড়িয়া দিয়া অকপট ভগবৎসেবকে পরিণত হওয়ায় স্পৃশ্য ও পাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়িলেন। পাঠক! এখন বুঝিলেন, মহাপ্রভুর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের মূল রহস্যটি কি? কৃষ্ণপ্রীতির অনুসন্ধানই উহার মূল রহস্য।

ঠাকুর হরিদাস অচিন্মুকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন, দেবাদিদেব শিব যে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করেন—যে গঙ্গা মুনি-ঋষি-তপস্বি-গণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই গঙ্গাও পবিত্র হইবার জন্য ঠাকুর হরিদাসের স্পর্শ কামনা করেন।

আমরা মোক্ষ-কামী কাশীবাসী ব্রাহ্মণ-তপস্বী-সন্ন্যাসীর প্রতি মহাপ্রভুর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের শিক্ষাদর্শ দেখাইয়াছি. এখন মহাপ্রভু অচিন্মুকুলে আবির্ভূত ভগবৎসেবককেই বা কিরূপভাবে বিচার করিতেন, তাহা দেখাইব।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হইলে অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। যখন মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর গৃহের অভ্যন্তরে ভিক্ষা (ভোজন) করিবার জন্য গমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু মুকুন্দ ও ঠাকুর হরিদাস উভয়কেই প্রসাদ সম্মানার্থ গৃহের অভ্যন্তরে আহ্বান করিলেন। মহাপ্রভুর অবশেষ পাইবার লোভে ও ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সমভাবে ভোগ গ্রহণ করা উচিত নহে, এই বিচারে মুকুন্দ বলিলেন, তাঁহার কিছু কার্য্য বাকী আছে সুতরাং তিনি পরে মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর হরিদাসও বৈষ্ণবভয়ে জানাইলেন,—আমি পাপিষ্ঠ অধম। ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই একমুষ্টি প্রসাদান্ন গ্রহণ করিব। নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু আচার্য্য প্রভুর গৃহে ভিক্ষা সমাপন করিলে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন, তুমি মুকুন্দ ও হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া ভোজন কর। অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু মহাপ্রভুর আদেশে হরিদাস ও মুকুন্দকে সঙ্গে করিয়া যথেচ্ছভাবে ভোজন করিলেন। *

পাঠক! এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আচরণ হইতে আমরা কি সংগ্রহ করিতে পারি? অচিন্মুকুলে আবির্ভূত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে যদি মহাপ্রভু সাধারণ অচিৎ জ্ঞান বা জাতি-সামান্যে দর্শন করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি ঠাকুর হরিদাসকে এরূপ প্রসাদ সম্মানের জন্য গৃহের অভ্যন্তরে ডাকিতেন? মহাপ্রভু কিছু কপট-ব্যক্তি ছিলেন না যে, তিনি কপট মৌখিকতা বা ব্যবহারিকতা দেখাইবার জন্য ঠাকুর হরিদাসকে ঐরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা লোকশিক্ষার্থ প্রচার করিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু যথেচ্ছভাবে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দকে লইয়া ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্রভু একমাত্র ভগবদ্ভক্ত বা ভগবদ্বস্তু মহাপ্রসাদের প্রতিষ্ঠ জাতিবুদ্ধি নিষেধ অর্থাৎ তাহাতে স্পর্শ-দোষ-বিচার নিষেধ করিয়াছেন।

এখানে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বলিতে পারিবেন না যে, কেবল শ্রীক্ষেত্রেই মহাপ্রভু মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষের বিচার করেন নাই। শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ কোনরূপেই মহাপ্রভু-দ্বারা স্বপক্ষে সমর্থন করাইয়া লইতে পারে না। বিশেষতঃ কেবল সন্ন্যাসলীলা অভিনয়কারী মহাপ্রভু নহেন, যিনি শান্তিপুরের পরম

* তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া। (চৈঃ চঃ আদি ১৭।১৩১)

* বহুত বাড়াইলে তুমি, ছাড় আচার।
মুকুন্দ-হরিদাসে লইয়া করহ ভোজন।
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইহা যে আছিল মনে।
(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৩—১০৭)

সম্মানিত ব্রাহ্মণকুলের তথা সমস্ত ব্রাহ্মণজগতের আদর্শ আচার্য্য, শিক্ষক, গৃহস্থ-লীলায় অভিনেতা ছিলেন, সেই আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভু যখন ঠাকুর হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ ভোজন করিলেন, তখন সাম্বত-শাস্ত্রের প্রকৃত বিচার ও আচার প্রচারিত হইতে আর বাকী থাকিল না। মেদপুরে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে নহে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু সাধারণ সামাজিক মর্য্যাদাশ্রেষ্ঠ ক্রিয়া পিতৃ-পুরুষগণের শ্রাদ্ধের পাত্র পর্য্যন্ত ঠাকুর হরিদাসকে ভোজন করাইয়া বলিয়াছিলেন—

———তুমি না খাসিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১৯-২২০)

মহাপ্রভুর এই বিচারের কথাই আমরা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ স্মৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সন্দর্ভ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

ষড়্‌বিংশ প্রসঙ্গ

যাঁহাদের গায় তথাকথিত সমন্বয়বাদের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, এরূপ কেহ কেহ বৈষ্ণবগণকে বলেন,—তোমাদেরই ত' বৈষ্ণবশাস্ত্রে নামাপরাধ-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।" যিনি শিব ও বিষ্ণুর গুণনামাদিকে বুদ্ধির দ্বারা ভিন্ন দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই হরিনামে অপরাধী।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর গোবিন্দ-ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্য-পীঠকের তৃতীয় পাদে প্রদান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সেখানে 'ভিন্ন' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্র বিচার নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে শিবকে স্বতন্ত্র রূপে অর্থাৎ শিবও বিষ্ণুরই ন্যায় স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, যাহারা এইরূপে শিবকে বুদ্ধি দ্বারাও মনে করে, তাহারা নামাপরাধী। বিষ্ণু—পরাৎপর তত্ত্ব, শিব বিষ্ণুরই অঙ্গ। অঙ্গ পূর্ণ-অঙ্গী হইতে ভিন্ন বা অঙ্গই স্বয়ং পূর্ণ অঙ্গী—এই উভয় বিচারই অপরাধ-জনক। শাস্ত্রে যেখানে অভেদ-উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা তত্ত্বাবস্তু বুদ্ধি-বোধক অর্থাৎ বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই অভিন্ন। শিবই বল বা অন্যান্য দেবতাই বল, তাঁহাদের যত নাম বা ক্রিয়া সকলই বিষ্ণুর প্রকৃত, মূলপুরুষ বিষ্ণুর [illegible] বলেই তাঁহারা ধন্য। * সহস্রনামস্তোত্রে সর্ব্ব, শিব, শম্ভু, রুদ্র-প্রভৃতি শব্দসকল বিষ্ণুরই নাম বলিয়া পঠিত। শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কতকটি নিজস্ব সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত নাম-ব্যতীত নিজের অন্যান্য নামগুলি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে দান করিয়াছেন। রাজা যেমন একমাত্র নিজস্ব রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরগুলি অমাত্য ভৃত্যপ্রভৃতিকে বাসের জন্য প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ কতকটি বিশেষ নাম-ব্যতীত অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কেশব ব্রহ্মাকে 'চতুর্মুখ' প্রভৃতি ও শিবকে 'রুদ্র' প্রভৃতি নিজনাম-সমূহ দান করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐগুলি বিষ্ণুরই নাম। রুদ্রকে ত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনই রুদ্র,

* সহস্রনামস্তোত্রে সর্ব্বশিবশম্ভুরুদ্রাদিশব্দা বিষ্ণুনামানি পঠ্যন্তে। তেষাং প্রভৃতিবিষয়াণি তানীতি ব্রহ্মাকে। ব্রাহ্মণে যথা, রুদ্র-রূপায়ান্বর্ণায়ঃ। ঈশনাদ্বর ঈশানো মহাদেবো বভূবেতি। এবং নামান্তরৈঃ শব্দান্তরেভ্যশ্চ নিরূপিতম্। যেষু যেষু পদার্থেষু স্থিতে পুরুষোত্তম ইতি।

যাস্কাচার্য্যোপি নামানি নিরুক্তানি যথামানি ক্রিয়াগতিভেদ যথাবিধি তোদ্ধৃত বাক্যে। তত্র যাস্কাচার্য্যোপি যাদানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাণবাদ্রুদ্র ভগবান্ ঋগ্বেদমন্ত্রে যথা পুরাবিধি। ব্রাহ্মে চ চতুর্মুখঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণঃ পদমুচ্যতে। উক্তো ভগবতো ব্রহ্মঃ কপর্দ্দীতি শিবস্য চ। বিষ্ণোঃ কপর্দ্দীত্যাদি তানীতি পুরুষোত্তমঃ। যথাবিধি রুদ্র-বিষ্ণুনামানি।

নিয়মন-হেতু তাঁহাকে ঈশান বলা হয়, সুখাত্মক বলিয়া শিব, মহত্ত্বপ্রযুক্ত মহাদেব, বস্তুতঃ এই সকল নামই ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর। তিনি পরাৎপর পুরুষ,—তিনি নানা নামে বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—"আমরা বিষ্ণুকে পরমেশ্বর না বলিয়া শিব বা শক্তিকেই পরমেশ্বর বলি। তোমাদের বৈষ্ণবগ্রন্থ মহাভারতের অন্তর্গত উপমন্যু-আখ্যানে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য উপমন্যু-দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, রুদ্রের বর হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল,—এই কথা কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।" এই কথার মীমাংসা স্বয়ং ভগবান্‌ই প্রদান করিয়াছেন। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—১"হে অর্জ্জুন, আমিই নিখিল বিশ্বের আত্মা, আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি, লোকসকল তাহার অনুবর্ত্তন করে। আমার প্রসাদই পূজা, এই জন্যই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। আমি যদি আচরণ করিয়া না দেখাইতাম, তবে রুদ্রকে আমার অধীন বলিয়া কেহ জানিতই না। অতএব জানিও, বিষ্ণু কোন দেবতাকে প্রণাম করেন না, আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। তপ্তলৌহখণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই আমি পূজা করি। আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই। অতএব উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। লোকে আমার অধীন রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে 'ভগীয়' বলিয়া পূজা করুক, এইরূপ লোকশিক্ষার জন্যই আমি তাহা আচরণ করিয়া দেখাই।

তারপর রুদ্র চিরকালই আমাকেই তাঁহার আরাধ্য বলিয়া বিচার করেন। বাণরাজার যুদ্ধে বিষ্ণুদ্বারা পরাজিত হইয়া বিষ্ণুকেই মূলদেবতা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। রুদ্র বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে রক্ষিত এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে মোচিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, সমুদ্র পরমেশ্বর, রামচন্দ্র তাঁহার অধীন। অনেক সময় ভগবান্ ভক্তের পূজা শিক্ষা দিবার জন্য ভক্তপূজা করিয়া থাকেন। 'ভগবান্' শব্দটি একমাত্র বিষ্ণুতেই মুখ্য, বিষ্ণুবিষয়ক পুরাণই 'ভাগবত' নামে খ্যাত।

শ্রুতি স্মৃতি সকলেই একবাক্যে বলেন,—'নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে।' আমি যাঁহাকে ইচ্ছা করি, তাঁহাকেই রুদ্র, ব্রহ্মা, ঋষি ও জ্ঞানী করিয়া থাকি। বিষ্ণুরই প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে সংহারক রুদ্রের উৎপত্তি, বিষ্ণুরই আবেশক্রমে তাঁহারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। শিব স্বয়ংই বলিয়াছেন, বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। বেদের ব্যাখ্যাস্বরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগ তাহাই সমর্থন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, পরমেশ্বর শ্রীহরি হইতেই রুদ্র এবং অন্যান্য দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। গোরেলা যেমন চোরগণের মধ্যে চোরেরই ন্যায় ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কার্য্য সাধন করেন, অথবা রাজা যেরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়ই

---

* অহমাত্মা হি লোকানাং বিশেষাৎ পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মান-মেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। যদা কৃতং প্রসাদং বৈ লোকঃ সমনু-বর্ত্ততে। প্রসাদাদ্ধি বৈ পূজাদি ততঃ পূজয়াম্যহম্। যদি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদিতি বৃত্রহা চ। অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং তথাম্যহ-মিতি সাত্বতীয়ে তদ্বচনাচ্চাস্যৈব।

অত্র বিশেষাদ্ভবত্বাদ্যবতত্তত্তাত্রপিতমবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং মদংশমহং পূজয়ামি। রুদ্রাদন্যোদেবঃ পূজ্যইতি প্রমাণং যদা কৃতং তদ্বত্তথা ব্যাখ্যানোপযোগিবচনং তান্ পূজয়ামি লোকশ্চাচরণাদেব তদ্-বুদ্ধ্যাহং ন কিঞ্চিদ্বদামি কিন্তু তাদৃশং মদাত্মানং তথাদীতি বিষ্ণুঃ। ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্গাদ্যধীশী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা—'তথান্ত-রাত্মা মম চ যো ভাতে যেনিসর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতস্ত্বং নো ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ।'—(সিদ্ধান্তরত্ন ৩য় পাদ ২২ ও ২৩ সংখ্যা)

যুবয়োঃ সর্গসংহারলীলায়া যদ্বয়ং প্রভূবিভূপক্ষয়া। অতো ব্রহ্মা সদৃশবৎ ন তত্রৈব প্রমাণকঃ। ক্রোধাধিষ্ঠিত সংজ্ঞকো রুদ্রঃ সংহারকারকঃ। অতো স্তো বিষ্ণুসম্ভবৌ প্রসাদক্রোধজৌ স্মৃতৌ। তথাপিতৎপদাবেশৌ সৃষ্টিসংহারকারকৌ। বিধিত্বমাত্মঃ তাবত্র সর্গপ্রাপিত্বকর্ত্তকৌ। সমত্বতঃ সমস্তাস্ত নেত্রে বেদা মহর্ষিভিঃ। অর্চ্চয়ন্তি হরেরেব বাসনাৎঃ ঘনিম্। যদ্বেদব্যবহারোঽপি যতঃ পতপতিস্ত যৎ। যতো বক্ত্রাৎ সতত্বং বিনির্যুক্তং প্রভুস্তে। তুরেক ভক্ত বেদত্ব তথাপুনিতিতি, অবিভক্তং ঘর্তত্বাৎ তুল্যমাত্মেব তাদৃত। সর্ব্বেষামপ্রতী বিষ্ণুঃ দেবঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশ। ইত্যাত্মা। শিবোঽপি স্বয়ং ঘনিষীদর ইতি হরেরেব সর্ব্ব-শ্বরেশ্বরত্বম্। —(সিদ্ধান্তরত্ন ৩য় পাদ ৮ম সংখ্যা)

সর্ব্বেষাং বিষ্ণুকর্ত্তৃকে বিনিয়োগে রাজের ভৃত্যবদ্ব্যাপার দেবেষু প্রতিষ্ঠিতত্ব দেবাধিকারিত্বমীশ্বরেচ্ছাধীনত্বে। যত্ত দিবাধিতি ভাবার্থ, গাং ভক্তনিবৃত্তিরিতি শ্রীভগবতাভিহিতম্। তত্র কর্ম্ম চ যে দিবাধিত্যাদি। তস্মাৎ মিথুনিভাবাদ্বকর্তৃত্বং বিষ্ণুং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধং তত্র দেবতা-বিশেষত্বম্। —(সিদ্ধান্তরত্ন ৩য় পাদ ১১ সংখ্যা)

ভক্তবেশ ধরিয়া রাজ্যের বৈষ্ণবাধিপ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, বিষ্ণুও সেরূপ অন্য দেবতাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবতাদেহে দুই বা কতিপয় হন। অতএব বিষ্ণু দেবতা হইয়াও বিশেষ দেবতা অর্থাৎ পরমদেবতা পরমেশ্বর।"

সপ্তবিংশ প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৮।২১) বলিয়াছেন,—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥"

"যাঁহার পাদনখনিঃসৃতজল ত্রিভুবন পবিত্র করে, সেই মুকুন্দ ভিন্ন আর কে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইবেন?"—এই উক্তি দ্বারাও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই যে স্বয়ংভগবান্, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 'তদীয়' বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুর সেবক বলিয়াই জগতে সকল বস্তু পূজ্য হইতেছে, বিষ্ণুর চরণামৃত বলিয়া গঙ্গা পূজ্যা, বিষ্ণুর প্রিয়া সেবিকা বলিয়া তুলসী পূজ্যা, বিষ্ণুর চরণামৃত শিরে ধারণ করিয়া বিষ্ণুর নামে ভোলা শিব পূজ্য, বিষ্ণুর শক্তি বলিয়া যোগমায়া কাত্যায়নী পূজ্যা, বিষ্ণুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া জগৎ রচনা করিতেছেন বলিয়া সূর্য্য পূজ্য, বিষ্ণুর পদযুগল কুক্ষিযুগলে স্থাপন করিয়া ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিতেছেন বলিয়া গণেশ পূজ্য, বিষ্ণুর আজ্ঞায় সৃষ্টি করিতেছেন বলিয়া আধিকারিক দেবতারূপে ব্রহ্মা পূজ্য, বিষ্ণুর সেবায় জীবগণকে দীক্ষিত করিতেছেন বলিয়া সৎসম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তকরূপে ব্রহ্মা পূজ্য, অতএব পরাৎপরতত্ত্ব বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়াই সকলে পূজ্য। জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক দেবতা, প্রত্যেক মানুষ যখন বিষ্ণু-সেবার উপকরণ হয়, তখনই প্রকৃতপ্রস্তাবে সমন্বয়ের সার্থকতা হইয়া থাকে। "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে, প্রথম সমন্বয়-অধ্যায়ে, দ্বিতীয় অবিরোধ-অধ্যায়ে, তৃতীয় সাধন-অধ্যায়ে, চতুর্থ প্রয়োজন-অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্র পরব্রহ্মেই সকলের সমন্বয় করিয়াছেন। বেদান্তের সাক্ষাৎ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দে বিষ্ণুকেই নির্ণয় করিয়াছেন। উৎপত্ত্যাদ্যধিকরণ পরমপুরুষ বিষ্ণুই জগৎকারণত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" সূত্র সেই পরমপুরুষকেই মূল কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ব্রহ্মের প্রাকৃত মনোনয়ন হইবার পূর্ব্বে যে নয়নে তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—"স ঐক্ষত", সেই নয়ন নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত;—ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন। অতএব অপ্রাকৃত পরমপুরুষ বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়।

পরমপুরুষ বিষ্ণুই সকল দেবতার প্রাণ ও মূল, সুতরাং একমাত্র তাঁহার পূজাতেই সকলের পূজা ও সন্তোষ হয়,—

"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সন্তোষিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ ভোজন করিলে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিলদেব-পিতৃঋষির পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি ভাগবত-সিদ্ধান্ত-মূলক গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত উক্তিসমূহেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অকৃত্রিম-ভাবে সকলশাস্ত্রসমন্বয় দৃষ্ট হয়। 'সমন্বয়'শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য যাহা, তাহাই ঐ সকল সিদ্ধান্তে অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। যে জিনিষটি যে স্থানে বসিবে, যাহার যেটি আসন, তাহাকে সেস্থানেই বসান হইয়াছে। কাণের গহনাকে পায়ে, পায়ের গহনাকে কাণে কিম্বা এক অঙ্গকে আর এক অঙ্গের স্থানে সন্নিবেশ করার নাম সমন্বয় নহে। ভাগবতীয় সিদ্ধান্তে সর্ব্ববেদ ও বেদান্তের সার সংগৃহীত হইয়াছে। তাই তাহাতে পরমেশ্বর বিষ্ণুকেই মূলকর্ত্তৃরূপে স্থাপন করিয়া এবং তাঁহার প্রতি শরণাগতিমূলা ভক্তি ও প্রীতিই পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজনরূপে বিচার করিয়া মূল কর্ত্তার স্থানে কর্ত্তা, কর্ম্মের স্থানে কর্ম্ম, ক্রিয়ার স্থানে ক্রিয়া, বিশেষ্যের স্থানে বিশেষ্য, বিশেষণের স্থানে বিশেষণ,—সকলগুলিই অতি সুশৃঙ্খলভাবে অর্পিত করা হইয়াছে। "সকলই সমান"—এই গোঁজামিল দেওয়া একাকার-বাদ যে সমন্বয় নহে, ইহা ভাগবতের সিদ্ধান্ত অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ লাভের ইচ্ছা বা অভ্যাভিলাষ আর মুক্তিবাঞ্ছা এইগুলি সকলই বদ্ধজীবের কাম্য অপবার্গপর ধর্ম্ম; এই

সকল অভিসন্ধিকে ত্যাগ করিয়া ভগবানের ভজনের যে সকল ছলনা, তাহা সকলই কপটতাপূর্ণ ও অনর্থাবহ। কিন্তু অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তম ভগবানে যে নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী অনুরাগময়ী প্রীতি নিত্য অনুরাগাত্মিকভক্তিবাসি-জনের আনুগত্যে প্রবাহিত হয়, তাহার সহিত অন্যদেব ঐ সকল অন্যাভিলাষপূর্ণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামনা-মূলক ধর্ম্ম এক হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ধর্ম্মের ধারণা বদ্ধদশা হইতে উদিত হয়। বদ্ধজীব পুণ্যাদি ধর্ম্মের কামনা, অর্থের কামনা বা কামের কামনা করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি মুক্ত হয় নাই, সেরূপ বদ্ধ ব্যক্তিই মুক্তি কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রীতি সে জাতীয় নহে।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বদ্ধজীবের বদ্ধাবস্থায় কল্পিত বা অনুমিত কোন ধর্ম্মের ধারণা নহে। কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের বাসনা হইতে যে সকল ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বদ্ধজীবের পরিকল্পিত বা রুচির উপযোগী। পরমমুক্ত-পুরুষগণ—যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, ভগবানের নিত্য-পার্ষদ, তাঁহাদিগের যে স্বাভাবিকী নিত্যবৃত্তি, তাহাই কৃষ্ণ-প্রীতি। সেই কৃষ্ণপ্রীতির কথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের যখন জগতের ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষপ্রীতি প্রভৃতি অন্যাভিলাষের প্রতি অনর্থময় বাসনা গুলি কাটিয়া যায় এবং জীবের হৃদয়ে নির্ম্মলচেতনের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সেবাময় ভাব ফুটিয়া উঠে, তখন যে বৃত্তি অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় যে স্বভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই কৃষ্ণপ্রীতি; অতএব নির্ম্মল চেতনের এই স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্মের সহিত অনর্থযুক্ত বদ্ধদশার ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষবাসনারূপ ধর্ম্মগুলিকে কিরূপে একাকার বা যৌজামিল দেওয়া যাইতে পারে?

কেহ যদি বলেন, পরমান্নের সহিত কিছু sompstone বা চুণগোলা প্রভৃতি মিশাইয়া সকল জিনিষটাকেই পরমান্ন বলিয়া চালান যাউক বা মহোৎসবের পরমান্নে একটা যৌজামিল দেওয়া যাউক, তাহা হইলে কি উহা কপটতা হইয়া পড়িবে না? এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ-বর্ণনায় যে 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—*

ভাগবতধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম কেন? ভাগবতধর্ম্মে সমস্ত প্রকার ফলাভিসন্ধি-লক্ষণরূপ কপটতাকে প্রকৃষ্টরূপে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মার্থকাম ত' দূরের কথা, মুক্তির অভিসন্ধিকেও বর্জ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কেবল পরমেশ্বরের প্রীতিময়ী সেবা ব্যতীত আর কিছুই নাই। নিজের তর্পণে জন্যের কোন অভিসন্ধিই তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, কেন না যাঁহারা অপরের দুঃখে অসহিষ্ণু নহেন, সেই সকল পরদুঃখদুঃখী ব্যক্তিগণই এই ভাগবতধর্ম্মের গ্রাহক। এই ভাগবতধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম্মকাণ্ডই বলুন আর জ্ঞান-কাণ্ডই বলুন, সকল ধর্ম্মেই কিছু না কিছু নিজের তর্পণের কথা চাহেন। বিদ্বের ন্যায় জগতের ত্রিতাপ হইতে মুক্তি কিম্বা অজের ন্যায় স্বর্গাদিসুখলাভ—সকলগুলিতেই মৎসরতা আছে। এজন্য ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের গোঁজামিল দেওয়া যাইতে পারে না।

অষ্টাবিংশ প্রসঙ্গ

তথাকথিত সমন্বয়বাদের যে এক বিরাট্ ভূত গণ-মস্তিষ্কের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য অনেকগুলি কথা বলা হইল। সংশয়-ওঝার এ সকল মন্ত্র যাঁহাদের কপাল ভাল, তাঁহাদেরই ভূত ছাড়াইবে। যাঁহারা ভূতগ্রস্ত থাকাকেই বড় সৌভাগ্য মনে করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার যুক্তি নূতন নূতন অস্ত্ররূপে বাহির করিয়া থাকেন। এত কথা শুনিয়াও একসম্প্রদায় বলেন, "যতই কেন বল না, তোমাদের কথা একদেশে তোমাদের ভাগবতে বা গীতায় অর্থাৎ বৈষ্ণবের পুঁথিতে বিষ্ণুতে ত' বড় করা হইয়েছে, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য-

* "পরমত্র হেতুঃ—প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ তৎ। এতদুক্তং ভবতি মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ কেবল-ভগবদারাধনফলো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। অভিসন্ধিত্যাগোঽপি ফলস্য পরমত্বমাহ,—নির্ম্মৎসরাণাং পরদুঃখদুঃখিনাং সতাং তত্ত্বাবিজ্ঞানায় তদ্ধি মূলমস্মিন্নাহ। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিদেহেষু শাস্ত্রেষু শৈষ্ঠ্যমুক্তম্। জ্ঞানকাণ্ডবিদেষ্বপ্যেতদেব মৈত্রেয়াদৌ।"

গ্রন্থ তত্ত্বদেবতাকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তোমরা কি বলিতে পার? ঐ গুলি কি প্রমাণ হইবে না? ঐ গুলি উপেক্ষা করিয়া তুমি, ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণই কেবল গ্রহণ করিবে কেন?"

ইহার মীমাংসা স্বয়ং ব্যাসদেবই করিয়াছেন এবং শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যপ্রমুখ সাধুত আচার্যাগণ তাঁহাদের বিবিধ নিবন্ধ-গ্রন্থে ঐ সকল কথা প্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীব্যাসদেবই স্বয়ং ত্রিবিধ শ্রেণীর পুরাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গুণের মধ্যে যেমন সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, পুরাণের মধ্যে তেমনই সাত্ত্বিক পুরাণই শ্রেষ্ঠ। সেই সাত্ত্বিক পুরাণে শ্রীহরির মহিমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া প্রথিত হইয়াছে, রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার আধিক্য ও তামসিক পুরাণে অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে হইয়াছে এবং সাঙ্কীর্ণ পুরাণে অন্যান্য দেবতা ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার গুণাতীত অমল নির্গুণ পুরাণ বা পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত, যাহাকে স্বয়ং ব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, নিখিল বেদ, ইতিহাস ও পুরাণের সারার্থযুক্ত প্রমাণচূড়ামণি গ্রন্থরাজ বলিয়াছেন, গায়ত্রীর আশ্রয়েই যাহার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে একমাত্র বিষ্ণুর পরমপদ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই পরাবিদ্যাতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাহার প্রমাণই সকল প্রমাণের উপরে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী ও সর্ব্বসাম্প্রতসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এবং তৎপূর্ব্বেও বহু প্রাচীন-ভাষ্যকারগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া টীকা ও নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও প্রমাণশিরোমণি বলিয়াছেন। কিন্তু দেবীভাগবতাদি পুঁথি পরবর্ত্তিকালে কল্পিত ও সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার কোন প্রাচীন টীকা বা আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা নাই।*

অনেকে কুতর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন, ব্যাস ত' একজন নহে, বহু; সুতরাং পুরাণাদি শাস্ত্র কোন্ ব্যাস্ কোন্‌টি রচনা করিয়াছেন, তাহার ঠিক কি? আর কোন্ ব্যাসের কথাই বা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব?

লোকে ভবিষ্যতে এরূপ কুতর্ক উত্থাপন করিবে দেখিয়া যিনি স্বয়ং ভগবদবতার, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই তাহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস অতীতকালে কেহ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেও অনেক হইবেন। ব্যাস শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, শ্রৌতবাণীর সংকলন-কর্ত্তা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই ভগবদাবেশ অবতার বলিয়া খ্যাত। তিনি কোথায়ও কোথায়ও ভগবৎসদৃশবাচ্য হইয়াছেন। অতএব সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অনুগত ব্যাসগণের শাস্ত্রই নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রকটিত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-নির্ণায়ক গ্রন্থ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। †

---

* এই পুরাণানামের প্রমাণে স্থিতেঽপি তেষামপি সাম্প্রদায়িক-প্রবরপ্রস্থানাচার্য্যভগবতাপ্রতিপাদকত্বাভাবেনাস্মাভির্ন্নাদরণীয়ানাং ক্ষুদ্র-মূষিকবিরচিতত্বেন দুর্ব্বিদগ্ধ ইতি ভবদাদয় এব সংপন্নাঃ। যদুক্তং মাৎস্যে,—

"সর্ব্বেষু পুরাণেষু ব্যাসাখ্যানবিচারণম্।
সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ॥
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তদ্বদত্রাপি মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ॥
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥" ইতি।

অত্রত্রয়ত্রকারৌ প্রতিপাদ্যত্ত ত্বত্ত্ব যজ্ঞসোক্তার্থঃ। 'শিবস্য চ' ইতি 'চ'কারাজ্জিবাদ্যাস্ত। সঙ্কীর্ণেষু—সত্ত্বরজস্তমোভেষু ক্রমেষু বহু। সরস্বত্যাঃ—নানাবাদ্যোক্ত-তত্ত্বপ্রকাশিকায়া বাগধিষ্ঠাত্র্যা ইত্যর্থঃ। পিতৃণাং—"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি শ্রুতেস্তৎপ্রাপক-কর্ম্মপ্রতিপাদকার্থঃ।

(তত্ত্বসন্দর্ভ ১১ সংখ্যা)

ব্রহ্মসূত্রাণাং তদ্ভাষ্যস্য চ বেদসমন্বয়ত্বাদ্ গ্রন্থঃ। উক্তঞ্চ পাদ্মে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽসৌ শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।" ইতি।

(শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যকৃত ভাগবত-ভাষ্যোপ)

---

* দেবীভাগবতের 'তিলক'-নামী আধুনিক কোন টীকাকার বলিতেছেন :—

"দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানমধিকৃত্য চ।
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্ তিলকাখ্যং মহত্তমম্।"

দেবী-ভাগবতের আর দ্বিতীয় টীকা না থাকায় 'তিলক'-নামী ব্যাখ্যা কৃত হইতেছে।

দেবী-ভাগবত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার ৭৩১-৭৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা "গীতা ও ভাগবত" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা কুতর্ক করিয়া অমল প্রমাণচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজকে পোষাকের রচিত গ্রন্থ বলিতে চাহেন, তাঁহাদের মতবাদের খণ্ডন গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঊনত্রিংশ প্রসঙ্গ

প্রধানতঃ উপাস্য ও উপাসকের ত্রিবিধ ধারণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপাস্য পুরুষ, প্রকৃতি বা পরিণামে ক্লীব (?)। উপাসক—পুরুষ, প্রকৃতি বা ক্লীব। বস্তুতঃ ক্লীবকে উপাস্য বা উপাসক বলা যায় না। কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, তিনি কিরূপে সেবা গ্রহণ করিবেন বা সেবা করিবেন? উভয়েরই ইন্দ্রিয় না থাকায় 'আনন্দ' বলিয়া কোন ব্যাপার প্রকাশিত হইতে পারে না। তাই আনন্দের ভোক্তা বা ভোগ্যকে ক্লীব বলা যেমন অযৌক্তিক, তেমনই নিরর্থক।

প্রকৃতি বা স্ত্রীকে যদি উপাস্য বলিয়া বরণ করা যায়, আর উপাসকও যদি প্রকৃতি হন, তাহা হইলে উভয় প্রকৃতি-দ্বারা কখনও আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আনন্দ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সমবায় আকাঙ্ক্ষা করে। উভয়ই প্রকৃতি হইলে বিষয় ও আশ্রয়ের ভাবাভাব-হেতু রসের উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহা প্রাকৃত আনন্দ-বাদিগণও জানেন। * উপাস্যকে প্রকৃতি রাখিয়া উপাসক পুরুষ হউন, তাহা হইলেই 'ত' পরস্পর অভাব মিটিবে, এইরূপ মতও সমীচীন হইতে পারে না, কেন না, উপাস্য যদি স্ত্রী থাকেন, উপাসক যদি পুরুষ হন, তবে উপাসক সেবক না হইয়া ভোক্তা হইয়া পড়িবেন। পুরুষের অর্থই এই যে, সে ভোগ্যরূপে প্রকৃতিকে গ্রহণ করে; পুরুষ প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব করে বলিয়াই পুরুষ। পৌরুষ-ভাবের মধ্যে ভোক্তৃত্বভাব অনিবার্য্য। যদি বল, বৈষ্ণবগণ কেন শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা করেন? তাঁহারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্যা প্রকৃতি শ্রীমতীর নিত্যাকিঙ্করীগণের অনুগতাভিমানেই আত্মবৃত্তিতে কৃষ্ণযোষিতের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণকে বা পরাৎপর তত্ত্বকে চরমে ক্লীবত্বে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃতি বা পুরুষাভিমানে জড়ের বুদ্ধি লইয়া উপাসনা করিতে যান, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃতি বা পুরুষ যে কল্পনাই করুন না কেন, ভোক্তারই আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অধিতীয় পরাৎপর তত্ত্বকে অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমজ্ঞানে, নির্ম্মল জীবাত্মা আপনাকে শক্তি বা প্রকৃতিজ্ঞানে (শ্রীগীতা ও ভাগবতের বিচারানুসারে) যে উপাসনা করেন, তাহাতেই পরমেশ্বরকে পরম ভোক্তৃত্বের পদে বরণ করা হয় এবং সেইরূপ উপাসনাতেই লীলা-পুরুষোত্তমের 'রসো বৈ সঃ', 'আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে' অর্থাৎ পরাৎপর তত্ত্বের অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে।

তাই অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেই একচেটিয়া। ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শক্তিতত্ত্ব বিভিন্ন দেবতাতে সমস্ত রসের সমন্বয় নাই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে কেহ বস্তু বা পতি বিচার করিতে পারেন না, অন্তর্যামিরূপে বাষ্টি ও সমষ্টি-রূপে অণুপ্রবিষ্ট পরমাত্মাকেও কেহ বিভিন্ন রসে আরাধনা করিতে পারেন না; যোগিগণ একমাত্র শান্তরসে উপাসনা করেন। সতীজীবন ঊর্দ্ধরেতা মহাদেবকে অপর প্রকৃতিগণ পতি বলিয়া বিচার করিতে পারেন না; কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই একাধারে সকল রসিকের সকলপ্রকার উপাসকের সকলভাবের বিষয় হইয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিতে পারেন। ●　　(ক্রমশঃ)

* এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 'উপাস্য ও উপাসক-পত্রিকা' শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

* যন্নামোদনবিস্মৃতিঃ মহতঃ শ্রীণাং ন্নয়ো মূর্ত্তিমান্।
যোগাধ্যাং যমনাহুরদ্ধা ক্ষিতিভুজাং শান্তা বলিষ্ঠোঃ পিতঃ।
যদ্ভূর্ভোজসভেবিরাড়ভিমুখঃ তস্থঃ পরং যোগিনাম্।
যুকীয়ং পরদৈবতেতি বিদিতো ব্রহ্ম যতঃ সাগ্রজঃ।
(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীল শুকদেব কহিলেন, হে মহীক্ষিৎ মহারাজ, অখিলরসকদম্বস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের কএকটি রসের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গশালায় উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই রস, সেই রসে তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীররস-প্রিয় মল্লগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইলেন এবং নরোত্তমপ্রিয় পুরীস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ নরত্ব-রূপে দর্শন করিলেন। মাতৃস্নেহ কৃষ্ণের একমাত্র নরপতি ও পশু-পালনস্নেহ-প্রিয় গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃস্বরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। পিতামাতা তাঁহাকে স্নেহের শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, অজ্ঞবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্রূপে, শাস্ত্রজ্ঞের পরমযোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সংবাদ

ত্রয়স্ত্রিংশ দিবস—৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার অনন্তচতুর্দশী—শ্রীবিলাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব। মঠে প্রাতে শ্রীপাদ দাগর-মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে নামাচার্য হরিদাসঠাকুরের তিরোভাব-লীলা পাঠ করেন। মহারাজের পাঠ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্ববৎ শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত হরিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। প্রাতে ডাক্তারপুর হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় আগমন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীজগন্নাথদাস ভক্তিতিলক মহোদয়ের ভক্তিসাধ্য 'হরিতে উত্তরোত্তর প্রীতি ও শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্টের মধুরকাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভক্তিতিলক মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে 'গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তে করি ঐক্য' এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন।

চতুস্ত্রিংশ দিবস—৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর, রবিবার শ্রীবিষ্ণুর মহোৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসিকধর্ম্মী মহোৎসব সমাপ্ত। মঠে প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ যোগাসন মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। শাঁখারীটোলায় পূর্ব্ববৎ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের পাঠ হয়।

প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ঈশান-প্রভু দাদাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ মহোদয়কে উপলক্ষ্য করিয়া সমবেত মঠসেবক-গণকে ভজনরাজ্যের বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুও তৎকালে প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন। (সময়ান্তরে ইহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।) অনন্ত-কল্যাণগুণৈকনিধি কৃষ্ণ, তাঁহার সেবা ছাড়িয়া প্রাকৃত গুণাবর্গত অনৈশ্বর্য্যদুষ্ট-শ্রীর কথায় আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে, ভক্তির অনুকূল স্বীকার, প্রতিকূল বর্জ্জন—একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমের আনুগত্যকে উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের ছলে কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বিচারে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ দূরে চলিয়া যান। (এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের যমুনাতটবর্ত্তী কুঞ্জ হইতে অন্তর্দ্ধান-লীলা—রহস্য এবং প্রেমবৈচিত্ত্য, মহিষীগীতা, ললিতমাধব, বিদগ্ধ-মাধব প্রভৃতি আলোচনা-মুখে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।) তর্কনের অন্তরায়-স্বরূপ যতপ্রকার অরিষ্ট বা ভক্তিবিরোধী যুক্তি আছে, তৎসমুদায়ের সমূলে ধ্বংস না হইলে কৃষ্ণোন্মেষের বিচার আসিবে না, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য পাওয়া যাইবে না। গীতা, ভাগবত, মহাভারত, গোবিন্দভাষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিতে হইবে, তাহাতে আগন্তুক পাণ্ডিত্যের দরকার হইবে না, গীতাপাঠী বিপ্রের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা মনে রাখিতে হইবে। আদিদাস্যের মহাপ্রভুর স্কন্ধে উঠিয়া যে জগন্নাথ-দর্শনের বিচার হইয়াছিল, তাহাতে জগন্নাথের দর্শন হয় না। দৈন্যোদয় না হইলে হরিজন হয় না। আমরা অমায়, কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, সুতরাং কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃত বিষয়ের কীর্ত্তন-মুখে স্মরণ ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর কি? 'গুণের অন্তর্গত আমি',—বিচার করিলেই ভোগী, 'গুণাতীত আমি' বিচার হইলেই মথুরা-বাস হয়। মথুরা—জ্ঞানভূমিকা। কৃষ্ণপাদপদ্ম বস্তুটি গুণজাত জগতের কোন বস্তু নহে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরণতলে স্থান দান করিলেও আমার দুর্দ্দৈবক্রমে দৈবীমায়া আমাকে অন্যত্র অপসারিত করে। 'আমার হরিজন হইল না' ইত্যাকার দৈন্য কেবল মুখে বলিবার নয়, অন্তরে উপলব্ধি করিলে আমার গুরুগিরি কমিবে, বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার যোগ্যতা লাভ হইবে। 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু, প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু,' 'হরি হরি কৃপা করি রাখ নিজপদে। কাম ক্রোধ হয় মনে ল'য়ে ফিরে নানাস্থানে বিষয় ভুলায় নানা মতে॥' ইত্যাদি গান শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগের জন্য গাহিয়াছেন, উহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে মথুরায় ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে হইবে। ঊর্জ্জাব্রত পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মথুরায় ঊর্জ্জাব্রত পালনের ফলের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ২য় লহরীর ৪৮ শ্লোক পাঠ করিতে হইবে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "সত্যং প্রসন্নস্য কিমাসুরৈর্নঃ", "অন্তরে অন্তরে আমার মন অতিমন্দ, ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-

চরণারবিন্দ"—এরূপ বিচার আসিলে বহির্জগতের বিচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। "লোকামর্যাদিভির্জাবৈরাক্রান্তং যত মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্মূর্ত্তি-সম্ভাবনা ভবেৎ", "মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন। পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥" প্রভৃতি শ্লোক কীর্ত্তনমুখে প্রভুপাদ হরিভজনকারীর দৈন্য শিক্ষা দেন। এই সময়ে বিষ্ণুপঞ্চকোত্রের পূর্ব্বে মঠের ভক্তগণ প্রভুপাদের একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ আসন-ঘরে উপস্থিত শ্রীযুক্ত গৌরহরি দত্ত মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া নবপর্য্যায়ের ষাণ্মাসিক পাক্ষিক সংস্করণের ২য় সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত "The forgetfulness of the humanists" প্রবন্ধটি পাঠ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করেন। "ইচ্ছা-শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু মাত্রই চেতন। ভগবান্—বিভুচেতন, জীব—অণুচেতন। অণুচৈতন্য জীবেরও স্বতন্ত্রতা আছে, কিন্তু তাহা ভগবদিচ্ছা-পরতন্ত্র। শ্রীভগবান্ জীবের সেই স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারের অবকাশ প্রদান করেন। ভগবান্ নিত্যসেব্য, জীব তাঁহার নিত্যসেবক, এই সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ-জ্ঞান-ক্রমে ভগবৎসেবাই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার-ক্রমে জীব মায়াধীশ-ভগবানের সেবা-বিমুখ হইয়া মায়াধীনতা-বশতঃ মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতেই আত্মবুদ্ধি করেন। কিন্তু তথাপি জীব স্বরূপতঃ ত্রিগুণাত্মক মায়িকবস্তু নহেন; সেবোন্মুখতা-ক্রমে পুনরায় স্বীয় স্বরূপধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন। ভোগ বা ত্যাগ-বিচার উভয়ই ভগবদ্দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারমূলে কল্পিত। Semitic School পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিয়া, আবার non-Semitic School পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিয়াও চরমে নির্ব্বিশেষবাদকেই লক্ষ্য করেন; জীবের স্বরূপ-বিচারে উভয়েই অন্ধ হইয়া ভগবান্‌কে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম অনন্ত চিন্বিলাসবৈভব-বিশিষ্ট দর্শনে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার-বন্ধনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া নিজ নিজ খেয়াল-চরিতার্থ করিয়া লইবার বিচার অবলম্বন করেন। ভক্তের বিচার উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা আধ্যক্ষিক জ্ঞান-পরিষ্কার উন্মুক্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে তাঁহাদের কল্পনার ছাঁচে গড়া পুতুল করিয়া পরিণামে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইতে চান না; তাঁহারা সম্পূর্ণ-ভাবে ভগবদিচ্ছা-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার কৃপালোকের অপেক্ষা করেন। শ্রীভগবান্ কলিহত দুর্গত জীবের ভ্রমান্ধকারাচ্ছন্ন অমঙ্গলগ্রস্থ বিচার হইতে জীব সকলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বার্ত্তাবাহক নিজজনকে প্রেরণ করেন।"—এই প্রকার অনেক কথা হয়। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় ৮ম সংখ্যার সাময়িক প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। কথা-প্রসঙ্গে আধ্যক্ষিক বিচারমূলে কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট-কালনির্ণয়-প্রয়াসী ঐতিহাসিকগণের উদ্ভট সিদ্ধান্তসমূহে ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রভুপাদ এইপ্রকার বলেন—কৃষ্ণের ১২৫ বৎসর প্রকটলীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকালীলার কালনির্ণয় থাকিলেও সেই কালকে ভৌম কালমাপে বিচার করিয়া তাঁহাকে সেই কালের অধীন তত্ত্ব করিয়া ফেলিতে হইবে না। তিনি কালাতীত বস্তু, তাঁহার প্রকট কাল নিত্য। যাঁহার অংশাংশের সংকল্পনাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় প্রলয় সাধিত হইতেছে, যাঁহার অংশাংশ মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেইকাল মাত্র জীবিত থাকেন, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঘড়ীর-কালাধীন হইয়া প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কোন বিষয় হইতে পারেন না। যে ব্রহ্মা তাঁহার অংশাংশেরও বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, সেই ব্রহ্মার একদিনে বা কল্পের পরিমাণেই যখন চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৪টি সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধি-সহ সংস্থাপন, তাঁহাকে প্রাকৃত কালের অধীন চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। শ্রীবিশ্বপতি গাহিয়াছেন—"কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।" প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান দিয়া কৃষ্ণকে মাপিবার চেষ্টাই জড়-মাত্রার কার্য্য। অনন্তব্রহ্মাণ্ডে তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ড-পতি ব্রহ্মার এক একদিনে কৃষ্ণের এক একবার মাত্র প্রকটদিবস। এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে তিনি যখন তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে প্রকট-লীলা সম্বরণ করেন, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে আর কৃষ্ণ-লীলা থাকিল না, তাহা নহে। কৃষ্ণ নিত্য, কৃষ্ণের লীলা-সহচর পার্ষদ নিত্য, লীলাও নিত্য; তবে 'কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'। একই সময়ে যুগপৎ তিনি তাঁহার অনন্তব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা করিতে পারেন। এই

একটীপ্রকট লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছায় অধীন। কৃষ্ণের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেই তাঁহার ভক্তজনে-প্রেম-প্রবেশ করিয়া নানা অপসিদ্ধান্তের সৃষ্টি হয়।

এই দিবস শ্রীযুক্ত ভক্তিতিলক ও ভক্তিবিলাস মহোদয় তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ৯ আশ্বিন বুধবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যাত্রা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর-সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত

শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, গিরি মহারাজ, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গাড়ীর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারীজী মোটর লইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই মোটরযোগে স্বরূপগঞ্জে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে আসেন। পথে শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ কৃষ্ণনগর-ষ্টেশনের নিকটে যে জমীটী লইয়া মঠগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীপাদ রঙ্গকারি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন-সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক স্বানন্দসুখদকুঞ্জের ঘাটে শ্রীমঠের সুধুনী মোটরলঞ্চ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তে লঞ্চে আরোহণ করেন। এদিকে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, গিরি মহারাজ ও সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়েযোগে নবদ্বীপ-ঘাটে পৌঁছান, তাঁহাদিগকে লঞ্চে তুলিয়া লওয়া হয়। ভক্তবৃন্দ সমস্ত পথ কীর্ত্তন করিতে করিতে আসেন। রাত্রি ৮টায় লঞ্চ শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ ও মঠসেবকগণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক মুখরিত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির মহোদয় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর গন্তব্যস্থল শ্রীভগবানের প্রসাদী মালিকায় ভূষিত করেন।

শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু ১০ আশ্বিন, ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি-বার অপরাহ্ণে শ্রীধাম হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তৎকালে তাঁহাদের শাঁখারীটোলার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজীর নিকট সভয়ে শ্রীধামের ও শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং গৃহের সকলকে পুনঃ পুনঃ শ্রীধাম-দর্শনের জন্য অনুরোধ করেন।

১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে সুধুনী লঞ্চযোগে কৃষ্ণনগরে শুভবিজয় করেন। ১২ আশ্বিন ২৯ সেপ্টেম্বর ৩-০০ মিনিটের ট্রেণে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে গমন করেন। ব্রহ্মচারী মহানন্দ ও কতিপয় প্রভু তাঁহাকে মোটরসহ ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু পরদিবস (রবিবার) মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদও বেলা প্রায় ১১টার সময় লঞ্চ-যোগে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় মায়াপুর পৌঁছেন। তথা হইতে ১৪ আশ্বিন, ২রা অক্টোবর প্রাতঃ ৭টায় লঞ্চ-যোগে রওনা হইয়া নবদ্বীপঘাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তথা হইতে বেলা প্রায় ১১টায় যাত্রা করিয়া প্রায় ৪টায় নৈহাটি উপস্থিত হন। তথায় ব্রহ্মচারী শ্যামমোহন কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে মোটর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫টায় মোটর যোগে, প্রায় ৫টায় প্রভুপাদ মঠে শুভবিজয় করেন। ব্রহ্মচারী মহানন্দ ও সজ্জনানন্দ প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ও কতিপয় প্রভু বরাবর মোটরলঞ্চ-যোগে রাত্রি

প্রায় ৮টার সময় মঠে পৌঁছেন। ডাঃ কুঞ্জকান্তি ওরা অক্টোবর বুধবার অপরাহ্নে যাত্রাপুর রওনা হইয়াছেন।

গত ৩রা অক্টোবর বুধবার হইতে প্রভুপাদ পুনরায় থিয়েটার-রোডের বাসস্থানে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা উপদেশ করেন। সপ্তাহকাল কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর আগামী ১১ই অক্টোবর নাগাদ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় শুভ বিজয়ের কথা হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

গত ৮ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর, রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী উৎসব সমাপ্ত হইলেও কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব নিত্য, তাহা সমাপ্ত হইবার নহে। উৎসবের পূর্ব্বে যেরূপ প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছিল, সেইরূপই হইতেছে। ৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবার প্রাতে শ্রীমদ্ ভক্তিমৈত্রেয় মহোদয় ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ গিরি মহারাজ পাঠ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর হইতে ১ অক্টোবর সোমবার পর্য্যন্ত সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। ২রা অক্টোবর সন্ধ্যায় উপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী পাঠ কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ গত ১লা অক্টোবর, সোমবার পর্য্যন্ত প্রায় একমাস চারিদিবসকাল শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই দিবস সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুদের বাড়ীতে পাঠারম্ভের পূর্ব্বে স্বামীজী ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীনারদ-বসুদেব-সংবাদ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে নারদ-প্রতি দক্ষের অভিশাপ, নারদের কৃষ্ণদর্শন-লালসায় গোবিন্দ-ভুজগুপ্ত দ্বারকায় অবস্থান, শ্রীবসুদেবের তৎসমীপে ভাগবতধর্ম্ম-পৃচ্ছা, নারদের নবযোগেন্দ্র-সংবাদ-বর্ণনমুখে ভাগবতধর্ম্ম-স্বরূপাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে স্বামীজী সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করেন। তৎকালে শ্রীযুক্ত প্রভাত বাবুর ভ্রাতা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় বাহাদুর পি, এল, মুখার্জী মহোদয় ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই দিবস (১।১০।২৪ সোমবার) অপরাহ্নে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় মহোদয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ ডাল্টনগঞ্জ যাত্রা করেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত গভর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় স্বামীজীর প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

২রা অক্টোবর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন। এইদিবস শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু তাঁহার গৃহে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। স্বামীজী ষ্টেসনে যাইবার পথে শাঁখারীটোলার বাড়ী হইয়া যান। তথায় মঠসেবকগণ কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, বোধায়ন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, কতিপয় ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রসাদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত যামিনীবাবু স্বয়ং মোটর লইয়া মঠে আসিয়া বিশেষ আগ্রহ-সহকারে মঠরক্ষক শ্রীপাদ আচার্য্যাশ্রিত প্রভুকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। সেদিন আর ভাগবত পাঠ হয় নাই। তৎপর দিবস হইতে অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর হইতে শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাটীতে বিশেষ আগ্রহে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহাদের গৃহে ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

গত ৩০।৯।২৪ মধ্যাহ্নে ঢাকা বিক্রমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ভক্তিভূষণ মহোদয় এবং তৎপরিবারে কলিকাতা ৫১।১।৫ শিকদার বাগান ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাইন মহোদয় মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্যামাচরণ বাবু পূর্ব্ব-দিবস মঠের অন্যতম ব্রহ্মচারী নিতাই দাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া আকৃষ্ট হন। ভারতী মহারাজের নিকট হরিকথা শুনিয়া তিনি আরও প্রীত হন এবং পুনরায় সন্ধ্যায় আসিয়া ভাগবত শ্রবণ করেন। এই দিবস সন্ধ্যায় মঠে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ভাগবত পাঠ করেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর (১৯৩৪) রবিবার বাদলস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ সমাপ্ত হয়। গত ৪ঠা ভাদ্র, ২১ আগষ্ট মঙ্গলবার একাদশী দিবস হইতে পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম ভাগে শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, শেষভাগে শ্রীযুক্ত হরিপদ ব্রহ্মচারিকারী পাঠ করেন।

গত কল্য (৫।১০।৩৪) শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ রাত্রি ৮ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মথুরায় যাত্রা করিয়াছেন। অদ্য (৬ই অক্টোবর শনিবার) শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বারাণসীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হরিকথা প্রচারের জন্য রওনা হইলেন। তথা হইতে ক্রমে তাঁহাদের ঢাকা-মাধ্বগৌড়ীয়মঠের দিকে অগ্রসর হইবার কথা।

সেবাশ্রয়

১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিনিধি মহোদয় তাঁহার ষষ্টিতম বর্ষ বয়সে শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে সেবাশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবের নাম দিয়াছেন—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সংক্রিয়াসারদীপিকারর্গত সংস্কারদীপিকা-লিখিত সেবাশ্রয়-পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার সেবাশ্রয়ের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই মহাত্মা ৬ষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন ভুবনপাবন বৈষ্ণব পুত্র শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত হইয়া একান্তভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। অতি প্রাচীন বয়সেও ইঁহার শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যে প্রকার উৎসাহ, ইনি এখনও যে প্রকার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, হরিবাসর জন্মযাত্রাদিতে এখনও যে প্রকার নিষ্কপট উল্লাস করিয়াও নর্ত্তনকীর্ত্তনাদিতে অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করেন, ইহাঁর দৃষ্টিশক্তি এখনও যে প্রকার প্রখর, তাহাতে দূরকের উন্নতও তিরস্কৃত হইয়া থাকে। ইনি ১৯০২ সালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমগ্র চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমে—কোন যানাদির সাহায্য না লইয়া পরিক্রমা করিয়াছেন এবং প্রত্যহ নৃত্য-কীর্ত্তন-সহ নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহার সেবোৎসাহে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ভক্তিপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। গতকল্য রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-নিদর্শন-স্বরূপ ইনি ভক্তি-বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্ররাজ ও প্রভুপাদের ব্যবহৃত বহির্ব্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৭৮ সালের ১৯ আগষ্ট এই মহাত্মা গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে প্রবেশ করেন, ১৯০৮ সালের ৩১ জুলাই রথযাত্রাদিনে ৫৫ বৎসর বয়সে ইনি প্রশংসার সহিত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার ভক্তিময় জীবনের আদর্শ সকলেরই অনুসরণীয়।

পরলোকগমন

গত ৫ অক্টোবর, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার হরি সার দিবস অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় তাঁহার কলিকাতা ৯৯।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত ভক্ত ছিলেন; শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় ইঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

গত ৫ অক্টোবর, শুক্রবার রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় ঢাকা লৌহজঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ২।৭। বি, বনমালী সরকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি কএক মাস হইল শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত হইয়া ভগবদ্ভজন করিতেছিলেন।

আমরা উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের অকস্মাৎ পরলোক-প্রাপ্তিতে বিশেষ মর্ম্মাহত। 'যস্যেচ্ছা যস্য তদ্ভক্তঃ'। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার মঙ্গল করুন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ ভগবৎ কথা শ্রবণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শোকাদি পরিমুক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনের বিঘ্ন বিদূরিত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

চয়ন

'বোম্বে ক্রনিক্‌ল্' পত্রে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বোম্বে শুভাগমন-বার্ত্তা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ তারিখের "বোম্বে ক্রনিক্‌ল্" নামক বোম্বের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে গত ২৭।৯।৩৪ প্রাতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের লণ্ডন হইতে বোম্বেভিমুখে জাহাজে বোম্বে অবতরণকালে বোম্বে গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ও অন্যান্য সজ্জনগণ তাঁহাকে যে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি আলোকচিত্র নিম্নলিখিত বিবরণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে :—

"His Holiness Tridandiswami B. P. Tirtha head of the London branch of the Gaudiya Matharriv ed in Bombay from London on Thursday. The Swami is seen seated in the centre along with his followers."

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অনাসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত।
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১; ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৪ | ১১শ সংখ্যা।

যথার্হ ও যথেচ্ছবাদ

'যথার্হ' শব্দটি অনেকের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু 'গৌড়ীয়' পাঠকের নিকট ইহা অতীব সুপরিচিত বলিয়া আমরা ঐ শব্দটি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 'গৌড়ীয়'-পত্রের প্রচ্ছদপট উন্মোচন করিবামাত্রই প্রথম পৃষ্ঠার ললাটে শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার যে দুইটি শ্লোক পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহারই অন্যতম নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে 'যথার্হ' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূ বিঃ ২।২৫৫)

ইহার পদ্যানুবাদ এই—

আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

'যথার্হ' শব্দের অর্থ—যথাযোগ্য। যথাযোগ্য ভোগের নামই—যুক্তবৈরাগ্য। এস্থানে 'ভোগ'-শব্দে জীবের কর্তৃত্ব-অভিমানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা বুঝায় না। কেবলমাত্র অনাসক্তি বুঝাইবার জন্য এস্থানে 'ভোগ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ অন্যের দৃষ্টিতে ইহা ভোগপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইলেও ইহা ভোগ বা বস্তুত্যাগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল জীবন-যাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার। মদীয় আচার্যদেব 'মনঃশিক্ষা'-নামক একটি গীতির মধ্যে ইহাই অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে, সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।

স্বজনসহিত,
[illegible] সকলি মায়ের।
তারা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই ভাঙ্গিতে করিব বৈভব।

পাঠক, যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত মহাপ্রভুর শিক্ষায় কিরূপভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই সরল কবিতার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। আমরা অনেকেই 'অনাসক্তি', 'যুক্তবৈরাগ্য' প্রভৃতি শব্দগুলির ভেংচাই শুনিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর খুঁজিয়া দেখিলে—আমরা ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া অকপট হৃদয় খুলিয়া বলিতে দেখিতে ও বলিতে বাধ্য হইব যে, আমাদের অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের ভেংচাই কেবল ঐ সকল মহাজনের আশ্রয় লইয়া স্বচ্ছন্দে ভোগ চালাইবার অভিসন্ধিমাত্র। ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একশ্রেণী ধর্ম্মধ্বজিগণের মধ্যে তাহাদের বহুরূপত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই উভয়বিধ কপটতা বা আত্মবঞ্চনার ঘারে চিরতরে বন্ধ করিতে হইবে। অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যের ভেংচাই দিয়া ভোগের চেষ্টা যেরূপ কপটতা, ভোগের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদের বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টাও তদ্রূপই কপটতা। তাই শুদ্ধভক্তগণ এই দ্বিবিধ কপটতার কোনটিরই অধীনে অস্তিত্ব হন না, অথবা ইহার এই দ্বিবিধ কপটতার কবল হইতে উদ্ধারের সন্ধান পাইলে, তাঁহারাই শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ ভগবান্‌প্রভুর শ্রীমুখের শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের উদাহরণ-স্বরূপ অনেক উদ্ভট ভোগি-সমাজে প্রচারিত ও আলোচিত হইয়াছে। হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার কথা, জলে বাসনের সহিত বা পদ্মপত্রে জলের অসংলগ্নভাবে অবস্থানের দৃষ্টান্ত, সুরুচি নটীর অন্তঃকোপিনি পূর্ণমুক্ত স্বাধীন-পুরুষ যথেচ্ছ নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তকে লক্ষ্য করিয়া ভোগি-সমাজ অন্তরে ভোগ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির তাণ্ডব সংরক্ষণ করিবার কৌশল বা বাহার করিয়া থাকেন। যখনই সাধু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে একান্ত হরিসেবাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করেন, যখনই তাঁহারা আমাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকটি কীর্ত্তন করেন, যখনই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তখনই আমরা ঐ সকল উপদেশামৃতকে আমাদের ভোগলালসার পক্ষে বিষবৎ জানিয়া যেন তাহার প্রতিষেধকরূপে "হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার" উদাহরণ অর্থাৎ অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের ভেংচাই প্রদান করিতে উদ্যত হই। পুত্র গুরুগৃহে বাস করিয়া হরিসেবা করিবার রুচিবিশিষ্ট হইলে পিতা যুক্তবৈরাগ্যের ভেংচাই দেন; অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকে বনে গমন করিয়া বা অনধিকার, অসৎসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরিভজনের কথা সাধুগণ উপদেশ প্রদান করিলে তদ্রূপ সেই অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যেরই কবচ-দ্বারা সাধুর উপদেশ হইতে আত্মরক্ষা (?) করিবার উপায় খুঁজিয়া লন। ভোটকথা, সকলেই অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যের ভেংচাই দিবারই পক্ষপাতী বা গ্রাহক, কিন্তু প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তির গ্রাহক যেন আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একদিন অপ্রাকৃত পুত্রবাৎসল্যরসিক শ্রীজগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পান যে, পুত্র নিমাই সন্ন্যাস-বেষ ধারণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণনামে বিভোর হইয়া নৃত্য, কীর্ত্তন ও ক্রন্দন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং কৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—

"হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে।
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি॥
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ৮।১৯৩-৯৪)

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসরসিক বসুদেব-দেবকী, কিম্বা দশরথ-কৌশল্যা, অথবা জগন্নাথ-শচীদেবীর যে কৃষ্ণের জন্য, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য, অথবা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য এই যে একান্ত আসক্তির উদাহরণ-স্বরূপ "গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি" প্রভৃতি প্রার্থনা, তাহার সহিত এই হেয়, বিকৃত, প্রাকৃতকল্পিত হৈত-জগতের জড়াসক্তির উদাহরণ এক নহে। অধোক্ষজ পরাৎপর-তত্ত্বের জন্য নিখিল চেতনের যে মোহ, যে আসক্তি, যে কাম, তাহাই প্রেম—তাহাই ভক্তি—তাহাই অনুরাগ—তাহাই সেবা-প্রাচুর্য্য। সেখানে অদ্বৈতবস্তুতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিরাজিত, সেখানে কোন মলিনতা, আবিলতা নাই। এইজন্যই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"আসক্তি রহিত,　　সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

অর্থাৎ যেখানে অনাসক্তি-রহিত, অথচ কৃষ্ণের সম্বন্ধ-সহিত যাবতীয় বিষয়, সেখানে সকলই মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণ—সেখানে মায়ার কোন অবকাশ নাই।

যাঁহারা অনুতাপী অর্থাৎ যাঁহারা আপাতিক বিষয়ের বিষাদ-খাতন্ত্রায় মর্ম্মাহত হইয়া অতৃপ্তির সহিত, অথবা অন্যান্য বিরক্তির সহিত বিষয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সেই সকল তথাকথিত ত্যাগি-সম্প্রদায়—মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও অনেক সময় অপরকে অনাসক্তির উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যে অনাসক্তির উপদেশ দেন, তাহা কেবল ব্যতিরেক ভাবপূর্ণ বলিয়া একদেশী অর্থাৎ 'অনাসক্তি'-শব্দের বাচ্যের কৃত্রিমতা-পরিপূর্ণ। অনাসক্তি পরিত্যাগের উপদেশ কৃষ্ণাসক্তিময় না হইলে কেবল নপুংসকের ন্যায় কোন মঙ্গলময় প্রয়োজন-উৎপাদনে অসমর্থ। মায়াবাদিগণ জড়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে বিষয় স্বীকার করিবার উপদেশ দেন, তাহার মধ্যে ব্যতিরেক চিন্তা থাকিলেও অন্বয়ের চিন্তা নাই অর্থাৎ কেবল নিষেধ-মাত্র আছে, কোনও বাস্তব বস্তুর সন্ধান নাই; কারণ বস্তু তাঁহাদের মতে—নির্ব্বিশেষ! বিষয় যদি 'কৃষ্ণ' না হইল—কৃষ্ণসেবার অনুকূল না হইল, আর কৃষ্ণ যদি 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ নিত্য না হইলেন, কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-পারিষদ-লীলা যদি আপাতিক বিষয়েরই মত অনিত্য হইল, তাহা হইলে জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তির অভিনয়-প্রদর্শন অথবা কৃষ্ণাসক্তির মৌখিকতা—সকলই কপটতাময়। উহার নাম অনাসক্তি নহে, পরন্তু অনাসক্তির ব্যতিচার বা অতীব জড়াসক্তিরই প্রতিক্রিয়া বা প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি।

অতএব প্রকৃত অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্য কি, ইহাই এখন বিবেচ্য। যে মরমরোষধির দ্বারা কৃত ছাড়াইব, উহাই যদি মেকি হয়, বা উহাতেই যদি কৃত আস্থা করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা অধিক বিপদের কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু মায়াদেবী আত্মমঙ্গল-বরণে অনিচ্ছুক আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবগণের উপর সেই বিপদটিই অনুক্ষণ সঞ্চারিত করিবার সুযোগ খুঁজিয়া থাকে; তাই যুক্ত-বৈরাগ্যের দোহাই দিয়াও আমরা অযুক্তবৈরাগী জোগী হইয়া পড়ি, যথাইবাবের অনুলাঙ্গুল বলিয়া পরিচয় দিয়াও অন্তরে যথেচ্ছাচারকেই আলিঙ্গন করি। যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত মর্ম্মটি কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের পার্শ্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"যুক্ত বৈরাগ্য" এই শব্দ-দুইটির যথার্থ বুঝে কয়।
কর্ম্মার্থ লক্ষ্য যেন ভোগেচ্ছাময়ী না হ'য়॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল করা অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল তার অস্বীকার॥
যথার্থ ছাড়িয়া দেয়া সত্য-বর্ত্ম ধরে।
রসের বশে ভোগেচ্ছাময়ী কপটমার্গ ধরে॥
ভাল খাব, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জ্জন।
ভোগিসঙ্গে রঙ্গ রঙ্গে কিবে রাত্রদিন।
ভাল শয্যা ভাল নিদ্রা ভোগে অনুক্ষণ।
ভোগেচ্ছার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি তার ভোগের রক্ষণ।
সাত্ত্বিক ভোজন তার আদর অর্জ্জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি কর উচ্চ সংকীর্ত্তন।
ভোগসেবা ছল করি বিষয় মাটি তার।
বিষয়েতে রাগ-দ্বেষ সদা পরিহার॥
পরহিংসা, কপটতা, অন্য সনে বৈর।
তবু নাহি কর তাই যদি মোর বাক্য ধর॥
বৈষ্ণব আদর কর প্রণামাদি দিয়া।
অর্থ নাই ভোগেচ্ছাকো তোষ নিমন্ত্রণ করিয়া॥
পরিজন, পরিকর-কৃষ্ণদাস-বাসী।
আত্মসম-পালনে হইবে নিষ্ঠাবান॥
স্মরণ-কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত' করিবে যুক্ত বৈরাগী হইয়া॥
কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর।
অথবা দিয়া ত' লয় সর্ব্বসুখের আকর॥
শোক-মোহ ছাড় ভাই নাম কর নিরন্তর।
জগাই বলে এবার গৌরের সনে মোর কৌতুকবিস্তর॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত-ধৃত সংস্কৃত ৩৯-৩১ পৃঃ)

শুদ্ধভক্তির অনুকূল স্বীকার ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল অস্বীকার,—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ-লক্ষণ। কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই। কোটিকণ্টকাকীর্ণ শুদ্ধভক্তিপথে মায়াদেবী প্রতিপদেই নানা বিঘ্ন ও কণ্টকের মোহন-মালিকা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার

লইয়া আবার নানাপ্রকার কপটতার উদয় হইয়াছে। আমার বহির্মুখ রুচির প্রীতিদায়ক বিষয়কে 'অনুকূল' ও বহির্মুখ রুচির অপ্রীতিকর বিষয়কে 'প্রতিকূল' মনে করিলে আমি যে দেহারামী কপটমায়ী হইয়া যাইব, তাহা 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত'কার বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সেইরূপ স্বতন্ত্র-বিচারে কৃষ্ণের সম্বন্ধ না থাকায় অর্থাৎ "সম্বন্ধ-সহিত" বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় 'যুক্ত'-শব্দের কোন সার্থকতাই থাকে না। কৃষ্ণের সহিত 'যুক্ত' হইয়া কৃষ্ণের সেবার প্রতিকূল-বিষয়ে যে বৈরাগ্য অর্থাৎ "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ" বা অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য।

এখানে আবার আর একটি কপটতার আবির্ভাবের অবসর আছে। কৃষ্ণ যদি আমার "মনগড়া-কৃষ্ণ" (?) হন এবং সেই "মনগড়া কৃষ্ণের" (?) অর্থাৎ বস্তুতঃ আমারই ভোগের আদর্শ-প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া আমি অনুকূল প্রতিকূল বিষয় নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলেও উহা যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তি হইবে না। এজগতে কৃষ্ণের সহিত যিনি সম্বন্ধ স্থাপন করাইতে পারেন, অযুক্ত জীবকে যিনি কৃষ্ণের সহিত যুক্ত করাইতে পারেন, যিনি অনুক্ষণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং যিনি প্রকৃত সৎ ও অসৎএর স্বরূপজ্ঞ, তাই যিনি সৎএর সহিত যুক্ত হইয়া অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ করিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণে সন্ধান দিবেন, সেই কৃষ্ণের সহিত অকপট, অনাবিল, সর্ব্ববিধ ব্যবধান-রহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইলে আমাদের "যুক্তবৈরাগ্য" হইতেই পারে না।

এখানেও বহির্মুখতা মানবকে অন্য প্রকার ভু-অভিসন্ধি বা বিবর্ত্তে পাতিত করিতে পারে। স্বীকার করিলাম—শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, আমাকে প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু আবার সেই বিপদ্। যে ওস্তার দ্বারা ভূত ছাড়াইব, সেই ওস্তাই যদি ভূতগ্রস্ত হয় এবং ভূতগ্রস্ত ওস্তাকেই যদি আমি 'ওস্তা' বলিয়া মনে করি, কিম্বা খাঁটি ওস্তার কাছে যাইবার অভিনয় করিয়াও যদি কপাল-দোষে তাঁহার নিকট কপটতা করিয়া আমাকে তাঁহার প্রকৃত আশ্রয় হইতে দূরে রাখি, তাহা হইলেও যুক্তবৈরাগ্য সম্ভব হইবে না অর্থাৎ গুরুক্রব বা গুরুনামধারী অসৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না, আবার কেবল লোক দেখাইবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে 'সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি' মুখে বলিলেও বা মনে ভাবিলেও যদি নিজের স্বতন্ত্রতার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া উহাকেই কার্য্যতঃ গুরু করিয়া ফেলি, তাহা হইলেও যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিব না, তাহা যথার্থবাদ না হইয়া যথেচ্ছবাদ হইবে অর্থাৎ যথা ইচ্ছা বা স্বতন্ত্রতাই সেখানে আমার উপদেষ্টা, পরিচালক বা নিয়ামক হইয়া পড়িবে, তাই 'যুক্তবৈরাগ্য'-শব্দ তাঁহার মুখেই শোভা পায়, তিনিই যুক্তবৈরাগ্যকে বরণ করিতে পারেন, তিনিই যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন—যিনি যথেষ্ট সুকৃতি-বিভূষিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের স্বতন্ত্রতার সহিত নিজ-স্বতন্ত্রতার ঐকান্তিক শাসন করিয়াছেন।

এখানে আমরা যেন নিরাশ হইয়া না পড়ি, আমার যথেষ্ট সুকৃতি নাই, সুতরাং আমি চলে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব,—এইরূপ আলস্য ও জাড্য প্রশ্রয় দিবার উপদেশ এই সময় আমাদের কর্ণে প্রদান করিতে আসিলেও সর্ব্বদাই নিরপসরভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অকপটে প্রকৃত সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণের নিকট প্রকৃত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণের জন্য সকাতর প্রার্থনা না জানাইলে, তজ্জন্য সর্ব্বস্ব সাবহিত না থাকিলে, তজ্জন্য অনুক্ষণ আর্ত্তির হুতাশন হৃদয়ে প্রদীপ্ত না রাখিলে সুকৃতিসঞ্চয়ই বা আমার কিরূপে হইবে? আকস্মিকী সুকৃতির অপেক্ষা করিতে গিয়া জীবনতরী শুষ্কভূমিতে ভাসাইয়া দিলে মঙ্গল-লাভ সুদূর-পরাহত হইবে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যুক্তবৈরাগ্যের প্রতিপালক আর একটি নারদীয় পুরাণের সুন্দর শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য়ঃ ৪র্থ শ্লোক)

তাৎপর্য্য—যে-পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে স্বীয় ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ পুরুষ সেই পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিবেন। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য না হইয়া অধিক বা ন্যূন বিষয় স্বীকার করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

উক্ত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী-টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী

প্রভু 'স্বনির্ব্বাহ' শব্দের অর্থ—"স্ব স্ব ভক্তিনির্ব্বাহ"—এইরূপ করিয়াছেন। অতএব যথাযোগ্য ভোগ বা যুক্ত-বৈরাগ্য-শব্দের দোহাই দিয়া ভক্তিবাধক ভোগের যে প্রচ্ছন্ন পিপাসা মানব-হৃদয়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য বিষয়-স্বীকারের নামই যুক্তবৈরাগ্য, আর অধিক বা কম, অযুক্ত ভোগ বা অযুক্ত ত্যাগ—উভয়ই পরমার্থ হইতে পতন। অযুক্ত ভোগী অধিক ভোগের পিপাসায় প্রমত্ত, আর অযুক্ত ত্যাগী বিষয়ের ন্যূনতা স্বীকার করিয়া আত্মহত্যা (চেতনবৃত্তি বা সেবা-বৃত্তির বিনাশ) করিতে প্রস্তুত। অতএব 'যথার্হ' শব্দের দ্বারা আধিক্য ও ন্যূনতা-রহিত স্ব-স্ব ভক্তিনির্ব্বাহ অর্থাৎ অকপট সেবা-দ্বারা কৃষ্ণের সহিত যুক্ততাই প্রমাণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা বারান্তরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীমথুরায় দামোদর-ব্রত

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকাদি-ব্রত পর্য্যন্ত যে চৌষট্টিটি ভক্ত্যঙ্গের কথা জগজ্জীবের শুভকর বলিয়া জানাইয়াছেন, তন্মধ্যে—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।১২৪-১২৫)

ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তিই এই শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গপঞ্চকে অধিকার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনপাবনী কৃপায় নানা ইতরকার্য্যে রত, স্ত্রী-পুত্রাদি কথায় ব্যস্ত, ভোগাত্মকরূপে নিমজ্জিত, অযুক্ত ত্যাগের বৃথা আস্ফালনে প্রমত্ত এবং নানা প্রকার অন্যাভিলাষ, কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভ কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকর মোহে মত্ত ব্যক্তিগণের প্রতি আবার মঙ্গলময় আহ্বান আসিয়াছে। সেই আহ্বান আর কিছুই নহে,—

"রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল—ব্রজে চল।"

শ্রীমথুরাধাম—শ্রীহরির পরম প্রিয় নিকেতন—অধোক্ষজ ভজের জন্মভূমি—বিশুদ্ধ সত্ত্বের ভূমিকা। বার মাসে বিষ্ণুর বারটি নিত্যবিগ্রহ শুক্লোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিত আছেন। কার্ত্তিকের দেবতা—দামোদর। দামোদর কৃষ্ণের একটি নাম। যশোদা বালকৃষ্ণের উদরে রজ্জুর এক প্রান্ত বন্ধন করিয়া অপর প্রান্ত একটি উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম হইয়াছে—"দামোদর"—দাম অর্থাৎ রজ্জু উদরে যাঁহার। কার্ত্তিক মাসের নামান্তর—দামোদর মাস। 'ঊর্জ্জ'-শব্দ কার্ত্তিক মাসের নামান্তর। ঊর্জ্জ-শব্দের অপর অর্থ—উৎসাহ, বল। যে-মাসে হরিসেবায় উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি হয়, বা যে ব্রতের দ্বারা হরিসেবোৎসাহ সমৃদ্ধ হয়, তাহাই ঊর্জ্জমাস বা ঊর্জ্জব্রত।

বার মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসই হরির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—

দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
তস্মিন্ সংপূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ॥
দদাতি বৈষ্ণবং লোকমিতরং নিশ্চিতং নরা।
যথা দামোদরোত্তুঙ্গবৎসলোঽভিমতোঽনৈঃ।
তস্মাত্তস্যানুগো মাসঃ স্বল্পমপ্যুপকারকঃ।
দুর্ল্লভোমানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভঃ কালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ২১ সংখ্যা-ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

দ্বাদশমাসের মধ্যে কার্ত্তিকমাসই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ঐ মাসে অল্প-মাত্র উপায়নে ভগবান্ সন্তুষ্টরূপে পূজিত হইয়াই পূজককে বৈকুণ্ঠধাম প্রদান করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দামোদর শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের নিকট 'ভক্তবৎসল'-নামে বিখ্যাত, তদীয় এই কার্ত্তিক মাসও তদ্রূপ; এই মাস স্বল্প সেবাকেও বহু করিয়া থাকে।

দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণপ্রিয় কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুর্ল্লভ।

এই কার্ত্তিক মাসকে 'নিয়মনাশ'ও বলিয়া থাকে এবং কার্ত্তিকব্রত 'নিয়মসেবা'-নামে কথিত হয়।

নিয়মেন বিনা যৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬ বিঃ ৮৫ সংখ্যা)

হে মুনে, বিনা নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য বা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করিলে 'কুলাধম' বা 'ব্রহ্মহা' বলিয়া অভিহিত হইতে হয়।

যাহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে দামোদর বা ঊর্জ্জব্রতের অন্ততঃ একমাস নিয়ম-পালন অনুকল্প-বিধিভুক্ত। সেই অনুকল্পের নিয়ম প্রত্যেকেরই রক্ষা করিতে হইবে। যিনি অনুকল্প বিধিটুকুও রক্ষা করেন না, তিনি নিশ্চয়ই অতিমুক্ত, না হয় অতিবদ্ধ; তাই নারদ গৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

মানুষং কর্ম্মভূমৌ যঃ কার্ত্তিকং নয়তে বৃথা।
চিন্তামণিং করে প্রাপ্য ক্ষিপ্যতে কর্দ্দমাম্বুনি॥
নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদূর্জ্জোঽস্য দেবতঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬ বিঃ ১০৯ সংখ্যা)

যে মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্রে কার্ত্তিকমাস বৃথা যাপন করে, সেই ব্যক্তি করস্থ চিন্তামণিকে কর্দ্দমজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ, বিনা নিয়মে যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহার প্রতি কৃষ্ণ বিমুখ থাকেন; কেন না, ঐ মাস কৃষ্ণের পরম প্রিয়।

সাধক স্বীয় শক্তিসারে কার্ত্তিকমাসে যত নিয়ম পালন ও তাহার ফলশ্রুতি শ্রুত হইলেও সকল নিয়মের উপর এক নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইবে এবং তাহাই সর্ব্ব-নিয়মের নিয়ামক হইবেন।

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাধিকারতঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৩৭, ৩৪সংখ্যা)

ইষ্টাপূর্ত্তাদি অখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে একান্ত ভক্তির সহিত অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সযত্নে বাস করিবে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সাধুগণের মুখে পূত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবে।

'কেশব'-শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা এখানে মথুরায় অধিষ্ঠাতৃ-দেবকে লক্ষ্য করিয়া মথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর, আর শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মথুরা অভিন্ন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস কার্ত্তিক-ব্রতের বহু প্রকার নিয়মের তত্তৎসেবাপর ফলসমূহ কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

অন্যাঃ পুণ্যতমা মান্যা মুনয়ো মথুরাং বিনা।
দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্ যতঃ কিল॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৬৮ সংখ্যা।)

হে মুনিবর্গ, মথুরা ব্যতীত অযোধ্যাদি অন্যান্য পুরী-সমূহ উক্ত ফলের সমান ফল প্রদান করেন, কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদাত্রী, যেহেতু এই মথুরাতেই শ্রীহরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়।

মথুরায়াং তুলাস্থেঽর্কে বৈকুণ্ঠপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে॥
যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা তত্তোঽকর্ষপরো ন হি॥
মথুরায়াং নরৈরর্চ্চ্যো দামোদরোঽচ্যুতঃ।
কৃষ্ণস্যাহি তে প্রেষ্ঠা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ব্রজন্তঃ কার্ত্তিকে বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ।
• • •
ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দ্দদ্যাদভিক্তেরন্যত্র দেবিনাম্।
ভক্তিস্তু ন মহাভোগ্যা যতো বন্ধকরী হরেঃ॥
না শ্রদ্ধয়া হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদর-পূজনাৎ॥
যজ্ঞ-ব্রত-বিহীনঞ্চ বিধিহীনঞ্চ পূজনম্।
ভবতে কার্ত্তিকে দেবো মথুরায়াং সমর্চ্চনম্॥
• • •
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পূজনাদ্দর্শনাদপি।
শীঘ্রং সংপ্রাপ্যতে ভক্তির্ব্রজন্তং যোগভবনৈঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৬৯-৭৫ সংখ্যা।)

ঊর্জ্জ অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে মথুরায় ভগবৎসেবা শ্রীকৃষ্ণের

অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধক। কার্ত্তিক মাসে মথুরা-পুরীতে হরি-সেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেরূপ মাঘ মাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে গঙ্গার পূজা, সেইরূপ কার্ত্তিকে মথুরার সেবা করিতে হয়, ইহার সমান আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই।

যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে মথুরা-নগরীতে স্নান-পূর্ব্বক দামোদরের পূজা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন।

মথুরাতে কার্ত্তিক মাস মানবগণের পক্ষে পরম দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-ব্যতীত অন্যত্র পূজিত হইয়া সেবকগণকে মুক্তি-মুক্তি-ফল প্রদান করেন সত্য; কিন্তু তিনি পরম গুহ্য ভক্তি বিতরণ করেন না; কেন না, ভক্তিই শ্রীহরির বশকারিণী। সেই জন্য যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে হরিজনগণের আনুগত্যে মথুরা-পুরীতে একবার মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারাই অনায়াসে হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

হে বিপ্র, কার্ত্তিকে মথুরাতে মন্ত্রবর্জ্জিত, দ্রব্যবর্জ্জিত ও বিধিবর্জ্জিত পূজাকেও ভগবান্ 'অর্চ্চন' বলিয়া গ্রহণ করেন।

এব সিদ্ধ হইয়াও কার্ত্তিক মাসে মথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করায় অতি অল্পকালের মধ্যে (পাঁচমাসের মধ্যে) যোগীন্দ্রমুনি সনকাদি মহর্ষিগণেরও দুর্লভ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

সেই মথুরাপুরী ভূমণ্ডলে কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর সেই কার্ত্তিকমাসের আগমনী-শ্রীতির সুর শুনা যাইতেছে।

সুলভা মথুরা ভূমৌ প্রভাবাৎ কার্ত্তিকস্য চ।
তথাপি সংসরন্তীহ নরা মূঢ়া ভবাম্বুধৌ॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ॥
যানি সন্ত্যানি তীর্থানি নদা নদ্যঃ সরাংসি চ।
কার্ত্তিকে বিশতন্ত্যত্র মাথুরে সঙ্গমক্ষণে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ১৬-১৮ সংখ্যা)

অহো! প্রপঞ্চে মথুরা কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া সুলভ হইয়াছেন, প্রতি বর্ষে কার্ত্তিকও সুলভ, কিন্তু হায়! মূঢ়তা-গ্রস্ত মানবগণ সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া রহিয়াছে।

কার্ত্তিক মাসে মথুরাতে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের পূজা করিলে আর যজ্ঞ, তপঃ ও অপরাপর তীর্থ-সেবনের আবশ্যকতা কি?

কার্ত্তিক মাসে মথুরার সকল মণ্ডলে যাবতীয় পুণ্যতীর্থ, নদ, নদী, কূপ অবস্থান করিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলে মথুরা সুলভ এবং প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসও সুলভ হইলে কি হইবে? জগতে অকৃত্রিম আচার্য্য বড়ই দুর্লভ। সেইরূপ পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যের অকপট-কৃপা-ব্যতীত সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান, মুগ্ধ মানবকোটি কি করিয়া মথুরায় শ্রীরাধা-প্রিয় দামোদরের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে? জগতে যদি সেই পর-দুঃখ-দুঃখী রাধা-নিত্য-জন আচার্য্যের কৃপা-নয়ন প্রকাশিত হয়, তবেই যে-সকল জীব ইহার নামে অর্থাৎ দামোদর-সেবা-রূপ মূলে মুগমুগান্তর-সঞ্চিত বদ্ধ হইয়া শ্রীরাধা-প্রিয় দামোদরের সেবা বিস্মৃত হইয়াছে, সেই সকল জীবের মৃত সৌভাগ্য-রবি পুনরায় উদিত হইতে পারে। বিশ্বজনকে সেই সৌভাগ্য-তিলকে বিভূষিত করিবার জন্যই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণ আজ গৌরজনের আহ্বান জানাইতেছেন,—ওহে বিশ্ববাসি! দামোদরের নাম হইতে জীব জন্ম-জন্মান্তর কখনই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, ঐ নামের গ্রন্থি যত খুলিতে যাইবে, ততই গ্রন্থি আরও কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকিবে।

তাই ঐ নামের মোহ পরিত্যাগ করিয়া—দামোদরের সেবার জন্য বিশ্ব-পরিক্রমা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ, নন্দের দুলাল, যশোদার যাদুমণি দামোদরের সেবার জন্য কার্ত্তিক মাসে মাথুর মণ্ডল পরিক্রমা কর।

যদি বল, মথুরায় গিয়া লাভ কি? পরিক্রমার পরিশ্রম বরণ করিয়াই বা লাভ কি? আমরা আমাদের ভোগের বা ত্যাগের গৃহে বসিয়াই হরি-সেবা করিব। শোন! শোন! কন্দর্পদর্প মোহিনীকে কি বলিয়াছিলেন? বিশ্ব-মোহিনী মায়া ঐরূপ যুক্তি দিতে পারে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের কথা শোন,—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভামিনি।
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৯০ সংখ্যা)

হে ভামিনি! বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিকব্রত

করিতে নাই, সর্বপ্রকারে সর্বত্র তীর্থস্থানে অর্থাৎ যেস্থানে অকপট আচার্য ও বৈষ্ণবগণ বাস করেন, সেইরূপ মধুরামণ্ডলাদি তীর্থস্থানের ন্যায় অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শ্রীবৃহদ্ গৌতমীয় প্রভুর উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি,—সাক্ষাদ্রস আশ্রয়-বিগ্রহ বিষয় বিগ্রহের সেবা করিয়া কিরূপ সুখাস্বাদন করেন, তাহা আস্বাদন করিবার জন্যই স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ লইয়া ঔদার্যময়ী গৌরমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তপাদপদ্ম কৃষ্ণ কিরূপে কাকুগণের দ্বারা সেবিত হইয়া সুখাস্বাদন করেন, কি কি বিভিন্ন প্রকারে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও সুখাস্বাদন হয়, বিষ্ণুপাদের আচরণতো শ্রীগুরুপাদ কি কি ভাবে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন ও করিবেন, তাহা আচারমুখে প্রচার করিয়া ঔদার্য্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় গত বৎসরের পূর্ব বৎসর ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ব্রজমণ্ডলের নিগূঢ়তম কেন্দ্র শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে শ্রীরাধাভজন-মাধুরীর প্রসঙ্গ যোগ্য ব্যক্তিগণ শ্রবণের অধিকার পাইয়াছিলেন। এ বৎসর শ্রীমথুরা-নগরীতে কার্ত্তিকব্রত যাপনমুখে শ্রীরূপানুগবর গৌরজন একাধারে মথুরা-বাস, শ্রীরাধা-দামোদর-শ্রীমূর্ত্তির প্রত্যহ সেবন, সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন ও ভাগবত-শ্রবণ—এই প্রধান সাধন-পঞ্চকের অবতরণ করাইবেন। কণভঙ্গুর ও বিঘ্নবহুল মানবজীবনে এরূপ সুযোগ সুদুর্লভ হইতেও দুর্লভ।

যখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনকার চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই,—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

বীররসপ্রিয় নরগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হইলেন এবং মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। নরসমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্যবাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন। অসাধু রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে, পিতা-মাতা ক্ষুদ্র শিশুরূপে ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, অজ্ঞবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্-রূপে, শান্তরস-রসিক পরম যোগীসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ঔদার্য্যরসবিগ্রহ গৌরাবতারে একমাত্র ভক্তিরস ব্যতীত কাহারও অন্য কোন রসই ছিল না। অন্যস্থান রসের নিকট অন্যাভিলাষী বিষয়িগণের প্রাকৃত রস, যোগিগণের আংশিক পারমাত্ম্যরস, নির্ভেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের অসমাক্ নির্বিশেষ ব্রহ্মরস রস বলিয়াই বোধ হইল না। সকলই এক অখণ্ড অন্বয়জ্ঞানরসের প্লাবনে পরিপ্লাবিত হইয়া পড়িল। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-লীলার বৈশিষ্ট্য। অখিল রসনিধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় অযোগ্য ব্যক্তির অধিকার নাই; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণেরই ঔদার্য্যরসময়ী গৌর-লীলায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও যোগ্যতা প্রদান করিয়া অখণ্ড ভক্তিরসে সর্ব্বাত্ম-সমর্পিত করিবার বিধান দৃষ্ট হয়,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুদ্ধিয়মজস্রেণং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিভূতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাঞ্চ আসীদ্রসঃ॥

(চৈতন্য চন্দ্রামৃতম্ ১১০ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসময় ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপদেব সেই ভক্তিযোগপদবীস্বরূপিণী তত্ত্বময়ী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপা ভূমিকা মথুরা বা মধুরা নগরীতে সাধুসঙ্গে ভাগবত-শ্রবণ, নামকীর্তনমুখে মথুরাবাস করিতে করিতে শ্রীরাধাদামোদরের সেবা আবিষ্কার করিয়া এক ঔদার্য্য-লীলা প্রকট করিতেছেন। তাঁহার কৃপায় বিষয়ী স্ত্রী-পুত্রাদি কথা, তার্কিক বৃথা শাস্ত্র-প্রবন্ধ, যোগিগণ বায়ু-নিরোধের ব্যায়াম-কৌশল, তপস্বিগণ বৃথা তপস্যার ক্লেশ

এবং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ শুষ্ক জ্ঞানালোচনার কথা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

মাথুর-মণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড-তট। ইহাই বৃন্দাদেবীর বৃন্দাবন। ইহার অধীশ্বরী—শ্রীমতী বার্ষভানবী; তাঁহার অপর নাম—কৃত্তিকা। শ্রীরূপানুগভজন-পরায়ণগণ কার্ত্তিকমাসে এই কৃত্তিকারই ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা হয়, কিন্তু রাধাকুণ্ডতটে বা বৃহদ্বন বৃন্দাবনে মধ্যাহ্নকালে গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধার সহিত শ্রীরাধার নিজ জনগণকে লইয়া তাঁহার নিজস্ব প্রেমক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীনরিতরাজ-প্রভু শ্রীমথুরামণ্ডলে সেই রাধামাধব-ভজন প্রথাই স্বয়ং আস্বাদন করিয়া হয় ত' যোগ্য নিজ-জনগণকে জানাইবেন। আমার মাধোৎসব-উত্থান-তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-তিথি-উৎসবও জগজ্জীবের প্রতি "কৃষ্ণে মতিরস্তু" গৌরসুন্দরের এই আশীর্ব্বাদ ও ভজনবিজ্ঞগণের বিপ্রলম্ভের উদ্দীপক।

প্রেমকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের আদর্শে দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলা প্রকাশ-কালে,—

"————— করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন॥"

অতএব যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে "কভু। মুহূর্ত্তমিত্যেবং" শ্লোক শ্রবণ করিয়া এই জীবনের অপতন্ত্রতা উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা এই প্রত্যক্ষ সত্যের শত শত দৃষ্টান্ত সত্যের দর্শন করিতেছেন যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী—সকলই ধন-মন্দিরের পথিক, তাঁহারা নিশ্চয়ই মথুরা আশ্রয় করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে মথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক ভাগবত-শ্রবণ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমূর্ত্তির প্রত্যহ সেবনে তৎপর হইবেন। যাঁহারা বারমাস মধ্যে সর্ব্বতঃ এই পঞ্চ শ্রেষ্ঠ সাধন অঙ্গের অন্ততঃ একটিও যাজন করিতে অসমর্থ, যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম পালন করিতে অপারগ, তাঁহারাও অন্ততঃ এই কার্ত্তিক মাসে সাধুসঙ্গে মথুরাবাসের সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না।

ভোগময়মত্ত ব্যক্তিগণ প্রকৃতি-জন-মনোভিরাম শারদীয়-উৎসবে বৃথা পর্য্যটন, অসৎ আমোদ-প্রমোদ ও ইন্দ্রিয়তর্পণে দুর্লভ মানবজন্মের অপব্যয় করিয়া থাকেন, আর পারমার্থিকগণ মথুরামণ্ডলে ভাগবতীয় শারদোৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। সেই শারদীয়োৎসব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময় ও যোগমায়া-দ্বারা সংসাধিত; সেই স্থানে মহামায়ার কোন ক্রীড়া নাই। সকলে এই শারদোৎসবে যোগদান করুন। যাহা সকল আত্মা—সকল চেতনের স্বাভাবিক উৎসব, সেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় সার্ব্বজনীন শারদোৎসবকেই বরণ করুন।

রেখা ও শব্দ

অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণ বিচার করিয়াছেন,—রেখা ও শব্দদ্বারাই এই বিশ্বের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে—পরস্পর ভাব-বিনিময় হইতেছে। রেখা ও শব্দের অস্তিত্ব ধ্বংস (?) করিলে কেবল জগচ্চক্র-মাত্র নহে, যাবতীয় সত্তাই ধ্বংস হইয়া যাইবে—এই নিরুক্ত-সত্যটি বৈজ্ঞানিকগণ উপলব্ধি করিয়াছেন।

বিশ্বের উপাসকগণ রেখা ও শব্দকে গোপের বাহন করিবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়াছেন। তৎফলে তাঁহারা যে পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহার শেষ পরিণতি—ধ্বংস। জগতে প্রচলিত ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি, সাঙ্কি, পুষ্করসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালীসমূহ আর কিছুই নহে, কেবল রেখার বিভিন্ন গতি ও পরিণতি। রেখার বিভিন্ন ছন্দ, রেখার বিভিন্ন বন্ধএক একটি রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই রূপে মানব-মেধাকে কবেরী করিয়াছে। রেখা হইতেই সাহিত্য, রেখা হইতেই গণিত, রেখা হইতেই বিজ্ঞান ও রেখা হইতেই দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার যে-সকল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহার জননী—রেখা। রেখাকে আশ্রয় করিয়াই বিরাট্ ও জটিল জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তরবারির ন্যায় শাণিত অস্ত্র কিম্বা আধুনিক বাহ্নিকগণের নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র যে বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে নাই, রেখা জগতে তদপেক্ষা অধিক বিক্রম প্রকাশ করিয়াছে। রেখা যখন

সকলকে ইহা প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার বিভ্রম প্রকাশিত হইয়া থাকে। হয় ত কোন সক্রপক্ষ শব্দগর্ভ রেখার সাহায্যে কোন দেশপ্রদেশের একাধিপতির নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিলেন; সেই রেখা-সমষ্টি দর্শন মাত্রই মাংসশোণিত-রচিত, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট একাধিপতির আসন টলিল, তাঁহার সমীপে বিজ্ঞাপিত হইল, অমনি সহস্রাস্ত্র রণতরী, শত শত ব্যোমযান, লক্ষ লক্ষ পদাতিক, অযুতযোধী সহস্র সহস্র অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইয়া উঠিল। এখানে রাজার আসন টলাইবার শক্তি কাহার?—এত পরাক্রমই বা কাহার? সকলকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে—শব্দগর্ভ রেখার।

এজন্য যাঁহারা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্, সেই বৈজ্ঞানিগণ অপ্রাকৃত শব্দগর্ভ রেখাকেই তাঁহাদের নিত্য ভজনীয় বিষয় করিয়াছেন। লেখা, লেখা প্রভৃতি যে কিছু মূর্ত্তি, তাহা অপ্রাকৃত রেখাময় হইয়াই জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন; নাম-রূপময় শব্দের সহিতও সেই রেখা যুক্ত হইয়াছে। যেমন বালকের লিখিবিকে রেখা নিরর্থক, সেইরূপ শব্দতাৎপর্য্যহীন লোকও নিরর্থক। আবার যাহারা রেখার মূল উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য, শব্দগর্ভত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া রেখার উপর ক্রোধ প্রকাশ করে, রেখাকে ভাঙ্গিতে যায়, তাহারাও ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল আকাশেই লম্ফঝম্ফাঘাত করিয়া বৃথা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মরে—তাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার কোন বোধ বা স্পর্শ পায় না। কেহ যদি ভারতবর্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রটি ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ নষ্ট হইয়া যায় না। কালাপাহাড়, আর্য্য-সমাজের প্রবর্ত্তক দয়ানন্দ, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ও মানবের লোক-পূজিত ব্যক্তিগণ অনেকেই রেখার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। আইকনক্লেষ্টিক্ বা মূর্ত্তি-ভাঙ্গাদল, আর আইকনগ্রাফার বা মূর্ত্তিসৃষ্টিকারী—ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দল—রেখার বিরোধী, দ্বিতীয় দল—কাল্পনিক রেখার সৃষ্টিকারী। ইঁহারা উভয়েই জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে রেখাকে অনিত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কালাপাহাড় শ্রীমূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস করিবার চেষ্টা দেখাইয়া বস্তুতঃ আকাশেই লম্ফঝম্ফাঘাত করিয়াছে, অথবা স্বাভাবিক ছিদ্রিলার চেষ্টা করিয়াছে, অপ্রাকৃত তাৎপর্য্যপূর্ণ রেখাময় শ্রীমূর্ত্তিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ক্রুদ্ধের পদদেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই, ছায়ার পদদেশই স্পর্শ করিয়াছে; তাই তাহাদের এত ক্রোধ, এত ঝাল। যেমন রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিল।

রেখার দ্বারা অঙ্কন এবং শব্দের দ্বারা ভজন হয়। রেখা শব্দকে উদ্দেশ করে বা শব্দমুখেই প্রকাশিত হয় ও তাৎপর্য্য প্রচার করিয়া থাকে। এইজন্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুসারে শব্দ-মুখে বা শব্দের অনুসরণ হইয়া অর্চ্চনের প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা শব্দ বা শ্রী-নামকে অনিত্য জ্ঞান করে, তাহারা রূপ বা রেখাকেও অনিত্য কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। রেখা যেখানে নিত্য বাস্তবতত্ত্বের অবতার, সেখানে তাহাকে অনিত্য বলা যায় না। শব্দ যেখানে অধোক্ষজ, পরাৎপরতত্ত্বের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, সেখানে সেই শব্দ ব্রহ্মবস্তু, তাহা অনিত্য নহে।

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—শ্রীচরিতামৃতের এই বাণী হইতে জানিতে পারি যে, অপ্রাকৃত রেখা প্রাকৃত মানবস্পৃষ্ট রেখার ন্যায় অনিত্য বা ক্ষুদ্রের বস্তু নহে, তাহা সাক্ষাৎ পরাৎপরতত্ত্ব। জগতে যত প্রকার সাধনের প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে বা হইবে, তাহা যদি অপ্রাকৃত রেখা ও শব্দের পাদপদ্মে দীক্ষিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সাধন-প্রণালীর দ্বারা অপরের কল্পনামাত্র লাভ হইবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে দেখা যায়, জগতে যত প্রকার সাধন-প্রণালীই আবিষ্কৃত হউক না কেন, ঐরূপ সমস্তই অপ্রাকৃত রেখাতত্ত্ব ও অপ্রাকৃত শব্দতত্ত্বেরই বিকৃত অনুকরণ। এজন্য ঋষিগণ বলিতে বাধ্য হন যে, শব্দই একমাত্র বেদের সাধন ও সাধ্য। শব্দতত্ত্বে রেখাতত্ত্বের অভাব নাই বা রেখার প্রতি বিদ্বেষও নাই। শব্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, চৈতন্যবিগ্রহ পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়। শ্রুতি ও বেদান্তে এই রেখা ও শব্দেরই প্রসঙ্গ ও মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের চরম সূত্র এই শব্দতত্ত্বেরই গান গাহিয়াছেন।

শব্দই অর্চ্চাকারে—রেখা, রেখাই বাণীরূপে—শব্দ। রেখা ও শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ। অধোক্ষজ তত্ত্ব অপ্রাকৃত রেখা ও শব্দ—এই দুইরূপে জগতে আবির্ভূত। এই দুইরূপ অধোক্ষজতত্ত্বের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

'নাম', বিগ্রহ,' 'স্বরূপ'—তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ-দেহী, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩০-১৩৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরিষ্ট এই বাক্যের দ্বারা রেখা ও শব্দব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

অপ্রাকৃত রেখা বা লেখাবতার এই জগতে বদ্ধজীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা করুণাময় অবতার। যে-কালে এই প্রপঞ্চে কৃষ্ণলীলা প্রকাশিত না থাকেন, অপ্রাকৃত রেখা বা অর্চ্চাবতারই সে-কালে কৃষ্ণলীলার উদ্দীপক ও পালক হইয়া থাকেন। শত শত জন্ম এই অপ্রাকৃত রেখাবতারের আরাধনা করিলে জীবের অপ্রাকৃত শব্দময় জগতে মুখী-লাভ হয়। মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, প্রথম শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ও নাম-সংকীর্ত্তন—এই পঞ্চ প্রধান ভক্তাঙ্গের মধ্যেও অপ্রাকৃত রেখা ও শব্দব্রহ্মের আরাধনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ ও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফলে সেবোন্মুখ-চিত্তে অপ্রাকৃত রেখা ও শব্দের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন হইয়া একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন বা অধোক্ষজ-সেবার প্রবণ-কীর্ত্তনেই রত, তাঁহারাও অযাচিত অধিকারিগণের উপযোগী রেখা বা শ্রীমূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধ নহেন। শব্দব্রহ্মে যখন রেখা তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখন অযাচিত অধিকার অপসারিত হয় এবং মহাভাগবত-অধিকারে অপ্রাকৃত রেখার ভাবসেবার প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে,—তখনই "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মথুরার তার

মথুরা হইতে প্রেরিত মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের তারের সংবাদে প্রকাশ, তিনি সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য মথুরার সুপ্রসিদ্ধ ডাম্পিয়ার পার্কে 'গঙ্গাভবন' নামক সুপ্রশস্ত অট্টালিকাটি স্থির করিয়াছেন। 'গঙ্গাভবন' ও বিশ্রাম ভূমির উপর অবস্থিত। ইহাতে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত আছে। প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত এই ভবনে অবস্থান করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা

গত ২৪ আশ্বিন, ১৩৪১, ইং ১১ অক্টোবর, ১৯৩৪ শুক্রবার রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটের কাল্‌কাটা-দিল্লী-কাল্‌কা মেলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীমথুরাধামে শুভযাত্রা করিয়াছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মঃ মঃ গৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বাসাধিকারী বি-সেদি, শ্রীমান্ অংশুধর সান্যাল, শ্রীমান্ গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ বহু ভক্ত প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ছাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত বহু ভক্ত প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুপ্রেরণায় ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্ম মুখরিত হইয়াছিল। বহু আগন্তুক ব্যক্তি সেই সুযোগে প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও বন্দনার সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা স্বনামধন্য ধার্ম্মিকপ্রবর ও, এন, মুখার্জ্জী মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় সপুত্রক, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ বহু সুগন্ধি পুষ্পস্তবক ও মাল্যাদি-সহ ষ্টেশনে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পূজা বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, গিরি মহারাজ, প্রমথনাথ রায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দও পুষ্পমালা দ্বারা প্রভুপাদের গলদেশ বিভূষিত করিয়াছিলেন। যামিনীবাবু স্বয়ং প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠটি বিবিধ সুগন্ধি-পুষ্পস্তবকদ্বারা সুশোভিত করিয়া প্রভুপাদপদ্মে তাঁহার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া-

ছিলেন। প্রভুপাদ বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হইয়া ভক্তগণের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতে থাকেন। অতঃপর ভক্তগণের প্রভুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণতি ও বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে যথাসময়ে বাগ্মীপ্রবর প্রভুপাদকে লইয়া কীর্ত্তনের অগ্রগমন হইতে সকলেই প্রেমানন্দে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কুঞ্জিয়র, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীভববন্ধুচিহ্ন দাসাধিকারী, শ্রীজগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব, মিঃ এন, জি, ঘোষ, ডাঃ নীহার কান্ত নাগ, কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত, শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযশোদানন্দন ভাগবত কুমার, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী প্রমুখ বহু ভক্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মঠের শাঁখারীটোলা হইতে শ্রীযুক্ত ললিত বাবুর বৃদ্ধা মাতা ও গৃহের প্রায় সকলেই এবং কলিকাতার অন্যান্য স্থান হইতে বহু সজ্জন প্রভুপাদের মথুরা-যাত্রা দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। এই দিবস শাঁখারীটোলার বাড়ীতে শ্রীপাদ গিরি মহারাজের পাঠ বন্ধ ছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

৭ অক্টোবর রবিবার প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ঢাকা-শ্রীরাধাগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা-মেলে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভাগমন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ ভক্ত সেবা-প্রাণ শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীগিরিধারী (গোবর্দ্ধনশিলা) শ্রীবিগ্রহের সেবা-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

ভক্তিবিজয় প্রভুর বিশেষ আগ্রহে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রচারবিভাগাধ্যক্ষ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, ব্রহ্মচারী শ্রীদ্যুতীমোহন, ব্রহ্মচারী-শ্রীনবগোপাল, ব্রহ্মচারী শ্রীসত্যগোবিন্দ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ সেবকবৃন্দ ভক্তি-বিজয় প্রভুর গৃহে গমন করিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। প্রায় ৬-৩০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার থিয়েটার রোডস্থ বাসস্থান হইতে শ্রীপাদ আচার্য্যাশ্রিত প্রভু, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর ভবনে শুভ-বিজয় করেন। প্রভুপাদ আসিবামাত্র সমবেত ভক্তিবিজয় প্রভু শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনিসহ জয়ধ্বনি-দ্বারা এবং মঠসেবকগণ মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-মুখে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে সমস্ত গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রভুপাদের আসন পূর্ব্ব হইতেই সুসজ্জিত ছিল। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রভুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করেন। ভক্তিবিজয় প্রভু পরমশ্রীগুরুবাসরে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং পদদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও তাঁহার অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-পূজার সৌভাগ্য বরণ করেন। (এই সময় শ্রীপাদ গিরি মহারাজের শাঁখারিটোলার শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে পাঠে যাইবার কাল উপস্থিত হওয়ায় তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুমতি পাইয়া কএকজন ব্রহ্মচারিসহ তথায় যাত্রা করেন।)

অতঃপর প্রভুপাদ সমবেত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ-সমীপে প্রায় ১ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া শিলাগুরু ও শ্রীগোমতীশিলা এবং শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা-পূজার বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "হরের্নমৈব নমনা হরিদাসবর্য্যঃ" প্রভৃতি শ্লোক, ইন্দ্রযাগের যাবতীয় উপকরণ-সহ ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ-পূজা ও গিরিরাজের সাক্ষাদ্ভাবে তৎসমুদয় অঙ্গীকার প্রভৃতি প্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুস্থলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে গোবর্দ্ধনশিলার সেবা প্রদান এবং শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পূজাকালে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন প্রভৃতি প্রসঙ্গ-বর্ণন-মুখে ভজন-রাজ্যের বহু গূঢ় রহস্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সমস্ত আত্মমঙ্গলকর উপদেশ আমরা সময়ান্তরে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিবার আশা পোষণ করিতেছি। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর দ্বিতল-স্থিত ঠাকুর ঘরে গিয়া স্বহস্তে শ্রীগিরিধারীর পাদপদ্মে চন্দন-

তুলসী-গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজা এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদির আদর্শ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ভক্তিবিজয় মহোদয় গল-লগ্নীকৃতবাসে বারম্বার শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম-দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের গভীর আর্ত্তি নিবেদন করেন এবং বৈষ্ণবগণে করযোড়ে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকেন,—মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর কৃপায়ই তিনি আজ তাঁহার গৃহে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদার্পণের প্রার্থনা প্রাপ্তির পরম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আচার্য্যত্রিক প্রভুর কৃপাদেশে মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রেম-বিজ্ঞানরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন-কালে প্রেসিডেন্সী-কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রমুখ কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মঠসেবকগণের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

৮ অক্টোবর, ১৯৩৪ সোমবার শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যায় শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে হরিকথা বলেন। 'মন্নামাদিধ্বনিঃ' (ভাঃ ১০।৪৩.১৭), 'শ্রীপুত্রাদিকথাং জহ্যাদিত্যাদিঃ' (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত) প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা-মুখে ভক্তিসম্বন্ধে অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার মতের হেয়ত্বোপলব্ধি, তথা "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥"—(চৈঃ চঃ ম ২২।১২৪-১২৫) প্রভৃতি পয়ার ব্যাখ্যা-মুখে সাধুসঙ্গ-ব্যতীত নামকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনের সর্ব্বৈব নিরর্থকতাদি বহু সারগর্ভ বিষয় কীর্ত্তন করেন। মঠে আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় এই দিবস রাত্রে প্রভুপাদ মঠেই অবস্থান করেন।

৯ অক্টোবর, ১৯৩৪ মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীপাদ পাারী-মোহন ব্রহ্মচারী, নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, বসন্তরাজ ব্রহ্মচারী, সত্যরঞ্জন সাহানা বি-এ প্রভৃতি কএকজন শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরযান-যোগে মথুরা যাত্রা করেন।

ঐদিবস (৯।১০।৩৪) সন্ধ্যার বোম্বের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পদ্মশ্রী রায়সাহেব প্রোপ্রাইটর শেঠ ভিখন চাঁদ মহোদয় তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীসহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার ম্যানেজারও ছিলেন। শেঠজী ইহার দুই তিন দিন পূর্ব্বেও একবার মঠে আসেন। উক্ত দিবসই শ্রীপাদ গিরি মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর বোম্বে প্রচার-কালে শেঠজী স্বামিজীর সহিত পরিচিত হন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে মঠমন্দির দর্শন করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া যান। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট প্রথমে হিন্দিতে ও পরে ইংরাজী ভাষায় কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১০ অক্টোবর বুধবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় হাইকোর্টের চীফ্‌জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈবাহিক শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট 'লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং', 'তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত', 'বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসং' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে প্রকৃত গুরু ও ত্যাগ, ভক্তি ও অভক্তি প্রভৃতির বিচার প্রদর্শন করিয়া 'যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥', 'তাংস্তান্ হ্যবিদধেদ্ভূতিস্তিমিরান্ধ', 'কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হ'তে কৃষ্ণ তারে করে পার', 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো,' 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' প্রভৃতি শ্লোকের আলোচনা-মুখে একঘণ্টা যাবৎ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রমথ বাবুর স্ত্রী বিশেষ ভক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী। হরিকথা শ্রবণে তাঁহার আগ্রহ প্রশংসার্হ (আমরা এই সকল কথা পরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছি)। এই সময় (রাত্রি প্রায় দশঘটিকার) শ্রীধাম মায়াপুর হইতে (ই আই আর দিয়া) শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, ভাগবত মহারাজ, ভক্তবিলাস প্রভু, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছেড্‌মাষ্টার ভক্তিবান্ধব প্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা উপদেশ-কালে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, মহেন্দ্রসিংহ কলেজের ডিসপেন্সারীর শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী সি-এস্‌পি, শ্রীযুক্ত জগদীশ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রমুখ

ভক্তবৃন্দকে পাইয়া প্রভুপাদ মথুরায় উদ্ধারিত স্থানের অবস্থা, মথুরায় ভাগবত-প্রচারপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন। ভোগবতী উদ্যানের দৌহিত্র কৃষ্ণ, পুত্র বলের ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে। কিন্তু ঘটিল তাহার বিপরীত। কৃষ্ণজ্ঞান-বুদ্ধিকা মথুরা। তাহার এখানে পুরুষ-রূপ প্রকটিত। অত ভগবানের ভক্তাবিষ্কারেই এখানে লীলা। তাহার ব্রজমণ্ডলেই কৃষ্ণের এই লীলা সম্পাদিত। কৃষ্ণের ব্রজকর্ম, চানুর-মুষ্টিকাদি বংশীনাদ তাহার উপলব্ধি হইতে কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানের [illegible] প্রভৃতি আরও অনেক কথা হয়। প্রাতঃ মধ্যাহ্নে শ্রীল হেরম্বচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিনিলয় মহোদয় আসন করেন। শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঐ দিবস পুরাতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার

স্বামী বনের প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

লণ্ডন হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ, লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আগামী ২১শে অক্টোবর (১৯৩৪) অপরাহ্ণ ৮-২৪ মিনিটের সময় লণ্ডন লিভারপুল ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া ইয়ার্মাউথের হক নামক স্থানে অবতরণ করিবেন। তথা হইতে নিম্নারণ্যাডের ফুর্ণ নামক স্থানে ভূতপূর্ব্ব কাইজার (সম্রাটরাজ) দ্বিতীয় উইলহেল্ম্ (Wilhelm II) এর সহিত ২২শে অক্টোবর সাক্ষাৎ করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। এই তারিখেই স্বামীজী রাত্রির গাড়ীতে ফুর্ণ হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর বেলা ১১ ঘটিকার সময় বার্লিনে উপস্থিত হইবেন।

২৪া নভেম্বর তারিখে স্বামীজীর Herrn Reichsfuhrer Adolf Hitler (বর্ত্তমান জার্ম্মাণাধিপতি) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ৬ই নভেম্বর স্বামীজী "Werpeauss-chuss fur Deutsch Inbische Verstandigung" নামক স্থানে বক্তৃতা করিবেন। এই বক্তৃতায় হার্র হিটলার মহোদয়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং External Politicsএর রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বিশিষ্ট অতিথিরূপে (Guests of Honour) বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Edward Spranger এবং ধর্ম্মের তুলনামূলক ইতিহাসের অধ্যাপক Dr. Witte আগামী ৬ই (৯ই ?) নভেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আগামী ১২ই নভেম্বর অপরাহ্ণে লিপ্‌জিগ্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। তিনি পূর্ব্বাহ্ণে বার্লিন পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে লিপ্‌জিগ্ পৌঁছিবেন এবং তথায় অধ্যাপক Dr. Joachim Wach মহোদয়ের অতিথি হইবেন।

১৩ই নভেম্বর অপরাহ্ণে হালি (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। প্রাতঃকালে লিপ্‌জিগ্ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজী দ্বিপ্রহরে হালি সহরে উপস্থিত হইবেন এবং রাত্রিকালে অধ্যাপক Dr. H. W. Schomerus মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করিবেন।

১৪ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে স্বামীজী হালি সহর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় লিপ্‌জিগে উপস্থিত হইবেন এবং অপরাহ্ণে তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত আলাপ করিবেন।

১৫ই নভেম্বর স্বামীজী দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Kruger মহোদয়ের অতিথি হইবেন এবং Philoso-phische Gesellschaft দলে বক্তৃতা করিবেন।

১৬ই নভেম্বর স্বামীজী লিপ্‌জিগ্ পরিত্যাগ করিয়া ড্রেস্‌ডেন সহরে উপস্থিত হইবেন। তথায় অপরাহ্ণে Vereinshausএ বক্তৃতা করিবেন।

১৭ই নভেম্বর স্বামীজী ড্রেস্‌ডেনের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং অপরাহ্ণে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবেন।

১৮ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে স্বামীজী দর্শন-প্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া ড্রেস্‌ডেন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাত্রির ট্রেণে 'প্রাগ্'-অভিমুখে যাত্রা করিবেন। প্রাগ্ চেকোস্লোভেকিয়া নামক প্রদেশে অবস্থিত।

১৯শে নভেম্বর প্রাতে 'প্রাগ্'এ উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ণে জার্ম্মাণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন।

২০শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী 'প্রাগ্'এর প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন করিবেন, অপরাহ্ণে চেকোস্লোভেকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন এবং অধ্যাপক Dr. Winter-nitzএর সহিত অবস্থান করিবেন।

অষ্ট্রিয়ায় স্বামী বনের প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

আগামী ২১শে নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে চেকোশ্লোভেকিয়ার 'প্রাগ্' পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপাদ বন মহারাজ অষ্ট্রিয়ার ইয়েন (Wien) নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন এবং অপরাহ্ণে এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন।

২২শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী Wienএ অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন। সায়ংকালে তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত স্বামীজীর আলাপ হইবে।

২৩শে নভেম্বর স্বামীজী Wien পরিত্যাগ করিয়া Munchenএ উপস্থিত হইবেন। সন্ধ্যাকালে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। এই স্থানে স্বামীজী Dr. Thiersfelderএর অতিথি হইবেন।

২৪শে নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে স্বামীজী Munchenএর প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিবেন এবং অপরাহ্ণে বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত আলাপ ও দর্শক-মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবেন।

২৫শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী Munchenএর দর্শক-বৃন্দকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্ণে তথাকার "আর্য্যান একাডেমী"তে বক্তৃতা দিবেন।

২৬শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী দর্শনার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্ণে দর্শ-যোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন। সায়ংকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মণ্ডলীর সহিত আলাপ করিবেন।

২৭শে নভেম্বর স্বামীজী Munchen হইতে ফ্রাইবার্গে (Freiburg) উপস্থিত হইয়া সায়ংকালে তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন। এই স্থানে স্বামীজী অধ্যাপক Dr. Heideggerএর অতিথি হইবেন।

'সাউথার্ণ ইণ্ডিয়া ব্রাহ্মসমাজে' শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকের বক্তৃতা

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ৬ অক্টোবর শনিবার মাদ্রাজ, সাউথার্ণ ইণ্ডিয়া ব্রাহ্মসমাজের ৯৭ নং অর্ণস্ পিল্লাই ষ্ট্রীটস্থ (ভেপারীজোর, সাউথ্যাম্পটনের নিকটবর্ত্তী) সমাজগৃহে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক্রমণীর একটি বিশেষ অধিবেশনে "শ্রীমন্মহা-প্রভুর জীবন ও শিক্ষা" (The Life and Message of Lord Gauranga) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সমাজের সম্পাদক মিঃ টি, এস্ সিংহমহোদয় এই বক্তৃতার বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-দ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষিত করিয়াছিলেন।

চয়ন

[মাদ্রাজের "সাল্‌ভে টাইম্‌স্" পত্রের ৭ অক্টোবর, ১৯৩৪ রবিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Hitler To Hear Hindu Monk

Invited as State guest

Hitler has invited Swami Bon of the London Gaudiya Math to be his State guest when he will grant the Swamiji an interview on November 2.

Baroness Phulitz of Berlin, states that some of Herr Hitler's selected associates as well as some important representatives of the office of the External Politics of Germany will attend the lecture of the Swami on November 6th, before the "Propoganda Committee for the understanding between Germany and India" at Berlin.

The ex-Kaiser also has invited Swami Bon to Doorn for a religious talk.

["য়্যাড্‌ভান্স্" ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ শনিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Swami Bon invited to Doorn.

Ex-Kaiser's enquiry about India's Religion

London (By Air Mail)

In his way to Germany Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math has been engaged to interview the ex-Kaiser Wilhelm II at Doorn (Holland) on the 23rd of October next, when the ex-Kaiser will be pleased to hold some intimate discussions with the Swamiji on Indian religion It may be noted that such an outstanding

('অমৃতবাজার পত্রিকা', নগর-সংস্করণ ৭ অক্টোবর ১৯৩৮ তারিখের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Indian Religion And Herr Hitler
Gaudiya Math Preacher Invited

London (By Mail)

Herr Reichsfuhrer Adolf Hitler, the President and Chancellor of Germany through the office of the External Politics of the German Government has invited Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Mission as a State guest of Honour for an interview with him on and November. Herr Hitler is expected to hold important religious discussions with Swamiji as a representative of India, the home of ancient culture and religion. The discussions will probably be in connection with Herr Hitler's idea of further developing the newly established Reich church in Germany.

Baroness Putlitz informs that some of Herr Hitler's selected associates as well as some important representatives of the office of External Politics of the German Government will be special guests of honour at a lecture of the Swamiji on the 6th November at the "Werbeausschuss fur Deutsh Indische Verstandingung" (Propaganda Committee for the understanding between Germany and India) in Berlin.

মহাপ্রভুর আলয়

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গত ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত গৌড়ীয় পত্রের ১২শ খণ্ডের ৪০ তম সংখ্যায় এবং গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ ও ১২ই আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত নদীয়াপ্রকাশ পত্রের ৭০ ও ১০১ সংখ্যায় তালিকাভুক্ত সজ্জনগণের নাম অনুসরণক্রমে যে সকল ভাগ্যবান্ সুধীজন শ্রাবণমাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য যথাসাধ্য মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সকল মহাত্মব্যক্তির অনুসরণপূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইবেন, তাঁহাদিগেরও নাম যথাসময়ে গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ পত্রে প্রকাশিত হইবে এবং তাঁহাদিগের সেবাও আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত স্বীকৃত হইবে।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীভক্তিরঞ্জন দাস (ব্রহ্মচারী, সেবাকোবিদ)
রক্ষক, শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সাহায্যদাতৃগণের তালিকা

১। শ্রীবিনোদ গোপাল দাস (মহাপাত্র) সাউরী মাসিক	২৲
২। শ্রীসন্তোষ কুমার বসু, কাটিহার	২৲
৩। শ্রীঅচিন্ত্য মহাপাত্র, কটক	১৲
৪। শ্রীত্রিলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, ওয়ারি (ঢাকা)	১৲
৫। শ্রীশ্যামসুন্দর জানা, কেশিয়ারি ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পণ্ড, শ্রীহট্ট	১৲
৬। শ্রীবামদেব মহাপাত্র, বাণীমপাহার (বালেশ্বর)	১৲
৭। শ্রীশরৎচন্দ্র চন্দ্র শিবপুর (হাওড়া)	১৲
৮। শ্রীমনোমোহন বসু, কলিকাতা	১৲
৯। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় (ভক্তিরত্ন) টালা, কলিকাতা	১৲
১০। শ্রীঅধোক্ষজ দাস অধিকারী, পাঙ্গে।	১৲
১১। শ্রীবিধুভূষণ কর ও অশ্বিনী কুমার সরকার বহরমপুর	১৲
১২। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল, তালপুকুর (২৪ পরগণা)	১৲
১৩। শ্রীসজনী কান্ত হাজরা, কলিকাতা	১৲
১৪। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরানগর (কলিকাতা)	

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী কল্য হইতে শারদীয়া পূজাবকাশোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গৌড়ীয় আগামী সপ্তাহে অপ্রকাশিত থাকিবেন। অর্থাৎ ষষ্ঠবিংশ সংখ্যা গৌড়ীয় আগামী ১০ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর শনিবারে প্রকাশিত হইবেন।

আগামী ৩০ আশ্বিন (ইং ১৭।১০।৩৪) হইতে ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসবারম্ভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যং
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত।
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় ষষ্ঠ, শনিবার, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪১; ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৪ | ১২শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রাবণীয় পূজাবকাশের পর "গৌড়ীয়ের" পাঠকগণের সহিত আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎকার হইল। বিজয়া-দশমীর পর প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় পরস্পর সম্ভাষণ বঙ্গদেশীয় একটি সামাজিক ও ব্যবহারিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা অকপট পারমার্থিকগণের দাসানুদাসের পদবী বাহা করি। আমাদের লৌকিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবন পরমার্থের মূল-মন্ত্রে পরিচালিত হইলেই উহা সার্থকতা লাভ করিবে।

বিজয়া দশমী তিথি বঙ্গদেশের লৌকিক সমাজে যে ভাবে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার পারমার্থিক তাৎপর্য্য ঠিক সেইরূপ নহে। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশে কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ ধারণা প্রবাদের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে। যেমন রামচন্দ্র কর্ত্তৃক মহামায়ার অকাল-বোধন প্রভৃতি ঘটনা। বস্তুতঃ ইহা প্রামাণিক বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত ও কথকগণের কল্পিত বা মাত্র।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমান্‌কে অগ্রণী করিয়া বানর-সৈন্যগণের সাহায্যে লঙ্কা বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া পাপতাপ-বিনাশিনী এই পুণ্যময়ী তিথির নাম "বিজয়াদশমী" হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা তথা অনুগ্রহোপাসনার প্রতীকস্বরূপ রাবণকে বধ করিয়া আনন্দভরে সকলকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণাদি করিয়া-ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বৈর জগৎকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন, স্বৈরতা অর্থাৎ দশমী-আসক্তি জীবের জন্য নহে। উহা একমাত্র ভগবদ্বস্তুরই স্বাভাবিক ব্যাপার। যাহারা দশ-পত্নীর প্রতি আসক্তিকে ধর্ম্মের নামে চালাইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধী।

এই বিজয়াদশমীর উপলক্ষে মথুরা-মণ্ডলের সর্ব্বত্র রাসলীলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বিজয়াদশমী তিথিতে রাবণ-বধ প্রভৃতি লীলার অনুষ্ঠান এ প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত। আমরা শ্রীচরিতামৃতেও দেখিতে পাই,—

বিজয়া-দশমী—শত্রু-বিজয়ের দিনে।
রামরাবণ কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু লঙ্কাগাছ লঞা।
দন্ত-পাড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'রাঁড়ারে রাবণ' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে॥'

(চৈঃ চঃ মঃ ১৪।

সুবিখ্যাত গ্রন্থের লেখক শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভু এই ব্যাপার হইতে জানিতে পারি, বিষ্ণুবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ—শত্রুতার প্রতি ক্রোধই ভগবদ্ভক্তির নিদর্শন ও প্রকৃত হরিতোষ স্বভাব। বিজয়াদশমীর দিন শত্রু-মিত্রভেদ সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—এইরূপ কপট ব্যবহারিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া কেহ যেন ভগবদ্-বিদ্বেষ, ভক্তবিদ্বেষ, পাণ্ডিত্য বা অসৎ সঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া না বসেন। অসৎসঙ্গত্যাগই পারমার্থিকের আচার। সেই অসৎসঙ্গ দুই প্রকার—স্ত্রী-সঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্ত-সম্প্রদায়।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণের কেহ কেহ স্বতঃই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গের প্রতি নিষ্ঠা বহুমান্, কেহ বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণে উন্মুখ। অতএব তাঁহারা সকলেই পাষণ্ডতা বা অসদাচারের বিরোধী বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এবার অনেক ভগবদ্ভক্ত মথুরা-মণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ, অনুক্ষণ ভাগবতের বাণী শ্রবণ, নাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রদ্ধার শ্রীমূর্ত্তির অল্পি সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমথুরায় প্রভুপাদের সঙ্গে আসিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা এবার বিস্তৃত বিবরণ গৌড়ীয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে ও দৈনিক বার্ত্তাপ্রকাশে পাইতে পারিবেন।

প্রভুপাদের নির্দ্দেশ অনুসারে মথুরায় শাস্ত্রসম্প্রদায়ানুযায়ী নিয়ম পালনপূর্ব্বক ভাদ্রিকব্রত বা নিয়মসেবার অনুষ্ঠান হইতেছে। গত একাদশী তিথি হইতে নিয়মসেবাব্রত আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভিথি ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস ভগবদ্ভক্তের মণ্ডলের জন্য মথুরায় শ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহ-সেবা কীর্ত্তনমুখে প্রকট করিয়াছেন। প্রভুপাদ মথুরায় ভ্যান্সিয়ার পার্কের পরাক্তনে অবস্থান করিতেছেন।

প্রভুপাদ প্রত্যহই ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের ভিন্ন ভিন্ন বনে গমন করিয়া তত্তৎস্থানে নিত্য-ভজন ও লোকমঙ্গলের কোন না কোন ভক্তিবৃত্তিপর অবদান প্রকাশ করিতেছেন। ১৪ই অক্টোবর মধ্যাহ্নকালে প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিয়া শ্রীরাধার পাদপদ্মসেবার চরম উৎকর্ষের কথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিখিলশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তিরসাকর প্রভু ও শ্রীচৈতন্যমঠের মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু ইঁহার মায়াপুরবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সন্নিধানে আগমন করেন। ঐ দিবসই লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অযোধ্যক্ষ সেবাকোবিদ্ প্রভু ও পাঞ্জাবের ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্ জজ পরলোকগত জে, এম, বসু মহাশয়ের পরিবারবর্গ আগমন করেন। ঐ দিবস রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' শ্লোকটি কীর্ত্তন করিয়া 'বৈরাগ্য-বিদ্যা', 'বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসং প্রবক্তুং', 'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং' শ্লোকসমূহ ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কীর্ত্তিত—

"প্রবণে মথুরা, বদনে মথুরা, নয়নে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা॥"

শ্লোকটি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরে মাধুর্য্যমণ্ডলের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডের চরম উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য শ্রীরূপের উপদেশামৃত হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড-বিষয়ক শ্লোক কয়েকটির অভিনব ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদের আদেশে মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "কবে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রার্থনা-গীতিটি কীর্ত্তন করেন। ঐদিন মথুরা গৌড়ীয়দিগের

গৌরবাটীর বাবু বৈষ্ণবনাথ মিত্র মহাশয় প্রভুপাদের সমীপে আগমন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীমথুরায় প্রভুপাদের আনুগত্যে কার্ত্তিব্রত যাপনে উৎসুক হইয়া দেশ বিদেশ হইতে সহস্রাধিক বহু অনুকম্পিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মথুরায় আগমন করিতেছেন। হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু ভক্তবৃন্দের জন্য বহু স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে অষ্টযামে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকাল লীলায় কীর্ত্তন বিধিই ব্যক্তিগণের মধ্যে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই অষ্টকালীয় লীলার তাৎপর্য্য ও অধিকারের কথা সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া-গণের 'ইচড়ে পাকামি'তে ভোগোন্মুখ জীবের পরমোন্মুখতা হইতে সাবধান করিয়া দিতেছেন। মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহাধর্ম্মোপদেষ্টক সম্পাদকবর্গ বাঙ্গালা ও হিন্দিতে কার্ত্তিব্রত উপলক্ষে সকলকে আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত নিবন্ধন পত্রটি প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২শে অক্টোবর, ১৯২৪

ভ্যান্সিয়ার পার্ক,

মথুরা।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

বিশ্ববিজয়ী শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন প্রদেশস্থ বহু পরম ভাগবত ও পণ্ডিত ভক্তগণের সহিত গত ১২ই অক্টোবর মথুরা নগরীতে শুভবিজয় করিয়াছেন। তিনি মথুরা ক্যান্টনমেণ্টের ভ্যান্সিয়ার পার্কের অন্তর্গত "গঙ্গাভবনে" অবস্থান করিয়া ভুবনমঙ্গল ভগবদ্ভজনের প্রধান করিতেছেন। তাঁহার আনুগত্যে ১৯শে অক্টোবর শুক্লা একাদশী তিথি হইতে দামোদর ব্রত উদ্‌যাপিত হইতেছে। সাধু মথুরার এই দামোদর ব্রতের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রুত হন। এতদুপলক্ষে একাদশী দিবস শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমূর্ত্তির প্রাকট্য দিবস হইয়াছেন। যমুনা-জলে মহাপুরুষ-স্নান, ভাগবত-শ্রবণ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও প্রভুর শ্রীমূর্ত্তির অভিমুখদর্শন-সেবনাদি করিয়া জীবের দুর্লভ মানব জন্মোচিত শ্রেয়ঃ বিধান করুন—ইহাই প্রার্থনা। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসাগর,

শ্রীনিবিকান্ত নারায়ণ ভক্তিসুধাকর এম, এ,

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ।

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজ-সভার মহাধর্ম্মোপদেষ্টক

সম্পাদকগণ।

গত ১২শে অক্টোবর এই কার্ত্তিক কোজাগরী পৌর্ণমাসী তিথিতে রাধা-নিতাইজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে শ্রীবৃন্দের সেবালোভাগ্য বরণ করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায় শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থায়িভাবে একটি স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরাধানিতাইজনের কৃপায় অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দের অপ্রাকৃত নিত্য সেবায় যাহাতে অধিকার লাভ হয়, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

২২শে অক্টোবর অপরাহ্ণে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ বোম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগমন করেন। বিগতে ১৮ মাস কাল হরিকথা প্রচার করিয়া তাঁহার পুনরাগমন করিবার পর স্বামীজী মহারাজ প্রভুপাদের এই প্রথম পুনর্দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি কিছুকাল মথুরায় অবস্থান পূর্ব্বক আচার্য্যবর্য্য আনুগত্যে কার্ত্তিব্রত ও হরিকথা প্রচার করিবেন। বিভিন্ন স্থান হইতে স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা ও পাঠের জন্য আহ্বান আসিতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-
মহারাজের লণ্ডন হইতে
শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে প্রত্যাবর্ত্তন

'গৌড়ীয়'-পাঠকবর্গ অবগত আছেন, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামিবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে লণ্ডনে প্রচারকার্য্য করিয়া তথা হইতে গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারযোগে ঘোষণা করেন ও ২১শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন। তথা হইতে পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মথুরায় কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন ও হরিকথা প্রচারের জন্য গত ২১শে অক্টোবর যাত্রা করিয়া ২২শে তারিখে মথুরা ভবনে পৌঁছেন। প্রভুপাদের অভিলাষ অনুসারে মথুরার সমবেত বিভিন্ন প্রদেশস্থ ভক্তমণ্ডলী একটি বিরাট সংকীর্ত্তনমণ্ডলী রচনা করিয়া তুলসীমঞ্জরী সহকৃত-পুষ্পমাল্যাদি-সহ স্বামীজি মহারাজের অভ্যর্থনা করিবার জন্য যথাসময়ে মথুরা ভবনে উপনীত হন। অপরাহ্ণ ছয়টা তিন মিনিটের সময় পাঞ্জাব-মেল মথুরা-জংশনে উপস্থিত হইলে সংকীর্ত্তনমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে শুক্লগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ হইতে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব দুর্গাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভূপতিবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিখিলাত্ম দাসাল ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ অগ্রণী হইয়া স্বামীজি মহারাজকে ভগবৎপ্রসাদী পুষ্পমালো বিভূষিত করেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ বঙ্গভাষায় সংস্কৃতচিত একটি অভিনন্দন পত্র ও শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু ইংরাজীভাষায় সংস্কৃত-রচিত আর একটি অভিনন্দন যথাক্রমে এস্থানেই পাঠ করেন। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর শ্রেষ্ঠসেনাপতিবর, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, আজ এই পরম শুভক্ষণে পাশ্চাত্যদেশে গৌরবাণীর বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া অদ্বৈত-শ্রীবাসাদুর শ্রীমথুরায় আপনার প্রথম প্রত্যাবর্ত্তনকে আমরা শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধোক্ষজ সেবকাভাসসূত্রে অভিনন্দিত করিতেছি।

যে গৌরবাণীর সত্যাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিবর, আপনি আচার্য্যবর্য্যের আদেশে পাশ্চাত্যে গমন করিয়া গৌড়-পূর্ব্বশৈলের যে পূর্ণ ভাস্করের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহা একদিন সমস্ত পাশ্চাত্যদেশকে আলোকিত করিবে, সন্দেহ নাই। আপনি ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রীবরে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বাণী-বৈজয়ন্তী হস্তে ধারণ করিয়া পতীচ্যের অভিজাত-সম্প্রদায় তথা সর্ব্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে অপ্রাকৃত নবশক্তির কথা জানাইয়াছেন। তাহা পাশ্চাত্য জগতে সম্পূর্ণ অভিনব। বুদ্ধিমান্ মনীষী পাশ্চাত্য জগৎ সেই নবশক্তির অভিমর্ম্ম প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অচিরাদ্ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম-দর্শনের দীক্ষিত হইতে পারিবেন। তাহার নিদর্শনও আমরা পাইয়াছি।

পাশ্চাত্য লৌকিকতা ও ব্যবহারিকতার শতসহস্র পাশের মধ্যেও আপনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর পাদপদ্মে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণ বৈষ্ণব সদাচার সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহা সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণবজগতের আনন্দ বিধান করিয়াছে। "অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর উদ্‌যাপন-ব্রত হইতে আপনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পাশ্চাত্যদেশে এই ব্রত উদ্‌যাপন অসম্ভবপ্রায় হইলেও আপনি শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায় সেই অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণাভক্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের আরোপিত কপটতাময় নাম-মাত্র সদাচার আপনার বৈষ্ণব-সদাচারের নিকট লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে।

আপনি আপনার "ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ" নাম সার্থক করিয়াছেন। পাশ্চাত্য গগনে ভক্তিবিনোদবাণীর বিজয়-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া আপনি তথায় যে দীপালি-মহোৎসব করিয়াছেন, তাহাতে এই কার্ত্তিকমাসে মথুরা-মণ্ডলে আমরা আপনাকে বিশ্বাকাশে গুরুগৌরাঙ্গসেবার প্রদীপরূপে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিব। কারণ

কাস্তিকুঞ্জে মথুরামণ্ডলে আকাশ-প্রদীপ-দানের বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রুত হয়। আপনি হেতন-প্রদীপ—ভক্তিবিনোদ-বাণীর প্রদীপ। শ্রীল গোস্বামী প্রভু 'বিশ্বিলক্ষ্টিতৌলি-ভক্ত-মানাত্তি-নীরাজিত-পাদপদ্মায়'—এই পদে অপ্রাকৃত নবরসের আরতি-বিধানকারী যে শ্রুতিপ্রদীপমালার কথা বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রৌতপ্রদীপরূপে আপনি সেই শ্রুতিপ্রদীপেরই উজ্জ্বলা প্রকাশ করিয়া নবরসের সেবা করিতেছেন। আপনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া অন্তীর্থ পাশ্চাত্যদেশকেও তীর্থীকৃত করিতেছেন। আজ আমরা তীর্থশিরোমণি মথুরামণ্ডলে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর জীবন্ত তীর্থকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র দীপদান উৎসব করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর জয়ঘোষণা করিব।

আজ কার্ত্তিকী কোজাগরী পূর্ণিমা। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে গৌর-পূর্ণশশী গৌড়ের পূর্ণদেশে উদিত হইয়াছিলেন। আজ কোজাগরী পূর্ণিমাতে আমাদের সম্মুখে আপনার পুনরাগমন "কো জাগর্ত্তি ?"—আমরা কে কতটা চেতনের সেবাময় রাজ্যে জাগ্রত রহিয়াছি, তাহা জানিবার অবসর দিয়াছে। গৌরপূর্ণিমার আলোক আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করুক—ভক্তিপ্রদীপের সেবাময়ী উজ্জ্বলতা আমাদের হৃদয়ের গোপনীয় গুহাগুলির অন্ধকার বিদূরিত করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নিম্নে ইংরাজী অভিনন্দন-পত্রটিও প্রকাশিত হইল—

To the lotus feet of

His Holiness Tridandiswami Srimad Bhakti Pradip Teertha Maharaj.

May Your Holiness be graciously pleased to accept this inadequate homage of welcome of our hearts on this most auspicious occasion of your return from your preaching of the gospel of Love to the Feet of Sree Sree Radha-Krishna in fulfilment of the wishes and prediction of Srila Thakur Bhaktivinode that His Divine Grace is, as Krishna's Own Power, is to make the whole world sing the Name of Sree Krishna, expounded to this Age by Srila Thakur Bhakti Vinode, as taught by Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya. Your Holiness, the most beloved disciple of Srila Thakur Bhakti-vinode, has been selected by His Divine Grace as His agent for carrying out His Divine Purpose.

Your Holiness, we have been following with the greatest joy and hopes the tidings of your preaching of the Name in England during this year and a half. The unbounded mercy of your Holiness has enabled many fortunate persons of that great country, including the best and the highest in the estimation of the people, to come forward to express in the unhesitating language of the soul their faith in the supreme necessity of the immediate spiritual awakening of the world which they could realise as possible by the world-wide propagation of the Teaching of Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya by your Holiness and His Holiness Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj who is associated with Your Holiness by His Divine Grace.

We, Your Holiness' humble servants, have accordingly come to your feet with this humble offering of the homage of our hearts in welcoming Your Holiness to this city of the Birth of Sree Krishna. May Your Holiness be graciously pleased to accept our humble offering.

Your Holiness' humble servants,

MEMBERS OF THE GAUDIYA MISSION

মথুরা-মণ্ডলে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশস্থ ভক্তমণ্ডলী ব্যতীত মথুরাবাসী ও প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও স্বামীজির সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। His Highness ঢোলপুর মহারাজের ভাগিনেয় কুমার দেবেন্দ্র নাথ সিংহজিকেও রেলষ্টেশনে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ অভিনন্দনপত্রের একটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তরে পাশ্চাত্যপ্রদেশে শ্রীগৌড়বাণীর প্রচার-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহামহোপদেশক সম্পাদকপ্রবর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে মোটরযানে সঙ্গে করিয়া লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হন। প্রভুপাদ স্বামীজী মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করেন। রাত্রে একটি বিশেষভাবে সজ্জিত সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত ও প্রবোধ-লীলা কীর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব

স্বামীজীকে ইংরেজীভাষায় একটি অভিনন্দন প্রদান করেন এবং স্বামিজী মহারাজও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সভাস্থলের প্রচারবার্তা কীর্তনমুখে "আনায়ো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটির সংকেত ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদ সজ্জনপ্রধান ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ঐ শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

শেষশায়ী

মথুরা হইতে কোশী প্রায় ৭৩ মাইল। কোশী হইতে Irrigation Department যে নহর অর্থাৎ জলধার নির্মাণ করিয়াছে, তাহার ধারে ধারে গোরু চলিয়া গিয়া জলধারের পূর্ব পার হইয়া শিমূল বৃক্ষের বনপথে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই 'কীরসমুদ্র' নামক একটি বহু প্রাচীন দীঘিকা ও তাহার তীরে শেষশায়ীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই শেষশায়ীতে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত্ত মথুরা হইতে পরে শেষশায়ী গমন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই স্থানের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

নীলাচল দেখি' তাঁহা, দেখা 'শেষশায়ী'।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি।
"যস্যে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংবিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩১।১৯)

গোপীগণ কহিলেন,—হে প্রিয়, তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমাদের কর্কশস্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা দেখিয়া পাষাণের দ্বারা কত হইবার আমার ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবনস্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষশায়ী আগমনের প্রসঙ্গ নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

এই "শেষশায়ী", কীরসমুদ্র এথাতে।
কৌতুকে উঠিলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে॥
এই শেষশায়ী-মূর্তি দর্শন করিতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে॥
করিয়া দর্শন, মহা-কৌতুক বাড়িল।
সে-প্রেমাবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল॥

১৮৩৯ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সময় আমরা ঐ সিন্ধুপার শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শেষশায়ী দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। এবৎসর ভাণ্ডীরবন উদ্‌যাপনস্থানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমথুরায় আগমনের পূর্ব হইতেই অনেক সময় "যস্যে সুজাত-চরণাম্বুরুহং" ভাগবতীয় শ্লোকটি কীর্তন করিতে করিতে ভাবভরে তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেন। মথুরায় আগমন করিবার পরও অনেক সময়েই তাঁহার শ্রীমুখে এই শ্লোকটি শ্রুত হইত। গত বর্ষা কার্তিক একাদশীর উপবাস-দিনে—যে দিন হইতে নিয়মসেবা আরম্ভ হয়, সেইদিন শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত শেষশায়ী দর্শনার্থ গমন করেন। ক্ষেত্রমণ্ডলে আলালনাথ যেরূপ প্রভুপাদের প্রিয়স্থান, ব্রজমণ্ডলে শেষশায়ীও প্রভুপাদের তদ্রূপই বিশেষ প্রিয়। এই দুই স্থানই শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্ক-রঞ্জিত ও বিশেষ বিপ্রলম্ভক্ষেত্র। আলালনাথ ও শেষশায়ী উভয় স্থানেই চতুর্ভুজবিষ্ণুমূর্তি বিরাজিত। চতুর্ভুজ-দর্শনে বিরহ-সিন্ধুর গৌণীয় বিগলিত বিপ্রলম্ভের বহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। "শেষশায়ীতে" অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুকে লক্ষ্মী-দেবী পদসেবা করিতেছেন। ইহা দর্শনে রাধাপ্রিয়জনের শ্রীমতীর পাদপল্লবের নিত্যসিদ্ধা সেবার চিন্তবৃত্তি অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরমমূলাশ্রয়ের তদ্ভাবময় চেতনের রাজ্যে একান্তভাবে শ্রীরাধার অনুগমনেচ্ছু, তাঁহারাই এই স্থানের বিশেষ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহাদের হৃদয় অন্যাভিলাষ, কর্মার্থকামমোক্ষ, এমন কি বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাঁহারা অনন্তশায়ী

বিষ্ণুর স্থানে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কি ভাবে ও কি ভাবে "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং" শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ এই স্থান শ্রীরঙ্গানুগবরের নিজস্ব ভজনবিজ্ঞানের স্থান বলিয়াই তথায় অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শুনিতে পাইলাম।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেখানে যেখানে নির্ব্বিশেষ বিচার-পর শৈব মন্দির দর্শন করিতেন, সেখানে সেখানেই তিনি শিবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর বিষ্ণুর শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ বা ভুবনমঙ্গলদাতা ঐশ্বর্য্যময়ী উপাসনা প্রচার করিতেন। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যেখানে ঐশ্বর্য্যবিচারময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন, সেখানে সেখানেই মাধুর্য্যময় বিচার ও মাধুর্য্য-বিচারের মধ্যে আবার বিপ্রলম্ভময় বিচার প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা পূর্ণতম কৃষ্ণপ্রেমময়-সেবা হইতে ন্যূনাধিক বঞ্চিত বা দরিদ্র, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তির উপাসক হন, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শতকরা শতভাগই স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের সেবায় প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্য্য তাঁহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—তাঁহারা মাধুর্য্যের অধিকতর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেন। আবার সেই মাধুর্য্যের মধ্যে বিপ্রলম্ভের সেবা আরও চমৎকারময়ী। গোপীগণ সকলই সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-প্রদানের জন্য উন্মাদিনী। নিত্য কিশোরবয়োযৌবনসম্পন্না ব্রজগোপীগণ বক্ষ পাতিয়া দিয়া কুসুমপেলব কোমল শ্রীকৃষ্ণচরণকমলের সেবা করিয়াও মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের বক্ষোজদ্বয় বুঝি কৃষ্ণচরণকমলের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে পারিল না—কোমল চরণের নিকট কঠোর বলিয়া বোধ হইল। আবার গোপীর অন্তরঙ্গবাসী-অভিমানী রসাস্বাদময় বিচার করেন, তিনি কি করিয়া শ্যামমনোমোহিনীর সেবা করিবেন, তিনি কৃষ্ণসেবা-আশ্রয় শ্রীরাধার নিজস্ব পদপল্লব সেবার জন্যই অধিকতর ব্যস্ত। তাই সম্ভ্রান্তর্গত শেষশায়ীর পদসেবা দর্শন করিয়া তাঁহার নিজেশ্বরী শ্রীরাধার পদপল্লবসেবার সৌন্দর্য্য অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়।

এই স্থানে একটি প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরে ভগবান্ শেষশায়ীর মূর্ত্তি অনন্তশয্যায় শায়িত ও লক্ষ্মীদেবী সেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমূর্ত্তির বামভাগের নিম্নহস্তে পদ্ম, ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণভাগের ঊর্দ্ধে পদ্ম ও নিম্নে গদা। এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি সিদ্ধান্ত-সংহিতায় "শ্রীঅচ্যুতমূর্ত্তি" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। সেই ব্রহ্মার মূর্ত্তিও তথায় বিরাজিত রহিয়াছেন। মন্দিরের পরিত সংলগ্ন জগমোহন বা নাট্যমন্দির। সেই নাট্যমন্দিরের গায়ে শেষশায়ী বিষ্ণুর মূর্ত্তি, বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা এবং কোন ভক্ত রাজার শেষশায়ীর প্রতি ভক্তিভরে নিবেদন স্বরূপ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতির চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। চিত্র-গুলি প্রাচীন বলিয়াই মনে হইল। গর্ভমন্দিরের পশ্চাদ্-ভাগে তোপচন্দন গৃহ অতীব কীর্ণ-শীর্ণ হইয়া একরূপ অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ রন্ধন-শালার কোন ব্যবস্থা বা কবাট না থাকায় কুক্কুর ও ইতরপ্রাণী যথেচ্ছভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থান ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সময়েই সংস্কার করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই স্থানের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাহাতে অচিরেই রন্ধনশালা ও মন্দিরের বিভিন্নস্থানের সুসংস্কার হয়, তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত ইচ্ছা যে, এই স্থানে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পদার্পণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি গৌরপাদপীঠ ও তদুপরি একটি মন্দির প্রকাশিত ও রচিত হইয়া পাদপীঠের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই পাদপীঠ সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছেন। শেষশায়ীর শ্রীমন্দিরের সেবার মধ্যেই একটি উচ্চ প্রকোষ্ঠে এই পাদপীঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এখানে ৪০।৫০ ঘর পাণ্ডা অর্থাৎ শেষশায়ীর গৃহস্থ-পূজারি-বংশ বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই গৌড়-ব্রাহ্মণ। ইঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সাম্বোড়িয়া ব্রাহ্মণের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। ইঁহাদের অন্যতম সোহনলাল পাণ্ডা কিছুকাল ছিপিগলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের অবস্থিতি-কালে পূজারির কার্য্য করিয়াছিলেন। সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শেষশায়ী গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র। বালকবালিকা স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ সকল লইয়া গ্রামে মাত্র ৩০।৪০ জন লোক হইবে। ইঁহারা সকলেই দরিদ্র ও কৃষিজীবী।

ঠাকুর-দেবার জন্য ৪০০ বিঘা জমি এবং গো-মহিষ প্রভৃতি আছে। পাণ্ডাগণ নিজেদের মধ্যেই সেবাইতের সেবাভার বণ্টন করিয়া লইয়াছেন এবং তাহা সমাধান করিয়া থাকেন। বার মাসের মধ্যে এখানে মাত্র এইজন পালাক্রমে পূজা হয়, কার্ত্তিক মাসেতে সকলেরই পূজা করিবার অধিকার থাকে। পূজারিগণের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আমাদের শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের গুরু-গোস্বামিগণ ইঁহাদের গুরু। কাশীর শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন লাল গোস্বামি বর্ত্তমানে ইঁহাদের গুরু।

ক্ষীরোদসাগরের যে পারে সেবপাহীর মন্দির, তাহার বিপরীত দিকে শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুগতগণ বল্লভাচার্য্যের বৈষ্ণব স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাও এখন একরূপ ভগ্নাবস্থা লাভ করিয়াছে।

> সেতুটীর পরিমাণ পূর্ব্বে বার ক্রোশ ছিল।
> তাগণ এইরূপ কিম্বদন্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন।

এই ক্ষীরসমুদ্র পূর্ব্বে যে খুব বিস্তৃত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। ক্ষীরসমুদ্রের জল বর্ত্তমানে সেবাল প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ব্রহ্মকুণ্ডের অপেক্ষা বহুকুণ্ড হইতে ইহার জল অনেকাংশে স্বচ্ছ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমরা সকলেই এই ক্ষীর-সমুদ্রের জল মস্তকে ধারণ করিলাম। ক্ষীরসমুদ্রের কএকটি ঘাট পূর্ব্বে বাঁধান হইয়াছিল। কোথাও কোথাও তাহার প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা আংশিক অবস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেবপাহীর প্রাকারের দ্বারদেশে দুইটের নামক দ্বারপাল শিব ও ব্রহ্মার মন্দির বিরাজিত। এই ক্ষীরসাগরের তীরে অশ্বিনী বাবু নামক কেহ বাঙ্গালী বাবু একটি কূপ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার পূর্ণনাম ও পরিচয় পাণ্ডাগণও দিতে পারিলেন না। ইঁহারা যেমন ধনিব্যক্তি তেমন অশিক্ষিত। পূজারী পাণ্ডাগণের মধ্যে কয়েকজন প্রধান সেবাইতের নাম তাঁহারা আমাদিগকে জানাইলেন। (১) প্রবাসী, (২) গণপতি, (৩) মোহন লাল, (৪) গোপী, (৫) লক্ষ্মী, (৬) ছোটুন্, (৭) রূপী।

এখানে মাঘ ও কার্ত্তিকমাসে মেলা হইয়া থাকে। এই দেশীয় ব্যক্তিগণই এই স্থানে বিশেষভাবে আসিয়া থাকেন। গৌড়ীয়গণের বিশেষ যাতায়াত নাই। তাহার কারণ, গৌড়ীয়নামধারিগণ এইস্থানের বিশেষ তাৎপর্য্য জানেন না। সেবপাহীগ্রাম হাসানপুর থানা ও হোডেল ডাকঘরের অন্তর্গত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগতো মহামহোপদেশক শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সেই কএকদিন সেবপাহী বাসীর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মথুরা হইতে কোশী পর্য্যন্ত পীচ্ দেওয়া সুন্দর রাস্তা। কোশী হইতে Irrigation department-এর খালের ধারের রাস্তা পাকা না হইলেও ভাল। তবে তাহা সাধারণ টাঙ্গা বা গাড়ী-চলাচলের রাস্তা নহে। এইস্থান দুর্গমস্থান বলিয়াই হয় ত' অনেকে আসেন না। কোশী হইতে নন্দগ্রাম পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা হইতেছে। কোশী হইতে নন্দগ্রাম সাত মাইল ও বর্ষাণা এগার মাইল।

মথুরায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও কার্ত্তিকব্রত

গত ২৬শে আশ্বিন (১৩৩১), ১১ই অক্টোবর (১৯২৪) বৃহস্পতিবার তৃতীয়া তিথিতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ হাওড়া-দিল্লী-কাল্‌কা মেলে রাত্রি ৯টা-১০ মিনিটে কলিকাতা-বাসী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া শ্রীমথুরাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমথুরামণ্ডলে উপস্থিত হইয়া ভগবৎসেবকগণের সেবাব্রতের উদ্‌যাপন উপযোগী বাসস্থান প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। মথুরা ক্যান্টনমেণ্টের সুপ্রসিদ্ধ ড্যাম্‌পিয়ার পার্কের অন্তর্গত "গরাভবন" নামক সুপ্রশস্ত ভবন এবং আরও কএকটি স্থানে সপার্ষদ প্রভুপাদ ও ভক্তগণের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সময় মথুরায় যে বাসভবনে প্রধান কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছিল, গঙ্গাতটবর্ত্তী সেই বাগানবাটীরই নিকটে এবং কার্জ্জন আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়মের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত।

শ্রীল প্রভুপাদের সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমপুরায় আগমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ, আচার্য্যাত্মিক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীমায়াপুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিজয়, শ্রীনবদ্বীপ ধামপরিক্রমা দারোগা, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ভিসমষ্ট্রেটার শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ গুরুবিলাস দারোগা, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, মাষ্টার অহস্কারি সাকাল, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। শ্রীমায়াপুর ও অন্যান্য স্থান হইতেও আরও কতিপয় ভক্ত আচার্য্যাভ্যুগমন করিয়াছেন।

শ্রীমায়াপুরমণ্ডলে হরিকথা প্রচারের লৌকর্য্যার্থে কএকদিবস পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্‌গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী ও আরও কতিপয় সহকারীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন মোটরবান হাওড়া ষ্টেসনে প্রেরিত হইয়াছিল।

২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর হাওড়া ষ্টেসনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এবং কলিকাতা-সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে সস্ত্রাক শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহানুভবগণ শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমালো বিভূষিত করেন। শ্রীযুক্ত যামিনীবাবুর উপহৃত একটি সুবৃহৎ ও মনোরম পুষ্পগুচ্ছ সকল ভক্তজনেরই নয়ন ও হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবায় ঐ সকল সুসজ্জিত পুষ্পদাম নিযুক্ত হইয়া একাধারে ঐ সকলের সার্থকতা ও ভক্তের হৃদয়ের প্রশস্ততা ঘোষণা করিতেছিল। ট্রেন ধানবাদে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস পর্ব্বতশ্রেণি মহারাজ, ধানবাদের রেলওয়ে ষ্টাফের কতিপয় সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত গঙ্গানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাঁজা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে নানাপ্রকার পুষ্পার উপায়ন দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপরে গঙ্গাতবনে পাটনার হেড্ গুডস্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ও পাটনার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীযুক্ত শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নানা উপায়নের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের পূজাবিধান করিয়াছিলেন।

২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর প্রত্যূষে ট্রেন যোগল সরাইতে উপস্থিত হইলে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী ও কাশীর কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি বিবিধ উপকরণ ও উপায়নের সহিত প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর এলাহাবাদ ষ্টেসনে প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবক প্রবর সপুত্রক শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর ভক্তিভূষণ এবং এলাহাবাদের কতিপয় সজ্জন ও ভক্ত নানা উপচারের সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করেন। কানপুর ষ্টেসনে লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ দেবাকোবিদ্ প্রভু, লক্ষ্ণৌবাসী কতিপয় সজ্জন ও নৈমিষারণ্য মঠের সেবকগণ বিচিত্র উপায়ন-সম্ভার ও পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ট্রেন হাবড়াস্ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সসার্ঘ্য শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা পূজা ও বরণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনীত মোটরযানে ও প্রভুপাদের অনুব্রজ্যাকারী প্রায় একবিংশতি ভক্ত মোটর যানে হাবড়াস্ হইতে ওয়েলিংটন পার্কের নিকটস্থ "গঙ্গাভবনে" রাত্রি-প্রায় ৮½ ঘটিকায় উপস্থিত হন।

পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্‌জজ সজ্জন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ ষ্টেসন হইতে শ্রীভবানন্দসমনেচ্ছু হইয়া হাবড়ার ট্রেণে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাটনা অবস্থানকালে সজ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিকথা শ্রবণার্থ যাতায়াত করিতেন এবং এখনও তাঁহারা পাটনা গৌড়ীয় মঠের প্রতি বিশেষ প্রত্যাসু ও তথায় প্রায়ই হরিকথা শ্রবণার্থ গমন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন পাইয়া তাঁহারা

বিশেষ আনন্দিত হন এবং মথুরার গন্তব্যস্থলে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন।

২৮শে আশ্বিন, অক্টোবর শনিবার মধ্যাহ্নে কলিকাতা এসে, এন যাত্তো কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার ঘোষ ভক্তাশ্রম মহাশয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে মথুরাবাস ও কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্পের কথা বলেন। কিরূপভাবে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপিত হইবে, তাহা শ্রীযুক্ত মন্থ বাবু জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ

"সকাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ সুখো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যানাস্বাদোঽস্মিংস্তৈঃ সহ॥"

—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলেন। সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট স্বগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন ও শ্রবণ অনুশীলন-মুখে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। সেই স্বগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই আচার্য্যের অনুজ্ঞায় মথুরামণ্ডলের সর্ব্বত্র আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টের বাণী প্রচার করিতে থাকিবেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরাবাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভক্তগণকে উপদেশ প্রদান করেন এবং গৌড়ীয়ে যাহাতে এই সকল কথা আলোচিত হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

প্রভুপাদ বলেন,—গৌরসুন্দরের "কৃষ্ণে মতিরস্তু" এই আশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ করিলে মথুরাবাস ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই, বুঝিতে পারিব। এই মথুরা-বাসে যাঁহারা যে কোন ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পরম বান্ধব। জগতের বন্ধুবান্ধব স্বর্গবাস বা নরকবাসের সাহায্য করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা আমাদের জন্ম-মরণ-মালা পরিশ্রমণ ও অধোগতি লাভ হইয়া থাকে এবং সাহায্যকারিগণেরও তদ্দ্বারা অমঙ্গলই হয়; কিন্তু মথুরাবাসের অনুকূল দাতা ও গ্রহীতা সকলেই পরমঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

মথুরাবাসের অনুকূল বস্তুসমূহ এই—সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চি সেবন। যাঁহারা মথুরাবাসের আনুকূল্যকারী ও সহায়ক, তাঁহারাও সাধুর কার্য্য করিয়া থাকেন, নাম-সংকীর্ত্তনের সহায়তা করেন, ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনের অনুকূল উপকরণরূপে প্রকাশিত হন এবং শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চি শ্রদ্ধার সেবা করিবার অনুকূল উপাদান ও উপচার সংগ্রহের সুযোগ দান করেন।

মথুরাবাস আমাদের আরাধ্য বটে, তবে প্রশ্ন হইতে পারে, কংসও ত' মথুরাবাস করিয়াছিলেন। কংস কৃষ্ণের সুখকামনার পরিবর্ত্তে নিজের সুখ কামনা করিয়াছিল। কৃষ্ণের প্রাপ্য সুখ নিজে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিল। তাই "সিংহ ব্রহ্মসুখে বধ্য দৈত্যাঙ্গ হরিণা হতাঃ" এই উক্তির অনুযায়ী গতি লাভ করিয়াছিল। মথুরাকে ভোগ-বুদ্ধি না করিয়া সেবা-বুদ্ধি করিলেই মথুরাবাস সফল হয়। মথুরা—কৃষ্ণজ্ঞানের ভূমিকা—শুদ্ধসত্ত্বময়ী, স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্টা। তাহা অচেতন দেশ মাত্র নহে। অচেতন দেশকে যেরূপ আমরা ভোগ করিয়া লইতে পারি, সেরূপ বুদ্ধিতে মথুরাবাসের চেষ্টা দেখাইতে গেলে মথুরাবাস হয় না।

প্রপঞ্চের অতীত স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ। পঞ্চ পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বা প্রাকৃত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, প্রকৃতি, বদ্ধজীবধারণার অন্তর্গত ঈশ্বর ও জীব, কাল ও কর্ম্ম—এই প্রাকৃত ব্যাপারের অতীত স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ—যাহা হইতে কুণ্ঠধর্ম্ম বিগত হইয়াছে। প্রপঞ্চ হইতে বৈকুণ্ঠ স্বতন্ত্র।

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন? বৈকুণ্ঠ এ জগতে আসেন না। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ সে জগৎ হইতে এ জগতে আসেন, তাঁহাতে অধিক স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম আছে। মথুরা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ প্রপঞ্চাতীত পরম করুণাময় ধাম। বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ পরমকরুণা বিতরণার্থ তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য শক্তিকে ঔদার্য্যময়ী করিয়া আজ কৃষ্ণের লীলা বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চাতীতভাবে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মথুরার বৈকুণ্ঠ হইতেও বৈশিষ্ট্য আছে। মথুরা কেবল কৃষ্ণজ্ঞানময় ভূমি। তাহা অজের জন্মস্থান। বৈকুণ্ঠপদার্থ ব্যতীত বৈকুণ্ঠের ভোক্তা আর কেহ নাই। মথুরা প্রাপঞ্চিক জীববিচারের নিকট ভূতপদার্থরূপে আসিতে পারেন অথচ তাহা জীবভোগ্য নহেন। যেমন গর্দ্দভ ভার বহন করে, সেরূপ ভারবহন-কার্য্য মথুরার নহে। যাঁহারা মথুরার সেবা করেন,

তাঁহারা সাংগ্রহণকারী। তাঁহারা মথুরায় শিক্ষকরূপে তাঁহাদিগের হৃদয়-মথুরায় কৃষ্ণের আবির্ভাবকে ধারণ করিতে পারেন। এখানে আপেক্ষিক সত্যগুণ নাই। ইহা শুদ্ধসত্ত্বময় ভূমিকা। এজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল বাধবেন্দ্র পুরীপাদ গাহিয়াছেন,—

"শ্রবণে মথুরা বদনে মথুরা নয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা॥"

'মথুরা' 'মথুরা' এই পুনরুক্তিতে কোন পুনরুক্তিদোষের সম্ভাবনা নাই। এই পুনরুক্তিদ্বারা তেজনের গুণই গ্রহণ করিতে হইবে, হৃদয়কে মথুরা বিচার করিতে হইবে—যে স্থানে জন্ম, স্থিতি, শুদ্ধের অধীন নহেন। মথুরাকে গুরুজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে—যে স্থানে পরম প্রয়োজনীয় নিত্যধাম প্রকটিত হইয়াছেন—নিত্যধাম তাঁহার পরিপূর্ণতা ও স্বতঃকর্তৃত্বগুণ সংরক্ষিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই মথুরাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥"

মাথুরমকল কৃষ্ণের সেবক। এখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত—কৃষ্ণসেবক ব্যতীত ইতরানুভূতি বা ইতর বিষয় নাই। এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে হইবে। মথুরার প্রত্যেক তৃণগুল্মলতা হইতে আমি নিম্নে অবস্থিত। ইহারা প্রত্যেকেই আমার গুরু—আমার কৃষ্ণের সেবক। এইরূপ বুদ্ধি হইলেই মথুরাবাস সম্ভব।

মাথুর ভক্তমকল লোককে আশ্রয় দেন। তাঁহারা তাপিত জনকে শীতল করেন। তাঁহাদিগকেই আহ্বান করিয়া কৃষ্ণবিরহতাপিত ব্রজজনগণ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৩০।১৭-১)—

"কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টেরেতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥
চূতপিয়ালপনসাসনকোবিদার
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥"

হে গোবিন্দচরণ প্রিয়ে কল্যাণি, তুলসি, তিনি প্রণয় কুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, তোমার অতিপ্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ কি?

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে করস্পর্শে তোমাদের পুলক উৎপাদন সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ কি?

হে চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং যমুনার উপকূলবাসী পরহিতব্রত তরুসকল! শূন্যমনা আমাদিগকে কৃষ্ণ কোথায় আছেন, তাহা বল।

গোপীজনগণ মহাযুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। মাথুরমণ্ডলের বৃক্ষসকল সর্ব্বক্ষণ গোপীকুল ও গোপীনাথের সেবা করিতেছেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কৃত্য নাই।

'মথুরাবাস' শব্দের অর্থে যাঁহারা কৃষ্ণের জন্মস্থানের সকল প্রকার সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করার যোগ্যতালাভ। এখানে বৈকুণ্ঠবস্তু জীবের মঙ্গলের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন—গুরুদেব আসিয়াছেন উন্মুখ জীবের সেবা করিবার জন্য—সর্ব্বশক্তিমত্তা এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে আমরা যদি তাঁহার সেবা গ্রহণ অর্থাৎ তাঁহাকে ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি করি, তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণজন্মস্থান মথুরায় বাস হইবে না। আমরা কংসের রাজ্যের অধিবাসী হইয়া যাইব—পরিণামে ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উন্মাদনায় কংসের ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী অর্থাৎ কৃষ্ণকে সমস্ত ভোগ হইতে বিরহিত করিয়া নিজেই সমস্ত আনন্দের মালিক সাজিবার দুরাশা করিব।

যখন কৃষ্ণ ও রাম মথুরায় প্রবেশ করিলেন, তখন উহা কংসের রাজা ছিল; প্রথমে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, কংসের কোনও সেবকাভিমানী কংসের পুরস্কারের প্রয়োজনীয় উপকরণ বসনাদি লইয়া গমন করিতেছে। কৃষ্ণ ও রাম কংসদ্রবিণ (বস্তুতঃ যাহা কৃষ্ণেরই দ্রব্য, কিন্তু স্বরূপবিস্মৃত কর্ম্ম যাহা তাহার নিজস্ব দ্রব্য বলিয়া ভ্রম করিতেছে, তাহা) গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভোজপুর রাজা

কংসপিতা উগ্রসেনের ছিল। তাঁরা বিচার করেন—যদি উগ্রসেনের হস্ত হইতে সমস্ত রাজ্য কাড়িয়া লওয়া না যায়, তাহা হইলে হয়ত উগ্রসেন দেবকীকে ঐ সকল সম্পত্তির কিছু দান করিয়া ফেলিবে এবং ঐ সম্পত্তি যৌথিকদের অর্থাৎ কৃষ্ণের হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এইজন্য তাঁরা উগ্রসেনের রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়াই ভোগী ও নির্বিশেষবাদী ত্যাগীর মূল উদ্দেশ্য।

রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ নিরস্ত হয়, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ নিরস্ত হয়। আবার নির্গুণ বা বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আপেক্ষিক সত্ত্বগুণও নিরস্ত হয়। নির্গুণ ও শুদ্ধসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কি? নির্গুণে গুণজাত reference রহিয়াছে আর শুদ্ধসত্ত্ব reference যেখানে বিলুপ্ত ও সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়াছে, যেখানে চিচ্ছক্তি স্বরূপবিলাস প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধ ত্রিগুণ—তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। আর শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণের ভাব নির্গুণতায় লক্ষিত হয়। এই নির্গুণতার একটি বাস্তবিক reference আছে। নির্গুণতায় যেখানে বিশুদ্ধতা ও সম্পূর্ণ চিন্ময়তা লাভ করিয়াছে, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব। সেই শুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব। "হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" কথাটি ঠিক। সেই নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব একই বস্তু, কিন্তু মায়াবাদী যে 'নির্গুণ' শব্দ ব্যবহার করে, তাহা শুদ্ধ ত্রিগুণের বাস্তবিকেতাব শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণ।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকে যে "সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ" প্রভৃতি উক্তি আছে, তাহা মায়াবাদিগণের 'নির্গুণ' শব্দ-বাচ্য ভাবের সহিত এক নহে, সেখানে বেদ বাস্তব বস্তু বাসুদেবের জন্মপ্রসঙ্গ নাই।

দেবকী-গর্ভস্থিত বসুকে গোকুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রথা হাতে বসুদেব কৃষ্ণ নগরীতে আসিয়াছিলেন কৈশোর-বয় লাভ করিয়া কৃষ্ণ মথুরাতে রাজত্ব করিবার জন্য আসেন। আর গোকুলে উদয়পাদিবয়ব কৃষ্ণলীলা বিলাস করেন। সেই উদয়পাদিবয়বের লীলার per excellence stage বৃন্দাবনে বা আবিষ্ট গ্রামে—যেখানে অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল—যেখানে Aristotlism বা বাবতীয় আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদ বিনষ্ট হইয়া বরাবর গোলক পুরুষোত্তমের সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা বা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণতমতা প্রকাশিত।

বৈকুণ্ঠ প্রপঞ্চাতীত স্থান বটে, কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ আমাদের নিকট আসেন না, সে বৈকুণ্ঠ আমাদের প্রতি নির্দয়। মথুরা প্রপঞ্চাগ্র বৈকুণ্ঠ বলিয়া আমাদের প্রতি সদয় ও অধিকতর উদার।

অনূঢ়া গোপীগণ— কাত্যায়নী-পূজারতা গোপীগণ— পরোঢ়া গোপীসকল, গোপী-গর্ভে আবির্ভূত ব্রজকাননবাসী ঘাট হাজার ঋষিগণ বংশীধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া যমুনতটে রাস-নৃত্যে আগমন করিয়াছিলেন। যমুনতটের এই নৈশরাসে সর্বপ্রকার গোপীর সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাতে বৃষভানুনন্দিনীর কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতে পারে নাই। তাই কৃষ্ণ বৃষভানুনন্দিনীকে তাঁহার নিজস্ব অনুচরীগণের সহিত লইয়া গিয়া রাধাকুণ্ডতটে মাধ্যাহ্নিক-রাসে বিহার করিয়াছিলেন। বৃষভানুর দুই কন্যা—শ্রীরাধিকা ও অনঙ্গমঞ্জরী। অনঙ্গমঞ্জরীকেও বার্ষভানবী বলা যায়।

গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধা, কেহ কেহ বা সাধনসিদ্ধা। শ্রুতিমন্ত্রসমূহ সাধন করিয়া গোপীগর্ভে জন্মলাভের জন্য বর করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গোপী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ষষ্টি সহস্র ঋষিগণও তপস্যা-প্রভাবে গোপী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে সাধন-সিদ্ধ। এখানে কতকগুলি সহজিয়া-সম্প্রদায় "পাকা বৈষ্ণব" অভিমানকারী ব্যক্তি ভুল বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের লেখার অনর্থ করিয়া মনে করেন—তাঁহারা স্থূল শরীরে ভোগ বুদ্ধিতে ব্রজবাস করিতে করিতে যখন বৃদ্ধা-মুখে পতিত হইবেন, তখন তাঁহাদের জড় শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়া ভজনশক্তি লাভ করিবে এবং তাঁহারা কৃষ্ণলীলার সময় গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাস-লীলায় যোগদান করিতে পারিবেন, তখন তাঁহাদের বিদেহ-মুক্তি লাভ হইবে। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের উক্তির এই অনর্থ এবং শ্রীনাম ও নামাপরাধ বিচারের অনর্থের সহিত আমাদের বিচারভেদ রহিয়াছে।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে? নাম-সঙ্কীর্তন কিরূপে হয়? ভাগবতশ্রবণ কিরূপ? শ্রীমূর্তির অর্চন-সেবনই বা কি? মথুরাবাস কি প্রকারে হইতে পারে?—এই সকল বিষয়

বিচার করা কর্ত্তব্য। অসাধু বা সাধুক্রবকে সাধু করনা করিলে কিংবা প্রকৃত সাধুর নিকট স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়া সঙ্গ করিবার অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সাধুসঙ্গ হইবে না। অপরাধের সহিত নাম-সংকীর্ত্তনের অভিনয় নাম-সংকীর্ত্তন নহে। ভাগবতের মুখেই ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে। পেশাদারের মুখে ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণের অভিনয় ভাগবত-শ্রবণ নহে। মাটিয়া বুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্তির সেবার নাম ভোগ; উহাপ্রস্তর শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চিসেবা নহে। ভোগবুদ্ধিতে মথুরা-বাসের অভিনয়ও মথুরাবাস নহে। এ সকল কথা জানিবার জন্যই আপনাদের এত সময় নষ্ট করিয়াছি। আপনারা আসুন, মথুরাবাস করুন; কৃষ্ণলীলা কি, তাহা জানিতে পারিবেন। অনুবার নিদর্শ পড়িয়া ভাগবত কীর্ত্তন বা শ্রবণের অভিনয়-দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের দুর্নাম লোক সমাজে বিদূরিত হইতে পারে, বিশুদ্ধসমাজের নিকট হইতে তিনি লোকবঞ্চক 'ভাগবত-পাঠক' বা 'রসিক' বেতাখ পাইতে পারেন, কেহ বা রজোগুণ শ্রবণ করিয়া তমোগুণ বিনাশ, কেহ বা সত্ত্বগুণ শ্রবণ করিয়া রজোগুণ বিনাশ করিতে পারেন; কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বের কথা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বিশুদ্ধসত্ত্বভূমিকায় বাস না করিলে অর্থাৎ মথুরা-বাস না করিলে কৃষ্ণলীলা বুঝা যায় না।

কেহ বলেন—'আমি মঠমন্দির করি না, আমি ধাতু-পাত্র ব্যবহার করি না, আমি বিষয়গ্রহণ করি না'; কিন্তু আমরা সেরূপ অভিমান বা নিরভিমানে আচ্ছন্ন হইতে চাহি না। আমাদের ঘর করিয়া উঁচুতে বসিয়া থাকিতে হয়, 'আপনারা কিছু বলিতে পারিবেন না, আপনারা শুনুন,'—ইহা বলিতে হয়। আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা ঐরূপ ধাক্কিবুক্কি করি। কুমতি দাতী দিয়া আমাদের হাতী ধরিতে হয়। বিষয়ীর নিকট বিষয়ীর বেহারা করিয়া যাইতে হয়। আমাদের মুরারি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীরূপে—আমরা জোগানদার ভোগের সেবক নহি। আমরা শ্রীরূপের ভৃত্য। আমরা শ্রীরূপের নিকট এই কথা শুনিয়াছি—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

কৃষ্ণের সংসার থাকিলেই সব সুবিধা, কৃষ্ণ হইতে বিচ্যুত হইলেই জড় সংসার হইয়া যাইবে।

অহংমমাদ্যুত্তরকর্ম্মনির্মিতে নিঃসারাসারমনোরথধিয়া।
ক্ষণার্দ্ধনষ্টেষ্বপি কিং নু সজ্জসে
দৈবাত্তকার্য্যবিফলোদয়েঽপি বৈ
মুহুঃপ্রসক্তির্বিমুখা ইহ সংসৃতিঃ॥ (ভাঃ ৪।২৯।১৩)

এই দেবতা ও ঋষিগণের কথা উল্লেখ করিয়া "কস্যাহম্"—শ্লোকে "মুহুর্ম্মি বং সুরয়ঃ" বলা হইয়াছে।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবো বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"
"যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।
ত্বদ্ধারণা যদ্বিষয়া সা তু মায়য়া তে
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমিদং ন তু ভূতকাব্যম্॥"
"শ্রেয়স্ত্বিতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"
"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"
"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥"

এই কৃষ্ণভক্তি মথুরা-সেবাবাসে পাওয়া যায়। মহামায়ার উৎসবে সংসার-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কেহ ১২ দিন, কেহ একমাস পাঁচ দিন বা কেহ তদোধিক দিন অবকাশ পাইয়াছেন। এই অবকাশকে হোলমায়ার সেবায় নিযুক্ত করিলে সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ হইবে। আপনারা সকলে মথুরাবাস করিয়া কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন করুন। মহামায়ার সেবক-সম্প্রদায় আধুনিক ও পারত্রিক সুখভোগ-লাভের ইচ্ছায় ভগবান্‌কে চাকর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু তিনি যাঁহাদের চাকর হন না, তাঁহাকে কেহ চাকর করিতে পারে না। তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াকে কেহ আমরা চাকর করিতে পারি না, মায়া আমাদের উপর চালিয়া বসেন।

আমরা যখন প্রকৃতি উপভোগ করি। আমরা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রদান করিবার ক্লেশের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমরা অনেক সময় দুই হাতকে দুই পা করিয়া চতুষ্পদও হইয়া থাকি এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের চারিটি পৌকা ধরিতে চেষ্টা করি। আমাদের এইরূপ মূর্খতাজনক প্রয়াস দেখিয়া ভাগবতগণ আমাদের নিকট

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।"

(ভাঃ

—এই শ্লোকটি কীর্ত্তন করেন।

ইংরাজি ১৯১১ সালে চাকার দ্বারে দ্বারে গিয়া আমি এই শ্লোকটি কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। "অন্যাভিলাষ" শ্লোকের তিন দিনে তিনপ্রকার ব্যাখ্যা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা ও শ্রীরূপ শিক্ষা পাঠ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সেই সকল কথা আকাশে বিলীন হইয়াছে—সংরক্ষিত হয় নাই। "অন্যাভিলাষ" শ্লোকের বিবরণে শ্রীভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

আমরা জানিয়াছি—'জাগতিক সুখ' বলিয়া কিছুটা দুঃখবহুল-ক্লান্তিপূর্ণ আপাত-মনোরম জলবিবিশেষ। আপনারা বিপন্নস্বরূপ, আপনারা হরিকথা বলিবার যে সময় দিতেছেন—ইহাই আমার পক্ষে নিঃশ্বাস লইবার সময়—এই দুঃখভারাক্রান্ত জগতে ইহাই আমার পক্ষে সৌভাগ্য। যাঁহারা আমাকে হরিকথা বলিবার সুযোগ দিতেছেন, তাঁহারাই আমার বান্ধব।

শ্রীচৈতন্যদেব মথুরায় তাঁহার দুই সেনাপতি পাঠাইয়াছিলেন—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ, আমাদের বড় আশা-ভরসা—যদি তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদের সেনার মধ্যে গ্রহণ করেন। শ্রীরূপানুগত্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। যাঁহারা আমাকে মথুরা-বাসের সৌভাগ্য দিলেন, সেইরূপ সাধুসঙ্গ আমাদের জীবনে যত্নে বাঞ্ছনীয়। যদি অল্প সময়ও ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষদিকারী ভক্ত-ভাগবতের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে এই দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক হইবে।

কলিকাতাবাস, গ্রীষ্মের সময় দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি স্থানে বাস, শীতের সময় বাসন্তিক সখীর-সম্ভোগের জন্য বিভিন্ন দেশে বাস প্রভৃতি করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করা বা ভাল ভাল খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম সংস্কৃতি করিয়া শরীরটাকে সবল করা, শরীরকে breeding bullএর ন্যায় করিয়া তোলার সহিত 'মথুরাবাস' এক নহে। মথুরার নিকপট বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিয়া কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলে দেবতা ও ঋষিগণের নির্দ্দিষ্টতা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি।

আমরা কিছুদিন অভিন্নমথুরা শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়া হরিনাম করিতেছিলাম। শ্রীধাম মায়াপুর—অন্তর্দ্বীপ মথুরা। এখানে বৈকুণ্ঠেশ্বর স্বয়ং অজ হইয়া অনঙ্গ ধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন—এখানে বৈকুণ্ঠ initiative নিয়াছেন।

একসময় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু মথুরায় শ্রীবল্লভ-পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীমাধব আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমাধব দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীবাসুদেব দাস, শ্রীঈশান দাস, শ্রীমধু-হরিদাস প্রভৃতি বহু ভক্তের সহিত একস্থানে থাকিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন যখন ব্রজে বাস করেন, তখন তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে

শ্রীগোবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি জানিয়া তাঁহার উপর আরোহণ করিতেন না। গোপাল যেরূপ ম্লেচ্ছের ভয়ের ছল উঠাইয়া গাঠোলি গ্রামে অবতরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনে যাইতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে দর্শনদান দিবার জন্য পুনরায় ম্লেচ্ছের ভয়রূপ ছল উঠাইয়া গোপাল মথুরায় বিশ্রামেশ্বরের ঘরে একবার আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। এই গোপাল গৌড়ীয়গণেরই সম্পত্তি। পরবর্ত্তিকালে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মাথুরে স্থানান্তরিত করিয়া গোপালের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। এখনও শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদেরই গোপাল মাথুরে "শ্রীনাথ" নামে অভিহিত হইতেছেন।

আপনারা মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ করিতে করিতে শ্রদ্ধার শ্রীরাধাদামোদরের অর্চ্চা সেবা করুন। শ্রীরাধাদামোদর শ্রীমূর্ত্তি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা জিনিষটি কি, তাহা লোককে ভাল করিয়া বুঝান। গুরুবিত্ত ছাড়া শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন হয় না। দ্যূতক্রীড়া ও ছলাদির দ্বারা অর্থ রোকপায় করিয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয় না। যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিভজন করেন, এইরূপ ভজন-চতুর বৈষ্ণবই কেবল যাঁহারা দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত, তাঁহাদিগকেও হরিভজন করাইতে পারেন। তাঁহারা কুন্দি হাতী পাঠাইয়া বন্য হস্তীকে ধরিতে পারেন। বৈষ্ণবেরা খাঁচা বোকা নহেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি শুনেছেন কি ০ ০ ০—সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়েছে ? এতকথা শুনেও সে এক কাণ দিয়ে শুনে আর এক কাণ দিয়ে বের ক'রে দিয়েছে। এ জন্যই ভাগবত ব'লেছেন—মুহ্যন্ত্যনুবিমুহ্যন্তি ইহ সাধবঃ।" হরিকথায় উদাসীন হইলেই গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা ও ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা সংসারের অভিজ্ঞতা অনেক প্রয়োজনীয় বোধ হয়।

মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জগতের লোক নারদীয় উৎসব করিয়া থাকেন। "অনয়া মীয়তে ইতি মায়া" আর "অনয়া রাধিত ইতি রাধা"। মেপে নেওয়া রাজ্যের লোকের কতদূর অনুবিধা। যেদিকে বাস্তব বস্তুর ছায়াটা পড়িয়াছে, সেই ছায়াটার Scrutinizing এ সকলই তাহারা ব্যস্ত। একটি ভক্তিযোগমায়া আর একটি অভক্তি-যোগমায়া। অভক্তি যোগমায়া আমাদিগকে 'প্রভু' সাজাইয়া থাকেন আর ভক্তিযোগমায়া Absolute এর অপ্রাকৃত দাস করাইয়া দেন—ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করান। রাধিকা আমাদের ভোগময় ইন্দ্রিয়ের কবলে কবলিত হইবার বস্তু নহেন। লোকে একে মায়াধিক দর্শনে বস্তুর স্বরূপই বুঝিতে পারিতেছে না, আমার যদি বলা হয়, বৃষভানু-নন্দিনী সেই বস্তু, তবে ত কথাই নাই। এজন্য শ্রীভাগবত অর্দ্ধেকের কথা বলিয়াছেন—হ্রস্বের কথা বলিয়াছেন, কাফ্নির কথা অত্যন্ত guarded language এ জানাইয়াছেন; Half Counter Whole এর কথা বলেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় মথুরাবাসী কয়েকজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ফল, ফুল প্রভৃতি উপায়ন-হস্তে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এতদ্দেশীয় প্রথা অনুসারে আচার্য্যোচিত বন্দনা করিলেন।

মথুরার তার

[মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুহৃদের মনোবল-প্রেরিত]

মথুরা, ২৩-১০-২৪

His Holiness Srimad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj preacher of the Gaudiya Mission in England arrived here last evening from Bombay for propaganda activities in Brajamandal during "Urjabrata". His Holiness was received at Muttra-junction-station by the General Secretary, members of the Mission and representatives of the local public and was presented an address of welcome. Swamiji spoke to a large gathering at the Ganga-Bhawan, Dampier Park about his missionary experiences in England. The General Secretary is proceeding to Calcutta this morning by Kalka Mail. His Divine Grace Srimad Bhakti Siddhanta

Thakur is giving a series of Ganga-Bhawan on the na-Krisna in the morning and evening. A plot of land has been secured at Radhakunda for the establishment of a service-centre.

শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিরন্নসেবা

গত ১৯ অক্টোবর একাদশী দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জব্রতোপলক্ষে নিরন্নসেবা আরম্ভ হইয়াছে। মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু গত ২৪ অক্টোবর পুরুলিয়া হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া মঠবাসিগণকে সর্বজন কৃষ্ণানুশীলন-মুখে নিরন্নসেবার জন্য নানাপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। আচার্যপ্রবর প্রভু গত ২৫ অক্টোবর হইতে প্রত্যহ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার মাধুর্যপূর্ণ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে এক নবত্বের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা নবোদ্যমে উৎসাহের সহিত শ্রীগুরুসৌকর্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। আমরা আচার্যপ্রবর প্রভুর ভজন-রহস্য-বিষয়ক পরম সারোদ্দীপনী উপদেশাবলী সময়ান্তরে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

ঢাকা-শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ৩০শে আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর হইতে ঢাকা-শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৮ অক্টোবর শ্রীযুক্ত নিবেদচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ মহোদয় তারযোগে জানাইয়াছেন—"গত ১৭ অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ অরুণা মহারাজ ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ রাত্রিতে শ্রীমন্মধ্বের ভুবনমঙ্গল চরিত-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।" নিম্নে নিমন্ত্রণ-পত্র ও উৎসব-তালিকা প্রকাশিত হইল :—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ

৯০ নবাবপুর, ঢাকা।

২১শে আশ্বিন, ১৩৪১ সন

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩৪১), ১৭ই অক্টোবর (১৯৩৪) বুধবার হইতে এই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর বুধবার পর্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধব-গৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জব্রত (নিয়মসেবা) অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ উষঃকীর্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে উৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল। আবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেবশর্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, গোস্বামী)

শ্রীনিবিড়ান্ত সেবশর্মা (শাস্ত্রাণ)

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ (আচার্যপ্রবর)

শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

উৎসব-সংবাদ

৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর বুধবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাব; ২ কার্তিক ১৯ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব; ৪ কার্তিক ২২ অক্টোবর সোমবার শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব; ১০ কার্তিক ২৭ অক্টোবর শনিবার শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব; ১৮ কার্তিক ৪ নভেম্বর রবিবার শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব; ২২ কার্তিক ৮ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্ধনপূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব; ২৩ কার্তিক ৯ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব; ২৮ কার্তিক ১৪ নভেম্বর বুধবার গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীশ্যামানন্দদাস ও শ্রীনরহরি পণ্ডিতের তিরোভাব; ১ অগ্রহায়ণ ১৭ নভেম্বর শনিবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব; ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নভেম্বর রবিবার সার্বজনীন মহামহোৎসব; ৩ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীজাহ্নবীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব; ৫ অগ্রহায়ণ ২১ নভেম্বর বুধবার শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব এবং মহোৎসব সমাপ্তি।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪১; ৩রা নবেম্বর, ১৯৩৪ | ১৩শ সংখ্যা

অষ্টকাল-লীলা

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা 'প্রকট' ও 'অপ্রকট' ভেদে দুইপ্রকার। এই উভয় লীলা একই তত্ত্ব। যখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্ব গোলোকধামে বিহার করেন, তখন সেই লীলা 'অপ্রকটলীলা' নামে কথিত হয়। আর যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ অপ্রাকৃতধাম ও স্বগণসহ এই জগতে প্রকটিত হইয়া প্রকট-বিহার করেন, তখন তাহা 'প্রকট-ব্রজলীলা'। তখন গোলোকে গোলোক অবতীর্ণ হন—প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। কাজেই তাহা ঐতিহাসিক বস্তু নয়, কাল, পাত্র কিংবা রূপক অথবা আধ্যাত্মিক কোন কল্পনা, আরোপ বা অসত্তব ভাব মাত্র নহে।

প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুইপ্রকার। কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশ করেন, তাহাই নৈমিত্তিকলীলা—যথা পূতনাবধাদি ও ধেনুকপ্রবাসাদি। আর লীলা-পুরুষোত্তম যে লীলা সর্ব্বদা বা নিত্য প্রকাশ করেন, তাহাই নিত্যলীলা। ব্রজের অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীলা। দিবারাত্র অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাকে ৮ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগে তিন ঘণ্টা অর্থাৎ ৭॥ দণ্ড বা এক প্রহর করিয়া পড়ে। এই অষ্টপ্রহর অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কালই সম্ভোগময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সম্বন্ধের অপ্রাকৃত সেবিকা তাঁহার নিজস্ব অনুচরীগণের সহিত স্বেচ্ছাক্রমে সেবা করেন—তাঁহার সহিত মিলিত হন, তাহা অনর্থমুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের প্রাকৃত সুকৃত বা স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা জগতের কামনা-বাসনা হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ভোগ-ত্যাগের সেবা-সংকল্পে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ **জাতরসুরুচিগণই** অষ্টকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবিকাগণের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিয়া থাকেন। বিষয়ী জীব কর্ম্মের সহিত অভিনিবেশ

কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যেরূপ বিষয়ের অনুরাগের অধিকতর মনোবিলয় হয়, কামুক বা কামুকী যেরূপ কুচরিত্রে কামকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সহজেই কামচিন্তায় ও কাম চরিতার্থ করিবার বিবিধ সংকল্পে তন্ময় হইয়া উঠে, তদ্রূপ যাঁহারা জড়বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের বা জড়ত্যাগের যাবতীয় সংকল্প-বিকল্প বা মনোধর্ম্ম বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভাবনা-পথের পরপারে যে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল কেবল-প্রেমোদ্ভাসিত চিত্তবৃত্তি আছে, তাহাতে রুচির সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বিষয় সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ ও অনুক্ষণ তদ্গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে অষ্টকালীয় লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন।

অষ্টকালীয়-লীলা অষ্টকাল বা অহোরাত্রে বিভক্ত হইয়াছে :—

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণো মধ্যাহ্নস্তদপরাহ্ণকঃ।
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্॥
নবার্দ্ধৌ যামিনী চোভৌ দ্বমুহূর্ত্তৌদিতৌ ষ্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্ত প্রহরাহ্বয়ে॥

অর্থাৎ (১) নিশান্ত (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড *), (২) প্রাতঃকাল (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড), (৩) পূর্ব্বাহ্ণ (ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত), (৪) মধ্যাহ্ণ (দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিনপ্রহর পর্য্যন্ত), (৫) অপরাহ্ণ (সাড়ে তিনপ্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত), (৬) সায়ং (সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড), (৭) প্রদোষ (ছয় দণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত) ও (৮) রাত্রি (মধ্য-রাত্র হইতে সাড়ে তিনপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত)। রাত্রিলীলা ও নিশান্তলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত্ত, অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত্ত। ছই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত।

শাস্ত্রত পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত 'সনৎকুমার-সংহিতা' ও 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত এই অষ্টকালীয় লীলার কথা অনর্থমুক্ত অধিকারিগণ শ্রীগুরুর আদেশ-ক্রমে শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অষ্টকালীয় লীলাসম্বন্ধে যে কএকটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দ্বাবিংশতি সর্গবিশিষ্ট 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

* ২৪ মিনিটে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ৭॥ দণ্ডে একপ্রহর, ৪ প্রহরে ১ দিবা।

এই অষ্টকালীয় লীলা অতীব দুরবগাহ। ইহা কাম-ক্রোধাদির বশীভূত সাহিত্যিক কবি বা বিষয়ী ব্যক্তি দূরে থাকুক, অতীব নির্ম্মল-চরিত্র তপস্বী-জ্ঞানী প্রভৃতিরও অনধিগম্য।

শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেবলপ্রেমসেবা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপদৈর্যাঢ়লোকৈকলভ্যা।
সা তাং প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগানুগাখ্যৈরনুচরিতমহং নৌমি॥

(১ম সর্গ, ৩য় শ্লোক)

তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের প্রেমসেবা—ব্রহ্মা, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত-প্রমুখ মহাপুরুষগণের অজ্ঞেয়, যাহা ব্রজের রাগাত্মিক ও তদনুগজনের গাঢ় লালসা-দ্বারাই একমাত্র লভ্য, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত মানসী সেবা দ্বারা সেই প্রেমসেবা লাভ করা যায়, যে মানসী সেবা শ্রীগুরুর আনুগত্যে ভাবনার পথে অতিক্রান্ত গুরু-চেতনের কৃপায় কীর্ত্তনমুখে অকৃত্রিমভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, রাগমার্গের পথিকগণের দ্বারা অনুক্ষণ পরি-ভাবিত সেই নিত্য কৃষ্ণচরিত্র অর্থাৎ প্রাত্যহিক লীলাকে এখন বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিবার জন্য নমস্কার করিতেছি।

পাঠক! গোবিন্দলীলামৃতকারের এই উক্তি হইতে দেখিতে পাইলেন, এই অষ্টকালীয় লীলা কি দুরবগাহ বস্তু। অজ্ঞাভিনিবেশরত, বিষয়বাসনায় সর্ব্বদা লিপ্ত, কামক্রোধাদি-দ্বারা অভিভূত, নানা জড়ীয় সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত' দূরের কথা স্বয়ং অনন্তদেব, শিব, এমন কি ব্রহ্মাপ্রমুখ মহাপুরুষগণের পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য।

যাঁহারা রাগাত্মিকজনের অনুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, নানা অনর্থে অভিভূত, তাঁহাদের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা কৃত্রিমভাবে স্মরণ-মনন করিবার অভিনয় ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধের যে কণ্ডূয়ন ফল এবং অসজ্জনের আদর্শ, তাহা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। যাঁহারা এইরূপ গুরুতম বস্তুকে—গুরুতম ভজনকথাকে যথাতথা ভোগের সেতারে চড়াইবার বা অনুশীলনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। কোন দিনই তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায়

প্রবেশ-লাভ হইবে না। মধুমক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচ-আবৃত মধুর অব্যবহিত স্পর্শ ও আস্বাদন না পাইয়াও কঠিন ও স্বচ্ছ কাচাবরণের উপরে বসিয়াই 'মধুর সংস্পর্শ পাইয়াছি' কল্পনা করে, কৃত্রিম লীলাস্মরণপথের পথিকগণও সেইরূপ আপনিই আপনাকে 'রসে ডগমগ' মনে করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণলীলারস হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের মৌখিক 'কৃপাদপি সুনীচতা,' 'রাধারাণীর (?) কৃপা যাচ্ঞা' প্রভৃতির অভিনয় কেবল সন্তোষময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে উত্থিত বিকার বিশেষ, তাহা প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশাময়ী কপটতা, ভক্তিপথের চির-অর্গলস্বরূপ।

একশ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নৈশ লীলা হইতে অষ্টকালীয় লীলা-কীর্ত্তন-স্মরণ আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরূপের বিচার অনুসরণ করিয়া নিশান্তলীলা হইতেই অষ্টকালীয়-লীলার সেবা আরম্ভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীর সংক্ষেপ করিয়া একটি শ্লোকে অষ্টকালের কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতেও নিশান্ত বা কুঞ্জভঙ্গ-লীলা হইতে নিত্যলীলার সেবানুশীলন করিবার কথা আছে।

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনাদ্যাসনাদ্যং
প্রাতঃ সায়ং লীলাং বিতরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাপি নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্যা পরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥

যিনি নিশান্তে অর্থাৎ রাত্রি-শেষে প্রেয়সীগণের সহিত কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দপ্রাঙ্গণ নিজগৃহে প্রবেশ করেন, যিনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদি লীলা করেন, যিনি পূর্ব্বাহ্ণে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিহার করেন, যিনি মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বনমধ্যে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন এবং যিনি অপরাহ্ণ-কালে গোষ্ঠে গমন ও প্রদোষে অর্থাৎ রজনীমুখে সুহৃদ্গণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের প্রথম সর্গে (১) নিশান্তলীলা, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত (২) প্রাতর্লীলা, পঞ্চম হইতে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত (৩) পূর্ব্বাহ্ণলীলা, অষ্টম হইতে অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত (৪) মধ্যাহ্নলীলা, উনবিংশসর্গে (৫) অপরাহ্ণলীলা, বিংশ সর্গে (৬) সায়ংলীলা, একবিংশ সর্গে (৭) প্রদোষলীলা এবং দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ সর্গে (৮) রাত্রিলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

এই অষ্টকালীয় নিত্যলীলার প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীরাধার অনুচরীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনভেদে ভজনবিজ্ঞগণ দর্শন করিতে পারেন। অষ্টকালীয় লীলায় সখীগণের কৃত্য অপেক্ষা শ্রীরাধার সহিতই অধিকতর কার্য্য। শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্যই তাঁহাদের সমস্তোদ্যমী চেষ্টা। তাঁহারা শ্রীরাধার সেবায়ই ব্যস্ত। শ্রীরাধার সহায়তা করিয়াই তাঁহারা সুখী। নিজেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব বা পৃথক্‌ভাবে কৃষ্ণদর্শন করিব—এরূপ তুচ্ছবুদ্ধি শ্রীরাধিকার অনুগা গোপীগণের নাই। যখন তাঁহারা নিশান্তে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন, তখনও তদ্দ্বারা শ্রীরাধারই সুখোৎপাদনে চেষ্টান্বিতা। পাছে শ্রীরাধার সহিত গোষ্ঠে কৃষ্ণের মিলন-কথা গুরুজন জানিতে পারিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রতিরাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে বাধা প্রদান করে, সেইজন্যই তাঁহারা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই শ্রীরাধাকে জাগাইয়া দেন।

প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করেন, সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধাকে সজ্জিত করিয়া দেন এবং গোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া যাহা যাহা ভোজন করিবেন, সেই ভোজ্য দ্রব্য রন্ধনের জন্য শ্রীরাধা যশোমতীর অনুরোধে শ্রীরাধার সখীগণের দ্বারাই নন্দগৃহে আনীত হন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হইবে জানিয়াই সখীগণ দূতির কার্য্য ও নানাবিধ সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার প্রতি দুর্ব্বাসার বরের ব্যাজে ও নানাছলে কুটিলস্বভাবা জটিলাকে ভুলাইয়া কুন্দলতার শ্রীরাধিকাকে নন্দগৃহে লইয়া আসা প্রভৃতি ব্যাপার ও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের শ্রীরাধার পাককার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনেরই বিবিধ চেষ্টা মাত্র।

এইরূপ অষ্টযামের অষ্টলীলা গম্ভীরচিত্তে অনুধাবন করিলে জানা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা,

তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সাহায্য করিবার জন্যই সখীগণের একমাত্র চেষ্টা। ইহাই ঔকান্তিকতার বিচার। যিনি সম্বন্ধের সেবক, তাঁহার সম্বন্ধোন্মুখী সেবা করাই ভক্তির পথ।

শ্রীগুরুদেবের নিত্যলীলাস্মরণ করিবার কল্পনা বা আরোপিত চিন্তাবিশেষ এই কথাটি আপাতিক সাহিত্যিক সম্প্রদায় তত্ত্ব-জ্ঞানকোষে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না। ঔপন্যাসিকের কল্পনা বা কবির স্বপ্নরাজ্যের চিন্তার মত তাঁহারা যেন অষ্টকালীয় লীলাকে মনে না করেন। এইজন্যই ভজনবিজ্ঞগণ এই লীলাকথায় যে, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার নাই, তাহা জানাইয়াছেন এবং কেন-সেবোদ্দিষ্ট অনধিগম্য এই অপ্রাকৃত লীলা যাহাতে প্রাকৃত চিন্তাশ্রয় ব্যক্তিগণের নিকট কোন প্রকারে প্রকাশিত না হয়, এরূপ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।"

অষ্টকালীয় লীলা স্মরণানুশীলন একমাত্র রুচিবৈশিষ্ট্যের ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা ভজনাঙ্গ-সংকীর্তন-মুখেই সাধিত হইতে পারে। নিরপরাধে যথেষ্ট নামশ্রবণ ও উচ্চকীর্তন করিতে করিতে অকৃত্রিমভাবে যে সহজ স্মরণ হয় অর্থাৎ শ্রীনাম হইতে স্বয়ং নাম-নামী, নাম-রূপ, নাম-গুণ, নাম-পরিকর ও নাম-লীলা প্রকাশ করিয়া আপনাতে সম্বন্ধজ্ঞানিত করেন, তখনই স্মরণ সম্ভব হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্তন সম্ভব নহে, আবার কীর্তন ব্যতীতও স্মরণ সম্ভব নহে। শ্রবণই কীর্তনরূপে প্রকাশিত, কীর্তনই স্মরণরূপে প্রকটিত; আগে স্মরণ, পরে কীর্তন বা শ্রবণ নহে। আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্তন এবং কীর্তনমুখেই স্মরণ। **'শ্রবণ' পরিত্যাগ করিয়া কীর্তনের অনুশীলন হয় না, কীর্তন পরিত্যাগ করিয়াও স্মরণের অনুশীলন হয় না।** যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার যিনি কীর্তন করেন, তাঁহার সকলেই কীর্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। আবার যে সকল ব্যক্তি প্রথমেই রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণকেই 'শ্রবণ' মনে করেন, সেই সকল প্রাকৃতসাহজিক চিত্ত-বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তিগণ কোন দিনই অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ভজনবিজ্ঞ মহাজন প্রথমেই মাত্রিকাবুদ্ধিতে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন না। শ্রীনামশ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বরাগে রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ বা কীর্তন অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণানুশীলনের প্রণালী নহে। সদ্গুরুপাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ মনোধর্মযুক্ত নামশ্রবণ ও নামকীর্তন করিতে করিতে অকপট-রুচির সহিত কীর্তিত বিষয়ের যে স্মরণ, তাহাই ক্রমে নাম-নামী শ্রবণ, নাম-রূপ শ্রবণ, নাম-গুণ শ্রবণ, নাম-পরিকর শ্রবণ, নাম-লীলা শ্রবণ; তাহা আবার নাম-নামী কীর্তন, নাম-রূপ কীর্তন, নাম-গুণ কীর্তন, নাম-পরিকর কীর্তন ও নাম-লীলা কীর্তন; তাহা হইতে কীর্তনমুখে নাম-নামী স্মরণ, নাম-রূপ স্মরণ, নাম-গুণ স্মরণ, নাম-পরিকর স্মরণ ও নাম-লীলা স্মরণরূপে পরিস্ফুট হয়। অতএব আমরা যেন অষ্টকাল-লীলা-স্মরণের কৃত্রিম অনুকরণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত না হই। **নামসংকীর্তন পরিত্যাগ করিয়া স্মরণের অভিনয় করিলে মায়ার সজলাত আমাদের দুর্ঘট হইবে।**

অষ্টকাল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যে একাদশটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'গোবিন্দলীলামৃত,' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'সংকল্প-কল্পদ্রুম' ও 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। বঙ্গভাষায় লিখিত 'একাদশপদ' ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচারিত বিবিধ পদ দুই হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব মহাজনগণের বিভিন্ন পদ যথাস্থানে সংগ্রহ করিয়া শ্রীস্বরূপপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের অষ্টকালীয় লীলার সহিত সুসঙ্গতি করিয়া 'ভজন-রহস্য' নামক গ্রন্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল রূপপ্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্লোক-কথিত (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠার সহিত ভজন-ক্রিয়া, (৪) রুচি, (৫) আসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ ও (৮) প্রেমভজন-সম্ভোগ এই

আটটি ভজনক্রমকে যথাক্রমে অষ্টযামের অষ্টলীলা-কীর্ত্তন-স্মরণানুশীলনের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন।

প্রথমযাম সাধনে অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় 'শিক্ষাষ্টকের' 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' প্রভৃতি প্রথম শ্লোক, দ্বিতীয়যাম সাধনে অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ভজনে শিক্ষাষ্টকের 'নামামকারি' প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্লোক, তৃতীয় যামসাধনে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নকালীন ভজনে 'তৃণাদপি সুনীচেন' প্রভৃতি তৃতীয় শ্লোক, চতুর্থযাম সাধনে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীন ভজনে 'ন ধনং ন জনং' প্রভৃতি চতুর্থ শ্লোক, পঞ্চম যাম সাধনে অর্থাৎ অপরাহ্নকালীন ভজনে 'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং' প্রভৃতি পঞ্চম শ্লোক, ষষ্ঠযাম সাধনে অর্থাৎ সায়াহ্নকালীন ভজনে 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' প্রভৃতি ষষ্ঠ শ্লোক, সপ্তম যাম-সাধনে অর্থাৎ প্রদোষকালীন ভজনে 'যুগায়িতং নিমেষেণ' প্রভৃতি সপ্তম শ্লোক, অষ্টমযাম সাধনে অর্থাৎ রাত্রি-লীলায় 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' প্রভৃতি শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকের ঐকতান প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অষ্টকালীয় লীলাকে সুস্পষ্ট করিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদর্শন করায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্' এই গৌরবাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই অষ্ট-কালীয় লীলার স্মরণানুশীলন সম্ভব, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, কৃত্রিম নিষ্ঠা, স্বাভাবিকী রুচি, কৃষ্ণাসক্তি উদিত না হইলে মাটিয়া-বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ ও ভাবভক্তিতে অবস্থানের অভিনয় শ্রীরূপের শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এজন্যই আমরা যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গলের অভিলাষী হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "শিক্ষাষ্টক" ও শ্রীরূপের "উপদেশামৃত" বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সার-সমবেত "সাধন-পথ" শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি"—এই নীতির অনুসরণ করিয়া ভজনের অভিনয়ের নামে যেন 'কাজলামি' করিয়া ভজন-পথ হইতে আমরা চির বঞ্চিত না হই।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটি উপদেশে জানা যায়,—

"সাধ্য-স্মরণ-লীলা, তাহাতে না কর হেলা।"

কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের কৃষ্ণস্মরণ ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায় নাই।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদ-যুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগ-যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

কৃষ্ণস্মৃতি যখন দৈব অনুশাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রুচি বা লোলা ও আসক্তি হইতে অকৃত্রিম স্থায়ী ভাবভক্তিতে প্রকাশিত হয় এবং যখন সেই ভাব-ভক্তি কেবলা মধুর রতিকেই সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তখন যে কৃষ্ণস্মৃতি, তাহাই সর্ব্ববিধ কৃষ্ণস্মৃতির পরাকাষ্ঠা। অষ্ট-কালীয় লীলাস্মরণ-পদ্ধতিতে কান্তমধুররতি ভক্তগণেরই কীর্ত্তনমুখে স্মরণের ভজনপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত পরিনির্ম্মল চেতনের সর্ব্বোচ্চ সাধ্য।

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২।১৩০-১৩১)

বাহ্য, অন্তশ্চর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্দ্দশা হৈঞা॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫২-৫৩ ও ১৫৪

অনেকে উপরি উক্ত বিষয়টি অবধারণ করিতে না পারিয়া মানসী সেবাকে মনোধর্ম্ম বা মনঃকল্পনার সহিত একাকার করিয়া ফেলেন। অপ্রাকৃত মানসী সেবা মনঃ-কল্পনা বা মনোধর্ম্ম নহে। মনোধর্ম্মগত কৌতূহলও 'লোলা'-পদবাচ্য নহে, উহা আক্ষেপ্তিরতর্পণ মাত্র। মনোধর্ম্মে 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্'। হৃষীকেণ

হৃষীকেশ-সেবনং তদ্ভক্তিরুচ্যতে' বলিয়াছেন। সেখানে সাংকীর্তিমানীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কার্যতঃ হৃৎ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ অধিপতি সাজিয়া করনা-সভাবে লীলা-স্মরণের নামে কৃষ্ণভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে। হৃষিকেশ—হৃষিসেবা নহে মনোধর্ম্মও মানসসেবা নহে। ইহা বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলে মনঃকল্পনা বা ইন্দ্রিয়তোষণকেই কেহ মানসসেবা বলিয়া বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধু সাবধান !!

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌরকৃপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবে। শ্রীমধুরায় শ্রীযামুনোদয়ব্রত নিয়মের সাহায্য সাধিত হইতেছে। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিদিন বহু অকপট ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখ-পদ্মের কথামৃত পান করিবার জন্য প্রভুপাদান্তিকে আগমন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গন ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের ভক্তবৃন্দের দ্বারা শ্রীমধুরাধাম পরিপ্লাবিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্রজমণ্ডলের নিকটস্থ বৈষ্ণবকুল প্রত্যহই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণের জন্য আগমন করিতেছেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণকথায় শ্রীমধুপুরী মুখরিত হইয়াছে। প্রত্যহ প্রতি প্রহরে প্রহরে নিয়মিত ভাবে 'ভজনরহস্য' হইতে অষ্টকালীয়-লীলাসঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গে সঙ্গে নিশান্ত হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচরিতামৃত, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীবলদেব, স্তবাবলী, স্তবাবলী, কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ধর্ম্মমূল প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন শ্লোক ব্যাখ্যা, শ্রীরাধা-দামোদরের শ্রীঅঙ্গি-সেবন, আরাত্রিক দর্শন, কীর্ত্তনান্তে, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভগবৎপ্রসাদ সম্মান, হরিকীর্ত্তন, বন-পরিক্রমা, মথুরা-পরিক্রমা, শ্রীকুণ্ড-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বোম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে পৌঁছিয়াছেন, ইহা গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন। তিনি যেদিন পাণ্ডাবমেলে মথুরা অঞ্চলে উপস্থিত হন, সেইদিন তাঁহাকে ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্মেই যে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি তাঁহার প্রত্যভিভাষণে নিম্নলিখিত যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-প্রচারকগণের প্রচারের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইবে বলিয়া আমরা তাহা আংশিকভাবে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

স্বামীজি মহারাজ বলেন,—আপনারা অভিনন্দন-পত্রে আমাদের যে কিছু সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই সাধিত হইয়াছে। আমি সেখানে অষ্টাবশমান আমার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী অষ্টাদশ অধ্যায়ী গীতার ন্যায় যথাসাধ্য ভাষেশবাসী অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভজনের কথা উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে এখনও অনেক সময়-সাপেক্ষ। প্রাথমিক পাত্র যেমন উপদেশের ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রাথমিক উপদেশসমূহ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর ভজনের কথা শ্রবণোপযোগী কর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তৎপ্রদেশবাসী অনেকেই অবিমৃত পরমার্থের কথা শ্রবণ করিবার মত অবসর লাভ করেন নাই। তাঁহারা পারমার্থিক বিচারের কথা শ্রবণে একত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় নিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক। সেখানে নানা-প্রকার Mystic সাধুবেশধারী ব্যক্তি সাংবাদিকগণের কৌতূহল-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা লইয়া ভারতীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধে লঘু-ধারণা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ঐ সকল সাধুনামধারিগণকে আদরিক গ্রহণ যেন না, তথাপি সেরূপ ক্ষেত্রে ভারতের অকৈতব সনাতন ধর্ম্মের প্রচারকগণকে অকৃত্রিম আত্মধর্ম্মের পসরা লইয়া উপস্থিত

হওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য। বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার যেখানে সম্পূর্ণ অভিনব এবং ভক্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে যেখানে বিকৃত ধারণা প্রচারিত, সেখানে আমরা একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়ই অভিজাত ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে, শ্রেষ্ঠ সভা-সমিতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে পারিয়াছি।

যেখানে নানাপ্রকার প্রলোভন চতুর্দ্দিকে সহস্র হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে, যেখানে "অসৎসঙ্গত্যাগ"—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী-প্রচার একরূপ অসাধ্য ও অসম্ভব, যেখানে ব্যবহারিকতা ও লৌকিকতা চরমসীমায় আরোহণ করিয়াছে, সেখানে একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়ই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সদাচার পালনপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতে পারিয়াছি। আমরা প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে নিজহস্তে নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া নিত্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছি। ভারত হইতে প্রেরিত চাউলের অন্ন, ডাল, আলুসিদ্ধ ও কিছু গোদুগ্ধ নৈবেদ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। একাদশী, জন্মাষ্টমী ও গৌরপূর্ণিমা প্রভৃতিতে কঠিনভিন্ন উপবাসব্রত হইতে আমরা বিচ্যুত হই নাই। উপবাসাদি-ব্রত, নারায়ণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান তৎপ্রদেশে সম্পূর্ণ অভিনব। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সেই দেশের লৌকিকতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব-সদাচার পরিত্যাগ করি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও কৃপাই আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করিয়াছে। প্রচারের ফলে সেখানে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানকার শ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায় সেই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ও সভ্য হইয়াছেন। আমরা সেখানে বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান পাইয়াছি ও পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত Continentএর বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ হইতে আহ্বান-পত্র পাইতেছি। কএকজন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ ও নিবিষ্টচিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিতেছেন। অনেকেই এসকল কথা শ্রবণ করিবার জন্য লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন ও তাঁহাদের ভবনে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহা সকলই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা, আশীর্ব্বাদ ও আপনাদের শুভানুধ্যান ও স্নেহের ফল।

২০শে অক্টোবর শ্রীধাম বৃন্দাবনের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দাস মহাশয়ের ভবনে কলিকাতার বৃত্তান্ত এটর্নি অধুনা শ্রীধাম বৃন্দাবনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুহ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া সত্যের প্রতি অনুরাগের যে কএকটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, "শ্রীগৌড়ীয়মঠে যেরূপ বহু সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সুনিপুণ ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছে এবং তাঁহারা যেরূপ মহাপুরুষের নিকায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবজগতের অনেক কার্য্য করিতেছেন।" সত্য বাবু শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ করিয়া ব্রজমণ্ডলে যাহাতে পুনরায় সত্যকথার প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সকাতরে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, যদি এইস্থানে এখন সত্যকথা পুনঃ-প্রচার না হয়, তাহা হইলে আগামী পনর বৎসরের মধ্যে এই স্থানের শ্রেষ্ঠ ভজনের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা, এমন কি স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। ডাক্তার বাবুর উপস্থিত কএকজন ব্যক্তি বলেন যে, পৃথিবীতে আছে কত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী শ্রীগৌড়ীয়মঠই সার্থক করিতেছেন।

গত কার্ত্তিক মাসের "উদ্বোধনে" রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ মহাশয় 'বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিকৃত পরিচায়ক বিচার পাঠ করিয়া কএকজন পণ্ডিত ব্যক্তি উহা সমালোচনার জন্য আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা ইহার সমালোচনা না করাই সমীচীন মনে করি, কারণ রায় বাহাদুর মহাশয় যে বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, সে বিষয় সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় ও মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত মুক্ত পুরুষগণের নিকট সেবোন্মুখ হৃদয়ে শ্রবণ ও ধারণা ব্যতীত জাগতিক পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা বা নিপুণতা দ্বারা অধিগম্য নহে। অতএব আমরা রায় বাহাদুরের সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও

আধ্যাত্মিক বিচারের সহিত প্রেমধর্ম্মের ?) আলোচনা দেখিয়া তাঁহার প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারি না। তবে সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে নিপুণতা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই আলোচনায় তাঁহাকে প্রামাণিক মনে করেন, তবে সেখানে তাঁহাদের ঐরূপ বিচারের যোগ্যফল তাঁহারা পাইবেন। কারণ 'যথাফলতরুর্মূলম্।' আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে মাত্র একটি স্থান উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-মুখবর্ণনিক-গণকে দেখাইতেছি যে, রায় বাহাদুর মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মকে (?) (যাহাকে তিনি ভক্তিবাদ (?) বলেন) কতটা প্রাকৃতরূপে কল্পনা করিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন,—

"খৃষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণলীলা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সেই সকল উপাদান হইতে দক্ষিণ ভারতীয়েরা তাঁহাদের ভজন-প্রণালী গঠন করিয়াছিলেন। 'আলবার' নামক সাধুদের দ্বারা, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনের দ্বারা এই ভজন-প্রণালী পরিপুষ্ট হয়। তাহারই দ্বারা রামানন্দ রায়ের মধ্য দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে তাহা প্রবাহিত ও ভক্তিবাদের নূতন আকার ধারণ"—প্রেমধর্ম্মের ক্রম-বিকাশের এইরূপ ইতিহাসের কল্পনা অনধিকার-প্রেমামরতরুর মূলে ও কোন্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আধুনিকতার আবাধী করিবার চেষ্টা নহে কি? খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণলীলার প্রচলন কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত বিদেশী ব্যক্তিগণের উদ্ভাবিত ও কল্পিত ইতিহাস মাত্র। সেই অভিসন্ধিযুক্ত কল্পনার উপাদান হইতে দক্ষিণ-ভারতীয়েরা কৃষ্ণভজন-প্রণালী গঠন করিয়াছিলেন, ইহা কোন প্রামাণিক ইতিহাস নহে, বরং প্রাচীন মহাজন এবং সনাতন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ কল্পনা। দক্ষিণভারতীয়েরা কৃষ্ণভজন-প্রণালী অপেক্ষা কৃষ্ণের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহাদি অবতারের উপাসনা-প্রণালীতেই যে অধিকতর প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের সাহিত্য পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। যাদব আলবারের মধ্যে এক কুলশেখর আলবার ব্যতীত কৃষ্ণভজন-প্রণালীর কথা কেহই বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন নাই। আলবারের তুলুকমালা-স্তোত্রে পরমাগতির পরিচয় পাওয়া গেলেও ব্রজগোপীগণের নিত্য সর্ব্বাস্ব দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ব্রজগোপীগণের যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্বাত্মময়ী সেবা, তাহাই পূর্ণতম কৃষ্ণানুশীলন(১)। শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বক্তা হইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া রায় বাহাদুরের অনুমান ও কল্পনায় আমরা কোন ক্রমেই আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া মধুররস ও বিপ্রলম্ভ ভজনের কথা কিয়ৎপরিমাণে কীর্ত্তন করিলেও তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃতের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। ভগবদবতারের বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিলেই আমাদের নানা কল্পনার উদয় হয়; তখন আমরা ধারণা করিতে পারি না, মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় গৌরাবতার তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমনী গান করিবার জন্য জগতে ঐসকল মহাপুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রেমামরতরুর মহামূল শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, তচ্ছিষ্য ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের গুরুবর্গের লীলা করিয়াও ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ ভগবদবতারের দ্বারাই পূর্ব্বপ্রেরিত।

গত ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রতিষ্ঠ প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যের সময়ের অবস্থানের স্থিতিস্থান' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অভিসন্ধিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের বিদ্যা গণনা করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমায়াপুরের অস্তিত্বের মূলে চণ্ডী-রামী-সাহিত্যাদির প্রকৃত সাংস্কৃতিকতার ঘুর তাকিয়া গিয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ অনধিকার খণ্ডিত কণ্ডুয়ন যুক্তিগুলির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছেন। এজন্য আমরা ঐবৈক উড়িয়া চাকরের "মোতে মারন্ত? মোতে মারিলু, মোর পুত্রকু মারন্ত? মোর পুত্রকু মারিলু, মোর পিতৃকু

আরম্ভ।" প্রভৃতি উক্তির সত্যটি বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। অসংখ্যবার একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও এবং সেই কথা গুলি প্রত্যেকবারে বহু প্রামাণিক যুক্তিদ্বারা বহু প্রবন্ধে, নিবন্ধে, বহু ভাষায়, বহু ভাবে, বহু সভাসমিতিতে, বহু শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং প্রকৃত বৈষ্ণব মহাজনগণের দ্বারা স্থাপিত হইলেও সেদিনকার 'ভারতবর্ষে' জনৈক প্রাক্তনসাহিত্যিক বোধ হয় কাহারও অভিজ্ঞতাবকতা করিবার উদ্দেশেই লিখিয়াছেন,—"আজি পর্য্যন্ত তাহার কোন যুক্তিই খণ্ডিত হয় নাই।" বঙ্গদেশের লোক কি এমনই ধাপ্পা বোকা যে, প্রকৃত প্রমাণ যুক্তি না দেখিয়া এরূপ এক প্রমাণ-যুক্তিবিহীন উক্তিকেই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকৃত সত্যের চরণ বন্দনিকা টানিয়া দিবে? এখনও এই বঙ্গদেশে বহু বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, কেবল ধাপ্পা দিয়া তাঁহাদিগকে বাহা ভাবা বুঝান যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন প্রদেশ-বিশেষের লোক দেখিলে তাঁহাদিগের শব্দোচ্চারণ-বিকৃতির অনুকরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বাঙ্গ করিতেন। কিন্তু প্রাদেশিক শব্দবিকৃতি কি বর্ত্তমানে অপস্বার্থপূরণের অস্ত্র হইল? সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ কোন কোন অহিন্দু ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরকে 'মেয়াপুর' পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া থাকে, কিন্তু যেখানে অহিন্দু চিত্তবৃত্তির সহিতও প্রতিযোগিতা করিয়া মৎসরতা-তৃপ্তির চেষ্টা, তাহা কোন্ প্রকার চিত্তবৃত্তি, তাহা সুধী পাঠকগণের বিচার্য্য। যাহা হউক, বাঘ্‌নাপাড়ার কোন চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য সেদিনকার উত্তরদাতা যে কএকটি পত্র মাত্র কএক বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, কোন কোন সাহিত্যিকের অযোগ্য চেষ্টায় তাহা হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে স্থান কিংবা ট্রেণে আরোহণ করিয়া ভ্রমণকালে কোন রসিক জেলখানার মুন্সির মধ্যে পৌঁছাইলেই যে তাহা অপৌরুষেয় বেদ হইয়া যাইবে, এরূপ অভিসন্ধি বিশেষ সত্যান্বেষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট স্থান পাইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া আধুনিক কল্পিত পুঁথিগুলির প্রমাণ অধিক প্রামাণিক হইবে না। যাহা হউক, আমরা এস্থানে ইহার পূর্ব্ব সমালোচনা করিতেছি না। এজন্য বাঙ্গালার তথা সমগ্র পৃথিবীর বহু মনীষী বহু প্রমাণ যুক্তি লইয়া যথাকালে উপস্থিত হইবেন। চালাকি করিয়া সত্যকে চাপা যায় না, অন্ততঃ এই সত্যটুকু আমরা এখনও অবিশ্বাস করিতে পারি নাই।

কএক দিবস পূর্ব্বে কলিকাতার বাকি একখানি গ্রাম্য সংবাদপত্রে শ্রীধাম মায়াপুর-বিরোধিদলের জনৈক বাকি রাজকুমার শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরনারায়ণ রায় এম-এ, প্রাজ, বেদান্তভূষণ মহাশয়ের লিখিত ও প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের লিখিত পরিচয়-সম্বলিত "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক গ্রন্থের বহুল প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া একটি হাস্যাস্পদযুক্তির পরিচয় দিয়াছেন। উঁহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের বাগাড়ম্বর হইলেও বস্তুতঃ তাহার অসারতা যে কোন সত্যান্বেষী ব্যক্তিই ধরিতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কালেক্টরির শীলমোহর যুক্ত একখানি সরকারি দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই দলিলটি কোন্ ভাষায় ও কোন্ লেখ-প্রণালীতে লিখিত? ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের দলিল অপেক্ষা আরও অধিকতর পুরাতন দলিলের সন্ধান শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিক কি, কায়স্থ-কৌস্তুভ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ ১৮৪৮ হইতে কএক বৎসরের প্রাচীন, এই গণিতটুকু লেখক মহাশয়ের বোধ হয় জানা আছে। তাহাতে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর-যুক্ত যে প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কি অল্পশিক্ষিত লিপিকরের দ্বারা লিখিত দলিলের শ্রবণপূর্ব্ব কোন শব্দ-বিশেষ অধিক প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে? "কার্য্যকালে" প্রভৃতি শব্দগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া উহাদিগকে ব্যাকরণ-সম্মত বিশুদ্ধ সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া নীলমোহর-সংযুক্ত অসংখ্য নথির দেখাইলেই কি পণ্ডিতবর্গ তাহা মানিয়া লইবেন? মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তি কিন্তু একটি মাত্র সন্দেহযুক্ত বিকৃত শব্দ পাইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছেন। ঐ দলিলে কি বর্ণ-বিন্যাস আছে, কোন্ ভাষায় উহা লিখিত, তাহার কথা তিনি কিছুই লিখেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'চট্টগ্রামি' শব্দ লিপিকরের দোষে এতদিন 'ভট্টমারি' বলিয়াই বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত পুঁথিতে প্রচলিত ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কায়স্থ-কৌস্তুভ যে স্থানকে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষর-সংযুক্ত করিয়া 'মায়াপুর' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই

স্থান সম্বন্ধে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একটি অনিশ্চিত লিপি-করের প্রমাদকে অভ্রান্ত প্রমাণ রূপে স্থাপন করিয়া অতি-সন্ধিমূলে লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা 'উডনা' বিচার নৃত্যকারী ব্যক্তিগণের পক্ষেই সম্ভব নহে কি ?

লেখকের এক একটি যুক্তি অতি চমৎকার। কোন কুণ্ড বা স্থানে যদি আধুনিককালেই 'গোপীকুণ্ড', 'গোবিন্দ-কুণ্ড' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে যে, সেই কুণ্ডটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের বা রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের সময়ের ? আর সেই সকল প্রাচীন লুপ্ত কুণ্ড যদি কেহ পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন, তাহা হইলেও কি মনে করিতে হইবে যে, যিনি সংস্কার করিয়াছেন বা লুপ্ত কীর্ত্তিকে খনন করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সেই কুণ্ড বা স্থানের স্রষ্টা। বালকেও সরলতা থাকিলে যে সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে, মৎসরতা থাকিলে বৃদ্ধ সেই সকল সরলকথাও বুঝিতে চেষ্টা করে না। এই সকল কুনাট্যে বোকা লোক ঠকিতে পারে, সাধু বা সত্যানুসন্ধিৎসু লোক ঠকিবে না।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে কতিপয় অমূল্য গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক', শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 'নামাষ্টক,' 'ঐশ্চৈতন্যাষ্টক,' 'উপদেশামৃত,' শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা,' শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'গুরুষ্টক' প্রভৃতি শ্লোকাবলীর ইংরাজী অনুবাদ ব্যতীতও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ইংরাজী অনুবাদ তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার অনুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্ম ও ভাগবতার্ক মরীচিমালারও অনেকাংশের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থ বর্ত্তমানে জৈবধর্ম্মের ইংরাজী অনুবাদ যাবতীয় একত্রে প্রকাশিত হইবে। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে আরও কতিপয় অনূদিত গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। তেলেগু ভাষায় সমগ্র শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অনুবাদের মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সি, ভি, বেঙ্কটরমণ আয়েঙ্গার বি, এ, বি, এল, মহাশয় ঐ গ্রন্থ-প্রকাশে সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

গত বিজয়াদশমী শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উৎসব আরম্ভ হইবার প্রায় পক্ষকাল পূর্ব্ব হইতেই ঢাকায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সহিত উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীও ঢাকায় গমন করিয়া সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজও ঢাকা মঠের উৎসব ও প্রচারে যোগদান করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন। কএকদিবস হইল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজ গত ২০শে অক্টোবর রাত্রির মেলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা রওনা হন। বর্ত্তমানে তিনি নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ২০শে অক্টোবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া জার্ম্মাণীর বহু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নিকট শ্রীনামমোলদেশ-প্রাপ্ত জার্ম্মাণ মনীষী হার্র আর্ণষ্ট মুল্‌ক মহোদয় স্বামীজীর সহিত গমন করিয়াছেন। স্বামীজী জার্ম্মেণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুযোগ্য প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজীর সহিত মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। ৬ই অক্টোবর মাদ্রাজ সাধারণ ইণ্ডিয়া-ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি গবেষণাময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন প্রমুখ

প্রচারকগণের হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য চট্টগ্রাম হইয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার কথা আছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া প্রভৃতিস্থানে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান পূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছেন।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্ন-বিদ্যালঙ্কার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনাকস্মাৎ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিয়মিতভাবে কার্ত্তিকব্রত পালিত হইতেছে। আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রতিদিন প্রাতে শ্রীমঠের সারস্বতপ্রবণ সদনে "উপদেশামৃত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য, সরলতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যাখ্যা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মসেবার অনুক্রমণিকা

১। **প্রথম যাম** (রাত্রির শেষ ছয় দণ্ড)—(ক) মঙ্গলারাত্রিক, (খ) উষঃকীর্ত্তন (গুরুপরম্পরা, 'গৌরাঙ্গ' বা 'উদিল অরুণ' বা 'বিভাবরীশেষে' প্রভৃতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন), (গ) 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের অষ্টযুগ অর্থের প্রথম যুগ কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ও তৎপর (ঘ) গুরুবন্দনা হইতে শ্রীরাধা-দামোদরের নিশান্ত-লীলা-স্মৃতি-শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, (ঙ) শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু-কর্ত্তৃক শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা, (চ) শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ।

২। **দ্বিতীয় যাম** (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড)—(ক) মহামন্ত্রের অষ্টযুগার্থের দ্বিতীয় যুগার্থ কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক ও (খ) শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের প্রাতঃকালীন লীলা-স্মৃতি শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, (গ) "নামসঙ্কীর্ত্তন যদি" প্রভৃতি শরণাগতি-মূলক কীর্ত্তন, (ঘ) মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও (ঙ) শ্রীবিগ্রহ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া 'কল্যাণ-কল্পতরু' হইতে "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন" প্রভৃতি বিজ্ঞপ্তিত্রয় কীর্ত্তন।

৩। **তৃতীয় যাম** (৯দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর)—(ক) ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন, (খ) মহামন্ত্রের অষ্টযুগার্থের তৃতীয় যুগার্থ-কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক ও (গ) শ্রীরাধাদামোদরের পূর্ব্বাহ্নকালীন লীলা-স্মৃতি-শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, (ঘ) 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের "মিছে মায়াবশে সংসার-সাগরে পড়িয়া আছিনু আমি" প্রভৃতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ-সম্মানাদি।

৪। **চতুর্থ যাম** (বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সাড়ে তিন প্রহর)—(ক) মহামন্ত্রের অষ্টযুগার্থের চতুর্থযুগার্থ কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক ও (খ) শ্রীরাধাদামোদরের মাধ্যাহ্নিকলীলা-স্মৃতি-শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, (গ) জৈবধর্ম্মের "এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব" ইত্যাদি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন, (ঘ) 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নবযুগ-প্রকাশ', আচার্য্য-জীবনচরিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভৃতি আলোচনা, ত্রিদণ্ডিস্বামী ভাগবতবর শ্রীপাদ ভক্তি-শ্রীরূপ পুরীমহারাজের শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা (ইনি গত ৩০।১০।৩৪ তারিখ হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন) এবং ইষ্টগোষ্ঠী।

৫। **পঞ্চম যাম** (সাড়ে তিন প্রহর হইতে সন্ধ্যা)—(শ্রীবিগ্রহের প্রবোধনান্তে) (ক) মহামন্ত্রের অষ্টযুগার্থের পঞ্চম যুগার্থ কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক ও (খ) শ্রীরাধাদামোদরের অপরাহ্নকালীন লীলা-স্মৃতি-শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, (গ) শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' হইতে "কবে গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর", "গোপীনাথ, কৃপা করি' রাখ নিজ পদে" প্রভৃতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন, (ঘ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ (পাঠক—কোনদিন শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যাবিনোদ এবং কোনও দিবস শ্রীপাদ ভক্ত-গোপাল চক্রবর্ত্তী, ভক্তিশাস্ত্রী), (ঙ) সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন।

৬। **ষষ্ঠ যাম** (সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড)—(ক) গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব এবং 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু' ও 'প্রার্থনা'র বিভিন্ন পদাবলী কীর্ত্তন, (খ) মহামন্ত্রের অষ্টযুগার্থের ষষ্ঠযুগার্থ কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক ও (গ) শ্রীরাধাদামোদরের সায়ংলীলা-স্মৃতি-শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, (ঘ) শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ব্যাখ্যা।

৭। সপ্তম যাম (ছয়দণ্ড রাত্র হইতে মধ্যরাত্র)—(ক) মহামন্ত্রের অষ্টপ্রহারের সপ্তমপ্রহার কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোক ও (খ) শ্রীরাধা-দামোদরের প্রেমোদ্দীপনা-স্মৃতি-শ্লোক সাদরে কীর্ত্তন, (গ) 'দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌তে আমার মন,' 'গায় গৌরাঙ্গ জীবের তরে', 'রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই', 'ছাই-মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' প্রভৃতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন, (ঘ) নগরসাঙ্কীর্ত্তন, (ঙ) প্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি।

৮ অষ্টম যাম মধ্যরাত্র হইতে প্রাতে তিন প্রহর)—মহামন্ত্রের অষ্টপ্রহারের অষ্টমপ্রহারকীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোক ও শ্রীরাধাদামোদরের রাত্রি-লীলা-শ্লোক পাঠ।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও পূজারাদি যথাসময়ে যথাবিধি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মঠবাসী ভক্তবৃন্দের সকলেরই পক্ষে লক্ষ নাম-গ্রহণ অনুষ্ঠান-বিধিভুক্ত বিহিত আছে। শ্রীমদ আচার্য্যত্রিক প্রভু মঠবাসী ভক্তগণ সকলেই যাহাতে ভজনের ক্রমপন্থাবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে দাস্যচিত্ত হইয়া কৃষ্ণানুশীলনের অবিচ্ছিন্নতা-সাধনে যত্নবান্ হন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সকলেই হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব বল লাভ করিতেছেন। শ্রীমদ ভক্তি-বিলাস প্রভুর কীর্ত্তনে মঠ সর্ব্বদাই মুখরিত।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতেছেন। শ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ বোধায়ন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে হরিকথা শ্রবণার্থ সমাগত ভক্তবৃন্দের বাসস্থানাদি প্রদান ও নানাপ্রকার সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় ও প্রভুপাদের আজ্ঞায় গত সোমবার হইতে কতিপয় ভক্ত বন-পরিক্রমায় যাত্রা করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নানাবিধ হরি-সেবা ও প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গত ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্ণে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভক্তি-ভাণ্ডার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ষষ্ঠ অধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব দিবস শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু গত ২৭শে অক্টোবর হরিকথা-প্রচারার্থ তরতপুর গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহাশয় হরি-সেববর্গণের জন্য প্রসাদাদির সুব্যবস্থিত করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যহই বিভিন্ন দেশ হইতে ভক্তগণ আসিতেছেন। মথুরাবাসী সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও পণ্ডিতগণ শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া প্রত্যহই হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

মথুরার পৌরবাসিগণের সভাস্থ
প্রত্যাগত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ
তীর্থ মহারাজের
প্রতি মধুরাক্ত
—বিপুল সম্বর্দ্ধনা—

মথুরার পৌরবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্য ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শুদ্ধভক্তি প্রচারের পতাকাবাহী পাশ্চাত্য-দেশাগত প্রথম সেনাপতিরূপে অভ্যর্থনা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে মথুরানিবাসী সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে রায়বাহাদুর বাবু রাধারমণ, রায়সাহেব বাবু তীর্থচান্দ, রায়সাহেব বাবু গোবিন্দ দাস, স্থানীয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নরোত্তম, রায়সাহেব বাবু রূপকিশোর, অধিকারী বাবু লক্ষ্মীধর, স্থানীয় মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবু যমুনা প্রসাদ, জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম বিদেহী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু বিশ্বেশ্বরনাথ ভার্গব, শেঠ রামনিবাস পোদ্দার প্রভৃতি

সম্মানিত ব্যক্তিগণ মথুরাবাসীর পক্ষ হইতে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। তাঁহাতে পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামীজী মহারাজের "শ্রীকৃষ্ণ ও মথুরা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা ও তৎপূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজকে একটি অভিনন্দন প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

২৮শে অক্টোবর ১৯৩ কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকায় সময় স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত "লছমীদাস হলে" সমবেত হইলে জ্যোতিষী বাবু রাধেশ্যাম বিদেহী মহাশয় সভাগৃহের পক্ষ হইতে মথুরার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু বসন্তলালজীকে সভার সভাপতি-পদ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে গোস্বামী পণ্ডিত লক্ষ্মণাচার্য্য শাস্ত্রীজী ঐ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং সংক্ষেপে এইরূপ বিরহ-সভার সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু বলেন। সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। তৎপরে জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত রাধেশ্যামজী হিন্দুস্থানীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও স্বামীজী মহারাজের আদর্শ আচার-প্রচারের বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর সমগ্র মথুরার সজ্জন গৌরজনের পক্ষ হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবু যমুনাপ্রসাদজী ইংরাজী ভাষায় রচিত নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটি সভা-মধ্যে পাঠ করেন।

To

His Holiness
Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Teertha Maharaj of Sree Gaudiya Math

Your Holiness,

WE, the citizens of Muttra or Mathura, the Holy city of Nativity of Lord Sree Krishna, are glad to have the opportunity of extending to Your Holiness our hearty welcome on this most auspicious occasion of Your Holiness' arrival here on return from England.

THE Sanatan Dharma is generally misunderstood and misrepresented in Kali Yuga owing to neglect of the worship of Sree Krishna, the Supreme Lord and the highest form of the Personality of Godhead whose auspicious Advent in the highest knowledge in pure form sanctified this city and whose transcendental activities are eternally associated with every thing of the whole of Braja Mandal. Although for some time the sacred places and associations thereof were forgotten by the public, just 450 years ago the Lord Krishna Himself in the role of Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu came here and rediscovered to the public all the sacred associations of Braja Mandal which were given great publicity to by His eminent apostles, the six Goswamis headed by Sree Rupa and Sanatan who lived here long and gave to the world an elaborate literature of a wonderful nature on the theology and practice of Sanatan Dharma in its complete and living form for the highest benefit of mankind.

WE are aware that your Holiness is the disciple of Srila Thakur Bhakti Vinode, the great saint of the last century who brought out about 100 books on the teachings of Sree Chaitanya (the religion of Sree Krishna) was the pioneer in propagating this religion to the educated public of the present generation. And we are also aware that this movement has since been taken up and conducted in a world-wide scale by His Divine Grace Paramhansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj who initiated Your Holiness with Tridanda Sanyas in 1920 for carrying on the propaganda by methods approved by the Sastras and followed by Sree Chaitanya.

WE are also aware that since 1920 your Holiness has been actively engaged in the preaching of Vaishnavism under the distinguished guidance of the Divine Master the Paramhansa Saraswati Maharaj to the great admiration and benefit of the educated public throughout India, but mostly confining your activities in Brindaban and Naimisaranya in the Sitapur District for the propagation and popularising of the Bhagabat.

THE brilliant career of your missionary activities in India richly qualified Your Holiness in being selected by the Gaudiya Math for extending the propaganda to the West and for the first time in Great Britain and Germany. We appreciate the great difficulties against which Your Holiness had to work in an alien country in every way different from Indian outlook. But we are highly satisfied to learn of the admiration extorted from every quarter by an ideal life in purely Indian methods both in diet and in habits and by thoroughly practising what is preached.

WE are filled with great joy and pride to learn that inspite of various odds Your Holiness was successful in course of a short period of eighteen months in effecting an appreciable change in the British public in their outlook on India specially her religion and in creating a great impression among the highest dignitories, an interest among the public and in supplying food for thought and consideration among the educated—by means of private discussion, social gatherings and public lectures at the different Universities, in many learned societies and in public platforms—as a result of which a centre has been established and a strong committee under the name Gaudiya Mission Society has been formed with most influential personalities of England for furthering the propaganda in the West culminating in a speedy spiritual regeneration of the world through the diffusion of the knowledge and significance of the worship of Sree Radha-Krishna by dint of the efforts of Your Holiness and other Sanyasi preachers of the Gaudiya Mission.

WE hail this opportunity of offering our deep gratitude to Your Holiness' glorious and successful preaching of the glory of Mathura, Braja-Mandal and of Radha-Krishna, your love for whom is evinced by your arrival to this place on return from the West and now encouraged by the august visit in our midst of the Illustrious Divine Master of Your Holiness, His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. We wish most ardently for the restoration of the worship of Sree Radha Krishna in pristine purity and we hope for the actual realisation of the loving service of Rada-Krishna through the enlightenment of the able preachings of your Mission, when we will be in a position to see the real perspective of Mathura in our spiritual vision.

MUTTRA,
28—10—34.

We are, yours respectfully,

THE CITIZENS OF MUTTRA.

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রত্যভিভাষণের চুম্বক

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী অভিনন্দনের প্রত্যভিভাষণ-মুখে ও লিখিত বক্তৃতার বিষয় অবলম্বনে প্রায় একঘণ্টাকাল সুললিত হিন্দীভাষায় একটি গুরুগম্ভীর বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আকৃষ্ট করেন। বক্তৃতার সংক্ষেপ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব, মহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দের বন্দনা করিয়া সভাপতি ও উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজ বলেন যে, মথুরাবাসী তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোত পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ মূর্ত্ত-শ্রীচৈতন্যবাণী-স্বরূপ ও বিশ্বপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একজন অতি অকিঞ্চিৎকর ভৃত্যাভাস। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদই স্বামীজী মহারাজকে প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা—যাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব এই মথুরামণ্ডলের নিজস্ব ধন বলিয়া জানাইয়াছেন, তাহার পসরা শ্রীরূপানুগবরের পাদপদ্মবাহী জাহাজে পাশ্চাত্য দেশে লইয়া যাইবার জন্য স্বামীজী মহারাজ ও তাঁহার অন্যতম সতীর্থকে আদেশ করেন। স্বামীজী মহারাজ দৈন্যভরে বলেন যে, তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তি মস্তকে কেবলমাত্র শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের তুলি, হস্তে ত্রিদণ্ড লইয়া আভিজাত্য-ঐশ্বর্য্য-প্রভ-শ্রীবিভূষিত জাতির নিকট যে অপ্রাকৃত বাস্তব সত্যের—শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মে বহু লোকের সত্যানুসন্ধিৎসা জাগাইতে পারিয়াছেন, ইহাতে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতেছেন এবং এই শ্রীচৈতন্যবাণীটির সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

স্বামীজী মহারাজ আরও বলেন যে, ইদানীং কোন ভারতীয় সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেই তিনি বা তাঁহারা mystic বলিয়া গণ্য হন এবং সাংবাদিকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির প্রদর্শনীয় পণ্যদ্রব্যরূপে পর্য্যবসিত হন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই "To be fore-warned is to be fore-armed" এই ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বেই সাংবাদিকগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। অসংখ্য সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ও আমাদিগকে নানা প্রশ্ন করিতেন; কিন্তু আমরা সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, অতিরঞ্জিত বা কল্পিত কোন সংবাদ যেন আমাদিগকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত না হয়। তথাপি আমাদের অজ্ঞাতসারে দুই একটি ভ্রমপূর্ণ ও বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাহার সংশোধনে যথাযোগ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কারণ, আমরা আমাদিগকে হিমালয়ের গুহাচারী, শত বা তদোধিক বৎসরকাল বায়ুভক্ষণকারী কিম্বা যোগমার্গের দ্বারা নানাপ্রকার আশ্চর্য্যের প্রদর্শনী-উন্মোচনকারী সন্ন্যাসী বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার ও তন্মূলে ধনাদি সংগ্রহের ইচ্ছা করি নাই। আমরা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শিক্ষায় জানিতে পারিয়াছি যে, আমরা শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণের পাদুকাবাহী অতি হীনহীন সেবকমাত্র। শ্রীহরিকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জাগতিক অস্ত্রসংগ্রহ বা প্রয়োজন-লাভ আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

গ্রেটবৃটেনের নিজস্ব তাহাদের conservatism। উহার সুদৃঢ় প্রাচীর যুগযুগান্তর হইতে সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। সেই স্থানে কেহই জাগতিক পরাধীন বা

স্বাধীন জাতীয়তার অভিমান করিয়া ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিশ্বম্ভরের প্রেষ্ঠ সেবকের অধীনতা ও চরণধূলিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে পারিলেই সেইরূপ স্থানেও অকপট সত্যের বাণী প্রচার করা সম্ভব হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি।

যখনই কোন ধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়াছেন বা গিয়া থাকেন, তখনই গ্রেটবৃটেনের অধিবাসিগণ জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে এমন কি নূতন জিনিষ দিতে পারিবেন। ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া ভারতবাসী প্রচারকগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করেন, সেই সকল কথা তাঁহারা শুনিতে চাহেন না। বিশেষতঃ ভারতবাসী যে ধর্ম্মের গৌরব করেন, সেই ভারতবাসীর ধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের গ্রাহক অনেক বেশী। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আর ভারতবাসিগণ প্রত্যেকেই একটি একটি ধর্ম্মের মতী দিয়া অসংখ্য ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীজী মহারাজ ও তাঁহার গুরুবর্গকে ভাগবতধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ্ব প্রচার করিতে হইয়াছে এবং অদ্বেষবাসীদিগকে যুক্তির সহিত বুঝাইতে হইয়াছে যে, তাঁহারা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বা "to carry coal to Newcastle" নীতি সর্ব্বাগ্রেই পরিহার করিয়া এতদ্দেশে আসিয়াছেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী আত্ম-ধর্ম্ম—উহা নহে বা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অন্তর্ভব নহে। ভাগবতধর্ম্ম—আত্মধর্ম্মই একমাত্র অধিতীয় ধর্ম্ম ও তাহারই বিকৃত ভাব ও অসম্পূর্ণতা হইতে অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় অসংখ্য মনোধর্ম্মের অন্তরে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে তাঁহারা ইউরোপে আসেন নাই কিম্বা তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম বা তথাকথিত সনাতন-ধর্ম্মের প্রদর্শনী লইয়াও তাঁহারা প্রচারে বহির্গত হন নাই।

স্বামীজী মহারাজ অদ্বেষবাসীকে আত্মধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এবং Sonhood ও Consorthood of Godhead এর কথা যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া ভাগবতধর্ম্মের খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কি কি অধিক অবদানের বাস্তব বস্তু আছে, তাহা জানাইয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজ এতৎপ্রসঙ্গে আরও বলেন যে, অদ্বেষবাসী মনীষী ব্যক্তিগণ তিন মিনিটের অধিককাল পরমার্থ আলোচনায় একত্রকালে নিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এরূপ অবস্থায়ও স্বামীজীকে অসাধারণ ত্বরের কথা তিন মিনিটের মধ্যেই সংক্ষেপে প্রতি সভা-সমিতিতে ও দ্বারে দ্বারে শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

বৃটিশ মিউজিয়ামে গীতার অনেক অনুবাদ রহিয়াছে। ঐ সকল-অনুবাদই মনোধর্ম্মপর ব্যাখ্যা ও অনুবাদে পরিপূর্ণ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া গীতার একান্ত ভক্তিপর অনুবাদ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সংস্কৃত-ভাষ্য ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বকীয় ভাষায় লিখিত ভাষ্য অবলম্বনে অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা বিদগ্ধমণ্ডলীকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীগীতা ও ভাগবতের শ্লোকের কতিপয় ব্যাখ্যা-শ্রবণে ইংলণ্ডবাসী বহু মনীষী চমৎকৃত হইয়াছেন। আর্চ্চবিশপ অব্-ক্যাণ্টারবারী ও ইয়র্কের ন্যায় মহামান্যিত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিবার অবসর দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে গ্রামে গ্রামে Village Bishop গণের নিকট এই সকল কথা কীর্ত্তনমুখে গ্রেটবৃটেনের গ্রামে গ্রামে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রচার করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। ইহা ভক্তিধর্ম্মপ্রচারকারী ভারতীয় সন্ন্যাসিগণের প্রচারের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। বিলাতের সভা-সমিতিতে বক্তৃতার পরে hackling অর্থাৎ শ্রোতৃগণের পক্ষ হইতে নানাপ্রকার প্রশ্নের অবতারণা হইয়া থাকে।" কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মের কোন কোন বিশেষ সজ্জনতায় শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর চমৎকৃত হইতেন যে, এত উচ্চ-বিষয়ে তাঁহাদের প্রশ্ন করিবার কোন অবকাশ নাই জানিয়া শুষ্কতর্কির সিদ্ধান্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই উপলব্ধি করিতেন।

এইরূপ প্রচারের ফলে তথায় লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটী নামক একটি সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। মহামান্য মারকুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড সেই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন এবং স্থানীয় শ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায় ও মনীষি-বৃন্দ ঐ সভার সভ্য-পদে বৃত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত কতকজন সত্যানুসন্ধিৎসু সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের

প্রচারকসূত্রে শ্রীমদ্ রস মহারাজ সম্প্রতি জার্ম্মাণীর প্রেসিডেন্ট চ্যান্সেলার হার্ ছিটলারের দ্বারা state guest রূপে আহূত হইয়াছেন। তিনি জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ক'রবেন।

স্বামীজী মহারাজ তৎপরে 'শ্রীকৃষ্ণ ও মথুরা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব, শ্রীকৃষ্ণধাম মথুরার বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-নামের সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী মহারাজ সভ্য মথুরাবাসিগণের কৃপা যাচ্ঞা করেন এবং যে শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায়,

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাণীর সার্থক হইতেছে, তাঁহার জয় ঘোষণা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে গৌড়ীয়-সভাপতি মহাশয়োপদেশক পণ্ডিতবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সাধারণের জন্য হিন্দী ভাষায় স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম কীর্ত্তন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি ও উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ ও স্বামীজী মহারাজকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন,—হে সজ্জন ভ্রাতৃগণ, আপনারা আজ এই মহাত্মা স্বামীজী মহারাজের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ আমাদের মাতৃভাষায় বিশেষ দক্ষ নহেন বলিয়া এবং আমরা বাঙ্গালা বুঝি না বলিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায়ই তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আমরা অন্ধ ইলণ্ড অসভ্য জাতি বলিয়াই গৃহীত হইতাম। এরূপ জাতির মুখে ধর্ম্মের কথা শুনা রাজজাতির পক্ষে স্বভাবতঃই শ্লাঘ্য নহে। যদিও কিছুকাল পূর্ব্বে মার্কিণ দেশে ভাগবতধর্ম্মের কোন কোন প্রচারক গমন করিয়াছেন, তথাপি ইংলণ্ডে নিরপেক্ষ সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মের কথা এ পর্য্যন্ত স্বাভিভাবে প্রচারিত হয় নাই। আমরা কিছুকাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের কথা বিশেষভাবে শুনিয়া আসিতেছি। আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃপায় পাশ্চাত্যদেশে ভক্তি বাহিয়া গিয়াছে যে, পরমার্থের চরম কথা হিন্দুস্থানে বিশেষতঃ মথুরাধামেই আছে। মথুরাই সেই পরতত্ত্বের জন্মভূমি। স্বামীজী মহারাজ আজ যে সকল কথা বলিলেন, তাহা এক ঘণ্টায় বা দুইচার ঘণ্টায় অবধারণের বিষয় নহে, উহা তাঁহার ন্যায় মহাত্মার পাদমূলে বসিয়া পুনঃ পুনঃ শুনিতে হইবে, অভিনিবেশ করিতে হইবে, সেবা-চেষ্টার সহিত বিচার করিতে হইবে, কৃপা যাচ্ঞা করিতে হইবে, তবে যদি আমরা এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারি। তাই আমরা স্বামীজী মহারাজের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া এই সভার উপসংহার করিতেছি। আজ আমরা তাঁহার ন্যায় মহাত্মাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

সভাপতির অভিভাষণের পরে ব্রহ্মচারী পণ্ডিত সম্প্রদায় ভক্তিশাস্ত্রী "ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন" এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং সভার সময়ের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিম্নে মাত্র কএকটি নাম প্রকাশিত হইল।

বাবু বসন্ত লাল (ব্যারিষ্টার-এট-ল), প্রেসিডেন্ট বাবু যমুনাপ্রসাদ, ডিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান্; বাবু দ্বারকানাথ, ব্যারিষ্টার-এট-ল, এম-এ, এল এল বি; বাবু বৃন্দাবন দাস বি-এ, এল এল, বি; বাবু লক্ষ্মণাচার্য্য শাস্ত্রী পণ্ডিত সোহনলালজী, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য; বাবু শ্যাম বিহারী লাল, মুন্সেফ; ডাঃ পি, এন্, গোস্বামী; জ্যোতিষী রাধেশ্যাম দ্বিবেদী; বাবু গোপাল দাস, ডিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্; মথুরার পোষ্ট মাষ্টার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ মিশ্র; ডাঃ এন্, এন্, চৌধুরী।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

আগামী ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪১ (ইং ৮ই নবেম্বর, ১৯৩৪) বৃহস্পতিবার প্রতিবর্ষের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহাবদান্যোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভু মঠের আশ্রিত ভক্তগণকে তথা শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন-সেবায় শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনমাত্রকেই গোবর্দ্ধন-পূজার বিবিধ উপচার ও উপায়ন-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইবার সুযোগ না পাইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সংগৃহীত পূজোপকরণ যথাসময়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিবে। স্থানবিশেষের ভগবৎসেবোপযোগী কোন নৈবেদ্য-বৈচিত্র থাকিলে তাহা বিশেষ আদরে ও ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪১; ১০ই নবেম্বর, ১৯৩৪ { ১৪শ সংখ্যা।

শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

১৪ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস হইতে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য পাঠ, ব্যাখ্যা ও দীপদানের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে গুরুস্তোত্র কীর্ত্তন ও "সব অবতার-সার গোরা অবতার" এই দুইটি সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর প্রভুপাদ "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" এই শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস মথুরায় ডাক্তার শ্রীমান্ শিবদাস ঘুসি এম, বি, বি, এস্ ও কতিপয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রভুপাদ কিছু হরিকথা বলিয়াছিলেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু "আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-দীন"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত এই সঙ্গীত ও ঘনাময় কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস মহর্ষনদিগের প্রভৃতি স্থান হইতে কএকজন ভক্ত আগমন করেন। প্রভুপাদ একাদশ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" শ্রীমথুরায় ষাণ্মাসর-ব্রত' শীর্ষক প্রবন্ধ স্বয়ং পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৫ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ "হরিভক্তি-বিলাসে" পাঠ ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং' শ্লোকটি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেইদিন পাটনা হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী প্রভু, পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারকেট শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীমধুমঙ্গলজি প্রভৃতি প্রভুপাদের অনুকম্পিত কতিপয় ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আগমন করেন। ঐ দিবস রাত্রে কাশী হইতে আগত পণ্ডিত রঙ্গাচারী সর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রীকি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ 'হরিভক্তি-বিলাস' হইতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ শ্রীরূপ-শিক্ষায় এই শ্লোকাবলী ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ঐ দিবস মথুরা ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের মুন্সিফ শ্রীযুক্ত শ্যামবিহারী লাল প্রভৃতি কতিপয় উত্তর-পশ্চিমদেশীয় শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই অক্টোবর রাত্রে আশ্বিন পূর্ণিমার

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-তিথি-দিবস প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তের নিকট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত ভজন-রহস্য হইতে অষ্টকালীয় লীলার শ্লোকাবলী পাঠ এবং তৎসম্পর্কে উপস্থিত কতিপয় ভক্তকে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—অনর্থ নিবৃত্তি করিতে করিতেই যেন আপনাদের দিন না ফুরাইয়া যায়। অর্থ-প্রবৃত্তিও দরকার। অর্থে প্রবৃত্তি না হওয়া পর্যন্তই অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলে অনর্থ-নিবৃত্তি গৌণ হইয়া পড়ে—অর্থ-প্রবৃত্তিই মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশেই পণ্ডিত হইলে হইবে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, আচারবান্ হওয়া আবশ্যক। নিজে অকপট ভজনে অগ্রসর হইবার মুখে কতটা চলিয়াছেন, তাহাও দেখিতে হইবে।

গোপীর বসন অপসারিত করিয়া কৃষ্ণ আনন্দ লাভ করিতেছেন; তাহাতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতেছে। আমি যদি বলি, "কৃষ্ণ নিজে আচরণ করিয়া সংযম দেখান দেখি! তিনি কেন বিলাসী হইতেছেন?" ইহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ কৃষ্ণ আমার ইচ্ছার কেনী হইবেন না। পরমস্বতন্ত্র কৃষ্ণ যেজন্য সেই সংযম দেখাইতে পারেন—কৃষ্ণ গৌরসুন্দররূপে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই আদর্শ হইতে আমরা জানিয়াছি, কৃষ্ণভক্তের গোপী-বসন অপসারিত করিবার অধিকার নাই—একমাত্র কৃষ্ণেরই আছে। আমাদের কর্তব্য নিজে যথাযোগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিলাসের জন্য চেষ্টান্বিত থাকা। তাঁহাদিগকে বৈরাগী করাইতে হইবে না বা তাঁহাদিগকে বৈরাগী দেখিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব—এইরূপ দুর্বুদ্ধিতে বাধিত হইতে হইবে না।

কার্তিকব্রতে নিয়ম করিয়া ভগবদনুশীলন করা কর্তব্য। কিন্তু নিয়মে অত্যাগ্রহ করিয়া যদি হরিসেবার মূল উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যাই অথবা নিয়মে একান্ত অনাদর করিয়া হরিসেবায় আলস্য প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ঐরূপ কোনটির দ্বারাই মঙ্গল হইবে না।

ঐ দিবস পূর্বাহ্নে প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ কলাজ-পক্ষকের এক একটি করিয়া ব্যাখ্যা এবং নাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ এই তিনের অভিন্নতা-সম্বন্ধে কীর্তন করেন। হরিভক্তিবিলাস হইতে প্রভুপাদ অসৎসঙ্গ-বর্জনের শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদ 'মথুরা' শব্দের ব্যাখ্যায় 'গোপালতাপনী' হইতে বলেন,—

"মথ্যতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যত্তাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

মথুরা অপ্রাকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের চরমসীমার ভূমিকা।

শ্রীল প্রভুপাদ বিজয়াদশমী উপলক্ষে অপরাহ্নে ভক্তগণকে লইয়া রাবণবধলীলা দর্শন করিতে যান। সন্ধ্যার পর গুরুস্তোত্র ও কএকটি সঙ্গীত কীর্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

শ্লোকটি প্রায় তিনঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। এই শ্লোক ব্যাখ্যাকালে প্রভুপাদ altruism বা প্রাকৃত পরার্থিতা ও পরত্বের অপ্রাকৃত সেবার পার্থক্য কীর্তন করেন। প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ঐ দিবস মথুরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সহকারী হেল্‌থ অফিসার শ্রীমান্ শিবদাস আগরওয়ালা, ডাক্তার শিবদাস পুরি প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজীতে হরিকথা বলিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ঐ সভায় 'গৌড়ীয়' পত্র হইতে 'শ্রীমথুরায় দামোদর-ব্রত'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৮ই অক্টোবর ১লা কার্তিক শ্রীল প্রভুপাদ বিলাপলীলা কীর্তনের পর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর কৃত মথুরাস্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মথুরার সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর একবাসকাল অবস্থান পূর্বক গোপাল-দর্শনের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। পরে শেষরাত্রীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া "হরে স্বপ্নান্তচরণাম্বুরুহং তনোমু" পদটি ব্যাখ্যা ও তৎসঙ্গে "আশ্লিষ্য তে নলিননাভ" এই শ্লোকটিরও অভিনব ব্যাখ্যা করেন।

বেলা ১১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত গোবর্ধনে শ্রীহরিদেবের দর্শনার্থ গমন করেন। স্থানীয়

কতিপয় ব্যক্তি শ্রীহরিদেবের মন্দিরের সেবাইত-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় সেবায় নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা সংঘটিত হইতেছে, জানাইলেন। শুনা গেল, 'তমলুক' ও 'মোহনপুর' নামক দুইটি গ্রাম বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরিদেবের সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সেবার বৈধিল্য দেখিয়া কএক বৎসর হইল সংকার্য্য যাহাদের নাকি মোহনপুরের সেবাইৎ সম্প্রদায়ের হস্তে আর সম্পত্তির আয় প্রদান করিতেছেন না। তমলুকপুরের মহারাজ সেবার জন্য প্রত্যহ দুই টাকা করিয়া দিতেন, তাহাও বন্ধ হইয়াছে।

প্রভুপাদের অনুগমনে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক গোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঠিক মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হন ও তথায় যাহাতে শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের একটি স্থান হয়, তদ্বিষয়ে প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে আচার্য্যত্রিক প্রভু বিশেষ যত্ন করেন। প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া হরিকথা বলিয়াছিলেন। তত্রত্য জমিদার পরলোকগত বনমালী রায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীর কামদার প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান ও আসনাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্তিসুধাকর প্রভু, অধোক্ষজ প্রভু প্রমুখ কএকজন ভক্ত মাধুকরী ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদ কার্ত্তিকমাহাত্ম্য ও "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ" এই শ্লোকটি উপদেশামৃতের "তাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি" শ্লোক ও "মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গল-মস্যাখিলানাং" শ্লোকের সহিত ব্যাখ্যা করেন। প্রভুপাদ বলেন,—নামই বীজ স্বরূপ। অসম্প্রদায়িত নামই বীজ ও সম্প্রদায়িত নামই রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা রূপে প্রকাশিত। অতএব 'নাম' বলিতে—'নাম-নাম', 'রূপ-নাম,' 'গুণ-নাম', 'পরিকর-বৈশিষ্ট্য-নাম' ও 'লীলা-নাম'।

ঐ দিবস বাবু চিরঞ্জীবলাল মোক্তার, বাবু প্রয়াগনারায়ণ মোক্তার, বাবু শ্রীরঘুপ্রসাদ মোক্তার, পণ্ডিত চুন্নীলাল, পণ্ডিত হুকুমচাঁদ, চৌবে জগন্নাথজী, পণ্ডিত রঘিতরপ্রসাদ প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় কএকজন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

১৯শে অক্টোবর বরা কার্ত্তিক শ্রীএকাদশীর উপবাসব্রত দিবস শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত বেলপাহী, নন্দগ্রাম, খদিরবন ও তথায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি দর্শন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ এবং রাত্রিকালে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীরাধিকা কি করিয়া কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রীচৈতন্য অবতার। রাধিকা উপদেশকরূপে এদেশে আসেন না। কারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। বোকা লোকে মনে করে, 'রাধিকা—বৈষ্ণবী! তিনি স্বামী অভিমন্যুকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন!' কিন্তু কৃষ্ণ যে অন্য বস্তু নহেন, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই পুরুষ বা পতিপদবাচ্য নহেন, অপরের পুরুষ বা পতি-অভিমান কৃষ্ণবাঞ্ছিমানেরই বিকৃত ও আনুকরণিক চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুত্বের আদর্শ প্রকাশ করিয়া ইহা জগজ্জীবকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ার ফলে কতকগুলি লোক চৈতন্যচরণের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। চৈতন্যদেবই যে কৃষ্ণ ইহা ধরিতে পারেন না। কতকগুলি লোক মুখে কৃষ্ণকে মানিয়াও বাস্তবানুভূতির আনুগত্য স্বীকার না করায় তাঁহাদের সুবিধা হইতেছে না। গৌড়ীয়চক্রবর্ত্তনেও কতকগুলি বোকা লোক হইয়াছে। **গৌরাঙ্গৈকগতি না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবে না।**

কৃষ্ণকে যিনি কাঠ, পাথর দেখিতেছেন, তাঁহার পূজা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কেহ কেহ মনে করেন, কৃষ্ণকে abstract করিয়া রাখা যাউক। তিনি concrete থাকিতে পারিবেন না। এজন্যই গীতায় 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ' শ্লোকের অবতারণা। কৃষ্ণের প্রত্যেক পরমাণু যেখানে রাধিকার দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছে, যেখানে কৃষ্ণের ভিতর-বাহির রাধিকাময় হইয়া গিয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতরণ। কৃষ্ণের ভিতর বাহির এইরূপ ঢাকা

পড়িয়াছে বলিয়া বহির্মুখলোকেরা শ্রীচৈতন্যদেবকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

নৃসিংহ ও প্রহ্লাদ পরস্পর পৃথক্ আসনে সেবা-সেবক-ভাবে উপবিষ্ট থাকেন; কিন্তু রাধা-মাধবের মধ্যে সেইরূপ আসনভেদ নাই। রাধা কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা হইয়াও কৃষ্ণের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন।

কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌর-সুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, গৌর-সুন্দরের চরণ আশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

———

১৮ই অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক, শনিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ নিশান্ত-লীলা কীর্ত্তনের পর হইতেই হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন:—"আমাদের গুরুদেব একটি কথা বলিতেন, তাহা এখনও কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ঈশ্বরীকে **'কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী'** বলিতেন। **শ্রীরাধারাণী অকপট নিষ্কিঞ্চনের বস্তু।** যাহারা 'আমার কিছু আছে' বলিয়া মোটে চাড়া দিতেছেন, শ্রীরাধারাণীর কথা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না।

আপনারা কৃষ্ণের কথা শুনুন। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য দৃঢ় লৌল্যবিশিষ্ট হউন, বিষয়ী হইবেন না। বিষয়ী কাহাকে বলে? যাঁহারা কৃষ্ণের আনুকরণিক সংস্করণ হইতে চাহেন। কৃষ্ণ-ভোগী ও কৃষ্ণ-ত্যাগি-সম্প্রদায় জগদ্ভোগ বা জগৎত্যাগ করিবেন,—এই বাসনায় ধাবিত। ত্যাগিসম্প্রদায় কৃষ্ণের গলায় (!) ও নিজের গলায় ছুরি দিতে প্রস্তুত! গৌড়ীয় হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে আমরা আবদ্ধ থাকিব না।

প্রস্তর, বৃক্ষ, তৃণ, লতা, পশু, পক্ষী, মানুষ, দেব, পিতৃ তাহারাও কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কৃষ্ণ-ভজন করিলে ভোগ হইতে মুক্তি ও মুক্তি-বাসনা হইতে মুক্তিলাভ হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকালে এই সকল কথা কীর্ত্তন করিবার পর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এখন কৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন, চলুন আমরাও বনে যাই। ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে সেইদিন অনেক ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠে গমন করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলরি দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা বঙ্গিপাড়ার ভূতপূর্ব্ব এটর্ণি বর্ত্তমানে—শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শুহ মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সত্যবাবু শ্রীল প্রভুপাদকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক যদি শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবব্যাবাজি প্রভৃতিকে সংশোধন করেন, তবে বৈষ্ণবজগতের বড়ই উপকার হয়। ইহারা রজোরাণীর উপর নানা প্রকার অবিচারের কার্য্য করিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—তাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা আমাদের গুরুবর্গ। তাঁহাদিগকে সংশোধন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের নাই। তবে যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণবতা লাভ না করিয়াই ইচড়ে পাকা বৈষ্ণব সাজিয়াছেন, যাহে তাঁকুপাকুতাব দেখাইয়া অন্তরে সম্ভোগময়চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদের বঞ্চন সকল সময় না হইলেও সরল সত্যানুসন্ধিৎসু ও অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অকপট ও নির্ভীক-ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবে দয়ার পরিচয় দিতে হইবে। ঐরূপ সম্ভোগবাদী বা বৈষ্ণবক্রবপণকে কপটতা করিয়া 'সাধু' 'বৈষ্ণব' বলিলে আমাদেরও অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে।

সত্যবাবু বলিলেন, "আমি সময় সময় কোন কোন বাবাজীর আচরণ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অন্তরে সেরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, একে ত' অসদ্ব্যক্তিকে 'সৎ' মনে করিলে একটি পাপ হইবে আবার তাহার প্রতি অন্তরে অশ্রদ্ধা ভাব পোষণ করিয়া কপটতাপূর্ব্বক বাহ্যে ভক্তবৃত্তি প্রদর্শন করিলে দ্বিতীয় পাপ হইবে। কিন্তু আমি যখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস বাবাজি মহাশয়ের নিকটে গেলাম, তখন শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাসজি আমাকে বলিলেন,—'আপনি ত' ঐসকল বাবাজি-গণের মত ত্যাগটুকুও করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনার অপেক্ষা কত অধিকদিন ব্রজে বাস করিতেছেন, আপনি কি সেইরূপ পারিবাছেন?' তাহাতে আমি মনে করিলাম, কথা ত' সত্যই, বাবাজিগণ কত অধিক নিষ্ঠার সহিত ব্রজে বাস করিতেছেন, কাজেই ব্রজবাসিগণের চরণে আমার প্রণত হওয়াই আবশ্যক।"

সত্যবাবুর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন,—"কংস, বক, পূতনাও ত' ব্রজবাস করিয়াছিল, অভিমন্যু, বৈরথ প্রভৃতিও ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যায় না; কিন্তু তাহাদের সঙ্গ দ্বারা কি কৃষ্ণভজনের আনুকূল্য হইবে? 'সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে' মহাভাগবতের এই বিচার কপটতা করিয়া অপরে অনুকরণ করিলে অসৎসঙ্গকেই 'সৎসঙ্গ' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়। 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার' মহাপ্রভুর এই শিক্ষার সার্থকতাই থাকে না। সাধনকালে সিদ্ধ অবস্থার বিচারের সহিত একাকার করিলে সাধন ও সিদ্ধি উভয় অবস্থা হইতেই ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সত্যবাবু ও উপস্থিত বহু বৈষ্ণব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় এক ঘণ্টার অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সত্যবাবু শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আপনারা বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক পাইয়াছেন, অনেক উত্তম ক্ষেত্র পাইয়াছেন, কাজেই আপনাদের কাজ করিবার সুযোগ হইয়াছে। আমরা যাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করি, তাহারা ত' সেরূপ নহে। কাজেই আমাদিগকে সত্য কথা বলিতে অনেক বেগ পাইতে হয়।" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে নির্ভীক সত্য প্রচার করা যায় না। বাহিরে বৈরাগ্যের অভিনয় ও অন্তরে পূর্ণদম্ভোগবাসনারূপ কপটতা মহাপ্রভুর শিক্ষা নহে।" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'আবিরো ন্যূনতায়াং চ চায়তে পরমার্থতঃ' এই শ্লোকটির বিশেষ ব্যাখ্যা করেন এবং বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারভেদ রহিয়াছে, তাহা বলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্' অর্থাৎ নিরপরাধে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষ বিচার করেন। নাম-সংকীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ সম্ভব হয়। **পূর্ণপ্রস্ফুটিত নামই অষ্ট-কালীয় নিত্যলীলা। নাম-কীর্ত্তনমুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ হয় না।** নামাপরাধ-কীর্ত্তনও নাম-কীর্ত্তন নহে। **নামরূপ কলিকা স্বয়ম্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি চিন্ময়-রূপ বিকশিত হন, পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নাম-কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয় চিন্ময়ী নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিতা হন।**

প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ উদ্যোগী হইলে সত্য বাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া আচার্য্যোচিত সম্মান করিলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে সত্য বাবু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এ সকল কথার সন্ধান পাইলে তিনি গৌড়ীয়মঠেরই আশ্রিত হইতেন। সঙ্গের আরও কতিপয় ব্যক্তি বলিলেন যে, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—এই গৌরবাণীর সার্থকতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে।

ঐ দিবস রাত্রে প্রদোষলীলা-কীর্ত্তন হইবার পর প্রভুপাদ 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা,—

> 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণউপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।'

যিনি অকপটভাবে প্রচার করিবেন, তাঁহারই সুবিধা হইবে। যিনি কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্জ্জন করিবেন, বসিয়া বসিয়া নাকটিপিবেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। গুরু কার্য্য করিতে পারিলেই সুবিধা হইবে। কেবল শিষ্য (?) হইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেলে সুবিধা হইবে না। যেমন আমরা সাধারণ স্মৃতির বচনে শুনিতে পাই যে, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন না করিতে পারিলে তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রোৎপাদন অর্থাৎ গৌরবর্দ্ধন বা কীর্ত্তনকারী না হইলে আপনারাও ভোগী ও ত্যাগীর সদ্ধ্যায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমি অমুক গুরু বা পেশাদার কীর্ত্তন-ওয়ালার কথা বলিতেছি না। অমুক গুরু মাঝপথে কৃষ্ণের দ্রব্য অপহরণ করিয়া বাটোয়ারি করেন। আর ব্যবসায়ী প্রচারক নিজ সম্ভোগের বা ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র-পালনে ব্যস্ত, কনক, কামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠায় বিভ্রান্ত। তাহারা কখনই

হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না।"

পরে শ্রীল প্রভুপাদ 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়ঃ' শ্লোকটি কীর্ত্তন করেন। 'আরাধ্য' শব্দের দ্বারা রাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা। 'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।' আমরা একদিন সকলের নিকট গৌরাঙ্গের কীর্ত্তন প্রকাশ করি নাই। কেন না, উহা আমাদের অত্যন্ত গুপ্ত সম্পত্তি। ইহাই আমাদের একমাত্র ধনা। কিন্তু পাছে আপনারা ভুল বুঝেন যে, অনর্থ-নিবৃত্তিই বুঝি প্রয়োজন, অর্থ-প্রবৃত্তির মধ্যে কোনদিনই প্রবেশ করিতে হইবে না, এজন্য আমি অষ্টকালীয়লীলা-কীর্ত্তন আরম্ভ করাইয়া দিয়াছি। আপনাদের এখনও সে কীর্ত্তন শুনিবার মত অবস্থা হয় নাই, আমি ইহা জানি। কিন্তু জানিয়া রাখুন, তথনকারও আপনাদের এরূপ একটি বাস্তব অপ্রাকৃত আদর্শ আছে, যাহার জন্য আপনাদের অনর্থ-নিবৃত্তি প্রয়োজন। **অনর্থনিবৃত্তির পরে অর্থপ্রবৃত্তি অর্থাৎ চিল্লীলা-মিথুনের সেবার যে অপ্রাকৃত বাস্তব-রাজ্য আছে, তাহা জানা না থাকিলে হয়ত' নির্ব্বিশেষবাদেই সকল চেষ্টা পর্য্যবসিত হইতে** পারে। যাঁহারা পনর বিশ বৎসর যাবৎ হরিনাম করিতেছেন, তাঁহারাই এই সকল কথা শুনিয়া রাখুন, **প্রাথমিক শিক্ষানবীসগণের এসকল কীর্ত্তন শুনিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিবেন। ইহা সেবোন্মুখ বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের জন্য, সকলের জন্য নহে।** "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথাতথা' আমাদের পূর্ব্বগুরুর এই আদেশকে অমান্য করিলে ভজনরাজ্য হইতে চিরপতিত হইতে হইবে।

আজ সকালে শ্রীযুক্ত দয়াচরণ গুহ মহাশয় বলিলেন, 'আমার কৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বে শ্রদ্ধা ছিল, রাধারাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু এখন দেখিতেছি রাধারাণীর কথাই বড় কথা।' আমি বলিলাম, লক্ষ্মীদেবীর কথা, সীতাদেবীর কথা Western Savant সমূহ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রীরাধারাণীর কথা শুনিতে বহু সময় লাগিবে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কল্পিত রাধারাণী (?) কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ঈশ্বরী নহেন। তাই আমরা শ্রীরূপ সনাতনের পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া পশ্চিমদেশে লোক পাঠাইয়াছি। তথায় যদি একজনও খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে পাশ্চাত্য জগৎ কোন না কোন দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সদাচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন—শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন কতটা উচ্চে, তাহা জানিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের কতিপয় Renegade পরবর্ত্তিকালে আপনাদিগকে রাধা-গোবিন্দের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়া কতকটি প্রসিদ্ধ দল সৃষ্টি করিয়াছেন।

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ তিনিষটি সহজিয়াগণেরই সম্পত্তি মনে করিবেন না। বস্তুতঃ উহা আমাদেরই বস্তু। তাহা ঐ সকল ভণ্ডের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি রহস্য করিয়া এ সকল কথা আমাদিগকে অনেকভাবে বলিতেন। আমাদের শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার একটি শেষ আদেশ শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, "যদি এগারটি পাষণ্ডের হাত হইতে রাধাকুণ্ড উদ্ধার করিতে পার, তবে শ্রীরাধাকুণ্ড-বাস সুখকর হইবে।" এখন বোধ হয় এগারটির জায়গায় অনেকগুণ বাড়িয়া ১০৮টি হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ব্রজবাসের কথা এবং সুর্য্যকুণ্ডে শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজের সমাধির কথা বলিলেন।

ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ গোকুলদর্শনে গিয়াছিলেন।

শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী!!!

আসামের শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কিছুদিন পূর্বে শ্রীচৈতন্য ও আসাম-দেশীয় শঙ্করদেবের সম্বন্ধে এক তুলনা-মূলক পাঠ্য পুস্তক (?) লিখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, "গৌড়ীয়ে"র স্তম্ভে বিভিন্ন সময়ে কএকটি প্রবন্ধে উহার প্রতিবাদ হইয়াছে।

প্রকাশ, সম্প্রতি তিনি "শ্রীচৈতন্য কোন্ সম্প্রদায়ের?" নামক এক দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবের অভি-সন্ধি ও উদ্দেশ্য পূর্ববৎ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবকে টানিয়া টুনিয়া কোন প্রকারে নির্ব্বিশেষবাদী ও তাঁহার ভক্তগণকে শ্রীচৈতন্যের মত-বিরোধী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা।

ঢাকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমর নাথ রায় 'উদ্বোধন' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, শুনা যায়, তাহাই তিনি 'Journal of the Assam Research Society, July 1934, Vol. 2.' পত্রিকায় পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। "গৌড়ীয়ে" ঐ প্রবন্ধের বিস্তৃত প্রতিবাদ হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে, রায় বাহাদুর রায় মহাশয় "গৌড়ীয়ে"র প্রতিবাদরূপে (?) নাকি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। উহা আমরা দেখি নাই। ঐরূপ অসার মতবাদপূর্ণ প্রবন্ধের পুনঃ প্রতিবাদ করা আমরা যুক্তিযুক্তও বোধ করি নাই। রায় বাহাদুর বোধ হয় সেই সুযোগ লইয়া 'Journal of the Assam Research Society'তে একই কথার পিষ্টপেষণ করিয়াছেন। বেজবরুয়া মহাশয়ও মনে হয় রায় বাহাদুরের সহিত সম-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

পণ্ডিত বেজবরুয়া মহাশয় অমর বাবুর যুক্তি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, "চৈতন্যদেব মায়াবী সম্প্রদায়ের নহে, তাঁহার অনেক কালের পর তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা এই অসত্য প্রচারিত হইয়াছে। চৈতন্য নিজেই রামানন্দকে 'আমি মায়াবাদী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেশব ভারতী শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরু।"

সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাস্য, অমর বাবু ও বেজবরুয়া মহাশয় এই উভয়েরই শ্রীচৈতন্যকে শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ে টানিবার কোন গুহ্য অভিসন্ধি আছে কি? যদি তাঁহাদের অন্তরে সেইরূপ কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন ভাবেই হউক, আবশ্যক হইলে শাস্ত্র ও মহাজনের প্রকৃত তথ্য ও বাক্যের বিকৃতি ও কদর্থ করিয়াই হউক, তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন এবং সেরূপ কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবর্গের অপেক্ষা বেজবরুয়া ও রায় মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যের জন্য অধিকতর ভয়ঙ্কর, শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবর্গ অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত তথা নিরপেক্ষতা দেখাইয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবর্গের প্রতি দোষা-রোপ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব কেন রায় রামানন্দের নিকট আপনাকে 'মায়াবাদী' বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তর অমর বাবুর প্রবন্ধ তথা মঃ মঃ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ঐরূপ জাতীয় এক প্রবন্ধের যুক্তির প্রতিবাদে প্রদত্ত হইয়াছিল। মঃ মঃ পণ্ডিত তর্করত্ন, রায় বাহাদুর অমর বাবু এবং বেজবরুয়া মহাশয় বা তাঁহাদের সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির ঐরূপ যুক্তি অবলম্বন করিবার অভিসন্ধি কি, তাহা আপাতদৃষ্টিতে 'সাধারণ ব্যক্তিগণ হয়ত' বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্য-দেবকে নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া স্থাপন করিতে পারিলেই ইঁহাদের তিন জনেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব হইতে শ্রীচৈতন্যের মতানুবর্ত্তিগণকে পৃথক্ দেখাইতে পারিলে তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্যের দ্বারা তাঁহার কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত কতকটা সমর্থন করাইয়া লইতে পারেন ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সুতীব্র খণ্ডন হইতে মায়াবাদ-দূষিতা পঞ্চোপাসনাকে কতকটা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন। আর অমর বাবু শ্রীচৈতন্যকে শঙ্করাচার্য্যের দলে ও বেজবরুয়া মহাশয় আসামী শঙ্করদেবের দলে শ্রীচৈতন্যকে (?) টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের মতবাদের পরিপুষ্টি করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যে মায়াবাদের নিন্দা অসংখ্যবার করিয়া-ছেন, যে মায়াবাদ গর্হণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ড।

অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য ।
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক ।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ)

—সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে 'মায়াবাদী' বলিয়া পরিচয়-প্রদানে গৌরব অনুভব করিতেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা বটে ! যে মায়াবাদীকে তিনি 'পাষণ্ড', 'অস্পৃশ্য', 'অদৃশ্য', 'যমদণ্ড্য', 'বৌদ্ধ হইতেও অধিকতর নাস্তিক' বলিয়াছেন, তিনি নিজেই সেই 'মায়াবাদ' আশ্রয় করিয়াছিলেন, এরূপ যুক্তি বিংশ শতাব্দীর কি কিত নামধারী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কেও পাওয়া যায়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। কেবল তাহাই নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখের আচরণের মধ্যেও যে আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে জানা যায়, কাশীর মায়াবাদিসম্প্রদায় তাঁহাকে 'সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী' বলিয়া ঘৃণা করিলেও তিনি মায়াবাদিগণকে 'ভ্রাতৃবৃন্দ' জ্ঞান করিয়া প্রথমে তাঁহাদের মুখদর্শন করেন নাই, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কিম্বা তাঁহাদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনাদি কিছুই করেন নাই। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের তদানীন্তন আচার্য্য প্রকাশানন্দকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদিগণের সঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ ছিলেন। পরে তাঁহারা চিন্মায়বাদ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে তিনি তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গ দান করিয়াছিলেন।

কাশীর মায়াবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে 'কেশব ভারতীর শিষ্য' সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী জ্ঞান করিয়া তাঁহার 'নর্ত্তন', 'গায়ন' ও 'ভাবুকগণের সহিত কীর্ত্তন' মায়াবাদী সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং 'বেদান্ত-পঠন-ধ্যানই' মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের সাম্প্রদায়িক কৃত্য বলিয়া জানাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে জানাইয়াছিলেন,—

"প্রভু কহে,—শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার ।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ সদা,—এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু ।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)

মহাপ্রভুর এই উক্তি বিচার করিলে জানা যায়, তিনি বৈদুষ্যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে নির্ব্বিশেষ বেদান্তাধিকার হইতে শ্রীশ্রীনাম-ভজনের শ্রেষ্ঠতা কত অধিক তাহা জানাইয়াছিলেন। 'মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার' এই বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বেদান্ত-অধিকারী' অভিমানী নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে 'মূর্খ' এবং শ্রীনামভজনকারীই যে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত, ইহাই কৌশলে জানাইয়াছিলেন। যদি তাহাই উদ্দেশ্য না হইবে, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ কেশব ভারতীর উপদেশ উল্লেখ করিয়া বলিতেন না,—

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক সম ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীকেশব ভারতীকে তাঁহারা কেবল মাত্র বেষ দর্শনে মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিলেও তিনি বস্তুতঃ মায়াবাদী নহেন। তাঁহার উপদিষ্ট নাম 'ব্রহ্মানন্দ' মাত্র নহে—ব্রহ্মানন্দ-বিকারী প্রেমানন্দ। মায়াবাদিগণ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে অনিত্য বা মায়িক মনে করেন এবং সাধন বা উপায়গুলিকে তাৎকালিক জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীকেশব ভারতী অভিধেয়রূপে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই নির্ণয় করিয়াছেন এবং নাম-

কৃষ্ণকেই উপায় ও উপেয় বলিয়া জেনে। পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিসম্প্রদায় যেমন নামকীর্ত্তনাদিকে তাৎকালিক অধিকারভেদে স্বীকার করিয়া মোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ-উপলব্ধিকেই সাধ্য মনে করেন, শ্রীকেশব ভারতী তাহা বিচার করেন নাই। তিনি মোক্ষাদিকে প্রেমার্থির নিকট তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাকেই সাধ্য বিচার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথার সমর্থন আমরা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য অর্থাৎ বেষ গ্রহণ করিতে হইলে তাহা কোন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, মাত্র এইটুকু জানাইবার জন্য শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে বেষ-গ্রহণের লীলা দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুই কেশব ভারতীর গুরু স্বীকার করিয়াছিলেন। কেশব ভারতীকে শিষ্য করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভুর ঐরূপ উক্তি। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

'সর্ব্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বলে।
কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা করে ছলে॥
প্রভু কহে, "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় মনে।"
এত বলি' প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বলেন,—"এই মহা-মন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর?"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৫৪-১৫৯)

কেশব-ভারতী শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়েরই হউন বা কোন কোন বিচারে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যই হউন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮।১০৭-১১০), তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় নির্ব্বিশেষ-বিচার বা মায়াবাদ হইতে মুক্ত ছিলেন। * মায়াবাদিগণ কখনও এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট নহেন। আচার্য্য শঙ্কর বা আমাদের শঙ্করের কেহই ভগবন্নাম-গুণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না; চরমে নির্ব্বিশেষই তাঁহাদের লক্ষ্য। কেশব-ভারতী সেরূপ ছিলেন না, ইহা স্পষ্টই ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

জড়ত্বনিষ্ঠা নিরোধ পূর্ব্বক পরাত্ম-নিষ্ঠার প্রবেশের জন্যই বেষের আবশ্যকতা (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৮-৯)। কৃষ্ণ-জ্ঞান-বিষয়ে দীক্ষা ও কৃষ্ণজ্ঞানের শিক্ষার গুরুরূপে জগদ্-গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীকেই স্বীকার করিয়া-ছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী প্রেমাময়-তরুর মধ্যমূল শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর প্রিয় শিষ্য।

যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস ও মায়া-বাদকেই যথাসর্ব্বস্ব বা পরমার্থ বিচার করিবেন, তাহা হইলে কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'ভারতী' উপাধিই স্বীকার করিতেন। বস্তুতঃ তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ নহেন জানাইবার জন্যই ঈশ্বরপুরীর শিষ্য-পরিচয়ে 'পুরী' সন্ন্যাসীর 'ব্রহ্মচারী' নাম 'চৈতন্য' মাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

যদিও 'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী' এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচারী নামই 'চৈতন্য', তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যেখানে গুরুর সম্বন্ধ পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে সেখানেই শ্রীঈশ্বরপুরী বা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্মার্ত্তবিচারের অচলকল্প সানোড়িয়ার রক্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধেই রঘুপতি উপাধ্যায়ে মধুরসের বিচার আছে, জানাইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে পরমানন্দপুরী প্রভৃতিকে গুরুর ন্যায় বিচার করিতেন; কিন্তু কেশব ভারতীর সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ কোথাও নাই। গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট দীক্ষাদানের অভিনয়ের দ্বারাই মহাপ্রভু নিজ পারমার্থিক চরিত্রে বিপ্রলম্ভের পূর্ণতার অভিনয় দেখাইয়াছেন।

পণ্ডিত বেণীমাধব মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মাধ্বী-সম্প্রদায়ে কোন সন্ন্যাসী নাই যাঁহার উপাধি পুরী। শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়েই পুরী, ভারতী দশনামী সন্ন্যাসীর প্রথা আছে। বিষ্ণুপুরীকে মাধ্বী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

---

*কৃষ্ণনাম কিছু যেবা অন্যে কিছু জানে।
সেহ ঈশ্বরপুরী মোর হেন ভানে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।১১৭)

করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীকে মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার সুবিধা করা হইয়াছে।"

যার যাহাতে অন্ধ বাবু ও পণ্ডিত বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয়ের যুক্তি এতটা দৃঢ়ত্ব লাভ করিবে, কেহ আশা করিতে পারে নাই। মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বলিলেই যে তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'পুরী' হইবে না, এরূপ বিচার সকল ক্ষেত্রেই খাটে না। তীর্থনামী সন্ন্যাস-গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া কেহ যদি পুরীনামী গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে 'পুরী' বলিয়াই পরিচয় দিবেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী বা গোবিন্দভাষ্য বা প্রমেয়-রত্নাবলীতে আচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ যে ব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-গুরুপরম্পরা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দীক্ষা বা শিক্ষাগুরুর পরম্পরাই উল্লেখ আছে। যে ক্ষেত্রে সন্ন্যাস-গুরু দীক্ষাগুরু নহেন, সে-ক্ষেত্রে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। যাঁহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভাগবত-পারম্পর্য্য কি ভাবে গৃহীত, তাহা জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ অনধিকার-চর্চ্চা শোভনীয় কি?

বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় গুরুমাল গ্রন্থের গুরুপরম্পরাকে প্রামাণিক মনে করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা আয়নিতলার আড্ডার দালালের রচিত অতি আধুনিক গুরুমালকে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় কোন দিনই প্রামাণিকগ্রন্থ মনে করেন না। উহাতে অনেক তত্ত্ববিরুদ্ধ ও প্রাকৃত-সাহজিক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কাজেই বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় বা অমরনাথ বাবু ঐগুলুকের কোন কোন অংশকে প্রামাণিক জ্ঞান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

ভক্তিরত্নাবলীতে মধ্ব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই বলিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, ইহা অদ্ভুতপূর্ব্ব যুক্তি! সকল কথাই গ্রন্থকার সকল ক্ষেত্রে খুলিয়া বলিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায়।

বেঙ্কটকৃষ্ণ মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুপুরীও সেইরূপ।" এইরূপ যথেচ্ছাচারী যুক্তিহীন সিদ্ধান্তকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সুধী-সমাজ প্রস্তুত হইবেন কি? শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতবাদী বটেন, কিন্তু তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তিনি কেবলাদ্বৈতবাদের উপরই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস করিবার জন্যই তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদে কেবল পরমেশ্বর-আরাধনা অর্থাৎ ভক্তির নিত্যত্ব নাই, জীবের নিত্য বাস্তবতা নাই, জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামী বলেন, বস্তু একমাত্র অন্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব হইলেও বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ এবং তাহা সকলই বস্তু অর্থাৎ অন্বয় বস্তু হইতে পৃথক্ নহে, ইহাই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদীর মোক্ষাভিসন্ধিরূপ দ্বৈতবকে নিন্দা ও নিরাস করিয়াছে।

'প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।'

'বস্তুনোঽংশো জীবো বস্তুনঃ শক্তিঃ মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎসর্ব্বং বস্তুনৈব, ন ততঃ পৃথগিতি।'

কেবলাদ্বৈতবাদগুরু আচার্য্য শঙ্কর বিষ্ণুমোহনের জন্য মায়াবাদ-শারীরক-দূষণ-মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ সাত্বত-পঞ্চরাত্রকে বিশেষ-ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—তিনি লিখিয়াছেন, 'সাত্বতং বৈষ্ণবং তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমম্।'—(ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৮)।

শ্রীধরস্বামী সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তকার শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য আদি-বিষ্ণুস্বামীর পারম্পর্য্যে উদিত। তাই তিনি নিজ পূর্ব্বগুরুর উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাশক্ত্যা মায়ানিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূত-পরমানন্দস্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ, তন্মায়য়া সম্মোহিততিরোভূত-স্বরূপতদ্বিপরীতস্বভাবো জীবঃ, তত্র চেশ্বরস্য ভক্ত্যা পরজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি। তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ' তথা—'ন ঈশো যত্রশে মায়া ন জীবো মায়য়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতপরানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুখঃ বিভুঃ। স্বাদুস্বাদবিপর্য্যাসস্তদ্ভেদজ্ঞতয়া তয়োঃ। যস্মায়য়া মুহ্যন্তে তস্মিন্নং বৃহন্নিমং বিদুঃ' ইত্যাদি॥

(ভাবার্থদীপিকা ১।১।৮)

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারমতে মুক্তি বা চিন্মাত্রোপলব্ধির পর বা নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের পর ভগবদ্ভক্তি-যাজনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীর ভাষ্য হইতে বলিতেছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

(ভাঃ ১০।৮৭।৫১ শ্লোকের শ্রীধরধৃত সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ কর্ম্মজনিত নহে) শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামী নিজেও লিখিয়াছেন,—

"পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ।"

(ভাবার্থদীপিকা ১০।৪।২৯)

ভগবৎপার্ষদ-শরীরসমূহের জন্মমৃত্যুর মূলকারণ প্রারব্ধ-কর্ম্ম নাই ; উহা নিত্য ও শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী নৃসিংহের উপাসক ছিলেন, ইহা সর্ব্বদর্শনকারও বিষ্ণুস্বামিপাদের উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদও সেই শ্রীনৃসিংহের উপাসক। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যের প্রারম্ভেই তিনি ইষ্টদেব নৃসিংহের স্তব করিয়াছেন।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকে আদর করেন না। তাঁহাদের মতে একদণ্ড-সন্ন্যাসই গ্রহণীয়। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামিপাদ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকেই বৈষ্ণব-সন্ন্যাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। (ভাবার্থ-দীপিকা ১১।১৮।২৮, ১০।৮৬।৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) অনায়াসে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, শ্রীধরস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা স্থূলবুদ্ধি তাঁহারাই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত কেবলাদ্বৈতবাদের সূক্ষ্ম অথচ সম্পূর্ণ বিরোধী পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীধরস্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াবাদী করিতে চাহেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মত পরম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও এইরূপ ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাহা নিরাসচ্ছলে সকলকে জানাইয়া গেন যে, শ্রীধরস্বামী 'মায়াবাদী অপরাধী বা অসুর, রাক্ষস, পাষণ্ড' নহেন, তিনি জগদ্গুরু। মহাপ্রভুর বিচারে মায়াবাদী বা অভক্ত কখনও গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না।

বেদব্যাস মহাশয় শ্রীধরস্বামীকে মায়াবাদী করিয়া কৌশলে আমাদিগকে শঙ্করদেবের মায়াবাদ সমর্থন করিতে চাহেন কি? রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র রায় শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রমাণ করিতে চাহেন কি? বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামী মায়াবাদী হইলে মহাপ্রভু কখনই তাঁহার প্রশংসা করিতেন না এবং তাঁহার সিদ্ধান্তানুযায়ী সকলকেই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেও বলিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'আচার্য্যের দোষ নাহি, তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস' বলিয়া অপ্রকটলীলাবতার আচার্য্য শঙ্করের ব্যক্তিগত নিন্দা না করিলেও তাঁহার মতবাদ বা ভাষ্য গ্রহণ করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহাই জানাইয়াছেন। মহাপ্রভু ব্যক্তিগতভাবে শঙ্করাচার্য্যের নিন্দা না করিলেও শঙ্কর-ভাষ্য বা মায়াবাদের কোনও প্রশংসা করেন নাই। কিন্তু শ্রীধরস্বামীকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা জগদ্গুরু বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বল্লভাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত মনীষীকেও জানাইয়াছেন যে, শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য বা সিদ্ধান্ত না মানিলে তাহাকে নেড়ার মধ্যে গণনা করিতে হইবে অর্থাৎ তদ্দ্বারা ভক্ত-পক্ষচ্যুত হইবে। এইজন্য শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গুরুদেব শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এবং তৎপূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীধরস্বামী কখনই মায়াবাদী ছিলেন না। এমন কি তিনি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও সোপান করিয়া পরে নির্ব্বিশেষোপলব্ধিকে সাধ্যরূপে সিদ্ধান্ত করেন নাই। ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইতে একশ্রেণীর বিদ্ধ অদ্বৈতমত উদিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী সর্ব্বত্রই কেবলাভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন এবং মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত মতবাদকে কৈতবপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরস্বামীকে সাময়িক ভক্তিবাদী (?) ও চরমে অদ্বৈতবাদী বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে ঐরূপ বিদ্ধ ভক্তিবাদ অধিকতর অপরাধজনক। ঈশ্বর-সাযুজ্যে কতকটা ঐরূপ বিচার আছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বর-সাযুজ্যকে ধিক্কার দিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তালিকায় বিষ্ণুপুরীর নাম নাই, এইরূপ উক্তিও আমার পারম্পর্য্য-জ্ঞানের অভাব-সূচক। বিষ্ণুপুরী হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী প্রভুর শাখা নির্গত হয় নাই বলিয়াই শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণব

হইতেই শ্রীল ব্যাসাবতার পূর্ণপ্রজ্ঞের পরম্পরা নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের আরও অনেক টীকা থাকিতে পারে এবং তাহা হইতে অনেক শাখাও নির্গত হইতে পারে। সকল শাখার কথাই যে নিরন্তরপরম্পরায় পরিচয়ে লিখিতে হইবে, এইরূপ অর্ব্বাচীনতা-মূলক যুক্তি পণ্ডিত-সমাজ হইতে আশা করা যায় না।

বেরহমপুর মহাশয় বা রায় বাহাদুর অমৃতনাথ বাবু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে তাঁহাদের অপেক্ষা কম পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া বা বিদ্যাভূষণ প্রভুকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যেই বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমধ্বের নিন্দা পদ্মনাভ, নরহরি ও মাধব এই সাম্প্রদায়িক তথ্য জানিতেন না, ইহা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন কি? তাঁহাদের এই বিরুদ্ধ উক্তির জানা উচিত যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সময়ে এখনকার মত বিভিন্ন Research Societyর Journal বা তথ্যসংগ্রহের বিভিন্ন উপকরণ ও সুযোগ সুলভ ছিল না। 'হয়ত' লিখিবার প্রমাদ-বশতঃ নিম্ব পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব এই তিন গুরুপ্রণালীর পরম্পর বিরোধক বা বিরুদ্ধরূপে অবস্থিত থাকায় পদ্মনাভকে নরহরির গুরু এবং নরহরিকে মাধবের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা ভ্রাতাগুরুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে

'মলিম্লুচ মক্কির মধ্যে পিপীলিকা পদ্ধতি চলেত্' এই ন্যায়ানুসারে পরবর্ত্তিকালে রায় বাহাদুর অমৃত বাবু ও বেরহমপুর মহাশয়ের বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্যের ভ্রম ধরিবার অবলম্বনমূলে তাঁহার চরণে অপরাধ করিবার সুযোগ হইয়াছে। এরূপ চিত্তবৃত্তি জগতে নূতন নহে, এখনও পৃথিবীতে শ্রুতিবাক্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য, শ্রীব্যাসের বাক্যের মধ্যে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য এবং আচার্য্যগণের নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শনের জন্য অনেক বিদ্বন্মন্যের মস্তিষ্ক ও মেধা নিযুক্ত আছে।

ভক্তিরত্নাবলীর রচয়িতা বিষ্ণুপুরীপাদ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, এইরূপ এক অকৃতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত মস্তিষ্কের কতটা উর্ব্বরতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুধীগণের বিচার্য্য বিষয়। যিনি গ্রন্থের নাম 'ভক্তিরত্নাবলী' প্রদান করিয়াছেন, যিনি একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া কেবলা নবধাভক্তি-স্থাপন-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্র হইতে এতাদৃশ-ভক্তি-প্রতিপাদ্য শ্লোকরত্নসমূহ আহরণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা পরাভক্তিময়ী, তিনি হইলেন, ভক্তি-বিনাশক অদ্বৈতবাদী! এইরূপ সিদ্ধান্ত যিনি বা যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রজ্ঞার অতিসন্ধি সুধী-সমাজের বুঝিয়া লেখা বিশেষ কঠিন নহে।

বেরহমপুর মহাশয় বা রায় বাহাদুর অমৃত বাবু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের জ্ঞান-কর্ম্মের নিন্দামূলক যে পয়ারটি আহরণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। পরবর্ত্তিকালের তত্ত্ববাদিসম্প্রদায় ও ব্রহ্ম-মাধ্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে যে বৈশিষ্ট্য ও ভেদ লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে আলোচনা না থাকিলে মহাপ্রভুর ঐ বাক্যকে মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ মনে করা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বেদান্ত-ভাষ্য ও ভাগবত-তাৎপর্য্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টই জানেন যে, শ্রীমধ্ব জ্ঞান-কর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের লেখনীতে অতি স্পষ্টভাবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের কথা আছে। আমরা "গৌড়ীয়ে" এ সকল বিষয় পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তি-কালের তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দিত জ্ঞান-কর্ম্মের আদর দেখিতে পাইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার নিন্দা করিয়াছিলেন। যদি বর্ত্তমানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই প্রদানকারী আউল, বাউল, প্রভৃতির আচরণ বা সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কেহ নিন্দা করেন, তদ্দ্বারা কি বুঝিতে হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নিন্দিত বা আক্রান্ত হইল? তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের কোন কোন অংশের নিন্দা ব্রহ্ম-মাধ্বসম্প্রদায়ের নিন্দা নহে।

বেরহমপুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "চৈতন্যদেব যে রামানন্দকে বড় আদর করিতেন, তিনিও সহজিয়া-সম্প্রদায়ের।" বেরহমপুর মহাশয়ের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তটিও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যুক্তিরই প্রতিধ্বনি। সহজিয়াগণ শ্রীরামানন্দরায়কে সহজিয়া বলিয়া দীক্ষা করাইয়া তাঁহাদের দুর্নীতি-পোষণের চেষ্টা করেন কিম্বা কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীবরদরাজকে তাঁহাদের দলে টানিয়া আনিতে চাহেন বলিয়া শ্রীরামানন্দ রায় 'সহজিয়া' এবং শ্রীবর 'অদ্বৈতবাদী' হইয়া পড়িবেন, ইহা যুক্তিই বটে! শ্রীরায়-রামানন্দ অপ্রাকৃত-

দর্শিয়া ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই অপ্রাকৃত সহজ ভাব বা প্রস্ফুটিত নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই কেবলা ভক্তি। শ্রীরায়-রামানন্দ 'বেদবহ্যা মহাশয়ের কল্পিত সহচিয়া' হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের সম্বন্ধে কখনও বলিতেন না,—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তা'তে জানি, অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাঁর জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
• • •
ত্রিগুণ-ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়।
• • •
ত্রিভাসিদ্ধ দেহ, প্রাকৃত-সিদ্ধ তাঁর কায়॥
রাগানুগমার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য তা'তে প্রাকৃত নহে মন॥
• •
রামানন্দ-রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
• • •
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্বর্গের বশে।
বিষয়ী হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

রায়-রামানন্দ কিরূপ ছিলেন এবং পণ্ডিত বেদবহ্যাধীরই বা অভিসন্ধি কি, সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

বেদবহ্যা মহাশয় এবার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ধরিয়াছেন। তিনি শ্রীধরস্বামীকে, শ্রীল বিল্বমঙ্গলকে, রায়-রামানন্দকে কেবলাদ্বৈতবাদের কারাগারে টানিয়া আনিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অদ্বৈতপ্রভুকেও অদ্বৈতবাদী সাজাইতে চাহিয়াছেন!

ইহা কিছু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। কারণ, বিংবদন্তী প্রচারিত আছে যে, আমাদের মনীষী শঙ্করদেব নাকি অদ্বৈত প্রভুকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বিচার করিতে দেখিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচারই তাঁহার শিক্ষা, এইরূপ এক মতবাদ কল্পনা করিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে শঙ্করদেবকে জানাইয়াছিলেন, তিনি মহাবিষ্ণুরূপে হরি হইতে অভিন্ন হইলেও জীব হরির সহিত ভেদযুক্ত কিন্তু শঙ্করদেব নাকি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মনোধর্ম্মপর শ্রীবৈকারত্ববাদ প্রচার করিতে উদ্যত হন। শুনা যায়, তজ্জন্যই নাকি অদ্বৈত প্রভু শঙ্করদেবকে গুরুনিন্দনকারী বলিয়া ত্যাগ করেন এবং শঙ্করদেব গুরু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সাময়িকী ভক্তি (?) স্বীকার পূর্ব্বক চরমে অদ্বৈতবাদই সাধ্য বলিয়া এক মতবাদ প্রচার করেন। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে মনীষী শুকবি শঙ্করদেবের গুরুপ্রতিষ্ঠাসূত্রে বেদবহ্যা মহাশয়ের শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে অদ্বৈতবাদী সাজাইবার চেষ্টা শঙ্করদেবের প্রতি অতিভক্তির পরিচায়কই বটে! কিন্তু শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর কড়চায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর যে প্রণাম-শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আমরা জানি,—

"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি-সংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত ভেদরাহিত্য-হেতু তিনি অদ্বৈত। আবার ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তিনি আচার্য্য। সেই ভক্তাবতার আচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—মহাবিষ্ণু। সুতরাং তিনি আপনাকে হরির সহিত ভেদ রহিত বা 'অদ্বৈত' বলিতে পারেন। ইহাই পরমসত্য ও সিদ্ধান্ত। কিন্তু জীব কখনও ভগবত্তত্ত্বের অনুকরণে আপনাকে হরির সহিত অদ্বৈত বলিতে পারেন না। শুকমায়া বিস্তার যাহারা অধিপতির সাধ্য। অদ্বৈতাচার্য্য হরির সহিত অদ্বৈত বলিয়া অদ্বৈতের শিষ্যাভিমানকারী যদি আপনাকে অদ্বৈত অর্থাৎ গুরুর আসনে আসীন করিতে চাহে, তাহা হইলে সেরূপ শিষ্য গুরুসেবক না গুরুঘাতক? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কেন যোগবাশিষ্ঠ অধ্যাপনা করিবার লীলা দেখাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড উনবিংশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে সর্ব্বদাই গৌরব-বুদ্ধিতে সম্মান করিতেন। ইহাতে অদ্বৈতপ্রভু অন্তরে দুঃখিত হইতেন। কেন না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্তাই তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু ছিল। এইজন্য বদ্ধজীব সর্ব্বাপেক্ষা মহাপ্রভুর অধিক ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অদ্বৈত প্রভু এইরূপ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু জানিতেন, কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণসাযুজ্যনিষেধক নির্ব্বিশেষজ্ঞানের কথা শ্রবণে মহাপ্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ হয়। মহাপ্রভু মন্ত্রদের ঘরে গমন করিয়া স্নান ভোজন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি-

নিষ্কপট বেদান্তিকুলকে তিনি দর্শনও প্রদান করেন নাই। * তাই যোগবাশিষ্ঠ-অধ্যাপনার ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রোধ-লীলা প্রকট করাইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের হস্তে শাস্তিরূপ কৃপালাভের ইচ্ছা করিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।৯—১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে প্রহার-কৃপা লাভ করিয়া জগৎকে জানাইলেন যে, নিষ্কপা ভক্তিই তাঁহার ও মহাপ্রভুর জগতের প্রতি একমাত্র শিক্ষা। নির্ব্বিশেষবাদ অকপটে দীক্ষিত হইয়া যে সাময়িক ভক্তির ভাণ, তাহা ভগবানের পায়ে এবং হাত ও গলায় আর এক হাত দেওয়ার ন্যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার জানাইয়াছেন,—

"সকলে অদ্বৈতসিংহ পূর্ণ কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ সাধানে কৃষ্ণভক্তি॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে?
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৮৮-৮৯)

এইরূপ এক কৌশলময়ী লীলা প্রদর্শন করিবার পর যখন মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে প্রহারলীলা প্রদর্শন করিলেন, (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৩৪ দ্রষ্টব্য), তখন অদ্বৈতপ্রভু তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন,—

"যেন অপরাধ কৈনু, যেন শাস্তি পাইনু।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইনু॥
এখন সে ঠাকুরাল বুঝিনু তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৫৩-১৫৪)

* * *

দুর্ব্বাসা না হও মুক্তি যাহে অপরাধিবে।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥
ভৃগুমুনি নহ মুক্তি, যাও পদধূলি।
বক্ষে দিয়া 'শ্রীবৎস' হইবা কুতূহলী॥
মোর নাম অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গর্ব্বো তোর মায়া।
করিলা ও শাস্তি, এবে দেহ পদছায়া॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৫৮-১৬১)

প্রেমকল্পতরুর মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' এই উক্তি অনুসারে মহাবিষ্ণুরূপে স্বয়ং হরি হইয়াও শুদ্ধা ভক্তিরই শাসন অর্থাৎ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কেবল-মাত্র ভক্তি প্রচার করেন নাই, তিনি মধুরমণের মধ্যে যে বিপ্রলম্ভের মহা চমৎকারিতা আছে, তাহাই জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই শিষ্যসূত্রে রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর আড়াইল গ্রামে সাক্ষাৎ ও প্রেমভক্তির আলাপ হইয়াছিল। মহাপ্রভু যেখানে যেখানে প্রেমভক্তির আদর দেখিয়াছেন, সেখানে সেখানে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কোন না কোন সম্বন্ধ আছে জানাইতেন। অতএব শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যলীলাভিনয়দ্বারাসূত্রে একান্ত প্রেমভক্তিরই প্রচারক ছিলেন। রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ভগবানের বিলাস ও স্বীয় গুরুদেবকে ব্রহ্মানন্দে বা নির্ব্বিশেষবাদে মগ্ন হইবার পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভে 'মথুরা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া গুরু লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী রামচন্দ্র পুরীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ও ঈশ্বর পুরীকে নিজ অন্তরঙ্গ সেবায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও জানা যায়, অদ্বৈত প্রভু যাঁহার নিকট শিষ্যের লীলাভিনয় করিয়া-ছিলেন, সেই শ্রীমাধবেন্দ্র ও অদ্বৈত প্রভু এবং ঈশ্বরপুরী নির্ব্বিশেষবাদকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন।

যেরূপ ব্রহ্মার উপদেশ বুঝিতে ভুল করিয়া দৈত্য বিরোচন দেহাত্মবাদ-প্রচারেব্রতী হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের গুরুসেবাদর্শ হইতে বঞ্চিত ও গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের পুরী-অবস্থানকালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন, এমন কি অদ্বৈত প্রভুর কতিপয় সন্তানক্রব-গণের মধ্যেও যাঁহারা ঐরূপ বিচার করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগকেও স্বতন্ত্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন,—

"কেহ ত আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত স্বতন্ত্র।
সমস্ত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত অসার॥

* * *

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।

---

* যজ্ঞেশের ঘরে কৈলা জ্ঞান যোগময়।
নিষ্কপট বেদাজ্ঞী না পাইল দরশন। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১১৯)

সেই আচার্য্যের পদ মহাভাগবত ॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২।১০, ১১, ৭৩, ৭৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই,—

"তস্ত পদ মুখ মোর নাসিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
ব্যাখ্যানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব আদি গায় যাহার চরিত্র ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ?
বৈষ্ণবের দ্রোহী মুক্তি সহিতে না পারে।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারে ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।৩৮-৪৪)

যেখানে যেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেখানেই তিনি একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিরই প্রচার করিয়াছেন ও জ্ঞান-কর্ম্ম-নির্ব্বিশেষবাদের নিন্দাই করিয়াছেন, ইহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, যারে কিছু সম্ভাষা যা'রে করি ॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ' ॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা ॥
'জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী যাতি যা'র।
কার মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে যাব শিঘ্র করি ॥
লোক-মধ্যে তুমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে ॥
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হইতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥
একেলে যে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥
এই মত মনোদুঃখে ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে ॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি' সকল সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার ॥
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি' বিষ্ণুভক্তি বাখানে' সদায় ॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত ॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি' হইলা উদয় ॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ ॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কারে না হয় স্মরণ ॥
মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য-কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ ৩২০-৩৪০)

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামী গমন

[লণ্ডন 'টাইম্‌স্' পত্র হইতে উদ্ধৃত]

London, 20th Oct. 1931.

Swami B. H. Bon who established the Gaudiya (Hindu) Mission in London early in 1933 has left for a six weeks' lecture tour on the Continent at Universities and before learned societies.

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ অন্নকূট-মহামহোৎসব

গত ২২ কার্ত্তিক, ১৩৪১ (ইং ৮-১১-৩৪) বৃহস্পতিবার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অক্লান্ত স্নেহোৎসাহে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবারও সাম্প্রদায়িক উপকরণ-বৈচিত্র্য-সহযোগে মহাসমারোহে এবং বিশেষ সাফল্যের সহিত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাধক-স্মৃতিগ্রন্থকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ-মতে শুক্লপ্রতিপত্তিথির প্রথম ভাগেই পূজা ও ভোগরাগ সম্পন্ন হইয়া বেলা ১০ ঘটিকার অব্যবহিত পরই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-সহ সংকীর্ত্তন-মুখে গোবর্দ্ধন-পূজা-মণ্ডপ উদ্ঘাটিত হয়। মঠরক্ষক আচার্য্যপ্রবর প্রভু স্বয়ং মঠসেবকগণ-সহ শুক্লদ্বিতীয়া অর্থাৎ বুধবার সমস্ত রাত্রি জাগরণ-পূর্ব্বক পূজা-মণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীভগবানের সেবা-পূজা ও ভোগরাগের আয়োজন করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যপ্রবর প্রভুর কৃপাদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী ভোগরাগাদি এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের বৃত্তান্ত পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ মহোদয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীবিগ্রহগণের ভোগোপকরণের বিচিত্র প্রদর্শনী দর্শনার্থ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় মধ্যরাত্রি-পর্য্যন্ত অগণিত জনস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। বেলা ১০ ঘটিকার পর হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমবেত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রাত্রি ১ ঘটিকার পর হইতে পূজা-মণ্ডপে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ করা হয়। অন্নকূটের অন্নগ্রহণের জন্য লোকের কোলাহল এবং ব্যগ্রতা এক অপূর্ব্ব দর্শন। সকল শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্বশৃঙ্গার এবং বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভার দর্শন করিয়া দর্শক সজ্জন-মাত্রেই আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ—ধন্যাতিধন্য বোধ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত যে সকল সেবাপ্রাণ পুরুষ ও মহিলা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধরের পূজার নিমিত্ত বিচিত্র উপকরণ-সম্ভার প্রেরণ করিয়াছেন বা সাথ লইয়া আসিয়াছেন, যে সকল মঠসেবক বা মঠের অনুগত ব্যক্তি এই উৎসবের সেবাকার্য্যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিয়োগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন বা যে কোন প্রকারে হউক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

~~নিম্নে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৪ তারিখের সংখ্যা হইতে অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।~~

শ্রীপদ্মনাভ-মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ—গত ২৮ অক্টোবর রাত্রিতে ত্রিবাঙ্কুর জেলার স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভজীর-মন্দিরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (?) ঘটিয়া গিয়াছে। রাত্রি ১১টার সময় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। অগ্নি-নির্ব্বাপণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। শ্রীভগবদ্বিগ্রহের গর্ভমন্দিরে যেখানে বিরাট্ শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত, সেখানে অগ্নি প্রবেশ করিতে পারে নাই। অগ্নির কারণ জানা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক এক লক্ষ টাকা। অলঙ্কারাদি দ্রব্য নিরাপদে আছে। মূল মন্দিরের চারিপার্শ্বের কাঠের কাজ নষ্ট হইয়াছে। শীঘ্রই উহা পুনর্নির্ম্মিত হইবে।

বহির্জ্জগতে 'মন্দিরে আগুন লাগিয়াছে' ইত্যাকার অপরাধময়ী বার্ত্তা প্রচার হইলেও অন্তর্দ্দর্শিগণ জানেন—ভগবন্মন্দির বা শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহাতে কোন প্রাকৃত বস্তু সংস্পর্শ ঘটিতে পারে না। আগুন লাগে আমাদের সেবা-বিমুখ কপালে। শ্রীভগবান্ পদ্মনাভজীর সেবকাভিমানী আমরা যখন নিজেন্দ্রিয় তর্পণ-বাঞ্ছা অত্যন্ত প্রবল করিয়া তাঁহার সেবার বৈধিমা প্রদর্শন করি, তখনই তিনি ঐপ্রকার কোন ইঙ্গিত দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করেন। বুদ্ধিহত ভাগ্যবশে জনই উহা-দ্বারা সাবধিত হন। কিন্তু ভাগ্যহীন জনগণের বহির্ম্মিচারই প্রবল হইয়া কারণোত্তর অনুসন্ধানের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। কালাপাহাড়ীয় বিচার তাহার মনঃকল্পিত ইট-কাঠ-পাথরের পুতুল গড়িয়া তুলিতে বাধ্যবাধ করিতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবদ্বিগ্রহ বা শ্রীমন্দির ঐ জাতীয় বিচারাতীত কোন প্রাকৃত বস্তুবিশেষ নহেন। তবে আমাদের আনুষঙ্গিক বিচার অত্যন্ত প্রবল হইলে—সেবা-বিমুখতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে শ্রীভগবানের কল্যাণসুরক্ষণকারিণী গুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া আমাদিগকে কালাপাহাড়ীয় বিচারানুগ করিয়া অতীব আসুরিক ও দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলে। ভগবদ্বস্তু-প্রতীতির সম্ভিমান ছাড়িয়া শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্যজনের সেবার উন্মুখ হইলেই শ্রীভগবান্ জীবপ্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, জীবের সকল অমঙ্গল কাটিয়া যায়।

এই পদ্মনাভজীর মন্দিরে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই দিন অবস্থান করিয়া পদ্মনাভ-দর্শন-লীলা করিয়াছেন। গৌড়-নিজজন শ্রীল প্রভুপাদও ঐ গৌরপদাঙ্কপূত-মহাতীর্থে গমন ও পদ্মনাভ দর্শন করিয়াছেন। মহারাজা স্বয়ং এবং দেওয়ান স্যর সি, পি, রামস্বামী আয়ার প্রভৃতি শ্রীমন্দিরের সেবা-বিষয়ে যত্ন লইয়াছেন ও লইতেছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

সম্বন্ধস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ফল্গুতা ভবেত্তস্য যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
অনাসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১; ১৭ই নবেম্বর, ১৯৩৪ | ১৫শ সংখ্যা।

শ্রী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট বাসর

যামোঘরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

অদ্য শ্রীউত্থান-একাদশীর উপবাস, ভীষ্মপঞ্চক ও আমাদের পরমগুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি বাসর। এতদুপলক্ষে আজ আচার্য্যের আনুগত্যে ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছে। শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীগৌরকিশোর-প্রভু শ্রীরাধানাথানুসন্ধান-তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ এবার শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে রাধানিত্যানন্দের কীর্ত্তনোৎসব বিধান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের যে সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায়ও আজ বিপুল কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠেও এই সময়

প্রতিবৎসর অঘোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনোৎসব
শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও আজ কীর্ত্তন-মহোৎসব।

বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ৩০ কার্ত্তিক (ইং ১৯১৪ সালের ১৬ নবেম্বর) রাত্রির শেষ ভাগে অর্থাৎ উষাটে-কাদশী তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চাতুর্মাস্যব্রতধারণে দামোদরাষ্টমী সহ কার্ত্তিকোৎ-কীর্ত্তিশেষী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার ঈশ্বরী শ্রীভক্তিকাদেবীর নিত্যসেবার জন্য মহাপ্রস্থান করেন। ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১৭ নবেম্বর, ১৯১৫ ঊর্দ্ধ নৈকাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে কুলিয়া-নবদ্বীপের নূতন চড়াস্থ সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে মদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বহস্তে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট লীলার দুই তিন মাস পূর্ব্বে তিনি মদীয় আচার্যদেবকে জানাইয়াছিলেন, শ্রীধাম মায়াপুরে অথবা গোদ্রুমে যেন তাঁহার (বাবাজী মহারাজের) সমাধি প্রদত্ত হয়। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তদীয় চিরানন্দময় কলেবরকে তাঁহার অপ্রকটের পরদিবস লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়ায় এবং কোলদ্বীপে সুবিধামত একটি স্থান পাওয়ায় সেখানেই তাঁহার সমাধি দিবার ব্যবস্থা হয়। পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অলৌকিক ইচ্ছায় ভাগীরথীদেবী বাবাজী মহারাজের সমাধিকে তাঁহার ক্রোড়ীভূত করিবার ইচ্ছায় সমাধির চতুষ্পার্শ্ব ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে সমাধিটি গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া সমাধি-সেবার বিঘ্ন উৎপাদনকারিগণের নানাপ্রকার প্রতিকূল চেষ্টা-সত্ত্বেও সমাধির সেবক, রক্ষক ও উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের প্রকটকালীন ইচ্ছাক্রমে সমাধিকে শ্রীধাম মায়াপুরে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ক্রমাগত কএক দিবস অঘোরাত্র পরিশ্রমের পর সমাধির চতুর্দ্দিকে কূপ খনন করিয়া সমাধিকে উত্তোলন পূর্ব্বক গত ২১ আগষ্ট (১৯০২) তারিখে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া আসেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিককালব্যাপী উৎসব সমাপ্তির পর গত ৩১ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হইয়া রবি আশ্বিন (১৩০৯) ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯০২) রবিবার পূর্ব্বাহ্নে সংস্কারদীপিকার বিধানানুসারে শ্রীরাধানিত্যানন্দ গুপ্তমঞ্জরী-স্মৃতি বৃক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃদেব নাটমন্দিরের দক্ষিণদিকে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি কূপ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরত্নানন্দ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে সেই সমাধির উপর একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ১৭ ফাল্গুন, ১৩০০, ইং ১লা মার্চ্চ, ১৯০৪ শ্রীগৌরজন্ম-বাসরে মধ্যাহ্নকালে অপ্রাকৃত মাধ্যাহ্নিক লীলা-ক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডতটের নিত্য অন্তরঙ্গ মহাজন শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরের উদ্বোধন তাঁহারই দাসাভিমানী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৩০ আষাঢ়, ১৩৪১ (ইং ১৪ই জুলাই, ১৯৩৪) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ সেই সমাধি মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সদ্‌গুরুপারম্পর্য্যে সপ্তম অধস্তন বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, অষ্টম অধস্তন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, নবম অধস্তন শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ এবং নবম অধস্তনাবরবর দশম আচার্য্য মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম।

সজ্জনতোষণী ১৩পর্ব্ব ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ "আমার প্রভুর কথা" প্রবন্ধে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"কলিকাতার অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে (শুনা যায়—টেপা-খোলার নিকটবর্ত্তী বাগজান পল্লীতে) শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল। এই মহাত্মা ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন। অনন্তর প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ জীবনে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বংশে পাকস্পর্শিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেষ গ্রহণের পর ৩০ বৎসর কাল ব্রজমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের তীর্থ-সমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল বলরামদাস বাবাজীর সহিত,

কালনায় শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজীর সহিত, কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য-দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আদেশ-অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রয়াণ-কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে তিনি বাসাবরের বিচরণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রম দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস-বাবাজী-মহাশয়কে কৃষ্ণেতরবিষয়-বৈরাগ্য আশ্রয় স্বরূপে পাইয়াছিল হইয়াছিল।

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-প্রতিমালা, উন্মুক্ত কৌপীন নগ্নভাব, কায়পরিত্যক্ত বিকৃতি ও পাঙ্কত্ব প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে। নির্ব্বাণীত্বটাই যে সত্য তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল লক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোনদিনই সমর্থ হয় নাই। তিনি বলিতেন, আমার বিরাগ-ভাজন বা প্রীতি-ভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।

'নিরপেক্ষ' শব্দ বলিলে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। প্রাকৃত-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকট আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। আমার প্রভুর কৃপায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম।"

"বহুপতেঃ কিং গতা মথুরাপুরী"—শ্রীসনাতন-প্রতি শ্রীরূপের মথুরা-গমনের সঙ্কেতপূর্ণ এই পদ্যের মর্ম্ম অবধারণ পূর্ব্বক কৃপাপরবশ শ্রীল প্রভুপাদের এবার মথুরায় রাধাদাস্য-ভক্ত উদ্ঘাপনের জন্য জীবমাত্রের সনাতনী সেবা-প্রবৃত্তিকে আহ্বানের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া ভক্তিগন্ধ-লেশমাত্রশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা-পরিপূর্ণ ধূর্ত্ত ও দুষ্টস্বভাবময় অশাস্ত্রিময় সংসারে ভগবৎপ্রণয়-বিমুখাবস্থায় অনন্ত দিন-যাপনের বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তভাবে কৃষ্ণানুরাগি-জনানুগমনে কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে নিখিলকালযাপনের বিচার বরণ করিবার সৌভাগ্যোদয় হইলে আজ শ্রীল প্রভুপাদ কি ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধানিত্যজন বাবাজীমহারাজের বিরহ-মহোৎসব সম্পাদন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ়মর্ম্মের আস্বাদন হইত। 'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীরায় রামানন্দ যে "কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর" উত্তর প্রদান করিয়া-ছিলেন, শ্রীরূপ-সনাতনের বিরহে শ্রীরঘুনাথের স্বকৃত 'প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশে' তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন—

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিদ্রোহপলায়তে।
ব্যাঘ্রকুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাকূয়হিতস্য মে॥
ন পশ্যতি যদি দেবস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স নিজ কৃপিল পাপৈর্বধিরায়তে যথারি।
অথাপি পরমেত্যুর্গাঢ়তর্কেন দৃষ্টঃ
প্রকটকরুণভাবং কো বহন্তরথা যা॥"

—"আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রকুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার স্নেহ স্বতঃপাতের দ্বারা পরিত না হয়, তাহাতে দেবের কোন দোষ নাই, কারণ আমার এই

হইতে বিরতো করাইবার জন্য নিষেধ করিতেছেন, অথবা আমি গাঢ় হইবার জন্য এই কার্য্য দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের জন্য আর কে এইরূপ দুঃখভার বহন করিবে?"

গৌরজন বিরহে কি বস্তু, গৌরজন-বিরহে গৌরজনের কি অবস্থা হয়, তাহা তাঁহাদের একান্ত আনুগত্য প্রয়াসী ব্যতীত উপলব্ধির বিষয় আর কাহার হইতে পারে? জড়ের সংযোগ-বিয়োগে যাহাদের জগৎ সরলা বদ্ধ ধারণাময়, তাহারা অপ্রাকৃত বিরহের মর্ম্ম কি বুঝিবে? শ্রীরঘুনাথদাসপ্রভু অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া একান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধানময়ী চিত্তবৃত্তির সেবা-পর হইলে শ্রীগুরুকৃপায় অপ্রাকৃত বিরহের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন শ্রীরূপের 'মাথুর তত্ত্ব', শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণ তত্ত্ব' এবং শ্রীগুরু-পাদপদ্মের 'কার্ষ্ণ্য তত্ত্ব' বাণীর বৈশিষ্ট্যে প্রবিষ্ট হইয়া কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে কার্ষ্ণ্যে কৃষ্ণানুসন্ধানময়ী বাহ্যের সর্ব্বতোমুখী সেবাই 'আপন-ভজন-কথা' জ্ঞানে নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণে বাহ্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইয়া অপ্রাকৃত বিরহের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

গত কার্ত্তিক (ভক্তাব্দে) শ্রীধাম বৃন্দাবনে মহোৎসব হইয়াছে এবং আগামী কল্য। ২৯ অগ্রহায়ণ রবিবার। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রাধাকৃষ্ণ মহারাজের মূল সমাধি ও ঊর্দ্ধস্তম্ভ-সমাধি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মথুরায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গোপালদর্শন-স্থান

ইল বাহুদেশে পুরীপাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালের লুপ্তসেবা যথাবেশানুসারে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর পুনঃ সংস্থাপিত করেন। * আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন গোবর্দ্ধনে আগমন করেন, তখন গোবর্দ্ধনের উপর আরোহণ না করিয়া কিরূপে গোপালের দর্শন পাইবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলে শ্রীগোপাল ম্লেচ্ছ-ভয়ে ছল উঠাইয়া সাঁঠোলি গ্রামে আগমন করেন।

শ্রীরূপ-সনাতন যখন ব্রজে বাস করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ তনুবুদ্ধি জানিয়া তাহাতে আরোহণ করিতেন না। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনে গমন করিতে অসমর্থ হইলেন; কিন্তু শ্রীগোপাল দর্শনের লালসায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। তখন শ্রীগোপাল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে দর্শন দানের জন্য পুনরায় ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া মথুরা-নগরে বিশ্রামতীর্থের গৃহে আসিয়া পূজিত হইতে থাকিলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে।
যাহা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিশ্রামতীর্থ-ঘরে॥
তবে রূপ-গোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈলা মথুরায় রহিয়া॥
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব-দাস, আর মাধব, দুইজন।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ॥
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুরুষোত্তম, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস॥
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৩৬-৪৩)

শ্রীবল্লভাচার্য্যের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপীনাথ এবং কনিষ্ঠ বিট্‌ঠলনাথ। ইনি বিট্‌ঠলেশ্বর নামেও পরিচিত। গোপীনাথ ১৪৩২ শকাব্দে এবং বিট্‌ঠলেশ্বর ১৪৩৭ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত হয় যে, বিট্‌ঠলনাথ প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আড়াইল গ্রামে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৮শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গমন করিয়াছিলেন তখায় শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্বন্ধে যথা প্রভুর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন *

শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৪৩০ শকাব্দার বেল্লনাটি আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমের অন্তর্গত বি, এন, আর লাইনে রাজিম্ ষ্টেশনের নিকট চাঁপারার গ্রামে বল্লভাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। ১৪০৭ শকাব্দায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল। বল্লভাচার্য্য তাঁহার তিন বৎসর বয়সে কাশীতে মহালক্ষ্মী-নাম্নী এক কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপত্যকায় শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল গ্রামে বাস করেন। ১৪৫২ শকাব্দায় তাঁহার পরলোক-গমনের মাত্র কএক দিবস পূর্ব্বে তিনি বারাণসীতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ও তৎপুত্র শ্রীবিঠ্ঠলনাথ উভয়েই পরম সৌভাগ্যবান। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ বহু সাধ্যসাধনা করিয়া যাঁহার দর্শন পান না, সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে শিক্ষা ও পুস্তকে দর্শন ও সেবা দান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা অনির্ব্বচনীয়।

একমাত্র শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্যতীত শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ভূগর্ভগোস্বামী প্রভু, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমাধব দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, ভক্ত শ্রীগোবিন্দ, বাণী কৃষ্ণদাস, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, শ্রীঈশান ও শ্রীমধু হরিদাস এই সকলে জন্ম 'মথুরা' ভক্ত ও অন্যান্য ভক্ত মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে একমাসকাল অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নামোল্লেখ না থাকায় মনে হয়, শ্রীল সনাতন প্রভু তখন অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ প্রভু, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী,—ইহারা সকলেই রূপানুগ, ইহাও শ্রীচরিতামৃতের বাক্য হইতে জানা যায়। 'নিকটে' শব্দের দ্বারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ইহা বাক্য করিয়াছেন। 'লঘু হরিদাস' শব্দের দ্বারা কেহ যেন 'ছোট হরিদাস' মনে না করেন, এজন্য অতিপ্রাকৃত-ভাষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"অনেক বৈষ্ণবদিগের নাম 'হরিদাস' থাকিত। এইজন্য 'লঘু,' 'মধ্য' ইত্যাদি 'বিশেষণ' হরিদাস নিজের নামে অগ্রে বৈষ্ণবগণ প্রয়োগ করিতেন। যখন প্রভুর সময়ে যে 'লঘু-হরিদাস' (ছোট হরিদাস) ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহত্যাগ করেন; এই 'লঘু হরিদাস'—অন্য একজন।"

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মথুরায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গোপাল দর্শনের স্থান কিছুকাল যাবৎ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সেই স্থানের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া গত ২২ কার্ত্তিক (১৩৪১), ২৪শে অক্টোবর (১৯৩৪) সোমবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত স্থান দর্শনার্থ গমন করেন। মথুরার প্রসিদ্ধ কোলি দরজা বা তাড়িঘর গেট হইতে বিশ্রামঘাটের দিকে যাইতে উত্তরদিকে 'তুলসী-চৌতরা' নামক একটি মহল্লা আছে। তুলসী-চৌতরা দিয়া গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সাতঘরা নামক একটি পল্লী পাওয়া যায়। বিঠ্ঠলেশ্বরের সাত পুত্রের নাম হইতে ঐ মহল্লার নাম 'সাতঘরা' হইয়াছে। 'সাতঘরা' অর্থে সপ্ত ভ্রাতার গৃহ। এই সাত ভাইএর নাম (১) গিরিধর, (২) গোবিন্দ, (৩) বালকৃষ্ণ, (৪) গোকুলেশ, (৫) রঘুনাথ, (৬) যদুনাথ, (৭) ঘনশ্যাম। ইঁহাদের মধ্যে যদুনাথই 'বল্লভ-দিগ্বিজয়' নামক শ্রীবল্লভাচার্য্যের জীবন-চরিত-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শুনা যায়, সপ্ত ভ্রাতার প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহের নাম ও বর্ত্তমানে তৎসেবার স্থিতিস্থান নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

সপ্ত ভ্রাতার নাম	তাঁহাদের সেবাবিগ্রহ	বর্ত্তমান স্থিতিস্থান
১। গিরিধর	মথুরেশ	কোটা
২। গোবিন্দ	বিঠ্ঠলনাথ	নাথদ্বার

* ইহা ৫ম বর্ষ ১০ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

বালকৃষ্ণ	বালকানাথ	ঠাকরোলি
গোকুলনাথ	গোকুলনাথ	গোকুল
রঘুনাথ	গোকুলচন্দ্রমা	কামাবন
যদুনাথ	মদনমোহন	কামাবন
ঘনশ্যাম	মুকুন্দরায়	কাশী (গোপাল মন্দির)

এই সাতঘরা মহল্লায় যেখানে বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহ ছিল ও যেখানে শ্রীলগোস্বামী প্রভু তাঁহার অনুগমণ্ডলীর সহিত কেশবকাল অবস্থান করিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে বিঠ্ঠলেশ্বরের সপ্ত-পুত্রের যে সকল সেবা ও গৃহ ছিল, তাহা সকলই বিধর্মি-গণের অত্যাচারে লুপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ সকল শ্রীবিগ্রহ উপরিউক্ত বিভিন্ন স্থানে পরবর্ত্তীকালে সংরক্ষিত হয়। শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের স্থানে গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীগোপাল কান্তনী কল্পা সরঘাঁতে আসিয়া নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী রহিয়াছে সেই সময়ই বোধ হয় শ্রীল গোস্বামী প্রভু অনুগমণ্ডলীর সহিত গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। যে মর্ম্মরবেদীর উপরে শ্রীগোপালের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই মুকুন্দসিংহাসনের উপর কাল-ক্রমে বল্মীকস্তূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। একসময় সেই স্থানে কোনো বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘুমিয়া তৎসন্নিহিত প্রদেশে রন্ধন-কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে বৃদ্ধার প্রতি হাতে এক স্বপ্নাদেশ হয়। বৃদ্ধার সমীপে গোপাল উপস্থিত হইয়া বলেন,—"আমি একসময় এই স্থানে আসিয়া বিঠ্ঠলাচার্য্যের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। এই স্থানে আমার এক চরণ-চৌকি বিরাজিত রহিয়াছে। এখানে তুমি আর পাক-কার্য্য করিও না, তাহাতে আমার অঙ্গে তাপ লাগে। যেস্থানে বল্মীকের স্তূপ হইয়াছে, তাহারই নীচে আমার চরণ-চৌকি আছে। আমার এই লুপ্ত স্থানের আবাহে উদ্ধার হয়, তজ্জন্য লোকজনকে জানাও।"

এদিকে বিঠ্ঠলেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিধরজীর স্বপ্নাদেশে অধস্তন দ্বারকেশ ভট্টও পৃথগ্‌ভাবে স্বপ্নে ঐরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি লোকজন সঙ্গে লইয়া তথায় আসিলে ঐ বৃদ্ধা দ্বারকেশ ভট্টকে তাঁহার স্বপ্নাদেশের কথা বলেন। তদনুসারে দ্বারকেশ ভট্ট বল্মীক-স্তূপ খনন করাইয়া প্রস্তরের ন্যায় একটি কঠিন দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন। পরিষ্কার করিবার পর একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত চরণ-চৌকি দেখিতে পান।

অতঃপর দ্বারকেশ ভট্ট তাঁহার নিত্য সেবিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি শ্রীনাথজীর শ্রীমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া পৃথিবী পরিক্রমা করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের যে যে স্থান ভ্রমণ করিতে বাকী ছিল, সেই স্থানগুলিও দ্বারকেশ ভট্ট ভ্রমণ করেন। আধুনিক পুষ্টিমার্গীয় যে সকল ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ পৃথিবী পর্য্যটন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহাদিগের ধারণা এই সমাধের দ্বারা নিরস্ত হইবে। 'সাতঘরা'র বর্ত্তমানে যে পণ্ডিত সেবাইতটি আছেন, তিনিই এই ইতিহাস আমাদিগকে দিয়াছেন।

শ্রীদ্বারকেশ ভট্ট পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া আসিবার পর এই স্থানে পুনরায় লুপ্ত সেবা স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজ হস্তে শ্রীনাথদ্বার হইতে শ্রীগোপালের একটি আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া আনেন। তিনি যে শ্রীবিগ্রহ লইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলেখ্যের সহিত সাতঘরায় শ্রীনাথজীর বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানে সাতঘরায় গোপালের চরণ-চৌকিতে একটি বৃহৎ কাচাধারে সংরক্ষিত শ্রীনাথদ্বারের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ গোবর্দ্ধনধারী গোপালের যে আলেখ্য আছেন, তাহা এখানে প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ স্থাপিত আছেন। এই স্থানের বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইলেন যে, এই স্থানই বিঠ্ঠলেশ্বরের স্থান এবং এখানেই বিঠ্ঠলেশ্বরের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিধরজীর গৃহ বিরাজিত ছিল। ঐ প্রস্তর নির্ম্মিত চরণ-চৌকি বিঠ্ঠলেশ্বরের সময়ের প্রাচীন। বিঠ্ঠলেশ্বরের সাতপুত্রের মধ্যে কে শ্রীনাথজীর সেবা পাইবেন, এই লইয়া যখন বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন শ্রীনাথজী গিরিধরের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই নাথদ্বারে শ্রীনাথজীর সেবা গিরি-ধরজীর বংশীয়গণই করিতেছেন। সাতঘরার সেবাইত ইহা জানাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, এখানে পূর্ব্বে সাত-ঘরও অর্থাৎ বিঠ্ঠলনাথের সাতজনপুত্রের আলেখ্য

বিরাজিত ছিল। বর্ত্তমানে সকল আলেখ্য দেখিতে পাওয়া গেল না। বল্লভাচার্য্যের শিষ্য মাধব ভট্ট যিনি বল্লভাচার্য্যের নিকটে বসিয়া 'সুবোধিনী টীকা' লিখিতেন, তাঁহার সহিত শ্রীবল্লভভট্টের একটি ছোট চিত্র ও আরও কএকটি চিত্র শ্রীনাথজীর বৃহৎ আলেখ্যের নিম্নে রহিয়াছে।

সেবাইত শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইলেন যে, পূর্ব্বে নাথদ্বার হইতে এখানে মাসিক ২৸৹ পঁচিশ টাকা করিয়া সেবাকুলা পাওয়া যাইত এবং অভ্যাগত সাধু অতিথিগণকে প্রসাদ বিতরণেরও বন্দোবস্ত ছিল। শ্রীনাথদ্বারের মহান্ গোবর্দ্ধনলালজীর দেহত্যাগের পর দুই মাস পর্য্যন্ত এই মাসোয়ারা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীবল্লভাচার্য্যের স্বহস্ত লিখিত 'সুবোধিনী টীকা'র সহিত রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি জীর্ণ পুঁথি শ্রীল প্রভুপাদকে দেখাইলেন। ইহা শ্রীবল্লভাচার্য্যের স্বহস্তলিখিত কি না তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ নাই। সেবাইত মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিলেন এবং এইরূপ মহাপুরুষের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, বিশেষতঃ পুষ্টিমার্গের যাবতীয় তথাজ্ঞাতা এইরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য জগতে বিরাজিত আছেন, তিনি ইহা সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। তৎপ্রসঙ্গে আরও জানাইলেন যে, একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে সেই পুঁথিটি দেখাইলেন। নতুবা ইহা তিনি কাহাকেও দেখান না। সেবাইতটি কিছু ব্যাকরণ ও পুষ্টিমার্গীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, জানাইলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু সেবাইতের সহিত সংস্কৃত ভাষায় পুষ্টিমার্গীয় শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন। বর্ত্তমান সেবায়েতের নাম শ্রীগোবর্দ্ধন ভট্ট। ইহার পিতার নাম অধুনা পরলোকগত নন্দকিশোর শাস্ত্রী। ইনি আশুকবি ছিলেন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গট্টুলালজীর ইনি ছাত্র ছিলেন। সেবাইত জানাইলেন যে, বর্ত্তমানে এখানকার সেবার কোন নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত নাই। সাধারণের সাহায্য ও আকাশ-বৃত্তির উপরেই সেবা-পূজা চলিয়া থাকে।

যে গৃহে গোপালের চরণ-চৌকি বিরাজিত রহিয়াছে, সেই গৃহটি বিশেষ প্রশস্ত নহে। ইহার পার্শ্বে যে দালান আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অর্থাৎ প্রায় দুইশত বৎসরের বলিয়া সেবাইত জানাইলেন। একটি অপরিষ্কার গলির মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্থানে এই গৃহটি বিরাজিত রহিয়াছে। এই গৃহের ঠিকানা—৪৯নং তুলসী চবুতরা, দাতঘরা, মথুরা। এই স্থানের প্রতি পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি কেন আকৃষ্ট হইতেছে না, বুঝা যায় না। সেবাইত একজন গৃহস্থ পণ্ডিত বিলক্ষণ রাখেন। কএক পুরুষ যাবৎ এই প্রবেশে বাস করিয়া আছু দেশের ভাষা প্রভৃতি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই স্থানে যে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু অনুপমণ্ডলীর সহিত আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই বলিয়াই মনে হইল।

ভক্তিরত্নাকরের এই তরঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হইল পরম আগ্রহ।
শ্রীবিঠ্ঠলনাথ—ভট্ট বল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয়॥
• •
শ্রীদাস-গোস্বামী আদি পরামর্শ করি'।
বিঠ্ঠলেশ্বরে কৈল সেবা-অধিকারী॥"

ভক্তিরত্নাকরের এই সকল বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি, বিঠ্ঠলনাথ শ্রীরূপানুগগণের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি তাঁহার নিত্য সেবারূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপানুগ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু প্রমুখ গোস্বামী আচার্য্যগণ পরামর্শ করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আরাধ্য ও নিজস্ব শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোপালের সেবা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মথুরায় শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের শ্রীগোপাল দর্শনের স্থান আবার সাধারণ্যে আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। তথায় যথা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ হইতে প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহে সমগ্র শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গোপালদর্শন-প্রসঙ্গ পাঠ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমদ্

বাহাদের প্রভু, ব্রহ্মচারীজী শ্রীমহানন্দ ভক্তালোক, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীঅখণ্ডানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি কএকব্যক্তি সেই স্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীধরস্বামী, বিষ্ণুপুরী, রায় রামানন্দ—সকলেই মায়াবাদী!!!

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর)

বেজবরুয়া মহাশয় মহানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলকে প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়া "ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দকে প্রয়াগে যজ্ঞ দান করেন এবং তাহাতে ঈশ্বরপুরী 'মায়াবী-সম্প্রদায়ভুক্ত' বলিয়া উল্লিখিত নাই" ইহা প্রদর্শন করিতে চাহেন। বস্তুতঃ মহানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা একটি কল্পিত পুঁথি। ইহার কোনই প্রামাণিকতা নাই সেই অপ্রামাণিক পুঁথি অর্ব্বাচীন পুঁথির সহিত তুলনা করিয়া বিরোধ দেখাইয়া "এই অমিল হইতেই বুঝা যায় গোলমাল কোথায়" বলিয়া বেজবরুয়া মহাশয় যে রহস্য ভেদ করিতে চাহেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে, সুধী পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। মহানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বা বলোরামদাস কালুকৃষ্ণদাসের প্রেমবিলাস কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজেই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। পরবর্ত্তিকালের নানা-প্রকার অপসিদ্ধান্ত ও আউলিয়া গল্প ঐ সকল পুঁথির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে:

বেজবরুয়া মহাশয়ের যুক্তি এই যে, 'প্রেমবিলাস' কতখানা ও ভক্তিরত্নাকর হইতে পুরাতন সপ্তবিংশমত পুরাতন হইলে যে উহা অধিকতর প্রামাণিক হইবে, যাহা পরব্রহ্মের ন্যায় পুরাতন বলিয়া কিংবা হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবের পুরাতন বলিয়া বা শ্রীনৃসিংহদেবের প্রকটের পূর্ব্বে জাত বলিয়া—যে কশিপুর বধকার্য্য অধিকতর প্রামাণিক হইয়া পড়িবে, ইহা অদ্ভুত যুক্তি বটে। প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকটা ভাল অংশও আছে স্বীকার্য্য বটে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি একান্ত বৈষ্ণব-পাঠ্য ও বৈষ্ণব-সমাজে বহুল প্রচারিত গ্রন্থের ন্যায় প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থের বিশেষ পঠন-পাঠন ও ও প্রচার না হওয়ায় বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের মহা-অন্ধকারযুগের মধ্য দিয়া প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ অতিক্রম করায় তাহাতে স্থানে স্থানে যে সকল অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিয়াছে, তাহা একমাত্র অদ্বৈতব বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণই ধরিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি অধিকতর প্রামাণিক পুঁথিকে অবহেলা করিয়া কোন সুধীব্যক্তিই প্রেমবিলাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। আর 'প্রেমবিলাসে'ও এমন কিছু লেখা নাই, যাহাতে বেজবরুয়া মহাশয় টানিয়া টুনিয়াও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তৃতীয় মায়াবাদিরূপে দাঁড় করাইতে পারেন। বেজবরুয়া মহাশয়ের যুক্তি এই যে, প্রেমবিলাসে লেখা আছে, নিত্যানন্দ একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দীক্ষিত শিষ্য এবং তাঁহার সহিতই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হইলেই যে তিনি মায়াবাদিসন্ন্যাসী হইবেন বা তান্ত্রিক অবধূত হইবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত বিংশ শতাব্দীর সুধী-সমাজের নিকট ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যজনক!

বেজবরুয়া মহাশয় লিখিয়াছেন, 'প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ একজন তান্ত্রিক অবধূত ছিলেন'। 'অবধূত' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানা না থাকায় এইরূপ ভ্রম হইয়াছে কিনা অথবা ইহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে একান্ত ভগবদ্ভক্ত, বর্ণাশ্রমাতীত মহা-ভাগবত পরমহংসকে অবধূত বলা হইয়াছে। বিদ্বান্ যখন হরিপ্রিয়ব্রতসমূহ আচরণ করিয়া শ্রীভগবানের যজ্ঞ-কূর্ম্মাদি-শ্রীমূর্ত্তি-শোভিত ক্ষেত্রসমূহে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে 'অবধূত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিয়াছেন।—

"গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি॥" (ভাঃ ৩১।১৯)

শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"সাং পথাটন্ হরিতোষণানি ব্রতানি চেরে অকরৎ। যেষা পবিত্রা বিবিক্তা অসঙ্কীর্ণা বৃত্তিজীবিকা যস্ত। সদাপ্লুতঃ প্রতিতীর্থং স্নাতঃ। অথ পরমং যস্ত। অবধূতঃ অসঙ্কেত-বেশঃ। অবধূতবেশো বল্কলাদিধারী, অতএব বৈষ্ণবলক্ষিতঃ।"

শাক্তের-মতাবলম্বী তান্ত্রিক অবধূতগণ অধিকাংশস্থলেই অমেধ্যাদি গ্রহণ ও হরিতোষণ ব্যতীত অন্যান্য আচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা হইতে জানা যায়, মহাভাগবত পরমহংসেই অবধূত। বিদুরের ন্যায় কৃষ্ণভক্তাগ্রগণ্য সেই অবধূতের উপমান স্বরূপ। তিনি 'যেষাবিবিক্তবৃত্তি' অর্থাৎ পবিত্র ও অসংকীর্ণবৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক সর্ব্বদা হরিতোষণকার্য্যে নিযুক্ত। তাই দেহাদির সাক্ষাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। অবধূত-বেশ বলিতে বল্কলাদিধারী বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শিক্ষাগুরুশ্লোকার বলেন,—"অবধূতঃ নিতঃ শিশ্নোদর-পরাভিমতো যস্ত সঃ।"—অর্থাৎ যিনি শিশ্নোদরপরা চিত্তবৃত্তি-রহিত। কোষকার বলেন,—

"যঃ বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥
'অ'কারস্যাৎ 'ব'কারাচ্চ 'ধূত'-সংসার-বন্ধনাৎ।"

বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবত বৈষ্ণব যেমন শুকদেবাদি, বিদুরাদি অবধূত। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় বর্ণাশ্রমাতীতের লীলাভিনয়কারী শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপকে অবধূত বলা হইয়াছে। এই অবধূত-ন্যায় নিত্যানন্দ প্রভু আচণ্ডালে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন।

"প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
এই দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

মায়াবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ—যাঁহারা সাত্বতশাস্ত্রের বিচারে পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অভিহিত অথবা যাঁহারা রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতির ন্যায় পাষণ্ড-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বিষয়ী বা ভোগী অর্থাৎ যাঁহারা চিবিলাস অস্বীকারকারী—সেই সকল বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায়কে দলন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমই প্রচার করিয়াছিলেন। তান্ত্রিকতা-প্রচার বা শাক্তের-মতবাদ-প্রচারের কোন আদর্শই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রে নাই। যে নিত্যানন্দ প্রভুর শেষ-কৃপাবলে ঠাকুর বৃন্দাবন শাক্তের-মতবাদ ও তান্ত্রিকতাকে নিরাস-কল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বের অবস্থান-বর্ণনমুখে মঙ্গলচণ্ডীর গীত, বিষহরি-পূজা ও তদানীন্তনকালে প্রচলিত নানাপ্রকার শাক্তের-মতবাদকে নিরাস করিয়াছেন, সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে তান্ত্রিক বা কৌল অবধূত বলিবার অভিসন্ধি কি? বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বহুবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। রায় বাহাদুর ও বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় এই 'নিত্যানন্দ-স্বরূপ' শব্দটির মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক কথা নিহিত আছে, তাহা বিচার করিয়াছেন কি?

আচার্য্য-শঙ্কর যে চারিটি প্রসিদ্ধ মঠ স্থাপন করিয়া-ছিলেন, সেই সকল মঠের সাম্প্রদায়িক কথা আলোচনা করিলে জানা যায়, তীর্থ-আশ্রম-সরস্বতী-উপাধির ব্রহ্মচারীর নাম—'স্বরূপ'। নিত্যানন্দ-স্বরূপ ত্রৈদণ্ডিক সন্ন্যাসীর 'স্বরূপ' ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের লক্ষ্মীপতিতীর্থের শিষ্য-লীলায় অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছিল নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তিনি বর্ণাশ্রমাতীত বলিয়া 'অবধূত' নামেও খ্যাত হন। বস্তুতঃ কোনদিনই তাঁহাতে কৌলাব-ধূতাচার দৃষ্ট হয় নাই। মহাভাগবত কৃষ্ণপ্রেমিকের আদর্শই তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইয়াছে। যদি পরবর্ত্তিকালে কোন শাক্তের-মতাবলম্বী সহজিয়া-সম্প্রদায় জাল বা অপ্রামাণিক পুঁথি সৃষ্টি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা কখনই প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া সুধী-সমাজে গৃহীত হইবে না। শ্রীনিত্যানন্দবাদ্বয় বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া নেড়ানেড়ি-মতের-সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কোন সুধী ব্যক্তিই বীরভদ্র প্রভুকে নেড়ানেড়ির দলভুক্ত বলিতে পারেন না। যাঁহারা বীরভদ্র প্রভুর শিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই ভোগপ্রবণ হইয়া যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরপুরী জাতিতে শূদ্র ছিলেন, ইহা শ্রীযুক্ত দীনেশ সেন ও শিশির কুমার ঘোষ স্বীকার করিয়াছেন।" ডক্টর দীনেশ বাবু বা পরলোক-গত শিশির বাবু কেহই ঈশ্বরপুরীর সমসাময়িক লোক নহেন। কাজেই তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই বিনা সূত্রে প্রমাণে প্রামাণিক হইবে, ইহাও অদ্ভুত যুক্তি বটে। শ্রীচৈতন্য-

ভাগবতের 'মূত্রাধম' পাঠকে 'সূত্রাধম' পাঠ বা 'সূত্রাধম' পাঠকে 'মূত্রাধম' পাঠে পরিবর্ত্তন করিবার অভিসন্ধি লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে নানা প্রকার আলোচনা চলিয়াছিল। সম্ভবতঃ অমর বাবুর ধৃষ্টতাচিত শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিচিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মিশির বাবুর সেই-সব মত নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু মনীষী মিশির বাবু ও দীনেশ বাবুর ঈশ্বরপুরীকে 'সূত্র' প্রমাণ করার চেষ্টা কিম্বা শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ঈশ্বরপুরীকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা যদি স্ব-স্ব জাতীয়-প্রেম-মূলক হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরপুরীপাদের চরণে জাতিবুদ্ধিরূপ বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। উহা ব্যাসদেব সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছেন। কাজেই সেরূপ আলোচনা বৃথা আধ্যক্ষিকতা মাত্র।

কনকদাস প্রভৃতি শূদ্রকুলে অবতীর্ণ অনেক মহাত্মা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য ও গুরু বলিয়া উডুপী প্রভৃতি স্থানে এখনও নিত্য পূজিত হইতেছেন। কাজেই বৈষ্ণব শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলে তিনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের হইতেই পারেন না, এইরূপ উক্তি ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা মাত্র।

'ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যকে সন্ন্যাস দেওয়ার নিয়ম' ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে কেন, কোন শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়েই নাই, শঙ্কর-সম্প্রদায়েও নাই। বেঙ্কটরমণ বা অমর বাবুর মতে ঈশ্বর-পুরীপাদ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদের যুক্তি অনুসারেই বা কি করিয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিবেন? বৈষ্ণববিচারমতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা ও আচার্য্যের কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তখন তিনি বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট মুকুন্দ-সেবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য কেবলাদ্বৈতোপাসক, এরূপ উক্তিও ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-জ্ঞানের স্বল্পতা-সূচক। শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য দধিমন্থনরতহস্তযুক্ত বাৎসল্যরসবিগ্রহ বাল-গোপালের শ্রীমূর্ত্তি উডুপীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য রঘুপতি উপাধ্যায়—

"প্রতিপদে স্মৃতিমিহরে তাবকমজ্ঞে তরন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

এই শ্লোকের দ্বারা আপনাকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উপাস্ত-বিচারের অন্তর্গত অর্থাৎ তৎসম্প্রদায়েরই শিষ্য বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট আড়াইল গ্রামে পরিচয় দিয়াছেন। যখন উপাধ্যায়ের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু "আগে কহ" বলিয়াছিলেন, তখনই উপাধ্যায় মহাপ্রভুকে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা জানাইলেন—

"কস্যচিৎ কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াভুজে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥"

ইহার পরে উপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরীর আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্যা এব পরা রসাঃ॥"

ইহা হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের অবতংসরূপে বাৎসল্যরসের উন্নত-বিচারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-রস ও শ্রীমধুররসকেই শ্রীমন্মহা-প্রভু বিশেষ-ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কান্ত-রস বা গোপবধূ-লম্পট রাধাপ্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের কথা সকলের নিকট প্রকাশ্য নহে বলিয়াই উপাধ্যায় 'কস্যচিৎ কথয়িতুমীশে' বাক্যটি বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাৎসল্যরসবিগ্রহ নন্দ-নন্দন পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু 'কস্যচিৎ কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু' বিচারে তিনি গোপবধূটীবিট রাধাকৃষ্ণের উপাসনা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু একেবারে সেই কথা বলেনও নাই, তাহা নহে। উডুপীর অষ্টমঠাধিপগণের মধ্যে অষ্ট সখীর অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এখনও তাহা দেখা যায়।

গত ১৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪০ শ্রীল প্রভুপাদ উডুপী-ক্ষেত্র হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তৎপরদিবস শ্রীধামবৃন্দাবনে রাধারমণ যেরায় (অধুনা স্বধাম-প্রাপ্ত) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—"• • • শ্রীমাধ্বক্ষেত্র উডুপী দর্শন করিলাম। • • • অষ্ট মঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্বিষয়ে যে সকল উল্লেখ স্থানে স্থানে

আছে, তাহার নকল এই পত্রের সহিত বিনামূল্যে পাঠাইয়া পাঠ করিবেন।

'It was indeed a happy idea of Sri Madhwa's, to ordain 8 ascetics, put them each in charge of a separate Math and make them jointly and severally responsible for the *poojas* and festivals of Sri Krishna's Temple. * * * The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many *Gopees* of Brindabon, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking rebirths now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna Himself. * * Sri Krishna presiding here being a boy, they fed Him in the forenoon with choice offerings'.—(Life and Teachings of Sri Madhwacharya by C. M. Padmanavachar, chapter XIII pp. 143 and 145).

আধুনিক যে সখীভেকি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিতপথ অষ্টমঠাধিপ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীনবহির্বাসযুক্ত। কৃষ্ণপুর মঠাধিপতি বর্ত্তমান-সময়ে মন্থনদণ্ডযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবকরূপে বর্ত্তমান। * * * *।"

—(প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড)

শ্রীমধ্বপ্রভুর স্বরচিত শ্লোক যাহা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু পদ্যাবলীতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমধ্বের উপাস্য বালগোপালের কথা পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি রূপানুগ ভজন-বিচারের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য ও ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"দধিমথননিনাদৈস্তাক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগাদ্যঃ বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মৃদুকমনসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
স্বললিত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥"

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমধ্বপ্রভু কেন শ্রীমধ্বাচার্য্যকে আচার্য্যরূপে স্বীকার করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য না বুঝাতেই সাম্প্রদায়িক বৃত্তে অনিপুণ কতিপয় ব্যক্তির চিন্তাস্রোত বিপথগত হইয়াছে। শ্রীমধ্বপ্রভু স্বয়ং-ভগবান্। তিনি অনর্পিতচর অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রদত্ত হয় নাই, এইরূপ প্রেমের প্রদাতার লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ঈশ্বরাবিগ্রহ কৃষ্ণ। তিনি যে 'যাহিমায়া কেরাণী'র মতই সকল কার্য্য করিবেন, তাঁহার কার্য্যে কোন মৌলিকতা, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিবে না, এরূপ বিচার করিলে তাঁহার অবতরণের কোন সার্থকতাই থাকে না। লোকশিক্ষাকল্পে ও সুপ্রাচীন নিত্যসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মৌলিকত্ব-নির্দ্দেশকল্পে তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্যকেই কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীমধ্বপ্রভুর 'শুদ্ধদ্বৈতবাদে' অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মধ্যেও ভেদসিদ্ধান্তই প্রবল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈতবাদ-গুরুকেই সাম্প্রদায়িক পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীয় মৌলিকতা, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তির অভাবে ইহা অভক্ত-সম্প্রদায়ের উপলব্ধির বস্তু হয় না, তাঁহারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াদেবীর দ্বারা বিমোহিতমতি হইয়া পড়েন।

রায় বাহাদুর অমর নাথ রায়ের যুক্তির অনুসরণ করিয়া যেরূপকল্প মহাশয় যে উদ্দেশ্যে পুথী, ভারতী প্রভৃতিকে শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত দশনামী সন্ন্যাসীর একচেটিয়া নাম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সুপ্রাচীন সাম্প্রদায়িক ইতিহাস সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আচার্য্য-শঙ্কর এই দশনামী সন্ন্যাস-প্রথা কোথা হইতে পাইলেন? শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দ দশনামী সন্ন্যাসীর কোন নামে পরিচিত ছিলেন? গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদ বা দশনামীর কোন্ নামীয় সন্ন্যাসী ছিলেন?

শঙ্করাচার্য্য ঐ দশনাম নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন কি? তাহা হইলে উহা স্রোতপন্থায় আসিল কোথায়? বস্তুতঃ সুপ্রাচীন সাম্প্রদায়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, সাত্বত-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যের অন্যতম আদি-বিষ্ণুস্বামী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অষ্টোত্তরশতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর নাম তিনিই স্রোতপন্থায় প্রবর্ত্তিত করেন। আচার্য্য-শঙ্কর কি ঐ ১০৮টি নাম হইতে ১০ দশটি নাম বাছিয়া লইয়াছেন? তাহা হইলে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় হইতেই ঐ নাম ধার করিয়াছেন কি?

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতে গুরুর একান্ত পারমার্থিক নিত্যত্ব

পারে না। অতএব তাহারই বলুন আর পুরীই বলুন, রামই বলুন আর শ্যামই বলুন, যিনিই গুরু হউন না কেন, কেহই যখন অনন্তকাল শিষ্যের নিকট তাঁহার নিত্যপার্ষদিক গুরুত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিবেন না, তখন তাঁহাদের সম্প্রদায় থাকা না থাকার সার্থকতাই বা কি? আর সাম্প্রত সম্প্রদায়ের বিচার লইয়া বৃথা অনধিকার চর্চা করিয়া শ্রীগুরু স্বামীকে শ্রীশঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী এবং মহাপ্রভুকেও শ্রীশঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সাজাইবার সার্থকতাই বা কি? মহাপ্রভুর শিক্ষায় কোথায়ও ত ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের অনিত্যত্ব, গুরুর পরিত্যাগ সামরিক ব্যবহারিক সম্বন্ধ মাত্র, ভগবানের নাম-রূপ-শ্রীবিগ্রহকে অনিত্য, নির্বিশেষ-জ্ঞানকে মায়াবিদ্যার-কল্পনার বিষ্ণু-বিগর্হণ পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত যে শিক্ষাষ্টক এবং পদ্যাবলীর মধ্যে যত শ্লোকাবলী আছে, তাহা আলোচনা করিলে কোথায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বা ভক্তি, ভক্ত, ভগবানের অনিত্যত্ব কিম্বা নির্বিশেষজ্ঞানের সাধ্যত্বের কথা পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা "আমি ও মায়াবাদী সন্ন্যাসী" এই মায়াবাদ-নিরাসক ধ্বনি বা কটাক্ষযুক্ত বাক্যের কদর্থ করিয়া এক কথায় উড়াইয়া দিলেই কি মহাপ্রভুকে মায়াবাদিগণ নিজের দলে টানিতে পারিবেন? মহাপ্রভুর চরিত্রের অন্যথা উদাহরণ, তাঁহার আচার, ব্যবহার সকলই কি নির্বিশেষবাদীর অভিসন্ধির কৌশ্ত তুলের তলায় চাপা পড়িয়া থাকে হইবে?

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘের নিকট বার্লিন হইতে নিম্নলিখিত Cablegramটি প্রেরিত হইয়াছে।

Berlin 10. 11. 34.

- Tridandi Swami B. U. Bon, Preacher-in-charge of the London Gaudiya Math, delivered a most erudite and interesting lecture on Mahaprabhu's Philosophy in German at the Berlin University in the presence of a large gathering of scholars and man of learning. It was appreciated by the audience. Swamiji is receiving sympathies from all quarters. British ambassador in Berlin is much impressed and has arranged for interview of Swamiji with high official on his return from lecture tour on December, 20. He starts on Monday, the 12th November to Leipzig for delivery of a lecture at the Leipzig University.

সজ্ঞন গৌড়ীয়মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীপরিবৃত একটি বিরাট্ সভায় জার্মাণ ভাষায় মহাপ্রভুর দার্শনিক শিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ এই বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। সকলস্থান হইতেই স্বামীজী সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন। বার্লিনের বৃটীশ রাজদূত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগামী ২০শে ডিসেম্বর স্বামীজী পরিব্রাজক-বিদগি বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যাহাতে স্বামীজীর সহিত জার্ম্মেণীর উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণের সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়, তজ্জন্য উক্ত বৃটীশরাজদূত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। স্বামীজী গত ১২ নভেম্বর সোমবার লিপ্‌জিগে যাত্রা করিয়াছেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবেন।

কার্ত্তিকমাসে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধার শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-সেবা—এই পাঁচটি শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ নিয়মিতভাবে যাজন করিয়া নিয়ম-সেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। ব্রহ্মমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধারণে এই নিয়ম-সেবা-ব্রত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণের সেবায় আসক্তি বর্দ্ধনই এই ব্রতের উদ্দেশ্য, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদ্ভোগঙ্কের সেবাই যদি জীবের মূলমন্ত্র বা নিয়ামক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উক্ত অহৈতুক ও অশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চাঙ্গকেও পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার চেষ্টার উদয় হয়। বিষয়ী ব্যক্তিগণ কামলোলুপতা-দুষ্ট ব্যক্তিকে বা কপট

সাধুবেষীকে অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া লোক-সমাজে সাধু-সঙ্গের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা করে। নামকীর্ত্তনও ছাড়াইয়া কিরিঙ্গিয়ানার পণ্যদ্রব্য হইয়া পড়ে! ভাগবত শ্রবণ করাইবার ছলে ব্যবসায়ী পাঠক ও কথকশ্রেষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তাহারা মুখে রাধাদামোদরের সেবার ভক্ত দেখাইয়া ভাগবতকে স্ব-স্ব-মনোধর্ম্ম-সেবাকরণ করিবার চেষ্টা করে। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনও দেবদাসীর সম্পত্তি হইয়া উঠে। মথুরা-বাসের নামে বিলাস ও বাসনাবিহীন বাসই ভজনের অঙ্গে (!) পরিণত হয়! উদরম্ভরের সঙ্গে সঙ্গে অবিজ্ঞেয় ভাবে অন্যান্য বেগগুলিও পরিবর্দ্ধিত হয়।

ব্যবসায়ী কথক ও পাঠকশ্রেণী পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকা সহরে ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে কয়েক শতাব্দী যাবৎ রামোদর মাসে ভাগবত-কথকতার ছলে ইন্দ্রিয়-সেবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহাদের 'পোপ'নীতির বিরুদ্ধে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সাহস করিয়া কিছুই প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। ভাগবত শ্রবণ করিয়া কে কতটা লাভবান্ হইলেন, বিচক্ষণ বিবদিষাসম্প্রদায় তাহারও যেন হিসাব-নিকাশ করিতে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। অধিক কতির অনুরোধে কাহারও কাহারও অন্তরে সময় সময় চপলার চকিত চমকের ন্যায় প্রতিবাদের ক্ষীণ রশ্মি জাগিয়া উঠিলেও লৌকিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যবহারিক নানাপ্রকার বিভীষিকা, আশঙ্কা প্রভৃতি জনয়ের আঙ্গন অন্তরেই চাপা দিয়া রাখিত। বস্তুতঃ ভাগবত-শ্রবণাদি যে হরিসেবার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, একথা কেহই আন্তরিকভাবে বুঝিবার বা বুঝাইবার মত প্রাণবন্ত অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। বিষয়ী পুরুষ ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোক শ্রোতার মূল অতিক্রম করিয়া যখন ভাগবত-কথকতা তথাকথিত-শিক্ষিত বিষয়ী ও ইন্দ্রিয়লুব্ধ ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিল এবং ঐসকল শ্রোতৃবর্গ যখন রাসপঞ্চাধ্যায়, বস্ত্রহরণ, ভ্রমরগীতা প্রভৃতির কাব্য-মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া ঐসকল উপাখ্যানের অনুকরণে স্ব-স্ব ভোগময় জীবন গড়িয়া তুলিবার সন্ধান পাইলেন, তখন আর এক নবীন-যুগের উদয় হইল। ভাগবত পণ্যদ্রব্যের কিরিঙ্গিয়ানা-সম্প্রদায় তখন আপনাদের ব্যবসার অধিকতর গৌরব-অর্জ্জন করিয়া শ্রোতৃবর্গের কামলুব্ধ ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগাইতে থাকিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অধিক পরিমাণে আহরণ করিলেন। এরূপ এক যুগে শ্রীগৌড়ীয়ত্ব শ্রেষ্ঠ দারুণ-পঞ্চাঙ্গকে ঐরূপ পণ্যদ্রব্যে পর্য্যবসিত করিবার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রতীব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ এক সময় নানা আকারে ঐ প্রতিবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল এই বিপ্লবী কথা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সেবক-সম্প্রদায়কে হরিসেবায় অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল

পরমার্থ-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় মহাপ্রভুকে অন্তরে না মানিয়াও অর্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন, ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচারে সম্পূর্ণ আস্থাহীন থাকিয়াও বাহ্যে অর্থের খাতিরে ভাগবত-ব্যাখ্যাতার অভিমান করেন, তাহা শত শত দৃষ্টান্তে বিষয়ী কোপী ও ত্যাগী-সম্প্রদায়কে বুঝাইলেও যেন ও তাঁহাদের অনেকেরই চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। যেদিন কোন কথক সাত্বত-পঞ্চরাত্র-মূলক মঠ প্রচার করিয়াও ভাগবত-কথকের প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, যেদিন মহা-প্রসাদ ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়াও বিপুল সমাজে বৈষ্ণ-ব্রাহ্মণতা ও রক্তের পরিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিল, সেদিনও সকল লোক তাহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন অর্থের উপর অবৈধভাবে হস্ত প্রসারিত হইল, তখন অধস্তন বিষয়ী ব্যবসায়ি-কথকের মধ্যে কতকটা যেন অন্তরে বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং কথক মহাশয়ও সেই পোড়া-মুখ আর সেই বেশে দেখাইবেন না বিচার করিয়া স্বয়ং স্বেচ্ছায় সেই বেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তথাপি যেন একান্ত সত্যের প্রতি লোকের চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। এখনও লোক বাক্‌চাতুরীর মোহে, সুরের ইন্দ্রজালে, অঙ্গ-ভঙ্গীর কৌশলে পতিত হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসার জন্য জাগরিত হইতে পারিতেছেন না। ধন বিমুখমোহিনী মায়ার প্রভাব।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্যতম সেবাইত-অভিমানকারী শ্রীযুক্ত

শ্রীগোপাল গোস্বামী ভক্তিতীর্থ মহাশয় কোন বিষয়-সম্পত্তি-ঘটিত মোকদ্দমার জবানবন্দী প্রদান কালে মহাপ্রভুর স্বরূপ ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকীয় প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া কতকটি কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার জবানবন্দীর সার্টিফায়েড্ কপি (certified copy) হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইনি নিত্যানন্দবংশে পুরুষানুক্রমে চলা সহজের বিশিষ্টপুত্র ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। কিছুকাল যাবৎ নবদ্বীপের দ্বিতীয় প্রাণগোপাল গোস্বামীর সহিত আমাদের অজ্ঞাত কারণে (?) ইঁহার প্রতিযোগিতার কথা শুনা যায়। ইঁহারা উভয়েই বাবসায়ী পাঠক বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রকাশ করিয়া ইঁহাদিগকে প্রচার করা আমাদের আদৌ উদ্দেশ্য নহে, তবে তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাদি বিষ্ণু-তত্ত্বে ও অভিন্ন-বৈষ্ণবত্ব আচার্যগণের প্রতি প্রাকৃত বিচার-পরায়ণ হইয়া মায়ামুগ্ধ বহুলোকের মধ্যে অপ্রাকৃত ভক্তের (?) ন্যায় ভাসিতে চাহেন, তাঁহাদিগের আচার ও প্রচারে, মনে ও মুখে যে পার্থক্য আছে, তাহার রঙ্গ দেখাইয়া সত্যানুসন্ধিৎসুর একান্ত সত্যের প্রতি পিপাসান্বিত হওয়াই কর্তব্য। ইহাই আমাদের বক্তব্য বিষয়।

জবানবন্দীর কিয়দংশ এই—

"The Idols of Panchatattwa Thakur were human beings. I revere Gauranga so far as he has divinity as a great man. He is not revered as a God. I perform his worship and such as the condition with the other idols of Panchatattwa. Gauranga is the Das (Servant) of Sri Krishna (God)."

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ঠাকুরের মূর্তিসমূহ (শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস) মনুষ্য মাত্র। আমি গৌরাঙ্গকে একজন মহাপুরুষ রূপেই সম্মান করিয়া থাকি। তিনি ঈশ্বর রূপে সম্মানিত হন না। আমি তাঁহাকে মহাপুরুষরূপে পূজা করি এবং পঞ্চতত্ত্বের অন্যান্য মূর্তিকেও আমি সেইরূপেই পূজা করি। গৌরাঙ্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একজন দাস বা সেবকমাত্র।

"There is nothing clear in any puran describing Gauranga as a deity."

"I do not accept Srimat Bhagabat except far as my conscience approves of it after a close personnl study."

"I do not understand the slokas 14 of Chaitanya Charitamrita".

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ যে ঈশ্বর বা দেবতা তদ্বিষয়ে কোন পুরাণেই কোন প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গভীর অধ্যয়নের পর আমি যে পর্যন্ত তাহার সিদ্ধান্ত বিবেক সঙ্গত বলিয়া মনে করি, সেই পর্যন্তই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ১৬টি শ্লোক (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তত্ত্ব এবং পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা) আমি বুঝি না।

উপরি উক্ত জবানবন্দীটি পাঠ করিয়া পাঠকগণ কিছু আশ্চর্যান্বিত হইবেন না। বহুবৎসর পূর্বে অদ্বৈত-বংশীয় তাস পরিচয় প্রদানকারী কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী পণ্ডিত মহা গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই বংশীয় আধুনিক কোন বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদকে কেবলাদ্বৈতবাদী ও ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি গৌরাঙ্গ-সিদ্ধান্ত-বিদ্বেষী কোন স্মার্ত পঞ্চোপাসককে গুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তে আস্থাহীন হইয়াছিলেন। এ সকল কথা "গৌড়ীয়ে" বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। তিনি শঙ্করাচার্যের মতের চর্বিতচর্বণ করিয়া পঞ্চতত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ তিনি এখনও নাকি বর্তমান জগতের প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর নিকট প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হন।

১৩৩৮ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ নবদ্বীপ-নগরে শ্রীবাস-অঙ্গনে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে পাঁচটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি প্রশ্নের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয় যে, পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভব কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং তিনি নাকি

মহাপ্রভুর মন্ত্রাদিও স্বীকার করেন না। ইহারও প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমান্ ১৩৫৭ সালে 'আচার ও আচার্য্য' নামক এক পুস্তকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উত্তরে উক্ত মোসাহেবী জানাইয়াছিলেন—"ভগবৎপাদপদ্মকে পরমেশ্বরাদি-ভোজন যেমন পক্ষী-কাকুচিত বলিয়া সংশিক্ষায়, সেইরূপ আচার্য্য-সন্তানগণেরও বৎসাদি ভক্ষণ মনুষ্য-জাতুচিত বলিয়া তাঁহাদের সম্মান করা ভক্তিসিদ্ধান্ত কর্ত্তব্য।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "যেরূপ চিন্তামণি বেশ্যার মুখে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভাড়াটিয়ার মুখে হরিকথা শুনিয়াও সাত্ত্বিক বিকার হইতে পারে।"

যাহা হউক এরূপ কথার বিপুল সমালোচনায় গৌড়ীয়-সাহিত্যের একপৃষ্ঠা অতিরিক্ত হইয়াছে। উহার পুনঃ-প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে ইহাতে সুখের বিষয় যে, গুর্জ্জর মনুষ্য-কঙ্কটি যদি আমরা কণ্টকিত, আত্ম-বঞ্চনা ও পর-বঞ্চনার অভিব্যক্তি করিয়া ফেলি, যদি কাংস্যকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি, তবে কলসাদে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। আমাদিগকে একান্ত সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, সত্যপথে বিচরণ করিয়া অনর্থ নিবৃত্তি এবং অনর্থ-নিবৃত্তির পর পরমার্থ-প্রবৃত্তি না অকপট কৃষ্ণভজনে সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বাত্মা নিয়োগ করিতে হইবে। সময় অতি অল্প। কপটতায় ও আত্মবঞ্চনায় প্রাণের স্বাসনের চেষ্টা লইয়া মায়াধারিতেই যেন জিনটি কাটিয়া না যায়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপ্রসিদ্ধ-প্রচারক স্বামী বনের জার্ম্মাণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা

জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আগ্রহ

["অমৃতবাজার" ১৪-১১-৩৪]

GAUDIYA MATH MISSIONARY

Interesting Lectures At German Universities.

Berlin, (Air Mail).

Tridandi Swami B. H. Bon of Sree Gaudiya Math Calcutta, Preacher-in-Charge for propaganda works in the West is on preaching tour in the Continent. He is invited by the leading Universities of Germany and France to deliver lectures there. Swamiji on arrival in Berlin on the 21st. October, was received at the Ry. station by W. Hassenstein, Counsellor of the Government, Miss Von Petersdorf, office of the Ministry for Economics and several other leading citizens. Dr. Martin Weigert, Ph. D., LL. D. Ministry of Labour of the last Government received Swamiji at his residence in Berlin-Gladow. He had discourses with Swamiji on the activities and messages of the Mission.

Regierungsrat Hassenstein called at the residence of Swamiji and had religious discourses with him for some time. On the 23rd, October Swamiji met Prof. Tara Chand Roy of Lahore, Professor of Indian languages at the Berlin University and Dr. Th. Wilhelm of Deautscher Akademischer Austausdienst in the Schloss (Castle). Dr. Wilhelm tried to bring Swamiji in touch with several schools in Berlin and arranged for interview with the Minister of the Kultur Board, Dr. Rosenberg one of the leading Nazi-leaders. He is taking much interest for the propagation of the messages of Gaudiya Math in Germany.

Swami Bon was taken to the Grunewald Gymnasium, one of the biggest schools in Berlin for boys of the rich class only. The Director of the school took him round the premises and he delivered a nice little speech in German. The authorities paid much attention.

Afterwards Swamiji met many leading citizens of whom are Prof. Witte, Professor of Comparative religions at the University, and Prof. Luders who is a great Sanskrit scholar.

জার্ম্মাণী হইতে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর নিকট বন মহারাজের পত্র

Berlin, 26.10.34.

My dear Vasudev Prabhu,

Kindly accept my humble dandabats. Your few sentences encourage me very much. Your blessing strengthens me to convey to the people of Germany the Divine Message of Srila Prabhupad. If Prabhupad will so attract, we may have sincere souls in this new Germany where circumstances are rather unusual nowadays. Last evening 25.10.34 I talked long with Prof. Dr. Witte, Prof. of comparative History of Religions, who has been invited by the Calcutta University to deliver a lecture in the winter of 1935. He is a fine

gentleman with wide views. He agrees with me that the standard of Christianity in the West is far below the religious ideas of India and that there is not a single true Christian Missionary who can do anything in India and the far East. His view is that there can be cultural and intellectual exchanges between the East and West. He holds that the present Christianity of Europe is Christianity plus Greek philosophy; so also he holds that if Christianity should be preached in India, it should be Christianity (true) plus Hindu philosophy. He is now fighting against Prof. Hauer of the Tubingen University, the leader of the German faith movement. Dr. Witte further quotes that the claim of Christianity is that "No body can come to the kingdom of the Father except through me" as in the Bible, and says that he himself much believes this claim of Christ. On this I gave my reply, requesting him and his present generation to consider that even supposing the claim of Christ could be regarded as autocratic, whether the seeking soul can be finally satisfied with the conception of God as Father given by Christ. Should we not sincerely listen to higher and the highest call where the conception and realisation of God far excell the 'God' of Christ? He is much inclined to accept this view. He has now invited me to speak to his students in the University of Berlin. * * * More in my next.

Yours affectionately,
Sd. Bon.

প্রচার-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস পর্ব্বতি-মহারাজ গত ১২ই নবেম্বর, ১৯৩৬ রবিবার প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারিসমভি-ব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচারার্থ চট্টগ্রামে যাত্রা করিয়াছেন। স্বামীজীর চট্টগ্রামে উপস্থিতির সংবাদ গত ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩ নবেম্বর মঙ্গলবারের স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ "পাকচক্র"-নামক সংবাদ পত্রে স্বামীজীর ফটোসহ প্রচারিত হইয়াছে। ২৮ কার্ত্তিক, ১৪ নবেম্বর তারিখের 'পাকচক্র' পত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-সহ শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য এবং ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি সমস্ত দেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজী চট্টগ্রামে নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ১২ই নবেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী সাঙ্গোপাঙ্গিত শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বল মহোদয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ১৩ই নবেম্বর বুধবার স্বামীজী চট্টগ্রাম সহরের "রাজমোহন দেব লেনে" অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মহিমচন্দ্র দাস, নলিনীকান্ত দাস, নীরোদলাল বসু, সতীশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঐ বক্তৃতার বার্ত্তা বিজ্ঞাপন-দ্বারা সহরের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া উক্ত সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

ভরতপুর রাজ্যে—গত ২রা নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১০ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর বাচক মহারাজ ও মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরত্ন গোস্বামী প্রভৃতি ৪।৫ জন ব্রহ্মচারী-সমভিব্যাহারে ভরতপুর রাজ্যে শ্রীমন্মহা-প্রভুর চৈতন্যবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তথায় যাত্রা করিয়াছেন। গত ৩০।১০।৩৬ তারিখে অপরাহ্ণে ভরতপুর রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব কেওয়ান রাও শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিং বাহাদুর ভরত-পুর (মথুরা হইতে ২৫।২৬ মাইল) হইতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণ দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য "গঙ্গা-ভবনে" আসিয়াছিলেন।

সাঙ্গত শ্রাদ্ধ

ঢাকা-মৌলভীবাজার-নিবাসী স্বধামপ্রাপ্ত স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরী মহাশয়ের সাধ্বী সহ-ধর্ম্মিণী এবং তাঁহার ভক্তিমতী কন্যা গত ২১ কার্ত্তিক, ৭ নবেম্বর, ১৯৩৬ শুক্রবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আনিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সৎক্রিয়াসারদীপিকার বিধানানুসারে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত।

পরলোকে ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ১৪ই অক্টোবর প্রত্যূষে কলিকাতা মেডিকেল-কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এস্-সি, এল্-টি মহোদয় তাঁহার ৬৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার প্রচার বিষয়ের প্রতি ডাঃ ঘোষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়ই মঠে হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিতেন।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
অনাসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১; ২৪শে নবেম্বর, ১৯৩৪ | ১৬শ সংখ্যা।

শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

২১শে অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে "ভজনরহস্য" হইতে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ-লীলা কীর্তন হইল। কীর্তনের পরে শ্রীল প্রভুপাদ অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "স্তবাবলী"র নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রভুপাদ তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—

বেণুং করান্নিপতিতং স্খলিতং শিখণ্ডং
ব্রস্তঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
বক্ত্রাং কটাক্ষশরঘাতবিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন॥

যাঁহার কটাক্ষবাণে ব্রজরাজনন্দন মূর্চ্ছিত হন, হস্ত হইতে তাঁহার বংশী ভ্রষ্ট হইয়া যায়, শিখণ্ড স্খলিত হয়, পীতবস্ত্র স্রস্ত হইয়া পড়ে অর্থাৎ যিনি ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী, মন্মথমন্মথেরও মনোমোহনকারিণী, সেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ কবে আমি ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সম্বোজ্জ্বলহৃদয়ে যে অপ্রাকৃত চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা সেবা করিতে পারিব।

শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া পরে মাধ্যাহ্নিক-লীলায় পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিলেন,—

প্রণম্য তাং ভক্তিভরেণ হর্ষা
বদ্ধাঞ্জলির্বক্ষ্যতি যদ্যাচে।
নির্ব্বিঘ্নগোবিন্দপদারবিন্দ-
সঙ্গোঽস্তু মে দেব! তবৎপ্রসাদাৎ॥

(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গ ৭৮ শ্লোক)

অনন্তর কৃষ্ণাকী-শ্রীরাধা ভক্তিভরে পূর্ণাদেবীকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বর প্রার্থনা করিলেন,—"নির্বিঘ্নে

যেন আমার গোবিন্দপদারবিন্দের সঙ্গলাভ হয়, আপনি এই কৃপা করুন।"

ধর্ম্মকামিগণ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি ক্ষেমধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, আত্মাপর্ম্ম প্রভৃতি স্বধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের অপ্রাকৃত কাম-সাগরে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী জটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি আত্মীয়কে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সূর্য্যপূজার ছল প্রদর্শন করিলেন। যেন তিনি লোকধর্ম্মে কতদূর নিষ্ঠাবতী! বস্তুতঃ সূর্য্যও যাঁহার আজ্ঞায় জগচ্চক্ষু বিধান করিয়া থাকেন, লোকধর্ম্মিকগণকে বঞ্চনা করিয়া সেই গোবিন্দদেবের পদারবিন্দের সঙ্গলাভই তাঁহার কামনার বিষয়।

পঞ্চোপাসকগণ গণেশ, সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু ও কার্ত্তিকেয়ের (?) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া অর্থ-সিদ্ধি, ধর্ম্মসিদ্ধি, কামনা-সিদ্ধি, মোক্ষসিদ্ধি প্রভৃতি লাভের চেষ্টা করেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলন করাইবার জন্য সেই পঞ্চোপাসনারই পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাম-পরিতৃপ্তিই এই পঞ্চোপাসনার উদ্দেশ্য; কারণ পঞ্চোপাসক যে যে উদ্দেশ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাহিরে উপাসনার ছলনা থাকিলেও বস্তুতঃ পঞ্চদেবতাকে আজ্ঞাবাহক (Order supplier) সেবকেই পরিণত করা হয়। বিষ্ণুতত্ত্ব কখনও বস্তুতত্ত্বে পরিণত হন না, তাই পঞ্চোপাসকের বিষ্ণুপূজা বস্তুতঃ গণেশ, শিব-শিবার পূজারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। জীব গণেশাদি ক্ষুদ্রশক্তি-দ্বারা নিজের কাম পরিতৃপ্তি করাইয়া লইতে চাহিলে বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতারই কপট কৃপা বা মায়ার মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না তত্ত্বতঃ ঐ সকল দেবতা কৃষ্ণেরই সেবক ও আজ্ঞাবাহক—কৃষ্ণেই কাম-সরবরাহকারী। তাই কৃষ্ণ কুন্দলতার পরামর্শে পঞ্চদেবতার উপাসনার ছলনায় তাঁহাদের দ্বারা নিজ কামার্ত্তির ইন্ধন সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং প্রকাশ-বিগ্রহগণও স্বরূপের বিবিধ সেবা বা কাম পরিতৃপ্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু জীব বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতে পারে না।

হরেস্তা ললিতা মধ্যাঃ তথাঃ কৃষ্ণং তথাবিধম্।
কুন্দলতাখ্যা তং কৃষ্ণ পঞ্চদেবার্চ্চনং কুরু॥
কৃষ্ণঃ কুন্দলতামাহ ত্বং মমাস্মিন্ স্বয়ঙ্কৃতৌ।
আচার্য্যা তব সামগ্রীমিষ্টানেক যে দিশ॥
সা চাহ নাহমাচার্য্যা ভ্রুতং নান্দীমুখীমুখাৎ।
কুন্দোপ্যমপি তত্ত্বাং সখং মৎপ্রিয়দেবরঃ॥
অস্যাঃ পুরঃ দয়াকুচে গণেশ্বর
স্ফুরচ্ছিরঃ কুরুতয়া সকল্পিতে।
নমো গণেশায় ও ইত্যুদীরয়ন্
সমর্পয়াদৌ করহাটকং স্বকম্॥
নমঃ শিবায়েতি পঠন্ পরে পরঃ
স্বকোজলিস্থেপর্ণ পাণিপঙ্কজম্।
হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নম ইত্যঃ পুনঃ
শিরস্ত মুদ্রাঃ কুটিলভ্রুবোঽপি তৎ॥
ত্বমথ নিজকরাভ্যামেত্য বারিতাভ্যা-
মপি সুচিবুকমস্যা বেণিমূলং চ ধৃত্বা।
মুখবিধুমধুহরাধোরসো বিকর্ষেত্মা
ইতি মধুবরবাণান্ স্বং মুখাজং নিধেহি॥
পুনঃ সবিত্রে নমঃ ইত্যুদীরয়ন্-
স্তাস্তে তাবতাবরেহকরে বক্ষ্যং।
স্বাস্তে কুন্দাবয়-বন্ধু-ভীরতো
কৃতাবরোধোঽপনয়া সমর্পয়॥
অথার্চ্চনায়াং বিহিতোস্তবোঽসৌ
ত্বাং গুর্বদন্তীঃ কিল কুন্দবল্লীম্।
ত্বং তাড়য়ন্তীং প্রণয়োৎপলেন
প্রিয়াং স পশ্যন্নবধৈব প্রিয়াণীঃ॥
সখ্যঃ স্মরময়ারম্ভে পঞ্চদেবার্চ্চনাময়া।
কর্ত্তব্যা বিঘ্নশান্ত্যৈ কিং শুভে বিদ্যতি বঃ সখী॥

(গোবিন্দলীলামৃত ৯ম সর্গ ৬৮-৭৬ শ্লোক)

কুন্দলতার শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নবমতে নবগ্রহের পূজার পরামর্শ বা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক কৃষ্ণকে অষ্ট দিক্‌পালের পূজার পরামর্শ প্রদান করিয়া নিজস্ব অষ্টসখীকে কৃষ্ণের দ্বারা সম্ভোগ করাইবার চেষ্টা (গোবিন্দলীলামৃত ৯ম সর্গ ৯১-৯৮) প্রভৃতি সকলই কৃষ্ণ-কন্দর্প-মহাযজ্ঞোৎসব-বিধানের প্রয়াস, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত মদন-মোহন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ প্রেমাই ইঁহাদের কাম্য। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
শুদ্ধ কৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণলাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥

শ্রীল প্রভুপাদ মাধ্যাহ্নিক-লীলা বর্ণনে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

মধ্যাহ্নেঽতিতরোরসঙ্গবিততিবিম্বদ্বিকাবাদিভূবা প্রমুদ্যৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিকুঞ্জে পরিজনবটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি॥
(তত্ত্বসূত্রধৃত ৪র্থ দাসগোস্বামিন্, ২৩)

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, মঞ্জরীবৃন্দে আশ্রয়বিগ্রহগণের মধ্যে 'সখী' ও 'মঞ্জরী' দুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মঞ্জরীগণ সখীর দাসী বা অনুগতা অভিমান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সখীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিচার করিয়া থাকেন। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'তে শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দাস্যাম্বোজন্তব বিনা বরদাত্যমেব
নাস্তং কদাপি সময়ে কিল যাচে।
সখ্যায় তে সমমনোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে রসমনোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

হে দেবি! রাধিকে! তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কখনই অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। তোমার সখীদের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আর তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

সখী কখনও বলেন না যে 'আমি সখী', সখী কখনও নিজে কৃষ্ণসেবা করিতে ধাবিত হন না। সখীর আনুগত্যে বার্ষভানবীর সেবাই কৃষ্ণ-সেবার প্রকৃষ্ট প্রকার।

'স্বরূপসিদ্ধি' ও 'বস্তুসিদ্ধি' নামে দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর বা জড়ীয় বাসনাকোষ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সূক্ষ্ম শরীরের পতন বা জড়ীয়-বাসনা-নির্ম্মুক্তির নামই স্বরূপ-সিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধি লাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা বস্তুসিদ্ধি। দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না, যদি কাহারও এইরূপ অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর এই শ্লোক অনুশীলন করেন,—

নিষিঞ্চন্ত ত্বগ্বহুজনোঽমৃতং
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

সংসার হইতে অবসর পাইয়া কি করিতে হইবে, তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

এখানে 'আরাধ্য' শব্দের দ্বারা 'অন্যারাধিতো নূনং' শ্লোকের প্রতিপাদ্য **শ্রীরাধার সহিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনাই** ব্রজবধূবর্গের আনুগত্যে সংসারমুক্ত পুরুষগণের ভজন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে সকল কথার সমাধান করিতে পারেন তিনি, যিনি সকল বস্তুর মালিক—স্বয়ংরূপ। তাই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন বৈরাগ্যময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রী-ব্রজেশতনয়-মিলিত-তনুরূপে জগতে আবির্ভূত হন, তখনই পরমমুক্ত পুরুষগণের ভজনরাজ্য জগতে প্রকাশিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের পরিপক্ক ফল। বেদের ভাষাফল, খোসা প্রভৃতি Archæology, Zoology, Botany, Chemistry প্রভৃতি রূপে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারিগণের বিষয় হইয়াছে। যাহারা বেদের ঐ সকল খোসার আবরণে পরিপক্ক ফলকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করিতে চাহে, তাহাদের পরিপক্কফলের স্পর্শলাভই হয় না—আস্বাদন ত' দূরের কথা।

রাত্রে সায়াহ্ন-লীলা কীর্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটির অবশিষ্টাংশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্ শক্তিমদ্ভাবের উপর প্রভুত্ব করেন, আর মথুরায় শক্তিত্ব শক্তিমদ্ভাবের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র-পদার্থ দিয়া অপ্রাকৃতকে মাপিতে গেলে মাঝে একটা অনন্তের ব্যবধান থাকিয়া যায়। দেহ ও মনকে যে আমরা "আমি ও আমার" মধ্যে incorporate করি, তাহা অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট—

"পরের সোনা দিও না কাণে।
প্রাণ যাবে তোমার হেচ্‌কা টানে॥"

যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন, তাঁহার মুখে যদি হরি-কথা-কীর্ত্তন শুনি, তাহা হইলে নিদ্রিত অবস্থায়ও হরি-কীর্ত্তন করিতে পারিব—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন হইবে। অপরলোক শুনিতে পারিলেই আমার কীর্ত্তন হইতে থাকিবে।

পরমাত্মাই একমাত্র ভোক্তা। পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম জীবে অণুপরিমাণে আছে বলিয়া জীব পরমাত্মাকে ভোগ করিতে পারে না—অণুর মধ্যে বিভুকে পুরিতে পারা যায় না।

এখনো চেতনোন্মেষ, গরল-অমৃত, সেব্য-সাদি প্রভৃতির রস বিকৃতরূপ, রস সেখানে তাড়ি হইয়া গিয়াছে। চেতনে যদি শতকরা শতপরিমাণ প্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা কৃষ্ণভজন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না।

চন্দ্রসরোবর, পরাসৌলি, গৌরী-তীর্থ ও পৈঠগ্রাম

গত ১৫ই কার্ত্তিক (১৩৪১), ১লা নভেম্বর (১৯৩৪) দশমী বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে কএকজন অনুকম্পিত ভক্তসঙ্গে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রজবিলাস-স্তবে বর্ণিত কএকটি ব্রজলীলা-স্থান দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, উপদেশক শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী ও "গৌড়ীয়"-সম্পাদক।

মথুরা হইতে পাকা রাস্তা দিয়া গোবর্দ্ধন যাইতে হইলে তিন মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক অতিক্রম করিবার পর 'সাঁতোহা' গ্রাম পাওয়া যায়। মথুরা হইতে প্রায় পাঁচ মাইলের মধ্যে 'থাণ্ডী' গ্রাম। তৎপরে প্রায় ১১ মাইলের মধ্যে 'আড়িং' গ্রাম। আড়িং গ্রামের বাজারও দোকান গোবর্দ্ধন যাইবার পাকারাস্তার পার্শ্বেই দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন প্রায় ১৬ মাইল।

শ্রীল প্রভুপাদ মানসী গঙ্গার তীরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া স্থানীয় ব্রজবাসিগণকে ব্রজলীলার বিভিন্ন স্থানের

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্থানীয় একজন ব্রজবাসীকে লইয়া পরাসৌলি ও সৈঠগ্রাম দর্শনার্থ গমন করিলেন।

গোবর্দ্ধন গিরিরাজের উপর দে স্থানী রাজের একটি পুরাতন মন্দির দেখা যায়, পাকা রাস্তা দিয়া সেই দিকে কিছু অগ্রসর হইলেই দক্ষিণদিগন্তিমুখে ভরতপুর যাইবার একটি কাঁচা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে যাইতে ন্যূনাধিক দুই মাইলের মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ ঘাটবাঁধান কুণ্ড এবং তাহারই বিপরীত দিকে পরাসৌলি গ্রামের বস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে চন্দ্রসরোবর ও পূর্ব্বদিকে পরাসৌলি গ্রাম অবস্থিত। চন্দ্রসরোবর হইতে পরাসৌলী গ্রাম ন্যূনাধিক এক ফার্লংএর মধ্যে হইবে। মুসলমান রাজত্বের সময় এই গ্রামের নাম 'মহম্মদপুর' হইয়াছিল।

চন্দ্রসরোবরের চারিদিকই বাঁধান রহিয়াছে। সরোবরের দক্ষিণে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, সরোবরের পূর্ব্ব দিকে দাউজীর মন্দির ও পশ্চিমে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত ভবন; এই ভবনের দ্বারদেশে এইরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীহরিচরণাশ্রম, স্থাপিত সন ১৩২৭ সালের ২২শে মাঘ"

এই আশ্রমে অশ্বিনী বাবু নামক একজন বাঙ্গালী বাস করেন, ইহা স্থানীয় দুইজন ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়া ভক্ত্যালোক প্রভু ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক *ইনিই সেবকাশ্রম কূপ-নির্ম্মাণকারী অশ্বিনী বাবু কিনা জানিবার জন্য দুইজন ব্রজবাসীর সহিত তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ব্রজবাসিদ্বয় ভক্ত্যালোক প্রভু ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে লইয়া দোতলার উপরে অশ্বিনী বাবুর কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ব্রজবাসিদ্বয় তাঁহাকে অশ্বিনী বাবু নামে অভিহিত করিলে তিনি জানাইলেন যে, বর্ত্তমানে তিনি আর সেরূপ কোন নামে পরিচিত নহেন, তাঁহার বর্ত্তমান নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস। তাঁহার গুরুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনাকে পরলোকগত হরিচরণ দাস বাবাজীর শিষ্য এবং শ্রীউদ্ধারণ দাস বাবাজীর গুরুভ্রাতা বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি গুরুর নামেই তাঁহার ভজন-ভবনের নামকরণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ বর্ষ ২য় সংখ্যায় সেবকাশ্রম প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গৌড়ীয়ের জনৈক পাঠক তৎপ্রবন্ধস্থ অশ্বিনী বাবুর পূর্ব্ব নাম আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি কলিকাতার টাপাতলার অধিল মিস্ত্রী লেনের শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার নন্দী। ইনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ নন্দী; ইনি অন্ধ। ইহার বিধবা স্ত্রীর অর্থের দ্বারাই অশ্বিনীবাবু ওখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসজী সেবকাশ্রমের কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসজীকে বলিলেন যে, পাণ্ডাগণ এই স্থানকে চন্দ্রাবলীর স্থান বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যেমন শ্রীরাধার নামানুসারে শ্রীরাধাকুণ্ড বা শ্রীরাধাসরসী হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীরাধার প্রতিযোগি-পক্ষীয় চন্দ্রাবলীর নাম হইতে এই কুণ্ডের নাম চন্দ্রসরোবর হইয়াছে। এই উক্তি কতটা সত্য?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস তদুত্তরে জানাইলেন যে, ইহা চন্দ্রাবলীর স্থান নহে, শ্রীরাধারাণীর স্থান। পাণ্ডাগণ রাধারাণীকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝাইয়া থাকেন।

এই স্থানের নাম চন্দ্রসরোবর হইবার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসজী বলিলেন যে, ভরতপুর-রাজবংশের কোন অধস্তনের নাম চন্দ্রশেখর * ছিল; তিনি এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই কুণ্ডের নাম চন্দ্রসরোবর হইয়াছে। ইহা 'চন্দ্রাসরোবর' নহে।

অশ্বিনীবাবু ভক্ত্যালোক প্রভু ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে জানাইলেন যে, তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইতেছে তাঁহারা বিশেষ শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাঁহাদের সহিত অন্য সময়ে আলাপ করিতে পারিলে সুখী হইবেন।

চন্দ্রসরোবরের তীরে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিখণ্ড রহিয়াছে। এই স্থানে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের পরিক্রমার সময় শিবির-

---

* গ্রাউস্ সাহেব তাঁহার সময়ে চন্দ্রসরোবরের নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনামতে চন্দ্রসরোবরের প্রস্তর-বাঁধান-ঘাট ভরতপুরের রাজা নবল সিংহের কীর্ত্তি।

CHANDRA-SAROVAR :—'The moon lake;' where Brahma, joining with the Gopis in the mystic dance, was so enraptured with delight that, all unconscious of the fleeting hours, he allowed the single night to extend over a period of six months. This is at a village called Parsoli by the people, but which appears from the maps and in the revenue-roll only as Muhammadpur. The tank is a fine octagonal basin with stone ghats, the work of Raja Nahar Singh of Bharatpur.

(Grouse's Mathura p 63)

শ্রেণী সংস্থাপিত হয়। সরোবরের তীরে একটি বনকুল ভগ্নাবস্থায় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতেছে, দুঃখ হইল। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের দ্বারা ঐ বনকুলটি তথায় কিছুদিন পূর্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল, শুনা গেল। চন্দ্রসরোবরের জল শৈবালপূর্ণ, ইহা স্নানের যোগ্য নহে।

বল্লভাচার্য্যের বৈঠকের সংলগ্নেই একটি ধর্ম্মশালা আছে। উহা উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা সরোবরের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। "শেঠজী খেমজী দুধারওয়ালা ধর্ম্মশালা" বলিয়া এক সাইনবোর্ড ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে ঝুলান রহিয়াছে।

দাউজীর মন্দিরে দাউজী বা বলদেব মূর্ত্তি এবং চন্দ্রা-বিহারীর মূর্ত্তি আছে। এই চন্দ্রাবিহারীর নাম হইতে এই স্থান চন্দ্রাবলীর স্থান, সাধারণের এইরূপ সিদ্ধান্ত কথা অসম্ভব নহে অথবা এই চন্দ্রাবিহারী পরবর্ত্তিকালে শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই কে বলিতে পারে? তবে ঐ শ্রীবিগ্রহের বর্ত্তমান পূজারী মুরলীধরের আপনাকে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেন। মুরলীধরের গুরুপাট কামারনে।

"চন্দ্রসরোবর"এর নাম ভক্তিরত্নাকরের এক স্থলে দৃষ্ট হয়। এই চন্দ্রসরোবরের পূর্ব্বদিকে যে পরাসৌলি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কথা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর স্তবাবলীর গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকে ও ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়। 'পরা' ও 'রাসস্থলী'-শব্দদ্বয়ের অপভ্রংশ হইতে 'পরাসৌলি' শব্দটি প্রচলিত হইয়াছে, যথা,—

"রাসে শ্রীনন্দবন্দ্য সুন্দরসখীভুজাকিপ্তা গৌরত্বদ্যুতে-
কৃষ্ণবাহুবিলগৎকণ্ঠী মধ্যে মাধবী। রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুদ্রুতময়ে গোবর্দ্ধনে নাশ্রয়েৎ॥"

এই পরাসৌলি বা পরা-রাসস্থলীতে মহারাস হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে—

"এই পরাসৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
বর্ষীয় সময়ে যথা করিলেন রাস॥
এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনুপম।
এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম॥"

ভক্তিরত্নাকরের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই স্থানে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ রাস করিয়াছিলেন এবং চন্দ্র-সরোবরের তটে কৃষ্ণচন্দ্র রাসশ্রমের আবেশে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই রাসে শ্রীরাধা ও তদনুগত সখীবৃন্দ যোগদান করেন। এই রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনেরই কোন গুহামধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে পান। কৃষ্ণ তখন একান্তে একমাত্র শ্রীরাধাকে পাইবার জন্য ঐ গুহার মধ্যে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিয়া 'ইনি আমাদের কৃষ্ণ নহেন, ইনি ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্ নারায়ণ'—এই বিচার করিয়া দূর হইতে নমস্কারপূর্ব্বক বিদায় হইলেন; কিন্তু যখন শ্রীরাধারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁহার চতুর্ভুজত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমার নিকট হরির ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-চেষ্টা পরাভূত হইল। তখন তিনি মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীন মদনরূপে নিজ-স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু উজ্জ্বলনীলমণিতে আলোচনা করিয়াছেন।—

"বৃন্দাচতুর্ভুজত্বং কাপি মর্য্যাদা ধর্ম্মরূপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না বিলুপ্তং ক্রিয়তে হরিঃ॥
রাধায়ত্তবিধৌ নিগূঢ় বনতা যুগ্রে মুগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টঃ গোপয়িতুং সমুদ্যতবিধা যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুম্।
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি নায়িকাপ্রকরণ ৫ম-৬ষ্ঠ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণ যে গুহায় লুক্কায়িত হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধার দর্শনে যেস্থানে তাঁহার চতুর্ভুজের মধ্যে দুইটি ভুজ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বিলুপ্তে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থান 'সৈঠ' গ্রাম বলিয়া পরিচিত। এই সৈঠ গ্রামের বর্ণন ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ দুই স্থলে।

"দেখ সৈঠ নামে গ্রাম অতি সুশোভিত।
সৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥
রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে॥

চতুর্ভুজ বৈলা রূপ সাক্ষাৎ হইল।
তাই দেখে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল॥"

* * *

"দেহে পৈঠে দ্বিভুজ এ কৌতুক ব্যাপার।
এই হেতু পৈঠ নাম লোকেতে প্রচার॥"

দেহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ পৈঠে অর্থাৎ প্রবেশ করে, এই অর্থ হইতে গ্রামের নাম 'পৈঠ' হইয়াছে।

পরাসৌলি বা চন্দ্রসরোবর হইতে ভরতপুরের সেই কাঁচা রাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে ন্যূনাধিক তিন মাইল অগ্রসর হইয়া সামান্য একটু পশ্চিমদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পৈঠগ্রামাভিমুখে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা গিয়াছে। সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পৈঠ গ্রামের বস্তি পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই একটি দীর্ঘিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা 'নারায়ণ-সরঃ' বা 'নারায়ণ-সরোবর' নামে খ্যাত।

প্রাউস্ সাহেব তাঁহার 'মথুরা' পুস্তকে পৈঠ গ্রাম সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

At Paith the original temple of Chatur-bhuj is said to have been destroyed by Aurangzeb. His successor, which also is now in ruins, was probably built on the old foundations, as it comprised a nave. Choir and sacrarium, each of the two latter cells being surmounted by a sikhara. It thus bore a general resemblance to the temples of Akbar's a reign at Brinda-ban. The nave is unroofed, and both the towers partly demolished; what remains perfect is only a brick and quite plain and unornamented. It stands on the Kadam-Khandi (107 bighas), which spreads over the low ground at the foot of the Village Khera: its deepest hollows forming the Narayan Sarovor, which is only a succession of ponds with here and there a flight of masonry steps. A cave is shown. Which is believed to reach the whole way to Gobardhon, and to be the one that people of Braj went into (Paitha) to save themselves from the wrath of Indra. On the road to Gobardhon near Parsoli is the Mohabon, and in it a Lingam called Mohesvar Mahadeva, that is said to be sunk an immense depth in the ground and will never allow itself to be covered over. Several attempts have been made to build a temple over it; but whenever a roof to be began put on, the walls were sure to fall in. This and several other of the sacred sites of the neighbourhood are marked by inscribed tablets set up last century by an officer under Sindhia. —(P 83)

প্রাউস্ সাহেবের বর্ণনানুসারে পৈঠ গ্রামের চতুর্ভুজ নারায়ণের আদি-মন্দির আওরঙ্গজেবের দ্বারা বিনষ্ট (?) হইয়াছিল। প্রাচীন ভিত্তির উপর পরে যে আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে।

প্রাউস্ সাহেবও গুহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় উহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল সর্পের ভয়ে উহা রুদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্দির ভগ্নাবশেষের আমরা একটি উচ্চস্থানের উপর আরোহণ করিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইলাম।

গোবর্দ্ধন হইতে পৈঠগ্রাম ন্যূনাধিক ৬ মাইল হইবে। পথে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌরীতীর্থ' নামক স্থানের অনুসন্ধান করেন। গৌরীতীর্থ বা গৌরীকুণ্ড এখন লুপ্ত।

ভরতপুরের কাঁচা রাস্তা হইতে পূর্ব্বদিকে একটি মাঠ অতিক্রম করিয়া শিলু ও কেরিল বনের মধ্য দিয়া একটি পাদচণ্ডী অর্থাৎ পদব্রজের পথ অনুসরণ করিলে লুপ্ত গৌরীতীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই স্থান সম্পূর্ণ শুষ্ক। তবে পূর্ব্বে যে এখানে কূপ ছিল, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই তীর্থের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি কেলিকদম্ব ও তমালবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন।

এই গৌরী তীর্থের কথা গোবিন্দলীলামৃতের বিভিন্ন-স্থানে চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাতায়াতশ্চকুনা শঙ্কিতালৌ
শৈব্যা যাত্রা সানিসার্দ্ধং ত্বয়ধ্যা।
গৌরী-সঙ্কেতেন তেন ত্বয়ত্বা-
দ্গৌরীতীর্থং তৎ সখীভাঞ্ছলোক্যা॥"

(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গঃ ১১)

যাতায়াতাহ্নঙ্ঘনুহুঃস্মধিয়ং তদাঙ্ক
না শাঙ্কিতে সুচকুরা কবিশৎ প্রযুক্তৈঃ।

তত্রধামলিমন্থমাত্ত-
স্তাবং গিরিজালয়ায়॥
(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গ: ৯৯)

বৃন্দা করিলেন, হে বৎসে! তৃণাবর্ত্ত-বিনাশনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গের জন্য উৎসুক হইয়া, তুমি যে গৌরী, সেই গৌরী-পূজার ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চন্দ্রাবলীর সহিত শৈবালকে গৌরী তীর্থে পাঠাইয়াছেন।

অনন্তর সখীগণ তথায় উপস্থিত হইলে বৃন্দাদেবী সুখদা ও শুভদা নাম্নী দুইটি বেগবতী সারিকাকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রথমটিকে অন্তর্ধান-মাত্রা কটিলার প্রবৃত্তি জানিবার জন্য ব্রহ্মধামে এবং দ্বিতীয়টিকে চন্দ্রাবলীর প্রবৃত্তি জানিবার জন্য গৌরীতীর্থে যাইতে আদেশ করিলেন।

এই সকল কুঞ্জস্থলির দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ ভাবগম্ভীর-স্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো বভূবুঃ হ॥
দর্শনীয়-তিলকো বনমালা-
দিব্যগন্ধ-তুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘু গীতয়তীব-
মাদ্রিসান্ বহি সমিতবেণুঃ॥
সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃত-চেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩৫।৯-১১)

পরাসৌলি হইতে এই গৌরীতীর্থ ন্যূনাধিক দেড় মাইল হইবে।

গৌরীতীর্থের প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকরে দুই রূপ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু পৈঠগ্রাম পরিক্রমা করিয়া গৌরীতীর্থ হইয়া আনোয়ারা গ্রামের দিকে গিয়াছিলেন। যথা,—

"পৈঠ গ্রাম আদি রম্যস্থান দেখাইয়া।
গৌরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া।
পণ্ডিত উল্লাসে করে বেদ শ্রীনিবাস।
এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস।
গৌরীতীর্থে নীপ-বৃক্ষরাজ মনোহর।
নীপমূলে দেখ এই পরম সুন্দর।"
(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

গৌরীতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পৈঠগ্রামের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নারায়ণ-সরোবর শৈবালাবৃত হইয়া ঘন সবুজবর্ণ দীর্ঘিকারূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহাতে বহু হংস ক্রীড়া করিতেছিল। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কুণ্ডের নাম নারায়ণ-সরোবর হইয়াছে। নারায়ণ-সরোবরের পশ্চিমতটে কিঞ্চিৎ উত্তরপ্রদেশে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির। এই মন্দিরটি গুহার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। গর্ভমন্দির ও জগমোহন-মন্দির দুইটি পৃথক্ পৃথক্ চূড়াবিশিষ্ট। জগমোহনের মন্দিরটি অতীব জীর্ণ। গর্ভমন্দির গুহার উপরিভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্থানীয় ব্যক্তিগণ গুহাটিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা জানাইলেন যে, এই গুহা হইতে খুব বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের বিষাক্ত সাপ প্রায়ই নির্গত হইত। গুহার উপরে বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহের পীঠ ও আসনবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় পূজারী ঐ স্থানের উপর হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া ঐ স্থানটি যে অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁপা তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐস্থানে যে গুহা ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে প্রমাণাকার কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন অতীব সুন্দর। সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে পদ্ম, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে গদা ও বামদিকের নিম্ন হস্তে চক্র শোভিত রহিয়াছে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের মতে পদ্মশঙ্খগদাচক্রধর এই শ্রীমূর্ত্তি 'কেশব' নামে অভিহিত। গৌড়ীয়-পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আলালনাথের শ্রীবিগ্রহ সিদ্ধার্থ-সংহিতার মতানুসারে জনার্দ্দন অর্থাৎ পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধর শ্রীমূর্ত্তি। **পৈঠগ্রামের প্রকাশই আলালনাথ, যেমন দ্বারকার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র।** গোপী ব্রহ্মচারী নামক এক বৃদ্ধ স্থানীয় অধিবাসী এই শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল। বর্ত্তমানে

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী। দ্বারকাদাস নামক একজন যুবক পূজারী পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম পূর্ণ দত্ত। ইঁহার গুরুর নাম রামপ্রসাদজী। শ্রীবিগ্রহ পূর্ব্বাভিমুখী। পূজারী জানাইলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহের পূজা একরূপ বন্ধই ছিল। গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে কেহ কেহ অনিয়মিত-ভাবে সামান্য কিছু ভোগাদি দিয়া যাইতেন। দ্বারকাদাসের গুরু এই স্থান-দর্শনে আসিয়া পূজারহিত শ্রীবিগ্রহদর্শনে ব্যথিত হন এবং দ্বারকাদাসকে নিয়মিত পূজায় নিযুক্ত করেন। তিনিই দ্বারাই কোনওরূপে পূজা চলিয়া থাকে। মাত্র দুই বৎসর যাবৎ নিয়মিত পূজা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া দ্বারকাদাস জানাইলেন।

এখানকার কূপের জল পানোপযোগী নহে। তবে নিকটেই 'মিঠা' কূয়া আছে। কোন বাজার নাই, সামান্য কয়েকের গ্রাম্য দোকান আছে। এখান হইতে গোবর্দ্ধন ৩ চারি মাইল, আনোয়ার প্রায় দুই মাইল, পুছরী তিন মাইল। এই স্থান হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর বিরাজিত হরিদেবের শ্রীনাথজীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা পাণ্ডাশ্রেণীর নহেন। ইঁহারা গুর্জ্জরীয় ব্রজবাসী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিলেন। শুনা গেল, এখানে মাকি ভাল ঘি পাওয়া যায়, টাকায় আঠার ছটাক। এই স্থানের স্বভাব-শোভা অতীব রমণীয় ও ব্রজভাবের উদ্দীপক। মধুর নৃত্য করিতেছে, পাখী বিচরণ করিতেছে, স্থানে স্থানে ব্রজের নিজস্ব তরুলতা শোভা পাইতেছে। এই স্থান মাধুর্য্য-মর্য্যাদার স্থান। শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে রাধাদাস্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও রঘুনাথ শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ভজন-প্রণালী বর্ণনা করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন, দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রজের প্রতি কি আসক্তি। তিনি বলিয়াছেন, "আমি অন্য আচার্য্যের লোকের সহিত উচ্চবাচ্যের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে সরল গ্রাম্য কথাদিতে ব্যস্ত, আমি তাহাদেরই সঙ্গে আলাপ করিতে চাহি।" শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিতেন, আমি রাধার দাস ছাড়া কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চাহি না, কত বড় কথা!

এই স্থান দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুনরায় গোবর্দ্ধন হইয়া আমরা মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীশ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

ভুবনমঙ্গল আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকায় শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তির স্রোত পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও কৃপা-পূর্ব্বক ইংরাজী ১৮৮৮ সালে এই ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নর্ত্তকগণে ও তদানীন্তন ভক্তিরস রসিকগণের হরিসভায় কএকদিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সেই সময় শুদ্ধভক্তির যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় সেই বীজ বহু-বৎসর পরে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়াছে।

ঢাকায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার-প্রচারের একটা প্রাণহীন কঙ্কালের অস্তিত্ব লক্ষিত হইলেও প্রকৃত সত্যকথা ও শুদ্ধভক্তির অনুশীলন এতদিন ঢাকাই ছিল। বরং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নানাপ্রকার বিকৃতরূপ ও উহাকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখিয়া নামমাত্রে বৈষ্ণবপ্রধান ঢাকা নগরীতে নানাপ্রকার অবৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িকতাই বহুরূপিণী-রূপসী-মূর্ত্তিতে লোকের চিত্তবিত্ত হরণ করিতে-ছিল। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিতরিত চেতনময় শুদ্ধভক্তির বীজ ঐ সকল অসংখ্য মনোধর্ম্মের আবাহা-গুলিকে নিরস্ত করিয়া একান্ত অকৈতব শুদ্ধভক্তির পল্লবিত মহীরুহ প্রকাশের জন্য যে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিল, তাহাই পরমুঃখদুঃখী আচার্য্যবর্য্যের হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদৃষ্টি এই ঢাকা নগরীর প্রতি অক্ষুণ্ণ থাকায় ঢাকার নানা প্রকার বহির্মুখতার মধ্যেও তিনি স্বয়ং এইস্থানে কতকবারই সপার্ষদে পদার্পণ করিয়া

প্রবলভাবে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বন্দরের অব্যবহিত পরেই প্রত্যেকের অবতার পুরুষ শ্রীমদ্ভাচার্য্যের তত্ত্বতিথির আরাধনা-উপলক্ষে ইংরাজী ১৯১৯ সালের ২১শে অক্টোবর অর্থাৎ বাংলা ১৩২৬ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা নগরীতে প্রথম পদার্পণ করেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয়বার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ বার-লাইব্রেরীতে ও বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তৃতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিয়া ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাদিবস শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। এই সময়েই শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় ঊর্দ্ধস্রোতা, ত্রিদণ্ড ভিক্ষু শ্রীমদ্ভাগবতের "তদ্ধাস্যন্ত" শ্লোকের [illegible] প্রকার ব্যাখ্যা করেন। বলা বাহুল্য, ঢাকা নগরীর [illegible] উন্মোচন করিবার জন্যই স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ এখানে এইরূপ অনর্পিত-চরী কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ এখান হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শুদ্ধ ভক্তি-বিনোদবাণীর পরিব্রাজকবিগণি প্রচার-ব্রতে দীক্ষিত হন। এই সময়ে ভক্তিবিনোদ-বাণীর পরম অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টায় কএকজন সত্যানুসন্ধিৎসুও আত্মসমৃদ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণছায়ায় আগমনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, অকপট মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধানতম শাখা বিশ্ববিশ্রুত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আবির্ভাবের পরেই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের অভ্যুদয় হয়। অতএব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রথম প্রকাশ-বিগ্রহ মঠপ্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় চতুর্থবার পদার্পণ করেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে পঞ্চমবার শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকায় পদার্পণ হয়। চতুর্থবারে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চম বারে শ্রীমাধ্বদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের দিগ্বিজয়ী ঢাকায় আগমনাবসরে প্রতিবারই যে সভাগুলি প্রধান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয়-সাহিত্যের স্তম্ভে সংরক্ষিত হইয়াছে। তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকার প্রতি অহৈতুক করুণার বিরাম হয় নাই। ভুক্তি-মুক্তিবিমোহিত আবৃত জনসমাজকে শুদ্ধভক্তির অপ্রাকৃত বিচার সমূহ ধারণা করাইবার জন্য পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষ ঢাকানগরীতে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মোচনের জন্য ১৯৩২ সালের ২১শে ডিসেম্বর ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করেন এবং ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার পুরাণাপল্টনের মাঠে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাগবত-প্রদর্শনীর উন্মোচন করিয়া স্বয়ং অধিরাঢ় হরিকথা কীর্ত্তন ও নিজ অনুকম্পিত ভক্তগণের দ্বারা হরিকথা প্রচার করাইয়াছিলেন। ভাগবতী শিক্ষার ঐ দিগ্বিজয়ী বাণী এবারও ঢাকার আবৃতাবস্থাকে আলোড়িত করিয়াছিল। অভক্তিলাভী-কর্ম্মি-জ্ঞানী-ব্রতী-যোগী প্রভৃতি মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় একদিকে, অপরদিকে প্রাকৃত-সহজিয়া মিছাভক্ত—যাহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পরিষার বহির্ভাগে অবস্থিত, তাহারা শুদ্ধভক্তি-বাণীর করুণা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বৃথা চীৎকার করিলেও সত্যের ভদ্রা নিবৃত্ত হয় নাই, তাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আসন যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এজন্য এই বৎসর ঢাকা নগরীতে স্থায়িভাবে একটি স্থান সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা-বাহুল্য এই ঢাকা নগরীর চাবুনি খুলিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এই স্থান হইতে সর্ব্বপ্রথমেই "সাধনপথ"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভজনরহস্য, ব্রহ্মসংহিতা, মণিমঞ্জরী, হরি-ভক্তিকল্পলতিকা, প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪ খণ্ড, প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ভাষণভাস্কর, সরস্বতী-জয়শ্রী প্রভৃতি বহু শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধ গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। সরস্বতী-জয়শ্রী ও শ্রীচৈতন্যভাগবত এই দুইটি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ-স্বরূপ। শ্রীরূপের উপদেশামৃত ও স্বয়ংরূপের শ্রীশিক্ষাষ্টক-সম্বলিত সাধনপথে যে শুদ্ধভক্তিমঠের বিরজা-ব্রহ্মলোক-ভেদিনী গোলোক-স্পর্শিনী চূড়া-সমন্বিত মঠ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উক্ত বিগ্রহদ্বয় প্রকাশিত। শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার আবৃতাবস্থা উন্মোচনের জন্যই এখানে ঐরূপ বিগ্রহ-সমন্বিত মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস কাল নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসরের ন্যায় দামোদর-ব্রত শ্রীগুরুদেবের অনুগতো এবৎসরও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এবার মধুরায় শ্রীল প্রভুপাদ কার্ত্তিক-ব্রতের দীক্ষায় সৌভাগ্যবান্ জনগণকে দীক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই ঢাকা নগরীতে মঠস্থাপনের সঙ্গেই পূর্ব্বগুরু-গণের আবির্ভাব ও বিরহতিথি-উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব ও কার্ত্তিক-ব্রতানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

বাঙ্গালা ১৩২৮ সালে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-দিবসই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। সেই পুণ্যতিথি স্মরণ করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব একটি বিশেষ সেবানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এবৎসরের অন্নকূট মহোৎসবে পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা লোকসংখ্যা ও নৈবেদ্য-বৈচিত্র্যে অনেকগুণে অধিক হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ রাধা-বল্লভ ব্রজবাসী, মহোপদেশক শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রমুখ সেবকগণের গুরুসেবার ঐকান্তিকতা দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-তিথি

গত ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর বিরহতিথি-উৎসব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিশেষ-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-ব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসবের পরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা ও সাধারণ সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়া-ছেন, তেমনি ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাসকাল ঊর্জ্জ-ব্রত পালনের পর উত্থান একাদশী তিথিতে শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর বিরহ-তিথি-পূজা ও দ্বাদশীতে সাধারণ মহামহোৎসবও প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৬শে কার্ত্তিক শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতির মধ্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রথম বার্ষিক সাধারণ মহা-মহোৎসব বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত গৌরকিশোর-বিরহতিথিপূজা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এতদুপলক্ষে প্রতিবৎসরই অহোরাত্র হরিকথা কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন-উৎসব হইয়া থাকে। এবৎসর শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা ও শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর অতিমর্ত্ত্য চরিতামৃতকথা সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বিষয়বস্তুনিমন্ত্রিত একটি সুবৃহৎ সভায় বক্তৃতার অনুষ্ঠান হয়। মঠের কোন প্রকোষ্ঠেই সেদিন তিলধারণের স্থান ছিল না। এদিকে রাত্রীয় সাধারণ মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন-সম্ভার ও সেবকগণের কৃষ্ণ-কোলাহলে শ্রীমঠের পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতার অন্তে বারদীর প্রসিদ্ধ নাগ-বাবুদের জমিদারীবংশের অন্যতম প্রাচীন ও বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নাগ মহা[illegible] সভাস্থলে বর্ত্তমান হইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসা করেন। ইনি বলেন যে, "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রকাশ এই স্থানে বহুদিন যাবৎ হইলেও মঠের সাইন বোর্ডের সহিতই তাঁহার পরিচয় ছিল, কারণ তিনি নিজে নিজে মনে করিতেন এবং তাঁহার অন্যান্য বন্ধুবর্গ অজ্ঞতাক্রমে বোধ হয় এখনও মনে করিয়া থাকেন যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ একটি খোল ও কাঁধ-পিটা-সম্প্রদায় মাত্র। এখানে ঠাকুরের আরাত্রিক ও ভোগ হয় এবং কতকগুলি তিলক-ফোঁটাধারী ব্যক্তি বাস করেন মাত্র। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যে, বহু বহু আভিজাত্যসম্পন্ন ও উচ্চশিক্ষিত সুপণ্ডিত ব্যক্তির অবস্থিতি-সত্ত্বেও ইঁহারা জাগতিক ঐ সকল পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠার মূল্য অতীব ক্ষীণ জানিয়া ঐ সকল সম্পদকে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত ও সত্যের নির্ম্মলবাণী-প্রচারের জন্য অমানুষী চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কেবল মাত্র সাইন বোর্ডের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বা মঠের বাহ্য চৌহদ্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইঁহাদের সঙ্গ ও ইঁহাদের ভাগবতী বাণী শ্রবণ ও অনুশীলন করিলে বুঝা যায় যে, ইঁহারা জগতে যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা মনুষ্যজাতির কেন, সমগ্র প্রাণি-জগতের অধিকতর মঙ্গলের কার্য্য আর নাই।" প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার কেশ পলিত, আমি এতদিন জানিতাম, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ, গীতার তত্ত্ব অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বের

কথা আর কোথাও নাই, কিন্তু আমি শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নিকট কিছুদিন শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্রে যে সকল রত্নরাজি যা সত্তা নিহিত রহিয়াছে, তাহা আর কোথাও নাই। শ্রীমদ্ভাগবত এই-রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান বিগ্রহবতী গ্রন্থ, ইহা আমি কিছুই জানিতাম না। আর একটি কথা, এই বাজারে অনেক মূল্যবান্ জিনিষ থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে যথাযথভাবে পরিবেশন করাই নিপুণতা ও দক্ষতা। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ ভাগবতের সত্য প্রচারে শ্রীগুরু কৃপায় অসাধারণ শক্তি লাভ করিয়াছেন।"

প্রসঙ্গক্রমে নাগমহাশয় বলেন যে, "ভাষা জাতির দর্পণ-স্বরূপ। সভ্যতা ও ধর্ম্মের পরিচয়ও ভাষার মধ্যেই রূপ ধারণ করিয়া থাকে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের ভাষার বৈশিষ্ট্যে আমি স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছি।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী নিয়মসেবা-কালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা এবং দক্ষিণ বৈশন্তির কতিপয় সভ্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যে উক্ত পল্লীতে প্রথমে শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু বণিক ও তৎপরে শুক্ল শ্রীযুক্ত পুরীদাস চৌধুরীর প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই উভয় স্থানেই লোক-সংখ্যা এত অধিক হইত যে, স্থানাভাবে অনেককে রাজপথে বা অপর অট্টালিকার ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণে আগ্রহান্বিত দেখা যাইত। ১৩১৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ এই দক্ষিণ বৈশন্তিতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এবার শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। আদায় ও বন্দবিভাগের ফরেষ্ট অফিসার দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত মণিলাল চৌধুরী-প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ বৈশন্তিতে পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ মহামহোৎসব

একাদশীর শেষরাত্রি হইতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে সমুপস্থিত হন, মঠের সেবকবৃন্দ প্রত্যেককেই মহামহোৎসবে প্রসাদ সম্মানার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া যেন। বেলা ১১টা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোকের স্রোত ভগবৎপ্রসাদ সম্মানের জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সমুপস্থিত হন। আহূত, অনাহূত, স্বাহূত অসংখ্য ব্যক্তি, বহু আভিজাত্য সম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত, বিদ্বান, পুরুষ, মহিলা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সমুপস্থিত হইয়া সম্মানার্হের মহাপ্রসাদ অবিচারে সম্মান করিয়াছিলেন। হরিসংকীর্ত্তন-ধ্বনির সহিত নহবতের বাদ্য-ধ্বনি ও পাশ্চাত্য ঐকতান যন্ত্রের ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া সাধারণ ব্যক্তিগণের হৃদয়েও সেবার প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। প্রতিবৎসরের ন্যায় কাঙ্গাল-দীনদরিদ্রকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত হইয়া বিভিন্নভাবে সেবা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ বৈশন্তির শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক দক্ষিণবৈশন্তি হইতে অনেক স্বেচ্ছাসেবক প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষ সন্তোষজনক সেবা করিয়াছিলেন। কমলাপুর হইতে একদল স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া বিশেষ পরিশ্রম সহকারে মহোৎসবের সেবা করিয়াছিলেন। স্থানীয় কে, জি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া মঠকর্ত্তৃপক্ষগণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। উৎসবে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সুধেন্দু নাথ বসু এম-এ; অধ্যাপক সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত রেবতী রঞ্জন চক্রবর্ত্তী সেসন জজ; অধ্যাপক ভট্টর কে, সি বসু এম্-এস্ সি; ডাক্তার টি, পি, বসু বি-এস্ সি, এম্-বি; জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নাগ; মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ সাহা এম-এ, সি-এইচ্ ডি; শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল; ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাস; ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সুর বি, এ; পুলিস ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বড়াল এম-এ; মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মোক্তার; রেলওয়ে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত দক্ষিণা রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়; নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র

দাস ঘোষাল; শ্রীযুক্ত বসুধা রঞ্জন দাসগুপ্ত বি-এ; শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ডি, এস্ সি (লণ্ডন) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সম্মুখে হরিকথা কীর্ত্তন ও অভ্যর্থনার জন্য একটি অস্থায়ী মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ অরণ্যমহারাজ ও শ্রীমদ্ গিরিমহারাজ সমাগত ব্যক্তিগণকে সময় সময় হরিকথা-উপদেশে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপজী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের সহকারী সূত্রে পরিবেশনাদি কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী ভাণ্ডার-রক্ষাকার্য্যের সেবা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায়, সব-জজ শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস, শ্রীযুক্ত অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হরেরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কুমুদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী, ভক্ত শ্রীরামাচরণ দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীযুক্ত সুবীর বাবু প্রভৃতি বহু ভক্ত এই মহোৎসবের প্রাঙ্গণে সেবা করিয়াছেন। মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ ও ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সেবাও উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ইউনিভার্সিটীর ইঞ্জিনিয়ার ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ঢাকা-ডিভিসনের কমিশনার মিঃ নেলসন আই, সি, এস্, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ বি, সি, প্রেন্স আই, সি, এস; এডিসন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট মে, আর, ব্রেয়ার আই, সি, এস্; ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ মিঃ এ, এন্ সেন; সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, এন, ঘোষ; এক্সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার মিঃ হোয়াইট; ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ টি, কে, রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ও বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। ইহারা সকলেই স্বামীজীর প্রৌঢ়বাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নৈপুণ্য, বিচক্ষণতা, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষতা, সৌজন্য, অদ্ভুত বাগ্মিতা ও ব্যাখ্যাশক্তিতে ঢাকাবাসী সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ ও আদেশে ঢাকা-গৌড়ীয়মঠের একটি নিজস্বস্থান ও তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীবিনোদকান্তের একটি সুবৃহৎ ও সুন্দর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিকী চেষ্টা ফলযুক্তা হউক। এই পূর্ব্ববঙ্গ আমাদের পরমেষ্ট গুরু বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর ও আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আবির্ভাব-ভূমি। এই ঢাকা নগরী শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু ও প্রভু-পাদের পদাঙ্করঞ্জিত ও কীর্ত্তনমুখরিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বাণী-অনুকম্পিত প্রথম ত্রিদণ্ডিপাদগণও এই প্রদেশে প্রকটিত হইয়াছেন। আজ ভক্তিবিনোদ-বাণীর পতাকা লইয়া পাশ্চাত্যদেশে যে ছইজন ত্রিদণ্ডিপাদ বিজয় করিয়াছেন, তাঁহারাও এই প্রদেশেই আচার্য্য-বপোহভীষ্ট-সেবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিকতার সহিত পারমার্থিকতাকে একাকার করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ আহ্বান করা শুদ্ধভক্তির বিচার নহে, তথাপি যে স্থানে ভগবদ্বিগ্রহ আচার্য্য ও আচার্য্যানুগগণ বিজয় করেন বা আবির্ভূত হন, সেই স্থানের সমস্ত পারিপার্শ্বিক-তাই ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে বিজড়িত থাকে ও মহাতীর্থ-রূপে পরিণত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে ভক্তিবিনোদবাণী কর্ণে গ্রহণ করিয়া এইস্থান আবরণমুক্ত হউক ও আকরমঠরূপ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকের গোত্র বৃদ্ধি করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভগবদ্ভক্তির চতুর্থবার্ষিকী স্মৃতি-সভা

আগামী ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ (ইং ৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৪) বৃহস্পতিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-দ্বাতা বলাগড়ের বদান্যবর শ্রীযুত ভগবদ্ভক্তি ভক্তিরঞ্জন ব্রহ্মচারী মহোদয়ের মহাপ্রয়াণ-তিথি তদীয় গুণানুরাগিগণ-কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন-মুখে সম্পাদিত হইবেন। এতদুপলক্ষে আগামী ১৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে মাননীয় রাজা কুমার নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম-এল-সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সজ্জন-সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সাধুত্ব ও চরিত-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইবে। সজ্জন-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

পরমারাধ্যতম শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তদনুগ ভাগ্যবন্ত ভক্তবৃন্দকে "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন"—এই শ্রেষ্ঠভক্ত্যঙ্গপঞ্চক-যাজন-মুখে মাসাধিক কাল মথুরাবাসের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব

গত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ (ইং ১৭ নবেম্বর, ১৯৩৪) শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটতিথি-পূজা তদীয় কৃষ্ণ-মঙ্গল চরিতগাথা কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরদিবস ২রা অগ্রহায়ণ রবিবারেও পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে বিরহস্মৃতি-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে গুরুপরম্পরা ও পঞ্চতত্ত্বাদি কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিলিখিত "আমার প্রভুর কথা" প্রবন্ধ (সজ্জনতোষণী ১৩শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড হইতে) পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। "চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের [ফলশ্রুতি-স্বরূপ শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব।] কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জনের পাদপদ্ম-পরাগ-সম্ভাবে-জনিত বিরহস্ফূর্ত্তিই চাতুর্ম্মাস্য বিশেষতঃ ঊর্জ্জব্রত উদ্‌যাপনের ফল, গোদগতিকে নিয়ম রক্ষা করিয়া আবার চতুর্থ স্তিতরূপে বিষয়-গ্রহণ; এই ব্রতের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের নিত্যমঙ্গলের বিষয় উত্তমরূপে চিন্তার অবসর আজ; শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপাদপদ্মের অধিষ্ঠিতির প্রধান সহায়ক বলিয়া এই তিথির 'হরিবাসরতিথি' নামকরণ করিয়াছেন; জগতের সমস্তের বুদ্ধিমান যাঁহারা, তাঁহারাই কাতরচিত্তে-গুরু কীর্ত্তন-মুখে এই তিথির আরাধনা করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বিচার বরণ করেন।" ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুর্ব্বষ্টক, পরমগুর্ব্বষ্টক এবং অন্যান্য সময়োচিত পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ পুনরায় 'আমার প্রভুর কথা' প্রবন্ধ পাঠ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য হইতে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত "শ্রীগৌরকিশোরাষ্টক" শ্লোক-সপ্তক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা-বৈশিষ্ট্য, গোলোকবৈকুণ্ঠের বন্ধুর আমাদিগকে তাঁহাদের স্বস্বরূপ সম্প্রদানের জন্য কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চাবতরণ; আগন্তুক শোক-সভা ও অপ্রাকৃত বিরহসভার পার্থক্য; 'বিরহ' ও উৎসব'—দুইটি আপাতদর্শনে বিরুদ্ধ বাক্যের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়; মুক্ত ও বদ্ধবৈরাগ্যের পার্থক্য" প্রভৃতি বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক হরিদাস-নির্য্যাণোৎসবোদ্দেশে বিরহসভায় যে কোন প্রকারে সহানুভূতি প্রদর্শনকারিগণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ বনমালী দাশাধিকারী বি-এ মহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের রঙ্গমণ্ডল হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন পূর্ব্বক গৌরধামনিষ্ঠার অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন, শ্রীল প্রভুপাদের গৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা ও মঠাদি-স্থাপনের উদ্দেশ্য, ভোগধারণা হইতে উত্থিত বৈরাগ্যের বিচার ও শুদ্ধকৃষ্ণানুসন্ধানমূলক বৈরাগ্যবিচারে কি পার্থক্য, মঠাদি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া 'বিগ্রহ', সর্ব্বাত্মসমর্পণে এই বিগ্রহ-সেবা ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা-লাভ সুদূর পরাহত" প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া বাবাজী মহারাজের স্বীয় আদর্শ-দ্বারা লোকশিক্ষা, অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনপ্রভৃতি দৃঢ় সঙ্কল্পের আদর্শ প্রদর্শন, উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন, ধামবাসীর ঘরে ঘরে মাধুকরী, শ্রীধামের কুকুরটিকে —কর্ম্মঘটুকুকে পর্য্যন্ত চিন্ময় স্বরূপে বর্ণন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ 'যে আনিল প্রেমধন' এবং 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ দিব্যসূরি প্রভু (ভট্টাচার্য্য মহাশয়) 'বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর' গীতটি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয়দিবসও প্রাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা আলোচনা হয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ, তৎপরে শ্রীপাদ যশোদানন্দন তালবতভূষণ এবং পরিশেষে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় বক্তৃতা করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরিত-কথা-প্রসঙ্গে গৌর-নাম, গৌর-ধাম ও গৌর-কাম-সেবার কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ-

ধাম ও কৃষ্ণকাম-সেবা-লাভ, অপ্রাকৃত ধাম-বর্শন-বিষয়ে অক্ষজজ্ঞান-প্রসূত সর্ব্বৈব অভিজিৎকরত্ব প্রদর্শন-জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে ধামেশ্বর অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রাকট্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। অনন্তর সময়োপযোগী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর সভা-ভঙ্গ হয়।

নাট্যমন্দিরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা একটি সুসজ্জিত কাষ্ঠাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক সচন্দন-গন্ধ-পুষ্প-মাল্যাদি-দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ঊর্জ্জব্রত-সমাপ্তি-মহোৎসব

গত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ শনিবার (ইং ১৭-১১-৩৪) ঊর্জ্জব্রতকারীদিগের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং মথুরাধামে উপস্থিত থাকিয়া কীর্ত্তন-মুখে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকটতিথিপূজা এবং তৎপরদিবস শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহস্মৃতি-মুখে ঊর্জ্জব্রত-সমাপ্তি-মহোৎসব সম্পন্ন করাইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মস্মৃতি-মুখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তদনুগত শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রমুখ যাবতীয় মঠে উক্ত আদর্শ সেবকগণের স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি অনুসৃত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র কার্ত্তিকমাস মথুরাধামে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা যে প্রকার ভক্তিবর্দ্ধক বৈরাগ্য-সহকারে তাঁহার অনুগত জনগণকে অষ্টকালীয় নিয়মসেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করাইয়াছেন, তদীয় অভিন্নবিগ্রহ মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ শ্রীযুক্তবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুও তাঁহার আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন-মুখে সেই প্রকার আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়া মঠাশ্রিত জনগণকে নিয়মসেবায় উৎসাহিত করিয়াছেন। আচার্য্যাত্মিক প্রভু স্বয়ং প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নামহট্ট-প্রবণ-সদনে উপস্থিত থাকিয়া মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে সেবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশামৃত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের হরিনাম-চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলময় উপদেশ কীর্ত্তন-দ্বারা 'কি করিয়া আমরা সকলেই নিষ্কপটে সোৎসাহে শুদ্ধভাবে ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারি,' তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত শুনাইতেছেন, প্রভুপাদ আমাদের জন্য যে প্রকার নিয়মসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কেবল এক কার্ত্তিক মাসের জন্য নহে, যাহাতে আমরা অতঃপরও নিরন্তর এই প্রকার সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে দিবা রাত্র যাপন করিয়া প্রভুপাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারি, তাহাই নিয়মসেবা-ব্রত-পালনের মুখ্য অভিপ্রায়। 'সেবা অমুক সময়ে করিতে হইবে, অমুক সময়ে করিতে হইবে না'—এরূপ বিচার কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের। শ্রীগুরুপাদাশ্রিত সেবকের সেবা সার্ব্বকালিক ব্যাপার, ইহাতে কালব্যবধান আনিয়া ঔদাসীন্য, আড্যা ও নিক্ষেপাত্মক প্রমাদ বা অনবধানতার আবাহন করিলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। আচার্য্যাত্মিক প্রভু এখনও প্রতিদিন নিয়মসেবা-কালের মত প্রাতে উপদেশামৃত ও হরিনাম-চিন্তামণি পাঠ করিতেছেন এবং অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গও পূর্ব্ববৎ যাজিত হইতেছে। বর্ত্তমানে কএকদিবস উপদেশামৃতের সপ্তমশ্লোক ব্যাখ্যামুখে হরিনামচিন্তামণি হইতে নামাপরাধ ব্যাখ্যা হইতেছে। অদ্য 'প্রমাদ' নামক নবমাপরাধ ব্যাখ্যা হইল। অতঃপর দশমাপরাধ ব্যাখ্যা হইবে। শ্রীমাধ্যাত্মিক প্রভুর পাঠের পর শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের এক অধ্যায় করিয়া কথাসার-সহিত পারায়ণ হয়। অদ্য চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এতদ্ব্যতীত অপরাহ্ণেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ব্যাখ্যাত হয়। বর্ত্তমানে 'বেণুগীত' ব্যাখ্যা হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মহানাট্যের একপার্শ্বে নিম্নলিখিত কএকটি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে :—

(১) শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, (২) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, (৩) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, (৪) শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধ-লীলা, (৫) মা যশোদার বিশ্বরূপদর্শন, (৬) শ্রীকৃষ্ণের ধনিষ্ঠাতণ্ডুলভক্ষণ লীলা, (৭) মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধনোদ্যোগ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন-স্বীকার, (৮) শ্রীকৃষ্ণের বকাসুরবধলীলা, (৯) শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরবধলীলা, (১০) শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমনলীলা, (১১) শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা, (১২) শ্রীকৃষ্ণের রাস-যাত্রা ও (১৩) শ্রীকৃষ্ণের গৌঢ়বিহার।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

গত ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার ঢাকা-সহরের অনতিদূরে কমলাপুর-শ্রীগোপালকিউমঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১৯ নভেম্বর সোমবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী দুইটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছেন। ঢাকা সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ ঢাকার কার্য্য সমাধা করিয়া গত ২০ নভেম্বর, ১৯৩৪ মঙ্গলবার ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ

গত ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ (ইং ১৭ নবেম্বর, ১৯৩৪)

উষাটৈকাদশী-দিবস শ্রীপাদ পণ্ডিত-পাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় শ্রীমধুরাধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে যথাশাস্ত্র যথারীতি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ। এই মহাত্মা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছিলেন। এবার কার্ত্তিকমাসে ঊর্জ্জব্রতকালে ইনি মথুরায় (ভ্যান্সিয়ার পার্কে 'গরুড়াসন' নামক স্থানে) শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিয়া কায় মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবায় আত্ম-নিয়োগের জন্য পরাত্মনিষ্ঠার চিহ্ন-স্বরূপ ত্রিদণ্ড-বেষ গ্রহণ করিয়া ঊর্জ্জব্রত উদ্‌যাপনের অনন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মসমর্পণই মথুরার ঊর্জ্জব্রত-পালনের সাক্ষাৎ ফল। ইনি অতঃপর দিল্লী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রচার-কার্য্য করিবেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের চট্টগ্রাম-সহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও ইয়োটিমুখে প্রচার-বার্ত্তা চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক "পাকচক্র" প্রায় তাঁহার প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়া 'পাকচক্র' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। আমরা 'পাকচক্রে' গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচারিত হইতে দেখিয়া সম্পাদকবর্গকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত ১৩ হইতে ১৭ নভেম্বর পর্য্যন্ত 'পাকচক্রে'র পাঁচটি সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তিসংখ্যায় ঐ সকল প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। শ্রীপাদ গিরি মহারাজও শ্রীপাদ নেবিমহারাজের সহিত যোগদান করিয়া-ছেন। চট্টগ্রাম গৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভুর মহাপুরুষের আবির্ভাব-স্থান। সেস্থানে আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান চট্টগ্রাম-বাসীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া বৃত হইলে আমরা পরমান্বিত হইব।

গড়জাতে—শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ বাদরায়ণ, পূর্ণানন্দ ও গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী প্রমুখ কএক মূর্ত্তি গড়জাতে অর্থাৎ উৎকলের স্বাধীন রাজন্যবর্গের ষ্টেটসমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণানন্দজীর নরসিংপুর ষ্টেট হইতে লিখিত গত ১৩-১১-৩৪ তারিখের পত্রে প্রকাশ, তাঁহারা প্রথমে তালচের রাজগড়ে যান, তথায় রাজা সাহেব তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন; সেখানে তিনটি বক্তৃতা ও রাজপ্রাসাদে একদিন ভাগবত পাঠ হয়। রাজা সাহেবের সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা প্রচারকগণকে তথা হইতে মোটরযোগে হিন্দোল ষ্টেটে পৌঁছাইয়া দেন। তথায় ষ্টেটে একটি বক্তৃতা হয়। রাজপ্রাসাদে গত ১০ নভেম্বর শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ এবং ১১ নভেম্বর শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা তিন দিনই শ্রবণ করিয়াছেন। রাজাসাহেব খুব মিষ্ট-স্বভাববিশিষ্ট এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তালচের ও হিন্দোল উভয় ষ্টেটেই প্রচারকগণ বিশেষ-ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহারা দুর্গম গিরি বনজঙ্গলসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে হস্তী ও মোটরযানবাহনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। হিন্দোলরাজ ১২ই নভেম্বর সোমবার ১ খানি মোটর ও দুইটি হস্তী দিয়া ১৮ মাইল ব্যাপী পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল পথ অতিক্রম করাইয়া প্রচারকগণকে নরসিংপুর ষ্টেটে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। প্রচারকগণ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় নির্ব্বিঘ্নে নরসিংপুর রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হন। রাজাসাহেব এই সময়ে পীড়িত থাকিলেও তিনি তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দের দ্বারা প্রচারকগণের বিশ্রামাদির সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করান। ১৩ই নভেম্বর রাজামাতা ও রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের ইচ্ছানুসারে রাজ-প্রাসাদের ভিতর একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৪ই নভেম্বর শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ 'মানবজীবনে হরি-ভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য' ও 'শ্রীচৈতন্যবাণীই চরম কল্যাণের উপায়', এই সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাধিককাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজা সাহেব বেশ ভক্তিমান্।

হাওড়ায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৮শে কার্ত্তিক ১৪ই নভেম্বর তারিখে হাওড়া জেলার অন্তর্গত খিলা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত ফুলেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের গৃহে, ১৪ই হইতে ১৭ই নভেম্বর তিনদিন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। [প্রচারের বিশেষবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।]

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২৩৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের পঞ্চদশ পঙ্‌ক্তিতে "বৈষ্ণ-সম্প্রদায়" স্থলে "বঙ্গ-সম্প্রদায়" হইবে। 'বঙ্গ' বলিতে অধীনস্থ বা শিষ্য-সম্প্রদায়। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক পাঠকালে উক্ত ভ্রম-সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১; ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৪ | ১৭শ সংখ্যা।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত পার্ষদ গোস্বামিগণের অন্যতম শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নাম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহে। যদিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাত্র একটিবার শ্রীলোকনাথ প্রভুর নামমাত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার নিষ্কিঞ্চনতা ও ভজন-প্রবীণতা প্রত্যেক গৌড়ীয়ের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। একান্ত বিরক্ত শ্রীলোকনাথ অভিনব বৈষ্ণবপ্রায়ঃ তাঁহার নিজচরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া যাইবেন। এজন্যই আমরা তাঁহার চরিত্র বা ভজন-চেষ্টার বিশেষ কোন পরিচয় শ্রীচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই না। পরবর্ত্তিকালের 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র-প্রসঙ্গে শ্রীল লোকনাথ প্রভুর নিষ্কিঞ্চন ও বিরক্ত চরিত্রের আদর্শ দেখিতে পাই। শ্রীল লোকনাথ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের আবাসস্থান যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে এবং তৎপুত্রে তাঁহা নাড়াজোল ছিল। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার একমাত্র অনুজ প্রসন্ন। শ্রীবৃন্দাদেবীর আজ্ঞায় লোকনাথ ব্রজ-মণ্ডলে বাস করিয়া একান্ত নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজনে রত থাকেন। তাঁহার প্রকটলীলার উপসংহারকালে তিনি ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের অন্যতম খদিরবনে বাস করিয়াই ভজন করিতেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া বৈষয়িকতাকে ও শিষ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। খেতুরির রাজকুমার, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিব্রতলীলা-মূর্ত্ত শ্রীল নরোত্তম লোকনাথ প্রভুর ব্রজবাসকালে তাঁহার বহু সেবা ও অকপটে প্রভুর গুরুসেবার সহায়তা করিয়া লোকনাথের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাই নরোত্তমের অনুপম একান্তিকতায় শ্রীলোকনাথ একমাত্র ঠাকুর মহাশয়কেই তাঁহার প্রথম ও শেষ

নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিংবদন্তী—শ্রীলোকনাথ প্রভু যখন খদির বনে বাস করিয়া ভজন করিতেন, তখন রাজকুমার নরোত্তম মহাপ্রভুর 'কাঁথা করঙ্গিয়া' কাঙ্গাল নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে প্রসাদাদিদানে নানা প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টান্বিত থাকিতেন। পাছে সেই আদর্শকে বিকৃত অনুকরণ করিয়া পরবর্ত্তিকালের অনর্থযুক্ত কনকপ্রতিষ্ঠাকামী বিষয়িসম্প্রদায় বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়া পড়েন ও একান্ত অকপট ভজনচেষ্টা পরিত্যাগ করেন, এইজন্য শ্রীল লোকনাথ প্রভু ঠাকুর মহাশয়কে খেতুরিতে গিয়া ভগবদ্দর্শন প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসাদাদিদানে বৈষ্ণবগণকে তুষ্ট ও নিজের ভগবদ্ ভজনের আদর্শ প্রকাশ করিতে বলেন।

ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুর আদেশে খেতুরিতে গমন করিয়া তথায় ব্রজ অবতরণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার খেতুরি-বাস নিত্যসিদ্ধদেহে অপ্রাকৃত মানস-ব্রজবাসেরই অনুরূপ আদর্শ। কালাকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক রাধা-গোবিন্দ-বিলসিত-তনু গৌরসুন্দরের সেবা-পরিত্যাগের আদর্শ যাহাতে লোকে অনুসরণ না করে, তজ্জন্যই তিনি অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন; বস্তুতঃ তিনি ভবকূপে পড়েন নাই, তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। হরি ভজন করিতে আসিয়া পিছাইয়া যাওয়া উচিত নহে, উত্তরোত্তর অগ্রসর হওয়াই উচিত, ইহাই তিনি বৈরাগ্যময় গীতিচ্ছন্দে জানাইয়াছিলেন।

"গোবিন্দ গোপীনাথ! কৃপা করি রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় তুলায় নানামতে॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে, পড়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি' এ জনারে কেশে ধরি'
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥"

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু খদির বনে ভজন করিতে করিতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই-স্থানে যুগলকুণ্ডের তীরে লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি বিরাজিত ছিল। ১৩৩৯ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচালনায় যে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সে সময়ও শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে আমরা সেই সমাধিস্থান দর্শন ও বন্দনাদি করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। গত ৯ই কার্ত্তিক (১৩৪১) একাদশীর উপবাসের দিন অর্থাৎ নিয়ম-সেবা আরম্ভ হইবার দিবস শ্রীল প্রভুপাদ সেবকগণ দর্শন করিয়া শ্রীল লোকনাথ প্রভুর সমাধি দর্শনার্থ গমন করেন। খদিরবনের পথ অতীব দুর্গম। তথায় মোটরাদি যান চলিবার ভাল রাস্তা নাই। কাশবনের মধ্য দিয়া পদব্রজে যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে। কোন প্রকারে গোশকট পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

নন্দগ্রাম হইতে খদিরবন চারি মাইল ও বর্ষাণ হইতে ছয় মাইল। কোশী হইতে নন্দগ্রাম পর্য্যন্ত যে নূতন 'বাধান' পীচের রাস্তা হইয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইয়া নন্দগ্রাম হইতে ধরলা বা খদিরবনের যে কাঁচা বনপথ পাওয়া যায়, তাহা মোটরযানে যাইবার পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। Irrigation Departmentএর তত্ত্বাবধায়ক কোন কোন উচ্চ কর্ম্মচারী সময় সময় মোটরযানাদি লইয়া এই স্থানের কোন কোন প্রদেশে গমনাগমন করেন বলিয়া সেই অবসর-মত লতাপাতার ঝোপগুলি কাটিয়া দেওয়া হয় এবং বনপথের অত্যন্ত বন্ধুরতাকে সাময়িকভাবে অপসারিত করা হয়, কিন্তু তাহা স্থায়িভাবে যাতায়াত চলিবার অনুকূল নহে। বিশেষতঃ বনপথের আরম্ভ কিছু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ব্রজবনরাজির নিবিড়তা ভ্রমণ-কারী মানবের চলাচলকেও রুদ্ধ করিয়া দেয়—যানাদির কথা আর কি? যাহা হউক নন্দগ্রাম হইতে এইরূপ বহু কণ্টকাকীর্ণ ও বনরাজিবহুল চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত খদির বনে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ লোকনাথ প্রভুর সমাধি-স্থানে উপস্থিত হইলেন। খদিরবনে যে যুগলকুণ্ড নামে একটি দীর্ঘিকা আছে, তাহারই একপার্শ্বে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত জরাজীর্ণ গৃহ। সেই গৃহের একদেশে শ্রীলোকনাথ প্রভুর সমাধি বিরাজিত

ছিল। কিন্তু এবৎসর যুগলকুণ্ড যেন সেই সমাধিকে নিজ-গর্ভে আকর্ষণ করিবার জন্য সেই জীর্ণ সমাধিটির উপরে স্থাপিত ইষ্টকবেষ্টনীটিকেও অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই স্থানের নবীন সেবাইত উক্ত সমাধিকে গৃহের অন্য প্রদেশে আনিয়া সংরক্ষণ করিতেছেন। এই বৃত্ত বর্ণনে শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। তিনি সেবপায়ীর সংস্কারের পূর্বেই অচিরে শ্রীলোকনাথ প্রভুর সমাধির স্থানের যথাযথ সংস্কার বিধানের অভিলাষ করিয়াছেন। সমাধি-স্থানের সংলগ্ন একটি গৃহে শ্রীগৌর-নিতাইচন্দ্র ও শ্রীরাধাবিনোদ যুগল-বিগ্রহ এবং শ্রীবাল-গোপাল ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। এই শ্রীবিগ্রহসমূহ পরবর্ত্তিকালের স্থাপিত বলিয়া মনে হইল। ইহা লোকনাথ প্রভুর প্রকাশিত বিগ্রহ নহে। কারণ নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী লোকনাথ কোন প্রকার অর্চ্চন প্রকাশ করেন নাই।

আমরা ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে যে সেবাইতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তাঁহার নাম ছিল নরোত্তম দাস। সম্প্রতি তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহারই শিষ্য কৃষ্ণদাস নামক একজন মণিপুরী ভেকধারী বাবাজি এখন এ স্থানের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীসমাধির সেবা পূজা করিতেছেন। ইনি খুব সরল প্রকৃতির ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল। শ্রীল প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও বন্দনাদি করিয়া সেবা-বিষয়ে তাঁহার দৈন্য ও দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। আমরা ইঁহার গুরুপরম্পরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাঁহার পরমগুরু প্রভৃতির বিষয় তিনি সঠিক বলিতে পারিলেন না। এখানে স্বল্পগুরুধারী বাউল জাতীয় বহু বাঙ্গালী ব্যক্তিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। যাহারা পরবর্ত্তিকালে ঠাকুর মহাশয়ের দোহাই দিয়া প্রেমতরী (?) বাউলধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে, হয়ত' তাহাদেরই মতানুসরণকারিগণের অন্যতম অভিমানে ঐ ব্যক্তি তথায় বাস করিয়া থাকিবেন। সেবায়েৎ কৃষ্ণদাস বলিলেন যে, সেবার জন্য আকাশবৃত্তি ও মাধুকরীই একমাত্র সম্বল। তিনি বস্তি হইতে প্রত্যহ আটা (চূর্ণ) ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পান, তাহাই ভোগে লাগান এবং সময় সময় কিছু বিক্রয় করিয়া তেলবাতির খরচ চালান। কোন জমিজমা বা কোনপ্রকার আয়ের বন্দোবস্ত নাই। অকৃত্রিম নিষ্কিঞ্চনবর লোকনাথ প্রভু কোন প্রকার লোকা-পেক্ষা না করিয়া একান্তমনে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই পরবর্ত্তী গৌড়ীয়গণও তাঁহার সমাধির সেবায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা গুরু-সেবক শিষ্যসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। যিনি যৈছপ্রযুক্ত নিষ্কিঞ্চনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সকিঞ্চন আমরা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া আমাদের গুরুদেবের সেবাতৎপর হইবার পরিবর্ত্তে আমরাও তাঁহার সেবায় উদাসীনতা প্রদর্শন করিব, এইরূপ বুদ্ধি হরিবিমুখতার অপরাধ যাজ্ঞ।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীলোকনাথ প্রভুর ভজনস্থানে আমা-দিগকে লোকনাথ প্রভুর নিষ্কিঞ্চনতা ও ঠাকুর মহাশয়ের আদর্শ ও সেবাসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দান করিলেন এবং যাহাতে অচিরেই এই সমাধিস্থানের সংস্কার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আচার্য্যোচিত প্রভুর সহিত পরামর্শ করিলেন।

ফিরিবার সময় আমরা ভাদোয়ালি গ্রামের মধ্য দিয়া 'ছাতা' গ্রামে আসিলাম। নন্দগ্রাম হইয়া খয়রা যাইবার যে বনপথ রহিয়াছে, ভাদোয়ালির পথ তদ্রূপ গহনবনাকীর্ণ না হইলেও পথ মোটরযান চলিবার অনুকূল নহে। তবে কোনরূপে ঐ যান চলিতে পারে। খয়রা বা খদিরবন হইতে ভাদোয়ালি গ্রামের মধ্য দিয়া ছাতা পাঁচ মাইল। ছাতা হইতে মথুরা ১৯ মাইল—পাকা ও সুন্দর রাস্তা। খয়রাগ্রাম 'ছাতা' ডাকঘর ও থানার অন্তর্গত। কোশী হইতে এইস্থান এগার মাইল।

শ্রীরাধাষ্টমী *

( )

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥"

— ভাঃ ১০।৩০।২৮

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে চলিয়া গেলে ব্রজগোপীগণ এই শ্লোক বলিয়াছিলেন,—"নিশ্চয়ই ইহার দ্বারা ভগবান্ হরি আরাধিত হইয়াছেন, যেহেতু গোবিন্দ আমাদের সকলকে ফেলিয়া একমাত্র ইঁহাকে নিভৃতপ্রদেশে লইয়া গেলেন।" 'রাধ্' ধাতুর অর্থ—সেবা বা তোষণ। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করিয়াছেন তিনি রাধা।

কেহ কুতর্ক উপস্থিত করিয়া বলিতে পারেন,—"ভাগবতের কোন স্থানে রাধ্ ধাতুর উল্লেখমাত্র পাওয়া গিয়াছে, অমনি উহা হইতে টানিয়া-টুনিয়া 'রাধা' শব্দ বাহির করিবার অভিসন্ধি সমর্থন-যোগ্য নহে।" ঐ শ্লোকের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ অনুধাবন করুন, আলোচনা করুন, দেখিবেন,—রাধার সমস্ত রূপ ও প্রসঙ্গ ইহাতে পাইতে পারিবেন। "যদ্বিনা সর্ব্বযোষিতাং" অর্থাৎ সকল ব্রজযোষিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই উক্তির দ্বারাও ভাগবতে যে গোপী-শিরোমণি রাধিকাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। 'রাধিকা'-শব্দের অর্থ পুরাণকারগণ কিরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ ভাবে জানাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণযাহাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে॥"

ভজনরহস্য যেখানে-সেখানে, হাটে-বাজারে খুলিয়া দেখান' ভজন-বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। যাহা ভজন-রহস্যের পরাকাষ্ঠা, সেই আশ্রয়বিগ্রহ রাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবত-রহস্যের সম্পুটে সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্থূলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জাগতিক সাধারণ ব্যক্তি দূরের কথা, যাঁহাদের চিত্ত ভগবানের ঐশ্বর্য্যরসে আবদ্ধ, তাঁহারাও পরম রস-চমৎকার মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাইবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নাই, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি এই যে দোষারোপ, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ইতিহাসও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে কোথায় ঐরূপ দোষারোপের মূল নিহিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রীরাধার নাম ও তাঁহার আনুগত্যময় ভজনরহস্য পরম গুহ্যতম বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভজনকথা নিজ অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের সহিতই আস্বাদন করিতেন—স্বীয় বক্ষ করিয়া স্বরূপ রামরায়ের সহিত শ্রীগোবিন্দ, কর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ-নাটক আলোচনা করিতেন। "আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা-তথা"—ইহাই ভজনবিজ্ঞগণের মূল মন্ত্র। এজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রাধার নাম লইবার অধিকার নাই। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির মুখে রাধার নাম শোভা পায় না। তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারী বা প্রাকৃত ও ভোগী সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীরাধার নাম বা ভজন-রহস্য যেখানে-সেখানে কীর্ত্তন বা আলোচনা করেন না বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ও সাধারণ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলেন যে, 'গৌড়ীয়মঠের লোকের মুখে রাধার নাম নাই, কেবল চৈতন্যের নাম!' কেহ কেহ এমনও বলেন যে, 'ইহারা রাধা মানেন না!' ভাগবতের প্রতি দোষারোপও কতকটা এই শ্রেণীর। বস্তুতঃ শ্রীরাধার সেবা-মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠার অনুশীলন করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ তথা শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা এতদূর অনর্থ-আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত যে, সেই সকল আবর্জ্জনা অপসারিত করিতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, আমাদিগের নিকট শ্রীরাধার ভজনরহস্য বলিবার মত খুব কমই অবসর পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বহু কথা, বহু অবতারতত্ত্বের আলোচনা ও শিক্ষা-প্রকাশের পর ১০ম স্কন্ধের গুহ্যতম পঞ্চাধ্যায়-সম্বলিত রাস-পঞ্চাধ্যায়ে রাধার ইঙ্গিত-মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের বহু উপদেশ শুনিবার পর—বিভিন্ন অবতারাবলীর শিক্ষার

* এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট পূর্ব্বপ্রকাশিত গৌড়ীয়ের অনুসংখ্যার দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধি শুদ্ধ হইবার পর শ্রীরাধার নাম ও ভজনের ইঙ্গিত প্রবণের অধিকার লাভ হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের যে যে ভাগে ভজনের উচ্চতম রহস্য আলোচনা করিয়াছেন, সে-সকল স্থান সাধারণকে দর্শন করিতেও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন, 'যদি গুহ্যতম ভজনকথা সাধারণের নিকট প্রকাশ নহে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রাধার নাম প্রকাশ করিতেই বিরত হইবেন, তবে অন্যান্য পুরাণে বা গীত-গোবিন্দে, কর্ণামৃতে, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধার নামের এত ছড়াছড়ি কেন?' এখানে এই সকল যুক্তিবাদীকে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যে-সকল পুরাণে এইরূপ ভজনের রহস্য নিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেখানেও গ্রন্থ-কর্ত্তৃগণ Confidential অর্থাৎ পরম গোপনীয় বলিয়া জানাইয়া গিয়াছেন। এমন কি, কোন কোন স্থানে যাহাতে সকলে ঐ গ্রন্থ পাঠ বা করেন ও সেখানে-সেখানে প্রকাশ না করেন, তজ্জন্য শপথ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দ, কর্ণামৃতের গীতি, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী ভজনবিজ্ঞ রসিকগণের জন্যই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাজনগণের সেই আদেশ, উপদেশ ও শপথ অমান্য করিয়া যখন ইহা সাধারণ ভাষা, নাটক বা গীতির ন্যায় বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের উপভোগ্য করিয়া তুলা হইল, যখন ভক্তের কর্ণে অমৃতবর্ষণকারী কাব্যকে বহির্ম্মুখ মানবের কর্ণ বা ইন্দ্রিয়রঞ্জন করিবার চেষ্টা হইল, তখনই সেই অপরাধে একদিকে যেমন জগতে পাপ ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইল, অপরদিকে তেমনি ভজনরাজ্য হইতে পতিত হইয়া জীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িল। এই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দ্বারা চাইকালুর যে কাব্য বাঙ্গালা দেশে বিকৃতরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই রাজা রামমোহন রায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু এবং তদনুগত সাহিত্যিক ও সামাজিকগণ নানাপ্রকার সমালোচনা করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, তাঁহাদের আপত্তিক প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপত্তি রাধাভজন বা রাধা-ভজনের কোন কথাই বুঝিতে পারে নাই।

শ্রীরাধার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের দিক্ হইতে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। তাঁহারা বলেন,—"শ্রীরাধা যদি সুপ্রাচীন উপাস্যতত্ত্বই হইবেন, তবে বিষ্ণুমূর্ত্তি বা বিষ্ণুমূর্ত্তিসমূহের যেরূপ প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন কি, মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কারের সঙ্গে যে-সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, শ্রীরাধা-সম্বন্ধে সেরূপ প্রাচীন নিদর্শন নাই কেন? বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশে বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্ত্তি প্রকাশিত থাকিলেও শ্রীরাধার মূর্ত্তির তত প্রচলন নাই কেন?" একটুকু সুবিচারের সহিত অনুধাবন করিলেই প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দ্বারা উত্থাপিত এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পৃথিবীর সকল স্থান এখন পর্য্যন্ত নিঃশেষিতরূপে কেহ খনন করেন নাই। মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতার এরূপ সুদীর্ঘ পরমায়ুও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগোচর ছিল। শ্রীরাধার নিদর্শনও সেইরূপ আচ্ছাদিত রহিয়াছে কি না, পৃথিবীর সমস্ত স্থান নিঃশেষিতরূপে খনন করিয়া না দেখিলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের যুক্তি কিরূপে বিপক্ষীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন চিরদিনই বিরলচর ভজনবিজ্ঞগণেরই আলোচ্য বিষয়। পূজা বা অর্চ্চন বিষ্ণু-তত্ত্বের সম্বন্ধেই প্রচারিত; তাই লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মীসহ বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রচারের ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চন ততটা প্রকাশিত হয় নাই। 'অর্চ্চন' বা 'পূজা'-শব্দ ঐশ্বর্য্যরসের উপাস্য-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। শ্রীরাধাগোবিন্দে 'ভজন'-শব্দই প্রযোজ্য। কাজেই আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চামূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিবার আশা করিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ পরম গুহ্যতম শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার অধিকারী জগতে এত দুর্লভ—কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে লোকে এরূপ অসম্ভব যে, আমরা রাধার উপাসনার নিদর্শন যেখানে-সেখানে পাইতে পারি না। শ্রীরাধার উপাসনা—ভজনের পরাকাষ্ঠা জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের জগতে আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই তিনি পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধার সেবাময়ী চেষ্টাকে জগতে পুনঃ প্রকাশিত করিলেন,—

প্রেম্নো মাধুর্য্যসীমা ভবতি পরমতঃ কস্য নায়ং মহিমঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।

কো বা জানাতি রাধাঃ পরমরহস্যচমৎকারমাধুর্য্য-সীমা-মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সমমাবিশ্চকার॥

মাদ্ধিপাত্যে যে-সকল আচার্য্য বা মহাজন প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক ঐশ্বর্য্য-বিচারকেই অবলম্বন করিয়া অনর্থযুক্ত সাধারণ মানবের জন্য বিষ্ণুপাসনা প্রচার করিয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, শেষশায়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তির সেবা-প্রচারই সাধারণ জীবের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু আত্মার সেবা-ধর্ম্মের পূর্ণাতীত অবস্থায় চেতনের পূর্ণতম প্রকাশে যে পরম গুহ্য রহস্যের কথা আছে, তাহা একমাত্র স্বয়ংরূপ বস্তু না হইলে অপরে ধারণ করিতে পারেন না। আবার স্বয়ংরূপ বস্তুও যখন মূল আশ্রয়ের ভাব-কান্তি বিভাবিত হইয়া অবতীর্ণ হন, তখনই নির্গুণ আত্মা সেবার পূর্ণাতীত বিলাসের কথা জানিতে পারেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেই শ্রীরাধাভজন জগতে বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রাধাভজনের কথা শ্রুতি ও ভাগবত-পঞ্চরাত্রে গুহ্যতম সম্পুটে আবদ্ধ ছিল, অথবা কোন বিশেষ বিশেষ ভজনবিজ্ঞ মহাজনের হৃদয়ে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারে নিহিত ছিল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে সুপ্রাচীন মহাজনগণের ঐ সকল উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে রাধার নাম ও প্রসঙ্গ অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল সুপ্রাচীন পদ দেখিয়া মনে হয়, শ্রীরাধার কথা অর্ব্বাচীন ত' নহেই, প্রাচীন হইতেও সুপ্রাচীন—সনাতন। কিন্তু তাহা একমাত্র অপ্রাকৃত রসিক মহাভাগবতাশয়-স্থিত শ্রৌতপরম্পরারই নিবদ্ধ ছিল। 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথাতথা'—এই উক্তির বিচারবশে সুপ্রাচীন আচার্য্যগণ নিখিল শ্রুতি-স্মৃতির আরাধ্য ও প্রতিপাদ্য গুহ্যতম শ্রীরাধাতত্ত্বকে শ্রৌত গুরু ও শিষ্য-পরম্পরার মধ্যেই সংরক্ষণ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণসন্দর্ভ', 'প্রীতিসন্দর্ভ' প্রভৃতি সন্দর্ভগ্রন্থে শ্রীল জীব-গোস্বামীপ্রভু শ্রুতি ও স্মৃতির অনেক বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীরাধামাধব-মাধুরীর গূঢ়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

গোপালচম্পূতে কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বৈধপরিণয়ের কথা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। রূপানুগ-বর শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর ঐরূপ বিচারের সার্থকতা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে অনেকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম—তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কোন কোন সহজিয়া রূপানুগপ্রেষ্ঠ শ্রীল জীব প্রভুকে শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত মনে করিবারও ধৃষ্টতা ও অপরাধ প্রদর্শন করিয়াছেন। গোপালচম্পূর বাক্যাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রত্যেক সুবুদ্ধি পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু সহজিয়া-সম্প্রদায় যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা রাধারাণীকে প্রাকৃত নায়িকা বিশেষ, প্রাকৃত পরপুরুষ অভিমন্যু প্রভৃতির অধিকৃত বস্তুবিশেষ মনে না করেন, সেই জন্যই রাধামাধবের বৈধ পরিণয়ও সম্ভব দেখাইয়াছেন। রাধা মাধবেরই নিজস্ব সম্পত্তি—অভি-মন্যুর নহে। পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। অভিমন্যু তাহার স্বরূপে পুরুষ নহে; কৃষ্ণের প্রতিকূলাচরণ করিয়া কৃষ্ণ-ভোগের মাধুর্য্য ও রসপুষ্টি-বিধানের জন্য অনিত্য ও সাময়িক পুরুষত্বরূপে প্রকাশিত। যাঁহারা মনে করেন, রাধা অভিমন্যুরই বৈধপত্নী, কৃষ্ণ অবৈধভাবে অভিমন্যুর সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই দুষ্ট বুদ্ধি-মোচনের জন্য শ্রীল জীবপ্রভু রাধামাধবের অপ্রাকৃত বৈধ ও অপ্রাকৃত অবৈধভাবে যুগপৎ সমন্বয়-সৌন্দর্য্য চিত্রণ-চমৎ-কারিতার কিরূপ পূর্ণতা সাধন করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া-ছেন। অপূর্ণতার রাজ্য এই জগতে অবৈধ ও বৈধভাবের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভব নহে; কিন্তু পূর্ণতম নিত্য অপ্রাকৃতধাম গোলোকে বৈধ ও অবৈধভাবের কিরূপ সুসমন্বয় হইতে পারে, তাহা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রাধামাধবের বৈধ পরিণয় প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমে, বয়নে, নয়নে, হৃদয়ে, সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বতোভাবে যিনি কৃষ্ণগত-প্রাণা, তাঁহাতে অবৈধভাবের সমাবেশ প্রাকৃত জের অবৈধ-ভাবের ন্যায় নহে। আবার তাঁহাতে বৈধভাবের বিচার কৃষ্ণের ইতিরভর্ণনের বা প্রীতির সঙ্কোচক কোন ব্যাপারও নহে। অবৈধভাবে যে প্রীতির ব্যাকুলতা, আর্ত্তি ও চরম অনুরাগ আছে এবং বৈধভাবে যে হেয়তা-রাহিত্য ও বিশ্বস্ততা আছে—এই উভয় ব্যাপারই যুগপৎ পূর্ণতমরূপে শ্রীরাধামাধবে সমন্বিত। তাই শ্রীরূপ-রঘুনাথ ও শ্রীজীবের অনুগত শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামিপ্রভু,—

" পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

ব্রজযুগলের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৭৭-৭৮)

—এই কথা বলিয়াও জানাইয়াছেন,—

"যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী" (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৮৪)

শ্রীরাধিকার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অরুন্ধতীরও যখন বাঞ্ছনীয়, তখন শ্রীরাধার পারকীয়ত্ব অপ্রাকৃত ও সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল। ইহা বেদোপনিষদ যুক্তির দিক্ হইতেও কতকটা অনুমেয়—যদিও শ্রীরাধার নির্ম্মলতম পারকীয়প্রেম জাগতিক ধারণায়, এমন কি বিধিমার্গের শুষ্কবিচারেও অতিক্রেয়।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অধোক্ষজ স্বয়ংরূপ, শ্রীরাধাও তেমনি অধোক্ষজা স্বয়ংরূপা। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্, শ্রীরাধা পূর্ণশক্তিমতী। শ্রীরাধা অপ্রাকৃত পূর্ণচন্দ্রকৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী। দুই বস্তু অভিন্ন অর্থাৎ একস্বরূপ হইয়াও লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে প্রকাশিত।

"মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৭-৯৮)

এই শ্রীরাধামাধবই আবার গৌরলীলায় একবপু হইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের অঙ্গ ও কৃষ্ণের অন্তর রাধার অঙ্গ ও রাধার অন্তরের দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছে। জয়দেব এই রাধামাধবমিলিততনুর জয়গানই তাঁহার গীতিকাব্যের মঙ্গলাচরণে গাহিয়াছেন।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥
(গীতগোবিন্দ ১ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেও জয়শ্রীরাধার জয়গান শিখিপিচ্ছমৌলি শ্যামসুন্দরের সহিত শ্রবণ করিতে পাই।

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বর-সুখং লভতে জয়শ্রীঃ ॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রথম শ্লোক)

এখানে জয়শ্রী শব্দে জয়াচালৌ শ্রিয়শ্চেতি যথাদক্ষী কৃষ্ণাবনেশ্বরী।

গীতগোবিন্দের 'তীকরয়ং' এবং কর্ণামৃতের 'লীলাস্বয়ম্বর-সুখং' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীরাধা ও গোবিন্দের পারকীয় রসমাধুর্য্যের ইঙ্গিত আছে। যাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ের কতিপয় অংশ অবলম্বনে জয়দেব 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' শ্লোক লিখিয়াছেন, তাঁহারা 'ভীরু, প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমম্, রহঃকেলয়ঃ' প্রভৃতি পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীরাধার পারকীয় বিচার-প্রসঙ্গ নাই ও ব্রহ্মকর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণের যথাশাস্ত্র বিবাহ সংঘটন করাইবার পরেই রাধা-কৃষ্ণের বিবাহলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাধিকা বয়সে কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড়। রাধিকা যখন যুবতী কৃষ্ণ তখন শিশু। কিন্তু গীতগোবিন্দ বা কর্ণামৃতের শ্রীরাধিকা সেরূপ নহেন। ভাগবতীয় 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহই পারকীয় মধুর-রসাশ্রিত কৃষ্ণমনী, কৃষ্ণরূপা, কৃষ্ণবিরহিণী, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধিকারূপে জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়রামানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীস্বরূপরূপ প্রভৃতি মহাজনগণের বাণী ও ভজনীয় তত্ত্বে প্রকাশিত। ভাগবতের গূঢ়তম গুহ্যেই এই প্রধানা কৃষ্ণরূপা গোপীর অবস্থান এবং বিল্বমঙ্গল জয়দেবাদির তথা পদাবলীর সুপ্রাচীন মহাজনগণের এবং পরিশেষে পরিস্ফুটভাবে স্বয়ং অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন রাধা-বিভাবিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেই গূঢ়তম ভাগবতীয় গুহ্য হইতে আবির্ভাব। বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত সকলশ্রেণীর গ্রাহকগণের নিকট প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মধুর-রসের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও গুহ্যতম রহস্য, তাঁহার কথা উক্ত হয় নাই। বিশেষতঃ শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু ভগবৎসেবা-বিরহানলে এতদূর তপ্ত ছিলেন যে, তিনি সেবাপরাকাষ্ঠার আদর্শ বিগ্রহস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার নাম মুখেও আনিতে পারিতেন না। গোপীগণের নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই তাঁহার বিরহসাগর এতদূর উদ্বেলিত হইত যে, 'কৃষ্ণরূপা'র

নাম উচ্চারণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। "অসিকেষু বসন্ত নিবেদনম্" জাতীয় শ্রীল সনাতন প্রভুর এইসকল কথা প্রাকৃত সাহিত্যিক ও অযৌক্তিক যুক্তিবাদিগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে পারে। কিন্তু কুযুক্তির পেষণে কখনই বাস্তবসত্য উপলব্ধির বিষয় নহে। এই জন্যই অরিষ্টাসুর বা Aristotlism অর্থাৎ যুক্তিবাদ বিনষ্ট হইবার পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল—প্রৌঢ়া গোপী মন্মথিকা এই অরিষ্টাসুর বা যুক্তিবাদ বিনাশের পুরস্কার-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপঢৌকনস্বরূপ রাধিকাসুন্দরীকে প্রদান করিয়াছিলেন।

'কৃষ্ণচরিত্রে' ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নির্ম্মিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতে এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণ-রূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। • • • • আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য এই চারিজন অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই চারিপ্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। • • • • • • যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাহারা তান্ত্রিকধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্ম্মে সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবন করিবার জন্য 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত'কার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সাংখ্যদিগের সেই মূল প্রকৃতি-স্বরূপিণী।"

বঙ্কিম বাবুর এই স্বকপোলকল্পিতা গবেষণা উপন্যাস ও নবন্যাসের ন্যায় কল্পনা-শক্তির প্রতিভা ও প্রখরতা প্রমাণ করিলেও শাস্ত্রের প্রমাণ ও মহাজনগণের বিচার উভয়েরই বহির্ভূত। প্রথমতঃ তিনি প্রাথমিক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই দুইপ্রকার যে কালগত শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। বৈষ্ণবধর্ম্ম এক শাশ্বত সনাতন, ইহা কি শ্রুতি, কি পুরাণ, কি স্মৃতি—সকলেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "বর্ণ্যন্ত সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতং" বাক্যের দ্বারা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম এক স্বয়ং ভগবানেরই প্রণীত, আমরা ইহা জানিতে পারি। সেই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যুগে যুগে স্বয়ং ভগবান্ বা তৎপ্রতিনিধিগণের দ্বারা প্রকাশের তারতম্য বিধান হইয়াছে; কিন্তু কোনও মানবের হস্তস্পর্শে বা কল্পনাবলে তাহা সৃষ্ট বা সংস্কৃত হয় নাই। যে ধর্ম্ম সৃষ্ট বা সংস্কৃত হয়, তাহার সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই।

বঙ্কিমবাবুর গবেষণা-মতে যে, ভাগবত ও তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থের বিষ্ণু-স্তোত্র ও কৃষ্ণ-স্তোত্রসমূহ অদ্বৈতবাদাত্মক, ইহা কোনও রূপেই প্রমাণিত হইতে পারে না। প্রথমতঃ আমরা **গর্ভস্তুতির** মধ্যেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ শুনিতে পাই,—

দেহভেদবিধাক বিষ্ণুরূপিণি-
স্বয়াস্তবাদবিতত্ত্বমূঢ়ধীঃ।
আরূঢ় কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষদস্মদঃ॥

কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে যে স্তব প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যেই কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের আদিম শ্লোক 'প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ' শব্দের দ্বারা অদ্বৈতবাদকে অতি প্রথমেই নিরাস করিয়াছেন, অতএব সেই ভাগবত কিরূপে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদাত্মক, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। আধুনিক এক শ্রেণীর লোক 'নিজের দাঁড়ে ছোলা' ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবতকে বিশু-অদ্বৈতপর ব্যাখ্যায় টানিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্-ভাগবতের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, উপপত্তি সমস্বয়ে উহা নিরাস করিয়াছে। যাঁহারা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সন্দর্ভ সমূহ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু দার্শনিকবাদের কথা আলোচনা করিতে গিয়া একটা অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মধ্বাচার্য্যকে "দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রচারক বলিয়াছেন"। বস্তুতঃ শ্রীমন্ মধ্ব শুদ্ধদ্বৈতবাদের প্রচারক, 'অদ্বৈত' শব্দের গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্তে নাই। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রচারক, বলিয়াই প্রচারিত।

তান্ত্রিক ধর্ম্ম বলিতে বঙ্কিম বাবু কোন্ তান্ত্রিকধর্ম্মকে

উদ্দেশ করিয়াছেন? বরদেবের পঞ্চ-মকারের তান্ত্রিক-ধর্ম কিম্বা শাক্তের মতবাদের ধনিষ্ঠরূপ তান্ত্রিক ধর্মের সহিত সনাতন বৈষ্ণবধর্মের কোন সম্বন্ধই নাই। ঐ তান্ত্রিক ধর্ম বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উদ্ভাবনী শক্তির পরিণতি। তবে সাত্বত-পঞ্চরাত্র—যাঁহার বক্তা স্বয়ং নারায়ণ, সেই সাত্বত-পঞ্চরাত্র বা তন্ত্র হইতে ভাগবত অভিন্ন। ভাগবতে পঞ্চরাত্রের বিচার দুই স্থল। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবত ও পঞ্চরাত্রকে অভিন্ন বলিয়াছেন।

নিরীশ্বর সাংখ্য মতবাদে যে প্রকৃতিকেই সর্বসৃষ্টিকারিণী বলা হইয়াছে, ভাগবত ও বৈষ্ণবধর্ম তাহাই নিরাস করিয়াছেন। যদি বঙ্কিমবাবুর বিচারমতে ভাগবতধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্ত পৃথক্ হয় বা পৃথক্ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ৫ম অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব নিরীশ্বর সাংখ্য-মতবাদ বা প্রকৃতির মূল কর্তৃত্বকে নিরাস করিয়াছেন।

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৯-৬১)

অতএব শ্রীচৈতন্যধর্মের সিদ্ধান্ত বা রাধাতত্ত্ব (নিরীশ্বর)-সাংখ্যবাদের প্রতিনিধি, ইহা কোনও রূপেই স্থাপিত হইতে পারে না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ভরতপুর রাজ্যে—গত ১৫শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু এবং ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ গত ১ই নবেম্বর মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া দ্বিপ্রহর-কালে ভরতপুরে উপস্থিত হন। ভরতপুর রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান (খাউজী) রাও শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিংজীর আগ্রহে প্রচারকবর্গ তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। খাউজী রঘুবীরজী গত ৩০ অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া মঠভবনে গমন করেন, বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিচার সম্বন্ধে তাঁহার কতকটি সংশয় নিরসনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রভুপাদের দর্শন না পাওয়ায় তিনি ১০টি প্রশ্ন লিখিয়া তাহার উত্তরপ্রার্থী হইয়া সমস্তাভাববশতঃ ভরতপুরে চলিয়া যান। প্রশ্ন কয়টির উত্তর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে পাইবারই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর উপরি-উক্ত প্রচারকগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। উত্তর-শ্রবণে রঘুবীর সিংজী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ইংরাজীতে এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু হিন্দীভাষায় শ্রীরঘুবীরজীর নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন। রঘুবীরজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার গৃহের সকলকেই সেই কথা শ্রবণের সুবিধা দেওয়ার জন্য গৃহমধ্যে হরিকীর্তনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রাঞ্জল হিন্দীভাষায় গৃহস্থের ধর্ম, দুষ্টসঙ্গ ও সাধুর অসাধুর তারতম্য এবং সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে হরিভজন-দ্বারা মনুষ্যজীবন কি প্রকারে সার্থক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু হিন্দীভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল কীর্তন করেন। খাউজী রঘুবীরসিংজী হরিকথা শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া যাহাতে শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

গত ১৩ই নবেম্বর শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ ও শ্রীযুক্ত ত্রিলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম মহোদয়দ্বয় পূর্বোক্ত প্রচারকগণের দর্শনলাভার্থ ভরতপুরে গমন করেন। ঐ দিবসই রাত্রে শ্রীপাদ যাচক মহারাজ আচনেড়ায় গমন করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীসেবাকোবিদ ও ভক্ত্যাশ্রম মহোদয়দ্বয়-সহ মথুরায় মঠভবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

আচনেড়ায়—শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দসহ অপরাহ্নে ভরতপুর হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৭টায় আচনেড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। আচনেড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ রেহন, স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ শ্রীপাদ যাচক মহারাজ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গলদেশ পুষ্প-মালো বিভূষিত করেন। শ্রীযুত রেহন মহাশয় স্বামীজীকে সাদরে নিজভবনে লইয়া যান এবং তথায় অবস্থানের সুব্যবস্থা করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সহরের বহু ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শনার্থ উক্তগৃহে সমবেত হন। প্রচারকগণ কিছুক্ষণ সংকীর্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ রাত্রি ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'মনুষ্যজীবনের কর্তব্য' সম্বন্ধে

হিন্দীভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তজ্জন্য উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ অতীব প্রীত হন।

আচরেড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রার্থনায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ গত ১৪ই নবেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময় উক্ত স্কুলে চাত্রজীবনের কর্ত্তব্য ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় ২ ঘণ্টা কাল একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহা হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দেন। উপস্থিত শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ তথা অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রামে—'পাঞ্চজন্য' ২৯ কার্ত্তিক, ১৪ নবেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৩'টরস চট্টগ্রাম-টাউনহলে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজের 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' ও ১৭ নবেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় 'ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্য' বিষয়ক বক্তৃতার বার্ত্তা বিজ্ঞাপন-দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে এবং 'চট্টগ্রামে প্রচার' শীর্ষক একটি সংবাদে স্বামীজীর আলেখ্য-সহ তাঁহার গত ১৩ নবেম্বর কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন মহাশয়ের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ' ঔষধালয়ে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ-মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, ১৪ই নবেম্বর যাত্রামোহন সেন হলে 'সনাতন ধর্ম্ম' এবং ১৫ই নবেম্বর 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'পাশ্চাত্যজগতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী' শীর্ষক প্রায় অর্দ্ধস্তম্ভব্যাপী একটি প্রবন্ধে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দের য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন মনীষিগণের নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণীপ্রচারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীও প্রকাশিত হইয়াছে।

'পাঞ্চজন্য' ১৯ নবেম্বর, শুক্রবার সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চাতুর্ম্মাস্যকালের আলোকচিত্র-সহ 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক অচৈতন্যবিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঞ্চজন্য-নাদ' শীর্ষক একটি অতিসুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পৃথিবীর সমস্ত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের প্রাণনয়ী চেষ্টা, প্রচারের উদ্দেশ্য, প্রচার্য্যবিষয় ও তাহার বৈশিষ্ট্য, শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহকসূত্রে ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, উৎকল, আসামী ভাষায় ছয়খানি পারমার্থিক সাময়িক পত্র-প্রচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

'পাঞ্চজন্য' ১৭ নবেম্বর শনিবার সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র-সহ 'যাত্রামোহন সেন হলে ধর্ম্ম-সভা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের বক্তৃতা' শীর্ষক নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

"জগন্মঙ্গলকর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি-গৌরব ভক্তিসৌরভের ভক্তিপাত্রী, শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রমুখ ভক্তগণ চট্টগ্রামের নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ১৪ই নবেম্বর বুধবার দিবস হইতে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের উদ্যোগে চট্টগ্রাম যাত্রামোহন সেন হলে (টাউনহলে) পারমার্থিক আলোচনার জন্য একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইতেছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় উক্ত সভার প্রথম অধিবেশন হয়। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার শৈলেন্দ্র ভূষণ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস মহোদয়ের সমর্থনে চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত করুণাময় গাঙ্গুলীর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত করুণাময় বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধু উদ্দেশ্যের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়া স্বামীজী মহোদয় এবং মঠসেবক-গণের প্রতি সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর স্বামীজী মহোদয় 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে তারক-ব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তনের পর সেদিনের মত সভাভঙ্গ হয়। তৎপর দিবস ১৫ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস মহোদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত জমিদার মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বি, এ বি, এল মহাশয় এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বামীজীমহোদয়ের পূর্ব্বদিনের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজের অনুবর্ত্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠসেবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী মহাশয় বিভিন্ন শাস্ত্রের বিচার-তর্জ্জন-দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই স্বামীজী মহাশয়কে কিছুদিন এতদঞ্চলে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করায় স্বামীজী মহোদয় স্বীকৃত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তনের পর সেদিনের মত সভাভঙ্গ হয়। (স্বামীজী মহাশয়ের প্রচার-পত্রী আমরা ক্রমশঃ পত্রিকায় প্রকাশিত করিব।)"

উক্ত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মহিমচন্দ্র দাস, নীরোদলাল দত্ত, নলিনীকান্ত দাস, অ'ঘোরচরণ দাস, সতীশচন্দ্র নাগ প্রমুখ সজ্জনগণের স্বাক্ষরিত 'বিরাট্ ধর্ম্ম-সভা' শীর্ষক একটি বিজ্ঞাপন-দ্বারা যাত্রামোহন সেন হলে শ্রীপাদ নেমি মহারাজের "ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্য" বিষয়ক বক্তৃতার বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে।

'পাঞ্চজন্য' ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নবেম্বর (১৯৩৪) শুক্রবার

সংখ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজের আলোকচিত্র সহ নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

"শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাবলম্বন প্রচারক ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ গত ১০ দিবস ব্যাপী এখানে যে শ্রীচৈতন্যের মিলনধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। গত পরশ্ব (২১শে নবেম্বর) চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ চিটাগং মেলে চট্টগ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। ষ্টেশনে শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র রায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক পুষ্পমাল্যাদি সহকারে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ ১৪।১৫ জন ভক্ত সমভিব্যাহারে পুষ্পমাল্যাদি-সহ নবাগত স্বামীজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং সুসজ্জিত মোটরযোগে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহাশয় স্বামীজী মহোদয়গণকে ব্যাণ্ডেল রোডস্থিত গৌড়ীয়মঠ ক্যাম্পে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরিমহারাজ অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্ণর প্রমুখ বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী—ত্রিবিধ ভাষায় সুবক্তা। স্বামীজীদ্বয় এখানে "এটিটেরিষ্ট্ অরগ্যানিজেশনে" সদর সাব্ ডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাসায় আগামী ২৪শে নবেম্বর এবং ২৫শে নবেম্বর শুক্রবার কমারসিয়াল এসোসিয়েসনে বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় 'সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।"

হাওড়ায়—গত ১৪ নবেম্বর (২৮ কার্ত্তিক) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কএকজন মঠসেবকসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী দিলাগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় মঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ২৯শে কার্ত্তিক হইতে দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ করেন। প্রতিদিনই ৩৪ শত শ্রোতৃসমাগম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেনবাবুর গুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচারের উদ্যোগ, উৎসাহ ও আন্তরিক যত্ন অতীব প্রশংসার্হ। স্বামীজী ১লা অগ্রহায়ণ উত্থানৈকাদশী দিবস কীর্ত্তনমুখে শ্রীপরমগুরুপাদপদ্মের বিরহতিথি পালন করিয়াছেন। ২রা অগ্রহায়ণ ভূপেনবাবুর সেবাগ্রহে তদুপলক্ষে একটি মহোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রায় বেড়শত লোক মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলেন। রাত্রিতে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হয়। এই দিবস প্রায় ৪।৫ শত শ্রোতা হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ রায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, ডাক্তার গুইরাম মাজি এল-এম-এফ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বারদ্বা-রাজ্যে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ বাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-প্রমুখ কএকজন গৌড়ীয়মঠ-প্রচারক নরসিংহপুর রাজ্যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া গত ১৬ই নবেম্বর শুক্রবার তথা হইতে বারদ্বা-রাজ্যে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথ দুর্গম বলিয়া হিজোলের রাজাসাহেবের ন্যায় নরসিংহপুরের রাজাসাহেবও দুইটি হস্তী ও একখানা গো-যান দ্বারা সাহায্য করিয়া প্রচারকগণের নির্ব্বিঘ্নে বারদ্বায় পৌছিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেশীয়-রাজ্যের রাজাসাহেবগণ শুদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্রচারের সাহায্য করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যের প্রশংসা করিতেছি। প্রচারকগণ উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় বারদ্বা রাজবাটীতে পৌছিয়াছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মোটরযোগে—মথুরা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের নূতন মোটরযানে ১২ই অক্টোবর রাত্রিযোগে ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ কএকজন ভক্ত ৯ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে মোটরযোগে রওনা হইয়া বেলা ১টায় নির্দ্দাচটীতে (মানভূম জেলায়) পৌছান, তথায় স্বধাম-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়ের বাড়ীতে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ৮॥ টায় ডেরি-অন-শোনে উপস্থিত হন। তথায় কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় রাত্রিযাপন পূর্ব্বক পরদিন সকাল ৭টায় রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১২টায় কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উপনীত হন এবং তথায় সেদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন সকালে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১০টায় এলাহাবাদ পৌছান। তথায় শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর যত্ন করেন, তথা হইতে বেলা প্রায় ১টায় রওনা হইয়া প্রায় ৬টায় কাণপুরে পৌছান। তথায় পরলোকগত ধর্ম্মপ্রাণ ও, এন, মুখার্জ্জী মহোদয়ের সুযোগ্য-

পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের শ্বশুরালয়ে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক সকাল ৬টায় রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১২৸টায় হাওড়ায় পৌঁছান। তথায় শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু পুষ্পমাল্যাদি-সহ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মোটর কার লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী পাণ্ডী-মোহনজীও তথায় মোটর-সহ প্রভুপাদকে লইবার জন্য উপস্থিত থাকেন। শ্রীপাদ নবগোপাল প্রভু, বরদরাজ ও সতা ক্রৈণে ৪টায় মথুরায় পৌঁছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার সঙ্গের ভক্তগণ প্রায় ৮৷৷ টায় গঙ্গাভবনে পৌঁছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহোৎসব

গত ৩০ কার্ত্তিক, ১৬ নবেম্বর, ১৯৫৪ শুক্রবার শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহস্মৃতি-উপলক্ষে অধিবাস-মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে শুভবিজয় করিয়া স্বয়ং শ্রীল পরমহংস-বাবাজী মহারাজের স্তবকীর্ত্তনমুখে সেই উৎসব সুসম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ সচ্চেষ্টানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক ও শুদ্ধবৈষ্ণব কীর্ত্তনান্তে 'যে আনিল প্রেমধন'—এই বিপ্রলম্ভভাবময় গীতিটি কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের আনুগত্যে মথুরায় অবস্থান পূর্ব্বক যাঁহারা উৎসব সম্পন্ন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও, এম, বুধাজী এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর স্বত্বাধি-কারিগণের পরমা ভক্তিমতী জননীদেবী এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন পূর্ব্বক গুরুমুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

মথুরায় গঙ্গাভবনে ও শ্রীরাধাকুণ্ডে উৎসব

১৭ নবেম্বর শনিবার উত্থানৈকাদশী দিবস মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থান-স্থান গঙ্গাভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং পরদিবস শ্রীরাধাকুণ্ডে বিপুল আয়োজনের সহিত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত-পরিবেশনই এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নবেম্বর (১৯৪৯) রবিবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী মহোদয় ঢাকা শ্রীবাগবাজার মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। স্বামীজী গত ২৬ নবেম্বর শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় বালিঘাটির প্রসিদ্ধ ভক্তমিদার-পরিবারের পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের পৃথূ উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ মহোদয়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী বি-এস্ সি মহোদয় প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু প্রায় প্রত্যহ উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিককীর্ত্তনের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে শ্রীউপদেশামৃত ও হরিনামচিন্তামণি ব্যাখ্যা করিতে-ছেন। তাঁহার অমৃতবর্ষী ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ অত্যধিক শীতের মধ্যেও সহরের দূরবর্ত্তী পল্লীসমূহ হইতে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মঠে আগমন করিতেছেন। প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত আরাত্রিক কীর্ত্তন, তৎপর আচার্য্যাত্রিক প্রভুর পাঠ, পাঠের পর শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের এক অধ্যায় কথাসার-সহিত পারায়ণ, তৎপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন; ও কীর্ত্তন-মুখে শ্রীবিগ্রহ-পরিক্রমা হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা হয়। গত ২৮ নবেম্বর বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং গত ৩০ নবেম্বর শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কলিকাতার ন্যায় কলিকোলাহলময় মহানগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ সারস্বত-শ্রবণ-সদন শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের আত্মমঙ্গলের কথা শুনিবার ও চিন্তিবার যে অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ যে প্রকারে কলির পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার যত্ন করিতেছেন, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ শুদ্ধী ব্যক্তিরই চিন্তার বিষয় হইয়া কুক্ষেত্রের বিষয়-কথায় সময়-কর্ত্তনের পরিবর্ত্তে হরিকীর্ত্তনে যোগদানের বিচার হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাসাধিককাল মাথুরমণ্ডলে হরিকথামৃত পরিবেশনপূর্ব্বক দিল্লীগৌড়ীয়মঠ হইয়া অদ্য প্রাতঃ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সপার্ষদে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ *

১২ অক্টোবর প্রাতে শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ ও ওজস্বীলোক প্রভু শ্রীমায়াপুর হওনা হন। সন্ধ্যায় রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টোকেট মিঃ কে, আর, চৌধুরী ও কলিকাতা-হাইকোর্টের ব্যারিষ্টোকেট মিঃ এস্, এম, রায় চৌধুরী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আগমন করেন। ব্রহ্মচারী কৃষ্টিরত্ন প্রভু উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ-নির্য্যাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। মিঃ রায় চৌধুরী স্বপ্নে প্রভুপাদের দর্শন ও কৃপা-প্রাপ্তির কথা বলেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাগরমহারাজ মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

১৩ অক্টোবর প্রাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যা-লঙ্কার মহোদয় প্রায় ৯টার মঠ হইতে রওনা হইয়া ১১টার ট্রেণে পাটনা যাত্রা করেন। তথায় একদিন অপেক্ষা করিয়া ১৬ অক্টোবর তাঁর শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে গমন করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীমান্ গোপাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ মথুরা যাত্রা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু এই দিবস প্রাতে কটক হইতে এখানে আসেন। সন্ধ্যায় মঠে শ্রীপাদ সাগর মহা-রাজের ভাগবত-পাঠ হয়।

১৫ অক্টোবর সোমবার বেলা প্রায় ১টা হইতে মঠে গৌড়ীয় (১০ম খণ্ড) ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীমথুরায় দামোদর ব্রত' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা মুখে সকলেরই দামোদর-ব্রত-পালনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। অপরাহ্নে মুরাপুরের উকিল শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ আগন্তুক ভক্তমহোদয়গণের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করা হয়।

১৬ অক্টোবর প্রাতে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে এবং মধুরহাজ হইতে লালা মদনমোহন রায় সপরিবারে আগমন করেন। লালাজী অপরাহ্নে মথুরা যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠমুখে যোগমায়া ও মহামায়া সম্বন্ধে কিছু বলা হয়।

১৭ অক্টোবর অপরাহ্নে খুলনার শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ও যশোহর দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় মথুরায় যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ পুরীযাত্রা করেন। মঠে শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য-পাদের আবির্ভাব-তিথি পালন উপলক্ষে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ সন্ধ্যারাত্রিকের পর গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ, ১২শ প্রভৃতি সংখ্যা হইতে শ্রীবলদেবাচার্য্যের জীবনী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৮ অক্টোবর অপরাহ্নে বাকেশিবপুর হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মঠ-দর্শনে আগমন করেন। শ্রীপাদ কৃষ্টিরত্ন প্রভু তাঁহাদিগকে প্রসাদ ও পুষ্পমালা দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। এই দিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ট্রাঙ্ক আর দিয়া শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযাত্রা-কেশ প্রমুখ ৮।১০ মূর্ত্তি হাওড়ায় পৌঁছেন এবং রাত্রি ৯।৩৫ মিঃ এর দিল্লী-কালকা-মেলে মথুরায় রওনা হন। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুই দিবসই মঠে অসংখ্য লোক-সমাবেশ হইয়াছিল।

ঊর্জ্জব্রতারম্ভ

১৯ অক্টোবর শ্রীহরিবাসর। অদ্য হইতে শ্রীমঠে ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ হয়। প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু গত রাত্রি হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মঠে এবং শ্রীপাদ গিরিমহারাজ শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ভাগবত পাঠ করেন। অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিন দিন তথায় পাঠ বন্ধ ছিল। অদ্য বনপাশ হইতে ভক্তিসৌরভ প্রভু, নিতাই ও রূপপদ আসেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ বনপাশ হইতে ধানবাদে গমন করেন।

অদ্য শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভুর মথুরা হইতে ১৭।১০।৩৬ তারিখে লিখিত একখানি পত্র পাওয়া যায়। পত্রখানির সার মর্ম্ম এই—"আগামী ১৯।১০।৩৬ এখানে (মথুরায়) শ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ঐ দিন হইতে মথুরায় ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ হইবে। মঠে আকাশ-প্রদীপের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তৈল, লাউ, সিম, বরবটী, মাষকলাই, পটোল, বেগুন, কদর্য্যশাক প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, শ্রীবিগ্রহের নীরাজন ও তদন্তে কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। 'উদিল অরুণ', 'বিভাবরী শেষ', 'জীব জাগ' প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর ভজন-রহস্য হইতে অষ্টকালীয় লীলা-শ্লোক পাঠ হইবে। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ হওয়া আবশ্যক। বাহিরের লোকের নিকট প্রচার ব্যতীত নিজের নিজের ভজন-কথা আলোচনা আবশ্যক। নিজ-ভজন কৃষ্ণলীলা। দামোদর মাসে কৃষ্ণলীলা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কৃষ্ণকথানুশীলন ব্যতীত সর্ব্ববিধ প্রজল্প ত্যাগ করিতে

* গত ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত ফটো-ব্লকের সহিত পরবর্ত্তি-সংবাদ সমূহের একটি আনুপূর্ব্বিকতা-সামঞ্জস্য-অভাব এই কএকটি সংবাদ পুনঃ প্রকাশিত হইলেও এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

হইবে। বিরহীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া যাহাতে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিত্য ঘাপিত হয়, তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।"

২০ অক্টোবর প্রাতে পুরী হইতে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি, এ মহোদয় এবং সন্ধ্যায় ধানবাদ হইতে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ আগমন করেন। অদ্য হইতে শাঁখারী-টোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাড়ীতে পাঠ বন্ধ আছে। সন্ধ্যায় মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে অদ্য হইতে 'তৎশ্রী'র পারায়ণ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়।

২১ অক্টোবর প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সদনে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভুর পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি আলোচিত হয় এবং তাঁহার উপদেশমত প্রাতে ভজনরহস্য ও দশমস্কন্ধ পারায়ণ আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে জয়শ্রী-পাঠ ও সন্ধ্যায় দশমস্কন্ধ শ্রবণ অধ্যায় হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভবের প্রভু শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু রাত্রে মধুরায় যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত নিতাই দাস ব্রহ্মচারী কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হামাচরণ পাইন মহাশয়ের গৃহে ভাগবত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ কএকজন ব্রহ্মচারিসহ যেরঙ্গা প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ যাত্রা করেন।

২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় ভক্তিবৈভবের প্রভু, ব্রহ্মচারী নিতাই দাস প্রভৃতি শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাটীতে কীর্ত্তন করেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে মঠে পূর্ব্ববৎ পাঠ-কীর্ত্তন হয়।

২৩ অক্টোবর ভজনরহস্য ও শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ এবং পাঠকীর্ত্তনাদি পূর্ব্ববৎ হয়। ভক্তিবৈভবের প্রভু রাত্রিতে শাঁখারীটোলায় যামিনী বাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন করেন। প্রাতে ঢাকা-মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু পুরী হইতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সন্ধ্যায় ঢাকা যাত্রা করেন। শ্রীপাদ, গিরিমহারাজ ও ব্রহ্মচারী গৌরপ্রসন্ন রাত্রির মেলে ঢাকায় রওনা হন।

২৪ অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী ও শ্রীমান্ ভগবানন্দ ব্রহ্মচারী হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া আচার্য্যাত্মিক-প্রভুকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। আচার্য্যাত্মিক-প্রভু মঠে আসিবামাত্র মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তিনি দৈন্য-ভরে সকলকে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন-মুখে তত্রত্য ভক্তবৃন্দ কিরূপ বৈরাগ্যের সহিত অষ্টকাল শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের ভজনচেষ্টা-দ্বারা ঊর্দ্ধব্রত পালন করিতেছেন, এস্থানের ভক্তবৃন্দের কি ভাবে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে ভাগবতপাঠের পরও আচার্য্যাত্মিকপ্রভু সেবকগণকে ডাকাইয়া অষ্টযামের ভজন-প্রণালী উপদেশপ্রধান-মুখে বলেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও ভজনরহস্যে বর্ণিত শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকাল ভজনের শ্লোক ও প্রীতিসমূহ পাঠ ও কীর্ত্তন করার আবশ্যকতা আছে। অবশ্য বর্ত্তমানে অনর্থযুক্ত অবস্থায় আমাদের লীলা-স্মরণাদিতে কোন যোগ্যতা না থাকিলেও অনর্থনিবৃত্তির কথার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-প্রবৃত্তির কথাও কিছু কিছু শুনিয়া রাখা আবশ্যক। তবে 'আমি অধিকারী হইয়া পড়িয়াছি, বৈষ্ণব হইয়াছি'—ইত্যাকার অভিমানে ঐ সকল আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। কেবল মাত্রানিবন্ধন-মুখে ব্যতিরেক ভজন বা ভীত অন্যমুখী ভজনের অন্ততঃ দিঙ্ নির্দ্দেশও আলোচনা হইলে 'আমাদের বর্ত্তমান বিষয় অপেক্ষা যে, আরও অনেক বড় বিষয়ের সন্ধান আছে', তৎপ্রতি অনর্থনিবৃত্তি-মুখে ক্রমশঃ লালসার উদয় সম্ভাবিত হইতে পারে। শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-স্মরণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণীশ্রবণকীর্ত্তনে একনিষ্ঠ হইলেই মুকুন্দপদক্রমে সাধকের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে।" ইত্যাদি অনেক উপদেশ করিয়া ভক্তিবিভ্রম প্রভুর নিকট অষ্টযাম-সাধনের সময় ও ক্রম বুঝাইয়া দেন।

পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিকপ্রভুর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া অতীব ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীমথুরায় স্বয়ং প্রভুপাদের উপস্থিতিতে ভক্তবৃন্দের কঠোর বৈরাগ্যের সহিত দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপন-সংবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন। এই নিয়মসেবার মাসে তৈলাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ জানিয়া তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গৃহে গিয়াই চৌদ্দ টিন ভাল ঘৃত মঠে পাঠাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সেবোপকরণও পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় তাঁহার নিষ্ঠা আদর্শ-স্থানীয়া ও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়া। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে তাঁহার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার এই সেবাবুদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

এই দিবস সন্ধ্যায় লালা মদনমোহন রায় মথুরা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি আগামীকল্য ২৫-১০-৩৪ তারিখে মথুরাভিমুখে রওনা হইবেন। অদ্য শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ধানবাদ গমন করেন।

২৫ অক্টোবর। এইদিবস হইতে আচার্য্যাত্মিকপ্রভুর প্রদর্শিত ক্রমানুসারে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। (পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা গৌড়ীয়ে এই ক্রম প্রকাশিত হইয়াছে।) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আচার্য্যাত্মিক প্রভু শ্রীমঠের নাট্য-

মন্দিরে আসিয়া নামগ্রহণ করিতে থাকেন। মঠের ভক্তগণ একে একে প্রায় সকলেই নাটমন্দিরে সমবেত হন। মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুপরম্পরা, শ্রীনাম, শ্রীতুলসী কলিপাবন প্রভৃতি কীর্ত্তনের পর ভজন-রহস্য হইতে 'দেখিয়া অরুণোদয়'—এই নিগূঢ় ভজনটি কীর্ত্তন হয়। অতঃপর আচার্য্যাত্মিক প্রভু স্বয়ং ভজনরহস্য হইতে প্রথম-যাম-সাধন আলোচনা-মুখে বলেন—"মঠ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহার-স্থান, এখানে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর চেষ্টা থাকিবে না। প্রভুপাদের ইচ্ছা, সকলেই এই মাসে যথাবিধি কীর্ত্তনমুখে ঊর্জ্জব্রত পালন করেন। হরিকীর্ত্তন করিতে হইলে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইতে হইবে। "সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হবে দূর।" সম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত অভিমান যাইবে না। আমি ত' বৈষ্ণব—এবুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি"—এই সকল উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিঘ্নাদিতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলে কৃষ্ণভজনে শৈথিল্য উপস্থিত হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত সহ্য করিতে হইবে। তত্তদনুকূল্যাৎ শ্লোক সর্ব্বক্ষণ স্মর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের ১ঘণ্টা ৩৬ মিনিট পূর্ব্বে সকলেরই শয্যাত্যাগ করিয়া নারায়ণস্মরণ-বন্দন এই নাটমন্দিরে সমবেত হইতে হইবে এবং ভজনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমাদের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীগুরুদেব আমাদের জন্য এই নিয়ম-সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভুর এই সকল উপদেশের পর শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ এক অধ্যায় পারায়ণ হয়, তৎপর দ্বিতীয়-যামের ভজনীয় বিষয় কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী প্রভৃতি হইতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদ-পদ্মে ভজন-যোগ্যতা-প্রার্থনা-সূচক গীতাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। এইরূপ মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত প্রতিদিবসে তত্তদ্ব্যাপোচিত ভজন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় দশমস্কন্ধ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

সন্ধ্যায় ভক্তিমৈত্রের প্রভু নিতাই দাস, সত্যগোবিন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিসহ শ্যামবাজারটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনীবাবুর গৃহে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থবার্ষিকী স্মৃতি-সভার নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

যথা বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ১৩শে অগ্রহায়ণ, ২৯ই ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-দাতা বদান্যবর স্বধামগত **শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রেষ্ঠ্যার্য্য** মহোদয়ের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীমঠে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে একটি সজ্জন-সভার অধিবেশনে মাননীয় **রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর** এম, এল, সি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক সবান্ধবে সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারিষদ্‌বর্গ—সকলেই পরম আনন্দিত হইবেন।

বিনীত
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকত্রয়

চয়ন

['আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৯। অগ্রহায়ণ, রবিবার]

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

বার্লিন, ১০ই নবেম্বর

গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিশ্ব প্রচারার্থ লণ্ডন-সহরে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশস্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আহূত হইয়া বার্লিন সহরের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে জার্ম্মাণ-ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। স্বামীজী সর্ব্বত্রই মহানুভূতি লাভ করিতেছেন। লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী সোমবার প্রাতে রওনা হইতেছেন।

নির্য্যাণ-সংবাদ

ভক্ত শ্রীরাসবিহারী দাস

গত ২৯শে নবেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ১২ঘটিকার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হস্পিটালে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম ভক্ত শ্রীমান্ রাসবিহারী দাস শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। বয়সে বালক হইলেও সেবা-প্রাণতায় এই বালক প্রবীণের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ভাদ্র মাসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবকালে এই ভক্তবর মঠে আসিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলে গুরুদেব ইঁহাকে কৃপা করিয়া মহামন্ত্র প্রদান করেন। তদবধি ইনি অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-তৎপর হইয়া নামগ্রহণ করিতে-ছিলেন। প্রায় পক্ষকাল তিনি অসুস্থাভিনয় করেন, ৫।৬ দিন হইল হস্পিটালে প্রেরিত হন। হস্পিটালে যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে ইঁহাকে জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম স্মরণ করাইলে ইনি স্পষ্ট ভাবে কএকবার বলিয়াছিলেন, "আমি গুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি।" কএকবার 'নৃসিংহ' নামও উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সদ্গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়া মঠের সকলেই তাঁহার অভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছেন। মঠের ১০।১২ জন ভক্ত তাঁহাকে প্রায় ১১টার সময় সংকীর্ত্তন-মুখে নিমতলা ঘাটে লইয়া গিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। ভক্তগণ তাঁহার শ্মশানে অবস্থানের দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া বহুক্ষণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন-মুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। ঊর্দ্ধব্রতকালে তিনি বিশেষ নিষ্ঠা-সহকারে নিয়মসেবার উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাই মনে হয় তিনি আজ সত্য সত্যই ঊর্দ্ধব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হইবার অধিকার পাইলেন। "কৃপা করি কৃষ্ণ তাঁর দিয়াছিলেন দল। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সফল॥"

ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত

রংপুর জেলার জল-ঢাকা এলাকাবাসী বৃদ্ধ ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত গত ২৪শে কার্ত্তিক স্বধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মচার কুলগুরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিগত উৎসব-সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা করিলে প্রভুপাদ ইঁহাকে শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

সাম্প্রত শ্রাদ্ধ

গত ১৮ই নবেম্বর, ১৯৩৪ রবিবার মেদিনীপুর জেলার বকুলপুর গ্রাম (পোঃ পটাশপুর) নিবাসী বঙ্গুরেদীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মহাপাত্র মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাম্বত স্মৃতিবিধানে মহাপ্রসাদের দ্বারা তাঁহার পরলোকগতা মাতৃ-দেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

গত ১৯শে নবেম্বর, সোমবার মেদিনীপুর ফুলগেড়্যা-নিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী পঞ্চ-রাত্রাচার্য্য মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাম্বতস্মৃতি বিধানানুসারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সমিতির সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, সন্ধ্যা ৭টায় একটি সভার অধিবেশন হয়। পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহোদয় বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব স্মৃতিবিধানের তুলনামূলক বিচারপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

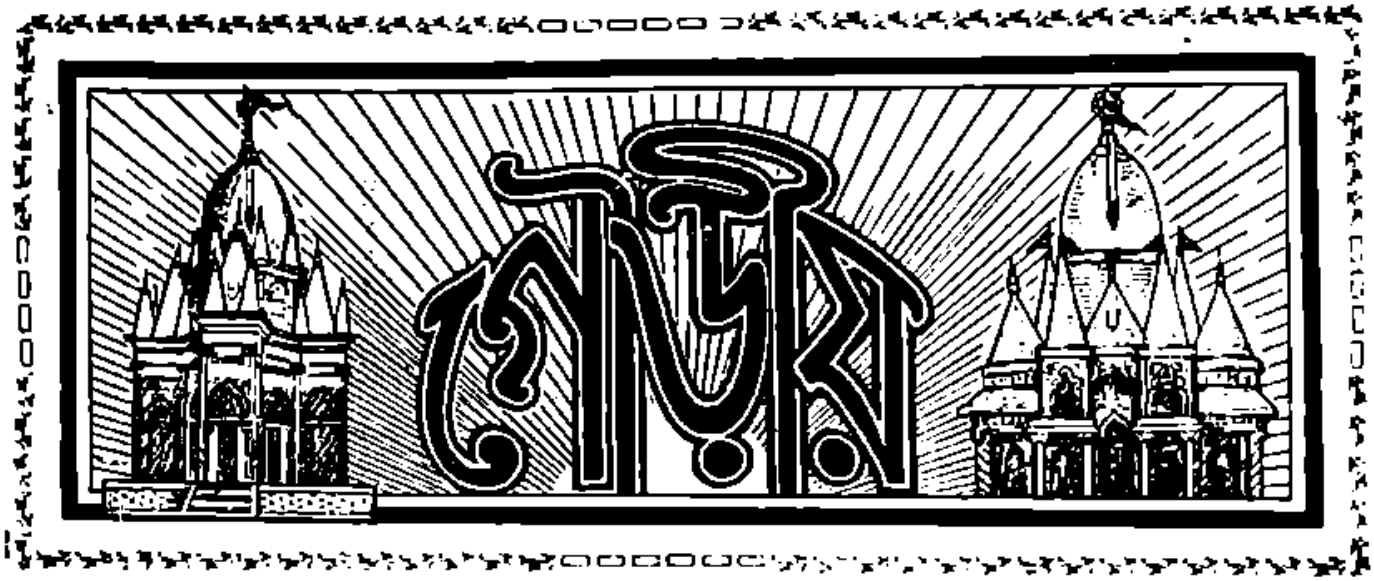

১৩শ খণ্ড] শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সংখ্যা [১৮শ সংখ্যা

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অক্ষজজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক; পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পরিদর্শক।

সঙ্ঘপতি—মহামহোপদেশক শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামি-ভক্তিসাংখ্য
সঙ্ঘ-সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

গৌড়ীয় কার্য্যালয় :—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

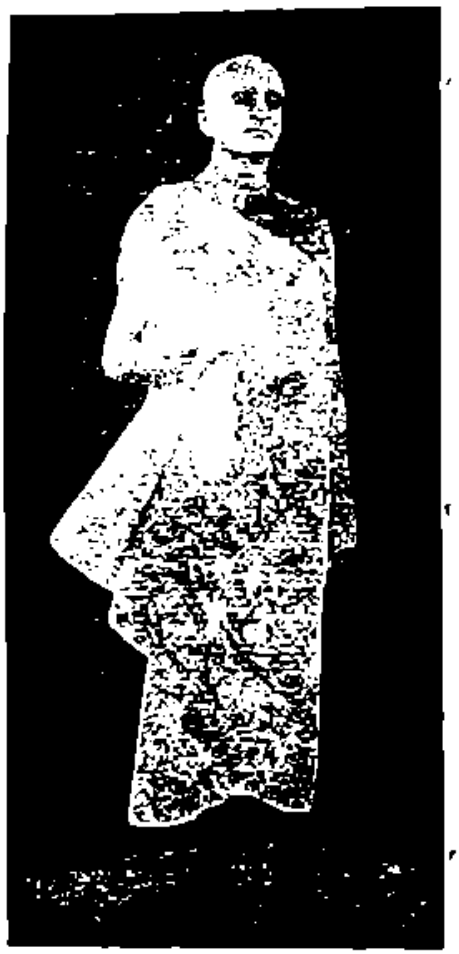

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী মহারাজ

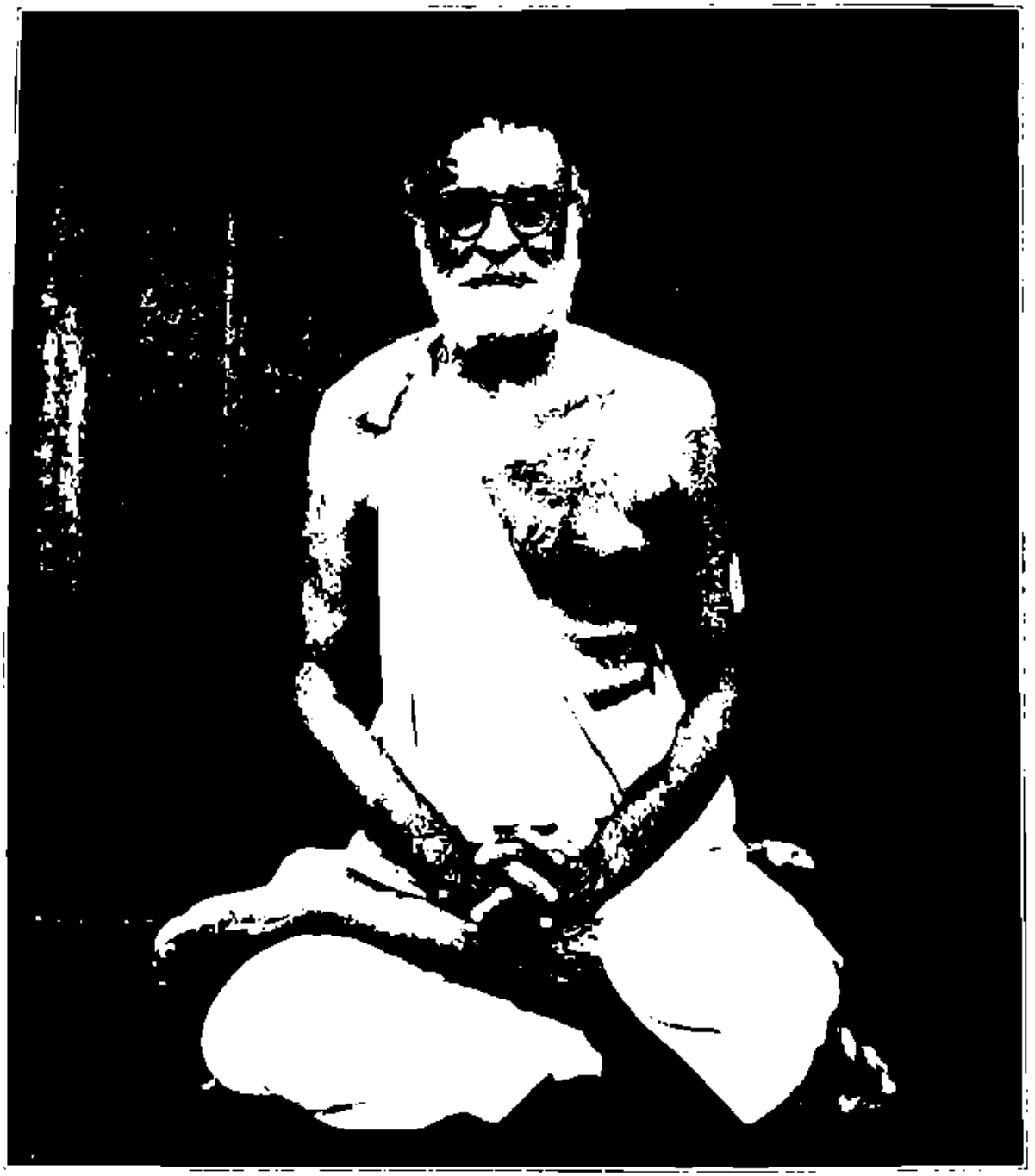

শ্রী সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, রবিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১; ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ | ১৮শ সংখ্যা

মহাত্ম-শ্রেষ্ঠার্য্য-শ্রীল-'জগবন্ধু'-ভক্তিরঞ্জন-মহোদয়স্য

চতুর্থ-বার্ষিক-তিরোভাবোৎসব-বাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ

বৈকুণ্ঠলোকোচ্চতমপীঠদেশে
যঃ প্রেষিতস্তত্রিজভক্ত-
প্রকাশ-তত্ত্বায়তনং মনোজ্ঞং
লোকে জগদ্বন্ধুরিতি প্রসিদ্ধঃ

অনন্যসামান্য-পরেশভক্ত্যা
সংরঞ্জয়ন্ বৈষ্ণববৃন্দ-চিত্তম্।
যো 'ভক্তি'-প্রাগ্-'রঞ্জন' ইত্যপাখ্যাং
শ্রীগৌরবাণ্যাশিষমাপ সাক্ষাৎ

শ্রেষ্ঠং তমং বন্ধুজনং হি যেষাং
স্যাদ্ধরিভক্তিযুক্তাঃ
প্রাপ্তশ্চ তদ্বন্ধুতয়োপনাম
'শ্রেষ্ঠ্যাখ্য' ইত্যর্য্যতমঃ সুধীঃ

বৈকুণ্ঠসেবার্থকমর্থমাত্র-
সাৎ কুর্বতঃ স্যাৎ খলু বিঘ্নপাঠান্।
বিচিন্ত্য চৈতৎ পরমার্থদীন
আত্মার্থমর্থায়কৃতে আসীৎ ॥ ৪ ॥

বাচা ধিয়ার্থৈঃ সকলৈর্বিধায়
যঃ কৃষ্ণসেবামবিতৃপ্তচিত্তঃ।
সেবাপ্রবীরো ভগবৎপদান্তে
প্রাণাংশ্চ শেষান্ সময়ুৎসসর্জ্জ ॥ ৭ ॥

ন ভোগহেতুঃ কনকং নরাণাং
ন কামিনী বেতি বিচার্য্য তাভ্যাম্।
আদর্শতাং মাধবসেবকানা-
মদর্শয়দ্ যঃ পরমার্থবুদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

যেনান্তরাদর্শতয়া স্থিতেন
সংপ্রেরিতং শ্রীহরিভক্তবৃন্দম্।
সেবাবিলাসাংশ্চ তদীয়-কায়-
ব্যূহো যথাস্মিন্ বিদধদ্ বিভাতি ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবাশ্রয়কুঞ্জশোভে
শ্রীবাসুদেবাশ্রয়সংশ্রিতেঽস্মিন্।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-গিরাং প্রচারঃ
শ্রীসুন্দরানন্দমুদে যতোঽস্তি ॥ ৬ ॥

যস্যেহ সর্বৈঃ স্মরণেন চিত্তে
দিনঃ তিরোধানপদং ধরায়াম্।
ভূয়োঽপি তস্যৈব শুভপ্রকাশ-
সাহস্র্য-সংমণ্ডিতবচ্চকাস্তি ॥ ৯ ॥

বয়ং সমেতাশ্চ সমর্প্য তস্মৈ
শ্রদ্ধাঞ্জলিং তদ্বিরহাগ্নিতপ্তাঃ।
যাচামহে তৎকৃপয়া প্রশান্তিং
সেবামৃধা-সৈক-মহৌষধেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠস্থ
অন্তেবাসিনাম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চতুর্থ-বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি-সম্ভার পুনরালোচিত

দেখিতে দেখিতে সময়-স্রোত চারি বৎসর অতিক্রম করিয়া ফেলিল। বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ শোচনীয় শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার স্মৃতি লইয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ সতীর্থগণ ও জনসাধারণ গত তিন বৎসর ইণ্ডোঙ্গীয়মঠের, তাহারই সেবার সাক্ষ্য স্বরূপ "সারস্বত-শ্রবণসদনে" তাঁহার বিরহ স্মৃতির পূজা করিয়া আসিতেছেন। গত তিন বৎসর যে তিনটি অধিবেশন হইয়াছে, সাধারণের পক্ষ হইতে যথাক্রমে তাঁহার পৌরোহিত্য করিয়াছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহোদয়, সন্তোষের রাজা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী অনারেবল স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় কেটি মহোদয়। বর্ত্তমান সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গের গৌরব মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম-এল্ সি মহোদয়।

নিত্যধামগত ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু

শ্রীজগদ্বন্ধু-জীবন-কথা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীল জগদ্বন্ধু ভদ্রসুন্দর মহাশয়ের জীবনকথা তাঁহার বার্ষিকী বিরহস্মৃতি-সভায় প্রতিবৎসরই আলোচিত হইয়া থাকে। জগতের অনেক লোক অনেক প্রকার অভাবনীয়ভাবে সাংসারিক ক্ষুদ্রাবস্থা হইতে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়া থাকেন, পথের ভিখারীও রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন, আবার একচ্ছত্র সম্রাটও জগতের ভিখারী হইয়া পড়েন। কাজেই শ্রীল জগদ্বন্ধু মহাশয়ের সেই পূর্বকথাময় জীবনের পুনরালোচনায় আমাদের অধিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু জগৎ জগদ্বন্ধু আজ জগতের বন্ধু বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, যে-জন্য তিনি আজ শ্রৌতকুলের আর্য, যে-জন্য তিনি অমর জগতে আসিয়াও অমর, অনিত্য জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াও নিত্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পারমার্থিক জীবনের করিলেই বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন নিত্যমঙ্গল হইবে

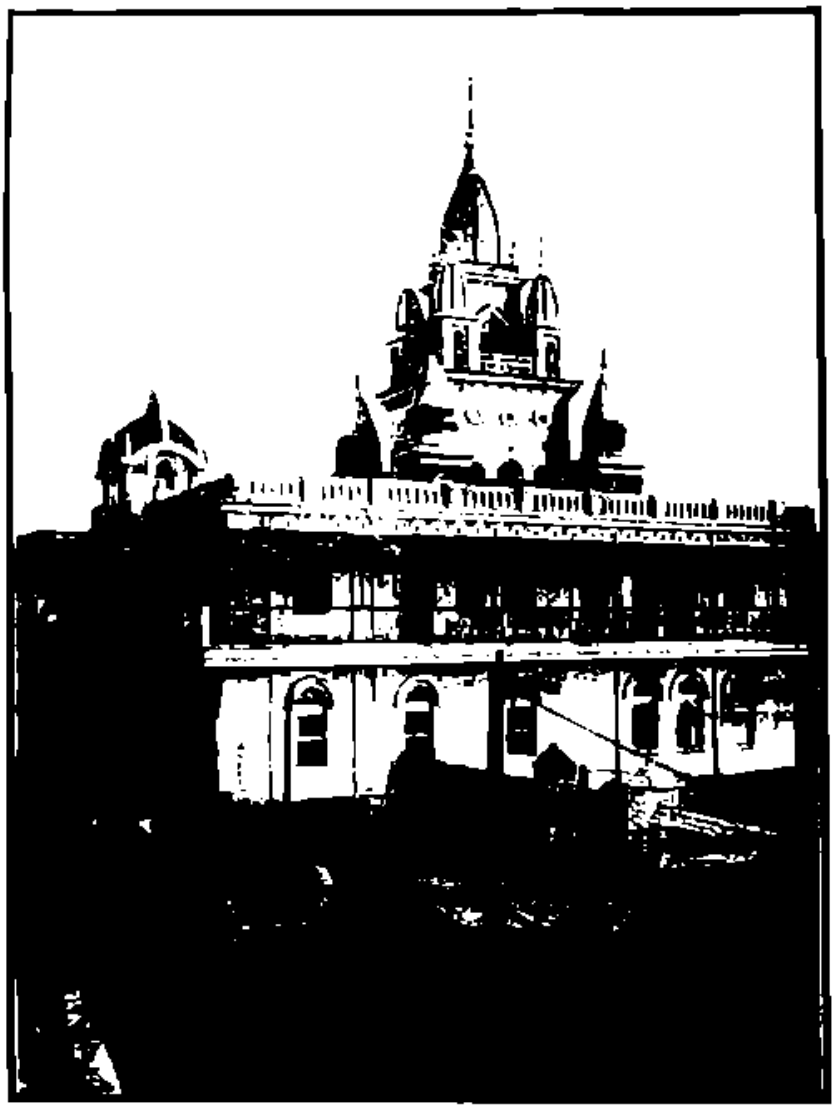

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবাই জগদ্বন্ধুর নিত্য জীবন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়াই জগদ্বন্ধু আজ জগতের বন্ধু, শ্রোত্রিকুলের আর্য্য, ভক্তির রঞ্জনকারী। আমরা যে বুদ্ধি, বিচার, জ্ঞান, বিবেক ও পারিপার্শ্বিকতা লইয়া সদসৎ বিচার করি, তদ্দ্বারা হয়ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় আত্মোৎসর্গের দ্বারা জগদ্বন্ধু এমন কি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিব না। জগদ্বন্ধু কোন হাসপাতাল খুলিয়া দেন নাই, কোন বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, দেশের সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন বিশেষ নেতৃত্বও গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং দশের প্রত্যক্ষীভূত কোন শারীরিক বা মানসিক উপকার না করিলে দশে মিলিয়া কেনই বা তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন? কারণ জগৎ স্পষ্টভাবেই হউক বা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, ন্যূনাধিক স্বার্থ-নীতিদ্বারাই পরিচালিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে আমাকে বা আমাদিগকে যিনি বা যাঁহারা শারীরিক বা মানসিক কিছু প্রত্যক্ষ ভোগ প্রদান করেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগের প্রতিই আমি বা আমরা শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন উপায়ে ও উপায়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লোক-সমাজের নিকট আমার বা আমাদের কর্ত্তব্য-পরায়ণতার গৌরব প্রতিষ্ঠিত রাখি, ইহাই এই জগতের স্বভাব। যখন আমরা প্রত্যক্ষ শারীরিক ও মানসিক ব্যষ্টি-গত আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া কোন সমাজ, জাতি, দেশ অথবা বিশ্বের শারীরিক ও মানসিক সমষ্টি-বিরাট্-রূপের সহিত সাযুজ্য লাভ করাইয়া থাকি, তখন আমরা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষাকে সাময়িকভাবে তপস্বিনী করিয়াও কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতার অনুশের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ব্যাপক সমষ্টির শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষসুখ সুবিধার অন্বেষণকে বহুমানন করি। ইহাই হইল জগতে শতকরা প্রায় শতজনেরই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মের ধারণা।

জগতে পরার্থিতার ভ্রমময় আদর্শ ও প্রকৃত পরার্থিতা

আমিত্বকে অতি সঙ্কুচিত করিয়াই হউক বা অতি প্রসারিত করিয়াই হউক, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ সুবিধাবাদের অনুসন্ধানেই যখন আমাদের বুদ্ধি বিমোহিত, তখন আমরা প্রসারিত আমিত্বের প্রত্যক্ষ-সুখানুসন্ধানকেই পরোপকার বা পরার্থিতার আদর্শ মনে করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। বিভু আত্মার সহিত অণু আত্মার যোগসূত্র অনাদিকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়—আমাদের বর্ত্তমান আবৃত আমিত্বের সহিত পরতত্ত্বের সম্বন্ধের কথা চিরবিস্মৃত হইয়া যাওয়ায় অতীন্দ্রিয় পরতত্ত্বের অতীন্দ্রিয় সুখানুসন্ধান আমাদের নিকট হেঁয়ালির কথার মতই মনে হয়! তাঁহাকে 'থিওরি' মনে করিয়া ভোগময় বা তাহারই ব্যতিরেক ভাবাপন্ন ত্যাগময় প্রত্যক্ষকে বাস্তব বা 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' মনে করি। অতীন্দ্রিয়কে চিদিন্দ্রিয়-রহিত করিয়া বস্তুতঃ আমরা মুখে মাত্র "অতীন্দ্রিয়" বলিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গম্য করিতে চাহি! অতীন্দ্রিয়ের চিদিন্দ্রিয় থাকিলে তিনি আমাদেরই মত অচিদিন্দ্রিয় হইয়া আমাদেরই প্রতিযোগী হইবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে ইন্দ্রিয়রহিত করিতে চাহি! তাহাতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কারণ যদি এমন কোন পরতত্ত্বের আদৌ নিত্য অস্তিত্ব না থাকে, যাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল চেতন, যাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই পূর্ণ অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অভাব আর এক ইন্দ্রিয়ে নাই, যাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই নিত্য ও ধ্বংস-রহিত, শুদ্ধ ও মুক্ত, তাহা হইলে ভোগ ও ত্যাগের মধ্য দিয়া সমস্ত সুখসুবিধার অনুসন্ধান আমারই আবৃত, সঙ্কুচিত বা প্রসারিত আমিত্বের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনেক সময় প্রত্যক্ষের বা ভোগের

নিন্দা করিয়া যে অতীন্দ্রিয়ের বা ত্যাগের আবাহন করি, তাহা প্রত্যক্ষের ও ভোগের ভিক্ত অভিজ্ঞতা-প্রসূত সাময়িক প্রতিযোগী ভাব মাত্র। কেবল প্রতিযোগী বা ব্যতিরেক ভাবে নিত্য বাস্তব বিচিত্রতা নাই। রোগ হইতে মুক্তি হইলেই সকল শেষ হয় না। সুস্থাবস্থায় যে-সকল বৃত্তি বিকসিত হয়, তাহার সুষ্ঠু পরিচালনা না হইলে রোগের উপশম কথাটি নিরর্থক হয়।

ব্যষ্টি বা সমষ্টির সুবিধাবাদে ভগবৎসেবা বা প্রকৃতপরার্থিতা নহে

সামাজিক সুবিধাবাদের জন্য অনেক সময় আমরা পরমেশ্বরকে মুখে স্বীকার বা কোন উদ্দেশ্যের খাতিরে অস্বীকার করিয়াও নীতি, সৌজন্য, পরস্পর সৌহৃদ্য, সামাজিকতা, উপকার-প্রত্যুপকার, জাতীয় ও পার্থিব উন্নতি, পার্থিব কর্তব্যপরায়ণতা, শ্লীলতা ও জাগতিক নানাপ্রকার অভ্যুদয় অর্থাৎ সুবিধাবাদের চেষ্টা করিয়া থাকি। কখনও বা জগতের অনিত্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হইয়া 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা' নীতি অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধির দোহাই দিয়া পার্থিব পরার্থীর নামে প্রচ্ছন্ন ভোগানুসন্ধানকারী অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে চিদিন্দ্রিয়-রহিত করাইয়া আত্মেন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিসন্ধানকামী ত্যাগী সাজিয়া থাকি। সাধারণ মানবরাজ্যে এই সকল আদর্শই আমাদের ধর্মের ধারণার শেষ দৌড় পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কিন্তু পরমতত্ত্বের—কেবল প্রকৃতির প্রতিযোগিভাব-মাত্র নহে অপ্রাকৃত বাস্তব পরতত্ত্বের পূর্ণচিদিন্দ্রিয় পরমতত্ত্বের নিত্যসেবায় আত্মডালি দিলে এবং সেই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় পরিণত করিলে যে অতিমর্ত্য প্রেমের বিশ্বজনীন নিত্য মঙ্গলের অপার্থিব পরার্থিতার বাস্তবরাজ্য আবিষ্কৃত হয়, তাহা আমরা কয়জন বুঝি ?

জগদ্বন্ধু তথাকথিত পরার্থিতার আদর্শ প্রদর্শন না করিয়াও শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত পরার্থী কেন

শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবা করিয়া এইরূপ অপার্থিব পরার্থিতা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহার "জগদ্বন্ধু" নাম সার্থক হইয়াছে। তিনি জগতের হাসপাতালে কোন Ward নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি একান্ত ভুবনমঙ্গল সেবাসদনে—পারমার্থিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে সকল Ward প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জগতে ঐরূপ কোটি কোটি পার্থিব হাসপাতাল করিবার মূল প্রয়োজনীয়তা অতি আনুষঙ্গিক ভাবেই কমিয়া যাইবে। ব্যাধি-বিস্তারে মুখ্য বা গৌণভাবে সাহায্য করিয়া হাসপাতাল বিস্তার করিবার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ভাল, না মানবীয় পার্থিব ব্যাধির নিদান বা মূল উৎপাটিত করিয়া হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা অধিক কৃপার নিদর্শন ?

পারমার্থিক দাতব্যচিকিৎসালয়ের ঔষধ কাণ দিয়া পান ও নয়ন দিয়া বিতরণ করিতে হয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বজনীন বহির্ম্মুখতা-ব্যাধির দাতব্য-চিকিৎসাগার। সেখানকার Ward গুলিতে অপ্রাকৃত Word বা শব্দব্রহ্মের সেবা অর্থাৎ অনুশীলন হয়। এখানকার ঔষধ কাণ দিয়া পান ও নয়ন দিয়া বিতরণ করিতে হয়। হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় শ্রবণের দ্বারা অনুশাসিত হইলেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে

পারে, নতুবা যে হস্ত আজ পরোপকারের দোহাই দিতেছে, সেই হস্তই হয়ত একদিন পরহত্যা ও আত্ম-হত্যা করিতে পারে।

ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত সৌধের স্থূলত্ব-দর্শন জগবন্ধুর সেবা-ভক্তির সৌন্দর্য্য-দর্শন নহে

লোকের বিকৃত-বিচারে যাহা দুর্ব্বোধ্য বা নিরস তত্ত্ববাদ মাত্র, সেরূপ অনেকগুলি কথা আমরা লোকের দৈন্যের উপর আক্রমণ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম। বলিবার উদ্দেশ্য—শ্রীজগবন্ধুকে আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার প্রকৃত জীবনী জানিতে হইলে, জগবন্ধুর স্মৃতিসভায় কথঞ্চিৎ ভাবেও যোগদান করিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী বুঝিতে হইবে—কেবল ইষ্টক, প্রস্তর বা সৌধের স্থূলত্ব-দর্শন-দ্বারা বুদ্ধিকে স্থূল করিয়া ফেলিলে জগবন্ধুর সেবা বা তাঁহার বান্ধবতা কোথায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি ?

জগবন্ধু যে গৌড়ীয় মঠের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই গৌড়ীয়মঠ কি বস্তু ? শ্রীচৈতন্য-বাণীই—সেই গৌড়ীয় মঠ। তাহা পরমস্বচ্ছ ভুবনমঙ্গল অবতার। তাঁহার ভিতর দিয়া পরমতত্ত্ব দেখা যায় ; আর অস্বচ্ছ প্রতিবন্ধক বা ইষ্টক-প্রস্তরময় স্থূলবুদ্ধির মধ্য দিয়া পরতত্ত্ব-দর্শন দূরে থাকুক, তাহা জীব-চক্ষুকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই স্বচ্ছ গুরুদেব—সরেছরাজ, সৎসঙ্গের মূর্ত্ত-স্বরূপ। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মই তাঁহার মন্ত্র-মহৌষধি বা একমাত্র অস্ত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বা আদর্শ অল্পকথায় বুঝাইবার চেষ্টা একটি বিশেষ দুষ্কর ব্যাপার। কারণ দুনিয়ার লোক যে মূলধন লইয়া কারবার করিতেছেন, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বুঝাইতে গেলে অনেক সময়েই দুর্ব্বোধ্য, না হয় তাঁহাদের বাস্তবতার (?) বিরুদ্ধ আদর্শবাদ (Idealism) কিম্বা অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর অথবা সর্ব্বসাধারণের আদর্শের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, কখনও বা বিপ্লবী বা বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূলমন্ত্র

এইরূপ বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক ও ব্যাপক বিদ্রোহের বহুরূপী পরিখা অতিক্রম করিয়া, দুনিয়ার ভাব-ভাষা, ধ্যান-ধারণাকে মথিত করিয়া জীবের স্বাস্থ্যান্বেষণ পূর্ব্বক চেতনরাজ্যের বাস্তব কথার বাণী-প্রচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃপালব্ধ জ্ঞান

আমরা বর্ত্তমানে যে সকল ধারণায় ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শুনিতেই আমাদের অনেকের স্বাভাবিক রুচি বা আকর্ষণ হয় না, শুনিয়াও কর্ণে ধারণ করিতে চেষ্টা হয় না, কর্ণে ধারণ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করাইতে ও আচরণে প্রতিফলিত করিতে অনুপ্রেরণা আসে না এবং সেই দৃষ্টান্ত উপলক্ষ করিয়া আমরা অনেকে ঐ প্রসঙ্গ হইতে একেবারে

চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পারিলেই যেন জঞ্জাল এড়াইলাম মনে করিয়া মনকে ফাঁকি দিতে পারি। তথাপি সেরূপ সার্বজনীন সংক্রামক বহির্মুখতার মধ্যেও বাস্তব চেতন-রাজ্যের বাণী ঘোষণা করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহাকরুণার অবদান।

কেবল স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের উপচিকীর্ষা নাস্তিকতার নিদর্শন

মাংসচক্ষু জগৎ মাংস পর্যন্ত, না হয় অনুমান ও অনুভবের দ্বারা মনোরাজ্য পর্যন্ত দর্শন করিয়া থাকে; কাজেই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সাময়িক উপকার বিধানের চেষ্টা পর্য্যন্তই 'পরোপকার' শব্দের শেষগতি বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন স্থূলশরীর ধ্বংস হইয়া যায়, তৎসঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের অনুভূতিও প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়, তখন জাগতিক পরোপকারের ঐ সকল মরু-মাদুলী তথাকথিত পরোপকারের পরমায়ুকে অস্তমিত হইতে বাধা দিতে পারে না। এজন্য অনেকে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের বিলুপ্তির পর জীবের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যাঁহারা কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সাময়িক ও প্রত্যক্ষ তথাকথিত উপকারকেই পরোপকারের চরম আদর্শ মনে করেন বা উহাকেই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ পরমেশ্বরকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন।

জীবের শারীরিক ও মানসিক সুবিধাবাদকেই কি পরার্থিতা? পরমেশ্বরকে নিরিন্দ্রিয় করিয়া (?) মানবজাতির আত্ম-সুবিধাবাদের অনুসন্ধানের মূলে কি রহস্য আছে?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে জানিতে আসিয়া অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, এখানকার হাসপাতালের কতগুলি Ward আছে? এখানে পার্থিব শিক্ষার জন্য কি কি বিশেষত্ব আছে? এখানে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারী বা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক তাপগুলির প্রাথমিক চিকিৎসা, আশুনিবারণ ও স্থায়িভাবে উপশমদানের কি বন্দোবস্ত আছে? জগতে প্রচারিত তথাকথিত সেবাশ্রম, সেবাসদন, রেড্‌ক্রস্-সমিতি, অনাথালয়, আতুরালয়, বিধবাশ্রম, নারী-রক্ষিণী সভা, ব্যায়াম-সমিতি, জীবনবীমা-ঋণ-দান-সমবায়, শিল্প ও সাহিত্যসভা প্রভৃতির সব ব্যবস্থাগুলি একাধারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আছে কি না? যদি ঐগুলি বিশেষভাবে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেই জগৎ শ্রীগৌড়ীয় মঠকে 'আদর্শ-ভুবনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' বলিয়া সুপারিস-পত্র প্রদান করিতে পারে; কিন্তু যখন ঐ প্রশ্নের উত্তরে জগৎ জানিতে পারে যে, ঐ সকল পরোপকার বা পরার্থিতার সকল ব্যবস্থাই বা আরও যত প্রকার পরার্থিতার উপায় ভবিষ্যতে উদ্ভাবিত হইবে, তাহাদের সকলের আকর ভগবৎসেবানুকূল্যপর হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠায়তনে থাকিলেও মানবের ঐরূপ ভোগোন্মুখী বা ত্যাগোন্মুখী বহির্মুখ ধারণার কোন ব্যবস্থা মানবের ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত সুবিধাবাদের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে নাই, অথচ ভগবৎসেবা-সৌকর্য্যের জন্য ঐ সকল ব্যবস্থাই যথাযোগ্য গৃহীত হইয়াছে, তখন দুনিয়াদারীর বিচক্ষণ লোকগণের হৃদয়েও 'খট্‌কা' বাজে। "ভগবানের সেবানুকূল্যের জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা থাকিবে, আর মানব-জাতির জন্য তাহা থাকিবে না!!" কারণ ভোগোন্মুখ মানবজাতির ধারণায় "ভগবান্ হইবেন,—'ঠুঁটোরাম'। নিষ্ক্রিয়, নিরিন্দ্রিয়!! আর ভোগের সমস্ত উপকরণগুলি থাকিবে আমাদের!।" মানবজাতির এই সাধারণ ভ্রম নিরাস করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য।

কেবলাভক্তির প্রতিষ্ঠান কি সঙ্কীর্ণ? তাহা কি নানা অভাবপ্রচুর? তাহা কি সমাজ-হিতৈষী নহে?

দুনিয়ার লোকের ধারণার পরাধিতার আদর্শই শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র চরম আদর্শ হয় নাই কেন, ইহা মানব-সমাজকে বুঝাইতে যে কত বেগ পাইতে হয়, কত চিত্তরক্ত ব্যয় করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বহির্ম্মুখতার অঞ্জন চক্ষে দিয়া জীবজগৎ প্রত্যক্ষকে এতদূর আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, স্থূল ও সূক্ষ্মকে এতদূর "ধরা-ছোঁয়ার সত্য" মনে করিয়াছে এবং পরমেশ্বরকে এরূপ চিরনির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে, অনাবিল পরমেশ্বর-ভক্তির কথা বলিলেই বহির্ম্মুখ জগৎ মনে করিয়া থাকে যে, কেবলা ভক্তির অনুশীলন করিলে তাহা হইতে অনেক কিছু কর্ত্তব্য বাদ পড়িয়া গেল। মুখে, সাহিত্যে, কাব্যের বিলাসের মধ্যে পরমেশ্বরকে "একমেবাদ্বিতীয়ম" বা "পূর্ণবস্তু" বলিলেও কার্য্যতঃ যখন পূর্ণেরই অব্যভিচারিণী সেবার কথা বলা হয়, তখনই জগতের মন ও মুখের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া থাকে। তখন জগতের লোক আমরা মনে করি, যে প্রতিষ্ঠানে একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তির বাস্তা আছে, একমাত্র পূর্ণের কেবলা সেবার কথা আছে, সেখানে অনেক কিছু নাই, সেখানে দুঃস্থের সেবাগার নাই, অনাথের প্রতি সাহায্য নাই, অশিক্ষিতের শিক্ষা-ব্যবস্থা নাই, আর্ত্তের আর্ত্তি-মোচনের কোন আয়োজন নাই! এই প্রত্যক্ষের সহিত অপূর্ণের সহিত, অতীন্দ্রিয়ের ও পূর্ণের তথাকথিত সমন্বয় করিবার জন্য কেহ কেহ আবার জীবকে 'ব্রহ্ম', নরকে 'নারায়ণ', নিঃস্বকে 'লক্ষ্মীপতি ভগবান' সাজাইয়া, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষেরই সেবা করিয়া "পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ফেলিয়াছি" এইরূপ এক গোঁজামিল দিয়া 'নাস্তিক'নামের দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চাহেন। যখন এই নারায়ণ বা পরমেশ্বরের সোহাই-দেওয়া, ধর্ম্মের ভাবনা-দেওয়া, আস্তিকতার রঙে ছোপান' প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা-দুনিয়ার বাজারে প্রচারিত হয়, তখন সরল নাস্তিকতা হইতেও অধিক লোক ইহার গ্রাহক হইয়া থাকে। কারণ আস্তিকনামের প্রতিষ্ঠা আহরণ ও নাস্তিকনামের কলঙ্ক মোচন করিবার ঐ কৌশলের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষের সেবাটি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের তর্পণ হইয়া থাকে। কিন্তু পরতত্ত্বকে নিরঙ্কুশ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম, নিত্য, অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান, অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পার্ষদ-ধামসহ নিত্য বিরাজিত জানিয়া (কল্পনা করিয়া নহে, কারণ তাহা নিত্য-প্রতিষ্ঠিত বাস্তবব্যাপার) নির্ম্মল অর্থাৎ যাবতীয় উপাধি-রহিত আত্মবৃত্তি-দ্বারা তাঁহার অব্যভিচারিণী সেবা করিলে বহির্ম্মুখতার 'দাঁড়ে ছোলা' পাওয়া যায় না বলিয়া আমরা অনেক সময় অব্যভিচারিণী সেবা বা সেই সেবার প্রতিষ্ঠানের মূল্য ধারণা করিতে পারি না। এক সময়ে মানস-সরোবর হইতে সমাগত এক রাজহংসকে দেখিয়া কোন বক মানস-সরোবরে 'শামুক' আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং তদুত্তরে তথায় শামুকের অস্তিত্ব নাই শুনিয়া 'হি হি' করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল অর্থাৎ যে জলাশয়ে শামুক নাই, তাহা বকের বিচারে জলাশয়ের মধ্যেই গণ্য নহে! তদ্রূপ যে সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরমেশ্বরের অব্যভিচারিণী সেবা ও পরমেশ্বরের সেবকের সেবা আছে, কিন্তু বহির্ম্মুখতা, অন্যাভিলাষ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাভিসন্ধি কিংবা জাগতিক সুবিধাবাদের সেবার কোন প্রকার আদর্শ বা প্রশ্রয় আদৌ নাই, সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের কথা দুনিয়াও জগদ্ব্যাপ্ত ঐ সকল সম্প্রদায় 'হি হি' করিয়া হাসিয়া উঠেন অর্থাৎ ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কোন সেবাময় প্রতিষ্ঠান-বাচ্যই নহে, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন; কিংবা পৃথিবীতে ঐরূপ

প্রতিষ্ঠান থাকার সামান্যভাবে গৌণ-প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও মুখ্য-প্রয়োজনীয়তা নাই,—এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। না হয়, ঐ সকলকে একদেশী, একঘেয়ে, মতুয়া, অতীব সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠান মাত্র কল্পনা করেন। অন্যাভিলাষ, প্রচ্ছন্ন বহির্মুখতা বা বহুরূপী সুবিধাবাদ প্রায় সার্ব্বজনীন অভিমর্য্যাদা লাভ করিয়াছে বলিয়া জগতের ঐ সকল ব্যক্তি যে-সকল প্রতিষ্ঠানে অন্যাভিলাষ বা সুবিধাবাদের শামুকের অস্তিত্ব দেখিতে পান, তাহাকেই সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করেন।

পরমেশ্বরের (?) অস্তিত্ব-স্বীকার, প্রচলিত ঈশ্বরভক্তি বা তথাকথিত সেবাধর্ম্ম সুবিধাবাদেরই প্রচ্ছন্ন প্রতীক

আমরা পরমেশ্বরকে, ধর্ম্মকে যতটুকু মুখে বা অন্তরে মানি, তাহাও অনেক সময়ই তদ্দ্বারা আমাদের ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত সুবিধাবাদেরই 'বিল্বমৎগার' করাইবার জন্য। নারায়ণকে যদি 'নর' সাজাইয়া, 'সিংহ' সাজাইয়া তিনি সাজুন আর নাই সাজুন অন্ততঃ আমাদের গায়ের জোরে তাঁহাকে (?) সেরূপ সাজাইয়া তাঁহার নামের (?) দ্বারা, তাঁহার দোহাই দিয়াও যদি আমাদের জাগতিক সুবিধাবাদের সুপারিস করাইয়া লইতে পারি, পরমেশ্বরকে যদি আমাদের অভাব-অসুবিধা, নানাপ্রকার হেয়তা ও আবর্জ্জনার কাড়দার করিতে পারি, তবেই—ততটুকু পর্য্যন্তই আমরা পরমেশ্বরকে (?) স্বীকার করি। পরমেশ্বরের অহৈতুকী সেবার কথা—আত্মার স্বভাব বা স্বাস্থ্যলাভের পর আত্মার যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম অহৈতুকী রুচিময়ী ভক্তি, তাহার কথা এই জগতে বলিলেই বা এইরূপ কোন ভুবনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সে সকল কথা প্রচার করিলেই জগতের অধিকাংশ লোকই সেরূপ প্রতিষ্ঠানে 'যখন অন্যাভিলাষের শামুক নাই, তখন কিছুই নাই' মনে করিয়া সরিয়া পড়েন, তাহার গ্রাহক হইতে চাহেন না। সেই প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি হউক, তাহার উচ্চ চূড়ায় বিজয়কেতন উড্ডীন হউক, সেই চূড়ার উজ্জ্বল দীপে দশদিক্ উদ্ভাসিত হউক, ইহা কয়জন ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে অকপটে আকাঙ্ক্ষা করেন? শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু সেইরূপ সুদুর্ল্লভ ভুবনমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে 'জগবন্ধু' বলি, 'আর্য্য' বলি, 'ভক্তিরঞ্জন' বলি। এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব। হয়ত' তিনিও এক সময়ে সত্য জানিবার জন্য মানসসরোবরে শামুক আছে কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু শামুক নাই শুনিয়া তিনি সরিয়া পড়েন নাই। মানস-সরোবরের বৈশিষ্ট্য কি, ইহাই উত্তরোত্তর শ্রবণমুখে অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান-ফলে জানিতে পারিয়াছেন, মানস-সরোবরে স্নান করিতে পারিলে শামুকযুক্ত জলাশয়ের ফললাভসমূহ ত' অসম্পূর্ণ থাকেই না, বরং ঐগুলি অতি আনুষঙ্গিকভাবে বিনাচেষ্টায় লাভ হয়। 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে পার্থিব রোগ-শোক-আর্ত্তি বা দৈন্যের চিকিৎসাগার নাই', যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা উত্তরোত্তর শ্রবণমুখে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ঐরূপ অসংখ্য অভাব-মোচক প্রতিষ্ঠানের মূল আকরত্ব সম্পূর্ণভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠেই আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবজগতের অনাদি-বহির্মুখতারূপ একমাত্র মূল মহাব্যাধির নিদান ধরিয়া যে চিকিৎসা-প্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসিত হইলে ঐ সকল প্রশ্ন বা সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন হয় না; স্বদেশে, স্বগৃহে, স্বজনের নিকট আসিয়া পড়িলে বিদেশের যাবতীয় ক্লেশ আপনিই বিদূরিত হয়—কেবল ক্লেশ বিদূরিত হয় না, স্বজনের সঙ্গে নিত্যবিহার, স্বজনের নিত্য সুখানুসন্ধান ও প্রীতি-আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকা যায়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচলিত প্রণালীর সহিত খাপ না খাইলেও কিম্বা আপাত দুর্ব্বোধ্য বা বিপ্লবী মনে হইলেও অকপটে অনুক্ষণ শ্রবণ-ফলেই শুভোদয় করাইবে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই অনাবিল বৈশিষ্ট্যের কথা কোটির মধ্যে একটিকে বুঝাইতে হইলে যেরূপ প্রচুরপরিমাণ চিদ্রক্ত ব্যয় করিতে হয়, আবার বুঝিতে হইলেও তেমনি সর্ব্বাঙ্গীন আত্মনিক্ষেপ করিতে হয়। কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষের হস্তামলক যে সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতিষ্ঠান জগতে রহিয়াছে, তাহার কথা যেরূপ আমরা আমাদের বহির্ম্মুখতা বা ভোগ ও ত্যাগের সাধারণ স্থূল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহিত খাপ খাওয়াইতে পারি, শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথাকে সেরূপ পারি না—তাহার গতি কোন্‌দিকে, তাহাও ধরিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া **শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথার প্রতি যদি আমরা কেবল মাত্র চিরবিদায়-অভিনন্দন প্রদান করি, তাহা হইলেও আমরা বঞ্চিত হইব।** সত্যের ও অসত্যের সমন্বয়, এক অদ্বিতীয়ের সহিত বহুর যে গোঁজামিল দিবার একটা সংক্রামক রোগ মায়াদেবীর দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে হয়ত' আমরা অনেকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্যের অন্তরে প্রবেশ না করিয়া, ইহাকে গোঁড়ামীর আদর্শও মনে করিতে পারি। পারমার্থিক জীবন আরম্ভ করিবার প্রভাতে একদিন জগদ্বন্ধুরও এই বিচার আসিয়াছিল, কিন্তু পার্থক্য এই যে, তিনি সেই সন্দেহ বা বিতর্ককেই সিদ্ধান্ত-কক্ষায় স্থাপন করিয়া তাঁহার সত্যানুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন নাই। তিনি সেই সন্দেহের যবনিকাকে উত্তোলন করিয়া বৈষ্ণব ও গুরুপাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শ্রবণের পথে চলিতে চলিতে সত্যানুসন্ধানের প্রগতি উপলব্ধি করিতে পারিয়া

"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥"

—এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, পরমধন ও তীব্রতম দুঃখ কি ?

শ্রীচৈতন্যদেব রায়রামানন্দকে প্রশ্ন করিয়া নিজ অভিপ্রায় রামরায়ের মুখে জানাইয়াছিলেন,—

"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী ॥
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৬—২৪৮)

জগদ্বন্ধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান্ ও পরমধনী, তাঁহার বিরহ হরিসেবার উদ্দীপক

জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় জাগতিক কোন প্রকার সুবিধাবাদের সেবা করিয়া পার্থিব-কীর্ত্তি রাখিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া তাঁহার

খ্যাতি হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠা কিছু নাই বলিয়াই দেবতা, ঋষি ও জগতের হরিবিমুখ লোকমাত্রই সেই খ্যাতির প্রতি ন্যূনাধিক ঈর্ষা করিয়া থাকেন, ইহা বহির্মুখতার চিরন্তন স্বভাব। কৃষ্ণভক্তের খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা বড় আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়ম্-সম্পাদক আচার্য্যত্রিক প্রভু-সমীপে বৈষ্ণবঘরে উপবিষ্ট শ্রীজগবন্ধু

নিষ্কপট ভোক্তৃ-অভিমানে সেবালয়-নির্ম্মাণের সহিত শ্রীজগবন্ধুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির-নির্ম্মাণের পার্থক্য

নির্ম্মল চেতনের পরমোপাস্য শ্রীরাধাগোবিন্দ বা শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠিগণের মধ্যে ধন্য, তাঁহার ন্যায় সম্পত্তিশালী জগতে সুবিরল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হউক, শ্রীচৈতন্যের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ

করিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে সম্পত্তিশালী করুক, প্রত্যেকেই দারিদ্র্য ও কৃপণতা হইতে বিমুক্ত হউক, ইহা তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তিনি বিষয়ীর ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির-মাত্র নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অর্চ্চনের সিদ্ধিতে যে হরিকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়, তিনি সেই সৌন্দর্য্য-বিগ্রহের উপাসনার জন্যই গুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপ এক অপার্থিব ধনে ধনী ও সদাগ্রবর বন্ধুকে হারাইয়া জগৎ আজ মহারত্নশূন্য হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তের বিরহের ন্যায় আর অধিকতর তীব্রতম দুঃখ নাই।

শ্রীজগবন্ধুর বিরহ-স্মৃতি-আরতির বৈশিষ্ট্য

পার্থিব সহায় সম্পৎশালী ব্যক্তি বা লৌকিক হিতকারী ব্যক্তিগণের জন্য শোক বা মৌখিক কিংবা আন্তরিক দুঃখ বা সমবেদনা প্রকাশের ন্যায় ভক্তের বিরহ-পূজা নহে। ভক্তের বিরহ আমাদিগকে অধিকতর নিবিড়ভাবে ভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, পার্থিব-জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রদর্শন করিয়া নিত্যজীবনের নিত্য সেবার পথে অহৈতুক ভাবে উদ্দীপ্ত ও রুচিবিশিষ্ট করিয়া দেয়। ইহাই ভক্তের স্মৃতি-পূজার সার্থকতা। প্রতিবৎসর এই সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তি-রঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সভার অধিবেশনের উদ্দেশ্যও ইহাই। লৌকিকতা ও ব্যবহারিকতা করিয়া সময় নষ্ট করিবার সময় আর নাই। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যাহাতে আমরা এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বতোভাবেই একান্ত কৃষ্ণানুশীলন-ব্রতে দীক্ষিত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে ঐকান্তিক হইতে হইবে।

শ্রীল জগবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল জগবন্ধু বরিশাল জেলার সুপ্রসিদ্ধ বানরীপাড়া গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া তিনি ১৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা মহানগরীতে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য আগমন করেন। নানা কঠোরতার সহিত সংগ্রামের পরে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হওয়ায় তিনি গঙ্গাতট-প্রদেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে ১৩২২ সালে বাগবাজার পল্লীতে একটি অট্টালিকা ও বাগান-বাড়ী প্রস্তুত করান। তিনি পূর্ব্বে বহুদেবতার পূজক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত আদর্শ দর্শনে তৎপ্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের সংস্পর্শ ও ১৩৩০ সালে রথযাত্রার সময়ে পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করায় পুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি প্রভুপাদের পদাশ্রিত হন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে একমাস কাল নিয়মিতভাবে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগ ভক্তমণ্ডলীর শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। ১৩৩৫ সালের ১০ই আশ্বিন বুধবার বামন দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ বাগবাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ১৩৩৬ সালের ৮ই বৈশাখ শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৩৩৭ সালের ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশীতে ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড্ হইতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে বরণ করেন এবং মাসাধিককাল-ব্যাপী মহোৎসব-সমাপ্তির ঠিক পূর্ব্বদিবস ১৩৩৭ সালে ৩রা অগ্রহায়ণ রাত্রি ১২টার সময় শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে

মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। তিনি ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিসর্জ্জন করেন নাই—অর্চ্চনে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজের মহাপ্রয়াণে ও আত্মনিবেদনে আপনাকে বলি দিয়াছেন—ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের বৈশিষ্ট্য।

—:০:—

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধুর স্বরচিত একটি কবিতা

"কি দিব, কি দিব তোমায় গুরুদেব আমি।
যে ধন তোমারে দিনু, সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার ধন, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব, কি যা'বে আমার॥
তুমি জ্ঞান মনের দুঃখ, আর কা'রে কই।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হ'য়ে রই॥
জগবন্ধু দাস কয়, শুন রসভূমি।
তোমার সব আছে, আমার কেবল তুমি॥"

স্মৃতি-তর্পণ

মৃত্যু-পথিক বিশ্বজনের সঙ্গী ছিল হাহাকার।
ভুক্তি মুক্তি পিশাচিনী শুষ্‌তেছিল রুধির তা'র॥
রোদন-ভরা সারা ধরার দুঃখরাশি ক'রতে দূর।
কৃপাসিন্ধু আচার্য্যদেব প্রকট হ'লেন নিখিল পুর॥
করুণায় তাঁ'র দশদিকে বাজে হরি-সেবা-সঙ্গীত।
সে সুরে মিশায় পরাণের তান যে চাহে আপন হিত॥
দেশে দেশে প্রতি নগরে নগরে গেছে তাঁ'র আহ্বান।
"এস ছুটে এস অমৃত-কামি! এস হে অমল প্রাণ॥"
সত্য-পিপাসু সত্তম যাঁ'রা, আসে তাঁ'রা দলে দলে।
পর শান্তি-সদন গৌড়ীয় মঠের বিজয়-কেতন তলে॥
কলুষহরণ করুণা-প্রবাহ নিত্য চেতন-মন্ত্রে।
উঠে অবিরাম সুখ-কল্লোল জীবনের বীণা-যন্ত্রে॥

যাঁ'রা এসেছেন অর্ঘ্য বহিয়া শ্রীগুরু-চরণ-ছা'য়।
সবাকার মাঝে আজি একজন মরমে জাগিছে হায়॥
প্রভু-প্রিয়কারী হে ভক্তিরঞ্জন! তোমার জীবন-কথা।
গাহিবারে পারি যথাযথ-রূপে, কি আছে উত্তমতা?
অমর! তব অমল চরিত অনবদ্য চমৎকার।
সুবাসপূত স্মৃতির ধূপে স্মরণ করি বারংবার॥
গৌর-বাণীর বিজয়ভেরী শুনেছিল তোমার কাণ।
শ্রোত পথের রথধ্বনি, শ্রবণ-শ্রাবণী ধারার গান॥
যবে প'শ্‌লো কাণে উচ্চতানে সেবা-সিন্ধুর কলরব।
ভাসিয়ে দিল, ছাপিয়ে দিল, চিত্তে নবীন মহোৎসব॥
জাগরণের ললিত বীণা মধুরস্বরে বাজ্‌লো যখন।
শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-রজে র'চ্‌লে ভালে তিলক-লিখন॥
সত্যারুণের কনক আভা প'ড়্‌লো এসে তোমার মুখে।
শ্রৌত বাণীর নিত্যপূজায় যোগ দিলে তাই পরমসুখে॥
এই দুনিয়ার মজার হাটে মহামায়ার পণ্য-শালায়।
মায়ার নফর অনেক আছে, তাদেরই জয় সকলে গায়॥
বেদ-গাথার জয়-জয়ন্তী দিগ্‌দিগন্তে প্রচার-তরে।
কি প্রেরণা জাগ্‌লো সদা, সেবারত চিত্ত'পরে॥

অমৃতের উৎস এক খুলে গেল সম্মুখে তোমার।
বন্ধুবর্গে বিতরিতে শুশীতল সেই সুধার ধার॥
বাণী-বিনোদ কুঞ্জবনের নিত্য সেবায় সঁপ্‌লে প্রাণ।
ধন্য তুমি হে শ্রেষ্ঠাত্মা, ধন্য ধন্য তব অবদান॥
পরাণের পুরে শত শতবার বেদন উঠিছে বাজি'।
তোমার পূজার যোগ্য উপচারে ভরেনি মোদের সাজি॥
কিবা আছে ধন, কি দিব তোমায়? সেবা-সম্পদ্ নাই।
তবু আশা জাগে, তুমি সকরুণ, অর্ঘ্য সাজাই তাই॥
মানসের বনে ফোটে যে কুসুম, তা'রই গূঢ় পরিমল।
আনিয়াছি সাথে, আর আছে শুধু বিরহ-নেত্র-জল॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে স্বয়ং আবির্ভূত
'অধোক্ষজ' বিষ্ণুবিগ্রহ।
আবির্ভাব-কাল—৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১;
১৩ জুন, ১৯৩৪, বুধবার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ | ১৯শ সংখ্যা

বেণু ও বপু

'বেণু' শব্দের সরলার্থ বাঁশী ও 'বপু' শব্দের অর্থ শরীর। বেণু বাঁশীর বাহন বা বাদ্যযন্ত্র, আর বপু বস্তুর অস্তিত্বের বাহ্য বাহন বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের লক্ষ্য স্বরূপ। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অতীতরাজ্য হইতেও বেণুর গান বর্ষণকে তাহার সুর পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচরীভূত না হইলে বপুর অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না।

পার্থিব রাজ্যে বেণু ও বপুর বৈশিষ্ট্য কতকটা এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে; কিন্তু অপার্থিব গোলোক-রাজ্য হইতে যখন স্বয়ং ভগবদ্বস্তুর বেণু ও বপুর অবতার হয়, তখন আমরা কিভাবে বেণু ও বপুর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার যোগ্য হইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বেণু সরল বা সোজা; কিন্তু কৃষ্ণের বপু বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গিম বা তিন জায়গায় বাঁকা। বেণু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়কে মথিত করে। অতএব বেণুর অবতার কর্ণাঞ্জলির মতো হয়। জগতেও দেখা যায়—জীব-জগতের মধ্যে যাহা অত্যন্ত ক্রূর বলিয়া বিবেচিত, সেইরূপ কুটিলগতি হিংস্র সর্পকেও সাধারণ বেণুধ্বনি বশীভূত ও মুগ্ধ করিতে পারে। হয়ত' যে সর্প বপুবিশেষকে দেখিয়া অক্লেশে অহিংসককের হিংসা করিয়া থাকে, সেই সর্পই সেই ব্যক্তির বেণুধ্বনি শুনিয়া আকৃষ্ট হয়, তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে ও চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে।

প্রাকৃত বপুকে আমরা চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পারি, কিন্তু বিজাতীয় চক্ষুর্দ্বারা অপ্রাকৃতবপুর দর্শন হয় না। মাংস-চক্ষু লইয়া কৃষ্ণের বপু দেখা যায় না। এক দেখিতে আর এক দেখিয়া ফেলিতে হয়। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শৃগাল-বাসুদেব প্রভৃতি বহুব্যক্তি কৃষ্ণের বেণু শ্রবণ করিতে

না পারিয়া কেবল মাংস-চক্ষু লইয়া কৃষ্ণবপুর আবৃতাবস্থা দর্শন করায় কৃষ্ণের কোটিকন্দর্প-নীরঞ্জিত বপু-মাধুর্য্য দর্শন করিতে পারে নাই। অপ্রাকৃত বপুর আবরণ-স্বরূপ স্থূলত্ব ভাবই উহাদের মাংস-চক্ষুর এক একটি 'ঠুলী' প্রস্তুত করিয়াছিল। কাজেই কেবল বপু দেখিতে গিয়া অনেক সময় স্থূলত্বই আমাদের চক্ষুকে আবরণ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্য-পাদপদ্ম বা বৈষ্ণব-পাদপদ্মের বেণু অর্থাৎ বাণী-শ্রবণের পরিবর্ত্তে—তাঁহার বাণীকেই বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবল আমাদের মাংস-চক্ষু লইয়া তাঁহাদের বপু দর্শন করি, তাহা হইলে মহাপথে স্থূলত্ব বা অবস্তুত্ব ঘবনিকার ন্যায় পতিত হইয়া বস্তু-দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইবে। তাই অনেকে সাধু দর্শন করিতে গিয়া মাংস-চক্ষুতে সাধুর স্থূলত্ব অর্থাৎ অসাধুত্বই দর্শন করিয়া আসেন। কারণ, যে পর্য্যন্ত আমরা শ্রবণে সাধুর বাণী বরণ না করিব, সেই পর্য্যন্ত এই চক্ষুর্দ্বারা কখনই সাধুদর্শন হইবে না। সাধুর বপু দর্শন করিতে গিয়া সাধুত্বের আবরক আমার চাক্ষুষ-জ্ঞানের দৃষ্টির স্থূলত্বই দর্শন করিয়া ফেলিব। কৃষ্ণের বপুর ন্যায় সাধু ও গুরুর বপুও বঞ্চিত অর্থাৎ তাহা সরলভাবে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। এজন্যই শ্রীব্যাসদেব "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" শ্লোকের দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। বপু বঞ্চিম বলিয়া আমরা বিষ্ণুর অর্চ্চাবতারে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নর-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, বিষ্ণুর পাদোদকে জলবুদ্ধি, কিংবা হয়ত গুরু, বৈষ্ণব বা আচার্য্যের নানাপ্রকার বপুগত দোষ কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে কামী, ক্রোধী, লোভী, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, মাৎসর্য্যপরায়ণ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকি। অনেক সময় আচার্য্যের আচরণ—গুরুবৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা ধারণা করিতে পারি না, বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

মাংসচক্ষুতে বপু দেখিতে গিয়া এখনও কতকগুলি সাহিত্যিক ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মায়াবাদী', কখনও বা একজন পণ্ডিত, কিংবা অপণ্ডিত বিকৃত-চিত্ত বা ভাবপ্রবণ ব্যক্তি মাত্র, কখনও বা ধর্ম্মপ্রচারক কিংবা সমাজ-সংস্কারক মাত্র প্রভৃতি কত কি কল্পনা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ না করিয়া যাঁহারা তাঁহার বপু বা বাহ্যবেশ দেখেন, তাঁহারা শ্রীরায় রামানন্দের নিকট বাহ্য ও দৈন্যচ্ছলে মহাপ্রভুর "মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী। কৃষ্ণভক্তি নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।"—প্রভৃতি বাক্যে বঞ্চিত হইয়া মহাপ্রভুকে একদণ্ডী মায়াবাদী সন্ন্যাসী কল্পনা করেন। কেন না, তাঁহারা তাঁহাদের মাংসচক্ষুর দ্বারা মহাপ্রভুর বাহ্যবেশ দেখিয়াই বিমোহিত বা বঞ্চিত হইয়াছেন। কেহ বা মহাপ্রভুকে মূর্গীরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াও 'চিকিৎসা-পুস্তক' লিখিয়া ফেলিয়াছেন! 'গৌরনাগরী' নামক এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় মহাপ্রভুর বপুদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কিছুকাল যাবৎ জগতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সরস্বতী, তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। যিনি অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্যে কাম-কোটি, সেই গৌরসুন্দরকে আকৃত-দর্শনে—মাংসচক্ষুতে দর্শন (?) করিতে গিয়া তাঁহারা ব্রাত্য হইয়াছেন। রায় রামানন্দ কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুকে মায়াবাদী জীব-বিশেষ(?) রূপে দর্শন করেন নাই, কিংবা সম্ভোগ-বিগ্রহ নাগরবরূপেও অনুভব করেন নাই। কাঞ্চন-পঞ্চালিকার (স্বর্ণ প্রতিমা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর) ভাবকান্তিতে সম্ভোগময় শ্যামবপুর বিভাবিতরূপ অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ কৃষ্ণের বেণু নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। বেণু-মাধুর্য্য ও বপুমাধুর্য্যে তাঁহার ভেদ-জ্ঞান নাই। তিনি প্রাকৃত মাংসচক্ষুর ন্যায় অগ্রে বপু দেখিয়া পরে বেণু-শ্রবণের ছলনা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি গৌরসুন্দরকে বলিয়াছিলেন,—

> মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি বীণা-ধারী।
> তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি॥
> (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩২)

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

> চল-স্থাবরয়োঃ শাস্ত্র-পরমানন্দমগ্নয়োঃ।
> ভবেদ্ধর্ম্ম-বিপর্য্যাসো যন্মিন্ ক্ষমতি মোহনে॥
> (শ্রীলঘুভাগবতামৃত ৫০০)

তাৎপর্য্য—যে মোহন-বেণুর ধ্বনিতে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিসমূহ পরমানন্দে নিমজ্জিত হয় এবং তাহাদের ধর্ম্ম-বিপর্য্যাস হইয়া পড়ে অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমের ধর্ম্ম ও জঙ্গম স্থাবরের ধর্ম্ম লাভ করে।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের

শ্রৌতবাণীকে সর্ব্বাগ্রে কর্ণ-বিবৃতর করিতে হইবে। শ্রবণ ছাড়িয়া অগ্রেই রূপদর্শনের স্পৃহা উদিত হইলে, আক্ষেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কোন কালেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয় না, কেবল কৃষ্ণমায়া দর্শন হয়। যাহারা শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া রূপদর্শনের স্পৃহায় লালায়িত, তাহারাই প্রাকৃতসহজিয়া। এই জন্য শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাগ্রে কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বেণু-ধ্বনি বা বাণী। এই বাণী-মন্ত্রের দ্বারা মাংসচক্ষুর স্থূলত-দর্শন বিদূরিত হইলে চক্ষু যখন দিব্যজ্ঞানাঞ্জনে রঞ্জিত হয়, বস্তুতঃ তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বপুর দর্শন হইয়া থাকে।

আজ একটি নিগূঢ় কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শ্রবণ করিয়া নিজে সতর্ক হইবার জন্য কীর্ত্তন করিতেছি। যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারা শুনিয়া রাখিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের সরস্বতী—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সরলা, তাহাতে বক্রতা নাই। তাহা শ্রবণ না করিয়া যেন আগামীর রূপ দর্শন করিতে বাধিত না হই। তাহাতে হয়ত বহির্মুখের জন্য অনেক বঞ্চনা-কৌশলও থাকিতে পারে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বাহ্য বপু বা অচিরেণ মাংসচক্ষুতে দর্শন করিয়া কেহ কেহ তাহা অনুকরণ করিতে গিয়াছিল, তাহাতে কেহ পুরীবত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল, কেহ বা শ্মশান হইতে মৃতের পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় আহরণ করিয়া উহার পরিধানকেই শ্রীগৌর-কিশোর প্রভুর আনুগত্য মনে করিয়াছিল। কেহ আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভোগী পুরুষত্ব হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অনেক সময়ে অনেক অজ্ঞাতিলাষীকে সুযোগ প্রদানের জন্য শিষ্যত্বে গ্রহণের অভিনয় বা প্রচুর স্নেহ-সৌজন্য প্রদর্শনের অভিনয়, কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসাদি করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই সকলই মাংসচক্ষুতে বপুদর্শনের দৃষ্টান্ত; ইহা বেণু-শ্রবণের আদর্শ নহে। শ্রীচৈতন্যের সরস্বতীই শ্রবণ করিতে হইবে। **যেখানে বাণীর সহিত বপুর আদর্শের বিপর্য্যয় বা বিরোধ-প্রতীতি হয়, সেখানে বাণীই অনুসরণীয়া।** যেমন শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই গরীয়সী, তেমন বাণী ও বপুর মধ্যে অর্থাৎ **ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও মাংস-চক্ষে দৃষ্ট আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সাক্ষাৎ সিদ্ধান্তবাণীই গরীয়সী।** সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও যেন মাংসচক্ষে দৃষ্ট প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য আদর্শে বঞ্চিত না হইতে হয়। ইহার মধ্যে সাধন-পথের বিশেষ নিগূঢ় রক্ষাকবচ নিহিত রহিয়াছে। **বাণী-শ্রবণই আমাদের রক্ষা-আড়ালী—মাংসচক্ষের বপু-দর্শন নহে;** তাহা হইতে অনেক সময়ে পতনের পিচ্ছিল পথ-প্রদর্শকও হইতে পারে। সাধু সাবধান!

সন্দেহ হইতে পারে, "যেমন বপুদর্শনের মধ্যে আত্মবঞ্চিকতা বা স্থূলতা আসিয়া পড়ে, তেমন ত' বাণী-শ্রবণের মধ্যেও নানালেকার আবরণ উপস্থিত হইতে পারে, সেরূপ স্থলে বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও ত' আমরা বিপথগামী হইতে পারি?" একদিকে এরূপ পূর্ব্বপক্ষের কতকটা সার্থকতা আছে; কিন্তু বাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বাণী শ্রবণ করিতে করিতে স্বয়ং বাণীই তাঁহার আবরণ ও প্রতিবন্ধকগুলিকে বিনষ্ট করিয়া দেন; কিন্তু বপু দর্শন (?) করিতে করিতে মাংসচক্ষুর আবরণ নষ্ট হয় না, কেন না মাংসচক্ষু বিজাতীয় বস্তু, অপ্রাকৃত বপু কোন দিনই তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না—তাহার গোচরীভূত হন না। কিন্তু বাণী স্বয়ংই আবরণ উন্মোচন করিয়া জীবের নির্ম্মলতা সাধন করে ও প্রতিনিয়তই যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। বপু যোগ্যব্যক্তির নিকট আত্ম প্রকাশ করে আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃতরাজ্যে বাণী ও বপু ভিন্ন নহে, বাণীই জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাহার বপুময়ী বা বিগ্রহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করে। অযোগ্যতা-বস্থায় সেই বিগ্রহময়ী মূর্ত্তির কিছুতেই দর্শন হয় না, এজন্য বপু হইতে বাণী গরীয়সী—এজন্যই স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইতেও ভগবানের নামকে অধিকতর করুণাময় বলা হইয়াছে।

প্রাকৃত শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃত শব্দে বহুত্ব, পরস্পর স্বগতভেদ, অন্যত্বাদি দোষ এবং বপু, গুণ ও ক্রিয়া হইতে ভেদ নিহিত। প্রাকৃত শব্দ ও প্রাকৃত বপু উভয়েই ষড়েন্দ্রিয়-চেষ্টার দ্বারা পরিমেয় ও জন্মমরণশীল অর্থাৎ অনিত্য। অপ্রাকৃত চেতন শব্দ তাঁহার ইচ্ছা-

ক্রমেই তাঁহার নিরন্তর সেবনপ্রবণ জিহ্বা-দ্বারায় প্রণত কর্ণেন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রণত কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিমলিত ও শোধিত চক্ষুতে সেই শব্দই স্বীয় অবতীর্ণ বপু প্রকট করেন।

তবে যাহারা বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিতে করিতে অসহিষ্ণু হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে, যাহারা শ্রীচৈতন্য-বাণীর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" —এই বাণীতে দীক্ষিত না হয়, যাহারা শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর নিত্য সেবানুশীলন না করে, তাহারা ত' অধঃপতিত হইবেই, তাহাদের কর্ণে নিত্যমঙ্গল ও নানা-প্রকার মল প্রতিবন্ধকরূপে সমুপস্থিত আছেই; তাহাদের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, নিরন্তর সরল হৃদয়ে বাণীশ্রবণ ও মাংসচক্ষুকে বপু দর্শনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে? সাধুগণ বলেন, বাণীশ্রবণই সেখানে নিয়ামক ও প্রামাণিক হইবে। কেননা, তাহা সরল, বপুর ন্যায় বঞ্চিত নহে।

বাণী বা বেণুর এমনই শক্তি ও মাধুর্য্য যে, তাহা অচেতন-প্রায় অর্থাৎ বিলুপ্ত চেতনেরও নিত্যসিদ্ধ চেতনবৃত্তির উন্মোচন করিয়া থাকে, আবার কল-চঞ্চলকে নৈষ্কর্ম্য মন্ত্রে (চেতনতার পরাকাষ্ঠা বা সর্ব্বোত্তম অবস্থায়) দীক্ষিত করিয়া থাকে; কিন্তু ভোগবুদ্ধিতে বপুদর্শনের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করিলে সেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে ভোগোন্মুখতা বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-চেষ্টা আনিয়া দেয়। তাই অভ্রান্তিবাদি-সম্প্রদায় পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়া হরিকথা শ্রবণ অপেক্ষা ভগবদ্দর্শনের (?) অধিক পক্ষপাতী।

কেহ হয়ত গুরুর (?) নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন,—"আপনি কি আমাকে ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন?" এইরূপ প্রশ্নকারীর অন্তর বেণুমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। যিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্য ভগবদ্বিগ্রহের সেবার জন্য লালায়িত, গুরুদেবের নিকট তাঁহার প্রশ্ন হইবে,—"আপনি আমাকে উপদেশ দ্বারা শাসিত ও শোধিত করুন। আমাকে চক্ষুদান করুন," হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি। সেই শ্রীহরিকে প্রথমে কর্ণ দ্বারাই দর্শন করা যায়, কর্ণ দ্বারাই তিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, কর্ণদ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবানের দর্শন কি, ভগবদ্দর্শন করা ভাল কি মন্দ, বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল না মন্দ, ইহা গুরুদ্বারা শাসিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি 'জানিয়া ফেলিয়াছি' মনে করেন, তিনি ত' গুরুর উপর গুরুগিরি করিলেন।—ইহা শিষ্যের লক্ষণ নহে—গীতার "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি-প্রশ্নেন সেবয়া"—বাক্যের আদর্শ নহে, বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"ও নহে; কি বেদান্ত বা শ্রুতির পথ, কি গীতা বা স্মৃতির পথ, সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বাণী-শ্রবণের জন্যই শিষ্যের অভিগমন। শিষ্যের প্রথম দর্শনীয় বিষয় 'বপু' নহে, প্রথম দর্শনীয় বিষয়—বাণী; কর্ণদ্বারা সেই বাণীর দর্শন হয়। প্রথমেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরিচালনা নাই। সর্ব্বাগ্রে কর্ণ, কর্ণবেধ-সংস্কারই গুরুর প্রথম কার্য্য। **কর্ণই চক্ষু প্রস্তুত করিবে, বাণীই বপু দেখাইবে।** বাণীই বপুর সন্ধান দেন এবং বপুরূপে প্রকটিত হন। মাংস-চক্ষু অপ্রাকৃত বপু দেখিতে পারে না বা দেখাইতে পারে না। যাহারা প্রথমেই ভগবান্‌কে দেখিব, এইরূপ ভোগ-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া নিজের বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর স্বরূপ তথা-কথিত গুরুর আশ্রয়-গ্রহণকারী অর্থাৎ যাহারা গুরুভোগ-কারী (?), তাঁহারা তাহাদের মাংসচক্ষুর বিচারে ভূতপ্রেত-জাতীয় কিংবা অন্ধকার বা শূন্যময় নির্ব্বিশেষ-জাতীয় কোন সত্তা বা ভাব যে গুরু দেখাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে "দুয়ো দিতে পারিলে না," অর্থাৎ যে গুরু আমাকে ভগবদ্বস্তু ভোগ করাইতে পারিলেন না, তিনি গুরুই নহেন মনে করিয়া কেবল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী অকৃত্রিম গুরুপাদ-পদ্মের সন্ধান হইতে অন্যত্র বিচরণ করে। আর যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীই অনুক্ষণ শ্রবণাঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেখানে শ্রবণের সহিত দর্শনের বিরোধ উপস্থিত হয়, বাণীর সহিত বপুর বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও চৈতন্যসরস্বতীরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই পুনরায় বলি, সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! সাধু সাবধান!!! হে দুষ্টমন, দুষ্ট ইন্দ্রিয়, বাণী-শ্রবণ ও তোমার মাংস-চক্ষুতে বপু-দর্শন এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বা বিরোধ দৃষ্ট হইলে বাণীরই শরণাপন্ন হইও—অপ্রাকৃত সরস্বতীতেই আকৃষ্ট থাকিও—অপ্রাকৃত বেণুধ্বনিই তোমার অনাবৃত আত্মার অভিসারের প্রকৃত দিগ্‌দর্শন করাইবেন—বেণুমাধুর্য্যই তোমাকে তোমার মঙ্গলের প্রগতির দিকে লইয়া যাইবেন—তুমি তোমার সাধনপথে চৈতন্যবাণীকেই তোমার ধ্রুবতারা কর।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, প্রচার্য্য-বিষয় বা বৈশিষ্ট্যের কথা জগতে বুঝাইতে হইলে অল্পকথায় বুঝান' যেরূপ বহুতর ব্যাপার, প্রচলিত ভাব-ধারার বিভাবিত ও অনুপ্রাণিত চিত্তে তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাও তদ্রোধিক গুরুতর কার্য্য। নিম্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কএকটি বৈশিষ্ট্যের অসম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করাইবার চেষ্টা হইল। স্ব-স্বযোগ্যতানুযায়ী এই সকল কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে।

১। জগতে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বা তাহাদের প্রতিযোগী কিংবা তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলক তুলনায় আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করে না, কারণ জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ন্যূনাধিক হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি, না হয় ভক্তির নামে মনোধর্ম্মের প্রচারকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন-কারী প্রচারক। জগতে অহৈতুকী ভক্তির অনুশীলনের নামে মিশ্রভক্তির অনুশীলন বা ভক্তির বাহ্যাঙ্গের অনুষ্ঠান-সমূহের যে অভাব আছে, তাহা নহে; সেইরূপ ভক্তির অভিনয় ও তাহার নেপথ্যে অভ্যন্তরীণ বা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-বাসনার যে তাণ্ডব হইতেছে, তাহা হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্যই উহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির দুর্গের পরিখা নির্ম্মাণ করা—শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তিকে দেহ বা মনের বৃত্তিবিশেষ জ্ঞান করেন না। ভক্তিকে সর্ব্বোপাধি রহিত কৃষ্ণনিষ্ঠ আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, স্বাভাবিকী, নিত্যা বৃত্তি বলিয়া উপলব্ধি করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 'ভক্তি' শব্দটি স্বীকার করেন, এমন কি কেহ কেহ ভক্তিকে যৌথিকভাবে চতুর্ব্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠও বলেন; কেহ বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত ভক্তিকে সমান অর্থাৎ উহাদেরই অন্যতম উপায় বিশেষ মনে করেন; কেহ বা যৌথিকভাবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভক্তিকে ন্যূনাধিক মনেরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বরণ করিয়া লন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তির সহিত অন্যান্য মনোবৃত্তির কোনপ্রকার জোড়া-তালি দিতে বা আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন।

৪। মনোধর্ম্মের গোঁড়ামি ও ভিত্তি অভিজ্ঞতার পুরস্কারে তথাকথিত সমন্বয়বাদ যে 'প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামির ধর্ম্ম' বা 'অধৈক্ষ ধর্ম্মবাদ' সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ কোন প্রকার গোঁড়ামির প্রচারও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য নহে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব সত্যকে 'সত্য' বলিলে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মকে 'অদ্বিতীয়' বলিলে "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—শ্রুতিমন্ত্রানুসারে পরতত্ত্বকে 'অসমোর্দ্ধ (যাহার সমান বা যাহা হইতে বড় কেহ নাই) বলিলে, পুত্রের একমাত্র পিতাকে 'ইনিই পিতা, অপরে পিতা নহে', সতীর 'ইনিই পতি, অপরে আমার পতি নহে' বলিলে অপরের নিকট বা সাধারণের নিকট ঐরূপ ব্যক্তির ঐরূপ উক্তিকে 'গোঁড়ামি' বা 'ধার্ষ্টিকতা' বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা অতত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব-দোষক। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই বাস্তব সত্যনিষ্ঠাকে লোকপ্রিয়তা ও মনমতের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত নহেন।

৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহির্ম্মুখ জনমতের সেবক নহেন, কিন্তু পরমেশ্বরের একান্ত জনগণের অভিমতের সেবক। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারে প্রকৃতি-জনমত সত্যের দিগ্‌নির্ণয়ের কম্পাস নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনমতই সত্যনির্ণয়ের একমাত্র যন্ত্র। প্রকৃতিজনমত-প্রাবাল্যের যুগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সত্যনিষ্ঠাটি তাঁহাকে স্বতঃই জগতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

৬। অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ এই জগতের অসুবিধা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত জনসাধারণের কথাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাণ্ডারের শেষ কথা নহে। অনর্থনিবৃত্তির পরে অর্থ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ জাগতিক সর্ব্ববিধ অসুবিধা যে জন্য দূর করা, সেই পরম-প্রয়োজনের অনুশীলনের জন্য বস্তুই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ-প্রীতির প্রবল উন্মুক্তির জন্য মুক্তির

প্রয়োজন। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রীতির অনুত্তম ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল রাজ্যে প্রবেশ করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য।

৭। আধ্যক্ষিকতা অর্থাৎ অক্ষ বা চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে মাপিয়া লইবার চেষ্টা জগতের লোকের বেদ-রক্ষার সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থাই তাঁহারা অপ্রাকৃতকে মাপিয়া লইবার পক্ষপাতী। তাঁহারা এই বাড়াবাড়ি প্রাণান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমগ্র মানব-জাতির আধ্যক্ষিকতার এই বাড়াবাড়ির প্রতিবাদকারী। মাংসচক্ষু, মাটিয়াবুদ্ধি নানা ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের বিচারবুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না, ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভূমৃষ্টিনাদে বিশ্বে ঘোষণা করিতেছেন।

৮। কখনও পরমেশ্বরে মানবত্বারোপ (Anthropomorphism), কখনও পরমেশ্বরে জন্তুধর্ম্মারোপ (Zoomorphism), কখনও মানব বা জন্তুতে ঈশ্বরত্ব-আরোপ, (Apotheosis) কখনও শ্রীবিগ্রহে জড়ত্ব-আরোপ, কখনও বা জড়ত্বে শ্রীবিগ্রহত্ব-আরোপ, কখনও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কখনও জাতীয়ত্বে বৈষ্ণবতা-আরোপ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার আধ্যক্ষিকতার মূর্ত্তি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার জননী হইয়া জগতের চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান-সমূহ অনেক সময়ই ইহাদিগের সহিত একটা সাময়িক রফা করিয়া লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু আধ্যক্ষিকতার এই বহুরূপী মূর্ত্তিগুলির সহিত প্রবল সংগ্রামের অগ্রক্ষিকর ভারের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। কারণ বাস্তব সত্যের সেবাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য, বহির্ম্মুখ লোকের সেবা নহে।

৯। ধর্ম্মের যে-সকল মূলসূত্র মোটাকথায় ধরা যায়, সাধারণ বুদ্ধিতে (common sense) যাহা ধর্ম্মের মূলসূত্র রূপে পরিগণিত ও পরিকল্পিত হইতে পারে, সাধারণের বিচার, বুদ্ধি, কল্পনা, অনুমান ও ধারণায় যাহা যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া 'পাপ' খাইতে পারে, সেই সকল ধর্ম্মের কথা—মনোধর্ম্মের কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন না বলিয়া সাধারণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাব ও ভাষা অনেক সময় দুর্ব্বোধ্য থাকে। মোট কথা, ভিন্ন ভূমিকা, ভিন্ন-চিত্তবৃত্তি, ভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন অভিমান দ্বারা আপনাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ভিন্ন রাখিয়া কেবল আগন্তুক বা তথাকথিত অতিরাগতিক যোগ্যতার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণীর উপলব্ধি দুঃসাধ্য। অথচ আগন্তুক পাণ্ডিত্য ও নানাপ্রকার যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাণী অনেকে অত্যাশ্চর্য্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পারেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কোন গ্রন্থের কঠিন শব্দগুলি শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিভাষার ভাণ্ডার নহে। ভাগবতের পরিভাষা, ভাগবতের চিত্তবৃত্তি, ভাগবতের ভূমিকা ও সিদ্ধান্তই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল ভাণ্ডার।

১০। গুরুরও ভ্রম হইতে পারে—এইরূপ অনুমান কিম্বা সাধে গুরু ভ্রান্ত হন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যকে স্ব-স্ব বুদ্ধির ছাঁচে গড়িয়া-পিটিয়া সাজার করিবার চেষ্টা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমনের চেষ্টা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেখানে দুর্জ্জনতার ছিদ্র আছে, যেখানে গুরুবর্গের মধ্যে কোন না কোন প্রকার দুর্জ্জনতা প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে অবজ্ঞ গুরু গুরুত্বের পাট গ্রহণ করিয়াছেন বা যেখানে শিষ্যত্ব ও গুরুত্ব সাময়িক চুক্তি মাত্র, সেখানেই ঐরূপ অনুমান ও আশঙ্কার অবকাশ আছে। গুরুর (?) প্রচারিত সত্তাও সাধে আধ্যক্ষিকের দেবতীয়ের কবলে কবলিত হইয়া ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের সহিত রফা করিয়া বলিতে-ছেন,—'তুমিও চুপ্, আমিও চুপ্'। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত সত্য, তাঁহার বাণী—অভ্রান্ত। যাঁহার কথা কপটীর এবং অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, তিনি গুরু নহেন। বাস্তব শ্রৌত সত্য ও আধ্যক্ষিকতার সহিত কোনই গোঁজামিল নাই,—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার।

১১। অবজ্ঞ গুরু অর্থাৎ যিনি শিষ্যের সম্মুখ দাঁড়াইলে শিষ্য তাঁহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দেখিতে পারেন না, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের প্রতিবন্ধকরূপে মধ্যপথে কেবল বঞ্চনা করিবার জন্য কপট বেষে উপস্থিত হন, সেইরূপ গুরু গ্রহণ করিয়াও যা শিষ্যের কল্পনার দ্বারা সম্ভার ও সৃষ্ট গুরু (?) নাম মাত্রে স্বীকার অথবা গুরুপাদপদ্মকে "ভগবান্" ও "ভক্তের" মধ্যপথে একটা অনাবশ্যক তৃতীয় ব্যাপার

বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অসাধু করিয়াও অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়, এইরূপ যে সকল কল্পনা ধর্ম্মের আকারে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। গুরুপাদপদ্মের বরণ না হইলে এবং সেই গুরুপাদপদ্ম সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হইলে পতিত অনাশ্রিত জীব কখনও ভগবৎপদাশ্রিত হইতে পারে না,—এই সত্যের ঐকান্তিক ভাবে প্রচারও শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

১২। হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক এবং সেই আচার শাস্ত্রীয় সদাচার হওয়া উচিত। যে-সকল স্থানে কলি বাস করে—দ্যূত, পান, বৈধ স্ত্রী-আসক্তি বা অবৈধ স্ত্রী গ্রহণ, পশুবধ, ভোগের জন্য অর্থাসক্তি বা ভোগার্থ অর্থাদির প্রাপ্তি হইল না বলিয়া কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি বিরাগ,—এই সকলই কলির সহচর। ভোগবুদ্ধিতে যে-কোন বস্তুর সঙ্গই দোষিৎ সঙ্গ। যাহারা ঐরূপ দোষিতের সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার অভিলাষ পোষণ করে বা উহাকে বহুমানন করে বা উহাদের সহিত কৃষ্ণসেবাকে সমান মনে করে, তাহাদের সঙ্গই—অসৎসঙ্গ। জগতে যদি এই প্রকার লোক অধিক সংখ্যক থাকে, এমন কি, শতকরা প্রায় শতজনও থাকে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের নিত্য উপকারের জন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরির সেবানুশীলন ও হরিকথার প্রচারময় জীবন-যাপনই সদাচার-গ্রহণ। এই সদাচার-গ্রহণে কোন প্রকার আপোষ বা সৌজন্যমিলের আবিলতা প্রবেশ না করাইয়া একান্তভাবে সদাচারের অনুসরণই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য।

১৩। ধ্যান, ধারণা, তপঃ, ব্রত, কর্ম্ম, ধর্ম্ম (পাপ বা পুণ্য), লোকরঞ্জন বা লোকের পরার্থানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সংস্কার করা কিংবা সামাজিক রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনকে পরমার্থের বাহক করিয়া লওয়া বা প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বা তদন্তর্ভুক্ত করিয়া জাগতিক কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদের অনুসন্ধান করা গৌড়ীয় মঠের অভিনিহিত উদ্দেশ্য নহে। কৃত্রিম ধ্যান-ধারণা, কৃত্রিম তপ-স্তপা বা জাগতিক বা অতিজাগতিক কোন প্রকার সুবিধা-বাদের অন্বেষণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে নাই। একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সার্ব্বকালীন সুখানুসন্ধানের জন্য চেতনের বৃত্তিকে প্রকাশ করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

১৪। কৃষ্ণ কবিকল্পনার বস্তু নহেন, কৃষ্ণ ইতিহাসের পরীক্ষণীয় মরণশীল পাত্র নহেন, কৃষ্ণ রূপক, আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ভাব বা পদার্থবিশেষ নহেন, কৃষ্ণ মানসিক সাধনা মাত্র নহেন, কৃষ্ণ লম্পটগণের আদর্শ নহেন, কৃষ্ণ আই, পি, সির আসামী নহেন, কৃষ্ণ সাময়িক পূজার পাত্র মাত্র নহেন। মানব-কল্পিত ঐরূপ কৃষ্ণের ভজন (?)-প্রচার শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার নহে। কৃষ্ণ নিখিল রসের মূল নায়ক, তাঁহার আনন্দচেপাত্র অপ্রাকৃত রসের চরম আদর্শ, বাস্তবীয় বুদ্ধি, বিচার ও ইতিহাস কৃষ্ণের পরমস্বরূপোত্তার আহরণ করিতে পারিলে ধন্যাতিধন্য হয়, কৃষ্ণ অমরগণের অমৃত স্বরূপ, নিখিল বাস্তব রূপরাশি কৃষ্ণের পরমস্বরূপটার আলোকিত, সমস্ত সাধনা ও সাধ্য কৃষ্ণপাদের অতি-আনুষঙ্গিক প্রাথমিক যাত্রা, কৃষ্ণলীলা জগতের লাম্পট্য দূর করিবার জন্য পরমতত্ত্বের নিষ্কুণ্ঠ স্বেচ্ছাময়তা প্রচার-কারিণী, কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ নিত্যগণের মধ্যে পরমনিত্য—এইরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-প্রচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য।

১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যেন অনেকে সংস্কারক (Reformer) বলিয়া ভুল না করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্কারকও নহেন বা নূতন-মত-প্রবর্ত্তকও নহেন, পরন্তু সনাতনের পুনঃসংস্থাপক। বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য ও সনাতন, কাল তাহাকে সৃষ্টি করে নাই, ইতিহাস তাহার আদি গণনা করিতে পারে নাই। যে ধর্ম্মকে ইতিহাস ও কাল তাহার অধীন করিয়াছে, তাহা নিত্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, নৈমিত্তিক মনোধর্ম্ম মাত্র। সেই সর্ব্বাদি ও অনাদি নিত্য আত্মধর্ম্মেরই প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ। নিত্য ও সনাতনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, কমাইয়া বাড়াইয়া সংস্কার করা যায় না। সনাতন আত্মধর্ম্ম লোকের বহির্ম্মুখ-তার নিকট যুগে যুগে অন্তর্হিত বা সুপ্ত হয়, তাহা যুগে যুগে পুনরাবিষ্কার করাই আত্মধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্যগণের অবদান। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে "নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং" বাক্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১৬। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে

ঐতিহাসিক কালের অবর্বাচীন, বেদ-সংহিতা ও উপনিষদের পরবর্তী কালের রচিত, কেহবা ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস হইতে ভাগবতকার যাহার পার্থক্য, কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে আধুনিক কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিতের সৃষ্ট পুঁথিমাত্র, কেহ বা বোঁয়ালি ও পদ্মীর রাজ্যের গল্প পরিপূর্ণ অপ্রামাণিক পুরাণ মাত্র, কেহবা ভাগবতকারের লেখনীর মধ্যে ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাসের বিপর্য্যয় ও অসামঞ্জস্য প্রভৃতি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টায় ভাগবতধর্ম্মকে নব-প্রমাণাদির অধীন মানবের রচিত অবতম ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিবার অভিসন্ধি পোষণ করেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের 'পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ,' 'ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ,' মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ,' 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,' 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আজ প্রাতঃকালে আমরা যে সূর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট নূতন বা অমুক সনের অমুক তারিখের অমুক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে মনে হইলেও বস্তুতঃ সূর্য্য নিত্য, সনাতন ও স্বপ্রকাশ। সূর্য্যই কালচক্র বিধান করিতেছে, কালের মধ্যে সূর্য্য সৃষ্ট হয় নাই। যুগে যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার বিভিন্ন ব্যাসের হৃদয় ও লেখনীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রৌতসত্য যুগোপযোগী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রাচীনতার ছলনা শ্রৌতসত্যকে মলিন করিতে পারে না। সেই জন্যই শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়াছেন, ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের সৃষ্ট, মানব, ঋষি বা দেবতার সৃষ্ট নহে—তাহা বেদের পরিপক্বফল, সমস্ত নির্ম্মৎসর সাধুগণের সেবিত। সেখানে মোক্ষাভিসন্ধিরূপা কপটতা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। বেদের শিরোভাগ প্রতিপাদ্য নিত্য যাঁহার আরতি করেন, সেই ভগবন্নামের অনুশীলনই ভাগবত ধর্ম্মের একমাত্র বিষয়। সেই নামই প্রণবের প্রস্ফুটিত রূপ। প্রণব বেদমাতা গায়ত্রীর মূল বা বীজ স্বরূপ। সেই বীজ হইতেই 'ভাগবতধর্ম্মরূপ নিগম-কল্যাণ-কল্পতরু' পল্লবিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে অমৃতফল ফলিয়াছে, তাহাই নির্ম্মৎসর সাধুগণ শ্রৌত-পরম্পরায় জগতে লইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে শুক বা মধ্বাচার্য্য এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব, তদনুগ গোস্বামিগণ যে ভাগবতধর্ম্ম বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত পরম্পরার ধারায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ বরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই প্রেমময়তরু হইয়াও অসংখ্য মালিরূপে সর্ব্বত্র সেই ফল বিতরণ করিয়াছিলেন। এই ফলের রসাস্বাদন এবং নিখিল বিশ্বে তাহার বিতরণের নামই বাস্তবসত্যের যথার্থ প্রচার ও যথার্থ জীবে দয়া। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর সেই প্রচার বা জীবে দয়ার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রৌত শিষ্যপরম্পরার ধারায় এই 'চাপরাস্' প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১২৯)

• • •

অতএব আমি আজ্ঞা দিনু সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৩৬)

• •

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

• • •

শ্রীচৈতন্যের এই আদেশ-বাণী—এই 'চাপরাস্' শ্রৌত-পরম্পরায় লাভ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই প্রচার-ব্রত বরণ করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যের বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী আজ বিশ্বাকাশে উড্ডীন হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের ভবিষ্যদ্বাণী "পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬) আজ সফল হইতেছে।

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্বদেশ ও বিদেশ সর্ব্বত্রই হরিকথা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সাধারণের বিচারে যাহা 'স্বদেশ' বা 'বিদেশ', শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার তাহা নহে। প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতা 'চৌদ্দ-পোয়া'কে অবলম্বন করিয়াই উদিত হয়। আত্মার সম্বন্ধে

সকলেই স্বরূপতঃ আত্মীয়, সেই স্বরূপের বৃত্তি 'হরিসেবা' উদ্বোধন করাইবার জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর সকলকে হরির সেবক-সূত্রে আত্মীয় করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ সঙ্কীর্ণ জাতৈশিক বা বৈদেশিক সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন না করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। জাগতিক সভ্যজাতির অনুসরণেই অন্যান্য জাতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যকথা দ্বারা পাশ্চিম স্বাধীন ও সভ্য-জাতির হৃদয় বিজয় করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ পাশ্চাত্য-দেশে প্রাচ্যের বাণী-বাহক দূত-সমূহকে প্রেরণ করিয়া-ছেন। লণ্ডন মহানগরীতে ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন পল্লীতে শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় তথা মনীষিমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যের বার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে এবং তথায় "লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ" নামে একটি প্রচার-কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। কএকজন জার্ম্মেন মনীষীও আচার্য্যের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া প্রচার-কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। কেহ কেহ মঠ-জীবন যাপন করিবার উপযোগী সকল সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ম্মাল্য ভগবৎপ্রসাদ সেবন ও শ্রদ্ধার সহিত তুলসী-মালিকায় হরিনাম-গ্রহণ, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ ও অনুক্ষণ হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহারা তাড়াটিয়া নহেন বা অন্যকোন ইতর লোভে লুব্ধ হইয়া আসেন নাই। যাহারা অন্যাভিলাষ লইয়া গৌড়ীয়মঠে আসিবার অভিনয় করে, তাহারা এখানে অধিকদিন টিঁকিতে পারে না—ছল-ছুতা প্রকাশ করিয়া কেলিতে বাধ্য হয়। কাহাকেও পূর্ব্ব ইতিহাস বা ভোগময় জীবন কিংবা ভোগময় জীবনের প্রতিযোগী আপাত ত্যাগময় জীবনের প্রতিষ্ঠাগর্ভ সাময়িক কঠোরতার মধ্যে সংরক্ষিত করিয়া কোন ধর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠানের স্থাবক করা তাঁহার হৃদয় বা চেতনময় নহে। পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত করাইয়া একান্তভাবে আনুগত্য-বরণের জন্য যে শক্তি-সঞ্চার, তাহাই যথার্থ হরিকথা। কপটসন্ন্যাসিবাবাজীর দুর্গ হইতেও এইরূপ কএকজন মনীষী শ্রীগৌড়ীয় মঠের আশ্রয়ে সাড়া দিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিয়া আচার্য্যের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত। পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত করাইয়া চেতন-বাণীর রাজ্যে পরিচালন করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থবার্ষিক স্মৃতি-মহোৎসব

তিথি কৃত্য

গত ৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনমহোদয়ের মহাপ্রয়াণতিথি-উপলক্ষে তাঁহার ভক্তি-মতী সহধর্ম্মিণীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে দ্বাদশ-স্মৃতিবিধানানুসারে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা তাঁহার পারমার্থিক শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করেন। শ্রীমন্দিরের সংঘের পশ্চিমপার্শ্ববর্ত্তী মহাদানস্থ শ্রীল জগবন্ধুর সমাধিকুঞ্জ শ্রীল জগবন্ধুর আলেখ্য এবং পুষ্পমালা-পতাকা-ধূপ-দীপ-বস্ত্রাভরণাদি-দ্বারা অতি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রান্তে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-মুখে সমাধি পরিক্রমা করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ আচার্য্যার্য্যিক প্রভুর শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ গোস্বামিচরণগণের বিরহ-স্মৃত্যুদয়ে তদ্বিধেয়রূপে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ শ্রীমন্দির-সম্মুখে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" এই বিপ্রলম্ভ-গীতিটি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ আচার্য্যার্য্যিক প্রভুর আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-মুখে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সমাধিকুঞ্জ পরিক্রমা করিয়া শ্রবণ-সদনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" গীতিটি কীর্ত্তন করিবার পর আচার্য্যার্য্যিক প্রভুর ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর শ্রৌতী মহারাজ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত পরার্থিতার বৈশিষ্ট্য বিচার-মুখে শ্রীজগবন্ধুর দানের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার সেবাদর্শ, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর নিত্যসেবা তাঁহারই অর্থানুকূল্যে—তাঁহার প্রাণময় সেবোৎসাহে নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে স্বল্পক্ষণ মহাপ্রয়াণ—সেবাব্রতোদ্‌যাপন প্রভৃতি বিষয় বর্ণন-মুখে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহোদয়ও শ্রীজগবন্ধুর আদর্শ-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলেন। অতঃপর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ 'নাহমিহ্নি বাজাই বীণা' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভাভঙ্গ

হয়। মধ্যরাত্রিকীর্ত্তনের পর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আলেখ্যখানি সভাগৃহে একটি উচ্চাসনে পুষ্পমাল্যাদি বিমণ্ডিত করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল বহু সজ্জন তাঁহার আদর্শ সেবার প্রশস্তি কীর্ত্তনমুখে তাঁহার উদ্দেশ্যে যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বিরাট্ স্মৃতি-সভা

গত ২৩ অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের চতুর্থ বার্ষিকী স্মৃতি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সারস্বত-প্রবচন-সদন' নাট্যমন্দিরে মণীপুরের মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত কুলেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম্-এস্-সি বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিবস প্রাতে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম শ্লোক ব্যাখ্যা-কালে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল ভগবন্ধুর আদর্শসেবা-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-মুখে বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-মহোৎসব যে আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্মের অধিষ্ঠিতি জাগরূক করিয়া নিত্যমঙ্গল বিস্তার করেন, তদ্বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেন। সায়াহ্নে যথাসময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আদৌ শ্রীগৌরবিনোদান্বভিউকে দণ্ডবৎপ্রণতি-বিধানের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক সভাস্থলে প্রবেশ করিলে সভাস্থ সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আচার্য্যের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি-দ্বারা তাঁহার শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন। প্রভুপাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর সভাস্থলে প্রবেশ করেন। সভার দ্বারদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় মাননীয় রাজা বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থলে লইয়া আসেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল্ মহোদয় 'গৌড়ীয়', ভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি-সংখ্যার (১০ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা) প্রকাশিত 'স্মৃতিতর্পণ' কবিতাটি উদ্বোধন সঙ্গীত-রূপে কীর্ত্তন করিলে সভাপতি-নির্ব্বাচনের কার্য্য আরম্ভ হয়। তদনুসারে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস্ মহোদয় 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ', 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্', 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' প্রভৃতি শ্লোকোচ্চারণ দ্বারা মঙ্গলাচরণমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মঠের আচার্য্য এবং সেই আচার্যাচরণাশ্রিত ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ও অদ্যকার সভায় আমন্ত্রিত মণীপুরের রাজা বাহাদুরের সম্ভ্রমোদ্দীপক ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন পূর্ব্বক মণীপুরের রাজা বাহাদুরকে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব সভার সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর সানন্দে সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সমবেত সভ্যবৃন্দের হর্ষ-সূচক করতল ধ্বনির মধ্যে মাননীয় রাজা বাহাদুর সভাস্থকে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররূপে আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্যও সেই মঞ্চোপরি পৃথক্ আসনের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতির এবং আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করেন। সভাপতি মহোদয় সমীপে শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনানন্তর সভার কার্য্য আরম্ভ করেন।

সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুবর দাসাধিকারী এম-এ, বি-এল মহোদয় ১০ম বর্ষ গৌড়ীয় ১৮শ সংখ্যা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমাপীঠের ছাত্রমণ্ডলীর উপহৃত 'প্রণতাঞ্জলিঃ' শীর্ষক একটি দশশ্লোকী সংস্কৃত কবিতা ও তৎপর শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় 'স্মৃতি-তর্পণ' নামক বাঙ্গালা কবিতাটি আবৃত্তি করেন। অতঃপর 'গৌড়ীয়'সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গৌড়ীয়ের উক্ত সংখ্যা হইতে তাঁহার রচিত "শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চতুর্থ বার্ষিকী বিরহস্মৃতি" প্রবন্ধ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের 'গৌড়ীয়' হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্ভোষের রাজা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কেটি ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী অনারেব্‌ল স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় কেটি—সভাপতিমহোদয়ত্রয়ের বক্তৃতার কোন কোন অংশ পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ইংরাজীভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের পূর্ব্বে বলেন যে, ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি-সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কোন কোন সভাপতি ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, এজন্য তিনিও অদ্যকার অভিভাষণ ইংরাজী ভাষায়ই প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। নিম্নে উহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্যানুবাদ প্রকাশিত হইল। সবিস্তারে পরে প্রকাশ্য।

"প্রভুপাদ, সম্পাদক মহোদয়, মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! অভিভাষণের প্রারম্ভে আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, এইরূপ পারমার্থিক সভার সভাপতিত্ব করিবার পক্ষে আমি বিশেষ অনুপযোগী। অবশ্য আমার সামাজিক জীবনে আমাকে অনেক সময় বহু সাধারণ সভাসমিতিতে সভাপতির কার্য্য করিতে হইয়াছে। সেই সকল সভার কর্ত্তব্যগুলি আমার যোগ্যতার উপযোগী হওয়ায় আমি উহাদিগকে আমার বিবেকবুদ্ধি অনুসারে সম্পাদন করিতে

সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু আজ এই পুণ্যতমস্থানে যে সভার অধিবেশন হইয়াছে, তাহার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র। এখানকার সভ্যবৃন্দ ভগবদ্ভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা জীবন্ত উপনিষদ্ বিশ্বাসের অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হইয়া আমার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছেন। কাজেই এরূপ স্থানে, এজাতীয় সভায় আজ রজনীতে গৌরোদ্বিত্যের গুরুতর কার্য্যের ভার বহন করিতে গিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ আমার যোগ্যতারই অত্যন্ত অভাব অনুভব করাইয়া দিতেছে। আমি ইতঃপূর্ব্বে যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমি বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি যে, আমার উপর আজ যে পরমগৌরব-জনক সেবাভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা যদি অধিকতর যোগ্যব্যক্তির উপর অর্পিত হইত, তবেই ইহা সুষ্ঠু হইত। তবে যখন আমি পূজ্যপাদ গোস্বামীজী মহারাজের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের কোন সেবার আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমি সেই আদেশ পালন করিব এবং তজ্জন্য বিশেষ গর্ব্বব্যঞ্জক আনন্দানুভব করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিব।

পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সদাশয়তায় শ্রীগৌড়ীয় মঠাধিষ্ঠানের এই সুবৃহৎ শ্রীমন্দিরাদি কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সকলেরই ন্যূনাধিক এরূপ সুজ্ঞাত যে, উহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ও আত্মারূপে প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে শাস্ত্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি, প্রগাঢ় ভক্তিবিনয়-মণ্ডিত ব্যক্তির প্রকাশ ও এক অতিমর্ত্ত্য দিব্য-জ্যোতিঃতে এই সভার সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাকে উদ্ভাসিত করিয়া এখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারই হাতে গড়া এই মহৎ প্রতিষ্ঠান জগতের অন্যতাপূর্ণ মনোধর্ম্ম-পর মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে এবং ইহার মধ্যে এই মহৎ-প্রতিষ্ঠানের যে কিরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস। আজ আমি আপনাদের নিকট তাহা বর্ণন করিবার অবসর পাইব না বলিয়া ইহা ভবিষ্যতে অন্য কোন অবসরে বলিবার জন্য স্থগিত রাখিলাম। ইহা আপনাদের সকলের নিকটই সুপরিচিত যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ বিকৃত উপায়ে কেবল এই বিস্তৃতভারতবর্ষে নহে, পাশ্চাত্য প্রদেশেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ ও একান্ত সত্যনিষ্ঠ প্রচারকর্ম্মের দ্বারা বিকৃত হইতেছে। ইহা সকলকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ সনাতনধর্ম্ম প্রচারের মেরুদণ্ডে বিষ্ণুপাদ মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরেরই কৃপাশক্তি সঞ্চারিত রহিয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিস্তিতমুখী অবদান ও পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের বিপুল সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা ও সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য সমাধা করেন। সভাপতি মহোদয়ের ইঙ্গিতানুসারে শ্রোতৃমণ্ডলী একবার দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীল জগদ্বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

সভাপতির বক্তৃতার অন্তে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবী শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রকৃতকথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শ্রোতা, বক্তা ও উপস্থিতমণ্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উপসংহারে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় 'গুরুমুখপদ্ম বাক্য চিত্তে করি ঐক্য'—এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় কলিকাতা মহানগরীর ও অন্যান্য স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। আমরা তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদান করিতেছি :—

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া; অনাদিরঞ্জন বসু এস্-ডি-ও, খুলনা; রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ; ধনাম-ধন্য কবিরাজ শ্যামাকাশ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; বৃন্দেশ্বরীপ্রসাদ আগরওয়ালা; কিরণচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস্; হরিপদ দত্ত; কবিরাজ যদুনাথ সেন; ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী বি-এস্সি, এম-বি, এম-আর-সি-পি (লণ্ডন); ডাঃ সতীরঞ্জন সেন এম-বি; ডাঃ বি, রায় এম-বি, এফ্-আর-ই-এস্, এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন); ডাঃ আর, এন, গুহ ঠাকুরতা; ডাঃ অতুলচন্দ্র রক্ষিত বি-এস্সি, এম-বি; মিঃ জে, এন, বসু—দারভাঙ্গা মহারাজের প্রাইভেটসিয়াল সেক্রেটারী; ব্রহ্মদেশের হেনজাদা গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের সিনিয়র টীচার নরেন্দ্রমোহন পোদ্দার এম-এ,বি-টি; নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল (মেসার্স ও, এন, মুখার্জী এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী); মিঃ যামিনীকান্ত সেন আর্টিষ্ট; হতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার-এট-ল, কলিকাতা হাইকোর্ট; রেভারেণ্ড এম, আর, রোজেস্; সুরেশচন্দ্র সাহা, কুষ্টিয়ার জমিদার; কামিনীমোহন রায় চৌধুরী, মনোমোহন রায় চৌধুরী, সত্যমোহন রায় চৌধুরী—চাকা, বালিঘাটির জমিদার; ধীরানন্দ সাহিত্যিক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; আচার্য্য কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, হেড্-মাষ্টার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীধাম-মায়াপুর; পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ হেড্ পণ্ডিত, ঐ; অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, কটক প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রীরূপ পুরী মহারাজ,

শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামী তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও অন্যান্য মঠের বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বহু ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বসিবার পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল। সভামণ্ডপটি সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ও নানাবর্ণের বস্ত্রাভরণে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীল জগবন্ধুর আলেখ্যখানি শ্রীগুরু-বর্গের আলেখ্যের নিম্নদেশে সুসজ্জিত কাষ্ঠাসনে পুষ্প-মালো বিভূষিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর সুব্যবস্থাপনার সহিত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

পর দিবস অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় দীন-দরিদ্র-কাঙ্গালগণকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মধ্যে সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর জয়গান করিতে করিতে প্রসাদ-সম্মান এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে ভক্তিরঞ্জন-জীবনী ও স্মৃতি-সভার বিবরণ

গত ৯ই ডিসেম্বর রবিবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় "Jagabandhu Anniversary:—Public Meeting at Sree Gaudiya Math, Short life sketch" শীর্ষক সংবাদে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আলেখ্য-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ঐদিবস সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে একটি সভার অধিবেশন হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত তারিখের 'ষ্যাড্‌ভান্স্' পত্রে "Late Sj Jagabandhu Dutta: Builder of Gaudiya Math Temple" শীর্ষক সংবাদে শ্রীল জগবন্ধুর আলেখ্য-সহ তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দিবসের 'হরিজার্ড'পত্রেও "J. B. D.—Sree Pad Jagabandhu Bhaktiranjan" শীর্ষক প্রায় তদ্রূপই সংবাদে শ্রীল জগবন্ধুর জীবনী-সহ সভার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ১২ ডিসেম্বর বুধবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় "জগবন্ধু-বিরহ-স্মৃতি—শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা" শীর্ষক সংবাদে গত ৯ ডিসেম্বর রবিবার তারিখের সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐদিবসের 'ষ্যাড্‌ভান্স্' পত্রেও "Sree Gaudiya Math: Grand Anniversary meeting" শীর্ষক সংবাদে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভার বিবরণ, মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং পর দিবসও সহস্র সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ-বিতরণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

নিউদিল্লীতে—গত ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিউদিল্লীর 'রাজেন্দ্রভবনে' সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও উপদেশ, মুক্তি-মুক্তি ও ভক্তির তারতম্য, গৌরানুগত্য-স্বীকারেই জীবের মঙ্গলোদয় প্রভৃতি বিষয় বহুক্ষণ ধাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। ডি, ডি, পি, টি অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত টি, এন্, চাটার্জ্জি, চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী ও সত্যানুচিৎসু ডাক্তার জে, কে, সেন প্রমুখ বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরপ্তকুহক বাস্তবসত্যের কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত ও আনন্দিত মন এবং এই সব মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই 'রাজেন্দ্র-ভবনে' ৩।৪ দিন অবস্থান-কালে নিউ দিল্লীর বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ সভায় আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন।

রাজপুতনায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অম্বুজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রাজপুতনার বিভিন্ন করদ রাজ্যে প্রচার করিতেছেন। গত ৮ই ডিসেম্বর ঢোলপুররাজ্যের মাননীয় মহারাজ রাণা মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদিগকে রাজকীয় অতিথি-রূপে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। মহারাজ রাণার পূর্ণ সংজ্ঞা—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল হিজ হাইনেস্ রাইটাঁদ ধৌলা সিপহদার-উলমুল্ক্ শ্রীমৎ রাজাই হিজ্ মহারাজাধিরাজ শ্রীশিওদাই মহারাজ রাণা শ্রীউদয়ভান সিং দোকৌজ বাহাদুর ডিনার অং জরদেব জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, কে-সি-ভি-ও। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের এইস্থানে হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া গোয়ালিয়রে এবং মহা-মহোপদেশক ভক্তিসারঙ্গজীর রাণাসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জয়পুর রাজ্যে প্রচারে যাইবার কথা।

প্রাগে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ গত ১৭ই নভেম্বর জার্ম্মাণীর 'ড্রেস্ডেন' নগর হইতে চেকোস্লোভেকিয়ার (Czechoslovakia) রাজধানী প্রাগে গমন করিয়া অপরাহ্নে একটি মহতী সভায় জার্ম্মাণ ভাষায় "হিন্দুধর্ম্মন-মতে ভগবদ্ধাম"-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। সভার সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক উইণ্টারনিজ (Winternitz)। এইস্থানে প্রায় ৮০ জন উচ্চশিক্ষিতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর অভি-ভাষণ সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

প্রাগে একৃসা (Axa) নামক হোটেলে স্বামীজীর অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতার পরে অনেকেই স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ৬জন সরল অন্তঃকরণে বাস্তবসত্যের প্রকৃত প্রচারক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিয়মন-কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে নাম-প্রার্থী। শ্রীপাদ বন মহারাজ অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া যাহাতে পুনরায় অতি সত্বর প্রাগে গমন করেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে নিবেদন বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। ১৮ই নভেম্বর স্বামীজীকে নগরীর বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন করান হয়।

ভিয়েনায়—গত ১৯শে নভেম্বর সোমবার শ্রীপাদ বন মহারাজ ও তাঁহার সহকারী মিঃ আর্থার সুলজ্ প্রাগ হইতে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় শুভবিজয় করেন। কতিপয় বিশিষ্টব্যক্তি স্বামীজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান এবং "Hotel Imperial Wien"এ স্থান প্রদান করেন। এই স্থানে অপরাহ্নে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন।

গত ২০শে নভেম্বর ব্রিটিশ-মন্ত্রী হিজ্ এক্সেলেন্সি স্যর ওয়াল্টার কোর্ড সেল্ব (H. E. Sir Walford Selb) ঐ সুপ্রসিদ্ধ হোটেলে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। এই দিবস অপরাহ্নে ভিয়েনার একটি সুমহতী সভায় শ্রীপাদ বন মহারাজ ইংরাজী ভাষায় "ভারতের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি" (India, her religion and culture) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ অষ্ট্রেট-অধ্যাপক ডাঃ ইউজেন ওবারহুমার (Aufret Prof. Dr. Eugen Oberhummer)। ভিয়েনার উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় বহু শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ-মন্ত্রী হিজ্ এক্সেলেন্সি স্যর ওয়াল্টার্কোর্ড সেল্ব্ মহোদয়ও ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কএক বৎসরের মধ্যে ভিয়েনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে কএকটি বক্তৃতা হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক স্বামী বনের বক্তৃতা অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় পাশ্চাত্যবাসীদিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী বা শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আদর করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই অতিশয় আনন্দের সংবাদ। ইহা যে সমগ্র ভারতেরই বিশেষ গৌরব, তাহা সজ্জনমাত্রই স্বীকার করিবেন।

বার্লিনে—অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা হইতে গত ২১শে নভেম্বর নিজস্ব সংবাদদাতা বিমানডাকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম হিজ্ ম্যাগ্নিফিসেন্স্ দি আর্ন্, এম্ উবারফুরার অধ্যাপক আরনিম (Uberfuhrer Prof. Arnim) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। গত ৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে বার্লিনের Lessing Hochshuleতে স্বামীজী সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণ-ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী সম্বন্ধে (The Message of the Gaudiya Mission) বক্তৃতা প্রদান করেন। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রফেসার শ্প্রাঞ্জার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

২৪ নভেম্বর বার্লিনস্থ ভারতীয় ছাত্রসমিতিতে ইংরেজী ভাষায় "হিন্দুর জীবন-যাপন-প্রণালী" (The Hindu View of life) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর উভয় বক্তৃতাই শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ১০ই নভেম্বর শ্রীপাদ বন মহারাজ বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "শ্রীচৈতন্যের দর্শন" সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই দিন শ্রোতার সংখ্যা অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর অভিভাষণের উচ্চ প্রশংসা করেন। অতঃপর স্বামীজী আগামী ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বার্লিনে আরও দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি গত ২১শে অক্টোবর হইতে ১২ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বার্লিনে ছিলেন। এই সময়ে তিনি উক্ত বক্তৃতাসমূহ ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু ব্যক্তিকে আলোকিত করিয়াছেন।

লিপজিগে—গত ১২ই নভেম্বর স্বামীজী তাঁহার সহ-কারী হার সুলজ্ মহোদয় সহ লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ষ্টেশনে ইউনিভার্সিটি ফিলজফিক্যাল্ ফ্যাকাল্টির সদস্যগণ এবং ছাত্রসমিতির নেতা তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজী "ভারতীয় দর্শনে মায়া" সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে ছিল।

বক্তৃতাটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার পর ফিলজফিক্যাল্ ক্যাকাল্‌টি ক্লবে একটি আলোচনা-সভা বসে। তাহাতে স্বামীজী বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঐ স্থানের সকল সংবাদ-পত্রই স্বামীজীর ঐ বক্তৃতা ও গৌড়ীয়মিশন সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্বে পত্রিকাসম্পাদের সদস্যগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। নাজী গভর্ণমেণ্টের মুখপত্র অতিশয় সহৃদয়তার সহিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর স্বামীজী বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলাপাদি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ড্রেসডেনে—গত ১৫ই নভেম্বর স্বামীজী ড্রেসডেনে গমন করেন। ড্রেস্‌ডেন্ জার্মাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর নগর। সংস্কৃতের অধ্যাপক ও সাক্সনির ছাত্রসমিতির নেতা হেপনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। একটি পাহাড়ের উপরে সুন্দররূপে সজ্জিত একটি নূতন গৃহে স্বামীজীর অবস্থানের স্থান হইয়াছিল।

এইস্থানে স্বামীজীর বক্তৃতার বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। ৭০০ সাত শতেরও উর্দ্ধ-সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। দুর্ঘটনির মধ্যে স্বামীজী 'ভগবান্ ও জীবাত্মা' সম্বন্ধে ভারতীয় আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার জার্মাণ ভাষায় লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দিনের বক্তৃতা সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। এই দিনও বক্তৃতার পূর্বে সংবাদপত্র-সঙ্ঘের সদস্যগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

পরদিন স্বামীজীকে উক্ত নগরীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান-সমূহ দেখান হয়। সাক্সনির সঙ্গীতবিদ্যার গবর্ণমেণ্ট রিপ্রেজেণ্টেটিভ ডিরেক্টর ও ক্রষ্টির মিনিষ্টার লর্ড মেয়র স্বামীজীকে জার্মাণীর সঙ্গীতবিদ্যার সর্বাপেক্ষা বড় লেখকের সঙ্গীত শ্রবণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ অতিশয় সম্মানের বিষয়। মন্ত্রী মহোদয় নিজের শ্রদ্ধা এবং সাক্সনবাসী জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের গৌড়ীয়মিশনের সাফল্য সম্বন্ধে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ ড্রেসডেনে সংস্কৃত ক্লাসে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া বোর্ডে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক লিখিয়া দেন। তাহা সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপক আগ্রহের সহিত লিখিয়া লন।

খিদিরপুরে—গত ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর শ্রোতী মহারাজ শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ, হরিচরণ ও পূর্ণানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট হাইড্‌রোড্ ইন্‌ষ্টিটিউটে সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকায় ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আরম্ভে ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ প্রণবানন্দ কীর্তন করেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ বি, বি, ব্যানার্জী মহোদয় প্রমুখ সভ্যবৃন্দের সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৪ (বাং ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১) শনিবার প্রাতঃ প্রায় ১ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করেন। তাঁহার সহিত ছিলেন—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ মহারাজ প্রভৃতি। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু পুষ্পমাল্যাদি-সহ মোটর লইয়া প্রভুপাদকে হাওড়া ষ্টেসনে অভ্যর্থনা করেন। মঠের তোরণদেশে শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ প্রভু, ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ প্রভৃতি মৃদঙ্গকরতালাদি-সহযোগে সংকীর্তন-মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিজয় বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ মঠে পদার্পণ করিলে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিকপ্রভু নির্ব্বাচিত শরণাগতির "গুরুদেব, বড় কৃপা করি গৌড়বন বাসে গোদ্রুমে দিলাহ স্থান" গীতি হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটি গীতি কীর্তন করা হয়। কীর্তনান্তে ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা মেসার্স ও, এন, মুখার্জী এণ্ড সন্স্ কোম্পানীর বাড়ী হইতেও অনেকে পুষ্প-মাল্য-সহ ষ্টেসনে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রাত্রিতেও মঠে আসিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। মিঃ এন, জি, ঘোষ, বালিগঞ্জীর অধিবাসিগণ এবং মঠের বহু ভক্তও হাওড়ায় গিয়াছিলেন।

৩রা ডিসেম্বর, ১৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার যোগবাণী

পালেজারে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর গমন করেন, তথায় রাত্রিতে কুঞ্জকুটীরে অবস্থান করিয়া পরদিবস ১৮ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দ-সহ এবং মঠের বহু ভক্ত প্রায় স্বরূপগঞ্জের খেয়াঘাট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। প্রভুপাদ স্বরূপগঞ্জের খেয়াঘাট পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহাদের দেখা পান। পূর্ব্বদিবস কৃষ্ণনগর ষ্টেসনেও বহু ভক্ত উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছিলেন।

যোগপীঠে আগমন পূর্ব্বক গৌরমুণ্ডের পশ্চিমভাগে দাঁড়াইয়া প্রভুপাদ অনেকক্ষণ নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের শোভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। মন্দিরটির দ্বিতলের ছাদ পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে। প্রায় ৬৪ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে। ইহার উপর আরও ৫০ ফুট হইবে। মন্দিরের কার্য্য খুব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ যোগপীঠ হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছান, তথায় রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীদামোদরাষ্টকপ্রভৃতি স্তবস্তোত্র শ্লোক এবং মনঃশিক্ষার অনেকাংশ ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীরাধাদাস্যে অবস্থিত জনগণের লক্ষণ, হাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠের অধিকার কাহার, স্মরণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হইতে পারে না প্রভৃতি এবং ব্রজমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষকগণ ও মঠের বহু সেবক উপস্থিত ছিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর-কুঞ্জকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কুঞ্জকুটীরে কএকদিন অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ১ই ডিসেম্বর,২১ অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, পরমানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ অদ্ভুতানন্দ ও সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী প্রমুখ কএকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে বেলা প্রায় ৩টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন এবং ৯ই ডিসেম্বর ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় গত ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু ও সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়াছেন। এবং বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় কুঞ্জকুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

গত ২৩ অক্টোবর, ১৯০৪; ৯ কার্ত্তিক, ১৩৪১ শুক্রবার উষঃকাল হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের নারদীয়-শ্রবণ-সদনে শ্রীল প্রভুপাদের 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবৃতিই তাঁহার ব্যাখ্যার মূল উপাদান। "তাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি" শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে নামাপরাধ এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সেবাপরাধও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। গত ২রা ডিসেম্বর, ১৬ অগ্রহায়ণ রবিবার উপদেশামৃতের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ৩রা ডিসেম্বর হইতে তিনি শিক্ষাষ্টকের ব্যাখ্যারম্ভ করেন। ৯ ডিসেম্বর রবিবার উক্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে আচার্য্যত্রিক প্রভু অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১০ ডিসেম্বর হইতে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছে। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীপাদ শ্রৌতীমহারাজ পাঠ করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে "নহ্যেবং বিদ্বান্ যথেমুনক্ষ সামান্যাধেতং পশুভির্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" শ্লোকটির আলোচনা-মুখে স্বামীজী নিজমঙ্গলানভিজ্ঞ কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টা-রহিত জীব-সাধারণের পশুবৎ জীবনাতিপাত বিষয়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া সকলেরই নিঃশ্রেয়স-লাভের জন্য অনতি-বিলম্বে যত্নবান্ হইবার শাস্ত্রীয় পরামর্শ আলোচনা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। "নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্ব ভরণেন বা॥" শ্লোকটির বিবৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা হয়। ১৫ই ডিসেম্বরও ভাগবতরত্ন প্রভু "নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং' শ্লোকের পুনরালোচনা করিয়া পরবর্ত্তী কএকটি শ্লোক পাঠ করেন। এই দিবস যোগবাণী পালেজারে তিনি কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদের পদাব্জিকে গমন করেন। আমরা তাঁহার পাঠের বিষয় ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ব্রহ্মদেশ যাত্রা

(তারের সংবাদ)　　রেঙ্গুণ ১০-১২-৩৪

গত ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্নে Burmestan জাহাজে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পর্ব্বত নেমি মহারাজ কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়া গত ১০ই ডিসেম্বর প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে রেঙ্গুণে পৌঁছিয়াছেন। রায় মদনমোহন বসুপাবাদাদুরের প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে ষ্টেটে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে রায় বাহাদুরের অতিথিরূপে তাঁহার ৭০১নং মার্চ্চেণ্ট্‌ষ্ট্রীটস্থ ভবনে অবস্থান করিয়া প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

উর্জ্জব্রতকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রী'উপদেশামৃত'-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য

গত ৬ষ্ঠ দামোদর, ২ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর শুক্রবার উষঃকাল হইতে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যানুসরণে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উপদেশামৃত ব্যাখ্যারম্ভ করেন। এইদিবস 'বাচো বেগং' এই প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীপাদ বলেন—সকলেরই বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদ নামোপদেশ-কালে সকলকেই অপরাধ-মুক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিতে বলিয়া দেন। তজ্জন্যই এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা। ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভক্তির অনুকূল গ্রহণ এবং প্রতিকূল ত্যাগের বিচার-পর হইয়া নামগ্রহণ করিবেন। প্রথম ৪র্থ শ্লোকে প্রতিকূল পরিত্যাগের বিচার এবং পরবর্ত্তী ৪র্থ শ্লোকে অনুকূল গ্রহণের বিচার আছে। বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ছয়টি বেগ যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে ধারণ করিতে সমর্থ, তিনি কৃষ্ণকার্ত্তি কথামৃত পরিবেশন পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীর নিত্য মঙ্গল বিধান করিতে পারেন; তিনিই জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী ছয় বেগ সহ্য করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয়-গ্রহণেই নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিবার জন্য শ্রীল রূপপাদ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত ষড়্বেগ-নিবৃত্তির চেষ্টাই যে ভক্তি-সাধন তাহা নহে, উহা ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতা-সাধন মাত্র। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গীয় ষড়্বর্গ নিবৃত্তির উপদেশ ভক্তের পালনীয় নহে, কৃষ্ণনাম-চরিতাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি। প্রভুপাদ এই শ্লোকের পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন —"কৃষ্ণের কথা বাগ্‌বেগ তার নাম। কামের অনুগে ক্রোধবেগ মনোধাম॥ সুস্বাদু ভোজননীল জিহ্বা-বেগ দাস। অতিরিক্ত ভোক্তা সেই উদরেতে বাস॥ বোধিতের ক্ষুত্য বৈগ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্প-তৎপর॥ এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥"

কৃষ্ণ-কার্ত্তি-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ হইতেই ব্যক্ত বা অব্যক্ত বাক্যবেগ দূর হয়, কৃষ্ণ-কার্ত্তিসেবার অনুকূল বিষয় চিন্তা হইতে মানসবেগ নিরোধ হয়, কৃষ্ণ-কার্ত্তির প্রীতিকর অনুশীলন হইতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক কামের অপগতিতে ক্রোধবেগ যায়, কৃষ্ণকার্ত্তির উচ্ছিষ্ট সেবাবুদ্ধিতে গ্রহণ-বিচারে জিহ্বা-বেগ নিবৃত্ত হয়, কৃষ্ণ-কার্ত্ত-প্রসাদ-সেবা, কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি পালন ও কৃষ্ণ-কার্ত্ত-সেবা-প্রবৃত্তিতে উদরবেগ এবং তৎসহ উপস্থবেগ প্রশমিত হয়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

চৌরাশি লক্ষ জন্মের সংস্কার আমাদিগকে বিষয়-গ্রহণের প্রবৃত্তি দিয়া আমাদিগের জীবনকে এখনও যে প্রকার বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিতেছে, তাহা হইতে বুদ্ধিমান্ জীব-মাত্রেরই সাবধান হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উপদেশানুসারে হরিকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অবশ্য, আমরা বেগবটুকের দাস বলিয়া বৈষ্ণবকেও তদ্রূপ জ্ঞানে শাসন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতে হইবে না। তাঁহাদের দর্শন বা বিচার আমাদের ন্যায় পশুপ্রকৃতির দর্শনের ন্যায় নহে। সংসার কাহাদের? ভাগবত বলিতেছেন—

"অহ্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥
(ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখগণই সংসার প্রাপ্ত হন। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি হইয়া যাহাতে আমাদের ষড়্বেগ প্রশমিত হয়, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দের সুষ্ঠু ভজন হয়, এজন্য প্রভুপাদ আমাদিগকে কার্ত্তিক-ব্রত পালনমুখে প্রহরে প্রহরে কৃষ্ণস্মৃতির সুযোগ প্রদান করিতেছেন। এই নিয়মসেবা শুধু একমাসের জন্য নহে, যাহাতে বারমাসই আমরা এইরূপে কৃষ্ণচিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারি, তাহাই প্রভুপাদের ইচ্ছা। সকলেরই লক্ষনাম-গ্রহণ করিতে হইবে, তিন লক্ষ নামের মধ্যে লক্ষ নাম গ্রহণ অনুকল্প-বিধিতুল্য; তাই বলিয়া কোন গতিকে সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নামগ্রহণ নহে, নামে অনাদর মাত্র। যাহাতে আমরা প্রাতিকূল্য বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে নিরপরাধে নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে নামগ্রহণ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীরূপ-পাদ প্রথমেই এই শ্লোকটি উপদেশ করিলেন। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পালনে অবহেলা করিলে তাঁহাতে মর্ত্যবুদ্ধি হইয়া আমাদিগকে 'ভক্তবজ্ঞা' মহাপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ

গত ১৬শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ২৪৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় পংক্তিতে "বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্ শক্তিতত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করেন" স্থলে "বৈকুণ্ঠে শক্তিমান্ শক্তিতত্ত্বের উপর প্রভুত্ব করেন" হইবে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক পাঠকালে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই পৌষ, ১৩৪১; ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ | ২০শ সংখ্যা

গৃহী ও ত্যাগী

যাঁহারা হরিসেবার মূল উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ নহেন, তাঁহারাই 'গৃহী' ও 'ত্যাগী' এই দুইপ্রকার উপাধিযুক্ত অবস্থায় বাদানুবাদে সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। হরিসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই 'গৃহী বড়, না ত্যাগী বড়'—এইরূপ ঔপাধিক বিতর্ক মানবের হৃদয় অধিকার করে। যিনি যে দলের লোক, যিনি যে উপাধিতে আছেন, তিনি সেই দল ও সেই উপাধিকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এবং ঐরূপ ঔপাধিক মোড়ামি হইতে নানা প্রকার মনো-মালিন্য, বিচ্ছেদ, হিংসা-দ্বেষ ও ক্রমে অনেক কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

অন্যাভিলাষি-কর্মি-জ্ঞানি-যোগিব্রতি-তপস্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে ঐরূপ বিবাদ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইতিহাসে নানাপ্রকার গল্পও শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদী ধর্মপ্রচারকের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যের মধ্যে এইরূপ 'গৃহী বড় না ত্যাগী বড়' বিবাদ অবলম্বন করিয়া রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কতকগুলি সত্য ঘটনা এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে, যাহা হয়ত কাগজে কলমে প্রকাশিত হইলে আধুনিক কালেও ঐসকলকে কেহ কেহ মানহানিকর সংবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এজন্য আমরা ব্যক্তিগত নামোল্লেখে বিরত থাকিলাম।

ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায় ও ভোগি-গৃহি-সম্প্রদায় ত্যাগী ও গৃহীর যে চিত্র তাঁহাদের ধারণার ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে হরিজন-পরায়ণ গৃহস্থ ও নিষ্কিঞ্চন হরিসেবক সন্ন্যাসীর স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুনা যায়, বহির্মুখ গণতন্ত্রদীক্ষাপুষ্টিত কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন,

"যেমন রঙনের হাঁড়ী শতবার ধুইলেও উহার গন্ধ দূর হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি একবার সমাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর সহিত বৈবাহভাবেও বাস করিয়াছেন, তিনিও যতই সাধু হউন না কেন, তাঁহার সেই সমাবর্ত্তনের দুর্গন্ধটি কোন দিনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সেই উপদেষ্টা আরও বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি কোন দিন সমাবর্ত্তন করেন নাই তিনি, যেন নৈষ্কর্ম্ম কুলীনের ন্যায় অপতিত ও নিষ্কলঙ্ক। যেমন খই ভাজিবার সময় যে-সকল খই খোলা হইতে বাহিরে ছটকাইয়া পড়ে, সেগুলি নিষ্কলঙ্ক হয়, আর যেগুলি খোলায় থাকিয়া যায়, সেগুলিতে একটু না একটু দাগ ধরিয়াই থাকে, সেইরূপ গৃহী যতই সচ্চরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হউন না কেন, তাহাতে একটু না একটু সংসার-তাপের 'লালচে' দাগ লাগিবেই, কিন্তু সন্ন্যাসীতে কোন দাগ নাই।"

কেহ কেহ সর্ব্বতোমুখী (?) অসাম্প্রদায়িকতার (?) দোহাই-দেওয়া প্রচারের মধ্যে ঐ সকল উক্তিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, দেহ ও মনই ভগবদ্ভজনের (?) যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই এইরূপ ঔপাধিক বিচার স্থান পায়। বস্তুতঃ আত্মা ঐরূপ ভোগী গৃহীও নহেন বা ভোগপ্রতিযোগী ত্যাগীও নহেন। কৃষ্ণানুশীলনকারী আত্মা গৃহী ও ত্যাগীর যে কোন পোষাকেই থাকিতে পারেন। আত্মার বিকাশের তারতম্য লইয়াই অধিকারের উচ্চাবচবিচার শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পোষাকের তারতম্য লইয়া স্বরূপের ছোট বড় নির্ণীত হয় না। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, গৃহী ও ত্যাগীর কোন পোষাকই কৃষ্ণভজনকারীর স্বরূপ নহে।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥

ভগবদ্বহির্ম্মুখতার চিন্তাস্রোত যেন পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারের সম্মুখীন হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-কামনা হইতে অসৎসম্প্রদায়ে যে গৃহী ও ত্যাগীর দল সৃষ্ট হয়, সেরূপ দলাদলি যেন পারমার্থিক মন্দিরের ত্রিসীমায় উপস্থিত না হয়। তথাকথিত গৃহী মনে করেন,—"আমি নিজ বাহুবলে অর্থের প্রভু, কামিনীর প্রভু ও প্রতিষ্ঠার প্রভু হইয়াছি। সন্ন্যাসী আমার দ্বারের ভিখারী—আমার মুখাপেক্ষী, আমি তাঁহার বা তাঁহাদের পালক বা ভরণ-পোষণকারী। আমি বা আমাদের সমধর্ম্মিগণ পৃথিবীতে না থাকিলে সন্ন্যাসীর জীবিকা নির্ব্বাহই হইত না। আমি বা আমরাই তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। আমাদের অর্থে মাতব্বর হইয়া তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক প্রতিষ্ঠা পাইবে, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না। আমাদের নুন খাইয়া তাঁহারা আমাদের গুণ গাহিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে 'স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত গৃহব্রত' বলিবে, ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।"

যখন প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হই এবং আমাদিগকে প্রকৃতির প্রভু অভিমান করি, তখন সেইরূপ একদল ব্যক্তি সদ্-ভাবীর বহির্ম্মুখ সমবেদনায় বাধিত হইয়া এক একটি পৃথক্ গণ্ডি সৃষ্টি করিয়া ফেলি; তখনই অবস্থানুসারে হয় গৃহীর দল না হয় ত্যাগীর দলের অন্তর্ভুক্ত হই ও একদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আর এক দলকে নিন্দা করি।

ঐরূপ অন্তর্ভিলাষের দ্বারা অভিভূত তথাকথিত ত্যাগীও তখন গৃহীর দলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মনে করেন, "আমরা স্ত্রী-পুত্র-সংসার ত্যাগ করিয়াছি, আর গৃহিগণ সংসার-নরকে লুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমরা মধুমক্ষিকা, আর গৃহিগণ বিষ্ঠার কৃমি। আমরা তাহাদের মঙ্গলকামী উপদেষ্টা, সুতরাং আমাদের সম্মান সর্ব্বতোভাবে অধিক।" যখন এইরূপ পৃথক্ দুইটি দল সৃষ্টি হইয়া পড়ে, তখন উভয়েই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজ নিজ দলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। গৃহীর দল বলেন, আমরা অন্যান্য তিন আশ্রমকে পালন করি বলিয়া আমরাই শ্রেষ্ঠ, ত্যাগীর দল বলেন, সন্ন্যাস-আশ্রমকে ভগবান্ নিজের মস্তকের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম।

এখানে আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই দুই দলের বিবাদকে আরও অধিকতর জটিল করিয়া তুলেন। তাঁহারা বলেন, "আজ কালকার গৃহীও যেমন, ত্যাগীও তেমন। গৃহী বরং ভাল, ত্যাগী গৃহী

অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ পাপীর গৃহী—পাইভোগী, আর ত্যাগী—প্রচ্ছন্ন ভোগী। গৃহী বরং বৈধ স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পুণ্য কার্য্য করেন, ত্যাগী গোপনে ব্যভিচার করিয়া পশু অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ও কপটতাপূর্ণ পাপ করিয়া থাকেন। এইরূপ যুক্তি দিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি গৃহী ও ত্যাগীর ফলের মুখরতাকে শুষ্ক করাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতেই থাকে।

অদ্বৈতব পরমার্থ-শিক্ষার আচার্য্য এই সকল ঔপাধিক বিবাদ-বিতর্ক ও যুক্তির কোনটিরই অনুমোদন করেন না। যে মহাজন, শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বতোমুখিনী মুশিক্ষার প্রচারক, তিনি বলেন,—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্।

গৌরাশ্রিত গৃহব্রতগণ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচার অনুশীলন করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। গৃহব্রতগণের উহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। প্রতিষ্ঠাকামনা বা নিজস্বজনের প্রতি বিমুখতা থাকিলেই অসন্তোষের ধূমায়িতবহ্নি হৃদয়কে দগ্ধ করে। গৃহব্রতগণের মঙ্গল সাধন কিছু ঐকান্তিক ভক্তগণের অকর্ত্তব্য নহে। **কৃষ্ণসেবা ও গৃহপতিত্ব—এই দুইটি বৃত্তি বিপরীত দিকে অবস্থিত। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণকারী মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা গৃহব্রতগণকে তাহাদের গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করেন না।** যে-সকল ত্যাগী নামধারী ব্যক্তি গৃহব্রতগণকে গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করিতে পারেন, সেই সকল ছদ্মবেশী ত্যাগীর সাধুত্বের কোন প্রতিবাদ হয় না। বরং ঐরূপ ত্যাগীকে অযত্নের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে গৃহব্রতগণ গৃহাসক্তিতে অধিকতর যশস্বী থাকিতে পারেন। 'গৃহাসক্তি' বলিতে মহাজনগণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবকের সেবায় বঞ্চিতাবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

অনেকে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত কএকটি বাণীর তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন না। আমরা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে যতটুকু শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একান্ত সত্যবাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। আচার্য্যের পাদপদ্ম আমাদের অনবধান-জনিত ভ্রম সংশোধিত করিবেন, এই আশায়ই আমরা এই সকল কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

১। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তির সমুন্নতি সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত আছেন।

২। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। তখনই তাঁহাদের সংসার বন্ধ এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিষম।

৩। বৈষ্ণবধর্ম্মের সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মনাথ বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'বৈষ্ণবগণ' বলিলে কি 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে? বাবাজী মহাশয় সিদ্ধান্ত বা উত্তরে বলিতেছেন,—শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনীমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার যে পরিমাণে শুদ্ধ ভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব।

৪। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় পুনরায় বৈষ্ণবধর্ম্মের বাবিংশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবের আদর্শ। এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা-লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভু অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ. সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐ সকল বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকে গৃহব্রত ধর্ম্মের পাকা ধান্তার চিরদাসত্ব নিখাইবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন। যখন ভোগের মধ্যে থাকিয়াও সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা (?) লাভ হয়, তখন 'এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী খাইবা'র প্রয়ত্ন কোন্ চতুর ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন? এই জাতীয় মনোভাব হইতেই মনোধর্ম্মী ও ভোগলুব্ধ-সম্প্রদায়ে ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ বা ভোগের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরমার্থ অনুসন্ধানের ছলনারূপ প্রাকৃত সাহজিক মতবাদ অনাদিকাল হইতে জগতে প্রবাহিত

রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভোগবুদ্ধির দর্পণে শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত করিলেই ঐরূপ বিচার উপস্থিত হয়। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের আচার্য্যদেব 'গৃহব্রত' ও 'গৃহস্থ' এই দুইটি পরিভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে "গৌড়ীয়ে" 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ' ও 'গৃহস্থ-বৈষ্ণব'-শীর্ষক প্রবন্ধে এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রকৃত গৃহস্থ, তাঁহারা গৃহব্রত নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণব্রত। আর যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা-ত্যাগী নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী বা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-গৃহব্রত। বৈষ্ণব গৃহস্থ ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

গৃহব্রত সর্ব্বদাই পতিত এবং অনুক্ষণ পতনের পিচ্ছিল প্রপাতের মুখে বর্ত্তমান, সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় পতনের আশঙ্কা নাই, ইহা ভক্তিবিনোদ প্রভুর উপদেশ নহে। ইহা পরের বাক্যের দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। গৃহব্রত অকপটই গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কৌপীন বরণ ও মাধুকরী ব্রতে অন্তরকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাঙ্ক্ষা। একদিন না একদিন সকলকেই এই ভজন বরণ করিতেই হইবে। এই কৌপীন ফল্গু-ত্যাগী মায়াবাদীর "কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ"—বাক্যের উদ্দিষ্ট কৌপীন নহে, বা মাধুকরী ভিক্ষা 'পেটভিখারী'র উদরবেগোত্থ অভাব-বোধের তাড়নাও নহে। গৌড়ীয়ের কৌপীন গ্রহণ—শ্রীস্বরূপরূপের কৈঙ্কর্য্য, তাহা গোপীর আনুগত্য বা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ভোক্তা বা পুরুষ অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোপীর কিঙ্করী অভিমান, আর মাধুকরী—বিপ্রলম্ভ বা ভজনের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহা উদরবেগের ভোগ্য সামগ্রীর অনুসন্ধান নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া (অনুকরণ করিয়া নহে) সামরিক পাইয়া জীবন যাপন করিলেও সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন হইবার জন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলারই অনুসরণ করিবেন। মহাপ্রভু চিরকাল গৃহে থাকিবার জন্যই উপদেশ দেন নাই; বা স্বয়ং সেই আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই। প্রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অনুক্ষণ অবস্থানের জন্য বিষয়ত্যাগ-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সমাবর্ত্তন করেন নাই, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন নাই। এজন্য তিনি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দার পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন, আর পারমার্থিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহির্ম্মুখ মানবের প্রতিষ্ঠাশা-জনিত ফল্গুত্যাগের পিপাসা প্রায়ই হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য তিনি নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে "ফল্গুবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া'—প্রভৃতি উপদেশ-প্রদানের কিছুদিন পরেই শ্রীল রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে গৃহত্যাগ-লীলার অভিনয়কারী ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরম আদর্শরূপে প্রকট করিয়াছিলেন।

গৃহস্থাশ্রমে পতনের আশঙ্কা নাই মনে করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া যাওয়া পার-মার্থিকের আদর্শ নহে বা গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, কৃষ্ণের দাসদাসী সৃষ্টি (?) করিতেছি, এরূপ ছলনা করিয়া প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় ভাবের ঘরে চুরি করিলেও কোনদিনই আত্মমঙ্গল হইবে না। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরই বা তাঁহার নিজের জীবনে কি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন? নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও তাঁহার অন্ত্যলীলায় তিনি কৌপীন-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। ইহা দ্বারাও তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও বাণীর তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় গৃহব্রত থাকিয়া ত্যাগি-সম্প্রদায়ের দ্বারা আপনাদিগকে পূজা করাইয়া লইবার উচ্চ আশা পোষণ করেন। ত্যাগিগণের দ্বারা যদি গৃহব্রত-সম্প্রদায় তাঁহাদের পদ পূজা, বন্দনা, চরণার্চ্চন প্রভৃতি সেবা করাইয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহব্রত

বর্ণকে আরও উচ্চতার শিখরে স্থাপন করিবার সুযোগ পান। এজন্য ঐরূপ গৃহব্রতগণের এক শ্রেণী পরমহংস-বেষী অর্থাৎ কৌপীনাদি বেষ-প্রদর্শনকারী (বাবাজী নাম-ধারী সম্প্রদায়-বিশেষ) অনেক সময় ভৃত্যের যাবতীয় কার্য্য যথা—রাঁধুনের কার্য্য, তামাক পান সাজাইবার কার্য্য, জল সংগ্রহ, তৈলমর্দ্দনাদি কার্য্য, এমন কি স্ত্রী পুত্র পরিবারের কার্য্যাদিও করাইয়া লন। তথাকথিত পরমহংস-বেষিগণ (আধুনিককালের কৌপীনধারী বাবাজী নামে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি) ঐ সকল গৃহব্রতকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন, প্রত্যুত্তরে গৃহব্রতগণ আশীর্ব্বাদাদি করিয়া থাকেন। কখনও বা খুব কৃপা করিয়া তুচ্ছতা-ব্যঞ্জক প্রতি-নমস্কারটুকুমাত্র দিয়া থাকেন। সাধু সাবধান! আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মনস্তের মধ্যে সসম্মানে স্থাপনের জন্য যেন ঐরূপ কৌশল অবলম্বন না করি। আর ত্যাগীর অভিমান করিয়াও যেন আমাদিগকে গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী করিয়া না তুলি!

বৈষ্ণবজন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী উভয় পোষাকেই থাকিতে পারেন, এই কথা জানাইয়াও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহব্রত বা বস্তুত্যাগব্রতের শিক্ষা দেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, যাঁহার যে পরিমাণে শুষ্কফল্গুভক্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে ফল্গুব্রত। এখানে 'শুষ্কফল্গুভক্তি' কথাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। শুষ্কফল্গুভক্তি নাই, অথচ গৃহী বা ত্যাগীর ধন রাঁধিয়া বৈষ্ণবের অধাচিত প্রাপ্য সম্মান আদায় করিবার পিপাসা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতারই লক্ষণ, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"আমি ত' বৈষ্ণব　　এ বুদ্ধি হইলে
'অমানী' না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি　　হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়-গামী॥"

প্রভৃতি উক্তির মধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যেমন এক শ্রেণীর কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত 'বৈষ্ণবজাতিবুদ্ধি'র বিচার কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ যদি আমরা বৈষ্ণবকে 'গৃহী' বা 'ত্যাগী' জাতির (?) মধ্যে ফেলিয়া তাঁহাদের বিচার করি, তাহা হইলেও আমরা আমাদিগকে কর্ম্মজড়ের দ্বিতীয় প্রকার সংস্করণরূপে প্রতিপন্ন করিব। এজন্যই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিষ্কিঞ্চন ও আত্মমার ব্রহ্মচারীর লীলাভিনয় করিয়াও গাহিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে,　　হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

যিনি 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকেন অর্থাৎ অকপটে সর্ব্বতো-ভাবে নির্ম্মল অনাবৃত আত্মার দ্বারা ভগবন্নামানুশীলন করেন, সেইরূপ গৃহস্থ ও বনস্থ ব্যক্তিতে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ গৃহস্থকে 'স্ত্রৈণী' বিচার করিলে ঠাকুর মহাশয় স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-স্পৃহা করিতেন না। আবার 'গৃহ' ও 'বন' উভয়ই হরিভজনকারীর পক্ষে সমান—এইরূপ বিচারের ছলনা লইয়া গৃহের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী অর্থাৎ কার্য্যতঃ **গৃহাসক্তির প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উহাকে বৈষ্ণবতার ছদ্মবেশে সাজাইবার জন্য যে চেষ্টা**, তাহাও ভাবের ঘরে চুরি মাত্র।

কতকগুলি লোক সন্ন্যাসীর ছিদ্রানুসন্ধান ও কোন কোন অকর্ম্মকলভুক্ ব্যক্তির সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইবার নজিরসমূহ সংগ্রহ করিয়া 'বস্তিয়াধী গৃহব্রত' থাকাই নিরাপদ মনে করেন। ইহা অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা ও জড়াসক্তির লক্ষণ মাত্র—যেমন একশ্রেণীর নাস্তিক হরিজনে নানাপ্রকার অনিয়মীকা ও 'হাঙ্গামা' আছে দেখিয়া আহার-বিহার ও নাস্তিকতায় রত থাকাই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীপুত্রগৃহাসক্তিরূপ নৈতিকতা লক্ষনের বিচার দেখিয়া গৃহব্রাহ্মণ-ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও লক্ষিত হয় না। এমন কি, ঐ মতবাদিগণ মনে করেন,—মহাপ্রভু সংসার-ত্যাগের লীলা প্রদর্শন করায় তাঁহা-সেবা-নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন! অতে অত্যন্ত আসক্তি ও তদ্গতচিত্ততার অভাব হইতেই নীতির প্রচ্ছন্ন-পটের অন্তরালে ভোগ বা আরামপ্রিয়তার ঐরূপ আদর্শ বিরাজিত থাকে। আমরা একান্ত পারমার্থিক মহাজনের বাণী শ্রবণের অভিনয় করিয়াও যদি সন্ন্যাসীর ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে 'একান্ত নিষ্কিঞ্চন হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারের চরম আদর্শ'কে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করি অর্থাৎ যখন ত্যাগধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন অকর্ম্মকলভুক্ ব্যক্তি ত্যাগ-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, ছোট হরিদাস, কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শে যখন ত্যাগ-ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ভাব লক্ষিত হয়,

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার পূর্ব্বজীবনে কৌপীন গ্রহণ করিবার পরও যখন ইতরাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাকৃত-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রাদিতে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও যখন সন্ন্যাস বা সাময়িক বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট বহুলোকের নিদর্শন পাওয়া যায়, তখন অবতন বংশের মধ্যে নিষ্কিঞ্চনতা বা কৃষ্ণপ্রীতি ভোগত্যাগের আদর্শে যাহাতে কেহই আকৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য বংশে 'তালাক দিয়াছি' ওয়া সমীচীন মনে করি, এজন্যই বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্
বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং
ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ॥ (ভাঃ ৫।১১।৩)

তাৎপর্য্য—স্বপ্নদৃষ্ট ভোগাবস্তুর মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহমেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার পক্ষে যথাযথ তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্যসকলও যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৃহমেধী থাকিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কর্ণে কখনও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ ভজনের কথা প্রবেশ করিবে না। সেই ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের চরণে অপরাধ করিয়া অধিকতর গৃহব্রত ধর্ম্মেই আসক্ত হইবে এবং ইহা তাহার উপযুক্ত পুরস্কারও বটে।

ভাগবত-ধর্ম্মে গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ কিরূপভাবে আছে, তাহাও আমরা শুনিতে পাই,—

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্জ্জিত ষড়েত পূর্ব্বম্।
অত্যোতি দুর্গাশ্রিত উর্জ্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিসজ্জিৎ॥ (ভাঃ ৫।১।১৮)

তাৎপর্য্য—যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়্রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষ-সমূহকে জয় করিয়া থাকেন।

গৃহ ষড়্রিপুর সহিত যুদ্ধ করিবার দুর্গস্বরূপ বটে; কিন্তু গৃহকে যদি দুর্গ করিতে না পারিয়া উহাকে গৃহ-শত্রুর আগার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে উহা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার স্থান হওয়া দূরে থাকুক, যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ঐস্থানে গৃহশত্রুর দ্বারা আমরাই বিজিত হইব। গৃহকে শতকরা প্রায় শতস্থানেই আমরা ভোগের আগার করিয়া ফেলিয়াছি। একান্ত অকপট কৃষ্ণ-সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, ষড়্রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া ভগবৎসেবায় উহাদিগকে নিযুক্ত করিবার বুদ্ধি লইয়া কয়জন আমরা গৃহব্রত হইয়াছি? প্রথমমুখে মৌখিকতায় কিম্বা কল্পনায় ঐরূপ চিত্র বা বুদ্ধি কাহারও কাহারও হৃদয়ে থাকিলেও সংসারের চক্রে পড়িয়া কয়জন সেই উদ্দেশ্যকে অটুট রাখিতে পারি?

এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত উপরি-উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পরেই প্রিয়ব্রতের গৃহাশ্রম-বাসের আদর্শ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই লোক-শিক্ষা দিতেছেন—

ত্বমঞ্জনাভ্যঞ্জিসরোরুকোশ-
দুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্ক্ষে হ ভোগান্ পুরুষাভিবিষ্টান্
বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিস্থ ঈশ্বরঃ॥ (ভাঃ ৫।১।১৯)

তাৎপর্য্য—হে প্রিয়ব্রত! তুমি শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-কোশদুর্গ আশ্রয় করিয়া ষড়্রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ, অতএব এখন গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভগবৎ প্রদত্ত প্রচুর ভগবদ্ ভোগাবশেষের সেবা কর। পশ্চাৎ পুত্র-কলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।

গৃহস্থাশ্রমে 'যথাযোগ্য বিষয়ভুক্' বাক্য যথাযথ পালনের অধিকার-লাভ কোন্ সময়ে হয়, তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৃহকে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-কোশদুর্গ অর্থাৎ হরিনিকেতন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ষড়্রিপুকে জয় করিতে পারেন। তখনই গৃহাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক মুক্তবৈরাগ্য যাজনের অধিকার হয়। প্রিয়ব্রতের ন্যায় বিজিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবতকেও পশ্চাৎ পুত্রকলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া শ্রীহরি আরাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির

মহারাজকে গৃহস্থধর্ম্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ "যদিসাধী গৃহব্রত" হইবার জন্যই শিক্ষা লাভ করিবেন না। গৃহ-দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনময়ী নিষ্কিঞ্চনতালাভের শিক্ষায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার জন্যই গৃহবাসের ব্যবস্থা। যেমন স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা সঙ্কুচিত ও ক্রমে নির্ম্মূল করিবার জন্যই বিবাহিত জীবনে বৈধ স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা, স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি বর্দ্ধনের জন্য নহে, তদ্রূপ **গৃহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই হরিভজনের অনুকূল গৃহবাসের ব্যবস্থা—চিরকাল গৃহবাসের জন্য নহে।**

শৃণন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ॥
সৎসঙ্গলব্ধনৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ॥
(ভাঃ ৭।১৪।৩-৪)

তাৎপর্য্য—গৃহস্থ যখন কালে কালে শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গে শ্রদ্ধার অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষের স্বপ্নবৎ স্বয়ং মুচ্যমান দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥
(ভাঃ ৭।১৪।৮)

তাৎপর্য্য—যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বারা মাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, গৃহস্থব্যক্তির তদুপযোগী অর্থাদিতেই অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি চোর অতএব দণ্ডার্হ।

অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ॥
(ভাঃ ৭।১৪।১১)

তাৎপর্য্য—গৃহস্থ ব্যক্তি মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

জহাদ্যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বয়ং ত্রিয়াং জহাদ্যস্তেন জিতো জিতঃ॥
(ভাঃ ৭।১৪।১২)

তাৎপর্য্য—যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুকে হত্যা করে—যিনি সেই স্ত্রীর স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তাঁহার দ্বারা অজিত ঈশ্বরও বিজিত হইয়া থাকেন।

ক্বমিবিড্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্য্যা কায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥
(ভাঃ ৭।১৪।১৩)

তাৎপর্য্য—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায়? দেহের সহিত রতিমতী ভার্য্যাই বা কোথায়? আর স্বীয় মহিমাদ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বা কোথায়?

এই সকল বাক্যের দ্বারা দেবর্ষি নারদ কি গৃহস্থকে অধিকতর গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইতে বলিয়াছেন, না গৃহধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্যই গৃহবাসের যোগ্যতা জানাইয়াছেন?

অনেক সময় আমরা অন্তরে **অভিমানগর্ভ বাহ্য দৈন্যের ছলে নিজদিগকে 'গৃহমেধী' 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া বস্তুতঃ ও কার্য্যতঃ গৃহাসক্তিকেই অন্তরের অন্তস্তলে পূজ্যদেবতারূপে স্থাপন করিয়া থাকি।** ঐরূপ বাহ্য দৈন্য ত্যাগিসম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বা হিংসা চরিতার্থ করিবার একটি প্রচ্ছন্ন অস্ত্র মাত্র। ঐরূপ কপট দৈন্যের দ্বারা গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্তিই বর্দ্ধিত হয়। উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আবার যদি আমরা ত্যাগী অভিমান করিয়াও হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থমাত্রকেই 'গৃহব্রত' মনে করি বা হরিসেবাপর গৃহস্থ হইতেও আমরা অধিকতর হরিভজন করিতেছি বলিয়া 'ত্যাগী' অভিমানে আমাদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা নিজে নিজেই কল্পনা করি,—যে মুহূর্ত্তে আমাদের ঐরূপ বৃত্তির উদয় হয়, আমরা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করায় বা নিজের সহিত সংযুক্ত করিয়া সন্ন্যাসী বা ত্যাগী সম্প্রদায়কে সমজাতীয়রূপে স্থাপনপূর্ব্বক হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থ-সম্প্রদায় (?) অপেক্ষা হরিভজনপর সন্ন্যাসিসম্প্রদায় (?)কে প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হই। যে মুহূর্ত্তে 'নিজের শ্রেষ্ঠতা'-জ্ঞানরূপ মাৎসর্য্য-ধর্ম্মের উদয় হয়, সে মুহূর্ত্তেই আমি ভাগবতধর্ম্মের ত্রিসীমানা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। ত্যাগিসম্প্রদায় (?) গৃহিসম্প্রদায়কে হীন

চক্ষে (?) দেখিতেছেন বলিয়া গৃহিসম্প্রদায়ের গৃহস্থ-অভিমানে (?) যে বিদ্বেষদোষণের প্রতিধ্বনি ও তৎ-প্রতিযোগিতা, তাহা কেবল জড়ে অধিকতর আসক্ত হইবার পিচ্ছিল পথমাত্র।

সাধু সাবধান! পরমার্থ-মন্দিরে ঔপাধিক বলাবলির স্থান নাই। অবৈকল্য-মূলক বিচার ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ের কোনস্থানে স্থান পায় না।

তাই শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তকার বলিতেছেন—

"সুখী হউক, ত্যাগী হউক, ভক্তে ভেদ নাই।
ভক্তে ভেদ হইলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥
* * *
গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে।
আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে॥
সংসারের গোত্র ত্যজি' কৃষ্ণ-গোত্র ভজে।
সেই নিত্য গোত্র তার, সেই বৈসে ব্রজে॥"
"শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও বলিতেছেন—

গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২৬।১৭২)
"গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিত্যানন্দ।"
(চৈঃ ভাঃ আদি ৮।৯৯)

—প্রকৃতি বাক্য দেখিয়া অনেকেই আমরা গৃহস্থের নামানুকরণে গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতেই রুচিসম্পন্ন হইয়া থাকি। কারণ গৃহব্রত বা ত্যাগব্রত এই দুইটীই কৃষ্ণবহির্মুখতা অর্থাৎ কৃষ্ণব্রতের পথ হইতে ভ্রষ্ট জীবের স্বভাবোত্থ নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহার চিত্ত কৃষ্ণগৃহের সেবায় প্রতি উন্মুখ, তাঁহার চরিত্র এইরূপ—

"গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৬৯)

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বিবাহিত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—যেন ... বাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই, এখন তিনি প্রত্যহ নিজ হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া 'বৈষ্ণব' বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রতি ভোগ-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ন্যূনাধিক সেবা গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু; তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ-সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।

অতএব 'গৃহব্রত' হওয়া সোজা নহে, বরং উহা সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও বিঘ্নবহুল। মোট কথা আদর্শ গার্হস্থ্য ও আদর্শ সন্ন্যাসে কোন ভেদ নাই। আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মই পরমহংস্য। জনকাদি, পৃথু-পরীক্ষিৎ আদি পরম ভাগবতগণ সেই আদর্শ গার্হস্থ্য বা পরমহংস ধর্ম্ম রাজন্যের উপজীব্য-স্বরূপ। যদিও আদর্শের উচ্চতম পদবীতে সাধারণ জীব প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, তথাপি আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া যে হিংসাত্মক উচ্চাবচ বিচারের বিতর্ক, তাহা ভগবদ্ভজনের পরিপন্থী।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর)

১৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবন-মঙ্গল নাম, ধাম ও কামের প্রচার করিতেছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশের মহানগরিতে যথা—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী, যুক্ত প্রদেশের প্রধান নগর এলাহাবাদ ও কাশী, বিহার প্রদেশের প্রধানা নগরী পাটনা, পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, উড়িষ্যার কটক ও পুরী, আসামের গৌহাটী প্রভৃতি নগরে এবং ভাগবতধর্ম্মের স্মৃতি-বিরাজিত, আচার্য্যগণের সেবিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কপূত মহা-তীর্থ কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, শ্রীবৃন্দাবন,

শ্রীরাধাকুণ্ড, হরিদ্বার, পুরী, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, কটক, প্রভৃতি বহুস্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে যে অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীধাম-মায়াপুরে—মূল মঠাধিষ্ঠান শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য মঠেরই প্রচারের অঙ্গ-স্বরূপ শ্রীধাম মায়াপুরে 'নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়,' নদীয়ার নগর কৃষ্ণনগরে 'ভাগবত-যন্ত্রালয়' এবং কলিকাতা মহানগরীতে 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' স্থাপিত আছে। 'নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়' হইতে আজ নয় বৎসর যাবৎ অপত্তিত ভাবে পারমার্থিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ভাগবত ধর্ম্মের দৈনিক পত্রের প্রচার পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব ও সম্পূর্ণ নূতন। ভাগবত প্রেস হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্তের রঞ্জনতোষণী পত্রিকা ও ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত-ধর্ম্ম-গ্রন্থমালা মুদ্রিত হইতেছে। কলিকাতার গৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও ইংরেজী পাক্ষিক 'হারমনিষ্ট' নামক সাময়িক পত্র এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতেও অনেক ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে।

১৯। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্যের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিবার যে আদর্শ আছে, তাহা প্রাচীনকালের বেদধ্বনি-মুখরিত তপোবনের মধ্যেও ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। কারণ, যে যুগে কলিকলুষ সমগ্র পৃথিবীর পাশবিকতার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, সেইরূপ এক যুগে আচার্য্যের আনুগত্যময় বাস্তব জীবন যাপন ও অনুক্ষণ অনাবিল হরিকীর্ত্তনে উল্লাসিত থাকিবার আদর্শগণের যুগপৎ এত অধিক সংখ্যায় একত্র সমাবেশ প্রকৃতই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। মঠের প্রত্যেক নিষ্কপট ব্রহ্মচারী, প্রত্যেক বানপ্রস্থ, প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও প্রত্যেক হরিসেবাপর গৃহস্থই জানেন, মঠের সেবার জন্যই তাঁহার জীবন ধারণ, তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহাদের জপ-তপঃ, ভজন-পূজন সমস্তই আচার্য্যের মনোভীষ্ট হরিনাম-প্রচারকারী মঠাধিষ্ঠানের সেবা। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্য ভজন-পূজন নাই, অন্য প্রয়োজন নাই। শ্রীধাম মায়াপুরে বালকগণ "শ্রীহরিনামামৃত" ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারা অতি বাল্যকাল হইতেই অনুক্ষণ ইহাই শ্রবণ করিতেছেন যে, হরিনামের শ্রবণ কীর্ত্তনই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। শ্রীহরিনামের একান্ত আশ্রয়-গ্রহণই সকল পাণ্ডিত্যের অবধি—'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারাও বিদ্যালয়ের আচার-প্রচার-পরায়ণ আদর্শ প্রধান শিক্ষক বা নিয়ামকের হরিকথা প্রচারের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ ও অনাবিল সদুপদেশ শ্রবণ করিবার অনুক্ষণ সুযোগ পাইতেছেন। আবার অন্যদিকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামের ক্ষেত্র-কর্ষণ, গোচারণ, বীজবপন ও শস্যোৎপাদন করিতেছেন, বাগান প্রস্তুত করিতেছেন, প্রেসে কালি দিতেছেন, দ্রব্য-সম্ভার বহন করিতেছেন, রথযাত্রাদির কার্য্য করিতেছেন, যানবাহনাদি চালন করিতেছেন, তাঁহারাও সকলেই হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন যে, ভোগের সংসার হইতে এই কৃষ্ণের সংসারের সেবা সম্পূর্ণ পৃথক্, ভোগের সংসারের সেবায় জীব বদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণের সংসারের সেবায় জীব মুক্ত হইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা লাভ করে। ইহাই জীবের সাধ্য। ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর কোন প্রয়োজন নাই।

২০। লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, শাস্ত্রের শ্রৌত ও যথার্থ সিদ্ধান্ত-মূলক ব্যাখ্যা প্রচার, হরিসেবা ও হরিকথা-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন, লুপ্ত তীর্থ পুনঃপ্রকটন ও প্রত্যেক মানবের হৃদয়কে জীবন্মঠ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন-নিকেতনে পরিণত করিবার জন্য আচার-প্রচারময় প্রবন্ধ, সদাচার প্রবর্ত্তন, বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন, জগতের প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে তাহার নিত্য স্বরূপের বার্ত্তা জ্ঞাপন, প্রত্যেকের নিকট শাস্ত্রের হরিনাম-সমূহ কীর্ত্তন, দেশে-দেশে পল্লীতে-পল্লীতে ভক্তি-প্রচারক প্রেরণ, বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা, ছায়াচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণে হরিকথা বিস্তার, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন, গুরু ও ভগবানের স্মৃতি-উৎসবাদির প্রবর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল,

ক্ষেত্রভ্রমণ ও ভগবদ্ধাম-সমূহ পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের সঙ্কল্পোন্মুখিনী চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার অসৎসঙ্গ বর্জ্জন-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-সেবা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই পঞ্চ সাধনাঙ্গের শ্রীগৌড়ীয় মঠেই সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠানে আচার্য্যোপদেশে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

২১। 'জীব-সেবা' ও 'জীব-দয়া' শব্দ দুইটি লইয়া অনেক সময়ই সাধারণে নানাপ্রকার ভ্রমের উদয় হইয়া থাকে। অনেকেই 'সেবা'-শব্দের যে প্রচলিত অর্থ জানেন বা অনুভব করেন, তদ্দ্বারা 'সেবা'র প্রকৃত সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। 'সেবা' অর্থে সেব্যের সুখ বা প্রীতি-বিধান। সেবা ও সেবকের মধ্যস্থানে সেব্য বর্ত্তমান। সেবা নিত্য না হইলে সেবকের সেবার নিত্যত্ব থাকে না, আবার সেবকও নিত্য না হইলে তিনিও নিত্যকাল সেবা করিতে পারেন না, আর 'সেবা' নিত্য না হইলে সেবক সেব্যকে সাময়িক ভাবে বৃথা ছলনা করেন মাত্র। পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশই ন্যূনাধিক অসাধি-বহির্ম্মুখ জীব, কেবল যুগে যুগে দুই একজন মহাপুরুষ আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসেন, সুতরাং বহির্ম্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের দ্বারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি বা তাহাদের প্রতি হিংসা ও অকরুণাই করা হয়। এজন্য সমগ্র শ্রীভাগবত-সাহিত্যে বা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তে বা ভাগবতধর্ম্মে তথাকথিত 'জীব-সেবা' কথার অস্তিত্ব নাই। 'বৈষ্ণব-সেবা' 'হরিসেবা' বা 'জীবে দয়া' কথাই হইতে পারে, কারণ বৈষ্ণব হরির প্রতি সর্ব্বদাই উন্মুখ, তাঁহারই অহৈতুকী সেবায় রত, সেইরূপ বৈষ্ণবের যে-কোনরূপ সেবা করিলে তদ্দ্বারা হরিসেবাই হয়। বহির্ম্মুখ জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতি নিত্য দয়া প্রদর্শন করাই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্রদান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দান, অশিক্ষিতকে পার্থিবশিক্ষা দান প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার বা দয়া করা হয়, তাহা অতীব তাৎকালিক। ঐরূপ সাময়িক উপকারলব্ধ বহু জীব পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত ও বস্ত্রের অভাবে পতিত হয়। রোগী রোগবিশেষ হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অন্য প্রকার রোগ বা মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত হয়, অথবা সুস্থ হইয়া সমাজেরই কোন বিশৃঙ্খলা-দায়ক পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়, পার্থিব শিক্ষা লাভ করিয়াও কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এমন কি পশুচিত্ত আদর্শ হইতেও হীন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। শারীরিক বল লাভ করিয়া নানা প্রকার অসৎপথে ও পাশব-বল-প্রয়োগে রুচি-বিশিষ্ট হয়; কিংবা হয়ত' কোন আধিদৈবিক আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তাপের দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সাময়িক লাভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক জীবের চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী পারমার্থিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং তদনুকূলে জীবন যাপন করিবার জন্য যে যে প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিলেই বাষ্টি ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ 'জীবে দয়া'র ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। চেতনের প্রতি দয়া করা, তাহা হইলে অচেতনেরও নিরর্থকতা হইবে না—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কেবল অচেতনের প্রতি দয়া দেখাইতে যাইতেই সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে চেতনরাজ্যে প্রবেশের আর সময় থাকিবে না।

২২। মোহান্ধধর্ম্মে অধিকতর আকৃষ্ট ও আত্মধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"—বাক্যের অনেক কদর্থ প্রচারিত আছে। ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"; "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।" চেতন-শরীরের বিকাশ-সাধনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহাই প্রত্যেক জীবের পরম ধর্ম্ম। এই শরীর থাকিতে থাকিতে যাহাতে আত্মানুশীলনের পূর্ণতা সাধন করা যায়, তদ্বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা প্রয়োজন, কারণ এইরূপ মূল শরীর ত' সকল জন্মেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু হরিজনের উপযোগী ও সুযোগপূর্ণ মানব জন্ম বহুকষ্টে ও বহু ভাগ্যফলেই লাভ হয়। এইরূপ "ভজনের মূল" নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে-ব্যক্তি আত্মমঙ্গলের জন্য আচার্য্যের নিকট অভিগমন না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। আপাত-প্রতীয়মান ও সাময়িক সহস্র অসংখ্য কর্ত্তব্যের দিকে না তাকাইয়া সেই একমাত্র মূল কর্ত্তব্য হরিসেবানুশীলনের জন্য যত্নই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল চাহিবেন না, যাঁহারা

আপাত প্রত্যক্ষকেই বড় মনে করেন, তাঁহারাই অগ্রে শরীরচর্য্যা ও পরে আত্মানুশীলন, অগ্রে জগতের, পার্থিব দেশের বা সমাজের সুবিধা, আর ভবিষ্যতের জন্য আত্মত্যাগের—প্রকৃত নিষ্ঠা স্বদেশের সন্ধানে মূলকুণ্ডী রাখেন, আর যাঁহারা আত্মার নিত্য স্বভাব যে নিত্যকালীন হরিসেবা, তাহাকেই পরম শুভপ্রদ মনে করেন, তাঁহারা "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্"—এই নীতি অনুসারে সর্ব্বশুভপ্রদ হরিসেবাকেই কর্ত্তব্যতা সর্ব্বাগ্রে স্থির করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ তুলনামূলক নিরপেক্ষ আত্মবিচারে হরিসেবাকেই পরমশুভপ্রদ বলিয়া সকল কর্ত্তব্যের সর্ব্বাগ্রণী কর্ত্তব্যরূপে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীল ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি-সভায়
সভাপতির প্রদত্ত অভিভাষণ

Your Holiness, Mr. Secretary,
Ladies and Gentlemen,

At the outset I must frankly confess my great diffidence in presiding over a meeting of this kind. In my public life it is true, I have now and then been called upon to act as the Chairman of public meetings ; but my duties there have always been such as I could conscientiously fulfil. But in a meeting of this nature at such a sacred place, with men well grounded in devotion and the practice of a living faith around me I can not but feel the extreme unworthiness of my position here to-night. As I listened to those learned discourses just preceding me I could not but feel that the honour bestowed upon me should have gone to some one more deserving than myself. But when I remember that the late Raja Bahadur of Noshipur, my illustrious father of revered memory was connected with this Gaudiya Mission as a President of Sree Nabadwip Dham Pracharini Sabha well over 30 years ago and when I have been commanded by His Holiness to be of some service to jthis Institute I must obey it and feel it a proud pleasure to do so and offer you my sincere thanks for the same.

The story of how this magnificent edifice as a place of worship has come into existance through the generosity of Srila Jagabandhu Dutt Bhaktiranjan of holy memory, is so well-known that it needs no recounting. But the history of the Institution of this place is a bigger replica and needs special attention. It is nearly a quarter of a century when an erudite scholar of saintly life of Nadia impelled by the inner urge of the Faith that had been preached in Bengal four centuries ago by Lord Sree Chaitanyadeva and His singular confreres of hallowed and transcendental memory, which had been instilled in his mind in early life by his no less devout father, after establishing an humble place of worship by way of a Math in Sree Mayapur the Birth-place of Sree Gaurangadeva betook himself to this city in order to set up a place also here from where he could preach the loveliness of that creed among the citizens sunk in the sordities of town life, forgetful of the Deity, duties towards mankind and consolations of religion. The place which that uncommon preacher of unadulterated devotion to God selected as the central spot for his future activities in this great city was at first a lowly building in **Gouribari,** near the temple of **Pareshnath** of the Jains. Very soon this place came to be known far and near as the **Gaudiya Math,** a branch of the already existing Sree Chaitanya Math in **Mayapur,** through the ceaseless efforts of that learned preacher and the small benefactions brought in by the small band of his comrades and sympathisers. But as every good movement in this world has to run through its usual viscissitudes the Gaudiya Math and the band of devotees in that place came to be looked upon, as then extended their sphere of action and influence, with an eye of jealousy by many schemes and designing people who found reason to

suspect that the preaching of the true tenets of the cult of devotion which the Gaudiya Math was conducting would be harming their nefarious trade in religion and their own position as pseudo-devout religionists. When matters had come to such a pass that accredited preacher of devotion was thinking of transferring the activities of his well-nurtured Institution to some better locality with greater facilities for propagation work.

At this stage accident brought into his contact a merchant of means who was keenly feeling the need of spiritual help of sincere religionist and found his religious cravings fully satisfied in the said Godsent Saint. He then felt that the preaching centre of his spiritual Lord should be more conveniently situated at its own building, he came forward with a large sum of money he had ammassed in his life to construct his extensive edifice and the huge Temple in our front. The merchant to whom I have alluded is no other than Srila Jagabandhu Dutt Bhaktiranjan of "J. B. D. Ink fame", and the learned saint—the life and soul of this noble Institution—whose real identity I have so long keptback from you—is no other than His Holiness Bishnupad Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj sitting so serenely amidst us in such deep humility with a hallow of radiance about him.

Ladies and gentlemen, if I did not feel that I were tiring your patience at this late hour of this evening I could have gone on giving you details connected with the long struggle against the blind unreasonable persecution that many connected with the Gaudiya Math have suffered in their zeal for their great Institution. But I shall reserve that for some other future occasion.

Ladies and Gentlemen, it is well-known to you all how at the present moment the teachings of our Great Lord Chaitanya Deva are being spread in diverse ways not only through the length and breadth of this vast continent but also in the western countries through the instrumentality of the zealous and selfless band of missionaries connected with the Gaudiya Math. In fact, who has not heard what the eloquent and impressive speaker Swami Bon Maharaj has been achieving for this religious institution in England and on the continent of Europe? But it is undeniable that all this progress has been made possible by the princely donations of some ardent devotee headed by the late * * Jagabandhu Dutt Bhaktiranjana and above all to the inspiring spirit of His Holiness Bishnupad Paramahansa Maharaj.

Ladies and gentlemen, it is quite in the fitness of things that year after year for these four years there should be held on this death anniversary day a meeting to perpetuate the memory of that pious benefaction through whose generosity this memorable Institution, the fame of which is gradually spreading beyond the shores of India has been able to find means of expanding itself. May the Merciful Heavens be graciously pleased to take charge of his soul and lead it onward towards beatification and may his noble example serve as an inspiration to all and sundry.

Lastly I think I shall be failing in my duty if I do not heartily thank our Rai Rama prasad Chand Bahadur, the great archæologist for his long historical and archæological resources leading him to conclude Sree Mayapur as the Birth Site of Sreeman Mahaprabhu and the site of the old town of Nabadwip and thereby setting this long-drawn controversy at rest; and also for his many activities in finding out many old and indisputed records in connection with the research carried out by him during his recent visit to England.

Ladies and gentlemen, I again thank you for the honour so kindly bestowed upon me, but I feel diffident yet whether I have been able to discharge your trust as fully as was expected of me.

Sd/- B. N. Sinha.
Dt. 9-12-34

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে কৃষ্ণনগর 'কুঞ্জকুটীরে' অবস্থান করিতে থাকেন। শ্রীধামের সেবকগণের বিশেষ আগ্রহে গত ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার বেলা ২১ ঘটিকার সময় মহামহোপদেশক আচার্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ অমৃতাবতার ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক প্রমুখ ভক্তবৃন্দ-সহ শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভ-বিজয় করিয়া পুনরায় ঐদিবস সন্ধ্যায় কুঞ্জকুটীরে প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় কএকদিবস অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে রেলপথে গত ২০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ৩টায় কলিকাতা পৌঁছিয়া বরাবর ৪১নং বিবেটার রোডের বাড়ীতে শুভবিজয় করেন এবং পরদিবস প্রাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসেন। প্রভুপাদের সহিত ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপ্যারী-মোহন ও শ্রীসজ্জনানন্দ আসিয়াছেন। পরমানন্দ প্রভুও ঐদিবস প্রাতে বম্বেতে হইতে কলিকাতা মঠে পৌঁছান।

গত ৮ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কুমিল্লা জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনস্থ গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের সিনিয়রটীচার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন পোদ্দার এম-এ, বি-টি মহাশয়দ্বয়ের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ বম্বেতেই ও তৎপরই সম্প্রদায়ের মর্কট-ন্যায় ও মার্জ্জার-ন্যায় বিচারদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন-মূলে সাধনাভিনিবেশময় ও ভক্তপ্রসাদময় উভয় ভাবের যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা-বিচারে চিত্তাকর্ষক প্রদর্শন করেন। মর্কট-শিশুর নিজ-চেষ্টায় জননীর বক্ষ আশ্রয় করা ও মার্জ্জারের শিশুকে মুখে ধারণ করিয়া আশ্রয়-প্রধান উভয়ভাবের যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের চেষ্টারূপ সাধনও যে প্রকার আবশ্যক, কৃষ্ণ-কৃপার জন্য অপেক্ষারও সেই প্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীল রূপপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরীতে এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতগ্রন্থের পঞ্চমবৃষ্টি প্রথম ধারায় এই সাধনাভিনিবেশ ও প্রসাদময় ভাবের বিশদ-বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ৯ই অক্টোবর প্রাতে কলিকাতা হইতে মঠের নূতন মোটর-যোগে রওনা হইয়া ১২ই অক্টোবর বেলা প্রায় ১২৪ টায় হাওড়াস্থ পৌঁছান এবং তথা হইতে বেলা প্রায় ৪৪ টায় কলিকাতা-দিল্লী-কাল্‌কা মেল হইতে অবতীর্ণ প্রভুপাদকে লইয়া রাত্রি প্রায় ৮৪ টায় মথুরায় উপনীত হন। তথায় উক্তব্রত-পালনকালে মাসাধিককাল শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য বরণ পূর্ব্বক গত ৩রা ডিসেম্বর রাত্রি ৮৪ টার সময় মোটর-সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনকালে গত ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেম্বর শুক্রবার একরাত্রি বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করেন। শনিবার মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া ২৫শে নবেম্বর রবিবার দেরাদূন যাত্রা করেন, তথায় এক রাত্রি যাপন করিয়া ২৬শে নবেম্বর মঠের মোটর-যোগে দিল্লী যাত্রা করেন। প্রভুপাদের সহিত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নরহরি দেবাশিপ্রয় ও শ্রীপাদ শুকবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন। শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দজী দেরাদূন হইতে রোডোল ষ্টেশন হইয়া ট্রেণে দিল্লী-গৌড়ীয় মঠে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ সোমবার রাত্রিতে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন; মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি তিনরাত্র এবং কার্জ্জনরোডে অবস্থানপূর্ব্বক ৩০শে নবেম্বর শুক্রবার দিল্লী হইতে রেলপথে ১লা ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন। ব্রহ্মচারী প্যারীমোহনজীও ঐ দিবস শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ও শ্রীপাদ অনন্তদেব ভক্তিবিবুধ মহোদয়দ্বয়সহ মোটরযোগে দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া শনিবার বেলা ৪টায় কাশী আগমন করেন। ব্রহ্মচারী নরকগোপালজী মথুরা হইতে দিল্লী আসিয়া দিল্লী মঠের সেবায় ব্রতী হন। ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দ কাশী মঠে থাকেন। ভক্তিবিবুধ মহোদয় ২রা ডিসেম্বর কাশী হইতে ট্রেণে যাত্রা করিয়া ৩রা ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছান। শ্রীপাদ শৌতী মহারাজ এবং প্যারীমোহনজীও ঐদিবস বেলা ৩টায় মোটর-যোগে কাশী হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় ৪টায় ডেরী-অন শোনে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক পরদিবস প্রাতে শোননদ পার হইয়া আসানশোল দিয়া রাত্রি প্রায় ৮৪ টায় কলিকাতা মঠে পৌঁছান। কলিকাতায় কএকদিন অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্ম-চারীজী আবার ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার মোটর-সহ কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে গমন করেন। তথা হইতে প্রভুপাদের সহিত গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ আচার্যপ্রবর প্রভু গত ১৯ ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়া রাত্রিতে প্রভুপাদের পাদপদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আচার্যপ্রবর প্রভু যথানিয়মে প্রায় প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের

ব্যাখ্যা হইতেছে। সন্ধ্যারতি নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছে। গতকল্য বেলা প্রায় ১২টায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ শ্রীমঠে আগমন করেন। তাঁহার অদ্যই আবার শ্রীধামে ফিরিবার কথা। শ্রীপাদ নরোত্তম প্রভু ১৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বায়ুযো (জেলা ফরিদপুর) হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া ১৯ ডিসেম্বর প্রাতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন এবং ২০ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে আচার্য্যাত্মিক প্রভুর সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পরদিবস (২১।১২।৩৪ শুক্রবার) রাত্রে বায়ুযো যাত্রা করেন।

গত ২রা ডিসেম্বর বুধবার বেলা প্রায় ১০টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের আসন ঘরে বড়দা নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন সরকার মহোদয়ের নিকট মহাবদান্যাবতার পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে "জীব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব, জীব সৃষ্ট পদার্থ নহেন, জীব অনাদি, মায়াধীন ও মায়াবশ —ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবিচারে রোগ-শোকাদি-দুঃখ ক্লেশানুভূতির প্রতি সাধুর বাস্তব-সহানুভূতি কি প্রকার, অগ্রে দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা পরে হরিকথা কীর্ত্তন না জীবের বিকৃত বিচারোত্থ মনঃকল্পিত দুঃখকষ্টানুভূতির প্রতি বহির্ব্বিচারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্ম্মম থাকিয়া সর্ব্বাগ্রে রোগের মূলীভূত অবিদ্যাবিধ্বংসী কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবণ করানই তাহার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—তৎপ্রতি অধিক মনস্ত প্রদর্শন, বিকারগ্রস্ত রোগীর চিত্তাস্রোতের গোলামী করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ সম্বেদের কর্ত্তব্য নহে, অগ্রে দুঃখ নিবৃত্তি করিতে গেলে কৃতঘ্ন মানব বৎপ্রতিদান-স্বরূপ ইষ্ট বাতীত অনিষ্টাচরণেই অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিবে, ইহা বদ্ধাবস্থায় জীবের একপ্রকার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, গুরুচক্র-মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে বরং মৃত্যু বরণীয়, তথাপি অগ্রে দুঃখ দূর করিয়া পরে হরিনাম শ্রবণের কপটতা-দ্বারা অমঙ্গল আবাহন শ্রেয়ঃ নহে, দুঃখনিবৃত্তি নামের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র, কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ভবমহাব্যাধির নির্ব্বাণের কৃষ্ণস্মৃতি ব্যতীত অন্য উপায় নাই" ইত্যাদি অনেক সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করেন।

৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীযুক্ত বাসিনী কান্ত সেন আর্টর্ণি মহোদয়ের সহিত হরিকথালাপ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু চিজ্জগতের হেয়-প্রতিফলন-স্বরূপ জড়জগতের কালকোভ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুক্তফল-বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে চিজ্জগতের নিত্যনবনবায়মান সৌন্দর্য্য দর্শনের যোগ্যতা লাভের জন্য সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দিব্যনেত্র-লাভের প্রয়োজনীয়তার বিষয় আলোচনা করেন।

গত ৫ই, ৬ই এবং ৭ই ডিসেম্বর (১৯, ২০ এবং ২১ অগ্রহায়ণ) দিবসত্রয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পরলোকগত ও, এন, মুখার্জী মহোদয়ের শাঁখারীটোলার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে হিরণ্যাক্ষ-নিধনে হিরণ্যকশিপুর শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে উশীনর দেশীয় নৃপতির উপাখ্যানাদি বর্ণন-মুখে উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। গত ৩রা ডিসেম্বর ও তৎপূর্ব্বে ৩দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী মঠে ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর বুধবার রাত্রির ট্রেণে ব্রহ্মবাসী শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ভক্তিলতায় প্রভু-সহ ঢাকা রওনা হন। ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছিয়া স্বামিজী ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার তথা হইতে বালিয়াটি গমন করেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিকাশ ও শ্রীযুক্ত ষোড়শী মোহন রায় চৌধুরী প্রমুখ বালিয়াটির ভক্ত জমিদারগণের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী বালিয়াটি-শ্রীগৌরাঙ্গমঠে ১৬ ডিসেম্বর হইতে ১৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যাশ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন। সভাপতি শ্রীমোহিনীমোহন এবং সভাপতি শ্রীকামিনীমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়গণের আন্তরিক সেবা-চেষ্টায়ই বালিয়াটিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র-স্বরূপ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজী ত্রিদণ্ডাচার্য্য পরমেষ্ঠিভজনানন্দ ও শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মবাসী-সহ গত ২০শে ডিসেম্বর বালিয়াটি হইতে রওনা হইয়া গতকল্য (২১ ডিসেম্বর) প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ গত ৫ই ডিসেম্বর রাত্রে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ৮ই ডিসেম্বর রাত্রে শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তি-রঞ্জন মহোদয়ের ভক্তিময় জীবন-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭ই ডিসেম্বর (২১ অগ্রহায়ণ) বিদিরপুর পোর্টস্ট্রাণ্ড রোড ইন্‌ষ্টিটিউটে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলাসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ ডিসেম্বর শনিবার স্বামীজী শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী মহোদয়ের আহিরীটোলাস্থ ভবনে শ্রীমদ্ ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় হইতে 'শ্রীভগবানের মায়াকে জয় করিবার উপায় কি' এতদ্বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কএকজন বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর সোমবার প্রাতে স্বামীজী মঠে দশম স্কন্ধ ৪০তম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পরও মঠে ছায়াচিত্র-যোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রেও স্বামীজী মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ১২ ডিসেম্বর বুধবার বেলা ১১টার সময় স্বামীজী কএকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর অভিমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ গত ১লা ডিসেম্বর রাত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী মঠের সারস্বত শ্রবণসদনে 'শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

করেন। কএকদিবস শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক গত ১২ ডিসেম্বর বুধবার মধ্যাহ্নে তাওড়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জেলার মির্জ্জাপুর, মঠগোলা, টোকচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি গৌরব বৈখানস মহারাজ উৎকল প্রদেশে ইটামাটি, ওড়গা প্রভৃতি গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কতিপয় মহোদয় এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে গত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণপ্রমুখ শ্রোতৃ-বৃন্দ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

কতিপয় মহোদয় বেরেলী হইতে এলাহাবাদ ও কাশী হইয়া গত ৮ ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীমন্দির

শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবোৎসাহে শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্য যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার মধ্যে শ্রীমন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে। বর্ত্তমানে ৭০ ফুট পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে।

কাশীধামে ভক্তিমতী মহিলার ভগবৎসেবায় গৃহ-দান

বর্দ্ধমান জেলা-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী নাম্নী জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা তাঁহার কাশীধামস্থ বিতল অট্টালিকাটি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠকে দান করিয়াছেন। ইনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠসেবকগণ-সমীপে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছেন—গৃহকে 'ভোগাগার'রূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে 'ভজনাগার'রূপে বিচারই বস্তুতঃ গৃহমেধীর ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণ-বিষয়প্রহরী হইবার বিচারের পরিবর্ত্তে—'বিষয় সমূহ সকলি মাধব' জানিবার পরিবর্ত্তে উহাকে নিজভোগ্য বিচারে গ্রহণ করিতে গেলে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরসপানোন্মত্ত পরমহংসকুলের সঙ্গ বঞ্চিত হইয়া নিরয়গমনের রাজকীয়বর্ত্ম আবিষ্কৃত হইবে। তীর্থে বাস করিবার সুফল তখনই লাভ হয়, যখন "তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর"—এই বিচার আসে।

বিশিষ্ট জার্ম্মাণ-মনীষীর শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আগ্রহ

জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী Dr. Weigert শ্রীপাদ বন মহারাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া দুই ঘণ্টা কাল নানা পরিপ্রশ্ন-মুখে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। ডাঃ উইগার্ট স্বামীজীর সদুত্তর-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া স্বামীজীর কৃপাপ্রার্থী শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রবরের নিয়ামকত্বে পারমার্থিকজীবনযাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

গত রাসপূর্ণিমার দিবস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিকলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের সেবকগণ স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিজয় বিগ্রহ লইয়া তাঁহার গৃহে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর চিকলিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রায় একুশ শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থার নরেন্দ্র বাবু বরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রজবাসী প্রভু মঠের সেবোজ্জীবনী বিধানের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন।

স্বধামে রায় সাহেব স্বামিনাথ পিল্লাই

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের পৃষ্ঠপোষকগণের অন্যতম ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত পরিক্ষণ্ পিল্লাই অণ্ মহাশয়ের শ্বশুর রায় সাহেব স্বামিনাথ পিল্লাই অণ্ মহাশয় গত ৮ই ডিসেম্বর স্বধামে গমন করিয়াছেন। এই মহাত্মাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত হইয়া তাঁহার সুযোগ্য জামাতাকে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মমণ্ডল-পরিক্রমা-কালে ইনি তীর্থ-প্রবণোদ্দেশ্যে তথায় গমনপূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার সুযোগ পান। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্রজমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত উত্তরভারত ও বঙ্গদেশের কএকটি শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র দর্শন করিয়া এবং মঠসেবকগণের প্রীতিময় ব্যবহার পাইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিবার জন্য উপদেশ করিতেন। মদ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কার্য্যে উৎসাহী ইহার স্থানে একজন বান্ধবকে হারাইয়া মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠসেবকগণ বিশেষ ব্যথিত। আমরা আশা করি, পরলোকগত রায়সাহেব মহোদয়ের পরিবারবর্গ তাঁহার আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রীতিবিধান করিবেন।

চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুণাভিমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ভক্তসমভি-

যাহারে গত ৭ই ডিসেম্বর ১১ ঘটিকায় 'বার্দ্ধিষ্ণান'-নামক জাহাজে চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়া ১০ ডিসেম্বর রেঙ্গুণে উপনীত হইবার সংবাদ গৌড়ীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা চট্টগ্রাম হইতে বিদায় গ্রহণ-কালে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট, শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায় চৌধুরী জমিদার, রায় বাহাদুর উপেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার, ডাক্তার হরিকান্তি গুহ, শ্রীহর্গাকৃপা কাননগুপ্ত, মিঃ জোন্স (বেঙ্গল কোম্পানীর ম্যানেজার), মিঃ ওয়াকো ওয়ালা (ঐ অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার), শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোষ্ঠবিহারী রায়, শ্রীশশীমোহন সাহা এম-এ বি-এল, ডাক্তার শ্যামলাল দাস, শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন, শ্রীহরি মোহন রায়, শ্রীব্রজবিহারী ধারাধিকারী, শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল প্রমুখ চট্টগ্রামের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি যে প্রকার হার্দ্দ অভ্যর্থনা প্রদান করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য'-পত্র পর পর কএক সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের বিষয় প্রকাশ করিয়া প্রচারক-গণের গুণমুগ্ধ সজ্জনগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কেবল ইহা অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৮ নবেম্বরের 'পাঞ্চজন্যে' জনৈক মৎসর ব্যক্তির দুরভিসন্ধি-মূলে লিখিত "গৌড়ীয়-মঠের প্রচার"-শীর্ষক এক বেনামী প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত গুণগ্রাহী সজ্জনগণ বিশেষ ব্যথিত হন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় (সদর ঘাট, চট্টগ্রাম) মহোদয় ঐ ১৮ই নবেম্বর তারিখেই একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের নিকট পাঠান। সেই প্রতিবাদ প্রবন্ধ গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০ নবেম্বরের পাঞ্চজন্যে প্রকাশিত হয়। উহাতে বেনামী প্রবন্ধ-লেখকের মাৎসর্য্য-মূলা ধারণার প্রতিচক্রের সুতীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ৯ম বর্ষ দৈনিক নদীয়া প্রকাশের ২২২ সংখ্যায় উক্ত প্রতিবাদ-প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে।

চয়ন

জেলা-জজ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠৈক প্রচারক

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে জজ বাহাদুরের প্রীতি

['পাঞ্চজন্য' ১৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার ২রা ডিসেম্বর হইতে উদ্ধৃত]

গত ৩০শে নবেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সময় বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ চট্টগ্রামের মিঃ জজ মিঃ সিম্‌সন মহোদয়কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাসভবনে উপনীত হন। স্বামীজী মহোদয়ের আগমন-সংবাদে জজ সাহেব বাহাদুর অভ্যর্থনা সহকারে স্বামীজী মহোদয়কে বিতলের উপবেশনকক্ষে লইয়া যান। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা-শ্রবণের জন্য আহূত ডিরেক্টার অব্ পাবলিক্ ইনষ্ট্রাক্‌সন মিঃ বটমলি, বর্দ্মা অয়েল কোংর ম্যানেজার মিঃ ক্রস্‌ফিল্ড, এ, বি, রেলের ডেপুটী এজেণ্ট মিঃ নোলেন এবং এসিষ্টেণ্ট সেসন জজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায় প্রভৃতি কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত জজ সাহেব বাহাদুর স্বামীজী মহোদয়ের পরিচয় করাইয়া দেন।

স্বামীজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিলে জজ সাহেব শাঙ্কর-দর্শন ও বৈষ্ণবধর্ম্মনের পার্থক্য কি, তাহা জানিতে চাহেন। স্বামীজী মহারাজ কৈবল্যবৈতবাদের চিন্মাত্রতার ত্রুটি, জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতার দোষ প্রভৃতি শঙ্করোদিত দর্শনের অসম্পূর্ণতার কথা এবং চৈতন্য-চরণ-চারণ গোস্বামিগণের প্রবর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বে সমীচীনতা ও মাধুর্য্যময় জীব-কল্যাণ-নিরতা বিশদভাবে দুই ঘণ্টাকাল বুঝাইয়া দিলে পণ্ডিত-প্রবর ডিঃ জজ মিঃ সিম্‌সন নিজ সত্যাগ্রহিতা-গুণে স্বামীজী মহারাজের কথিত বৈষ্ণব-দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া বৈষ্ণব-দর্শন-পাঠে মুগ্ধ হন এবং স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তাঁহার আগামী অবকাশকালে বৈষ্ণবদর্শনের অনুশীলন করিবেন। ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন মিঃ বটমলি ও মিঃ সিমসনের বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে বহু প্রকার প্রশ্ন সহকারে শ্রবণের আগ্রহ দেখিয়া স্বামীজী মহোদয় পরমানন্দিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের মনীষিগণের বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে শ্রবণ-পিপাসা প্রচারকগণের নিকট বিশেষ আনন্দের বিষয়। স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু-প্রকারে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে চেষ্টা করিতেছেন। তিনিও আহূত হইয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বৈষ্ণব-দর্শনে এইরূপে আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছেন।

আগামী ১৭ই পৌষ (ইং ২।১।৩৫) ও ১৮ই পৌষ (ইং ৩।১।৩৫) শ্রীপাট চাকদহে শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব হইবে। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই পৌষ, ১৩৪১; ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ | ২১শ সংখ্যা

শুভেচ্ছা ও বাস্তবসেবা

আমরা পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারের বহির্ভাগে অবস্থান এবং কেহ কেহ উক্ত মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার অভিমান ও অভিনয় করিয়াও ভগবদ্ ভজনে প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-নিয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে শুভেচ্ছা-মাত্রই পোষণ ও প্রকাশ করিয়া থাকি। যখন একান্ত পারমার্থিকগণ সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক আমাদিগকে গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবার অনুষ্ঠান এবং আচারের সহিত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান ও আদর্শ প্রদর্শন করেন, তখন হয়তো আমরা ঐ সকল উপদেশের সাময়িক উপযোগিতা সংসারের অনিত্যতার ভিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে হৃদয়ে অনুভব করিয়া হরিভজনে আত্মনিয়োগ করিবার শুভেচ্ছামাত্র পোষণ বা অপরের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি; কিন্তু যখন আমাদিগকে কার্য্যতঃ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, কার্য্যতঃ গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়, যখন কার্য্যতঃ কৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবার জন্য আমাদিগের নিকট অবকাশ উপস্থিত হয়, তখন আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ি। এই শুভেচ্ছামাত্র পোষণ একান্ত ভগবদ্বিমুখতা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শুভব্যঞ্জক হইলেও ইহাও একটি দুরন্ত-দৌরাত্ম্য-জাত অনর্থ বিশেষ। কেবল শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিলেই আমি হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারিব না, কেবল বাক্যের দ্বারা বৈষ্ণব, কিম্বা "ভগবদ্ অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা—উত্তম বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য" ইহা অনুমোদন মাত্র করিলেই হরিভজনের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না; এমন কি, হয়তো হরিভজন আরম্ভই হইবে না।

শুভেচ্ছার লোক-মনোহারিণী ধর্ম্মিকার অন্তরালে দুর্জ্জনতাক্রান্ত অনর্থকে গোপন করিয়া নিজেকে ভগবদ্ভজন-পিপাসু বলিয়া জাহির করিবার যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-

কাজেই তাহা ভাবগ্রহণের উন্নতির পথে পরম-অন্তরায়। অশুভেচ্ছা অপেক্ষা শুভেচ্ছা অনেকটা ভাল বটে; কিন্তু শুভেচ্ছাই যেখানে হইতে ঐ শুভেচ্ছাটুকুও ক্রমে ম্লান ও বিলীন হইয়া যাইবে।

শুভেচ্ছাকে বাস্তবতায় পরিণত করিতে হইবে। পার্থিব ধারেও দেখা যায় ধন বা বিদ্যা দান করা উচিত বা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ যদি সেই ধন ও বিদ্যালয়ের শুভেচ্ছাটুকুই মনে মনে পোষণ মাত্র করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, বিদ্যা ও ধনাগমের বাস্তব-প্রণালী-সমূহের মধ্যে যদি তাঁহারা আত্মনিয়োগ না করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহার ধন বা বিদ্যা লাভ হয় না,—নিশ্চেষ্ট মুমূর্ষু সিংহের মুখবিবরে যেরূপ মৃগ স্বেচ্ছায় প্রবিষ্ট হইয়া মুমূর্ষুর আর্ত্তি মোচন করে না, সেইরূপ কাহারও শুভেচ্ছামাত্র কাহারও হরিজন হয় না। কেবলমাত্র শুভেচ্ছা করিয়া হরিজনের উপযোগী সুদুর্লভ মানবজীবনকে কাটাইয়া দিলে নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে না। শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, বাস্তবতায় আনিতে হইবে, সত্য সত্য আচারদ্বয় প্রচার করিতে হইবে।

অনেক সময় সাধকজীবনের অভিনয়কারী আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা আচার্য্য বা গুরুপাদপদ্ম হইতে কেবল কথা শ্রবণ করিয়াই যাইতেছি, হরিকথা শুনিবার সময় বাহ্য দৃষ্টিতে উৎকর্ণও থাকিতেছি, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের মধ্যে কোন স্পন্দন নাই, যেন নিস্পন্দ, নিথর হিমাচলবৎ। অর্থাৎ যাহা শুনিয়াছি ও শুনিলাম, তাহা আমাদের আচারে, আমাদের বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বাভাবিকী বেগময়ী—রাগময়ী অনুপ্রেরণা নাই—চেতনের দ্বার যেন রুদ্ধ, স্তব্ধ, প্রাণহীন, মৃতবৎ! আগন্তুক কার্য্যের জন্য হয়ত' আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে পারি, অবশ্য ও অপ্রতিহত উৎসাহের সহিত কার্য্য-সম্ভারের জন্য সমগ্র দেহ, মন, আত্মাকে ডালি দিতে পারি; কিন্তু হরিসেবার সরল কথা শুনিয়া, সরল প্রয়োজনা লাভ করিয়াও চেতনের কোন স্পন্দনই নাই, কেবল যেন চেতনকে আরও অধিক দিন গভীরতর নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিবার জন্য আর শুদ্ধধর্ম্মের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র শুভেচ্ছার রক্ষা-কবচটি সদা সর্ব্বদা বাহির করিয়া বলি, 'হরিজনে আমার আন্তরিক অনুমোদন আছে, হরিজন—ভাল, ইহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ইহা আমি বুঝি।' ইহা মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যতঃ হরিজন করি না, আত্মনিয়োগ করিতে চাহি না, গোপ্তৃত্বে বরণ বা শরণাগতির কথাগুলি মৌখিক স্বীকার করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা করিতে পারি না, সেখানে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎকৃপা, এই কথা বুঝিয়াও বুঝি না।

অনেক সময় শুভেচ্ছা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আমার ব্যক্তিগত মঙ্গলরবিকে রাহুগ্রস্ত করিয়া ফেলে। শুভেচ্ছার যে অস্ত্রগুলি অপরের উপর প্রয়োগ করি, নিজেই সেই অস্ত্র হইতে গা' বাঁচাইয়া চলিবার কৌশল শিক্ষা করি। কাজেই থাকিয়া কেবল শুভেচ্ছায় সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের ভাগ্যাকাশ মুহ্যমানিকা-পূর্ণ। যদিও তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে একদাকালে প্রাথমিক অরুণোদয় লক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি অরুণোদয়ের পরে আর যখন বাস্তব সেবা-সূর্য্য-রশ্মি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভাগ্যাকাশকে উদ্ভাসিত করিল না, তখন তাঁহাদের সমগ্র দিনটিই অর্থাৎ সমগ্র জীবনটিই ব্যর্থ হইয়া গেল। আবার সেই ব্যর্থ দিনের পরে হয়ত' রাত্রি বা অমানিশার ঘোর অন্ধকার তাঁহাদের শুভেচ্ছাকে চিরসমাধিত করিয়া ফেলিতে পারে, শুভেচ্ছার স্থানে বিদ্বেষের বহ্নিই তাঁহাদের অধিক আদরের বস্তু হইতে পারে। যাঁহারা সাময়িক উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতায় উত্তেজিত হইয়া হরিসেবার প্রতি শুভেচ্ছামাত্র প্রকাশ করেন, তাঁহাদের জীবনে এইরূপ বহু সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। হয়ত' কেহ শুভেচ্ছায় অনুরঞ্জিত হইয়া দুই চারি দিন আনুষ্ঠানিক সদাচার যেমন যজ্ঞ-মালাদি পরিত্যাগ, কণ্ঠে তুলসী মালা, অঙ্গে তিলকাদি ধারণ কিম্বা হরিজনের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাঁহাদের সাময়িকী শুভেচ্ছা ম্লান হইয়া তাঁহাদিগকেই 'পুনর্মূষিকোভব'-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ফেলিল; তবু পুনর্মূষিক হইয়াই নিষ্কৃতি হইল না, তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে শুভেচ্ছা বিদ্বেষে পরিণত হইল। মৎস্য-মাংসাদি অযোগ্য প্রকল্প ও নানাপ্রকার অনাচার, অসৎসঙ্গ আরও অধিকতর উত্তেজনার সহিত প্রবলভাবে স্বীকার করিবার জন্য তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া

সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার মতভেদের কথা এখনও পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ওঁহাদের মাটিয়া বুদ্ধিতে প্রকৃত (?) বৃন্দাবন ও মথুরার কতকটা বা যোগপীঠের স্থিতিস্থান অন্যত্র নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না! বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ গুরুপরম্পরায় যে স্থানকে গৌড়মণ্ডলভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন ও স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভ্রম-প্রমাদাদির কিঙ্করস্বরূপ প্রত্যক্ষবাদী জড় প্রত্নতাত্ত্বিক-গণ তাঁহাদের মাটীয়া বুদ্ধি লইয়া সেই ভগবদ্ধাম সন্ধান বা দর্শন করিতে পারেন না। মহামায়ার আচ্ছন্ন-চক্ষু ব্যক্তি-গণের নিকট যোগমায়া ভগবদ্ধামকে আবৃত করিয়া রাখেন, —"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।" একমাত্র শ্রৌতপথেই শ্রীধামের আবিষ্কার হয় ও শ্রৌত চক্ষুর্দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়,—ইহার প্রচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য। শ্রীধাম—ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য নহে, ব্যক্তি-চারের আশ্রয়স্থলও নহে। অপ্রাকৃত ধামকে কেহ জড়ীয় অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া লইতে পারে না। তাহা কোন পার্থিব জমিদারের প্রভুত্বের অধীনতা স্বীকার করে না, তাহা স্বয়ং ভগবদ্বস্তুর জমিদারী। সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকের জড় পাণ্ডিত্য ও জড় গবেষণার বাহাদুরী চলে না। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুজনগণকে আচার ও প্রচারের দ্বারা জ্ঞাপন করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত, শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনকে উন্মিপ্ত, কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীকে অতিরঞ্জিত ও কল্পিত, গোস্বামিগণের শাস্ত্রকে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, আধ্যক্ষিক বঞ্চিত ও জোগবুদ্ধি-বিতাড়িত মস্তিষ্কদ্বারা ইহা কল্পনা করিয়া তুলট পুঁথির ধূলা-রাশি ও ইউপাটকেলের বিচার, আকার ইঙ্গিত, কিংবা অনুস্বার বিসর্গ লইয়া মারামারি করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য জাহির ও জড় অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি কুড়াইবার উদ্দেশ্যেও বস্তু-বিজ্ঞান হইতে অধঃপতিত হইবার জন্য পরমাহিত্য-পরিষদ্ শ্রীগৌড়ীয়মঠ মূলগ্রন্থ-প্রকাশের সেবা করেন না। তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ ও ভাগবত-বিগ্রহ জানিয়া সারগ্রাহী হইয়া চেতনের সেবা করেন। তারগাহী সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় কেবল পুঁথির ফুলঝুরি ও ঘাঁটিয়া সত্যবস্তু লাভে বঞ্চিত হন না। ইহাই সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিকের অতিমূর্খ চেষ্টার সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের আপাত সৌসাদৃশ্যের সেবার বৈশিষ্ট্য।

২৮। মানবজাতি পরমার্থ সম্বন্ধে সকলেই কতকগুলি সাধারণ ভ্রম (common errors) করিয়া থাকে। এই সাধারণভ্রমের পরিমাণ এত বেশী যে, মানব-জাতির সহিত সাধারণ ভাষায় পরমার্থের কথা বলিলে তাহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া থাকে। যেমন অতি সাধারণ ও সর্ব্বত্র প্রচলিত 'সেবা', 'ভক্তি', 'হরিনাম' প্রভৃতি কতকটি কথা। 'সেবা' বলিতে শতকরা শতজন পৃথিবীর লোকই হয় দেবতাদি পূজ্যগণের নৈমিত্তিক ও হৈতুক পরিচর্য্যা কিংবা রোগীর শুশ্রূষা, না হয় ভোজনাদি ব্যাপার, না হয় ভক্তগণের অভিধানের বাস্তবৈষম্য মনে করেন। সম্ভোগাদি-বিনির্ম্মুক্ত অনুক্ষেত্রনের পূর্ণচেতনের প্রতি যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী চিদ্বৃত্তির প্রগতি, তাহা অনেকেই জানা দূরে থাকুক, বোধ হয় ধারণাও করিতে পারেন না। ভক্তিকে অনেকে মনের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা বা ভাবুকতা মাত্র, হরিনামকে অন্যান্য আভিধানিক শব্দের ন্যায় না হইলেও কোন পূজ্য-বস্তু-বিশেষের বোধক শব্দমাত্র বলিয়া মনে করেন; কিন্তু 'ভক্তি' যে আত্মার নিত্যবৃত্তি ও পরমমুক্ত পুরুষগণেরই নিত্য সেবাবস্তু, শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ পূর্ণ চেতন পরব্রহ্ম—ইহা কয়জন ব্রহ্মরন্ধ্রে জানেন? সুতরাং জীবের এই সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগ্রাসী সাধারণ-ভ্রম-সমূহ অপনোদন করিতে হইলে যে যে বিশেষ শব্দের দ্বারা বাস্তববস্তু পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট ভাবে অনুভূতির বিষয় হয়, বিবর্ত্তগ্রাহ্য-গর্ভ সেই সকল পরিভাষা প্রয়োগ করা ব্যতীত জীবগণকে ঐরূপ অসংখ্য সাধারণ ভ্রমের শিঞ্জিনরাজ্যে অধিকতর বেগে পতন হইতে বাধা দিবার আর অন্য উপায় নাই। এই ভাষার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভাগবতীয় পরিভাষার অনুসরণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের একটি বৈশিষ্ট্য। হইতে পারে, ইহা প্রথমতঃ প্রাকৃত সাহিত্যের পরিভাষার অভ্যস্ত সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু দুর্বোধ্য করিবার নাম করিয়া অর্থাৎ সাধারণে প্রচলিতভাব ও ভাষার সাহায্যে বলিতে গিয়া অধোক্ষজ বস্তুকে যদি প্রাকৃত নায়করূপে অঙ্কিত করিয়া ফেলা হয়, সেবাকে যদি কর্ম্মের অন্যতম রূপে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সাহিত্য-জগতে আরও অধিকতর অমঙ্গল প্রবেশ করে। গ্রাম্য-

সাহিত্যের ভাব-ভাষা-দ্বারা অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতে প্রবেশের জন্য ভাগবতী দীক্ষা লাভ বা দিব্যজ্ঞানের পরিভাষার সেবা করিতে হইবে,—ইহা জগতের জীবকে বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯। অবশ্যই এই যুগে আর একটি কথা স্বতঃই অনেকের প্রশ্নের বিষয় হয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পৃথিবীব্যাপী এই বিপুল প্রচারের আর্থিক-ভাণ্ডার ও দেবাদি কিরূপে সংগৃহীত হয়? ত্রিবিক্রম একদিন ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বলির আত্মা যেরূপ মন লক্ষ্যস্থল বলিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরের হিতকারীর অভিনেতা শুক্রাচার্য শতবাধা দিয়াও বলিকে রক্ষা করিতে পারে নাই। যেখানে প্রাণ আছে, যেখানে চেতন আছে, সেখানে অর্থ মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া তৎসেবকের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বিশ্বের সমস্ত স্বতঃই বিষ্ণুদাসগণের 'ব্যাঙ্ক' ও তথায় বিষ্ণুর নিজস্ব অর্থরাশি গচ্ছিত ও সংরক্ষিত রহিয়াছে। বিষ্ণুদূতগণ—যাঁহারা বিষ্ণুর সেবায় প্রাণ ঢালিয়াছেন, সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মাধবের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া মাধবের নাম-ধাম-কাম-প্রচার-সেবায় নিয়োগ করিতে পারেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিক্ষার ঝুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ বদ্ধ-প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রত্যক্ষ চেষ্টাগুলি জগতের সকল লোকেরই ন্যূনাধিক ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে বলিয়া, লোকে তত্তৎপ্রতিষ্ঠানের গ্রাহক হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির 'মাশুল' বা প্রতিদান-স্বরূপ অর্থাদি দ্বারা সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকেন। যেমন কেহ যদি একটি অনাথ-আশ্রম খোলেন বা বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ বা আর্তের সেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উদ্ঘুক্ত করেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জগতের লোক তাঁহাদের সেবাবুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বুঝিয়া লইতে পারেন এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে, চক্ষের সম্মুখে অপরে অধিকক্ষণ দুঃস্থাবস্থায় থাকিলে নিজের ভোগ ও সুখের প্রতিও একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়, (যেমন নিজের বাড়ীতে রোগ-শোক-ক্লান্তের কেহ থাকিলে স্বভাবতঃই নিজের ভোগ-লালসাও সেরূপ ইন্ধন পায় না) ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে ভোগের পথে কণ্টক উপস্থিত হয়, তখন ভোগের কণ্টক সরাইবার জন্য বা অপরকে চক্ষুর্বাবার রাখিয়া কেবল নিজে ভোগ করিলে প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে দেখিয়া ও উহাও ভোগের আর এক জাতীয় ব্যাঘাতকারক অনুভব করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান ভোগি-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সামাজিক লোকোপকার করেন, জগতের বিষয়ি-সম্প্রদায় নিজেদের প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে পার্থিব রোগীর হাসপাতাল নাই, বন্যা-দুর্ভিক্ষনিবারণী সমিতিও নাই, বিধবা-আশ্রম, অনাথাশ্রম বা আতুরালয় প্রভৃতিও নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরমেশ্বরের সেবা—যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাহার জন্য লোকে কেনই বা একমুষ্টি চাউল, এমন কি অন্ত-কপর্দকটিও দিবেন? বিশেষতঃ যে রাজ্যে পরমার্থের দোহাই দিয়া অনেক কিছু চলিয়াছে, যে যুগে পরমার্থ উপজীবিকার সুলভ ও অমোঘ অস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষেত্রে, সে যুগে, লোকের নিকট হইতে অহৈতুকী হরিসেবার জন্য একটি কপর্দকও সংগ্রহ করা কিরূপে সম্ভব? বিশেষতঃ প্রচলিত ধারণা অনুসারে যেখানে সাধুগণ অর্থকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন না, যেখানে সাধুত্বের ধারণা নগ্নাবস্থা, যাতায়াত ও অর্থ বিদ্বেষাদির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত, সেরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী হরিনাম প্রচারের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা আহরণ কিরূপে সম্ভব? ইহা অবশ্যই, পৃথু বা পরীক্ষিতের যুগ নহে, বিশ্বা প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, জয়দেব বা বীরহাম্বীরের যুগও নহে যে, অর্থ বিষয়ে প্রচুর রাজ-সাহায্য সম্ভব হইবে। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-তোষণপর অন্যাভিলাষী ও মনোধর্মী কর্মী ও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রতিবাদকারী বলিয়া পৃথিবী-পরিব্রাজিত ঐরূপ লোক-মাত্রেরই ন্যূনাধিক অপ্রীতিভাজন। আচার্যের অকপট আত্মগতাকামী শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক ব্যক্তিগত উদরভরণের জন্য ভিক্ষার প্রার্থী নহেন বলিয়া প্রচলিত সাধারণ বা অসাধারণ কোন ভিখারীরই ন্যায় দাতার বহির্মুখতার ভাবক হইতে পারেন না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে এই বিশ্ব-ব্যাপী-প্রচারের প্রধান রসদ-স্বরূপ অর্থের সংগ্রহ কিরূপে সাধিত হইতে পারে? কিন্তু আচার্যের কৃপায়

অনন্তবও প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে। আচার্য্যের বাণীতে শুনিয়াছি,—

প্রাণ আছে তা'র, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশালীর কৃষ্ণপাধা সব।

কোন গচ্ছিত ধন লইয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, কাহারেও তোষামোদ করিয়া গৌড়ীয় মঠ প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন নাই। আচার্য্যের একমাত্র নিরপেক্ষ সত্যবাণীর অকপটে ও নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন-মুখেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রথম প্রচারের সূচনা হয়। সমগ্রভারত ও ভারতবহির্ভূত বিভিন্ন স্থানের মঠে যত ব্যক্তি নিত্য হরিসেবা করিতেছেন, প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানের উৎসবাদিতে লক্ষ লক্ষ লোক ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিতেছেন। সহস্র সহস্র গ্রন্থরাজি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে বা হইয়াছে। সমগ্র ভারতে, দেশে-বিদেশে ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘোষন, মঠস্থাপন, পরিক্রমা, পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারকে প্রেরণ প্রভৃতিবিধির অনুষ্ঠানের আনুকূল্যের অবলম্বন একমাত্র যাদুকরী ভিক্ষার ঝুলি। জড়বাদনিষ্ঠ চাকরীকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"ধন করিয়াও দূরে তফাৎ করিবে," কেননা দূরেই পরমার্থ; আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের আজ্ঞা এই যে,—"ধন (?) করিয়াও হরিকথা প্রচার করিবে। তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ (?) তোমা-দিগকে অধমর্ণ মনে করিয়া তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিলে তোমরা নিঃসম্বল ও কৃপাবশে সঙ্কুচিত হইয়া হরিসেবার আনুকূল্য আহরণে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবে। মঠাবতন-সমূহ তাহা হইলে অসদ্গণের প্রাসাকথা, প্রাসা-চিন্তা ও অসদাচারের স্থান না হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনমুখরিত নিখিল বৈকুণ্ঠনিকেতন রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিবে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(১)

গত কার্ত্তিকমাসে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় অবস্থানকালে তত্রত্যপুর হেটের অবসর-প্রাপ্ত বাহাদুর মন্ত্রী রাও রাও সর্দ্দারসাহেব শ্রীমান্ রঘুবীর সিং সাহেব বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়া নিম্ন-লিখিত কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া রাখিয়া যান। উক্ত মন্ত্রী বাহাদুর আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও লৌকিক-গৌরবের উচ্চ সুদবীতে বাসিত হইয়াও পরমার্থ-বিষয়ে যে তাঁহার সম্যগ্‌নু-সন্ধিৎসা আছে, তাঁহার প্রশ্নসমূহই তাহা প্রমাণ করিবে। এই প্রশ্নাবলী প্রত্যেক পরমার্থ-পিপাসুর প্রয়োজনীয় ও পারমার্থিক জীবনের পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া নিম্নে আমরা প্রশ্ন-সহ উত্তর প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য, শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রশ্নাবলীর যে উত্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সারমর্ম্মই উদ্ধৃতরূপে প্রকাশিত হইল। প্রশ্নকারী হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়া তিনি প্রশ্নসমূহ হিন্দীভাষায়ই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল প্রশ্নের যথানুবাদ এবং "গৌড়ীয়"-পাঠকের জন্য উত্তরসমূহ বঙ্গভাষায় লিখিত হইল।

প্রশ্ন—১। পরমেশ্বরের স্বরূপ কি?

উত্তর—স্ব—নিজ, রূপ—বিগ্রহ। পরমেশ্বর—স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপই তাঁহার স্বরূপ। 'স্বয়ংরূপ'—শব্দে শাস্ত্র অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ'কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণই পরমেশ্বর।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

পরমেশ্বর যাহাই আর সকলেই তাঁহার বশ্য, অধীন, তাঁহারেরা। তাঁহার রূপের আদি ও বিভিন্নাংশ হইতে অজস্র রূপসমূহ (আকার সমূহ) উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল আকার নিত্য নহে, কালজোত্য। স্বয়ংরূপের বিলাস ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়। আদিমূর্ত্তির মূর্ত্তি—শ্রীবলদেব। তিনি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। বলদেব স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বর, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সকল আদির আদি, অনাদি, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অধোক্ষজ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে

যে মুক্তিলাভ হয়, তাহাই স্বরূপে অবস্থিতি। তখন দৃশ্যরূপ—স্বাংরূপ। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই 'মুক্তি'পদবাচ্য।

প্রশ্ন—২। পরব্যোমের স্থান কি?

উত্তর—পরব্যোমের স্থান—পরব্যোমে। জড় জগতের বৈচিত্র্য সেই স্থানের অসম্পূর্ণ বিকৃত ছায়ামাত্র। পরব্যোম ভূতাকাশ হইতে পৃথক্। ভোগময় জড়শব্দসমূহের যেরূপ আকাশাবাচ্যে প্রকট হয়, ত্যাগময় শব্দসমূহ যেরূপ ভূতাকাশে বিরাম ঘটে, পরব্যোমের শব্দ তদ্রূপ নহে। উহা ভগবদ্ভক্তির হওয়ায় নিত্য ও কালাতীত। পরব্যোম হইতে ভেদাবস্থিত স্থানসমূহ যে-শক্তির পরিচয় দেয়, সেই শক্তি পূর্ণাভিব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি নহে। পরব্যোমে যে বিচিত্রতা-গত স্থানভেদ আছে, সেই বিচিত্রতা অবয় ভেদজগতে অভেদের সহিত ভিন্ন হওয়ায় পৃথক্। পরব্যোম পরিবর্তনশীল আধার নহে।

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজহলে বক্তৃতা

"গৌড়ীয় দর্শন"-বক্তৃতা-শ্রবণে আগ্রহ

ঢাকা নগরীর কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মুখপত্র "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯২৪) শুক্রবার ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ হলে "গৌড়ীয় দর্শন" সম্বন্ধে আচার্যপাদপদ্মের পরাকাষ্ঠাসহকারে ও অনুস্বারপূর্ব্বক বিষয়গুলিসম্বলিত একটি সভায় বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, বক্তার বক্তৃতা আচার্য-পাদপদ্মের শ্রৌতবাণীরই আংশিক পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল।

বক্তৃতার আহ্বানকারী ও সভাপতি

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজের পক্ষ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়াচরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু এম, এ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে যে বক্তৃতার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ছাত্রসম্প্রদায় ও সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করেন। এই সভায় সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক অশেষ-গুণালঙ্কৃত, বিনয় ও সৌজন্যের আদর্শমূর্ত্তি ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, পি-এইচ, ডি মহোদয়।

কলেজের প্রিন্সিপাল মহাশয়ের সৌজন্য

ঢাকা জগন্নাথ-ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজের স্বনামধন্য প্রবীণ প্রিন্সিপ্যাল রায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাহাদুর এম, এ মহোদয় এই পারমার্থিক বক্তৃতার অধিবেশনের জন্য কলেজ হলটি প্রদান ও সোৎসাহ-সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পারমার্থিক ও সজ্জনমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সভাপতি নির্ব্বাচন

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃপেন্দ্রনাথ হালদার এম, এ মহাশয় সভাপতি-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে বলেন,—"অদ্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। মঠের কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে আমরা 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের ন্যায় একজন বিশিষ্টবক্তাকে আমাদের এই কলেজ হলে পাইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা যে সমধিরে সুধাগ্রাহিণী ও উচ্চাঙ্গের হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি প্রস্তাব করি, এইরূপ অধিবেশনে ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ন্যায় যোগ্যতমব্যক্তি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলি! আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁহারা আমাকে অদ্যকার সভার সভাপতিত্বের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন।

"গৌড়ীয়" শব্দের তাৎপর্য্য

অন্তকার বক্তৃতার বিষয় 'গৌড়ীয় দর্শন' কথাটি সকলের নিকট সুস্পষ্ট নাও হইতে পারে। "গৌড়ীয়"-শব্দের সাধারণ অর্থ "বঙ্গীয়" কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় হইতে তাঁহার চরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণই "গৌড়ীয়"শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত প্রচারকারী রামানুজাচার্য্য, শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারকারী মধ্বাচার্য্য, ভিন্না-ভেদাদ্বৈত প্রচারকারী নিম্বার্কিত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচারকারী বিষ্ণুস্বামী দ্রাবিড় দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'সেই চারিজনের ত শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদ-নামাবলম্বী বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় "গৌড়ীয়" নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন'।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বৈষ্ণবদর্শনের আলোচনার দুর্ভিক্ষ

বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিতাভিমানী অনেকেরই ধারণা-মাত্র নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈষ্ণব-দর্শনের আলোচনা, এক শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতবাদ ভিন্ন, কোথাও হয় বলিয়া জানা নাই। কিন্তু বৈষ্ণবদর্শন অতি উচ্চ। ইহার বিচার-প্রণালী, ইহার তত্ত্ববিচার পৃথিবীর যে-কোন দর্শনের সমকক্ষ উহা পর্য্যন্ত অনেকেরই অজ্ঞাত। অনেক দার্শনিক বিষয়ে ইহার আলোচনা পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম।

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের মূলসূত্র

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বহুদেবতাবাদ, এক অদ্বিতীয় পরদেবতাতে সকল দেবতার অবস্থিতি, এক পরদেবতার বহুরূপ গ্রহণ, ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ও অবতারবাদ—এ এক আশ্চর্য্য ইতিহাস। সর্ব্বশেষ (১) হরি অদ্বিতীয়, (২) তাঁহার ক্ষমতা অসীম, (৩) তিনি রসসমুদ্র, (৪) আত্মা ভগবানের বিভিন্নাংশ, (৫) কতকগুলি আত্মা প্রকৃতিদ্বারা আচ্ছন্ন, (৬) কতকগুলি আত্মা প্রকৃতির গ্রাস মুক্ত, (৭) সমস্ত চেতন এবং জড় সর্ব্বশক্তিমান্ হরিরই ভেদাভেদ-প্রকাশ, (৮) পারমার্থিক জীবনের লক্ষ্য একমাত্র ভক্তি-দ্বারাই লভ্য, (৯) কৃষ্ণপ্রেমই পারমার্থিক জীবনের শেষ লক্ষ্য—এই কয়টি মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Theistic সিদ্ধান্ত-এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বক্তার সম্বন্ধে সভাপতি

আজিকার সভার আলোচনার বিষয় অত্যুচ্চ। অন্তকার সভায় যিনি বক্তা, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাধনা তাঁহাকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবমণ্ডলীতে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী করিয়াছে। তাঁহার বিদ্যাবত্তা গৌড়ীয়মঠের প্রচারের একটি উপকরণ স্বরূপে ভগবান্ বাবহার করিতেছেন। এই বক্তার পরিচয় আমি নিষ্প্রয়োজন বিধায় তাঁহার কলিকাতার প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা সম্বন্ধে সেই দুই সভার সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মন্তব্য অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই বক্তার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে বাগ্মিতা-স্রোতে নিমজ্জিত হ'য়েছিলাম্, তারপর সভাপতির অভিভাষণের কোন স্থানই হ'তে পারে না।"

মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বলিয়াছেন,—

"আজ এই সভায় এসে গৌড়ীয় মঠের বক্তার নিকট হ'তে যে মধুরবর্ষিণী বক্তৃতা শ্রবণ করা গেল, তা' অতি অপূর্ব্ব। সমস্ত বৈষ্ণব জগতের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের কিরূপ প্রচার হ'য়েছে, তা'র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এমন গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতায় প্রদান ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছি। বক্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি, মহাপ্রভু তাঁ'র দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। তিনি যেন তাঁর যোগ্যতম গুরুর আজ্ঞাবাহী হ'য়ে মহাপ্রভুর কথা এইরূপ মধুরভাবে সকল দেশে প্রচার ক'র্ত্তে পারেন।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের পরীক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন,—

"আমার ভাষা নেই যা'তে সমাগ্‌ভাবে গৌড়ীয়মঠের বক্তার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-প্রণালীর মধুরতার কথা বর্ণন ক'র্ত্তে পারি, আমি কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্যাদির আলোচনা ক'রে থাকি, সমস্ত বঙ্গীয় সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন, তাঁরা গৌড়ীয়মঠের এই বক্তার সমস্ত কথাগুলি ভালরূপে অনুধাবন কর্‌বার চেষ্টা করুন,

সমাজ তা' হ'লে সত্য সত্যই লাভবান্ হ'তে পা'রবেন।"

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম. এ, পি এইচ, ডি মহাশয় বলিয়াছেন,—

"আজ আপনারা এই ভগবৎপ্রেমিক বক্তার নিকট অমূল্য কথা-মাধুরী শ্রবণ ক'র্লেন। এ কথাটি আমি ভুল ক'রে ব'ল্ছি না,—সত্য-সত্যই প্রাণের কথা প্রাণ হ'তে ব্যক্ত ক'র্ছি। আমি যখন বিজ্ঞাপনে 'গৌড়ীয় সাহিত্য' সম্বন্ধে আজ কিছু বলা হ'বে দেখেছিলাম, তখন মনে ক'রেছিলাম, বক্তা কতকগুলি সাধারণ সাহিত্য-গ্রন্থের নাম ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা ক'র্বেন; কিন্তু আজ যখন গৌড়ীয়মঠের এই প্রেমিক বক্তা 'সাহিত্য'-শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা ক'র্লেন, তখন সাহিত্য-জগতে যেন এক নূতন আলোকের প্রভা ছড়িয়ে প'ড়্ল।

আজ গৌড়ীয়-মঠের বক্তা যা' ব'ল্লেন, তা'র প্রত্যেক কথাটি বিশ্লেষণ, আলোচনা ও ভাব্বার যোগ্য; তাঁর কথার ভিতরে অনেক জিনিষ নিহিত র'য়েছে।"

সভাপতি ডক্টর রায়ের নিজের কথা

'এইরূপ উচ্চ বিষয়ের, উচ্চ অধিকারী দ্বারা আলোচনা-সভায় আমার ন্যায় অজ্ঞের সভাপতিত্ব গ্রহণ করা কেন?' এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উদিত হইবে। আমার মনেও বহুবার এই জিজ্ঞাসা আসিয়াছে এবং যে সকল কারণে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা যথেষ্ট না হইলেও আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে।

প্রথমতঃ কোন কোন সভা এরূপ আছে, যাহাতে বক্তা এত বিশেষজ্ঞ থাকেন, যে তাঁহার অভিভাষণের পর আর সকল কথাই অসার ও অনাবশ্যক হইয়া উঠে। 'আলিপুরের বক্তার বিদ্বত্তা এইরূপ অসাধারণ, সুতরাং সভাপতির দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে'—এই বিশ্বাস আমাকে সাহসী করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই একমাত্র কারণে যদি আমি এ সভায় আসিতাম, তাহা হইলে আমি অসততার অপরাধে অপরাধী হইতাম। 'যেহেতু অল্পকাল সভার সভাপতির কার্য্য অল্পায়াসসাধ্য হইবে, সৌজন্য এই সুযোগে আমি কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রচার করিয়া লই'—এই ভাবনার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ চতুরতা আছে। এই ভাবনার নিরসনে আমার সভাসমিতিতে স্বাভাবিক অপ্রীতি উল্লেখ করিতে পারি।

সভাপতিত্ব বরণের দ্বিতীয় কারণ

আমার এখানে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি শ্রীমান্-গৌড়ীয় মঠের কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। ইঁহারা গৌড়ীয় ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমারই বাল্যকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের সঙ্কীর্ণ নৈতিকতার কেন্দ্র মাত্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। কিন্তু গৌড়ীয় ধর্ম্ম আজ আর সে অবস্থায় নাই। ইহা উচ্চ সাধনার ভূমি, উচ্চ সাধকগণের জীবনের উৎস, ইহার দর্শন ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও জগতের সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ চিন্তার আধার বলিয়া এই গৌড়ীয়মণ্ডলীর চেষ্টাতেই প্রধানতঃ প্রমাণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই মণ্ডলীর আর একটি কাজ আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান্ মনে হয়। তাহা হইতেছে ইহার শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের সোৎসাহ প্রচার। হিন্দুধর্ম্ম nonproselytising বলিয়া অনেক হিন্দু আত্মশ্লাঘা করেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। কোন ধর্ম্মই non proselytising হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মও একালে ছিল না। কিন্তু যখন হইতে ধর্ম্ম নির্জ্জীব হইয়াছে, তখন হইতেই ইহা একান্ত রক্ষণশীল হইয়া 'কমঠকল্প' ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব স্বকীয় ধর্ম্মকে শুধু ভারতের মুষ্টিমেয় লোকের পরিত্রাণের জন্য মনে করিতেন না। তিনি সমস্ত পৃথিবীর ও যুগ যুগান্তের মানবের কল্যাণ চিন্তা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন—

" পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই আজ্ঞা শিরে বহন করিয়া গৌড়ীয় মণ্ডলী কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্য জয়যুক্ত হউক। পৃথিবীতে কাহারও কোনও ভাল জিনিষ পাইয়া তাহা লুকাইয়া স্বার্থভাবে ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। প্রত্যেক মোক্ষ-পথ-প্রাপ্ত লোকের প্রচারক হওয়া প্রয়োজন।

সভাপতিত্ব বরণের মূলকারণ

কিন্তু এই সহানুভূতিও যথেষ্ট কারণ হইত না অল্পকাল সভায় আমার ন্যায় অজ্ঞের উপস্থিত হইবার। আমা অপেক্ষা জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত। তিনি অল্প বলিলেও আপনার

জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে অমূল্য কিছু দান করিতে পারিতেন। ইহা বুঝিয়াও কেন আমি এ সভায় উপস্থিত হইলাম?—খুব সংক্ষেপে আমি ইহার উত্তর দিব,—আমি যশঃলিপ্সু হইয়া এখানে আসি নাই। আমি আসিয়াছি লজ্জার দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে—• • • ।

এতদ্দেশীয় বিদ্যাভিমানী সমস্ত আধুনিক শিক্ষিত লোকদের প্রতিভূস্বরূপে এই কলেজের ছাত্র হইতে যে আমরা আমাদের অতীতের অপরিমেয় জ্ঞান ও গরিমা-ভাণ্ডারের সন্ধান সম্পূর্ণ হারাইয়াছি। পরমার্থ বস্তুর গত্যন্তর নাই—এই দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য, আমাদের যুবকদিগকে আমাদের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করাইবার জন্য,— • • • আমি • • • এখানে আসিয়াছি। (১) •

সভাপতির অভিভাষণের পর বক্তার বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বক্তাকে আহ্বান করিলে বক্তা শ্রীগুরুপ্রণাম পূর্ব্বক প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতির পুনরভিভাষণ

বক্তৃতার পর সভাপতি পুনরায় বক্তাকে নানা প্রশংসায় ভূষিত করেন। বিশেষতঃ এরূপ মার্মিক বিষয় অতি প্রাঞ্জল ও আবেগপূর্ণ মধুরভাষায় ব্যক্ত করিবার যে ক্ষমতা তিনি গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য বক্তাকে ধন্যবাদ দেন।

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়াচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন,—আমি কলেজের পক্ষ হইতে আজিকার সভার সুযোগ্য সভাপতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর সতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আজ তিনি আমাদের সহিত যেভাবে মিশিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে আমাদের যে বিস্ময়ের ভাব উদিত হয়, আজ সভাপতি মহোদয়ের ব্যবহারে তাহা দূরীভূত হইল। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার বর্ণিত সেখানে মাত্র শুনিয়াছি, তথাপি বিলম্বে উপস্থিত হইয়াও বক্তার মাতৃভাষায় বক্তৃতা শুনিতে পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, সভাপতির অভিভাষণ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও তথ্যপূর্ণই হইয়াছিল। বক্তা সভাপতির বিনয়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিনয় তাঁহাতে স্বাভাবিকই হইবে। আমরা কলম্বাস-নত তরুর ছায়াতলিগণের স্বভাব। আমরা আজ সভাপতি মহোদয়ের নিকট আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভায় বক্তা সুগভীর ও উচ্চ মার্মিক বিষয়টিকে যেরূপ প্রাঞ্জল ও মধুরভাষী করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। বক্তা এই কলেজেরই একজন পূর্ব্বতন ছাত্র, শুধু ছাত্র নহেন, 'ভূমি ঢাকাবাসী। কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে যে জগতে বাস করিতেছেন, গুরুকৃপায় যে উচ্চতর শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ঢাকা 'ঢাকা' পড়িয়া গিয়াছে। ঢাকাবাসী তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করেন। বক্তার পাণ্ডিত্য-গবেষণাপূর্ণ, সুগভীর দার্শনিক তথ্যপূর্ণ উপদেশ বাস্তবিকই আমাদের পরমকল্যাণপ্রদ হইয়াছে। আজ অপরাহ্ণ কালের এই সময়টুকু এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণে অতিবাহিত হওয়ায় সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার হইয়াছে। সভাপতি ও বক্তা উভয়ের নিকট এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি কলেজের পক্ষ হইতে পুনরায় উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; নিম্নে মাত্র কয়েকটি নাম উদ্ধৃত হইল।

রাজসাহি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল ও ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায়; ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দত্ত; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র-নাথ ভদ্র এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ হালদার এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখেন্দুচন্দ্র বসু এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়াচরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত সুপণ্ডিতরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়

(১) '•' চিহ্ন স্থলে সভাপতি মহোদয় তাঁর অভিভাষণের পৃষ্ঠাসূচক সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন।

এম-এ, বি-টি; শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এল্‌সি; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস বি-এ; ঢাকার স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন সরকার বি, এল্‌সি (ডিমনষ্ট্রেটরদ্বয়), বারেন্দ্র গবেষণার শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মৈত্র; ব্রাহ্মসমাজের মিঃ আর দাস; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস বি-এ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দাস বি-এ; ঢাকার স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত হরিমোহিনী সেন এম-এ, বি-এল; ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রভৃতি ইত্যাদি।—এতদ্ব্যতীত কলেজের ছাত্রগণও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পরমভাগবত-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-গুরুদেবস্য স্তোত্রম্

[শ্রীবিভূষণ শাস্ত্রী-বেদান্তভূষণ-ভক্তিরঞ্জন-মহোদয় বিরচিতম্ (অঙ্কুর, বর্দ্ধমান)]

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানালোকেন দীপিতম্।
সংবিধাত্রে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় গুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

গুকারো জ্ঞানরূপো রুকারস্তুৎপ্রদঃ স্মৃতঃ।
জ্ঞানদাতৃত্বযোগা যা তস্মৈ গুরবে নমঃ ॥ ২ ॥

বাগ্‌বীজং মহাবীর্যং যস্য সংস্মৃতি-সাধকম্।
বাগ্মিতাবিনীতায় ধীরায় গুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥

মহামোহ-বিনাশায় হ্যুপদেশো বরীয়কঃ।
প্রপন্নপারিজাতায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিসর্ব্বদেব-স্বরূপিণে।
পরাৎপরায় গুরবে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বতঃ খলু শিষ্যস্য সর্ব্বসন্তাপ-হারিণে।
জ্ঞানবিজ্ঞান-সংস্কৃতিদায়িনে গুরবে নমঃ ॥ ৬ ॥

ভববন্ধ-বিমোক্ষায় ভবরূপ-স্বরূপিণে।
ভবরূপায় ভব্যায়াভব্যায় গুরবে নমঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তশক্তিযুক্তায় শশ্বচ্ছান্তি-প্রদায়িনে।
কৃপাময়ায় গুরবে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যানাং সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিনে
সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯ ॥

শিষ্য-শাসন-সংরেক্ষচিন্তায় নিত্যদায়িনে।
শিষ্যসাধনসংসিদ্ধৈনিত্যায় গুরবে নমঃ ॥ ১০ ॥

নিগ্রহানুগ্রহাধারত্বে চাগ্রহস্থে রতম্।
বিধাত্রে বিদিতবোধায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১ ॥

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তন্মন্ত্রস্য প্রদায়িনে।
মন্ত্ররূপায় মন্ত্রার্থপ্রদায় গুরবে নমঃ ॥ ১২ ॥

গুরু-ভাবনকং স্তোত্রং গুরুপ্রীতি-বিবর্দ্ধনম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় গুরুস্তস্য প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীগুরু-ভাবনকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রী'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর)

আমরা শ্রীগুরুসেবার উদ্দেশেই মঠে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও তৎপ্রতি অবহেলা করিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচার-কার্য্যে স্বাত্মমনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা-সংরক্ষণ-দ্বারা বিপরীত পন্থা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ হওয়া কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। উহাতে আমাদের অনন্ত কালের জন্য সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমাদিগের ভজনে উত্তরোত্তর উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিলে শ্রীগুরুদেব আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট

হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার প্রপঞ্চে অবস্থিতি-কালও বৃদ্ধি করিবেন। প্রভুপাদের ইচ্ছা, আমরা অহরহ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যাপৃত থাকি, আমাদের এক মুহূর্ত সময়ও যেন বৃথা অতিবাহিত না হয়, ইহা যেন সকলেরই বিশেষরূপে লক্ষ্য থাকে। শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-সম্পাদনই যদি শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিচার হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুগতাভিমানী সকলেরই এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-প্রচার-কার্য্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাকে নানাভাবে বিরক্ত করিয়া তাঁহার কার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ হওয়া অত্যন্ত অসরাধের কার্য্য—উহা গুরুবজ্ঞা মহাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং আমাদিগের সকলেরই উপদেশামৃতের এই প্রথম শ্লোকটি বিশেষভাবে স্মৃতি-পথে রাখা দরকার।

শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকূল শ্রবণ, প্রস্তাবিষয়ের অনুকূল কীর্ত্তন এবং তজ্জনিত অনুকূল অনুধ্যান বা স্মরণ-প্রভাবে আমাদের বাক্য ও মনের বেগ দমিত হইলে, তাহা হইলেই হৃষীকেশ বিষয়-গ্রহণ-স্পৃহার অপসৃতি-জন্য ক্রোধাদির বেগ আপনা হইতেই প্রশমিত হইবে। "জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"—ইহা যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে। অবশ্য গুরুবৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই, উহা কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা"-নীতির অবলম্বনেও কিছু সুবিধা হইবে না। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের কিসে প্রীতি হয়, কিসে অপ্রীতি হয়, তাহা উত্তমরূপে জানেন; সুতরাং তিনি যে ভাবে কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ করেন, যে প্রকার অনুশীলন তাঁহার সুখবর্দ্ধক হয়, তাহাই শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। আমার মলিন মনোবৃত্তিকে কৃষ্ণানুশীলনের বাহ্যবেষে ঢাকা দিয়া গুরুদেবের প্রীতি-উৎপাদন চেষ্টার কপটতা শ্রীগুরুদেব ধরিয়া ফেলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শনের অন্তরালে আমার পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে অধিককাল লুকাইয়া রাখিতে পারি না। আমার মনগড়া অনুশীলনও শ্রীগুরুদেবের প্রীতিপ্রদ নহে। এই সকল বিষয় আমাদের বিশেষরূপে অনুধাবনের বিষয় হউক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

অদ্য ১৩ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-এক শ্রীপাদ মুরলীবিহারী বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর শুভবিজয় করিলেন। কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিবেন। অদ্য ৪২নং মিয়াটোলা-রোডে রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু রায়ের বাটীতে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় সেই সকল প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইবে।

উৎকলে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারকবর্গ ১৬ই নবেম্বর বারাণসী-রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণানন্দজী ১৭ই নবেম্বর প্রাতে রাজাসাহেবের সহিত হরিকথা আলাপ করেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেও মহারাজ রাজপ্রাসাদে একটি বক্তৃতা করেন। ১৮ই নবেম্বর সন্ধ্যায় রাজাসাহেবের উদ্যোগে স্থানীয় হাইস্কুলে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ধীরার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯শে নবেম্বর প্রাতে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ রাজপ্রাসাদে রাজাসাহেবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২০শে নবেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী রাজপ্রাসাদে একটি বক্তৃতা করেন।

বারাণসী-রাজপ্রাসাদে অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীবালবিহারী, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশিবের মন্দির প্রধান। শ্রীগোপীনাথজীর পার্শ্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিদ্যমান, ২১শে নবেম্বর রাসপূর্ণিমা-বাসরে রাজা-সাহেবের সাদর আহ্বানে প্রচারকবর্গ মহাপ্রভু ও রাস-বিহারীর দর্শনে গমন করেন। ব্রহ্মচারী যাদবানন্দজী মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২২শে নবেম্বর পুনরায় রাজপ্রাসাদে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। রাজাসাহেব সভাস্থলে 'জগতে প্রকৃত সেবা কাহাকে বলে, বলিদান শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত কিনা, জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি কি' প্রভৃতি পরিপ্রশ্ন উত্থাপন করেন। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে উহার উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় সুদামাবিপ্রের উপাখ্যান পাঠ করেন। ২৩শে নবেম্বর মধ্যাহ্নে প্রচারকগণ বারাণসী

হইতে ৩৪ মাইল দূরে বক্সীবর যাত্রা করেন। রাজাসাহেব ২৫শে নবেম্বর হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর মোটরযানপ্রধান করেন। ২৫শে নবেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত উমেশনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীগোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে ব্রহ্মচারী কল্যাণকল্পী ও তৎপর বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্সীবর গ্রাম হইতে প্রচারকগণ কলাগাছির গ্রামে গমন করেন; তথায় এক ধনাঢ্য মাড়োয়ারীর গৃহে বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর ২৬শে নবেম্বর প্রচারকগণ বোলগড় গ্রামে উপস্থিত হন, তথায় ৫০শে নবেম্বর স্থানীয় এম-ই স্কুলে শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ 'জীবাত্মা ও পরমাত্মা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তথায় ৩রা ডিসেম্বর স্বামীজীর বক্তৃতা করেন। তথা হইতে ১লা ডিসেম্বর প্রচারকগণ হটামাটি গ্রামে উপস্থিত হন। তথা হইতে ২রা ডিসেম্বর নয়াগড় ষ্টেটের অন্তর্গত ওড়গাঁ গ্রামে পৌঁছেন। উক্ত গ্রামে রাজাসাহেবের একটি বৃহৎ মন্দির আছে। উহাতে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। প্রচারকগণ অপরাহ্ণে উক্ত মন্দির দর্শনে গমন করিলে রাজপুরোহিত ও শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সোমনাথ দাস মহাশয়ের নিকট প্রায় ২ ঘণ্টা হরিকথা কীর্তন করেন। তিনি পরমার্থের কথা বিশেষভাবে আলোচনায় গৌড়ীয়, সজ্জনতোষণী ও পরমার্থী পত্রের গ্রাহক হন।

অতঃপর প্রচারকগণ তথা হইতে গঞ্জাম জেলায় গমন করিয়া ভঞ্জতা প্রধান প্রধান পল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ইতোমধ্যে তাঁহারা ওড়গাঁ, পঙ্কড়ি, ভল্লারপ্রসাদ, নিমপদর ও পট্টাদর নামক গ্রামসমূহে প্রচার করিয়া ১৩ই ডিসেম্বর বুড়া গ্রামে গমন করেন। ঐ দিনই উক্ত গ্রামের বাজারে একটি সভার আয়োজন হয়। শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ 'জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ' বিষয়ে উৎকল ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই ডিসেম্বর স্থানীয় এম-ই স্কুলে একটি সভা হয়। শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজ ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। প্রচারকগণ অতঃপর বালিপদরগ্রামে গমন করিয়া তত্রত্য শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ মহাপাত্র, রামাইয়া সাহু, এম-ভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তথায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রচারকগণ তৎপরদিবস তথা হইতে বেলগুণ্ঠা রওনা হন।

বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বার্ত্তা

গত ১২-১২-৩৪ তারিখের স্থানীয় সংস্করণ ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'দি রেঙ্গুন 'ডেইলি নিউজ' পত্রে "Gaudiya Math in Rangoon" (রেঙ্গুনে গৌড়ীয় মঠ) শীর্ষক প্রায় অর্দ্ধস্তম্ভ-ব্যাপী সংবাদে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভুবনপাবন আবেশ-সহ বিশ্বতিস্থানী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের কতকগুলি ভজনসহ বাগিস্থান আগমনে ভগবৎ প্রেমের বাণী (Message of Divine Love) লইয়া সিঙ্গাপুর, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি বেশ বিস্তৃতের পথে গত ১০ ডিসেম্বর প্রাতে ব্রহ্মদেশে অবতরণ; শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড়ান তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী, বৈশিষ্ট্য, শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র মঠাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য পত্র ও গ্রন্থাদি প্রচার, শ্রীগৌরজন্মস্থানী শ্রীধাম মায়াপুরে মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস-সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান প্রভৃতি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাটনার প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'দি ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রের ১৩-১২-৩৪ বৃহস্পতিবার সংখ্যায় প্রকাশিত "The Gaudiya Math in Patna Its origin and high ideals" শীর্ষক সংবাদে পাটনাগৌড়ীয় মঠের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদানমুখে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পরিচয় ও মঠবাসী সেবকগণের অহর্নিশ ভগবদ্ ভজন-প্রয়াস তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মিঠাপুরের উক্ত পত্রের উক্ত সংবাদে পাটনা মঠের প্রচারক ব্রহ্মচারী শিবানন্দ রাগভূষণজীর মিল মার্চ্চেন্ট শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে হিন্দী ভাষায় গ্রন্থারম্ভচরিত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ রাধাকান্ত শরণ, অ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার অব্ ইন্‌কামট্যাক্স; মিঃ অতুলচন্দ্র সোম ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট; পণ্ডিত শ্যামলাল চতুর্ব্বেদী শাস্ত্রী; বাবু মধুমঙ্গল সিংহ হেড্ অ্যাসিষ্টেন্ট ইন্‌ভাস্‌টি ট্রিজ্ ডিপার্টমেন্ট; মিঃ বি, কে গাঙ্গুলী রিটায়ার্ড পোষ্টমাষ্টার; বাবু সখীলাল জুয়েলার এবং বাবু কালীপ্রসাদ সরকার অ্যাসিষ্টান্ট, হাইকোর্ট প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট-ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৯ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান নেশান'-পত্রে উক্ত রায়বাহাদুরগঞ্জের ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাবু বলরাম দাস ধাওয়ান (অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, পরধানীঘাগ) অঘোদয়ের গৃহে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অঘরাজ উপাখ্যান ব্যাখ্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৪ অক্টোবরের সংখ্যাদ্বয়েও পাটনা-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারবার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৪১; ৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ | ২২শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে রাজর্ষি শরদিন্দু নারায়ণ

গত ১৩ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রার প্রাক্কালে ভুবনবরেণ্য রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষে ৬১নং থিয়েটার রোডে প্রভুপাদের বাসস্থানে আগমন করেন। শারদীয় পূজাবকাশের সময় প্রাজ্ঞ মহাশয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহুস্থান এবং মাথুরমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। থিয়েটার রোডে উপস্থিত হইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে সেই সকল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মাথুর মণ্ডলে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও হরিকীর্ত্তন-ক্ষেত্রসমূহ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসী ও ব্রজবাসিগণের সহিত তিনি আলাপ করিয়া জানিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে মাথুর-মণ্ডলের সদ্ভাবুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই আন্তরিকভাবে লাভ ও উপকৃত। তিনি স্বকর্ণে অনেক ব্রজবাসী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, 'গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু-মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরিত আচার্য্যাবতার—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

রাজর্ষি শরদিন্দুনারায়ণ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাসজীর নিকট গমন করিয়া 'গৃহস্থজীবনের কর্ত্তব্য' জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাসজী বলিয়াছিলেন,—"সংসার পরিত্যাগ কর ও অষ্টকাল লীলা চিন্তা কর।" এই উপদেশের কতটা সার্থকতা আছে, প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, কৃত্রিম বৈরাগ্য ও কৃত্রিম-

তাহে অনেকানেক চেষ্টা শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ-রঘুনাথগণের কখনও অভিপ্রায় নহে। প্রথমাবস্থায় সকল জীবেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য [illegible] শ্রীচৈতন্য গৌর ভগবান্" কিন্তু সেই বৈরাগ্য কৃত্রিম নহে। ফল্গুবৈরাগ্য চেষ্টানের বৃত্তি [illegible] কৃত্রিম বৈরাগ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা বৃদ্ধি ও নিষ্কপটের ভক্তি নাশ হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী [illegible] শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস [illegible] কেহ বৈরাগ্য সম্বন্ধেও কৃত্রিম বৈরাগ্য [illegible] আদর্শস্থানীয় গৌরাঙ্গ বিপ্রলম্ভ। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রীমুখের বিপ্রলম্ভ-অবস্থিতিরূপে যে বৈরাগ্য [illegible] অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীরাধাভাবানুবৈরাগ্য-বিশেষ। বৈরাগ্য কৃত্রিম প্রাতিভাসিকাদিতে অবস্থানের নহে। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় ও নির্বিশেষ-মুক্তবৈরাগ্য ও কৃত্রিমবৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য দাবী

কীর্তন পরিত্যাগ হয় না। বিশেষতঃ অন্তে সুস্থি পায়, তাহা বলাবাহুল্য নহে। শ্রীনামকীর্তনই নাম-রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য [illegible] নাম সম্বন্ধে নামীর সাক্ষাৎকার ও সাক্ষাৎসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। কীর্তন-কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপানুগসম্প্রদায় অন্তর্মুখাবস্থায় স্মরণের কীর্তন আজন্ম

কুমার শতদিন্দু নারায়ণ জানাইলেন যে, তিনি কোন কোন ব্যক্তির স্বপ্নলব্ধ অনেক অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনিতে পাইয়াছেন। স্বপ্নে কীর্তন করিতে করিতে নাকি কেহ কেহ রাধাগোবিন্দ ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের চরণের নূপুর লাভ করেন! একদিন কোন প্রসিদ্ধ বাবাজী শিষ্যগণের মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। এরূপ অকস্মাৎ হাসির কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, উক্ত বাবাজী মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে চুম্বনালাপ ও প্রেমকেলি হইতেছে, তাহা শুনিতে ও দেখিতে পাইয়াই তিনি ঐরূপ হাসিয়া উঠিয়াছেন। প্রাজ্ঞ মহোদয় আমাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি এই সকল কথাকে মানসিক চিত্তবিকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে উক্ত বাবাজীর সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'নাস্তিক' নামে বিদূষিত করিয়াছিলেন।

এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত-শ্রবণাভিলাষী হইয়া প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"অনর্থযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি পরমযুক্ত একান্ত সুদুর্লভ অকৃত্রিম ভজনাশ্রয়ী কোন মহাজনের ঐসকল আদর্শ অনুকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠাশাতের আশায় ঐসকল অভিনয় প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উহা সন্তাপময় চিত্তের বিকার ব্যতীত আর কি? শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার মহাবদান্য অপ্রাকৃত নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গোপীর আনুগত্যে সম্ভব হয়। নিজে সম্ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া কৃত্রিমভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যালাপ ও রহঃকেলি শ্রবণ (?) ও দর্শনের (?) চেষ্টা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাময় চিত্ত-বৃত্তি নহে। রাধাগোবিন্দকে ভোগ বা প্রচ্ছন্ন আত্মগোপন করিবার অভিনয়ে আস্বাদন করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ে দেখা যায়, তাহা শ্রীরূপানুগ ভজন-পন্থা নহে। প্রাকৃত সাহজিক ও অপ্রাকৃত সাহজিক রূপানুগগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক সম্প্রদায় প্রকৃত ভজনপথকে অনর্থময় অবস্থার সহিত মিশ্রিত ও বিকৃত করিয়া প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন; আর প্রকৃত রূপানুগ-সম্প্রদায় শ্রীনামকেই একমাত্র সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব জানিয়া ভজনবিজ্ঞগণের আনুগত্যে যথাকালে ভগবৎসেবা-রসকে অধিকার-লাভের জন্য অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তনমুখে আত্মবৃত্তির বিকাশ করিতেছেন। যাঁহারা শ্রীনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধনরূপে গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপানুগগণের কোন সম্বন্ধ নাই।"

প্রাজ্ঞ কুমার শতদিন্দু নারায়ণ রায় মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি গো বঙ্গভূমের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোহরদাসজীর নিকট একাদশীর উপবাস দিবস গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় দুই বেলাই নাকি কাউনের চালের মিষ্টান্ন

প্রবেশ ব্যবস্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ও তাঁহারা ঐ মিষ্টান্ন-ভোজনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। একাদশীর উপবাস-দিন ঐরূপ মিষ্টান্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, ইহা ব্রতের ব্যবস্থা।

শ্রীক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ব্যক্তি একাদশীর উপবাস দিবসে অন্ন-ভোজনের জন্য শ্রীক্ষেত্রের বাবরার দোকানে গিয়া মহাপ্রসাদ-ভোজনে একাদশী নষ্ট হয় না, এইরূপ এক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আবার ব্রতের ব্যবস্থায় একাদশীতে যদি হবিষ্যান্নের অন্তর্গত খাকড়া-ভোজন বহুল প্রচারিত হয়, তবে কেহই আর একাদশীতে উপবাসের আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন না। বস্তুতঃ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের নবম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিলাসে একাদশীতে সম্পূর্ণ উপবাসের বিধি রহিয়াছে, এমন কি একাধিকবার জলপান ও একবার মাত্র তাম্বূল-ভোজনে হরিবাসরের সমস্ত উপবাস নষ্ট হইয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে। ব্যাধিগ্রস্ত ও নিতান্ত অসমর্থের পক্ষেই অনুকল্পের বিধি, তাহা ভোজন-বিধি নহে; তাহাও একাধিকবার গ্রহণের ব্যবস্থা নাই।

অনন্নজলপানাচ্চ সকৃৎ তাম্বূল-ভক্ষণাৎ।
উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৩।২১)

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্।
বরং চণ্ডা সুরাপানং নৈকাদশ্যাস্তু ভোজনম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৩।৩)

যদিও ত্রয়োদশ বিলাসে কন্দু অর্থাৎ 'কাওন' হবিষ্যান্নের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং আর সমস্ত ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্ন-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, তথাপি সেই হবিষ্যান্নও একান্ত অসমর্থের পক্ষে ব্যবস্থা মাত্র। বস্তুতঃ শ্রীহরিবাসরে সম্পূর্ণ উপবাসই বিধি।

একভক্তেন নক্তেন বায়ুভক্ষেণ বা ক্বচিৎ।
পয়ো মূল-ফলৈর্বাপি ন নির্বাসিকো ভবেৎ॥
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিক-শরীরিণাম্।
স্ত্রিয়শ্চর্যাধিকানাঞ্চ নক্তাদি-পরিকল্পনম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩৫, ৩৭)

ন বৈষ্ণবঃ স চ বৈষ্ণো বা নারকী পাপপুরুষঃ
যো দুষ্যেত্ত্বাসরে বিষ্ণোঃ স্বাত্মাত্মীয়ো হি যঃ॥
বিশ্রব্ধং ভোজয়েন্মৈত্র্যা কৃত্বা তাঁহৈব পারণম্।
মহাকিলমবাপ্নোতি যো বৈ দুষ্যেত্ত্বাসরে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩৭)

শ্রীল প্রভুপাদ একাদশীর উপবাস-প্রসঙ্গে হবিষ্যান্নের প্রসঙ্গ ও হবিষ্যান্ন-গ্রহণের অযোগ্যতার কথা জানাইলেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ কবি গোস্বামিপ্রভুর 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থের একপ্রকরণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিলেন,—

নামশ্লোকং মহামন্ত্রমিতি ষোড়শকাক্ষরম্
কলিকল্মষনাশায় ব্যাহরন্ যোগিনোঽভবন্।
ব্যাহরন্ হরিনামেতি ব্রাহ্মণো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ
ব্রাহ্মণেতর শব্দস্তু নামোচ্চারে ন যোগ্যতাম্॥

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

১৩ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর শনিবার প্রভুপাদ থিয়েটার রোড হইতে বাসযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া সেখান হইতে কতকগুলি শ্রীভক্তসহ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভযাত্রা করেন। মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতিও শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিশ্বাসের, শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুপাদের অনুগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কতকদিবস ভক্তিবিনোদভবনে অবস্থানপূর্বক গত ৩রা মাঘ (১৩৩৫) কৃষ্ণনগর শ্রীকৃষ্ণনগরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

যোগপীঠের শ্রীমন্দির

শ্রীধাম মায়াপুরে সনাগত ও পার্শ্ববর্ত্তিক ভূমিকে অবস্থিত যাত্রিমাত্রেরই দৃষ্টি শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এই মন্দিরের যেরূপ পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, সমগ্র বঙ্গদেশ

এখন উচ্চ মন্দির খুব কমই আছে অথবা ইহার সমকক্ষ আছে কিনা তাহা সন্দেহ-স্থল। ইতোমধ্যেই শ্রীমন্দির প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ হইয়াছে। প্রায় শত শত লোক এই মন্দির-নির্মাণকার্য্যে নিযুক্ত আছে। শ্রীযোগপীঠের উচ্চ লালপাটটী দূরে যোগপীঠের দিঙ্‌নির্দ্দেশক ও পথ-প্রদর্শক স্তম্ভরূপে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; কিন্তু এই নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির উহার বহুপূর্ব্বেই তাহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চতা লাভ করিয়াছেন। নবদ্বীপের যে কোন স্থান হইতে এই মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনই এই মন্দির দর্শনের জন্য প্রত্যহ বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক আগমন করিতেছেন।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন, যেখানে শ্রীকোটীশ্বর ব্রহ্মচারী গত বৎসর মহাপ্রভুর জন্মবাসরে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, প্রাসাদ-মূলের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় সেইস্থান খনন-কালে ঠিক সেই প্রদেশেই অতি প্রাচীন অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। মন্দির-রচনার প্রারম্ভেই মন্দিরের অধিদেব স্বতঃই সেইস্থান হইতে উত্থিত হইয়াছেন। সেদিন শ্রীধামে উক্ত নব-নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির পরিদর্শন করিবার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সেইস্থানের আরও অনেক মহিমার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামিমহারাজ বহুদিন ঐস্থানে আসিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি দিয়াছেন। কেহ কেহ ঐ সময়ে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে ধূলিসমূহ অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলে তিনি তাঁহা-দিগকে বলিতেন, "তোমাদের অন্য কোন সামর্থ্য নাই, আমি যে শ্রীব্রজরাজপুর স্থানের রজঃটুকু পাইয়াছি, তাহা অপসারিত করিবারই সামর্থ্য তোমাদের আছে। এখানকার ধূলি ব্রজের ধূলি হইতে অভিন্ন।" নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ যে প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীরূপানুগবর ভক্তবর্গকে স্বয়ংসমাধিতে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিও শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের নিকট নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অর্থাৎ যেখানে ঔদার্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ঔদার্য্যময়ী আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-পূরণের জন্য যে মহাত্মা তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ-ভক্তির বিজয়কেতন-স্বরূপ এই অভ্রভেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছেন, তাঁহার নাম না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তিনি গুরুভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে সুপরিচিত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়। তিনি শ্রীধামে 'ভক্তিবিজয় ভবন' নির্ম্মাণ করিয়া ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের হরিকীর্ত্তন-মন্দির রচনা করিয়াছেন। আদৌ গুরুসেবা করিবার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির-নির্ম্মাণ-সেবার জন্য তাঁহার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সমগ্র বৈষ্ণব গৃহস্থ এবং পারমার্থিক জগতের ইতিহাসে আদর্শরূপে বিরাজিত থাকিবে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধামে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মন্দিরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক দীপ দান করিয়া অর্চ্চনকারীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধনাঢ্য গৃহস্থ বিত্তপাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ভগবদর্চ্চনে নিযুক্ত হইবেন, তাহারই আদর্শ তাঁহার এই সকল সেবাকার্য্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই গুরুগৌরাঙ্গের সেবা-বার্ত্তা কেবল মানবজাতি নহে, বৈকুণ্ঠের চারণগণও কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার পরিকল্পিত এই নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। দেশবিদেশ হইতে যখন ঔদার্য্য-বিগ্রহ ভগবানের জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য লোক সমাগত হইতেছেন ও হইবেন, তৎসঙ্গে ভক্তি-বিজয়ের এই সেবা-বিজয়-কীর্ত্তিও তাঁহারা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য এবং তাঁহাদের সেবাপ্রেরণা উদ্দীপ্ত করিতে পারিবেন। আমরা এই বৃহদ্বৃহৎ শ্রীমন্দিরের আলেখ্য যথাসময়ে গৌড়ীয়ের অঙ্কে অঙ্কিত করিব। আশা করি, আগামী গৌরপূর্ণিমাতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীমায়াপুরাধীশ লক্ষ্মী-বিষ্ণু-প্রিয়ানাথ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধবের শ্রীমূর্ত্তি এই স্থানে অধিষ্ঠিত করিবেন। এই উপলক্ষে সমগ্র জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহকে আহ্বান করা হইতেছে।

শ্রীমায়াপুরের সেবৌজ্জ্বল্য

আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুরের সার্ব্বজনিক সেবৌজ্জ্বল্য দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত

হইলাম। ইহাতে আমাদের ন্যায় সেবা-বিমুখ ব্যক্তির হৃদয়ও সেবার মহিমায় স্বতঃই আকৃষ্ট হইতেছে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবার এইরূপ উজ্জীবন কেবল গৌরনিজজন গৌরমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-পরিপূরকাগ্রগণ্য শ্রীল প্রভুপাদের অচিন্ত্য-শক্তিরই নিদর্শন। ৪০৫ গৌরাব্দে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সমগ্র ভক্তসম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন,—"হে ভক্তবৃন্দ, আজকাল অল্প আশা, অল্প চিন্তা দূরে রাখিয়া এই লুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। বিধি আছে যে, শ্রীমায়াপুর হইতে নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। মায়াপুরে সম্প্রতি এমনস্থান নাই, যেখানে যাত্রিগণ রাত্রিযাপন করিতে পারেন। প্রভূত ঐশ্বর্যশালী গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের কর্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ মঠ নির্মাণ করেন। ... আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, যদি কোন ভাগ্যবান্ ধনী মহাশয় দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলেই এই কার্যটি হইতে পারে।"

———

গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই ঐকান্তিক মনোহভিলাষ আজ সংস্রবণে গুণিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের কৃপায় তাঁহার পদাশ্রিত ও অনুগত কত ধনাঢ্য, শিক্ষিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ও ধ্যানজ্ঞান প্রধান করিয়া শ্রীধামের সেবায় ঔজ্জ্বল্যবিধানে অগ্রসর হইয়াছেন—কেবল অগ্রসর নহে, তাহা বাস্তবকার্যে পরিণত করিয়াছেন। দশসহস্র মুদ্রার স্থানে আজ শ্রীধামে দশসহস্রের কতগুণিত সংখ্যক মুদ্রা শ্রীধামের সেবার ঔজ্জ্বল্যের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া ভক্তিবিনোদবাণী অর্থে বরণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বলিতে পারি।

———

শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীমন্দির, শ্রীযাদ-অঙ্গনে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দির, শ্রীমুরারিগুপ্তের ভিটায় শ্রীরামসীতার মন্দির নির্মিত ও তত্তৎস্থানে সেবার প্রভূত ঔজ্জ্বল্য সাধিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমার যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে ও নবদ্বীপের বিভিন্নস্থানে ধর্মশালা ও আবাসস্থানসমূহ নির্মিত হইয়াছে। পানীয়জলের সুব্যবস্থার জন্য জলকূপ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ ও পরিব্রাজকাচার্যের সর্ববিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ ও পরিব্রাজকাচার্যের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্টবোর্ডের পরীক্ষায় সুফল লাভ করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ ও নিত্যানন্দসম্প্রদায়ের আদর্শশিক্ষা জগতে সুবিদিত ও সুমহৎ। এরূপ আদর্শবিদ্যালয় পৃথিবীর কোথায়ও আছে কি না, আমাদের জানা নাই। শ্রীধামের রাস্তাঘাট-সমূহেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর সন্নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্যন্ত পিচ্ দেওয়া সুন্দর পথ নির্মিত হইতেছে।

———

শ্রীমায়াপুরের প্রস্তাবিত রেলপথ

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ শ্রীধাম মায়াপুরের প্রস্তাবিত রেলপথের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে একবার গৌড়ীয়ের স্তম্ভে আলোচনা পাঠ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত রেলপথ লইয়া সাধারণ সংবাদপত্রেও আলোচনার প্রসার হইয়াছে। অধিকাংশ নিরপেক্ষব্যক্তিই উক্ত রেল-পথের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রেলওয়ে বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ও নিবেদন জানাইয়াছেন। একথা অবি-সংবাদিতরূপে সত্য যে, অগণিত যাত্রী বঙ্গের প্রধান গৌরব নবদ্বীপ-দর্শনের জন্য আসিয়া থাকেন। শ্রীধাম মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ। কেবল ধর্মসম্প্রদায় নহে, কেবল হিন্দুমাত্র নহে, কেবল বঙ্গদেশবাসী নহে, সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক সকল সময়ে এই স্থানে আসিয়া থাকেন। যেখানে বঙ্গের উচ্চতম গিরি ও অত্যুচ্চ, সেই স্থান দর্শনের জন্য ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক রাজনৈতিক সামাজিক—সকল প্রকার ব্যক্তিই এই স্থানে উপস্থিত হন। বল্লালদীঘী ও বল্লালস্তূপ দর্শনের জন্য যেরূপ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহল হয়, চাঁদকাজীর সমাধি দর্শনের জন্য যেমনিই ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক তথা হিন্দু ও

মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই কৌতূহল ও ধর্ম-প্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাহারা এই স্থানে প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে ঔদার্য্যময় অবতার জগতীতলে আবির্ভাব করিয়াছিলেন, সেই স্থানও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ পুনঃ প্রকাশিত হওয়ায় প্রতিবৎসর সকলসময়েই বহু যাত্রী এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় অগণিত যাত্রী এখানে আসিয়া থাকেন। সাধারণ যাত্রী ত' আসেনই, বিশেষ বিশেষ ধনাঢ্য ও জাগতিক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণেরও এখানে অনেক সময়েই আগমন হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই এইস্থানে একটি রেলপথের একান্ত আবশ্যকতার কথা সকল সময়েই বলিয়া থাকেন। শ্রীধাম মায়াপুরে সংস্কৃত টোল, ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় এস্থানে রেলপথের আবশ্যকতার কথা সদাসুখে জানাইয়া থাকেন। এই স্থান হইতে দৈনিক সংবাদপত্র, মাসিক পত্র ও বহু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হওয়ায় এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনী, মেলা, মহোৎসব, বৃহৎ বক্তৃতা ও অট্টালিকা প্রভৃতি প্রায় সকল সময়েই নির্ম্মাণের প্রয়োজন থাকায় দ্রব্যাদিসম্ভার আনয়ন ও প্রেরণের জন্যও রেলপথের অত্যাবশ্যকতা আছে। বিশেষতঃ অচিরেই এই স্থানে দুইটি কটন্‌মিল হইতেছে। তজ্জন্য কটন্‌মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণও এখানে অচিরে রেলপথের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। শ্রীমায়াপুরের যেরূপ ক্রমশঃ সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইতেছে, বিশেষতঃ এইস্থান যেরূপ স্বাস্থ্যকর, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের বহুলোক এই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই কএকটি পাঠশালা ও কএকজন উচ্চরাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী অনেকগুলিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এখানে স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইস্থান অচিরেই যে তাহার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ ফিরিয়া পাইবে, সে বিষয়ে অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন। এরূপস্থলে এইস্থানে রেলপথ বিস্তারের যে আবশ্যকতা আছে, ইহা কোন নিরপেক্ষব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। আমরাও শুনিলাম, কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় শ্রীমায়াপুরের রেল সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন নদীয়ার স্বনাম-বিখ্যাত অধ্যাপক তুল্যাধিকারী নক্ষত্রেন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সুযোগ্য পুত্র মহেশগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় ডি, টি, এস্ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, নিঃস্বার্থ ভাব বলিতে গেলে শ্রীমায়াপুর দিয়া রেলপথ চলিলেই অধিকাংশ লোকের ও যাত্রিগণের বিশেষ উপকার হইবে। কেহ কেহ সকল নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিৎ সম্প্রদায়ও বলিলেন যে, রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দিক্ হইতেও শ্রীমায়াপুরের রেলপথে প্রভূত অর্থাগম হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

তথাপি সকল শুভ ও মঙ্গলজনক কার্য্যে একশ্রেণীর লোক অপস্বার্থচালিত হইয়া সকল সময়েই বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা সেই শুভকার্য্যের পুষ্টিই হইয়া থাকে। সহর নবদ্বীপের একশ্রেণীর ব্যক্তি মনে করিতেছেন, যদি নবদ্বীপদর্শনার্থী যাত্রিবৃন্দ ও স্থানীয় জনগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে বাহাদুরপুর হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেললাইন নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর দর্শন করিয়া কেহ আর সহর নবদ্বীপে ভেট দিবার জন্য আসিবেন না। সহর নবদ্বীপবাসী একশ্রেণীর ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা নিরর্থক। কারণ শ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ দর্শন করিবার পর স্বতঃই যাত্রিগণের হৃদয়ে অন্য পারের স্থান দর্শনের কৌতূহল আরও অধিকতর সমুদ্ধ হইবে। একস্থান দর্শন করিয়া আর একস্থান না দেখিলে মানুষের হৃদয়ে যে কৌতূহলের তাড়না ও প্রেরণা থাকিয়া যায়, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহা-দিগের রেলপথের শেষসীমানা পর্য্যন্ত যাইবার চেষ্টা হইবে। বিশেষতঃ নবদ্বীপ সহরের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত। কৌতূহলী কোন ব্যক্তিই বা কোন যাত্রীই সে স্থান না দেখিয়া তাঁহাদের ভ্রমণ সমাপ্ত করিতে পারিবেন না।

শ্রীমায়াপুর দিয়া ব্রডগেজ লাইন হইবার প্রস্তাবই আছে। তাহাতে যাত্রিগণের কৃষ্ণনগরে গাড়ী বদলের প্রয়োজন হইবে না। তাহাতেও দূরদেশ হইতে যে সকল যাত্রী সহর নবদ্বীপ দর্শনের জন্য আসেন, তাঁহাদের আর্থিক সুবিধা হইবে ও তাঁহারা গাড়ী-বদলের ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। নবদ্বীপের ধর্ম্মপ্রবণ যাত্রিগণ সেই অর্থ

নবদ্বীপধামের দেবতার মন্দিরে প্রণাম করিতে ছুটিত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ব্রডগেজ লাইনের গাড়ীতে নাইট্ রেলওয়ে অপেক্ষা অনেক কম সময় লাগায় সহর নবদ্বীপ হইতে যে সকল উকীল, মোক্তার ও মামলামোকদ্দমাকারিগণ বা ছাত্র-সম্প্রদায় মায়াপুর হইয়া কৃষ্ণনগর যাইবেন, তাঁহারা কম সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে পারিবেন। 'Time is money' এই পাশ্চাত্যনীতির মধ্যে অর্থ-নীতির যে গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা সুধীব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। সময় বাঁচিলে অর্থ বাঁচিল, ক্লেশ বাঁচিল এবং কার্য্যও সিদ্ধ হইল, কাজেই সকলের পক্ষেই সুবিধা হইল।

প্রস্তাবিত লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীমায়াপুর কেন, বামন-পুকুর, সোনডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামসমূহের এক একটি গ্রামের লোকসংখ্যা অপর পারের এক একটি গ্রামের লোকসংখ্যার সমান হইবে। প্রস্তাবিত লাইনের পারে দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; কিন্তু অপরপারে একটিও নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত পারে রেললাইন হইলে এই বিদ্যালয় দুইটি হইতে যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে, তাহারাও স্বগ্রামে থাকিয়াই অতি অল্প সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজে যোগদান করিবার সুবিধা পাইবে। এতদ্ব্যতীত বাহাদুরপুর, এমন কি কৃষ্ণনগর হইতেও শ্রীমায়াপুর স্কুলে পাঠ করিবার জন্য অনেক ছাত্র আসিতে পারিবে। কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে ধর্ম্ম ও নীতির সহিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অনেকেই আছে। ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি সহরে বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও সেখান হইতে বহু ছাত্রের অভিভাবকগণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া এইখানে তাঁহাদের বালকগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। অতএব আমরা দেশবিদেশের সকল নিরপেক্ষ সুধীমণ্ডলী ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের দিক্ হইতে রেলকর্ত্তৃপক্ষগণকে জানাইতেছি যে, মায়াপুরে প্রস্তাবিত রেলের কার্য্য তাঁহারা অতিসত্বর আরম্ভ করিয়া সাধারণের সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হউন।

শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও ভাবুকমাত্র?

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'The Indian Historical Quarterly Vol. X, No. 2, June 1854' সংখ্যায় ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডক্টর এস্, কে, দে Caitanya as an author' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কএকটি অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে সেগুলির সমালোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডক্টর দের প্রবন্ধধৃত প্রথম মতটি লইয়াই আলোচনা করিতেছি।

ডক্টর দে বলিতে চাহেন,—চৈতন্য একজন ভাবুকব্যক্তি-মাত্র ছিলেন, তাঁহাতে শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের আরোপ বা তাঁহার মুখে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের সংযোজনা চৈতন্যের ভাবকসম্প্রদায়ের অতিরঞ্জিত কল্পনা ও সৃষ্টিমাত্র।*

ডক্টর দের সমধর্ম্মাতীয় চিন্তাস্রোত ও যুক্তির সমালোচনা ও প্রতিবাদ কএকবৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন প্রবন্ধে ও নিবন্ধে "গৌড়ীয়"র স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতীয় চিন্তাস্রোতে আধ্যক্ষিকতা ভিন্ন অন্য কোনই সম্বল নাই। ইঁহারা প্রত্যেকেই যেন শ্রীচৈতন্যভক্তগণের উপর জাতক্রোধী হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি পূর্ব্বপক্ষভাবে সম্মান (?) প্রদর্শনের অভিনয়ে প্রচ্ছন্ন চৈতন্যবিদ্বেষের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

কে একজন 'সোঽহং স্বামী' নামধারী কিছুদিন পূর্ব্বে এক পুস্তিকা প্রচার করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে, শুনা যায়, 'জালিয়াৎ' প্রমাণ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার যুক্তি এই যে, যেহেতু বর্ত্তমান-

* The pious imagination of his followers naturally loves to invest him with the highest academic glory and scholastic eminence. One at least of his early biographers, himself a highly trained scholastic theologian, puts in Caitanya's mouth long philosophical discourses, marvels of exigencies and elaborate sectarian theologising, even though this picture of Caitanya as a Sastric Pandit is not consistent with the general impression given of him in the biography itself as a devotee of great emotional capacity surrendering himself more and more to rapturous abandonment.

কালে কাশীর সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের আনুগত্যের কোন পরিচয় বা স্মৃতিচিহ্নপর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, সেজন্য কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত তদানীন্তন কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের চৈতন্যদেবের দ্বারা গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষালাভের কথা সম্পূর্ণ অলীক। উক্ত সোঽহং স্বামীর(?) যুক্তির মধ্যেও 'চৈতন্যদেব একজন মূর্খ (?) ছিলেন,' একপ কাশীর মনোভাব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। বোধ হয়, শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবগণের নিজ পরিচয় ও ইঙ্গিতে মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়া "মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার" প্রভৃতি বাক্য শ্রীকেশব ভারতীর নামে আরোপিত করায় নিত্য ভক্তিবিদ্বেষিসম্প্রদায় উহা শ্রীচৈতন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহাকে 'মূর্খ' (?) প্রতিপন্ন করিবার এক অকাট্য (?) যুক্তি পাইয়াছেন!

ঐরূপ যুক্তির উত্তরাধিকারি-সূত্রে সমকালীয় চিন্তাবৃত্তিবিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন শ্রীচৈতন্যদেবের দিগ্বিজয়ী-জয়কে ম্লান করিবার গোস্বামী ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জিত ব্যাপার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া দিগ্বিজয়ীর প্রতি মহাপ্রভু যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যের মূর্খতা-দোষ (!) প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "গৌড়ীয়ে"র সুযুক্তি-মূলক প্রতিবাদের দ্বারা ঐ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

ইঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবকে ঐরূপ-প্রতিপন্ন করিবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে, এইরূপ এক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। ইহার মূল রহস্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মায়াবাদী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত—এই উভয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ই—এতকাল শ্রীচৈতন্যের তথাকথিত আধুনিক সম্প্রদায় কোনরূপে যে কঙ্কালটুকুর অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহাকে অশেষ মূর্খতা, নীচতা প্রভৃতি দোষের আশ্রয় প্রভৃতি ও সাধারণ লোকের অবজ্ঞার পাত্ররূপে 'এক 'কোণ-ঠেসা' করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের ভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও তাঁহার পরমানুসরণকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ বিকৃত ধারণা যখন বিলুপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মই একমাত্র অধিকাংশ সার্ব্বজনীন নিত্য আত্মধর্ম্ম ও তাহাই পাণ্ডিত্যের অবধি বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিশেষ-বাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতবাদ, অহৈতুকী যোগাদি চেষ্টাপূর্ণ নানাবিধ অন্যাভিলাষময় মনোধর্ম্মসমূহের অকিঞ্চিৎকরতা প্রচারিত হইল, তখনই নির্ব্বিশেষবাদী, কর্ম্মজড় ও অন্যাভিলাষিসম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ শ্রীচৈতন্যের অবতরণ বলিয়া 'দোহাই' প্রদানকারী অচৈতন্যমতবাদী ব্যক্তিগণের উপর এতদিন যে 'মূর্খতা,' 'অজ্ঞতা,' 'চরিত্রহীনতা, ও 'ভাবুকতা'র বোঝা চাপাইয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং মুখপুষ্প অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের উপর চাপাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যকে সাধারণ বৈয়াকরণ পণ্ডিত বা একজন ভাবুক ব্যক্তি মাত্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কএক বৎসরের মধ্যে সংঘটিত চাক্ষুষ ইতিহাস। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে এই মঠাবতন অবস্থানকালে বার্ষিক উৎসবের সময় একদিন কলেজষ্ট্রীটে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তন-কোলাহলে দিগ্‌বিদিগন্ত মুখরিত করিতেছিল, সেই সময় যেন উৎসবের উপলক্ষ উদ্দেশ করিয়াই কোন এক 'সোঽহং স্বামী'র কৃত এক পুস্তিকা কতকগুলি লোক সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অনুগমনকারিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছিল। ঐ পুস্তিকা পাঠ করিয়া এইমাত্র জানিতে পারা গেল যে, এক শ্রেণীর অভিসন্ধিমূলক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যকে অনেক নিম্নস্তরের পণ্ডিত এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতিকে একজন কল্পনাপ্রিয় ও ন্যূনাধিক মিথ্যাবাদী প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! ইহারই কএক বৎসর পরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের সহিত মঃ মঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের সাম্প্রদায়িক মতভেদের বাদানুবাদের যেন অন্তরূপেই শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষে 'বঙ্গবাসী' কাগজের স্তম্ভে প্রকাশিত হইতে লাগিল। মঃ মঃ তর্কভূষণ মহাশয় কাশীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এক সভায় সভাপতিত্ব করিয়া শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের অনুগগণের অতিমর্ত্ত্য পাণ্ডিত্যের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন, ইহাই বোধ হয় কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমাদের সমকালীয় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের মুখে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণের পাণ্ডিত্যের প্রশংসার নজির থাকিয়া গেলে কর্ম্মজড়-

সার্ত্তদের উৎপাত-পীড়ন অতি সহজেই সহিয়া যাইবে। ইহারই প্রায় সমসাময়িককালে বিখ্যাতনামা হাইড্রোসিল চিকিৎসক (অধুনা মৃত) প্রিয়নাথ নন্দীর দ্বিতীয় প্রকার সংস্করণরূপে কলিকাতার ডাক্তার বন্ধুরাগুলিরায় মৃত ভুবনেশ্বর মিত্র শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশচীমাতাকে ১ম ও দ্বিতীয়ার রোগী প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাশ্চাত্য মেটিরিয়া মেডিকার তাণ্ডার নিঃশেষ করিয়াছিলেন! ইহাদের আধ্যক্ষিকতার দৃষ্টান্তে ন্যূনাধিক অনুপ্রাণিত হইবার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সংস্করণরূপে তৎপূর্ব্বেই সাহিত্যিক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এবং তৎপূর্ব্বেও ডক্টর রামদাস সেন প্রভৃতি পার্থিব চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যভক্তগণকে মৌড়া ও সাধারণ শ্রেণীর পণ্ডিতরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডক্টর রামদাস সেন 'শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃর কবিত্ব কালিদাসের প্রাণ্য কবিত্বের নিকট তিরস্কৃত' ইহা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন! বোধ হয় ইহাদের ন্যূনাধিক পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই আধুনিককালে ডক্টর যে, রায় বাহাদুর অমরনাথ রায়, আসামের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি বিদ্বন্মন্য-ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণকে নানাভাবে সাধারণ ধারণার নিকট হেয় করিবার অতি প্রাণে (?) নিরপেক্ষতার অবগুণ্ঠন অবলম্বন করিয়াছেন।

কথা সত্য যে, যাদবের ধারণার পূর্ব্বে অঙ্কিত শ্রীচৈতন্য-দেব (?) ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ (?) এবং পরবর্ত্তিকালের এই সকল মনীষী আধ্যক্ষিকগণের প্রদত্ত চশমার মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়কে দর্শনে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। বহির্ম্মুখ-সাধারণ যে চক্ষুতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণকে পূর্ব্বে দর্শন করিতেন, পরে দর্শন করিয়াছেন ও করিবেন, তাহা সমস্তই অচৈতন্য দর্শন—চৈতন্য-দর্শনের বিন্দু-বিসর্গও তাহাতে নাই। অনেকে হয়তো এই কথাগুলিকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন; কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিকতা নহে, ইহা পারমার্থিক ইতিহাসের পূর্ণ বাস্তবতা।

ডক্টর যের মতবাদ সমালোচনার প্রারম্ভে এই সকল কথার অবতারণার সার্থকতা এই যে, শ্রীচৈতন্য বা পরমেশ্বর-বিগ্রহের দৃষ্টান্ত অনাদিবহির্ম্মুখ সমাজের রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-অস্থিতে চিরদিনই অনুস্যূত। ইহা বহির্ম্মুখতার একটি চিরন্তন ইতিহাস। কাজেই ডক্টর যে বা তৎসমজাতীয় ব্যক্তিগণের কোন দোষ নাই; দোষ—তাঁহাদের পারমার্থিক বিষয়ে অজ্ঞতার। তাঁহারা জাগতিক সুবিজ্ঞ হইয়াও পারমার্থিক সত্যে কতদূর অজ্ঞ, ইহাই প্রকৃষ্ট সাক্ষ্যরূপে পারমার্থিক ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

পার্থিব মনীষা ও প্রতিভার উচ্চতম বিষয়ে আরোহণ করিয়াও বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ ইন্দ্রিয়লুব্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-তাড়নায় বিতাড়িত হইলে শ্রীচৈতন্যের কোন কথাই ধারণা করা যায় না। আধুনিক ইন্দ্রিয়লুব্ধ আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি এই যে, "মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই থাকুক না কেন, এমন কি তিনি নীতিক ও নৈতিক চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হউন না কেন, তাহাতে নিরপেক্ষ সত্য নিরূপণে তাঁহার যে অযোগ্যতা হইবে, ইহা বলা যায় না। তাড়ক, গণিকা, অহিফেন বা আসবাদি সেবন, অবৈধ ও বৈধ-স্ত্রী-আসক্তি, অনুদারতার প্রকৃতির নিকট 'দাস-খত' লেখাইয়াও শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে সমালোচনা করা যায়, সামাজিক চরিত্র-হীন হইয়াও গৌরজন্মভূমির প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা করা যায়, বিধর্ম্মী হইয়াও পার্থিব বিষয়ের অন্তীত বস্তুর অন্য ব্যবচ্ছেদ করা যায়।"—এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বিদ্বন্মণ্য পরমার্থের ইতিহাস-সমালোচনায় অনধিকার চর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট 'বাহাদুর' হইয়া থাকেন! পারমার্থিকগণ এই শাস্ত্র-বিরোধিযুক্তি বিশ্বাস না করিলেও বিধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের কোনই ক্ষতি হয় না, তাঁহারা মনে করেন! কেন না, জগতে বিধর্ম্মীর সংখ্যাধিক্যই প্রবল। জগতের শতকরা প্রায় শত জনই প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। এই অধিকাংশ বা বহু বহির্ম্মুখের নিকট অনুমোদন-সূচক করতালি পাইলে মুষ্টিমেয় বা সুদুর্লভ পারমার্থিকগণের প্রতিবাদে বিধর্ম্মী আধ্যক্ষিকগণের কিছুই ক্ষতি হয় না এবং অন্যাভিলাষী বিধর্ম্মি সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য যখন হাততালি দিয়াছে, তখন তাহাদের আধ্যক্ষিকতার যুক্তির সুতীক্ষ্ণতায় পারমার্থিকগণ খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন! অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার এই যাদুবিদ্যা-প্রভাবেই আজ এক ডক্টর যে কেন, অনাদি কাল হইতে এজগতে যাঁকি চৈতন্য-বিদ্বেষ করিয়া আসিতেছেন এবং

চৈতন্য-বিরোধে প্রকৃত শান্ত করার কারিকায় অনেকে ডক্টরেট উপাধিতে বিভূষিত হইবেন, ইহাও নিশ্চয় সত্য। বস্তুতঃ নিরপরাধ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণকে বুঝিতে হইলে ঐরূপ আধ্যক্ষিকতা, পাণ্ডিত্য প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, অসাধারণ রিসার্চ ডক্টরেট, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম বা ইন্দ্রিয়-তাড়না প্রভৃতির মূল্য কাণা কড়ি হইতেও অনেক কম। গোস্বামীর ইন্দ্রিয়-সংযম (?) বা ব্যক্তিবিশেষের ইন্দ্রিয়-তাড়না কোনটিই শ্রীচৈতন্যের পরিচয় আহরণ করিতে পারে নাই। হয়তো তাঁহারা বা তাঁহাদের 'অধ্যাপকীয়' অনুপ্রাণিত সম্প্রদায় মনে করিবেন বা ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের ঐতিহাসিক যুক্তির উত্তর এই সকল তরুকথা দ্বারা আদৌ খণ্ডিত হইতেছে না। কিন্তু এই সকল বাস্তব সত্য কথার উপর সদ্‌যুক্তির ভিত্তি প্রস্তুত না হইলে, কেবল বহুল যুক্তি দ্বারা বহির্মুখতার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে তুতুরের লেজ সোজা করিবার চেষ্টার ন্যায়ই অসত্য হইবে—সদ্‌যুক্তি তানিবার পরও মনে হইবে, "আধ্যক্ষিকতার নিকট পারমার্থিক যুক্তিসমূহ পরাভূত হইতেছে—আধ্যক্ষিকতাই— ঠিক, পারমার্থিকতা হেঁয়ালী বা অবাস্তব।" মানসসরোবরে শামুকের অস্তিত্ব নাই শুনিয়া বকের অট্টহাস্যের ন্যায় পারমার্থিক যুক্তির মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আধ্যক্ষিকতার আদৌ সমর্থন নাই, ইহা শুনিলের আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় বাস্তবসত্যকে হেঁয়ালী বা আদর্শবাদের (Idealism) অন্যতম বলিয়া বিবর্তে পতিত হন।

ডক্টর দে মনে করেন, 'শ্রীচৈতন্যদেব অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবকেলিতে আচ্ছন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাতে উচ্চ পাণ্ডিত্যের সমাবেশ থাকিতে পারে না।' কারণ, তিনি আনতিক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন যে, 'ভাবুকতা ও পাণ্ডিত্য এই দুইটির যুগপৎ অবস্থান অসম্ভব। পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য্য ভাবকেলির চাপল্যের সহিত খাপ খায় না। অতএব শ্রীচৈতন্যদেব অতিরিক্ত ভাবপ্রধান-ধাতু ছিলেন বলিয়া তিনি উচ্চপণ্ডিত ছিলেন না, ইহা সুনিশ্চিত।'

পারমার্থিক বাস্তবসত্য ডক্টর দের পরমার্থ সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাকে চিরদিনই প্রতিপন্ন করিবে। ডক্টর দে 'ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা কারকৃত তর্কির সংজ্ঞার ন্যায় ভক্তিকে যদি কাম-ক্রোধের বৃত্তি বা অপ্রাকৃত প্রেমকে যদি ইন্দ্রিয়-তাড়নার সহিত সমান মনে করিয়া থাকেন এবং ন্যূনাধিক সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া পরমার্থকে ঐ ছাঁচে ফেলিয়া গড়িতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ ভ্রম কিছু অস্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ ভগবদ্‌ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও প্রেমের নিদর্শন-সমূহ পাণ্ডিত্য-পরাকাষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপ্রভুকে ডক্টর যে উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত ও বলিয়া মনে করিয়াছেন, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে ডক্টর দের বিবেচিত 'ভাবুকতা'র যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, স্তবাবলী, স্তবমালা, গোপালচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থে সেই অপ্রাকৃত 'ভাবুকতা'র যে বাস্তব দৃষ্টান্ত-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীরূপ-সনাতনাদির চরিত্রে অপ্রাকৃত প্রেমের যে সকল সাত্ত্বিকবিকার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কি ডক্টর দের উক্তি অনুসারেই প্রমাণিত করিয়া দেয় নাই যে, অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়তর্পণপর অপ্রাকৃত ভাবোচ্ছ্বাসসমূহ উচ্চ অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্র-চর্চ্চার সহিত অপ্রাকৃত প্রেমিকগণের চরিত্রে সহোদরের ন্যায় নিত্য অবস্থান করিতে পারে? শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিগণ পরম পণ্ডিত হইয়াও অতিমর্ত্য প্রেমের বিকার-বিভূষণে সর্ব্বক্ষণ বিভূষিত ছিলেন। শুকদেবাদির চরিত্রেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল। যদি শ্রীরূপ সনাতনের পক্ষে পাণ্ডিত্য ও প্রেমের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব হয়, তবে শ্রীরূপ ও সনাতনের একমাত্র প্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে তাহা সম্ভব না হইবার কি যুক্তি আছে? বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব "মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদাশাস্ত্রাধিকার" এই বাক্যের দ্বারা ইহাই জানাইয়াছিলেন যে, শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমানে যে গাম্ভীর্য্য, তাহা মূর্খতা মাত্র। বস্তুতঃ পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠায়—ভাগবতা-বধি নিজলাভে যে অপ্রাকৃত প্রেমের সাত্ত্বিকবিকারসমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাই চরম-পাণ্ডিত্যের সংবেদন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে 'বিদ্যা-বধূ-জীবন' ও 'আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন' এই শব্দদ্বয় দ্বারাও জানাইয়া-ছেন, শব্দব্রহ্ম নাম নিখিল বিদ্যাবধূর প্রাণ স্বরূপ, তাহাই প্রেমানন্দ-সাগরকে উদ্বেলিত করিয়া থাকে।

**"Highly scholastic works of the Six Vriodavana Gosvamins', I. H. Q. Page 308.

ভট্টর যে এখানে বলিতে পারেন, "হরিনাম বিচারে নাম বা প্রেম বিচার পারমার্থিক, ইহা আমরাও না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের সহিত অতিরিক্ত ভাবকেলির যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের দ্বারা এই আপাতিক অসঙ্গতিকের বাস্তব সম্ভবরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ন্যায় ও দর্শনের উচ্চ পণ্ডিত হইয়াও প্রেমবিকাশের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উচ্চ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মহাপ্রভুর কৃপায় ভট্টাচার্য্যের মধ্যে প্রেমের বিকাশসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভট্টর যে আর একটি যুক্তি এই যে, "ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত অবধিৎ, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায় ব্রাহ্মণ, ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়ায় কলাপ (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ ৩২-৩৪), 'নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ (চৈঃ চঃ আদি ১৩শ ৫২)" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা জানা যায়, বিশ্বম্ভর মাত্র শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অতিরিক্ত তাঁহার কোন পাণ্ডিত্যই ছিল না!

ভট্টর যে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে সকল প্রমাণ হইতে ঐ সকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার উপক্রম, উপসংহার, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত —সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিলে কেবল অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যে কথিত পূর্ব্বপক্ষীয় বচন-তুল্য কতকগুলি উক্তি-দ্বারা জনসাধারণকে বঞ্চনা করা হইবে। যাহারা দিগ্বিজয়ী মূর্খবিশ্বম্ভরকে যে অপরিণতবয়স্ক ও ব্যাকরণের সামান্য অধ্যাপক মনে করিয়া তাঁহাকে মাত্র বৈয়াকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে অপণ্ডিত বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, বিপক্ষের সেই উক্তিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ এবং পাণ্ডিত্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, কলতারণত তরুর ন্যায় বিনম্র, তৃণাদপি সুনীচ, অমানী-মানদত্ব শিক্ষার প্রধান শিক্ষক বিশ্বম্ভরের দৈন্য-মূলক উত্তরকে সিদ্ধান্তকক্ষায় স্থাপনপূর্ব্বক যদি আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে সামান্য বৈয়াকরণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি, তাহা হইলে ঐরূপ চেষ্টা আত্মবঞ্চনা বা লোক-বঞ্চনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দার্ম্ভিক দিগ্বিজয়ী বিশ্বম্ভরকে

"বৈয়াকরণ তুমি, নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে কবিত্বের সার॥"

—ইহা বলিলে মহাপ্রভু দৈন্য-ভরে বলিয়াছিলেন—

"নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষগণ॥"

অর্থাৎ "আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। তাহাতেই এই শ্লোকে অনেক দোষগুণ দেখিতে পাইতেছি।"

এখানে "নাহি পড়ি অলঙ্কার" কথাটি মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন বলিয়াই যে, তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন, এরূপ অনুমান কি অধিকতর অজ্ঞতা বা অতিরঞ্জন-মূলক নহে? মহাপ্রভু দার্ম্ভিকের সহিত প্রতিযোগিনী দার্ম্ভিকতা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু দার্ম্ভিকের দার্ম্ভিকতাকে স্বীয় দৈন্যের দ্বারা ধ্বংস করিয়া তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বাক্য সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলেও দেখা যায়, শ্রবণফলে যে তাঁহার পাণ্ডিত্য লাভ হইয়াছিল, তদ্দ্বারাই তিনি অনুমানমানী (অর্থাৎ বহুপ্রমাণীতী বলিয়া অভিমানী) দিগ্বিজয়ীর আপাতিক অভিমানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ভট্টর যে কি বলিতে চাহেন যে, পুস্তক পড়িলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয়, গুরু বা অধ্যাপকের মুখে শ্রবণের ফলে উচ্চতম পাণ্ডিত্য লাভ হয় না? বস্তুতঃ যাঁহারা অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাশালী, তাঁহারা গ্রন্থ অধ্যয়ন অপেক্ষা শ্রবণ-ফলেই উচ্চতম পাণ্ডিত্যে অধিকার লাভ করিয়া থাকেন: প্রাচীনকালের শিষ্য বা ছাত্রের অধ্যাপকের নিকট হইতে শ্রবণেরই অত্যধিক আদরের কথা শ্রুত হয়। যেকালে গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে নাই, তখন কেবলমাত্র শ্রবণের দ্বারাই শ্রুতিধরগণ অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন। শ্রুতির যুগে এইরূপ পাণ্ডিত্যেরই অধিক আদর ছিল; শুকদেব আদি শ্রেষ্ঠ বিষৎসভ্রাম গ্রন্থ পড়িয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ ইতিহাস নাই। তাঁহারা শ্রবণের দ্বারা যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই পাণ্ডিত্যের সহিত আধুনিক অসংখ্য গ্রন্থাগার অধ্যয়নকারী—তাহবাহী গ্রন্থকীট-সম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্য ও পল্লবগ্রাহিতা অতি অকিঞ্চিৎকর। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, বাদিরাজ, বুধেন্দ্রাদি আচার্য্যগণের চরিত্রে এইরূপ শ্রোতপাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত ও প্রশংসাই শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই মহাপ্রভু অলঙ্কার-

শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য কম ছিল, এইরূপ যুক্তি অজ্ঞতামূলক। সমস্ত অলঙ্কার, সমস্ত কাব্য, সমস্ত পাণ্ডিত্যের অবধি যাঁহার চরণ-রেণু—যাঁহার পদনখচন্দ্রের আরতি করিতে পারিলে বস্তুতিত্ব ও সার্থকতামণ্ডিত হয়, সেই বিদ্যাপতি—বিদ্যা-বধূ-জীবন-নাথ শ্রীচৈতন্যে পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল, এরূপ আধ্যক্ষিকতা বিংশ শতাব্দীর মাৎসেকু ও ইহৈক-সর্ব্বস্ব-বাদের ভাণ্ডারেই সম্ভব। ভট্টর দের অর্ব্বাচীন সিদ্ধান্ত যুক্তির আহরণে যুক্তিব্যক্তির সাক্ষ্য-স্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্য যদি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতমই না হইবে, তাহা হইলে দিগ্‌বিজয়ী সর্ব্বদেশ জয় করিয়া সর্ব্বশেষে নবদ্বীপে এক বৈয়াকরণ নিমাই পণ্ডিতকে

জিনিবার জন্য এত ব্যস্ত হইলেন কেন? নবদ্বীপে ত' অবশ্য অনেক পণ্ডিত ছিলেন কোন দিগ্‌বিজয়েচ্ছু কি সাধারণশ্রেণীর পণ্ডিতের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত হন?

যে শ্রীচৈতন্যের কৃতাধ্যয়নে ন্যায়, দর্শন, কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান ও সর্ব্বতোমুখী পাণ্ডিত্যের অবধি প্রকাশিত হইয়াছে, যে শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া গৌড়ীয়-সাহিত্যের সার্ব্বদৈশিক নবযুগের সূচনা হইয়াছে, পাণ্ডিত্যের সকল বিভাগ ও ভাণ্ডার সদ্‌প্রধারায় পরিপূর্ণ ও উদ্বেলিত হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যকে সাধারণ বৈয়াকরণ 'টোলোপণ্ডিত' মাত্র বলিয়া যাঁহারা স্থাপন করিবার অভিসন্ধি গোপন করেন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের ভারবাহিত্বই প্রমাণিত হয়। অবশ্য যাঁহার চরণনখাকলকে নিখিল পাণ্ডিত্য-নিত্য আরতি করিতেছে, সাধারণ পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের কম বেশীতে তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে সাধারণ পাণ্ডিত্যেরও অভাব ছিল না—তাঁহার অধ্যাপনা-লীলা এবং পরবর্ত্তী চরিত্রে এই সাক্ষ্য দেদীপ্যমান ছিল। ইহা ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ সত্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, গোপাল ভট্টের পিতৃব্য দাক্ষিণাত্যবাসী প্রবোধানন্দ, জ্ঞানগুরু অদ্বৈতাচার্য্য, নিখিলশাস্ত্রবক্তা অনন্তদেবের অংশী শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীবাস পণ্ডিত, নিখিল বেদ-বেদান্ত-ন্যায়দর্শনাদিশাস্ত্র-পারদর্শী অধিতীয় ভাগবত পণ্ডিত শ্রীগদাধর ও দেশবিদেশের সহস্র সহস্র পণ্ডিত-মণ্ডলী শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্যপরাকাষ্ঠার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন। কিন্তু সাড়ে চারিশত বৎসর পরে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সময়ের কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাইবার দাবী করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যেই কতক-জন অনুসানধানী ব্যক্তি অনুমান ও কদর্থের দ্বারা শ্রীচৈতন্যকে যদি সাধারণ বা অসাধারণ বৈয়াকরণ মাত্র প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই সুধী-সমাজে হাস্যাস্পদ হইবে। শ্রীচৈতন্যের তদানীন্তন বা তৎপরবর্ত্তী প্রৌঢ়পাণ্ডিত্যের ভক্ত-সম্প্রদায় যাহা বলিবেন, তাহাই শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ব্যাপার ও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে, আর যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের অভিজ্ঞানের জিনীষায় পৌঁছিতে পারেন না, যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের কিঙ্কর, যাঁহারা অনাদি-বহির্ম্মুখতা-বশতঃ তাঁহাদের অজ্ঞাত-সারে নিরপেক্ষতার অন্তরালে মায়াদেবীর দ্বারাই শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষে (যদিও তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহারা খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি ও বড় মনে করিয়া শ্রীচৈতন্যের উর্দ্ধতন ও অবতন পুরুষগণকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন! শ্রীচৈতন্যকে কৃত কৃতার্থ করিতেছেন!!) নিয়োজিত, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা বলিবেন, তাহাই উহার অসাম্প্রদায়িক ও ঐতিহাসিক পরম সত্য হইবে!! এরূপ যুক্তি মায়াযোহাদ্ধ কীবকোটি-সম্প্রদায়ের গণগল্পিকার মধ্যেই সমাদৃত হয় ও হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব দৈন্য বশতঃ তাঁহার মধ্য ও অন্ত্যলীলায় প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী উন্মোচন করেন নাই বলিয়া অথবা পার্থিব পাণ্ডিত্যের মূল্য অতীব অকিঞ্চিৎকর জানাইবার জন্য ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে মূর্খ ও সাধারণ বৈয়াকরণ পণ্ডিত-শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করিবার পরবর্ত্তিকালীন চেষ্টার উদয় হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অধ্যাপনালীলায় দিগ্বিজয়ী জয় করিয়া যে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও একশ্রেণীর ব্যক্তির বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে; বহির্ম্মুখসম্প্রদায়ের ইহা একটি স্বাভাবিক চিরন্তন ইতিহাস। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের ইতিহাসে ইহা আমরা নিত্য অনুভব করিয়া থাকি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ উচ্চ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার সিদ্ধান্তাদি-মূলে প্রচারাদি-কার্য্য বিস্তার করিলে একশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা এরূপ পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী

বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের 'হরিভক্তি' নাই! আমার হরিভজনের কথা বলিলে আর একশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, ইহা তো মূর্খের আলোচ্য বিষয়—ইহাতে কোন পাণ্ডিত্য নাই!

বিংবদন্তী, কোন দিগ্বিজয়ী শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে এক জয়পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন দিগ্বিজয়ীর সার্বিক পাণ্ডিত্যের মূল্য অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের অশেষ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও উক্ত দিগ্বিজয়ীকে জয়পত্রী লিখিয়া দিলে ঐ দিগ্বিজয়ী শ্রীসনাতন-রূপের কৃপায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর নিকট উহা সমর্পণ করেন ও শ্রীরূপ-সনাতনের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীজীবকে ঐরূপ জয়পত্রী লিখিয়া দিবার জন্য বলিলে শ্রীল জীব প্রভু সিংহ-হুঙ্কারে তাহার প্রতিবাদ ও দিগ্বিজয়ীর দাম্ভিকতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমার একশ্রেণীর প্রাকৃত সাহিত্যিক শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুকে দাম্ভিক, এমন কি ওজন্য শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা তিরস্কৃত করাইবার কাল্পনিক ষড়যন্ত্র পর্য্যন্তও করিয়াছেন। এখনও প্রাকৃত সাহজিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুকে শ্রীরূপের বিচারের বিরোধী বলিয়া কল্পনা করা হয়। কারণ, তিনি কাম-ক্রোধাদক, জড় প্রতিষ্ঠাকামী দাম্ভিক 'দিগ্বিজয়ী'-অভিমানী দ্বারা নিষ্কিঞ্চন ও সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ আচার্য্যের পাদপদ্ম-সজ্জনকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই। যদি ঐ দাম্ভিকের মিথ্যা দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দান করিতে পারিলে শ্রীল জীবপ্রভু আধুনিক বহির্মুখসম্প্রদায়ের নিকট হইতে 'উদার' ও 'অসাম্প্রদায়িক' নামের প্রতিষ্ঠা কুড়াইতে পারিতেন!

যাহারা পার্থিব পাণ্ডিত্যের অভিমানে মায়াদেবীর কারাগারের ভারবাহী জীব হইয়াছে, তাহাদের ধারণা এই যে, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবদ্ ভজন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ মূর্খ। এই সাধারণ ভ্রমপূর্ণ ধারণা হইতে সর্ব্বত্রই ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়কে 'মূর্খ সম্প্রদায়' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। আবার আধুনিক কালে মূর্খতাকে ভগবদ্ ভজনের সহিত একটা সামঞ্জস্য লাভ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, মূর্খতাই মহাপুরুষত্ব বা সাধুত্বের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যেখানে যত ধারা ধোলা গণ্ডমূর্খ আছে, সেখানেই ভক্ত ভক্তি ও প্রেমের ছড়াছড়ি, ইহাই লোকে ধারণা করিয়া লইতেছে! কারণ মায়ার কারাগারের পণ্ডিত-সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের যে ভিক্ত অভিজ্ঞতা প্রতিমুহূর্ত্তে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হইতেই ঐরূপ একটি সংক্রামক ও ব্যাপক ধারণা মানব-হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম অশেষ শাস্ত্রনিষ্ণাতদর্শী ছিলেন; কিন্তু তিনি "প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"র মতগুলি বাঙ্গালা পদ্য লিখিয়া গিয়াছেন দেখিয়া এখনও, এমনকি তদানীন্তন কালেও অনেকব্যক্তি তাঁহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের একজন সাধারণ কবিমাত্র মনে করিতে ত্রুটী করেন নাই।

পণ্ডিত গঙ্গাচলেচক্রবর্ত্তী ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ঠাকুর নরোত্তমকে 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র লেখক মাত্র মনে করিয়া তদানীন্তন কণ্টকদ্বীপস্থপণ্ডিত-সম্প্রদায় ঠাকুর মহাশয়কে শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য সংকল্প করেন। ঠাকুর মহাশয়ের বাসস্থানের নিকটস্থ গ্রামে বাজার করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহারা বিভিন্ন দোকানীর নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, ঐ গ্রামের সাধারণ দোকানিগণ পর্য্যন্ত এত শিক্ষিত বৈষ্ণব যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। যে দেশের বাজারের দোকানিগণ পর্য্যন্ত ঐরূপ উচ্চ শিক্ষিত বৈষ্ণব, সেই দেশে তাঁহাদের আচার্য্য-রূপে যে মহাপুরুষ রহিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব-ভরে, তাঁহাতে পার্থিব পাণ্ডিত্যের অসদ্ভাব জানাইলেও বা পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনী সাধারণ্যে উন্মোচন না করিলেও যে, উচ্চতম পাণ্ডিত্য তিনি গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত কণ্টকদ্বীপস্থিত-মণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়ের সহিত বিচার করিতে নিরস্ত হইলেন।

ব্রহ্মসূত্র ও বৃহদ্গ্রন্থের ভাষ্যলেখক শ্রীবলদেবাচার্য্যের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার টীকা ও ব্যাখ্যা পরিবর্ধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীরায় রামানন্দের ন্যায় কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রাতিভার নিকট চিরদিনের জন্য মস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার পদ্যাবলীধর্ম্ম ও বিদগ্ধমাধব নাটক সংশোধন করাইবার জন্য রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভক্তবৃন্দের সভায় শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুকে অবশ

করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে, কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কেবল 'শুষ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত' মাত্র ছিলেন না, তাহা ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বা শ্রীল শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর প্রায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বরচিত একটি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবদ্বস্তু বিদ্যাপতি বলিয়া স্তব করিয়াছেন। প্রাকৃত কবির কাব্যের দোষাদি, আলঙ্কারিক দোষ প্রভৃতি মহাপ্রভু শ্রবণ করিতে পারেন না বলিয়া শ্রীল স্বরূপ দামোদরপ্রভু পূর্ব্বেই কাব্য নাটকাদি শ্রবণ করিয়া পরে মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইতেন—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ।
দেখিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
• • •
যদ্যপি তাহা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।
ঐছ, রসাভাস যাঁর নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাব্য, অলঙ্কারাদিতে জ্ঞান না থাকিলে এবং অলঙ্কারাদি শাস্ত্রজ্ঞান কেবল তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যবর্গের কয়েকজনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলে শ্রীচৈতন্যদেব রসাভাস ও নানা অলঙ্কারদোষের 'সমজদার' হইতেন না। আর 'ঐছ রসাভাস যাঁর নাহিক বিচার' প্রভৃতি উক্তিসমূহও শ্রীরামানন্দস্বরূপপ্রভু প্রকাশ করিতেন না। শ্রীচৈতন্যের নাটকালঙ্কার জ্ঞানের অভাবরূপ দুর্ব্বলতা থাকিলে তদনুগত শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু ঐ কথাগুলি চাপিয়া যাইতেন এবং মূর্খভাবেই হাততালি বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যত হইতেন। শত শত দৃষ্টান্ত হইতে দেখান যাইবে যে, শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ পার্ষিব পাণ্ডিত্যও কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার সেবা ঘাচ্ঞা করিয়াছিল এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার ও তাঁহার তৃতীয়বর্গের পাদসংবাহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সাধারণ লোকেরও চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়াছিল। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু সত্য সত্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

অকুণ্ঠিত-কলঙ্কিতোদ্ভটজনাদি-দুর্লোক যে।
শচীসুত যদি প্রভো কুরু মুহুর্মুখ মধ্যে কৃপাম্॥

(স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যাষ্টক ৩য়)

যাহারা পার্থিব অভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উদ্ভট সেই সকল অভিমান-কলঙ্কিতব্যক্তিগণের নিকট শচীনন্দনের চরিত্র দুর্লোক্য। সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত বহির্মুখ লোকও যদি ভক্তির দে'র পক্ষে ভোট দান করিয়া ভক্তির দে'র মতবাদকে সমর্থন করেন, তথাপি বাস্তব সত্য, বাস্তব ইতিহাস, বাস্তব তথ্য অস্পৃষ্টই থাকিবে। বাহ্য নিরপেক্ষতার ধনরঞ্জন অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত ইন্দ্রিয়তাড়নার আধ্যক্ষিকতা কোনও দিন শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস বা তথ্যই নির্ণয় করিতে পারে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা। আমরা অন্যান্য মতবাদগুলিরও যুক্তিপূর্ণা সমালোচনা করিব।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(২)

প্রশ্ন—৩। তাহা প্রাপ্তির যত্ন কি প্রকার?

উত্তর—বিভিন্নাংশে জীব বর্ত্তমান সময়ে অন্যথা-রূপে অবস্থিত হওয়ায় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত ও পরব্যোম হইতে ভূতাকাশে নীত হইয়াছে। স্বরূপের উপলব্ধিতে সেই নিত্য বিভিন্নাংশ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্বরূপোপলব্ধির যত্ন করিতে হইবে। স্বতঃকর্ত্তৃত্ব (initiative) পাইবার শক্তি অণুচিৎএ বর্ত্তমান থাকায় স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বরূপস্থান-প্রাপ্তির চেষ্টাও তাহাতে অনুস্যূত (inherent) আছে। কেবল-চেতনের ধর্ম্ম—চিন্মাত্র পরব্যোমের বৈচিত্র্য-সমর্পণ ও তথায় নিত্যাবস্থিতি। জড়জগতে 'শান্তি' বলিলে যাহা

বুঝায়, নিত্যাবস্থিতি তাহা নহে। নিত্যাবস্থিতিতে পরা শান্তি অর্থাৎ যাহাতে পূর্ণ বিচিত্রতাময় অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য আছে, তাহাই বুঝায়। সেই স্থানের প্রাপ্তির চেষ্টাই চেতনের ধর্ম এবং সেই স্থান-প্রাপ্তিই স্বরূপ লাভ। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদধূলিতে অভিষেক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের চরণাশ্রয়ই অনর্থনাশ ও স্বরূপাবস্থিতির অন্য যত্নের উপায়।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন নহে। Means and end are one and the same thing—only the stages are distinct.

ভক্তিই স্বরূপাবস্থিতি ও স্বরূপজ্ঞান-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভক্তি 'সাধনভক্তি', 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' ভেদে ত্রিবিধ। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থমুক্তাবস্থায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবিতভাব। এই ভাবিতভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই প্রেমভক্তি।

প্রশ্ন—৪। জ্ঞান কি বস্তু?

উত্তর—অধোজ্ঞান প্রাকৃতেন্দ্রিয়জন, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—এই তিন প্রকার দর্শনে ভোগময় ভেদদর্শনই অজ্ঞান। বাস্তব বস্তু ইহার বিপরীত। অবাস্তব অজ্ঞানবেদ্য বস্তু বিবর্ত্তের স্থান হইলেও বিবর্ত্ত দূরীভূত হইবার পর বদ্ধজীব মুক্ত হইলে তাহার অণুচিদ্ধর্ম্ম সাম্য লাভ করে। স্বরূপের অনুভূতিই জ্ঞান। আধ্যক্ষিকতা বা মিশ্রচেতনের বিচারকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ যে-জ্ঞানকে উপায়রূপে উদ্দেশ করেন, তাহা উপেয় বস্তু হইতে পৃথক্ হওয়ায় উহাও অজ্ঞান-জাতীয় বিবর্ত্ত-বিশেষ। জ্ঞানাভাব অর্থাৎ অবাস্তব বস্তু মধ্যপথে উপস্থিত হইয়া অস্বচ্ছ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলে জীবের অণুচিৎ-জ্ঞান খর্ব্ব হয়, জীবের তখন প্রতিহত ব্রহ্মজ্ঞান বা অজ্ঞান-লাভ ঘটে। মেঘাবৃত সূর্য্য ইহার দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন—৫। ভক্তি কি বস্তু?

উত্তর—ভক্তি আত্মার বৃত্তি। আত্মা ভগবৎসেবক। মন ও দেহ আত্মা হইতে দুইটি পৃথক্ বস্তু। মন পৃথিবীর জিনিষগুলির সহিত মাপে দালালের কার্য্য করে। মন যদি ভগবানের সেবা করিবার জন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে কাজ ঠিক হইল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নিজেই যদি সেবা-গ্রহণের চেষ্টা করে, তবে তাহা দুষ্ট মন হইল। যে পর্য্যন্ত না মন আত্মধর্ম্মের অনুকূল হয়, সে-পর্য্যন্ত উহা বহির্জ্জগতের বস্তুভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধান-রহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাময় এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি আবিলতা দ্বারা আবৃত নহে।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমাভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানময় জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি দর্শদ্বারা আবৃত নহে।

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১৩)

"আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রগামিনী গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম-স্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অন্যান্য-ফলানুসন্ধান-রহিতা।

"সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য-সংযুক্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা ব্রহ্মেগতি) প্রভৃতি হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না ; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।"

অদ্বৈতজ্ঞান ভক্তি ব্যতীত অন্য বস্তু-লাভের চেষ্টাই অভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্রভাবের আবরণ যেখানে আছে, অথচ ভক্তির ভাণ আছে, তাহা অভক্তি। ইহা যেন ভগবানের গলায় এক হাত ও পায়ে আর এক হাত দেওয়ার মত। যদি ভগবানের গলাটা টিপিয়া দিতে পার, তবে পায়ে হাত আপনিই ছাড়িয়া যাবে। যেখানে ভক্তির বিভাব নাই, সেখানে নিশ্চয়ই পায়ে হাত ও গলায় হাত দিবার প্রচুর অভিসন্ধি আছে ; নতুবা উহাদের ভক্তি চিরকাল থাকে না কেন ?

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি সন্ধান হইলে তাহা কৃষ্ণানুশীলন বা 'ভক্তি' পদবাচ্য হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং' শ্লোকে যে চারি প্রকার সুকৃতির কথা বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানবাদরূপ হেতু বা নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কাম ছাড়িলেই নিষ্কাম কৃষ্ণানুশীলন হয়। উহাদিগকে সুকৃতি বলিবার কারণ এই যে, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী হইয়া পরমার্থের চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহারা যখন সাধুকৃপায় একান্ত পরমার্থরূপের সন্ধান পান, তখন তাঁহারা আর আর্ত্তি, অর্থার্থিতা প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে বহুমানন করেন না, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিই নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। আর্ত্তের উপমান—গজেন্দ্র, অর্থার্থী—ধ্রুব, জিজ্ঞাসু—শৌনকাদি, জ্ঞানী—সনকাদি। গজেন্দ্র, ধ্রুব, শৌনক ও সনক-সনাতনাদি সকলেই আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, কেবল-জ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসা ও মুমুক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার পর ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঐগুলি না ছাড়িলে সুনির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তি উদিতা হয় না। কোন বস্তুলাভের জন্য যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি যদি অনেক বেশী দাতা হন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনার প্রকারটিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

শ্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণরবাহাদুরের অভ্যর্থনার আয়োজন

আগামী ১৫ই জানুয়ারী, ১লা মাঘ মঙ্গলবার বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সী দি রাইট্ অনারেব্‌ল স্যর জন এণ্ডারসন পি, সি, জি, সি, বি ; জি, সি, আই, ই মহোদয় তাঁহার নদীয়া-পরিদর্শনকালে সুপ্রাচীন নবদ্বীপ ও বঙ্গের গৌরবভূমি প্রাচীন গৌড়পুর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গার পূর্ব্বতটে অবস্থিত শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিবেন। তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দ, শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সভ্যমণ্ডলী ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকসম্প্রদায় ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার শুভাগমন প্রাচীন নবদ্বীপের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট শুভপ্রদ ঘটনা বলিয়া চিরস্মরণীয় থাকিবে।

আদর্শ-সেবা

[illegible] ভূম্যধিকারী পুণ্যকীর্ত্তি রেবতীমোহন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়দ্বয় বালিয়াটিতে ভক্তাবাস, নামকূপ প্রভৃতি ভগবৎসেবার আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন, ইহা গৌড়ীয়-পাঠকগণের অবিদিত নাই। গুরুগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবজনের প্রতি সতত অনুরাগী এই মহাত্মদ্বয় সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান স্থান [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের পরমার্থ-কথাতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। বলিতে গেলে ইহারাই পূর্ব্ববঙ্গে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মঠমন্দির নির্ম্মাণে ও ধনদানে গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের সেবার আদর্শ প্রদর্শক হইলেন। আমরা ক্রমে ক্রমে ইহাদের সেবার সন্দেশ সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিব। ইহাদের সেবাকীর্ত্তি জয়যুক্ত হউন।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৪১; ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ | ২৩শ সংখ্যা

প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা

হরিসেবার রাজ্যে অসংখ্য প্রকার কণ্টক ও ছলনা উপস্থিত হয়। প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি তন্মধ্যে অন্যতম। পার্থিব সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ অনেকে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, হরিসেবানুষ্ঠান-কালেও অনেককে সেই বুদ্ধিতে আক্রান্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইলে প্রকৃত হরিসেবানুষ্ঠানের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রাদেশিকতা-বুদ্ধিজাত চেষ্টাসমূহ কোন কোন সময় বাহ্যাকারে হরিসেবার ন্যায় দেখাইলেও তাহা ফল-ভোগময় কর্ম্মেরই অন্যতম।

যাঁহারা স্ব-স্ব দেশ বা প্রদেশাবদ্ধ বুদ্ধি লইয়া হরি-সেবার কার্য্যে (?) উৎসাহ ও উদ্যম প্রদর্শন করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি বা সেবার অনুসন্ধিৎসু নহেন—ন্যূনাধিক আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি বা নিজ-সুবিধা-বাদেরই ভিক্ষুক।

প্রাদেশিকতা বা স্বজাতীয়তা-বুদ্ধি কুকর্ম্মী বা সৎকর্ম্মি-সম্প্রদায়ে 'স্বদেশ-প্রেম' ও 'স্বজাতিপ্রেম' বলিয়া বহুমানিত হয়; কিন্তু ঐরূপ পার্থিব প্রেম (?) অপার্থিব নির্ম্মল প্রেমভক্তির রাজ্যে অত্যন্ত হেয় 'কাম' বলিয়াই পরিগণিত ও নিন্দিত।

ভগবদ্ভক্তি-যাজনের অভিনয় করিতে আসিয়াও অনেকে অন্তরে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ পরিচালিত হন যে, পূর্ব্বাশ্রম বা পূর্ব্ব বহির্ম্মুখ জীবনের দেশ, সমাজ, জাতির লোক দেখিলেই যেন তাঁহাদের প্রতি অধিকতর দয়া-পরবশ (?) হইয়া পড়েন! বহির্ম্মুখদেহ ও স্মৃতি-সম্পর্কিত দেশ বা সমাজের লোকের মঙ্গলচিন্তা (?) যেন অধিকতর প্রবল ও সহজভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সকল লোকের নিকট স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন বা তাঁহা-দিগকে অধিকতর উল্লাস ও উৎসাহের সহিত অপরের দ্বারা

মনোধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া বংশ, জাতি, সমাজ বা দেশের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ বিধান করিব,—এইরূপ বিচার প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু বা আত্মমঙ্গলকামীর বিচার নহে। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আছে, এশিয়া-মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আছে, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে মায়াবাদ, কর্ত্তাভজা-মার্ত্তবমত, ভূতপ্রেত উপাসনা, সহজিয়া-মতবাদ, অতিবাড়ী মত প্রভৃতি আছে বলিয়া সেই সকল প্রদেশের লোক যদি স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেকেই অদ্বৈতব অধিষ্ঠীয় নিত্য আত্মধর্ম্মকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে রক্ষিত হইবে কে? "উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে অতিবাড়ী মতকেই সমর্থন করিতে হইবে, বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সহজিয়া-মতেরই পোষক হইতে হইবে, রাজা রামমোহন রায়ের সমাজে বর্দ্ধিত হইয়াছি বলিয়া যে কোন ভাবে ঐ মতকেই স্থাপন করিতে হইবে বা ইউরোপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া খৃষ্টীয় মতবাদের পরিপুষ্টি ও পরিশিষ্টরূপে যদি আরও অনেক উচ্চতর বিচারের কথা থাকিয়া থাকে, তাহা নিরপেক্ষভাবে শ্রবণই করিব না," এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্য-প্রীতি নহে। আবার সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্যপ্রীতির ছলনায় আধ্যক্ষিকতা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্ম-ধর্ম্মকে পরিমাপ করিবার চেষ্টারূপ যে দ্বিতীয় প্রকার প্রাদেশিক অর্থাৎ পার্থিব বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাও সত্যানু-সন্ধিৎসা নহে। সত্যানুসন্ধানের আবরণে নিত্যকল্যাণপ্রদ আত্মধর্ম্মকে বাদিয়া লইবার চেষ্টায় রাজা রামমোহনের হিন্দুতে অতিধান বা দেশবিদেশীয় ধর্ম্মের আলোচনাও প্রাদেশিক বুদ্ধির প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। পার্থিব বুদ্ধি বা মাটিয়া বুদ্ধি প্রাদেশিকবুদ্ধিরই জননী। কোনও এক মনোধর্ম্ম-প্রচারক শিষ্যনিজের ঘরে বুদ্ধিকে ঘৃতসিক্ত প্রদীপ অপহরণ করিতে দেখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, "যে ভগবানের নিজের নৈবেদ্য রক্ষা করিবারই সামর্থ্য নাই, সেই ভগবান্ আবার অপর কাহাকে রক্ষা করিবেন?" হয়ত' তিনি সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রাদেশিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রাদেশিকধর্ম্মবর্জ্জন নহে, প্রাদেশিকবুদ্ধি-বিসর্জ্জনও নহে—অন্ত আকারে, অন্য [illegible] অর্থাৎ মাটিয়া বুদ্ধিরই প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা প্রদর্শন বা সর্ব্বতো-ভাবে বরণ। তিনি প্রাদেশিক চক্ষু লইয়া যে প্রাদেশিক মাটিয়া বস্তুই দেখিয়াছিলেন, একথা তিনি বলিতে পারেন নাই। তাঁহার মনীষা, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার বিচক্ষণতা প্রাদেশিক বুদ্ধিকেই সত্যানুসন্ধিৎসার আত্ম-রক্ষক প্রচ্ছদপটে সাজাইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয় পার্থিব বুদ্ধিরই অধিকতর নিশ্চিত মূর্ত্তি। আবার ঐরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয়ে পার্থিব বুদ্ধিকে অধিকতর আত্মরক্ষনা ও পররক্ষনার দিকে পরি-চালিত করিবার জন্য তথাকথিত সমন্বয়বাদের এক অভিনব মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। সকলের সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক বুদ্ধিকেই সমর্থন করিবার অভিনয়ে গোঁজামিল দিয়া সর্ব্ব-চিত্তরঞ্জক তথাকথিত সমন্বয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। 'একমাত্র আত্ম-ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মই পরমধর্ম্ম', এই কথা বলিলে সকল প্রাদেশিকবুদ্ধিজাত ধর্ম্মমতবাদসমূহ সমভাবে মস্তক উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না, এজন্য 'যেখানে যত প্রাদেশিক মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, সকলই সমান', এই মৌলিকতার লোক ভুলাইয়া নিজের প্রাদেশিক বুদ্ধিজাত মতবাদকে প্রবল করিবার যে কৌশল, তাহাই জনমনো-রঞ্জক সমন্বয়বাদ।

প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু প্রাদেশিক বুদ্ধির অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন বিশিষ্ট-সংস্করণ ঐ সকল মতবাদ হইতে সতর্ক থাকিবেন। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং", "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥", "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে", "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" প্রভৃতি বিচার হইতে যে সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমোপাস্য, সর্ব্ববিধ কপটতা-লক্ষণ-রহিত নিত্য আত্মধর্ম্মের অবস্থান, তাহা যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে প্রকাশিত হউক না কেন, সেখান হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে।

পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু নিত্যমঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি এবং সত্যপ্রিয় সাধক মাত্রেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন—প্রাদেশিকবুদ্ধি হইতে যে সকল মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা আত্মধর্ম্মের বিরোধী এবং অনাত্ম-ধর্ম্মের আপাত-মিত্র—এই লক্ষণ দেখিয়া সর্ব্বদা সেই সকল

মতবাদ হইতে দূরে থাকিবেন। ঐ সকল মতবাদী নিত্য আত্মধর্ম্মকে প্রাদেশিক বা একদেশে ধর্ম্ম নামে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে, সুস্থচিত্তে এ সকল কথা বিচার করিতে হইবে, বিচার করিবার কালে পরমেশ্বরের নিকট নির্ম্মল অন্তঃকরণে আর্ত্তি ও নিবেদন জানাইতে হইবে অর্থাৎ সতত যুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল চিত্তে যে বিচার ও বুদ্ধিযোগ, তদ্দ্বারাই প্রাদেশিকবুদ্ধি হইতে জীব নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন। কোন প্রকার পার্থিব বা মাটিয়া বুদ্ধিতে আসক্ত থাকিলে অকৈতব সত্যের সন্ধান লাভ হইতে পারে না। সাধু সাবধান !!

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(৩)

প্রশ্ন—৬। ভক্তি কি প্রকারে পাওয়া যায় ?

উত্তর—ভক্তি-প্রাপ্তির চেষ্টাই প্রাপ্তির উপায়। ভগবদ্ভক্তি-রাজ্যে প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি ভিন্ন নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অজ্ঞাতিলাষ প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুর প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি অর্থাৎ উপেয় ভিন্ন। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের মতে 'মই' দিয়া ছাদে উঠিবার পর 'মই'এর আর কোন দরকার থাকে না, একবার ছাদে উঠিয়া পড়িলে 'মই' চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও কোন আপত্তি নাই অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন পৃথক্ ; কিন্তু ভক্তিরাজ্যের সিঁড়ি—পাকা সিঁড়ি, ছাদের সহিত নিত্য সংযুক্ত। ঐ সিঁড়ি কখনও ভাঙ্গা যায় না। সিঁড়ি ভাঙ্গিলে ছাদও পড়িয়া যায় অর্থাৎ অনিত্য উপায় কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা নিত্য উপেয় ভক্তি লাভ হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। 'উপায় ভক্তি'ই—'সাধন ভক্তি', আর 'প্রাপ্য বা উপেয় ভক্তি'ই—'প্রেমভক্তি'।

সন্দেশ কি করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, যাঁহারা সন্দেশের ক্রেতা, তাঁহাদের সকল সময় জানিবার বিশেষ দরকার হয় না; কারণ, তাঁহারা ময়রার দোকান হইতে ready-made সন্দেশ পাইতে পারেন। কিন্তু ময়রার সন্দেশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিতে হয় অর্থাৎ আচার্য্য ভগবদ্ভক্তি-লাভের প্রণালী জানেন, নিজে আস্বাদন করেন ও সকলকে দান করেন। কিন্তু সাধারণে আচার্য্য বা বৈষ্ণবের কৃপা-লাভে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণের দিক্ হইতে কেবল হরি-কথার সন্দেশ লাভের জন্য লোভ থাকা আবশ্যক। তবে অকৃত্রিম আচার্য্যের সন্ধান না পাইলে মিছাভক্তি ও প্রকৃত ভক্তিতে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, মাটীর সন্দেশকে 'সন্দেশ' বলিয়া ভ্রান্তি হয়। আমাদের পরিচিত……বাবু কৃষ্ণনগরের টোল বাড়ীতে একাদশ-ঘণ্ট থাকিবার সময় কৃষ্ণনগরের তৈয়ারী মাটীর আমকে সত্য সত্য আম মনে করিয়া বঁটি দা লইয়া ঐ আম কাটিতে গিয়াছিলেন। মিছাভক্তিতে লোভ বা ভক্তির ভাণ, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে, তাহার ভক্ত হইলে সত্য বস্তু পাওয়া যাইবে না, ঐরূপ ঠকিতে হইবে।

কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ কৃপা হইতে ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রসাদজ বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত উভয়েরই কৃপা বুঝায়। ইঁহাদের কৃপার কোন কারণ নাই। যদি ইঁহারা কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের ভক্তি-লাভ অতি সুলভ হইতে পারে। বাহ্য-বিচারে তাঁহাদের কোন পুণ্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বা নিপুণতা প্রভৃতি না থাকিলেও হয়ত' অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপা-লাভ হইতে পারে। আর সাধনের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভাগবত-শ্রবণ বা হরিকথা-শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়। যথা—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্তশেষ,—তিন সাধনের বল॥"

ইহার সাক্ষ্য—নারদ। সাধনের প্রণালী এই—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্
সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা ভোগাদি-ত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥

ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর-সম্মানো যাত্রাদ্যধাদিগৌরবম্ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী)

সাধুর কথায় যদি শ্রদ্ধা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি লাভ করিতে হইলে তদ্বিদ্ ঐকান্তিক মহাজনের অভিগমন করিতে হইবে।

দুঃব্রত ব্যক্তিগণ মথুরায় যায় না। কারণ, মথুরার আশ্রয় বা অভিগমন আমাকে করিতে হইবে। সদ্‌গুরু অর্থলাভের আশায় যন্ত্র-পণ্যদ্রব্যের কেরী করিয়া বেড়ান না। রিটার্ণ টিকিট করিয়া গুরুদেবের নিকট গেলে 'অভিগমন' হইল না। • • • বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট গমন করিলে বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন, আপনি ত এখানে চিরকাল থাকিবার জন্য আসিয়াছেন? • • • বাবু রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া আসিয়াছেন জানাইলে বাবাজি মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তাহা হইলে আপনি আমার এখানে আসিলেন কেন? আমার ও আপনার দুজনেরই সময় নষ্ট করিবার দরকার ছিল না।" শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ফিরিয়া যাইবার অভিসন্ধি লইয়া আসা 'অভিগমন' নহে।

সেবাং ভজীত্রপরিচিতাং সাচিবিত্তীর্ণদৃষ্টিং
বাশীরস্যাধরকিশলয়ানুজ্জলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধু-সঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥

হে সখে যদি তোমার পার্থিব বন্ধুগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে কেশীতীর্থের নিকটবর্ত্তী মধুরহাস্যসমন্বিত, ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিমনেত্র, বংশীবদন, শিখিপিচ্ছমৌলি গোবিন্দকে দর্শন করিও না।

প্রশ্ন—৭। ভজন, পাঠ, পূজা ও ধ্যান—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান?

উত্তর—কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই 'ভজন' বলে, আর কিছু অপ্রাকৃত-ভজন নহে। শ্রুত নামের কীর্ত্তন হইতেই স্বাভাবিকভাবে স্মরণ হয়। এই নামভজনই মুখ্য। তাহার নিম্নস্তরে পাঠ, পূজা, ধ্যান প্রভৃতি অবস্থিত।

পাঠ শ্রবণ করিবার পর শ্রোতা যদি পাঠক অর্থাৎ আচার-প্রচার-যুক্ত কীর্ত্তনকারিরূপে পরিণত হন, তবেই তাঁহার ভজন আরম্ভ হইল। যখন শ্রোতা কেবল নিজে শ্রবণ করেন, তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে পারেন; কিন্তু কীর্ত্তন করিতে কীর্ত্তন করিবার সময় নিজেকে ভাল করিয়া শুনিতে হয় অর্থাৎ যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন বা যাহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা নিজের আচরণে প্রকাশিত হইল কিনা তদ্বিষয়ে সজাগ থাকিতে হয়। নতুবা অন্য লোক তাঁহার কপটতা ও ছলনা ধরিয়া ফেলেন। যাহারা কপটতা করিয়া বাহিরে আচরণের ছলনা, অন্তরে ভোগ-বুদ্ধি সংরক্ষণ করে, তাহাদের প্রকৃত কীর্ত্তন বা ভজন হয় না। তাহারা কীর্ত্তন-সেবার চরণে অপরাধ-ফলে প্রতিষ্ঠাকামী কপট ভক্ত হইয়া পড়ে। সম্ভ্রমের সহিত পূজ্য বস্তুর প্রতি যে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন বিহিত হয়, তাহাই পূজা বা অর্চ্চন। ধ্যান—পূজার অঙ্গবিশেষ। অর্চ্চনাদি-ধ্যান সর্ব্বকনিষ্ঠ, তাহার উপর পূজা, তাহার উপর পাঠশ্রবণ, তাহার উপর কীর্ত্তন। কাহারও ব্যক্তিগত ভজন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি যদি অন্য লোকের উপকারে আসে, যদি অন্যলোকও তদ্দ্বারা লাভবান্ হয়, তখন তাহাকে 'জীবে দয়া' বলা হয়। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদে রসিকৈঃ সহ।
সঙ্গাভীপ্সরসে নিত্যে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ)।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

দণ্ডোদর-পূর্ত্তি বা কন্যাবিবাহ কিংবা ঘরে খড় বা টীন দিবার জন্য ভূতক পাঠকের পাঠের যে চেষ্টা, তাহা 'জীবে দয়া' নহে। এইরূপ পাঠের অভিনয় ভক্তিলাভের পথে বিশেষ অন্তরায় ও অপরাধ। ইহা দ্বারা ভক্তিলতার উপশাখা,—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নামাপরাধের ফল ধর্ম্মার্থকাম বা অধর্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অর্থাৎ নানাভাবে কাম-চরিতার্থের জন্য উত্তরোত্তর লালসাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেবন-বৃদ্ধি অর্থাৎ তৃপ্তি লইয়া পূজা কিংবা অন্য অভি-লাষে পূজার ছলনা ভক্তিপথের অন্তরায়, তাহারও যথেষ্ট নিন্দা শাস্ত্রে দেখা যায়।

ভোগী ও ত্যাগীর ধ্যান প্রকৃত ধ্যান নহে, তাহা

মনোধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীনারায়ণের (?) চরণ-কমল (?) ধ্যান করিতে গিয়া ধ্যানকারীর হয়ত' "association of ideas" পরম্পরায় লাল পাখীর কথা মনে পড়ে। লালপাখী ধ্যান করিতে করিতে 'হুইট্‌জার' বন্দুকের (বিশেষ শক্তি-শালী বন্দুকবিশেষ) ভাবনা আসিয়া পড়ে। তা'রপর হয়ত' obnoxous gas, তাহা ভাবিতে ভাবিতে আর্ম্মাণযুদ্ধ, তৎপরে Nationalismএর চিন্তাস্রোতে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। শ্রীনারায়ণের (?) রক্তিম চরণকমল (?) ধ্যান করিতে গিয়া হয়ত' আমরা ব্যাধির ন্যায় লালপাখী মারিয়াই বসি।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩.৫২)

যাহার বস্তুর ধ্যান সত্যযুগে সম্ভব ছিল, কারণ, জীব-হৃদয়ে নিজ-ভোগবুদ্ধি তখন খুব বেশী প্রকাশিত হয় নাই।

"যদাসীদ্বৈজ নৈবিষ্টুঃ পৃথুরাট্‌ত্রৈস্ত্র কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

(শ্রীমন্মধ্ব-কৃত মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে ধৃত
শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বাক্য)

দ্বাপরযুগে পূজা নিশ্ছিদ্রভাবে সম্ভব হইত। কলিতে একমাত্র নামভজন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

ব্যাসদেব 'অন্যাকাম্য' শ্লোকে যে ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ ধ্যানের উপমান। কীর্ত্তন-মুখে যে স্বাভাবিক স্মরণাত্মক ধ্যান হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য-শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে, লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

শ্রীনামভজনই—মুখ্য। যেহেতু সমস্ত পূজা, সমস্ত বেদ-পাঠ ও ধ্যানের ফল শ্রীনামভজনের একাংশেই অনুস্যূত আছে।

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥"

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজ ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং আমার ভূষণ।

"সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভো স্নান: তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥"

(শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-বাক্য)

হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি-কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন। যে-কোন স্থানে থাকিয়া আমি যাদবকুলশিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করিব, সুতরাং অল্পকালস্থায়ী সংসার-দুঃখের অপনোদন ও পাপ-প্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবৃত্ত করিতে গিয়া আমার তাৎকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন কি?

নবপ্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ

সাধনকণ্ঠমালা

আমরা সাধনকণ্ঠমালা-গ্রন্থের ২য় সংস্করণ (পকেট-সংস্করণ) দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই সংস্করণ বহুস্থলে পরিবর্ত্তিত ও নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সংযুক্ত হইয়া পারমার্থিক সাধকমাত্রেরই নিত্য সেবনযোগ্য কণ্ঠবিভূষণ হইয়াছে। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয় সাধকগণের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ভজনপিপাসুগণের শ্রদ্ধানন্দ-বর্দ্ধক হইয়াছে।

মঙ্গলাচরণ, গুরুবন্দনা, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার পঞ্চচক্রে গ্রথিত গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণববন্দনা, বৈষ্ণবলক্ষণ, শ্রীনামহট্ট, শ্রীস্বরূপপ্রভুর শতনাম, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম, অষ্টকের নামকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি প্রভৃতি বিষয়-সমূহ পূর্ব্বী ও বিরক্ত উভয় প্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিত্য-কৃত্যের অন্তর্গত। এই সকল বিষয় শুদ্ধভাবে গ্রন্থের প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থে আছত বাউলসঙ্গীতসমূহও শুদ্ধভক্তিযাজিগণের শিক্ষার অনুরূপভাবে সংযোজিত হইয়াছে। প্রাকৃত বাউল ও অপ্রাকৃত বাউলের মধ্যে যে প্রভেদ, চাঁদবাউলের সঙ্গীতের মধ্যে অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা প্রভৃতি শ্রীধাম-মহিমা-সূচক পদসমূহ একস্থানে সংগৃহীত হওয়ায় তাহাও সাধকগণের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়াছে।

শ্রীল-নরোত্তম-প্রত্যেরষ্টকম্, আচার্য্য-বন্দনা, শ্রীষড়্-গোস্বাম্যষ্টকম্ প্রভৃতিও সত্যপিপাসু সাধকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"ও সম্পূর্ণ ও শুদ্ধভাবে সাধককণ্ঠমালায় স্থান পাইয়াছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর "মনঃশিক্ষা" এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনের "মনঃশিক্ষা" সাধকমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য ও কীর্ত্তনের বিষয়।

"শ্রীষড়্গোস্বামীর শোলক" গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য অনুকীর্ত্তন ও অনুস্মরণের বিষয়। তাহাও সাধককণ্ঠ-মালায় শোভিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধক-জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য গৌরভজন-নিষ্ঠা, জীবগতি, সাধুসঙ্গ, নাম-ভজন-প্রণালী, গৃহস্থ ও বৈরাগীর প্রতি উপদেশ, বৈরাগীর কর্ত্তব্য, ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য, গৌরভজন-প্রণালী, শ্রীগুরুর স্বরূপ, ভগবদ্গোপ্যা ও ভগবৎপ্রীতি, কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রাচীন মহাজনগণের পদ হইতে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণার্চ্চন ও হরিবাসরে প্রসাদ-সম্মান বিচার এবং সবিস্তারে শ্রীনাম, নামাভাস ও নাম-অপরাধের বিচার এই গ্রন্থে ভজন-বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীব্যাস যমানন্দ সংবাদ, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া, শ্রীবিদ্যাপতির পদাবলী হইতে নির্ব্বেদ ও কৃপা-প্রার্থনা, শ্রীজয়দেবের দশাবতার স্তোত্র, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীদয়াপ্রভুর বন্দনা, পরম ওজস্টকম্ প্রভৃতি দুর্লভ বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট আছে।

গ্রন্থের বিস্তৃত সূচী এবং গ্রন্থ-ধৃত পীতাবলীর ও সংস্কৃত শ্লোকের সূচী গ্রন্থকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছে। গ্রন্থ-খানি মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়-সঙ্কলিত, ডবল্ ক্রাউন ৩২ পেজী আকারে পকেট-সংস্করণ। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

তেলেগুভাষায় অনূদিত "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত"

আমরা মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে উক্ত মঠের শুদ্ধ-পারমহংস্য-নিষ্ঠ সুযোগ্য প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ শ্রীধর মহারাজের দ্বারা প্রকাশিত ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই শ্রীচরণাশ্রিত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ওরাই জগন্নাথম্ বি-এ ভক্তিতিলক মহোদয়ের দ্বারা তেলেগুভাষায় অনূদিত 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে'র নবপ্রকাশিত সংস্করণটি দর্শন করিয়া যৎ-পরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত গ্রন্থটি জনসাধারণ ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট বহুদিন হইতে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থখানি অনেক নাস্তিককে বাস্তব আস্তিক অর্থাৎ

অনেকের হরিজনবন্ধু জীবন প্রকাশিত হইয়াছে। একসময় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বৃত্তিপূর্ণ অন্যতম গুরুস্বরূপ টাকীর স্বনামধন্য অধিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পাঠ করিয়াই শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি নিজে জানেন যে, তাঁহারই পরিচিত বহুত শিক্ষিতাভিমানী, এমন কি ভগবদ্বিদ্বেষ-স্বীকারে গর্বানুভব আধুনিক বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শ্রীল প্রভুপাদ বহুদিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই বাণীতে অনুপ্রেরিত হইয়া বহু ব্যক্তি বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু গৌড়জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একান্ত শ্রীচৈতন্যদাস-সঙ্কলিত সেবনীয় ভাষা লিখিত গ্রন্থের প্রাণবত্তাটি বজায় রাখিয়া অনুবাদ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইংরাজী ভাষার কতকজন ভারতীয় ও বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি ও সম্মান-বিভূষিত মনীষী ইংরাজীতে এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও পরিভাষার বৈশিষ্ট্য হৃদয় করিয়া উহা অনুবাদ করিতে তাঁহাদের আপত্তিবিজ্ঞ সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহা তাঁহারা পরিশেষে সরল অন্তঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেবল মাত্র যাঁহারা আচার্যের পাদপদ্মের বাণীতে নিরন্তর নিষ্কাম, অনুপ্রাণিত ও কৃপা-সঞ্চারিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ এই গ্রন্থের অনুবাদে সমর্থ হইয়াছেন। ইংরাজী ভাষা ও হিন্দীভাষায়ও এই গ্রন্থের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

উপদেশক এম, আর, আর ওয়াই ওয়াই জগন্নাথম্ বি-এ ভক্তিতিলক শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতিক্রমে এই গ্রন্থের তামিল অনুবাদ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী ১৯৩০ সালের প্রথম ভাগেই এই গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্য সমাপ্ত করেন। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ যমুনন এণ্ড কোং লিমিটেড এই গ্রন্থের মুদ্রণে প্রস্তুত হওয়ায় এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মাদ্রাজ প্রদেশে পদপ্রতিষ্ঠা শ্রীমান্ পি, ভি ভেঙ্কটরমণ আয়াঙ্গার বি-এ, বি-এল এই গ্রন্থ মুদ্রণের যাবতীয় আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত হওয়ায় অন্ধ্রপ্রদেশের সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণের একান্ত মঙ্গললাভের সৌকর্য্যার্থ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রীধর মহারাজ ও সংকীর্তনোপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ভক্তিশাস্ত্রীজীর সেবা-চেষ্টায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত গ্রন্থের একটি অতি মূল্যবান্ ভূমিকা ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"The usefulness of the Teachings may be realised by one and all who have sincere mind to gain something real in their present life. The Teachings, if carefully examined, will bear testimony to the necessity of embracing the devotional career in lieu of worldly fruitive activities whether ethical or practical, as well as of protecting themselves from the intellectual speculation of cessation from all sorts of turmoils resulting from phenomena.

The nice collection of the Teachings has brought immense good to modern Bengalee readers inasmuch as they are arranged to suit the inquisitive readers anxious to move in the path of eternal good. Up to this time, the book has not drawn the attention of the savants outside Bengal, because of its having been written originally in Bengali although many have attended hitherto to translate the book into various languages including Hindi and English."

শ্রীল প্রভুপাদের সুদীর্ঘ বাঙালী প্রকাশকের ভূমিকাতেও আজ ভাষায় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-প্রকাশের আবশ্যকতা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্টপূর্তিরূপ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বিস্তার-সেবাকার্য্যাদিসমূহের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথমে উপদেশক ভক্তিতিলক মহাশয় তাঁহার নিকট লিখিত প্রভুপাদের পত্র হইতে উদ্ধৃত "My Divine

Master's Blessings" নামক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্ধ্রপ্রদেশীয় ভাষা হইতে তেলেগুভাষায় এই গ্রন্থখানির অনুবাদ করিতে উদ্যমশীল ভক্তিবিনয় যে পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও অদম্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীগুরুকৃপা-বলেই তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত বঙ্গভাষার অধিকার এবং সেই ভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষার গুহ্য সিদ্ধান্তসমূহ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এই সাধু উদ্যম পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আন্ধ্রসাহিত্যভাণ্ডারে এরূপ উজ্জ্বলতর আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। কারণ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা সর্ব্বদেশীয় পারমার্থিক শিক্ষকগণের শিক্ষার মুকুটমণি। সেই শিক্ষামণির উজ্জ্বল-প্রভা তেলেগু-সাহিত্যভাণ্ডারে বিকীর্ণ হইয়া তাহাকে যে প্রোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, তাহার উপমা নাই।

গ্রন্থটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের মুখপত্রে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দুইখানি আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের বঙ্গভাষায় সংস্করণের ন্যায় গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা (marginal note) ও গ্রন্থনির্দ্দেশ (reference)-সহ পাদটীকা সংযোজিত হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা পৃথিবীর সকল ভাষায় অনূদিত হউক', শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর এই মনোহভীষ্ট আজ পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিয়া পারমার্থিক সত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যদিও তেলেগুভাষার সকল বঙ্গবাসীরই অধিকার নাই, তথাপি শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় অনূদিত ও বিস্তৃত হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্য-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি বঙ্গদেশীয় গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত ও সংপূজিত হইলে তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার প্রতি আদরই প্রমাণিত হইবে। এই গ্রন্থ নিম্নলিখিত ঠিকানাসমূহে পাওয়া যাইতে পারে—

১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ব্রহ্মপেট্টা, মাদ্রাজ; ২। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, কটক, পশ্চিম বোম্বাবলী; ৩। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ইংরাজীভাষায় অনূদিত বৈষ্ণবধর্ম্ম

আমরা পাক্ষিক হারমনিষ্ট পত্রের গুহ্যে গত এক বৎসর হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছি। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রন্থও পরমার্থ-পিপাসুগণের জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে নাস্তিককে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহায্যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস, ক্রমে পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ, পরমেশ্বর-সেবার স্বাভাবিকী আবশ্যকতা ও পরমেশ্বরপ্রীতির বার্ত্তায় দীক্ষিত করা হইয়াছে। তেমনই যাঁহারা পরমেশ্বর-বিশ্বাসে কথঞ্চিৎ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জীবাত্মার সহজ অনবদ্য নিত্য বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রশ্নোত্তরমুখে নানাপ্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনন্যোপায়া দয়া-বিস্তারিণী চেতনময়ী লেখনী জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের ইংরাজী অনুবাদ দেশীয় ও বিদেশীয় বহু শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি সম্পাদন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, বহু ভাষাবিৎ অধুনা পরলোকগত মনীষী হরিনাথ দে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের ইংরাজী অনুবাদে হস্ত করিয়াছিলেন। পুরুলিয়ার সুশিক্ষিত ও প্রবীণ সুশিক্ষিত সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রীযুক্ত অমূল্যাক্ষ সরকার এম-এ, বি-এল মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইংরাজী অনুবাদে বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। আরও অনেক মনীষী বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর অনুকম্পিত ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান ও প্রচারকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি অতীব সুন্দর ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা সেই অনুবাদ হারমনিষ্টের গুহ্যে প্রকাশিত দেখিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতেছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশের কতিপয় সুপণ্ডিত মনীষী এই অনুবাদ দর্শন করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। স্কটিশ চার্চেস্ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর

ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এই অনুবাদ পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভীর্থ মহারাজের জগতের প্রতি ভক্তিবিনোদ-বাণীর এই করুণা-বিতরণ ইংরাজীসাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অক্ষয় ও অত্যুৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে। শুনিয়াছি, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রাহ্মচারী-দেবার শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামিবংশের মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের হিন্দী অনুবাদ করিয়াছেন। পরলোক-গত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের হিন্দী অনুবাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিজনৌরের ঠাকুর সাহেব শ্রীটিকম সিংজী সমগ্র শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের হিন্দী অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই অনুবাদও প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যমানকালে ঠাকুর সাহেবজী ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখাইয়াছিলেন। শুনিতেছি, মাদ্রাজ হইতে শ্রীনরসিংহনারায়ণ আয়ার শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। তাঁহারও পাণ্ডুলিপি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়াছে। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ অধুনা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের ইংরাজী-অনুবাদের জন্য যত্ন করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাঞ্জল অনুবাদের জন্য সকলেই বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। ভক্তিবিনোদবাণীর চির অনুকম্পিত সেবকদ্বয় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ সেই কার্য্যটি সম্পাদন করিয়া বৈষ্ণব জগতের বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সেবা করিলেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী। তাঁহার ন্যায় আচার-প্রচারময় আদর্শ-ভাগবতের লেখনী-নিঃসৃত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈষ্ণবধর্ম্মের সেবা আমরা কেবল ভাষাবিৎ সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না। ইহা ভক্তিবিনোদবাণী আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে জানাইলেন। আশা করি, এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ হারমণিষ্টের হস্তে প্রাপ্ত হইয়া আমরা এবং বিশ্বের ইংরাজীভাষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রই পরম উপকৃত হইতে পারিব।

প্রচার-প্রসঙ্গ

রেঙ্গুনে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমৈমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কএকজন ভক্তসহ গত ১০ই ডিসেম্বর রেঙ্গুনে গমন করিয়া মার্ক্কেণ্টাইল বাগলাবিল্ডিংএ অবস্থানপূর্ব্বক সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। 'দি রেঙ্গুন ডেলি নিউজ', 'দি রেঙ্গুন মেল', প্রভৃতি ইংরাজী দৈনিক ও 'স্বদেশ পরিপালিনী' নামক তামিল দৈনিক তাঁহাদের প্রচার-প্রসঙ্গ সাগ্রহে প্রকাশ করিতেছেন। গত ১৪ই ডিসেম্বর ৩০।১নং স্পার্কস্ ষ্ট্রীটস্থ দুর্গাবাড়ীতে স্বামীজীর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রেঙ্গুনপ্রবাসী স্বামী স্থানীয় সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। রায় বাহাদুর ভগবান্ দাস বাগলার পরিদর্শক ম্যানেজার শ্রীবিষণ বাগলা; কে, এন, ভাদানী; বি, পি, ঘোষ; এ, ডি, দাও; সি, বি, গ্যালিয়ারা; ভায়জী দয়া; এস্, পি, কে, এ, এ, এম্, লক্ষ্মণ চেট্টিয়ার; এস্, এ, এস্, রমণ চেট্টিয়ার, মাদন লাল প্রাণজীবন; এম্, বি, বেশাই; গঙ্গা সিং ইঁহারা ঐ সভার উদ্যোক্তা ছিলেন।

গত ১৬ ডিসেম্বর রেঙ্গুন-সহরস্থ পৌনাবস্তির অধিবাসী ভদ্রবৃন্দের আগ্রহে স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবে একটি সভা হয়। প্রসিদ্ধ উকীল মিঃ কে, সি, ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ব্যাড্‌ভোকেট মিঃ কে, সি, সান্যাল এম-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে মঠের ও স্বামীজীদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান-মুখে সভারম্ভ করিলে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এবং রেঙ্গুন করপোরেশনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জীনিয়ার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী স্বামীজীদ্বয়কে মাল্যচন্দনাদি-দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্বামিদ্বয় কয়েকদিবস সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ী ও স্থানী-

বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণ ও গৌরলীলা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। 'হেরুণটাইম্‌স্', 'হেরুণ গেজেট', 'হেরুণ মেল', 'ধর্ম-সমাচার' প্রভৃতি পত্রে হেরুণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা প্রকাশিত হইতেছে। গত ২২ হইতে ২৬ ডিসেম্বর দিবসত্রয় স্বামিজী যথাক্রমে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

গত ১৪ ডিসেম্বর তারিখের "হেরুণ মেল" শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরিচয়, উদ্দেশ্য ও প্রচার-প্রণালী এবং ব্রহ্মদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সম্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৯ ডিসেম্বর রবিবার তারিখের 'হেরুণ টাইম্‌স' ও 'হেরুণ গেজেট' পত্রে স্বামীজীদ্বয়ের সর্ব-সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ ইংরাজী, হিন্দী ও বাঙ্গালাভাষার বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

উৎকলে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ গত ১৮ই ডিসেম্বর গঞ্জামজেলার বেলগুণ্ঠা গ্রামে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ ত্রৈবানন্দ মহারাজ ঐ দিবস সন্ধ্যায় উৎকল ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০শে ডিসেম্বরও একটি বিরাট্ সভার আয়োজন হয়। সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারের কি সামঞ্জস্য আছে এবং জীবমাত্রেরই যে শ্রীহরির উপাসনায় অধিকার আছে, তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ঘণ্টাধিককাল এক শাস্ত্রযুক্তিমূলা গভীর গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রচারকগণ অতঃপর ২১ ডিসেম্বর বেলগুণ্ঠা হইতে রঙ্গলকুণ্ডার গমন করেন। তত্রত্য প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রায়া পট্টনায়ক মহোদয় প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকায় বাসস্থান প্রদান ও বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করেন। ২৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় রঙ্গলকুণ্ডার টাউনহলে একটি সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরশুরাম বর্ম্মা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারকগণের এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মঠের আচার্য্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রচারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ঘণ্টাধিককাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

কটকে—গত ১৬ ডিসেম্বর রবিবার কটক কেশব-পুরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকগণ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। স্থানীয় মহারাজা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার ও অ্যাকাউ-ণ্ট্যাণ্ট্ শ্রীযুক্ত হরিসাধন বাবু প্রমুখ সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহে—শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ গত ২৩ নবেম্বর ঢাকা হইতে রওনা হইয়া ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাওরাইদ গ্রামে গমন করেন, তথায় শ্রীযুক্ত ধনধানী দাসাধিকারীর গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ৯ ও ১০ অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত ব্রজবাস অধিকারী মহোদয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। অতঃপর স্বামীজী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বরমী বাজারে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর গদীতে ১৩ই হইতে ১৬ই অগ্রহায়ণ দিবস-চতুষ্টয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। ১৭ অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর তথা হইতে রওনা হইয়া ময়মনসিংহ জেলার পঞ্চইর গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় ১৮ ও ১৯ অগ্রহায়ণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ২২ ও ২৩ অগ্রহায়ণ স্বামীজী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মির্জ্জাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত যদুরামোহন সাহা মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা করেন। অতঃপর মঠখোলা বাজারস্থিত পাকুটিয়ার জমিদার বাবুদিগের গদীতে ২৪শে অগ্রহায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ২৬শে অগ্রহায়ণ 'পরমার্থলাভের উপায়' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২৭শে অগ্রহায়ণ স্বামীজী মঠখোলা গ্রামের শ্রীনাথ সাহা বি, এ, বি, এল মহাশয়ের গৃহে ঈশ্বর, জীব ও মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২৮শে অগ্রহায়ণ উক্ত জেলার টোকচাঁদপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল সাহা মহাশয়ের ভবনে শ্রীনামভজন-শিক্ষা পাঠ করেন। ১লা ও ২রা পৌষ স্বামীজী কৈঠাদীর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও নগরবাসী সাহা মহাশয়দিগের গদীতে শ্রীনামভজনশিক্ষা পাঠ করেন এবং ২রা পৌষ অপরাহ্ণে স্থানীয় হরিসভায় 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। গত ৩রা পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর কৈঠাদির জমিদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা রায় বি-এস্‌সি মহাশয়ের নাট্য-মন্দিরে শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজ 'শ্রীনাথ মাহাত্ম্য' এবং তাঁহার সহকারী জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী ১৫ ডিসেম্বর

কৈঠাদি বাজারে আসিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন-সহ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। ১৬ ডিসেম্বর প্রাতে স্বামীজীকে অগ্রণী করিয়া একটি নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীমোসাইদাস সাহা মহাশয়ের ভবনে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ করেন।

ত্রিপুরায়—অতঃপর শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ আরও কএকদিবস ময়মনসিংহ জেলার কএকস্থানে প্রচার করিয়া নরায়ণের নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় কএক দিবস শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিয়া গত ১২ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক স্থানে গমন করেন, তথায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক স্বামিজী গত ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার 'রায় রামানন্দ'-সংবাদ পাঠ করেন। স্বামীজীর পাঠের পর ছায়াচিত্রে গৌরলীলা প্রদর্শিত হয়। ১৪ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর উক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লীর আনন্দময়ী কালী-বাড়ীতে স্বামীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকায়—গত ৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নবেম্বর 'শ্রীগৌড়ীয়'-সম্পাদক ঢাকা শ্রীসারস্বতগৌড়ীয় মঠে "ধর্ম্ম কি ব্যবসা-মূলক?" বিষয়ে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

নৈমিষারণ্যে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোভী মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কএকদিন হইল কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে উপস্থিত হন। স্বামীজী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঠে শ্রীসনাতনশিক্ষা ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যালঙ্কার প্রভু সম্প্রতি নৈমিষারণ্যেই অবস্থান করিতে-ছেন। স্বামীজী তথা হইতে কাশী হইয়া গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং পরদিবস প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় মেদিনীপুর যাত্রা করেন।

বেরিলিতে—গত ২০ ডিসেম্বর শ্রীনৈমিষারণ্য-'পরম-হংস মঠ'-সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুজী বেরিলি সহর-প্রবাসী বিলিটারী একাউন্ট্‌স্ ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পরমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে সন্ধ্যা ৭টা হইতে দুই ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর কথোপ-কথন প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখার্জ্জী গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার; বাবু সরোজপদ মুখার্জ্জী বি-এ, এল-এল-বি, অ্যাড্‌ভোকেট হাইকোর্ট; মিঃ গিরিধরলাল সাবুজ; মিঃ দেওয়ান বিহারীলাল, এজেণ্ট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক; শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ব্যানার্জ্জি, টেলিগ্রাফ-মাষ্টার; মিঃ খুসীরাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোষ্টাল ডিপার্ট মেণ্ট; মিঃ কে, এন, বিশ্বাস, এম্, এস্‌সি; মিঃ মুখার্জ্জী সাব্ জজ; মিঃ রামকাপ্রসাদ অ্যাড্‌ভোকেট; মিঃ টি, এন, দাসগুপ্ত, আই-ও-ডব্লিউ, ই-আই-আর; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মজুমদার; মিঃ মাথুর হেল্‌থ অফিসার; শ্রীযুক্ত রামারঞ্জন ঠাকুর এম্-এ প্রফেসার প্রমুখ বহুশিক্ষিতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২১শে, ডিসেম্বর ব্রহ্মচারীজী বেরিলি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সরোজমোহন মুখার্জ্জী এম-এ, বি-এল, অ্যাড্‌ভোকেট, হাইকোর্ট মহোদয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত দুইঘণ্টা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে রায় রামানন্দ-সংবাদ ব্যাখ্যা করেন। এদিবসও বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন।

২২ ডিসেম্বর বেরিলি সহরস্থিত বেঙ্গলি ক্লাবে সিয়েসনে ব্রহ্মচারীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বেরিলি গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ মুখার্জ্জী মহোদয় সভাপতি ছিলেন।

গঙ্গভুজ্ আড়ায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ গত ২১শে ডিসেম্বর মথুরানগরী হইতে প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ২২শে ডিসেম্বর গঙ্গভুজ আড়া নামকস্থানে উপস্থিত হন। স্থানটি বি, বি, সি, আই রেলওয়ে লাইনে অবস্থিত। ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতঃ ৮টার সময় স্বামীজীর অধিনায়কত্বে একটি নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। উহাতে হিন্দু-মুসলমান প্রায় ২ শত লোক যোগদান করেন। স্থানীয় জনগণের আগ্রহে তৎপরদিবসও নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রি ৮টায় স্থানীয় বাজারে একটি সভা আহূত হয়। উহাতে স্বামীজী মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী অতঃপর কতেগড় প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

পাটনায়—পাটনার ইংরাজী দৈনিক 'ষ্টেটস্‌ম্যান নেশন' পত্রের ১৩-১১-৩৪ তারিখের সংখ্যায় মিঠাপুরের মিল মার্চেন্ট বাবু লক্ষ্মীনারায়ণজীর গৃহে পাটনা-গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ব্রহ্মচারী শ্রীবিমানবন্ধুজীর 'সুদামা-বিপ্র' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটি বক্তৃতার বিষয় এবং উক্ত পত্রের ২৯-১১-৩৪ তারিখের সংখ্যায় গৌরাঙ্গের জীবনী ও শিক্ষামালা শীর্ষক সংবাদে ব্রহ্মচারী রাসবিহারীজীর ২৮ নবেম্বর হইতে সন্ধ্যাকাল হিন্দীভাষায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের ৫ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশ—ব্রহ্মচারীজী ২রা ডিসেম্বর রবিবার গভর্ণমেণ্টহাউস-পুলিশষ্টেশনস্থপেক্টর বাবু ঘটীদাস পাণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলিক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত শরণ মহোদয় পাটনা-গৌড়ীয়-মঠ দর্শনে আসিয়া মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

গত ১০ ডিসেম্বর পাটনা মিঠাপুর হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ জনসভায় পাটনা-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী বিমানবন্ধুজী বাস্তব ও অবাস্তবতত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় সহস্রাধিক বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ৫ জানুয়ারী শনিবার তারিখের 'ষ্টেটস্‌ম্যান নেশন'পত্রে প্রকাশ—ব্রহ্মচারী বিমানবন্ধুজী গত বড়দিনের অবকাশ-কালে প্রথম ৩।৪ দিবস ঘরে ঘরে আগন্তুক কীর্ত্তন-সহযোগে হরিকথা-প্রচার এবং পরবর্ত্তী ৩।৪দিবস ক্রমান্বয়ে গভর্ণমেণ্ট্ সেক্রেটারিয়েটের লেজিস্-লেটিভ্ কাউন্সিল ডিপার্টমেণ্টের শ্রীযুক্ত বিশেষর প্রসাদজীর বাসস্থানে হিন্দীভাষায় প্রহ্লাদচরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আরায়—গত ২০ ডিসেম্বর অবসর-প্রাপ্ত সিভিল-সার্জ্জন শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৬টায় পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীযুক্ত বিমানবন্ধু ব্রহ্মচারী রাসবিহারীজী নামতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

ঢোলপুর ও গোয়ালিয়রে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামি প্রভু গত ১৭ই ডিসেম্বর ঢোলপুরের মাননীয় মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মহারাণা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় অবগত হইয়া বিশেষ প্রীত হন এবং শীঘ্রই একবার কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ-দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোস্বামি প্রভু অতঃপর জয়পুর হইয়া গত ১৩শে ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক গত ৬ জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর গমন করিয়াছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ রাজ-পুতানার বিভিন্নস্থানে প্রচার করিয়া গত ২৫ ডিসেম্বর গোয়ালিয়র রাজ্যে বিজয় করিয়াছেন এবং তথায় নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

লাহোরে—ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গত ২৪ ও ২৫ নবেম্বর লাহোরের কালীবাড়ীতে 'শ্রীচৈতন্য ও ভক্তি' সম্বন্ধে যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরাজীভাষায় দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৩রা জানুয়ারী বিজয়ের শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীমুরুকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৪ঠা জানুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণে তথা হইতে মহাক্ষেত্র গৌরবি-পুরস্থ শ্রীকানাই মঠে শুভবিজয় করেন, গৌড়ীয়-সম্পাদক ও ব্রহ্মচারী ভক্তালোক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। ৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে শ্রীমুরুকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদ ৬ই জানুয়ারী রবিবার প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর গমন করেন, তথা হইতে ৭ই জানুয়ারী কৃষ্ণনগর আসিয়া পুনরায় ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিলাছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কএকদিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানপূর্ব্বক গত ৩রা জানুয়ারী কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়া সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে অবস্থান করিতেছেন।

আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান প্রভু, শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবিলাস বি, এ, পাদ্য ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ এম্-এ,

পি, এল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ গত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। পরদিন ২৪শে ডিসেম্বর বুধবার প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ২৫শে ডিসেম্বর পাটনা যাত্রা করেন। ভক্তিসুধাকরপ্রভু ও ভক্তিবিলাসপ্রভু ২৪শে ডিসেম্বর শনিবার শ্রীধাম মায়াপুরে প্রভুপাদের অনুগমন করেন। ভক্তিবিলাসপ্রভু তথা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর প্রাতে এবং আচার্য্য ভক্তিসুধাকর প্রভু ১লা জানুয়ারী প্রাতে স্ব স্ব কার্য্যস্থলে যাত্রা করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু আসাম হইতে ২৪শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিবস প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া ৩১শে ডিসেম্বর চাকদহ-শ্রীপাট হইয়া মুরডী যাত্রা করেন। শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় প্রায় দুইসপ্তাহ প্রভুপাদের পদান্তিকে অবস্থান করিয়া গত ৭ই জানুয়ারী সোমবার রাত্রি ৮টায় কৃষ্ণনগর-শ্রীমুরুটীয়া হইতে চাকদা যাত্রা করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ

গত ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ বি-এ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে মুখ্যবক্তৃপদে ও গৌরহরি-সম্বন্ধে বিষয়ে সুললিত ব্যাখ্যা করেন।

কক্কুর—শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ

গত ২রা ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোরেই শ্রীযুক্ত পি. সূর্য্য-নারায়ণ মূর্ত্তি পারমুখাক মহাশয়ের কক্কুর শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়-মঠে শুভপদার্পণ করতঃ মঠরক্ষক শ্রীপাদ নিমাইচরণ ভক্তিলোচন মহাশয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। উক্ত ব্যাঙ্গালোরেই মহোদয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীবিপ্রবের ছাটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত কর্ণাভরণ ও গোপরাগোপযোগী একটি রজতপাত্র প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য হরিসভায় গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবরের বক্তৃতা

গত ১৯শে পৌষ ৪র্থ জানুয়ারী শুক্রবার অনাবারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ব্রহ্মচর্য্য হরিসভায় এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু 'হরিসভার উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে যথাক্রমে দেড়ঘণ্টা ও একঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃদ্বয় যখনই বাজারে উপস্থিত হইলে হরিসভার সঙ্কীর্ত্তন-পোতাধারী-সহ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া হরিসভায় লইয়া যান। সভ্যবৃন্দের বিশিষ্ট অনেক প্রায় সকলেই এবং সাধারণ অধিবাসিবৃন্দও অধিকাংশেই উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃদ্বয় সাধারণ চিন্তাস্রোতের অতীত নূতন আলোক পাইয়া শ্রোতৃবৃন্দ পুনঃপুনঃ আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ গত ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় পরলোকগত ও, এন, মুখার্জ্জী মহোদয়ের শাঁখারীটোলাস্থ ভবনে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্বামীজী অদ্য (১২ জানুয়ারী) প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিলেন।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১১ পৌষ, ২রা জানুয়ারী বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত মহাশয়ের তিরোভাব বাসরে চাকদহ শ্রীপাটে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব এবং ৩রা জানুয়ারী সাধারণ মহোৎসব হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ১লা জানুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে চাকদহ-শ্রীপাটে গমন করিয়া কীর্ত্তন-মুখে অধিবাস-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। ২রা জানুয়ারী স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীপাটে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ৩রা জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে স্বামীজী চাকদহ হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঐ জানুয়ারী অপরাহ্নে চাকদহ যাত্রা করেন। ৩রা জানুয়ারী তথায় সাধারণ মহামহোৎসব হইয়াছিল। গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীধাম মায়াপুর' মোটরবাসযোগে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিশাস্ত্র গোস্বামী প্রভু, ব্রহ্মচারী গায়ত্রীমোহন প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার পথে চাকদহ শ্রীপাটের উৎসব দেখিয়া যান। তাঁহারা বেলা প্রায় ৪টায় কৃষ্ণনগর শ্রীমুরুটীয়ায় গমন করেন, তথা হইতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে 'বাস্'-সহ শ্রীধাম মায়াপুর পৌঁছান। শ্রীপাটের উৎসব পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের ন্যায় নগরসঙ্কীর্ত্তন, পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে যথাসময়োচিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন।

চয়ন

মহামান্য বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুরের প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন

["অমৃতবাজার পত্রিকা" ৮ জানুয়ারী, ১৯৩৫ সংখ্যা]

Governor's visit

Nabadwip, Jan. 5.

In response to the invitation of the authorities Gaudiya Math, Calcutta, His Excellency Governor of Bengal, has, it reported, consented to visit the village Mayapur near Nabadwip. On his to Mayapur His Excellency will halt for a few minutes at Nabadwip and will receive an address of welcome presented by the local Municipality. A big pandal being constructed on the river-side to accord His Excellency a fitting

---

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে জার্ম্মাণের উৎসাহ

["অমৃতবাজার পত্রিকা" ৫ জানুয়ারী, ১৯৩৫ শনিবার সংখ্যা]

Germany Deeply Impressed

Religion of Love

Lectures On "Sree Chaitanya's Views On Life"

Berlin, (By Air Mail)

Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math is out on a tour all over Germany in delivering lectures at the different Universities on invitation. The Swamiji is making great impressions all over and eliciting sincere inquiries about the philosophy and Teachings of Sree Chaitanya Mahaprabhu from leaders of thought and education.

In his lecture on "Sri Chaitanya's views on life" at the University of Bonn, 400 students, the Professors and the Rector attended. At the Marburg University Prof. Dr. Rudolf Otto seems to be very much interested in the religion of Sree Chaitanya. There was satisfactory response to the lecture of the Swamiji at Jena University. The supirior Leader of the Nazi Military, His magnificence Prof. Dr. Arnim Uberfuhrer of Berlin has again invited the Swamiji for two more lectures at the Lessing Hochschule where very distinguished philosophers are only invited to speak. The Berlin university has also invited the Swamiji again for at least two other lectures on the Message of the Gaudiya Math to the West and the Religion of Sri Chaitanya in which the students and professors evinced great interest. Regierungsrat Dr. Martin Weigert Ph. D. LL. D. seems to be coming very much forward in following the Teachings of Sri Chaitanya. He was once a very big man holding a very high position in Germany.

সাম্প্রত প্রাদ্ধ

গত ৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর পুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর প্রাদ্ধ শাস্ত্রত স্মৃতিবিধানানুসারে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে প্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠাশ্রমের প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর সোমবার আসা-প্রবাসী শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী কাশী-শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ মহীনাথ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান-দ্বারা তাঁহার যথাযথতা মাতৃদেবীর প্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা মাঘ, ১৩৪১; ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৫ | ২৮শ সংখ্যা

পরিপ্রশ্ন বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি

পারমার্থিক জীবনে প্রবেশের দ্বারে 'পরিপ্রশ্ন' একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বেদান্তসূত্রের 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ো উত্তমম্', খ্রীষ্টিতার 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া', ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর 'সদ্গুরুপৃচ্ছা' সাধকজীবনের প্রারম্ভিক পরিপ্রশ্নকেই লক্ষ্য করিয়াছে।

পরিপ্রশ্নই আরূঢ় সাধকজীবনের প্রথম ও প্রধান সূচনা। পরমার্থ-বিষয়ে যাঁহার বা যাঁহাদের পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, তিনি বা তাঁহারা পরমার্থ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বা জড়তা-প্রাপ্ত। শিশু যেমন তাহার নবীন জীবন-যাত্রার প্রারম্ভে মাতাপিতা, অভিভাবক বা অভিজ্ঞের নিকট হইতে তাহার নিত্য নবীন প্রত্যক্ষ বিচিত্র জগতের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া শত শত প্রশ্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পারমার্থিক শিশুও নবীন পরমার্থ-রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ জানিবার জন্য স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া থাকেন। কোন ক্রেতা বা গ্রাহক যেরূপ কোন নূতন প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় বা গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে বস্তুর সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রচলিত ব্যবহারিক জীবনে অতৃপ্ত হইয়া যাঁহারা নূতন পারমার্থিক জীবনযাপনের গ্রাহক হন, তাঁহারাও পূর্ব্বাহ্নেই তৎসম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ পারমার্থিক জীবনযাপন বা পরমার্থসম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য আহরণের জন্য কৌতূহল এবং বাস্তব পারমার্থিক জীবনে আত্মনিয়োগ ও তাহা সর্ব্বতোভাবে বরণ করিবার জন্য যে অকপট সাধন—এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় একটিকে 'কৌতূহলনিবৃত্তি-স্পৃহা', আর একটিকে 'পরিপ্রশ্ন' বলা যায়। কৌতূহল-নিবৃত্তির স্পৃহার প্রেরণা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা হইতে উদিত, আর পরি-

প্রেমের ভিত্তি সেবোন্মুখতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতার প্রাথমিক অভিনয়, আর কৌতূহল-নিবৃত্তি ইন্দ্রিয়-কাম চরিতার্থ করিবার প্রাথমিক ও শেষ অভিধান। পরিপ্রশ্নের উত্তর-ফল সেবা, তদুত্তর-ফল অধিকতর সেবা ও সেবারই প্রগতি; আর কৌতূহল-নিবৃত্তির উত্তর ফল নাস্তিকতা এবং তাহারই প্রবৃদ্ধি। কৌতূহল কামের তাড়না বা সাময়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা; আর পরিপ্রশ্ন পারমার্থিক জীবনে আত্মনিক্ষেপ বা প্রণিপাতেরই বাস্তব ফল ও সেবোন্মুখতারই ধ্বজা। যেরূপ অবৈধ কামুকব্যক্তি কামের উত্তেজনায় সাময়িক নিবৃত্তির পর নিষ্ঠিষ্ট যোষিতের প্রতি বীতরাগ হইয়া নবীনতর উত্তেজনায় দ্বিতীয় বা নূতনতর যোষিতের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের বিভিন্ন তথ্য আহরণে উদ্যোগী হন, তাঁহারাও প্রকৃত অকৈতব পরমার্থ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময় প্রকৃত পরমার্থ-জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নূতনতর কৌতূহল-নিবৃত্তির বার্ত্তার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সুখের সাময়িক উত্তেজনায় ভোগ্য বরণ ও উত্তেজনার ক্লান্তিতে সেই ভোগ্যকে divorce বা পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্তের ন্যায় ইন্দ্রিয়লুব্ধগণের পারমার্থিক বিষয়ে কৌতূহল-নিবৃত্তির অভিনয় দৃষ্ট হয়। অনেকে বাহ্যে পরিপ্রশ্নের ছদ্মবেশ পরিয়া সাধু ও সদ্‌গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া থাকেন; কিন্তু কিছুকাল পরমার্থরাজ্যের (?) নানা সংবাদ ও তথ্য আহরণ করিবার পর যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, একান্ত পরমার্থ বা অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম তাঁহাদের কোন ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই করিবেন না, তাঁহাদের ধর্ম্মৈষণা, বিত্তৈষণা, কামৈষণা, এমন কি লোকৈষণার মূল সমূলে উৎপাটিত করিবে, যাবতীয় অভিলাষকে নির্ম্মূল করিবে, তখন তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলেন অর্থাৎ তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাহাকে কেন্দ্র করিয়া কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টাকেই পরিপ্রশ্নের স্বরূপ বলিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছিলেন, সেই মুখোসটি সরাইয়া ফেলিতে বাধ্য হন।

এইরূপ কৌতূহল-নিবৃত্তির আন্তরিকতা লইয়া পরিপ্রশ্নের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইবার চেষ্টা বিভিন্ন কপট ও দুর্ব্বল ব্যক্তির হৃদয়ে বিভিন্নপ্রকারে স্থায়িত্বলাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ পরিপ্রশ্ন করিবার অভিনয়ে এই কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা কেহ বা এক মুহূর্ত্ত, কেহ বা একদিন, কেহ বা এক সপ্তাহ, কেহ বা একমাস, কেহ বা এক সম্বৎসর, কেহ বা এক যুগ, কেহ বা হইতোধিক কাল, কেহ বা সমগ্র জীবন-কালও প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক সময় পরিপ্রশ্নের ছদ্মবেশে ঐ কৌতূহলনিবৃত্তি-পিপাসার আন্তরিক চেষ্টা নানাবিধ সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ছলনা লইয়াও উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ ঐ পরিপ্রশ্নের অভিনয় যেরূপ কপটতা, সেবার অভিনয়ও তদ্রূপই কপটতা বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পূরণের জন্য উত্তেজনা মাত্র। কৌতূহল-নিবৃত্তিবাহার ইন্ধন-সংগ্রহের সহিত প্রতিষ্ঠাশাদির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বিপুল কর্ম্মপ্রেরণা অনেকসময় সাধারণ চক্ষে পরিপ্রশ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত সেবাপ্রাণতারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ছদ্মবেশ যখন আর অধিকদিন লুকাইয়া রাখা যায় না, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের স্পৃহা যখন প্রয়োজনীয় নব নব ইন্ধন না পাইয়া কিছুদিন পরেই প্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন কপটতা আপনাকে ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। এরূপ বহু লোককে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছেন এবং গুরুপদাশ্রয়ের পূর্ব্বেও বহু প্রশ্ন ও বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, গুরুপদাশ্রয়ের পরেও পরিপ্রশ্নের অভিনয় এমন কি বিভিন্ন সেবাকার্য্যের জন্য অস্বাভাবিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভাগবতধর্ম্মের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতায় বা তাঁহাদের বিচারে নিষ্ঠুরতায় (?) মর্ম্মাহত হইয়া তৎপ্রতি বীতরাগ এবং চিরবিদায়-অভিনন্দন প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কৃতি পাইবার পথই চরমে বরণ করিয়াছেন।

কৌতূহল-নিবৃত্তি-বাহার ইন্ধন বা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কতক্ষণ মানুষকে ধরিয়া রাখিতে পারে? উহাকেই যখন মানব 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে, তখন সেই 'ধর্ম্ম' কিছু সময়ের জন্য মানসের বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করাইবার পর মানবকে পরিশ্রান্ত করাইয়া দেয়, তখন মানুষ পূর্ব্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকারকে 'একঘেয়ে' মনে করিয়া দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাহার ইন্ধনরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ব্যস্ত হয়। অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের ইহাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে, তাহা কখনও মানবের বা জীবের বিদ্বেষপরায়ণ করে না। মানুষ যতক্ষণ ভাগবত-ধর্ম্মের আবরণকে তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ

করিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণই ঐরূপ ছলনায় তাহার কৌতূহল দেখা যায়; কিন্তু যখন অনাবৃত ভাগবত-ধর্ম জীবের যাবতীয় কপটতার আবরণের উপর বিক্রম প্রকাশ করে, তখন আর মানুষ সেই নিরুপাধিক বস্তুর গ্রাহক থাকিতে পারে না। কেবল যাঁহাদের একান্ত বাস্তব পরমসত্যের জন্য চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণই ভাগবত-ধর্মের নবনবায়মান সৌন্দর্যে চির-আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহাদের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হয় নাই, যাঁহাদের চেতন অহৈতুকী সেবার জন্য অকপট-ভাবে সেবোন্মুখ নহে, তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের ছলনা কেবল মানসিক কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা মাত্র। তাঁহারা ভাগবত-ধর্মে নিত্য নবনবায়মান সন্ধান না পাইয়া, উহাকে একঘেয়ে চর্বিতচর্বণ বা নিত্য-নূতনত্ব-রহিত 'পচা সংবাদ' ধারণা করিয়া ভাগবত-ধর্মের বিদ্বেষী হইয়া পড়েন কিম্বা ভাগবত-ধর্ম অপেক্ষাও তাঁহাদের অধিকতর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধর্ম আছে মনে করিয়া সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের পরিচারক ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রণিপাতযুক্ত পরিপ্রশ্ন না হইলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অকপট আত্মসমর্পণের সহিত একান্ত বাস্তব-সত্য বরণের জন্য চেতনের সেবোন্মুখতা-বৃত্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতাকে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার প্রগতি প্রকাশ না করিলে শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অভিনয় কিছুদিন পরে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াও যায়। যাঁহার চেতনে আত্মজগতের নিত্য নূতন বার্ত্তা সঞ্চারিত না হয়, চেতনরাজ্যের বিদ্বান্-বার্ত্তাবহ প্রতিক্ষণে চিরনূতন, চিরতরুণ, চিরনবকিশোর-নটবরের নূতন হইতে নূতনতর সন্দেশ হৃদয়ে জ্ঞাপন করিয়া অপ্রাকৃত চিরনূতনের সেবায় নবীন হইতে নবীনতরভাবে উদ্বুদ্ধ না করে, তাঁহার দেহ-মনের ক্রিয়া প্রবল হইয়া সত্বরই তাঁহাকে তাঁহার পারমার্থিকতার অভিনয়-মঞ্চ হইতে বিতাড়িত করিবে, ইহা সুনিশ্চয়। আমাদের আত্মা বা চেতন চিরনূতনের উপাসক বলিয়া, সেবা নিত্যনূতনময়ী আত্ম-বৃত্তি বলিয়া প্রতিফলিত জড়ের রাজ্যেও তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ একঘেয়ে ভাবে অধিকক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। তবে জড়ের সহিত চেতনরাজ্যের পার্থক্য এই যে, জড়ের নূতনত্ব সসীম ও ক্ষেত্রভাব ধনি, আর চেতনের নূতনত্ব অসীম ও উপাদেয়-ভাব অফুরন্ত ভাণ্ডার। জড়ের নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মায়াবরণ, আর চেতনের নূতনত্বের আর্ত্তি পূর্ণচেতন বা অপ্রাকৃত চিরনূতনের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে পর্য্যবসিত; তাই চেতনরাজ্যের নূতনত্বের ইতি নাই। অচেতনের আবরণ অপসারিত হইলে যখন চেতনের রাজ্য আবিষ্কৃত হয়—যখন অনর্থমুক্তি হয়, তখন আমরা যে-সকল সেবার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করি, তাহাতে একঘেয়ে ভাব নাই, প্রতিমুহূর্ত্তে অপ্রাকৃত নূতনত্বের সহস্রধারা উৎসারিত হইয়া থাকে। কাজেই যাঁহারা সেই অনর্থমুক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহারা অনর্থনিবৃত্তির পূর্ব্বেই কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুল বা তাহাতে বঞ্চিত ও ব্যথিত হইয়া ভাগবত-ধর্মকে কতকগুলি একঘেয়ে মতবাদেরই আপার মনে করিয়া থাকেন; তাহা তাঁহাদের প্রকৃত পরিপ্রশ্নেরই অভাবজ্ঞাপক। তাঁহারা এতদিন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রণিপাত ও সেবোন্মুখতাযুক্ত পরিপ্রশ্ন নহে, তাঁহারা এতকাল যে সেবার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত পরিপ্রশ্নের উত্তর-রূপ সেবা নহে, তাহা কেবল জড়েন্দ্রিয়ের কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা বা কোন না কোন কালের বশবর্ত্তী হইয়া জড়েন্দ্রিয়-পরিচালনাময় কর্ম্মাড়ম্বর মাত্র।

সাধক-জীবনে শ্রবণ-কীর্ত্তনের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি-ক্ষণে যাঁহাদের নিকট চেতন-জগতের নিত্যনূতন তড়িদ্বার্ত্তা সঞ্চারিত না হয়, জানিতে হইবে, তাঁহাদের প্রণিপাতে কপটতা আছে, পরিপ্রশ্নের অভিনয়েও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনা আছে, সেবার আকাশ পাতাল আলোড়নের অভিনয়েও অস্বাভিলাষ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা কেবল শুক-পাখীর মুখস্থ করা একঘেয়ে বুলি, 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়' এই কএকটি কথা লইয়া শারীরিক কসরৎ করিতেছেন এবং কণ্ঠস্বর ও কর্ণ-পটহের শারীরিক ব্যায়ামে অচিরেই তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ঐ বুলিটুকুও ছাড়িয়া দিবেন। ঐ মুখস্থ করা পাঠ তাঁহাদের শরীরের উপর ক্রিয়া করিয়াছে, চেতন হইতে জিহ্বাতে অবতীর্ণ হয় নাই, তাহেই 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়' বলিয়াও দেহ ও মনেতেই তাঁহারা আসক্ত আছেন এবং তাহাতেই অধিকতর আসক্ত হইতেছেন। চেতনের অফুরন্ত মৌলিক

খনি হইতে তাঁহাদের ঐ বাণী প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া—তাঁহাদের চেতনের কর্মবেষ-সংস্কার চেতন-বাণীর খনির আবরণকে উন্মোচিত করিয়া দেয় নাই বলিয়াই তাঁহাদের ভাণ্ডারে দুঃখ কষা বুদ্ধি ছাড়া কোন মৌলিক চেতন-বাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না; আর তাঁহারা সেই সকল মৌলিক চেতনবাণী পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও থবিতে পারেন না, কখনও কখনও মৌলিক নূতন কথা শুনিয়া তাহাকে কৌতূহল-নিবৃত্তিরই উপকরণ বা ইন্ধনরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যজ্ঞেই পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন। অতএব সেই-সকল মৌলিক চেতনবাণীও তাঁহাদের মঙ্গল-জনক কার্য্যে লাগিতে পারে না; এজন্য কিছুদিন পরেই তাঁহারা একান্ত পরমার্থ-রাজ্য বা ভাগবতধর্ম্মের বিচার, সিদ্ধান্ত, আচার বা সেবা-প্রণালীকে একঘেয়ে মনে করিয়া পুনর্বুভুক্ষিত হইয়া পড়েন। সেই মুক্তের ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ একঘেয়ে জীবনযাপনের জন্য সাময়িক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উত্তেজনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও ভাগবত-ধর্ম্ম যেহেতু তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে নাই, সেইহেতু উহা উচ্চস্তর কাজের নয় বা উহা একঘেয়ে,—লোকের নিকট এই কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহারা নিজেদের সাধুত্ব সংরক্ষণ করিতে চাহেন অর্থাৎ 'তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন দোষ নাই, দোষ সকলই ধর্ম্মের'—ইহাই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

একশ্রেণীর ব্যক্তির বিভিন্নপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধর্ম্ম চাখিয়া বেড়াইবার একটা বাতিক আছে। ইহারা কৌতূহল-নিবৃত্তির তাড়নায় দুই চারি দিন করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের আখড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান এবং প্রয়োজন হইলে 'সতাঞ্চাং বৈকবোদরঃ' এই ছদ্মবেশেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা সেবা-তৎপরতার বিপুল অভিনয়ও প্রদর্শন করেন এবং যে আখড়া হইতে যে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সামগ্রী আহরণ করা যায়, তাহাও চয়ন করিয়া লন। সকল ধর্ম্মের আখড়াই কিছু না কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ যোগাইতে পারে; কিন্তু অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম সেরূপ ইন্ধনের যোগানদার হইতে পারে না বলিয়া এখানে আসিয়াই তাঁহাদের সমগ্র স্বরূপটি ধরা পড়িয়া যায়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের ছদ্মবেশ কিছু দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের অভিনয় ও সেবার আড়ম্বরের অভিনয় যে কেবল তাঁহাদের কৌতূহল-নিবৃত্তি ও অজ্ঞাভিলাষ চরিতার্থ করিবার তাড়না ও উত্তেজনা, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাধু সাবধান! এইরূপ কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা ও অজ্ঞাভিলাষ চরিতার্থ করিবার উত্তেজনাকে পরিপ্রশ্ন বা সেবার ছদ্মবেশে সাজাইয়া অকৈতব ভাগবত ধর্ম্মরক্ষা নির্ম্মৎসর সাধুগণের মন্দিরে ঘাইও না কিম্বা তাঁহারা ঐরূপ বৃত্তিতে পরিচালিত, তাঁহাদিগকেও আত্মীয়জ্ঞান করিও না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। প্রণিপাত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আত্মনিক্ষেপ করিতে শিক্ষা কর। সেই আত্মনিক্ষেপই তোমার পরিপ্রশ্নের আধার বা ভূমিকা, সেই অক্ষয় আধারে তুমি সাধুর বাক্যামৃত ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে, তখনই তোমার চেতনবৃত্তিতে সেবা-পরায়ণীর শতধারা উৎসারিত হইবে, সেই সেবাবৃত্তিই তোমাকে কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুকে আরোপণ করিবার বল প্রদান করিবে। প্রণিপাত অর্থাৎ আত্মনিক্ষেপ পরিবর্জ্জন করিয়া পরিপ্রশ্নের অভিনয় কপটতা মাত্র। আবার পরিপ্রশ্নকে বাস্তব-সেবা-বিরহিত রাখিয়া উহাকে কেবল কৌতূহল-নিবৃত্তিরূপ মানসিক ব্যায়ামের যন্ত্র করিবার চেষ্টাও আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা; অতএব সাধু সাবধান!!

শ্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

গত ১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় মহামান্য বঙ্গেশ্বর স্যর জন্ এণ্ডারসন্ সি, সি; জি, সি, বি; জি, সি, আই, ই মহোদয় তাঁহার পরিষদ্‌বর্গ-সহ সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ শুভাগমন করেন। বঙ্গের বিভিন্নস্থানের বিশেষতঃ কলিকাতা ও নদীয়ার বহু কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, দুধ্যধিকারী প্রভৃতি তাঁহার এই আগমনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গত ১৪ই জানুয়ারী প্রাতে কৃষ্ণনগর আসেন, এই দিবস প্রাতঃ ৭-৩০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগরে দরবার হয়, দরবারে

শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিয়র মহোদয় নিমন্ত্রিত হন এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে উক্ত সভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় মধ্যাহ্ন ১২-১৫ মিনিটের সময় গভর্ণর বাহাদুরের interview (সাক্ষাৎ) লাভ করেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামিমহোদয় গভর্ণর বাহাদুরকে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ও তাঁহার পাত্ররাজ শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রদান করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধেও গভর্ণর বাহাদুরের সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হয়, গভর্ণর বাহাদুর ইচ্ছাবশে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ও তদ্বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

১৫ই জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুরাগমনের পথে বঙ্গেশ্বর প্রথমে সহর নবদ্বীপের পারে ভাগীরথীর বেলা-ভূমিতে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর এবং নবদ্বীপের 'বঙ্গবিদ্বৎ জননী' পণ্ডিতসভার পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন লাভ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন। গভর্ণর বাহাদুরের পারাপারের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের 'সুরধুনী' মোটরলঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীধাম মায়াপুরের পারে লঞ্চ লাগাইবার জন্য একটি সুন্দর অবতরণিকা (Jetty) ও তদুপরি একটি সুন্দর তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঘাটের উপরেও আর একটি তোরণ ও তৎপার্শ্বে একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাস্তায় যাহাতে ধূলা না হয় এবং মোটরে কোন jerk (ঝাঁকুনি) না লাগে, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ সমস্ত রাস্তায় কোথাও জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লঞ্চ ভেটিতে লাগিলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় সপার্ষদ গভর্ণর বাহাদুরকে লঞ্চ হইতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক ভেটির উপরিস্থ মঞ্চে অবতরণ করাইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন প্রভুকে গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলে গোস্বামিপ্রভু ও ভাগবতরত্নপ্রভু গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘাটের উপরে লইয়া যান। এই সময়ে তাঁহার শুভাগমনাভিনন্দন-সূচক পাশ্চাত্য ঐকতান বাদ্যে National Anthem (জাতীয় সঙ্গীত) বাদিত হইতে থাকায় গভর্ণর বাহাদুর তদুত্তরে বিশেষ শ্রীত হইয়া অভিবাদন (Salute)-দ্বারা তৎপ্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পারীমোহন কাব্যকোবিদ একখানি পুষ্পমালা-পল্লবপতাকাসুশোভিত সুরম্য মোটর যান লইয়া সন্নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আচার্য্যত্রিকপ্রভু, গোস্বামিপ্রভু এবং গভর্ণর বাহাদুর উক্ত যান-সমীপে উপস্থিত হইলে মোটরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁহাদের একটি আলোকচিত্র লওয়া হয়। অতঃপর ব্রহ্মচারী পারীমোহনজী গভর্ণর বাহাদুরের মোটর পরিচালন করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাভিমুখে অগ্রসর হন। পাইলট কার প্রথমে, তৎপর গভর্ণর বাহাদুরের মোটর, তৎপর তাঁহার নিজের গাড়ী, তৎপর তাঁহার সঙ্গীয় বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারিবর্গের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণের মোটরযানসমূহ পরপর আসিতে থাকে।

ক্রোশাধিক ব্যাপী পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধভাবে বিচিত্রবর্ণের পতাকা শোভিত ছিল। চতুর্দ্দিকে শ্রীধামের গ্রামলশস্য-ক্ষেত্র-সমূহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে গভর্ণর বাহাদুর চতুর্থ-তোরণ অতিক্রম করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্মুখে আগমন করেন। ছাত্রবৃন্দ উক্ত বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার কদলীবৃক্ষ ও পুষ্পমালা-পতাকাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দও তাঁহাদের গৃহদ্বার মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ কদলীবৃক্ষ ও পতাকা প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেক তোরণেরই ললাট-দেশকে গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনা ও তৎপ্রতি ভগবদাশীর্ব্বাদ-বিজ্ঞাপক "Long Live His Excellency, Welcome His Excellency, Vivat Rex, Lord's Benedictions, God Bless Your Excellency" প্রভৃতি বাক্য উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয় অতিক্রম করিয়া শ্রীগৌরজন্মভূমি, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন এবং গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের গৃহ-শোভা দর্শন করিতে করিতে গভর্ণর বাহাদুর ষষ্ঠ তোরণ অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীগুরু-মন্দির ভক্তিবিজয়-ভবনের প্রবেশদ্বার সপ্তম তোরণে উপস্থিত হন। এই সময়ে তাঁহার শুভাগমনাভিনন্দন-

জ্ঞাপক সুমধুর ঐকতান বাদ্য বাদিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রগণ-প্রবর শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে অমাত্যবর্গ-সহিত গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অভ্যর্থনা-মণ্ডপে লইয়া যান। মণ্ডপটি ভক্তিবিজয়তরণের পূর্ব্বে এবং শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সুপ্রশস্ত ভূমির উপর বিরাজিত ছিল। বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাভরণ ও পুষ্প-মাল্য-পতাকাদিবিমণ্ডিত হইয়া মণ্ডপটির দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছিল। মণ্ডপের পূর্ব্ব ভাগে বিরাজিত সুরম্য মঞ্চোপরিস্থ দুইখানি সিংহাসনের একখানি শ্রীল প্রভুপাদের জন্য রাখিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর প্রভুপাদের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতীমহারাজ গভর্ণর বাহাদুরের গলদেশে পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ-বিজ্ঞাপক নিম্নলিখিত 'অভিনন্দন-নিবেদনম্' শীর্ষক শ্লোকত্রয়ের পাঠ করেন।

বঙ্গেশ্বর-গৌরবকিরীটমণি হিজ্ এক্সেলেন্সী শ্রীল স্যার জন্ এণ্ডারসন্ পী,সী: জী.সী,বী: জী,সী,আই,ঈ, গবর্ণর-মহোদয়ানাং শ্রীধামনবদ্বীপ-মায়াপুর-পরিদর্শন-বাসরে তেভ্যঃ অভিনন্দন-নিবেদনম্।

যত্রাসীৎ স্বল্পবঙ্গাধিপ-পদমধুনা তত্র ভাগ্যাদ্ বিশাল-
বঙ্গাধীশং ন শেষৈর্গুণগণমণিভির্ভাসিতাশং ভবন্তম্।
লব্ধ্বা লব্ধাতিকীর্ত্তে কলিত-সকল-হৃদ্রাজ্য-প্রাজ্যাধিপত্যাঃ
দীনাঃ পূর্ণাঃ প্রমোদৈর্বয়মিহ তব সৎকৃত্যযোগ্যং ন বিদ্মঃ ॥১॥

অস্মিন্ ধামনি সর্ব্বলোকহৃদয়ানন্দং বিতন্বন্ পুরা
বিশ্বপ্রেমসুধাকরঃ সমুদিতঃ শ্রীগৌরমূর্ত্তিঃ স্বয়ম্।
জীবান্ ঘোরতমোবৃতাঙ্কিত-ধিয়ঃ সন্মার্গমালোকয়ন্
শ্রেয়ঃ শাশ্বতমব্যয়ং স ভগবান্ সংপ্রাপয়ন্ সর্ব্বতো ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যমঠস্থিতা বয়মপি শ্রীগৌরচন্দ্রানুগা
লোকানাং চিরমঙ্গলপ্রণয়নে সম্যক্-প্রযত্নান্বিতাঃ।
সদ্রাজ্যাশ্রয়তঃ সদা কুশলিনঃ সদ্ধর্ম্মসংসাধনে
সম্রাজঃ পরমং পদং সুখময়ং যাচামহে সর্ব্বথা ॥ ৩ ॥

তস্যৈবাত্র মহামতেরধিবশাঃ শ্রীমান্ প্রতীকো ভবান্
ক্ষেত্রং পুণ্যতমং গতোঽতিপ্রণয়াদ্ দীনৈর্মুদা কল্পিতম্।
স্বীকৃত্যার্ঘ্যমিদং সদাশ্রিতগণে প্রীতিং দধাত্বন্বহম্
আস্তাং স্বস্তি নিরন্তরঞ্চ ভবতে বিশ্বম্ভরানুগ্রহাৎ ॥ ৪ ॥

গৌরাব্দ ৪৪৮,
২৬ নারায়ণ,
(১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৪)।

শ্রীধামমায়াপুরস্থিত-
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাম্

উক্ত আশীর্ব্বচন পঠিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ প্রাচ্যের সনাতনী রীত্যনুসারে প্রথমে গন্ধ-চন্দন-মাল্য-তুলসী প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা বঙ্গেশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি বিবিধ তাক্ষ্যকার্য্য-খচিত মূল্যবান্ মালিকা উপহার দেন। গভর্ণর বাহাদুর দণ্ডায়মান হইয়া গলদেশে সেই মালিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার সৌজন্য বস্তুতঃই আদর্শ-স্থানীয়। প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে কলিকাতা ও দার্জ্জিলিংএর সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী মেসার্স ও, এন, মুখার্জ্জী এণ্ড্ সন্স্ কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। এই সময়ে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় তাঁহার স্বরচিত নিম্নলিখিত সম্বর্দ্ধনা-গীতিটি তাঁহার স্বভাব-সুলভ-সুললিত-কণ্ঠে একাকী কীর্ত্তন করেন।

সম্বর্দ্ধনা-গীতি (ভৈরবী)

বিশ্বমানব মগ্নজড়রসে, রুদ্ধ রাখিল কাণ।
শুনিল না ভুলে সাধুশাস্ত্র-বাণী, যাহে প্রকৃত কল্যাণ॥
তাই নবদ্বীপমায়াপুরধামে উদিল স্বয়ং ভগবান্।
শ্রীগৌররূপ প্রকট করিল, শিখা'ল মঙ্গল গান॥
সাধুগণ কত কে করে গমন ধূল্যবলুণ্ঠিত কায়,
এই পূতভূমে গড়াগড়ি দিয়া অপ্রাকৃত গুণ গায়,
হেথা অঙ্কুরিত প্রেমবীজ আজি, বৃক্ষরূপে বিশ্বে ব্যাপে শাখারাজি,
বিস্তারিছে সুশীতল শান্তিচ্ছায়া বিশ্বশান্তি করিয়া দান॥
সেই শান্তিবাণী পসরা সাজায়ে সুদূর পাশ্চাত্য দেশে
পাঠাইল দূত শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ বিলা'তে পাত্র নির্ব্বিশেষে ;
সে কথা শুনিয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে, পূতধূলি দেখিবারে স্বীয় নেত্রে,
ইন্দ্রসম "ইন্দ্রাসন" বঙ্গেশ্বর স্বাগত আজি শ্রীমান্।
হে বরীয়ান্, হে গরীয়ান্, হে মহীয়ান্!
(ওহে) রাজপ্রতিনিধে, বহুগুণনিধে, সৌম্যমূরতি শ্রীমান্!
লহ শ্রদ্ধা-পুষ্প-মাল্য উপহার, হৃদয়েরি অর্ঘ্যদান॥

১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৫।　　২৬ নারায়ণ, ৪৪৮ গৌরাব্দে।　　১ মাঘ, ১৩৩১।

কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চোপরি উপবিষ্ট প্রভুপাদ ও বঙ্গেশ্বরের একটি আলোকচিত্র লওয়া হয়। কীর্ত্তন শেষ হইলে মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় (ইংরাজী ভাষায়) শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য, শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-কার্য্যের বৈশিষ্ট্য, পরিব্রাজকাচার্য্য ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষা-প্রণালী ও বৈশিষ্ট্য, শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরবাণীপ্রচারে রাজসহানুভূতিপ্রাপ্তি এবং মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুরের কৃপাপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুর-আগমন-জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপিকা একটি বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন; বক্তৃতাটির ভাষা ও ভাব অতীব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ এবং সভায় শিক্ষিত সজ্জনমাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। (আমরা গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এই বক্তৃতাটি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।)

অতঃপর প্রভুপাদের অনুরোধে মহামান্য বঙ্গেশ্বর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটির মর্ম্ম সানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার মর্ম্ম

Guru Maharaj, Pandits and Gentlemen !

I can assure you that it gives me the greatest pleasure to visit this holy place of Birth of Sree Chaitanya and to see for myself the place from where you carry on your activities and beneficent works. I knew something of the Gaudiya Math from Swami (B. H.) Bon who met me more than once in Calcutta. I saw him recently when I was in England. I heard with great interest from him about his activities there and he handed me a copy of the report of the great work he is doing there. You have told me that the Mission exists for the propagation of the universal Gospel of Divine Love, for which there is room in every corner on the earth and they can expect intellectual and spiritual sympathy in all countries and races from all genuine followers of the Gospel. Your words testify to your loyalty to the Crown. I thank you for the opportunity you have granted me today for visiting the place of Birth of Sree Chaitanya and it has been a refreshing experience.

[মর্ম্মানুবাদ]

গুরুমহারাজ, পণ্ডিতবর্গ এবং ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিতে পারিব যে, যে স্থান হইতে আপনারা আপনাদের ভগবৎসেবাচেষ্টা ও জীব-মঙ্গলের কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যের সেই পূণ্য জন্ম-স্থান নিজে দর্শন করিয়া বাস্তবিকই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্বামী বি, এইচ্, বন মহোদয়ের নিকট হইতে আমি গৌড়ীয় মঠের বিষয় কিছু কিছু জানিতাম। তিনি কলিকাতায় আমার সহিত একাধিকবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সম্প্রতি যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তথায় তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমি সোৎসাহে তাঁহার নিকট হইতে অনেকবিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং তিনি তথায় যে মহৎ কার্য্য করিতেছেন, তাহার একটি বিবরণী (পুস্তিকা) আমাকে দান করেন। আপনারা আমাকে বলিয়াছেন যে, এই মিশন বিশ্বজনীন ভগবৎপ্রেমবাণীর ঘোষণা-কার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত। এই কার্য্যের জন্য পৃথিবীর প্রতি কন্দরেই স্থান আছে এবং পৃথিবীর সর্ব্ব জাতির ও সম্প্রদায়েরই অকৃত্রিম সত্যানুসন্ধানকারিগণের নিকট হইতে এই প্রেমবাণীর প্রচারকগণ পারমার্থিক ও মানসিক সহানুভূতি আশা করিতে পারেন। আপনাদের বাক্যাবলী আপনাদের দৃঢ়ভক্তির পরিচায়ক। অদ্য শ্রীচৈতন্যের এই জন্মস্থান দর্শনের সুযোগ-প্রদানের জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং ইহা আমার পক্ষে একটি বিশেষ প্রীতিপ্রদ অভিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে।

বক্তৃতার অন্তে প্রভুপাদ গভর্ণর বাহাদুরকে লণ্ডনস্থ 'ব্রিটিশ-মিউজিয়াম' এবং 'ম্যাডমিয়ারটি' হইতে সংগৃহীত লণ্ডনস্থতাবীতে প্রস্তুত—বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক দুইখানি ফটো মানচিত্র প্রদর্শন করিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব-পারে শ্রীধাম মায়াপুরেই প্রাচীন নবদ্বীপ-ভূখণ্ডের স্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ব্যতীত রেঞ্জার রেপেলের মাপও দেখান হয়। গভর্ণরবাহাদুর উক্ত মানচিত্রে শ্রীধাম-মায়াপুরের স্থিতিস্থান জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠের সভা ভঙ্গ হয়। বঙ্গদেশ হইতে অবতরণের সময় পুনঃ পুনঃ তাঁহার সন্তোষ এবং শ্রীচৈতন্যমঠের সমস্ত প্রচার কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে থাকেন। সভায় উপস্থিত সভ্যগণ সভারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে করতালধ্বনি-দ্বারা তাঁহাদের হার্দ্দ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপ প্রবেশের সময় শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিদণ্ডি প্রভু এবং ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত গভর্ণর বাহাদুরকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গভর্ণর বাহাদুরকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তৎসহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযশোদাদুলাল প্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীযোগপীঠে শুভবিজয় করেন। যোগপীঠের প্রবেশ-দ্বারে একটি সুদৃশ্য তোরণ এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি পরম-রমণীয় অভ্যর্থনা-মণ্ডপ ও উপবেশন-মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যোগপীঠের দ্বারদেশে শ্রীশ্রীমদ্-প্রভাবিষ্ণু সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার ঘোষ ভক্তিবান্ধব বি-এ এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কতিপয় মহোদয় গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং তদানুগত্যে শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ আচার্য্যাত্মিক প্রভু ও ভারতী মহারাজ গভর্ণর-বাহাদুরকে অভ্যর্থনা-মণ্ডপে লইয়া যান। ভারতী মহারাজ গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে একটি পুষ্পস্তবক উপহার প্রদান করেন। মণ্ডপে প্রবেশের পূর্ব্বেই বঙ্গেশ্বর নবনির্ম্মীয়মাণ বিরাট্ মন্দিরের শোভা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ও তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ভক্তিপ্রসাদ প্রভু গভর্ণর বাহাদুরের নিকট ভক্তিবান্ধব প্রভু এবং কুতিয়র-প্রভুকে পরিচিত করাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ ও বঙ্গেশ্বর মণ্ডপাভ্যন্তরে সুসজ্জিত মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমদ্ আচার্য্যাত্মিক প্রভু শ্রীযোগপীঠের মন্দির-নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিনয় প্রভু ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী বি, ই মহোদয়কে বঙ্গেশ্বরের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন; বঙ্গেশ্বর তাঁহাদের সম্ব কার্য্যের মুখ্যতী প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের করমর্দ্দন করেন। প্রভুপাদের সহিত গভর্ণর বাহাদুরের কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা হইবার পর গভর্ণর বাহাদুর বিদায় প্রার্থনা করেন। শ্রীযোগপীঠে মঞ্চোপরি উপবেশনকালে প্রভুপাদ-সহ তাঁহার একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সপরিষদ্ বঙ্গেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া মোটরে উঠাইয়া দেন। গমনকালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ আগত সকলের প্রভুপাদ, অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীমদ্ আচার্য্যাত্মিক বিদ্যাভূষণ প্রভু, ভারতী মহারাজ, ভক্তিবান্ধব প্রভু ও কুতিয়র প্রভুর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। যোগপীঠে আগমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐকতান বাদ্য বাদিত হইতেছিল। ঐ বাদ্যে National Authem শ্রবণ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন।

গভর্ণর বাহাদুর বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা প্রদানের জন্য সমিতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বারম্বার তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনন্তর আচার্য্যাত্মিক শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু সাহেব গভর্ণর বাহাদুরকে হলারঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া পুনঃ উঠাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হলার ঘাট হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যোগপীঠে আগমন-কালে এবং তথা হইতে হলার ঘাটে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ব্রহ্মচারী পাণ্ডাগোপীমোহনজীই গভর্ণরবাহাদুরের মোটর পরিচালনা করিয়াছিলেন। লঞ্চে পার হইবার কালেও একটি আলোকচিত্র লওয়া হয়।

গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ মিনিটের সময় মোটরযোগে রওনা হইয়া ১০ ঘটিকার সময় স্বরূপগঞ্জের পারঘাটে উপস্থিত হন। তথা হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের 'সুরধুনী' মোটরলঞ্চে নবদ্বীপধামে গমন ও তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১০-৫৪ মিনিটের সময় শ্রীমায়াপুরের পারে উপস্থিত হন। শ্রীমায়াপুর হইতে প্রায় পৌনে ১২টায় বিদায় গ্রহণ করেন।

বঙ্গেশ্বরের যোগপীঠে গমন-সময়ে শ্রীযুক্ত যামিনীবাবু প্রাইভেট সেক্রেটারী, মিঃ রায়েল, কমিশনার প্রভৃতি রাজ-পরিষদ্‌বর্গকে ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইলে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীবিগ্রহদর্শনের পর সমবেত রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণকে কিছু কিছু প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু বিশেষ যত্ন-সহকারে তাহার পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি কএকদিন ধরিয়া বিবিধ সেবাকার্য্যে যেপ্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত এ, ডি, সি; মিলিটারী সেক্রেটারী; মিঃ রায়েল; প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ এন, ডি, এইচ লাইমন্‌স্ এম্-সি, আই-সি-এস্; প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এইচ, ডে, টোয়াইনাম সি-আই-ই, আই-সি-এস্; নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ বানার্জী আই-সি-এস্, নদীয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সে গুপ্ত; সবর এস্-ডি-ও মিঃ সি গুপ্ত; সার্কেল অফিসার মিঃ পি, পাঠক এবং স্থানীয় শিক্ষাব্রতী খাঁবাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক প্রমুখ মহোদয়গণ আসিয়াছিলেন।

নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই আসিয়া-

ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় নাম সংগৃহীত হইয়াছে :—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বেসার্স ও, এন, মুখার্জী এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়; নবীনচন্দ্র সেন-গুপ্ত মৌলভী মুজাফর আহম্মদ বি-সি-এস; কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল সামসুল উলেমা কামালুদ্দিন আহম্মদ আই-ই-এস, নবীনারোপ্রতিনিধি কাশিমবাজারের জমিদার রায় বাহাদুর মণিলাল দত্ত; নবীন সেনাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর মণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; মেহেরপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় সাহেব ইন্দুভূষণ মাইতি; কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সুধাংশুনাথ মৌলিক বাগবাজার লোকাল-চেয়ারম্যান রায়সাহেব পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়; ম্যাজিষ্ট্রেট চরিত্র মন্থন; নাকাশীপাড়ার জমিদার নিত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় ও সচীন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়, জমিদার সরোজরঞ্জন সিংহ; জমিদার নীহাররঞ্জন সিংহ; জমিদার বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী; নাটোরের জমিদার জ্যোতিষচন্দ্র পাল চৌধুরী; জমিদার রাজনারায়ণ চৌধুরী উকীল নবীনচন্দ্র বিশ্বাস; অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টার অমরেন্দ্রনারায়ণ পাল চৌধুরী; কাশিমবাজারের মোক্তার হৈমনাথ দত্ত; উকীল অমাদু লাহা; বালিয়াটির কুমার মুরলীমোহন রায় চৌধুরী ও মনোমোহন রায় চৌধুরী; নবীনা-কেলাবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান মৌলভী সামসুদ্দুহা জমিদার ওপেন্দ্রকৃষ্ণ পাল চৌধুরী; ভূপেন্দ্রনাথ মৌলিক; ইঞ্জিনিয়ার চারুচন্দ্র শ্রীমানী বি, ই; সৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শম্ভুচন্দ্র রায়; ডাঃ আবদুল রহিম; কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব চিকিৎসক ডাঃ বি, রায় এম-বি; চেৎলাঙ্গিয়া ওয়ার্কস্ ষ্টেটের ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ; দর্শীচরণ রায় ভক্তিবিনয়; ভূতভূষণ সরকার বি এল; অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর; হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি এল; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক কিশোরীমোহন পাল বি-এ, বি-এল; উক্ত স্কুলের সেক্রেটারী যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ; যীরেন্দ্রনাথ সেন; জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্তা পদ্মমণি দত্ত; শ্রীযুক্তা কীরোদা সুন্দরী দত্ত; পরলোক-গত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পত্নী; কুমারী মালতী, গৌরী; কমলাবালা দেবী; কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়; নাটুয়া পাল চৌধুরী ষ্টেটের ম্যানেজার রাসগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম-এ, শ্রীশচন্দ্র বসু; গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, বাগবাজারের স্বত্বাধিকারী আশুতোষ বিশ্বাস; মিঃ এস্, কে, মিত্র; ডাঃ এন, কে, নাগ এম-বি; অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি; অদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী বি-এ; পণ্ডিত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সত্যতীর্থ, ব্রজেন্দ্রকুমার দাস অধিকারী, যতীন্দ্রনাথ নন্দী; দুর্গাদাস খাঁ, মহীন্দ্র-নাথ আচার্য্য কলাকোবিদ্; পুলিনবিহারী দে, কৃষ্ণদাস রায়; নিত্যাইদাস রায়; ব্রহ্মদাস গোস্বামী; মহেন্দ্রনাথ দে; সুদর্শন বসু; কবিরাজ যদুনাথ সেন; মিঃ জে, এম, মুখার্জী (কলিকাতা); মিঃ এস্ মুখার্জী বার-এট-ল, কলিকাতা-হাইকোর্ট, লোকনাথ চৌধুরী; জিতেন্দ্রনাথ দে; রোহিণী-কুমার দত্ত; বিজয়গোপাল দে, পঞ্চানন ঘোষ; বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; নন্দকিশোর অধিকারী; গৌড়ঘাটীর শ্রীধামপুর; গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী; ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ; কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, অদ্বয়কান্তি সান্যাল; সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী; পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী; প্রমেয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী; ব্রহ্মচারী নবানন্দ ভক্তালোক; ব্রহ্মচারী সুখগোবিন্দ; ব্রহ্মচারী সজ্জনানন্দ; ক্ষমানন্দ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত ভাগবত মহারাজ; শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ; মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ; শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

অতিঅল্পসময়ের মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরের রাস্তাঘাট, গৃহ-দ্বার, মঠ-মন্দিরাদি যে প্রকার ক্ষিপ্রতার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় স্বতঃই এক অপার্থিব আনন্দে পরিপ্লুত ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, ইহা এক অমানুষী শক্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না—"এক লাখো করেন এহ

কার্য্য পাঁচ সাত।" শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত হুগার ঘাট পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাটিকেও প্রচুর পরিমাণে মাটি দিয়া সমান ও উচ্চ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে এত মাটি তুলিতে হইয়াছে যে, তাহাতে যেন এক একটি পুষ্করিণী হইয়া গিয়াছে। যোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্য মঠের বহু অসমান স্থানে মাটি তুলিয়া ভরাট করা হইয়াছে। প্রতিদিন সহস্রাধিক লোকের পরিশ্রমের ফলে শ্রীধাম মায়াপুরের রাস্তাঘাট, গৃহ-দ্বারপ্রাঙ্গণাদির সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্যও অনেক অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় ১০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে এক বিরাট্ নাটমন্দির হইবে।

শ্রীধামের মন্দির, রাস্তাঘাট, গৃহ-দ্বারাদি নির্ম্মাণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রভৃতি ব্যাপারে এবং রন্ধনশালার পরিবেশনাদি কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণে শ্রীচৈতন্য মঠ রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহপ্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অধোক্ষজ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ দিবারাত্র যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ এবং আদর্শস্থানীয়।

গভর্ণরবাহাদুরের অভ্যর্থনা উপলক্ষে কলিকাতা হগ্ মার্কেটের প্রসিদ্ধ পুষ্পব্যবসায়ী মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড্ সন্স্ এবং মেসার্স পি, সি, বোস ও এ, সি, বোস কোম্পানী তাঁহাদের সুযোগ্য ম্যানেজার ও কর্ম্মচারীকে দিয়া বহু সুরভি ও মনোজ্ঞ পুষ্প, মালা, স্তবকাদি শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেরণ করায় আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুষ্পসংগ্রহ-ব্যাপারে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের উৎসাহ ও উদ্যম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সমাহৃত পুষ্পের অগ্রাঘ্রাণ-দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠের শ্রীবিগ্রহের অতি অপূর্ব্ব পূজা হইয়াছিল।

গভর্ণরবাহাদুর শ্রীধামে আসিবার কএক দিবস পূর্ব্ব হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে থাকায় এবং ১৪ই জানুয়ারী উষঃকাল হইতে বেশ বৃষ্টি পড়িতে থাকায় সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হুগার ঘাট হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত (গঙ্গাঘাটে, ঘাটের উপরে, খিড়কির উপর, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের নিকট, শ্রীযোগপীঠের প্রবেশদ্বারে, শ্রীমধ্বেশ্বরদিঘি প্রবেশ-দ্বারে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিবিজয় ভবনের প্রবেশদ্বারে) সাতটি তোরণ এবং শ্রীচৈতন্যমঠে ও যোগপীঠে দুইটি মনোরম বিচিত্র-বর্ণের মূল্যবান্ বস্ত্রাভরণ-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। অধিক বৃষ্টিতে উহাদের বিশেষ ক্ষতি ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল; কিন্তু প্রভুপাদের অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া সকলেই কিছুপরে সুর্য্যকিরণ দেখিতে পাইয়া মুখপদ্ম বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিপুত হইয়াছিলেন। অল্প বৃষ্টিতে রাস্তার ধূলা কমিয়া গিয়া বরং সুবিধাই হইয়াছিল।

চয়ন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুরাগমনের সংবাদ কলিকাতা সহরের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

(১)

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্", ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবারের সংখ্যার ১৬শ পৃষ্ঠায় (Picture page-এ) উপরিভাগেই শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয়-ভবনে গৃহীত দুইটি আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম চিত্রখানির নিম্নে লিখিত আছে :—

"H. The Governor of Bengal greeted by Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the religious Head of the Gaudiya Math at Mayapur."

এবং দ্বিতীয় চিত্রখানির নিম্নে লিখিত আছে :—

"H. E. The Governor and staff at Mayapur. Second from the left is Mr. S. P. Banerjee, Collector of Krishnagar and on the right Mr. J. M. Mookerjee (of Calcutta)."

গৌড়ীয়-সংবাদই প্রথম বেঙ্গলীতে গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন, শ্রীধাম মায়াপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শ্রীমায়াপুরাধীশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য, প্রভৃতি বিষয় প্রচার করেন। তাহার প্রতিবাদ ও তাঁহার প্রচারবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণন-মুখে এক বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম :—

RELIGIOUS REVIVAL IN BENGAL

—:o:—

CHAITANYA'S WORK

SIR J. ANDERSONS VISIT To MAYAPUR

—:o:—

The visit of His Excellency Sir John Anderson, Governor of Bengal, to Mayapur, a beautiful hamlet, on the eastern side of the Bhagirathi, on the morning of January 15 is a happy departure from the humdrum course of official politics even in this picturesque land of many traditions.

The Governor was received at Mayapur as his honoured guest by Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the religious head of the Gaudiya Math. Sreemad Saraswati Goswami Thakur is the person behind a propaganda for reviving and spreading the religion of *Suddha Bhakti* or pure devotion taught by Sree Chaitanya. His propaganda at this moment is a factor that counts in the Indian religious life both by its vitality and originality.

Tridandi Swami Bhakti Hridoy Bon, who was selected by him from among his learned disciples for a lecture-tour in England two years ago, carried a letter of introduction from His Excellency. The boldness of the conception as well as the proper choice of agent may be judged from the fact, that after a year's preaching, Swami Bon was able to establish a society in London for helping the movement, under the distinguished lead of the Marquess of Zetland. Swami Bon has since extended his preachings to Central Europe, where he has delivered a number of lectures at some of the Universities on the philosophy of Sree Chaitanya. Swami Bon is expecting to establish a permanent centre of preaching also at Berlin, besides the one in London.

SOCIETY'S ACTIVITIES

His Excellency, during his short visit to Mayapur, had some actual experience of the organization. A fine motor launch of the Mission was available for conveying His Excellency over the Bhagirathi and the landing at the junction of the Jalangi with the Bhagirathi was tastefully decorated. His Excellency motored over two miles of country road hung on both sides with flags and festoons arched by a succession of well-designed gateways.

His Excellency was received at the entrance of the grounds of Sree Chitanya Math by Sreemad Saraswati Thakur and conducted by him to the pavilion that had been erected for the reception. Sir John was garlanded by Swami Bhakti Vivek Bharati, a Sanyasi preacher of the Mission. After a song of welcome His Excellency listened to a short complimentary speech by Bhakti Saranga Goswami, secretary of the Mission, and made a suitable reply expressing his interest in the activities of the Society.

From Sree Chaitanya Math His Excellency motored back to the site of the birthplace of Sree Chaitanya, where a massive temple is being constructed.

The visit of the Governor of the Province to a small village, somewhat off the track of regular traffic, is an event that requires some explanation. There are plausible grounds for the opinion that the small hamlet of Mayapur is the heart of the town of old Nawadwip, which was

the capital of Bengal in the 12th Century A.D. on the eve of the Moslem conquest. It was selected as the headquarters of the independent Hindu kings of Bengal for being the centre of culture and its position on the holy stream of the Bhagirathi. Nawadwip has always been the university town of Bengal and a most famous place of learning in India. Its traditions and ruins go back to the days of early Buddhism.

During the Mohammedan rule Nawadwip maintained its reputation as a university town and was a prosperous and populous city. But the greatest event in the life of this ancient seat of culture was the birth of Sree Chaitanya in 1486 A. D.

CHAITANYA'S TEACHINGS

Sree Chaitanya is probably one of the most catholic of the great saints of the whole world. His name is a household word all over Bengal, Orissa and Assam. He is most sincerely loved and revered for his absolutely pure and God-loving personality. His teaching is the inspired subject of the characteristic poetical literature of the gifted people of Bengal.

The sublime teaching of Sree Chaitanya and even the popular memory of the site of ancient Nawadwip faded into a forgotten tradition in the records of a sealed literature. Revived interest in the subject may be claimed to be one of the healthiest concomitants of the contact between Indian and western civilizations brought about by the arrival of the English in Bengal. No part of India has displayed such early readiness for learning and trying to assimilate the scientific method as well as the principles of art, religion and philosophy of the west by an intensive study of the English literature as our own province of Bengal.

The late Mr. Bankim Chandra Chatterjee and the late Mr. Sisir Kumar Ghosh treated the subject of the teaching of Sree Chaitanya in the forms of studies of the carriers of the great saint ; respectively, under the guidance of the new spirit. Mr. Chatterjee tried to establish the historical reality of Krishna by scientific examination of the sources of all available information. Mr. Ghosh followed the method of emotional practices which are comparable to those of Christian mystics.

REVIVALIST MOVEMENT

Srimat Saraswati Thakur has preferred to follow in the footsteps of another revivalist whose mendicant name is Thakur Bhaktivinode, a senior contemporary of Bankim Chandra and Sisir Kumar. Sri Saraswati Thakur has been trying to show that Thakur Bhaktivinode belongs to the line of the spiritual teachers of India whose method is somewhat distinct from those of Bankim Chandra and Sisir Kumar, and also from the current scientific and philosophical methods of the west in their applications to the subject of revealed religion. The works of both Thakur Bhakti Vinode and Saraswati Thakur form a considerable addition to the literature on the subject. They appear to follow in their expositions the method of Sree Rupa and Sanatan Goswamis, the contemporaries and associates of Sree Chaitanya. Both Thakur Bhaktivinode and Saraswati Thakur are well versed in western methods. They are competent exponents of the traditional Indian method to their contemporaries.

Srimat Saraswati Thakur is the successful organiser of a genuine revivalist movement for the purification of national worship. He inherited from Thakur Bhaktivinode the conduct of the worship in the shrine that was built by public collections on the site of the birth of Sree Chaitanya at Mayapur. Sri Saraswati Thakur founded Sri Chaitanya Math in 1918 at Mayapur to serve as a training institution for preachers. It has proved to be a parent of numerous offspring in the shape of over 50 institutions that have been established in different parts of India, including a branch Math in London.

The life of the inmates of these institutions has attracted considerable public attention all over the country. The Gaudiya Math of Calcutta is the principal centre of activity among these

maths. Being situated in Calcutta, it has not failed to utilise the opportunities of propaganda by following the organized methods of the east and the west. The success of its activities in India and Europe is testified to by one visit of the ruler of the province to Sree Chaitanya Math at Mayapur, which is fast growing into a great centre of pilgrimage and settlement.

His Excellency Sir John Anderson gave his approval to the idea of Srila Saraswati Thakur of sending out Swami Bon for acquainting the British public with the objects and methods of the Gaudiya Math at Calcutta about two years ago. Srila Saraswati Thakur has been doing the basic work for the uplift of the thought, not only of Bengal but necessarily of the rest of the world. May the catholicity and patient reality of his example be more fully appreciated by all persons.

---

(২)

"অমৃতবাজার-পত্রিকা", ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৪ বৃহস্পতিবার সংখ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের একখানি আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত চিত্রের নিম্নে লিখিত আছে :—

"His Excellency the Governor of Bengal paid a visit to Sree Mayapur (Old Nabadwip) the holy Birth place of Sree Chaitanya, on Tuesday last. His Excellency is seen sitting with Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President Acharyya of the Sree Chaitanya Math and the Sree Gaudiya Math."

---

(৩)

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রের ১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৪ সংখ্যায় একখানি আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, চিত্রনিম্নে "Sir John Anderson Governor of Bengal at Sridham Mayapur" এইরূপ লিখিত আছে। গভর্ণর বাহাদুরের নবদ্বীপ-মায়াপুর-দর্শন-সম্বন্ধে কিছু সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

---

(৪)

"দৈনিক বসুমতী", ৩রা মাঘ, ইং ১৭-১-০৪ বৃহস্পতিবারের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার সর্ব্বাগ্রেই পরপর দুইখানি আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র-নিম্নে লিখিত আছে—"মায়াপুরে বাঙ্গালার গভর্ণর।"

---

(৫)

"আনন্দবাজার পত্রিকা" ১৭-১-০৪ তারিখের সংখ্যায় গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

—০—

"ফরওয়ার্ড" পত্রের ১৭-১-০৪ তারিখের সংখ্যায় "The Message of Lord Chaitanya—Bengal's New Movement in the West" শীর্ষক একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের রচয়িতা মাননীয় মিঃ এম, কে, সেন ব্যাড্‌ভোকেট (হাইকোর্ট কলিকাতা) মহোদয়। প্রবন্ধটী অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তি সংখ্যায় উহার বিষয়ে আলোচনা করিব।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ২০ জানুয়ারী, ১৯০৪ রবিবার সংখ্যার ২৪শ পৃষ্ঠায় (Picture page ৪) শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীযুক্ত সচীচরণ ভক্তিবিনয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের একটী আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র-নিম্নে লিখিত আছে :—

"A temple under construction at Yogapith in Sri Mayapur (Nadia) for the Gaudiya Math. Babu Sakhi Charan Roy, a Calcutta merchant, is bearing the whole cost. This temple, over 112 ft. in height."

["আনন্দবাজার পত্রিকা" ১১ ফাল্গুনী ১৩৩৫, শুক্রবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

মঠ-নির্ম্মাণের জন্য দান

ঢাকার জমিদারের উদারতা

ঢাকা বালিয়াটীর স্বনামধন্য স্বর্গগত ভূম্যধিকারী রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়গণ বালিয়াটীতে 'শ্রীপদাই গৌরাঙ্গ' মহের সুরম্য মন্দির, ভক্তাবাস নির্ম্মাণ, নলকূপ, তপ্তবস্তুসেবার আনুকূল্য ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন সম্প্রতি তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থার প্রবণ করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

—•—

শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আকৃষ্ট পাশ্চাত্য-মনীষিগণ

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৮ মাস লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচার-মুখে তথায় যে সকল বিশেষ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

1. The Most Hon'ble the Marquess of Zetland, Ex-Governor of Bengal. 2. The Right Hon'ble the Lord Halifax, Ex-Viceroy. 3. The Right Hon'ble the Lord Lamington. 4. The Right Hon'ble the Lord Goschen, Ex-Governor of Madras. 5. The Right Hon'ble the Lord Lothian. 6. Sir Malcolm Hailey, Governor of U. P. 7. Lt. Col. Sir Francis Young Husband, C. S. I. Ph. D. S. 8. Sir Edward Denison Ross, Director of the S. O. Studies. 9. Sir Harcourt Butler, Ex-governor of C. P. 10. Sir FindLater Stewart, Permanent Under Secretary of State for India. 11. Sir Bhupendra Nath Mittra, The High Commissioner for India. 12. Sir Stanley Jackson, Ex-Governor of Bengal. 13. The Lady Jackson. 14. The Lady Carmichael of Skirling. 15 Sir Atul Chandra Chatterjee, G. C. I. E., K. C. S. I. 16. His Highness the Maharaja of Alwar, G. C. I. E. K. C. S. I. 17. His Highness the Maharaja of Morvi, G. C. I. E. K., C. S. I. 18. The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan. G. C. I. E. K. C. S. I. 19. The Right Rev. Bishop H. L. Paget D. D., Ex-Bishop of Chester & Mrs. Elma Paget. 20. The Right Rev. Bishop James D. D. of the Brompton Sanctuary. 21. Mr. R. A. Butler M. P., Under Secretary of State for India. 22. Mr. & Mrs. H. L. Polak, Solicitor, London. 23. Mr. F. J. P. Richter, M. A. 24. Mr. P. H. Brown. Asstt. Editor, Times of London & East India Society. 25. Mr. & Mrs. L. S. Bristowe. 26. Prof. Kennith Jardine M. A. of the Students Christian Movement. 27. Mr. & Mrs. R. S. Nehra, Solicitor, London. 28. Dr. K. C. Bhattacharjee M. B., M. R. C. P. of London. 29. Dr. Mrs. Rhys Davids, Ph. D. 30. Prof. & Mrs. Sorabji. 31. Mr. F. J. Pratt, C. S. I. 32. Mr. R. Dimsdale Stocker of the Inter National New Thought Alliance. 33. Miss Edith A. J. Ashbey, Secretary to the League of the Helping Hand. 34. Miss Beck of North Brook Society, Cromwell Road, London. 35. Sirdar Butta Singh, Advocate, Deputy President, the Punjab Legislative Council. 35A. Miss Sarahde Loredo, 24, Linden Gardens, London. 36. Mrs. Colvin, Secretary Elivation Church of Christ. Scientist Midford Place, Briston Square. 37. Capt. S. M. P. Fairman, 37 Princes Square, London. 38. Capt. R. D. Thomas. Jones, M. I. C. E. Royal of Automobile Club of Pallmall. 39. Capt. Chakravarty, 43 Gains Borough Garden, Golders Green. 40. Mr. A. J. Collar, Secretary, Psychological Activity Club, 39 Grosvenor Palace, Victoria, London. 41. Dr. P. C. Bhaduri, 127 Mind Mill Road, Dreatford, London. 42. Dr. M. V. Barton, 43 Christian Garden, Kensington. 43. Mr. W. A. Basset, 32 Canvey Road, Ligh on Sea. 44. Mr. R. Ingersall Ogilive, the Secy. the Practical philosophers, 31 Brunswick Gardens, Kensington, London. 45. Laxman Mahadev Desh Pandey, Inamdar, Hanscrescent Hotel Knights Bridge. 46. Miss Frances M. Simons, 80 Charing Cross Road. 47. Mr. Frank Beseweed of the Trade Union Club, 261 New Oxford Street of Italy (Rome)Adelade. 48. Mrs Gioja and Professor Edward Gioja, 59 Globe place, Chelsea, London 49. Mrs. Jane Gaillard, Hotel Great Central Marilebone Road. 50. Dr. L. Green D. O., M. S. Etc, 127 Harley School London. 51. R. Arthur Thomas, C/o Lindsay Thomas 'Lonette, 30 Fitzroy Street, S. 2, St. Kitts, Victoria, 51A. Miss Marrow Peel, 22. Baldry Gardens, Streatham, 51B. Mrs. Madeline Harding, 87, Shrubbery Rd. Streatham (Australia). 52. Miss, L. Cli. Wall, 18 Volum Street, Geelong. Victoria, (Australia) 53. Miss W. L. Fivers, 104, Salisbury Street, Mayland, Perth, west Australia. 54 Mr. Butler and Mr. Patter, Wool Merchants Victoria. (Australia). 55. Miss Ursula Griffin, C/o F. C. Griffin, Chief Engineer, 3, Charnack Place, Calcutta. 55A. Dr. V. S. Mouna, 34, Mortimer Road, Kensal Rise. 56. Mrs. D. D. Vandergoot, the Secretary, Imperial Institute, S. W. Kensington. 57. Hans Gehard Ehler (German) 46 St. George Rd, Victoria. 58. Her MaurBartels (German), 15A, George Rd. London. 59. Miss L. M. Cady Manager, Gesteiner. 81, Kings Way, W. C. T. 2. 60. Miss Lilian Martin, 801, Harrow Rd, London. 61. Reverend Maud Roxby, the Old Church. Chelsea, Park Gardens, London. 62. Reverend Moris Chaplain—Convent of perpetual Adoration, Beaufort St. Chelsea. London.

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অদ্য (১২শে জানুয়ারী, ১৯৩৪) শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর "শ্রীকৃষ্ণকুটীরে" শুভবিজয় করিয়া ঐ দিবসই আবার শ্রীধাম মায়াপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার শীঘ্রই কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভাগমনের সম্ভাবনা আছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলা হইতে গত ১৬ই জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। তথা হইতে ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া ২৮ জানুয়ারী প্রাতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর যাত্রা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও ঐ দিবস (২৮ জানুয়ারী) রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা হইতে ঢাকা রওনা হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ গত ৩১ জানুয়ারী কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাদুয়াবাদ, ঘুনগেড়িয়া, কুলাসনী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ কতেগড়ে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া জয়রামবাটীতে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গোয়ালিয়র রাজ্যের বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ বেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও হায়াচিত্রযোগে গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্নস্থানে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ঘোলো পরগণায় প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

মহাপ্রভুর আলয়

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গত ২৬শে আশ্বিন তারিখে প্রকাশিত গৌড়ীয়পত্রে ১০শ খণ্ডের ১১শ সংখ্যায় তালিকাভুক্ত সজ্জনগণের নাম অনুসরণ ক্রমে যেসকল ভাগ্যবান্ সুধীজন অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য যথাসাধ্য মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী, সেবাকোবিদ)
রক্ষক, শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

সাহায্যদাতৃগণের তালিকা

১।	শ্রীযুক্তা হরিমতি বর্ম্মণী উখারবাড়া (জলপাইগুড়ি)	৲
২।	শ্রীযুক্তা রুক্মবতী দাসী জামগ্রাম (হুগলী)	
৩।	" হরিদাসী দাসী শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)	
৪।	" দুলালবালা দাসী, রতনপুর (নদীয়া)	
৫।	শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুভূষণ দাসাধিকারী, আমলা নদরপুর (নদীয়া)	১৲
৬।	অধরজ্ঞান দাসাধিকারী (কলিকাতা)	১৲
৭।	বনমালী মিস্ত্রী পাটুলি (বর্দ্ধমান)	১৲
৮।	গোবিন্দচন্দ্র নন্দী পাটুলি (বর্দ্ধমান)	১৲
৯।	আশুতোষচন্দ্র মণ্ডল মহারপুর (বীরভূম)	১৲
১০।	ধনমালী পাল, রায়সিদ্ধি (বরিশাল)	১৲
১১।	নিত্যেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, ঐ	২৲
১২।	দাশরথি রায়, (কলিকাতা)	১৲
১৩।	কামদেব দাসাধিকারী, বাঁশী (বাঁকুড়া)	১৲
১৪।	মধুসূদন শর্ম্মা, বহরমপুর (গঞ্জাম)	১৲
১৫।	উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহাতোল (মেদিনীপুর)	৷৹
১৬।	শ্রীযুক্তা চারুশীলা দাসী, (কলিকাতা)	১৲

ভ্রম সংশোধন

২২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৩৩০ পৃষ্ঠায় "শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও তার্কিকমাত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পংক্তিতে 'June, 1834' স্থলে 'June, 1934' হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৪১; ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৫ | ২৫শ সংখ্যা

সেবার পাথেয়

আজ 'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষের অর্দ্ধভাগ পরিপূর্ণ হইল। 'গৌড়ীয়' যদি এই জগতের কোন স্থূল বস্তু হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা এযোদশ বর্ষীয় 'নাবালক' মাত্র বলিতাম, কিন্তু 'গৌড়ীয়' পুরাতন ও সনাতন। আচার্য্যের ভুবনমঙ্গল অবদানে সেই সনাতনের পুনঃপ্রকাশ জগতে ত্রয়োদশ বর্ষকাল ব্যাপ্ত হইয়াছে, এইটুকুই আমরা বলিতে পারি। সনাতন সূর্য্যদেবকে আজ প্রাতঃকালে গগনপটে প্রকাশিত দেখিয়া আমাদের 'বালার্ক' নাম-প্রধানের ন্যায় 'গৌড়ীয়'কেও 'ত্রয়োদশ-বর্ষীয়' বলা যাইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই ত্রয়োদশ বর্ষ কাল 'গৌড়ীয়ে'র বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া আমরা চেতন-রাজ্যে কে কতটা অগ্রসর হইয়াছি বা হইতেছি, না, আমাদের গতি স্তব্ধভাব অবলম্বন করিয়াছে, অথবা পিছাইয়া গিয়াছে? 'গৌড়ীয়ে'র জন্য 'গৌড়ীয়ে'র কর্ত্তৃপক্ষগণ হরিকীর্ত্তনময় উপদেশ ব্যতীত কায়িক, বাচিক, অর্থ, পরিশ্রম অনেক কিছু ব্যয় করেন। এজন্য বহুলোকে নানাভাবে নিন্দুকও আছেন। অনেক সময় ইহার পরিচালনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আর্থিক যথেষ্ট ক্ষতিও স্বীকার করিতে হয়। 'গৌড়ীয়ে'র বাহ্য অঙ্গ-সৌষ্ঠব আরও একটা সুন্দর হওয়া আমাদের অভিলষণীয়, একটা সুন্দর কথা সম্ভব হইতেছে না; কারণ, গ্রাম্যবার্ত্তাবহদূতের ন্যায় একান্ত পারমার্থিক বৈকুণ্ঠের বার্ত্তাবহে লোকের রুচি নাই, গ্রাহক হইবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা নাই। তবে সকলেরই নাই, ইহাও বলা যায় না। এমনও অনেক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতের বাহিরে অবস্থান করিয়াও, হিমালয়ের নির্জ্জনতার মধ্যে বাস করিয়াও কোন কোন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি "গৌড়ীয়ে"র বাণী শ্রবণের জন্য

স্বাভাবিকী ব্যাকুলতা ও ক'চ প্রকাশ করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়ে'র যে কোনও একটি সংখ্যা দেখিয়া তাঁহার গ্রাহক হইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তবে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। কারণ, প্রেমভাব জগতে অতি দুর্লভ।

আবার এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কোন কোন মহাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে সহৃদয়তার "গৌড়ীয়" প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা 'গৌড়ীয়ে'র মোড়ক পর্য্যন্ত সাধারণের মধ্যে খুলিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোথায়ও বা ঐ সকল কাগজ গ্রাম্য মুদি-দোকানে মুদক পাতলেবুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু হইয়াছে।

অনেক সময় আমরাই কেহ কেহ "গৌড়ীয়ে"র সকল সংখ্যাগুলি দেখিবার অবসর পাই না। অথবা উপরি উপরি দুই চারিটি কথা দেখিয়াই ইহার সকল কথাই আমাদের পরিজ্ঞাত, মনে করি। কেহবা মনে ভাবি, অন্তঃপ্রকাশে ভাবুক ব্যক্তির ন্যায় বসিয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া "গৌড়ীয়" যত কথাই বলুন না কেন, আমরা তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইব ঐ সকল "গৌড়ীয়ে"র গুণে তাঁহারই জন্য অর্জিত থাকুক।

সেদিন আমাদের কোন এক বন্ধু গৌড়ীয়ের কোন একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিলেন যে, "প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া ভাবিলাম, লেখক তাঁহার বক্তব্যবিষয়টি খুব আট-ঘাট বাঁধিয়া বলিয়াছেন এবং বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের বুদ্ধিমত্তার সাহচর্য্যে কেনাইয়া কেনাইয়া তাহার সাহায্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রশংসনীয়।" বন্ধুবর লেখককে এই প্রতিষ্ঠাটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন। লেখক বাড়ী চলিয়া গেলেন, বন্ধুবর বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, প্রবন্ধটি ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে যে উপভোগ্য হইয়াছে, সেই উপভোগের ভোগী হওয়াই যথেষ্ট। আর অধিকন্তু লেখকেরও ঐ প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসা-প্রাপ্তিটুকুই পুরস্কার ও বেতন। কিন্তু একজনই কি 'গৌড়ীয়ে'র নিয়ামক ও কর্তৃপক্ষ কীর্ত্তন করিয়াছেন বা 'গৌড়ীয়ে'র সেবায় যাবতীয় রসদ যোগাইতেছেন?

সেদিন আর এক বন্ধু বলিলেন, 'গৌড়ীয়' গৌড়ীয়মঠের একটি ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন মাত্র। পত্রিকা-বিভাগ, গ্রন্থপ্রচার-বিভাগ প্রভৃতি গৌড়ীয়মঠের ঐশ্বর্য্যজনক। লোকের কাছে দাঁড়াইতে হইলে এই সকল দেখাইয়া আমরা আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমাদের পাঁচ জায়গা কাগজ আছে, সভাবিক গ্রন্থ আছে, সুতরাং আমরা পণ্ডিত, মূর্খ নহি,—ইহা সাধারণ্যে প্রত্যক্ষভাবে স্থাপন করিতে হইলে 'গৌড়ীয়' বা গ্রন্থ-বিভাগের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু লোকের নিকট এই ঐশ্বর্য্য জাহিরকরাটুকুই কি আমাদের 'গৌড়ীয়'-সেবার শেষ কথা? অথবা ইহাই কি 'গৌড়ীয়ে'র বাণী-প্রচার?

'গৌড়ীয়' কি কেবল পরের নিকট নিজের বাহ্য ঐশ্বর্য্য বা শোভা দেখাইবার জন্যমাত্র? যদি বলি, "আমি আমার ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য চাই" দেখাইতে চাহি না, সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য স্থাপন করিয়া লোকমঙ্গল ও লোকাকর্ষণ করিতে চাহি।" লোকমঙ্গল ও সত্যের প্রতি লোকাকর্ষণ কিছু অন্যায় নহে, তবে তাহার সহিত যুগপৎ যদি আত্মমঙ্গল ও সত্যের প্রতি ঐকান্তিকভাবে আত্মাকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে যে, সকলই পরের জন্য হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্তিগত ভোগ-প্রতিষ্ঠার জন্যই পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। ঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার এই সূক্ষ্ম বিক্রমের প্রতি উদাসীন হইলে বুঝিব, 'গৌড়ীয়ে'র বাণী আমাদের কর্ণে যাইতেছে না। 'গৌড়ীয়ে'র বলুই আমাদের নিকট আবরণ-রূপে উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্যস্থাপনের দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য্য-পিপাসাকে যেন পরিপুষ্ট করিয়া না তুলি। কেবল 'গৌড়ীয়ে'র প্রচ্ছদপট লোকের নিকট দেখাইয়া নিজকে 'গৌড়ীয়ে'র বাণী হইতে তফাৎ রাখিলে আত্মমঙ্গল হইবে না। বাণীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, বাণীর সেবা করিতে হইবে। কর্ণে যাহাতে বাণীবীর্য্য আহিত হয় এবং চেতনে যাহাতে সুফল প্রসূত হয়, তজ্জন্য 'গৌড়ীয়-বাণী'র নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে।

একদিন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "যহ নিষ্কপট ও সমর্থলোকের সঞ্চিত বহু গ্যাসন রক্ত—'গৌড়ীয় পত্র ও গৌড়ীয়মঠ'।" 'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়মঠ' একই বস্তু। উভয়ই চেতনের মন্দির। 'সমর্থ' বলিতে ভাগবতোত্তম মহাদেবের প্রতিযোগী ধনকামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ 'ধক্ক' নহেন। তদ্বিষয়ে ধক্কতা

আগতিক সামর্থ্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরমার্থ-বিরোধ। মুদ্রাযন্ত্রের গৌরবের তারত্ব বা মৃদঙ্গের মাটিয়া দর্শনকে প্রভুপাদ লক্ষ্য করিতে বলেন নাই। মুদ্রাযন্ত্রকে তিনি যে 'বড়গোল' নাম বা অকপট শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনকারী ত্রিদণ্ডি-ভক্তিপ্রমাদকে 'শ্রীচৈতন্যের জীবন্তমূরণ' বা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'চিবন্ধ' আখ্যা দিয়াছেন, তাহা মুদ্রণকে লক্ষ্য করিয়া নহে। তারত্ব, মুদ্রণ বা বস্তু-দর্শনে চেতন-বাণী কর্ণে প্রবেশ করে না। সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা যে দর্শন, তাহাই গৌড়ীয়-দর্শন।

কেহ কেহ 'চেতন' 'চেতন' কথাগুলিকে পাশ্চাত্য ও মুক্তকচ্ছ বাগ্‌বৈখরী মনে করিয়া অনেক হাসি-তামাসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই হাসি তামাসা অবসর হউক। তাঁহাদের সেই বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ যেন 'গৌড়ীয়ে'র সেবকগণের জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষার প্রতি ধিক্কার আনয়ন করে এবং নিখিল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত বলদেব-পার্ষদগণের পথ-পোড়ার দর্শন করিবার শিক্ষা প্রদান করে। 'গৌড়ীয়ে'র বাণী আমাদের বস্তুদর্শন-রোগ অপসরণ করুন। 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'—'গৌড়ীয়ে'র মূলমন্ত্রদর্শন শ্রীরূপের এই বাণী যেন আমাদিগকে গৌড়ীয়ের প্রতিফলিত বস্তুদর্শনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বাণী-শ্রবণের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা-বিদ্যা-বিভূষণ প্রভুবর্গের অনুপ্রেরণায় যে প্রভুবিদ্যালঙ্কার ও পরবিদ্যালঙ্কার প্রভু অকপট গৌড়ীয়-সেবায় আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই আদর্শ ভক্তিসুধাকরের সুস্নিগ্ধ আত্মদর্পণ ও ঐকান্তিকতা-চন্দ্রিকার সহিত আমাদিগকে চিরকাল পালন করিয়া 'গৌড়ীয়'-সেবায় বলধান করুন—শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রতি উৎকর্ণ করিয়া তুলুন। ত্রয়োদশ বর্ষারম্ভের শেষে এই প্রার্থনাটুকুই আমাদের 'গৌড়ীয়'-সেবার প্রধান পাথেয়।

The Message of Lord Chaitanya

Bengal's New Movement in the West

(J. K. Sen, Advocate, High Court, Calcutta)

["Forward" thursday, January 17, 1935]

For the first time in the history of this country the message of the great Prophet of Bengal has found its way to Europe. The religion of Lord Chaitanya is a unique gift to humanity and offer a new gospel in this age of discord and strife. In ancient days the missionaries of Bengal penetrated the far East with a message of service and love. The religion of Lord Chaitanya is now being preached by the missionaries of Bengal in the same way in the bosom of Europe. In Bengal itself the Vaishnava poets are famous for their lyrical out-bursts and nothing pleases the public more than the wonderful kirtan music. Gifted with a wonderful power to synthesise and harmonise, Bengal has always acted as the most to all races and people of India and even those of the world beyond. The artists and thinkers of Japan and China have always found here a hospitable atmosphere. The gospel of love preached by Lord Chaitanya was a reality in this province and had no doubtful historical back ground or uncertain legend about it.

THE FIRST FOLLOWERS

The first followers of Lord Chaitanya created a new epoch in the history of India. The present missionaries of His religion seem to aspire higher and are creating a new history in Europe. The Vaishnava movement in India has penetrated the lowest strata of life. Like the 'Hound of Heaven' as Francis Thompson puts it, this religion of love created a new rennissance movement that acted as a lever for the uplift of the down-trodden and helpless millions dragging a miserable life beneath the upper ten. The result was that the submerged mass became vocal and created a new copartnership under the spell of this new faith. History is repeating itself and the religion of love preached from the fertile soil of Bengal has found in the GAUDIYA movement a new expression whose explosive enthusiasm is creating a new spirit in the soil of Europe. The

sacred books couched in the literature of Bengal suffused with the sublimited love of poets and dreamers are now finding a new exposition through the missionaries of this new movement and are creating quite an excellent impression in the land where the Nietzschean doctrine of "will to power" and "superman" have unsettled the peaceful conditions of life and are working out a policy of destroying the weak and the meek on earth.

THE NEW MOVEMENT

This purely Bengal movement with a universal appeal has already caught the imagination of the effervescent West with its thirst for unrest and urge for aggrandisement. Thakur Vaktivinode the great devotee took upon himself the legacy of Lord Chaitanya and inspired Paramhangsa Vaktisiddhanta Saraswati Goswami to rise like a meteor out of a dark past with the halo of a new healer of human ills in the realm of spirit. An outstanding personality he stands as the apostle of this movement whose missionaries are to-day in the midst of Europe enlightening the public about this message from Bengal.

ENGLAND RESPONDS

Swami Bon, a young missionary seems to have caught the spirit of his master and it would be new to many to hear that he has already addressed several gatherings in London on many aspects of Vaishnava faith. The Archbishops of Canterbury and York have extended to him their welcome and it was a novel sight to see this young missionary of Bengal clad in saffron robe hunting numerous parties and cultural societies in the aristocratic and exclusive circles of England.

OXFORD AND CAMBRIDGE

Swami Bon had the privilege of addressing England's proud Universities e. g. Oxford and Cambridge and the religion of love as preached by Lord Chaitanya got echoed within their walls The lyrics of Bengal had poured for many decades that spirit of love and service which were the foundations of the great Vaishnava movement and it is with a sense of unspeakable delight that one noticed them broadcasted in England through fervent missionaries from Bengal. The great GAUDIYA movement must be congratulated for the service on behalf of Bengal and the East.

GERMANY AND GERMAN UNIVERSITIES

Repeatedly cheered in his lecture at the Humbo'dt Hans, under the auspices of the Werbeans schuss for Deutsch-Indische Verstanddigung, this young Bengalee missionary rose to the height of the occasion and spoke eloquently on the "Theism of India". He lectured further before several Universities of Germany and met the savants and the intellectuals of Germany and tried to offer to Germany the religious atmosphere of Bengal. Swami Bon has already been invited to address the University of Paris in the near future and there is no doubt he would do justice to his theme of service, sacrifice and love in words that are bound to reverberate throughout the whole of Europe.

BENGAL AND THE WORLD.

Bengal has already appeared before the world as an effective interpreter of oriental culture in the realm of poetry and science. It is meet that Bengal's own religion of love as preached by Lord Chaitanya should find some vent in the arena of the modern world. His magnetic personality has not yet been interpreted in the thought-centres of the West for there is nothing like it in the history of India. The leaders of the GAUDIYA movement of Bengal deserve the heartiest congratulations from all lovers of religion and culture for the great work they are doing on behalf of Bengal in the West. Above all their MASTER and leader the apostle of this new creative force deserves the heartiest commendations for his inspiring personality and selfless devotion in the cause of India's religion.

—o—

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

ত্রিংশ প্রসঙ্গ

'শ্রীকৃষ্ণ'-শব্দে বা ধারণায় যে পূর্ণতমতা আছে, তাহার সহিত বিভিন্ন দেশ-বিশেষের ভগবানের বিভিন্ন নামের ধারণা একই প্রকার', এইরূপ মৌতাসিদ প্রকৃত তত্ত্বতত্ত্ব অর্থাৎ পরাৎপর তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুতেই দিতে পারেন না। 'পানী, এক্কোয়া, ওয়াটার, জল' সকলই এক হলেরই পূর্ণ ধারণার বাচক; 'ওয়াটার' বলিলে ইংরেজের নিকট হলের যে পূর্ণ ধারণা, 'জল' বলিলে সংস্কৃত ভাষাবিদের নিকট হলের সেই পূর্ণধারণাই বুঝায়। কিন্তু কৃষ্ণ-শব্দ বা কৃষ্ণ-রূপ যে পূর্ণতম ধারণার অভিব্যক্তি করে, ব্রিটনীর সত্তামাত্র বিশেষণ-বোধক 'জিহোবা', গ্রীকের অমরত্ব-বিশেষণ-বোধক 'জিউস্', রোমানগণের লোকপিতৃত্ব-বিশেষণ-বোধক 'জুপিটর', পারসীকের অপাপবিদ্ধত্ব-বিশেষণ-বোধক 'আহুরমজ্দ', মুসলমান-সম্প্রদায়ের পূজনীয়ত্ব-বিশেষণ-বোধক 'আল্লা' কিংবা বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের জগতের সহিতগত বিশেষণ-বোধক সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ বা যোগীর বিরাট্রূপ বা পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ সেই গোকুলবীর কৃষ্ণের **পূর্ণতম বিশেষত্ব ধারণার** সহিত কিছুতেই সমজাতীয় হইতে পারে না। ঐ সকল ধারণাগুলি ন্যূনাধিক বিশেষ কৃষ্ণের অনন্ত বিশেষণের এক একটি অত্যন্ত আংশিক ও অসম্যক্ পরিচয় প্রদান করে। এমন কি, বিষ্ণুতত্ত্ব নারায়ণও, অধিক কি পূর্ণধারকেশ-কৃষ্ণও গোপীজনবল্লভ-পূর্ণতম-কৃষ্ণের ধারণার সহিত সমান নহেন। *

সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা প্রভৃতি প্রকৃতিসম্বন্ধীয় গৌণ নামের সহিত পরাৎপরতত্ত্বের মুখ্য পরিচায়ক শ্রীকৃষ্ণ নামের আকাশ পাতাল ভেদ। যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হইতে এ সকল বিষয়ের সন্ধান পান নাই, তাঁহাদের কৃপমণ্ডূকতার যুক্তি লইয়া জল ও 'পানী'র উদাহরণের দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের ধারণার সহিত আংশিক, অসম্যক্, বিকৃত প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বা প্রকৃতি-ব্যতিরেক ধারণার মৌতাসিদ কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে?

একত্রিংশ প্রসঙ্গ

কতকগুলি লোক পরাৎপর তত্ত্বের পরমত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ না করায় তথাকথিত-সমন্বয়বাদের মৌতাসিদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লৌকিক উদাহরণের দ্বারা এমন কতকগুলি চাতুর্য্যপূর্ণ কথা ও যুক্তির অবতারণা করে যে, যাঁহারা পরমতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারা এ সকল ব্যক্তির মনঃকল্পিত উদারতাকে সংকীর্ণতা ও কপটতার তাণ্ডব বলিয়া চক্ষুষ্মান সুধীসমাজে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন।

তথাকথিত সমন্বয়বাদীর চোখাচে রোগে আক্রান্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "শ্রীরামানুজাচার্য্য যে গোবিন্দকে শিবোপাসনা ছাড়াইয়া বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন কিংবা শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার ভক্ত আচার্য্য-সম্প্রদায় যে দাক্ষিণাত্যের বহু শৈব ও বিভিন্ন মতাবলম্বীকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা কোন বিশিষ্ট মত-প্রচারের জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা সরলতার বশবর্ত্তী হইয়াই ইহা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় নাই।"

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও আচার্য্য শ্রীরামানুজাদি লোকোত্তর মহাপুরুষগণের মনোধর্ম্মী সমালোচক এরূপ মহাপুরুষগণের উপর 'মুরুব্বীয়ানা' প্রদর্শন করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক বলিতে চাহেন যে, 'ভক্তি ও অভক্তি, পরাৎপর তত্ত্ব ও তদধীন তত্ত্বসমূহের যে কোন একটিকে স্বীকার করাই অর্থাৎ যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেরূপ মত স্বীকার করাটাই সমীচীন; তবে কোন বিশেষ যুগে ঐরূপ আচার্য্য তাঁহাদের (এক যেয়ে) (?) মত প্রচার করিতে আসেন।'

ঐ সকল আচার্য্যের অনুভূতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে—অন্ততঃ যৌথিক তাঁহাদের কার্য্যের

* যেরূপ নকলী হিসাবে ঈষাণ পণ্ডিতের সহিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ও ঈশ্বরপুরীপ্রভুর ঈশ্বরপুরীর শ্রীবাসাঙ্গন হইতে অন্তর্দ্ধান বাসুদেবপুরীর শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৪শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আংশিক যুক্তিযুক্ততা স্বীকার না করিলে সমালোচকের অভিজ্ঞতা বা পরবর্তী এ সকল মহাজনের মহান্ প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিরাকৃত হইয়া পড়িবে, অনেকে এই আশু গতিটুকু বজায় রাখিবার জন্য আচার্যগণকে ঐরূপ এক কপটতাপূর্ণ সাফাই দ্বারা আংশিক বা বিকৃতভাবে সমর্থনের নামে 'তোষার উপর খোদ্‌গিরি' করিয়া বসেন। তথাকথিত সমন্বয়বাদীর চৌথাচ-লাগা ঐ সকল ব্যক্তির অন্তরে হানা দিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন, তাহাদের হৃদয়ে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত আচার্যগণের প্রতি এই ভাবটি প্রবল হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে যে, "তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক এক ঘেয়ে কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকল মতকে সমান বলিতে পারেন নাই।" শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনমন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তি কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞকে সমান বলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে ষণ্ডতণ্ড পাষণ্ডী বলিয়াছেন। শ্রীনামভজন অন্য কোন সাধনের সহিত সমান হইতে পারে না,—শ্রীশ্রীধর স্বামী ও শ্রীলক্ষ্মীধর ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তিকেই সর্ব্বোপরি বলিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মহাজনের "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড" বলিয়াছেন। শ্রীসনাতন-কপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভীমকল, বকুলী প্রভৃতির উদাহরণ দ্বারা যত্নত জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগাদি-চেষ্টা পরমমঙ্গল-লাভের পরম অন্তরায় বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আধুনিক সমন্বয়বাদী মুখে যতই কেননা শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া কপট সম্মান প্রদর্শন করুন—(কেন না, লোকপ্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কিছু বলিলে নিজ প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া পড়িবে।) তাঁহাদের অন্তরে তাঁহারা এই ধারণাই পোষণ করেন যে, "ঐ সকল সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মত প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য নহে; উহা তাঁহাদের এক ঘেয়ে, একদর্শী, 'নিজের দিকে ঝোলটানা' মতবাদ মাত্র। হরিনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য ও সাধন, বিষ্ণুই একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্য দেব বা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এগুলি নিজমত-প্রতিষ্ঠার গোঁড়ামি মাত্র। নিজমতে এইরূপ নিষ্ঠা না দেখাইলে অপরকে স্বমতে আনা যায় না। বস্তুতঃ ঘণ্টাকর্ণের ন্যায় ভক্তি কখনও প্রশস্ত নহে।

যাঁহারা ঐসকল সাম্প্রদায়িক প্রচারকগণের বর্ণবিন্যাস গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা ঐ কথা শুনুন; যাঁহারা হরিনাম-গ্রহণের পথ লইবেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের কথা শুনুন এবং নিজের মতে নিষ্ঠার জন্য 'নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' কথাগুলি হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া রাখুন। কিন্তু কর্ম্মাবলম্বী, জ্ঞানাবলম্বী বা যোগাবলম্বী কিংবা অন্য কোন মতাবলম্বী তাঁহাদের স্ব স্ব সাধনার দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিতেপারিবেন না"—শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ কথায় পড়িয়া যদি তাঁহাদের স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করেন, তবে বিভিন্ন লোকের কথায় বিভিন্ন স্থানে কূপখনন-কারীর চেষ্টার ন্যায় কোথাও সমগ্র কূপখনন করিয়া জল লাভ করিতে পারিবেন না, অতএব শ্রীচৈতন্যদেব বা অন্যান্য গোঁড়া (!) আচার্য্যগণকে চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গিয়া যাইতে দাও, তুমি যেটি তোমার মত বা ধর্ম্ম বলিয়া ভাল বুঝিয়াছ, তাহা লইয়াই কার্য্য করিয়া যাও, দেখিবে তোমার ইষ্টলাভ হইবে। এ সকল ব্যক্তির কথা শুনিলে তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠায় ব্যাঘাত হইবে। গোঁড়া ব্যক্তিগণের কথায় অপরের নিষ্ঠায় আঘাত লাগে। যে কোন একটি ধর্ম্ম-মতকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে তদ্দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঐসকল ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া পরধর্ম্মে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতারই লক্ষণ।

অব্যভিচারিণী নৈষ্ঠিকী ভক্তি (?) যে কোন একটি কল্পিত বা রুচি-অনুযায়ী নির্ব্বাচিত ইষ্টে প্রয়োগ করিলেই হইল। কালী, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, গণেশ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা,—যে কোন একটি বস্তুতে একান্ত নিষ্ঠা করা যাউক না কেন, তাহাকেই অব্যভিচারিণী ভক্তি বলা যায় এবং তদ্দ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধি হয়। মহাভারতের একটি গল্প* বলি,—"উপমন্যু একজন ঋষির পুত্র। সে জনৈক লোককে একদিন একটি গাভী দোহন করিতে দেখিয়া তাহার মায়ের নিকট গিয়া দুধ ভাত খাইবার জন্য আবদার করিতে লাগিল। মা, চাল বাটা গুলিয়া তাহার সহিত ভাত মিশাইয়া উপমন্যুকে খাইতে দিল। উপমন্যু ইহা খাইতে খাইতে বলিল, মা আমি একবার বাবার সঙ্গে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া দুধ পান করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি

* মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৩শ অধ্যায়।

যে দুধ ভাত খিয়াছ, তাহার স্বাদ ত' সেরূপ মধুর নয়। ছেলের কথা শুনিয়া মা বলিলেন, বাছা, আমরা তপস্বিনী, কোথায় দুধ পাইব! তোমার যদি দুধ ভাত খাইবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আশুতোষ শিবকে ডাক। তাঁহার পূজা করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম সবই পাওয়া যায়। উপমন্যু শঙ্করের আরাধনায় নিযুক্ত হইল। বালকের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আশুতোষ ঐরাবত-বাহনে চড়িয়া ইন্দ্রের রূপ ধরিয়া বালকের কাছে আসিয়া বর দিতে চাহিলে বালক বলিল, 'ইন্দ্র, আমিত তোমার তপস্যা করি নাই, আমি শিবের দর্শন চাই, শিব ছাড়া আমি অন্য কাহারো নিকট বর লইব না। 'পশুপতি বচনাৎ ত্বমামি সদ্যঃ কৃমিরথবা তরুরস্মি যেন কেনাপি।
অপশুপতিবর-প্রদাদহং যে ত্রিভুবন-রাজ্য-বিভূতিরপি নিষ্ঠা॥

অপি কীটপতঙ্গে বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া।
ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে॥'

—পশুপতি শঙ্করের আদেশে আমি এখনই কৃমি বা বিশাল বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহা ছাড়া অন্য কাহারও বরে ত্রিভুবনের রাজা বা ঐশ্বর্য লাভ করিতেও চাহি না। শঙ্করের আদেশে কীটপতঙ্গ হইতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু হে ইন্দ্র, তোমার দেওয়া ত্রৈলোক্যও চাহি না।

উপমন্যুর নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া শঙ্কর বালককে বিষমোহন রূপে দর্শন দিলেন এবং চিরযৌবন, সদ্গতি প্রভৃতি দান করিলেন।"

এই উদাহরণ দেখাইয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদীর অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বলেন যে, এখানে উপমন্যু শিবের প্রতি যে একনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিষ্ণুর প্রতি ব্যভিচারিণী ভক্তিরই ন্যায় শুষ্কভক্তি। আরও বলেন, সাকার (?) উপাসকের এইরূপজাতীয় ভক্তির নামই শুষ্ক ভক্তি।

তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ শুষ্ক ভক্তির (?) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও কত কি হাস্যাস্পদ কথা বলিয়া থাকেন,—"শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে পূজা, জপ, হোমাদি দ্বারা যে বৈধী ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা ক্রমে গাঢ় অনুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে রাগানুগ নামে কথিত হয়। সর্ব-ব্যাপী অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বিগ্রহবান্ হইয়া (?) নরাকার ধারণ পূর্বক (?) কখনও পুত্ররূপে, কখনও সখারূপে, কখনও প্রভুরূপে, কখনও পতি রূপে ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন।"

তথাকথিত সমন্বয়বাদীর "আমার ব্যাপারীর জাহাজের খবর সমালোচনা"র ন্যায় ভক্তিবিষয়ে অনধিকার-চর্চা দেখিয়া ভগবদ্ভক্তগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। বহির্মুখ মানব-হৃদয়ের একটি সাধারণ ভ্রম বা অনর্থ রূপ জাতিসাধারণবাদ, যাহা বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিভাষার মধ্যে 'সাম্যবাদ' নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহির্মুখ মানবজাতির বহির্মুখতার ইতিহাসে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এজন্যই ব্যাসদেব অতি প্রাচীনকালে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নরকভাক্ * ব্যক্তিগণের লক্ষণই এই যে,* "তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তামূর্তি ও কাষ্ঠপাষাণে সাম্য বুদ্ধি করেন, গুরুতে ও মনুষ্যে, শ্রীশালগ্রামে ও উপলখণ্ডে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পদসৌভগলে ও সাধারণজলে, মহাভাগবতের সেবা ও আর্ত্তদুঃখী বদ্ধজীবের সেবা, পরমভাগবতকে ভোজন করান' ও সুপ্রবৃত্তি করাইবার জন্য কর্ম্মফল-ভোগী কাঙ্গালকে ভোজন করান' সমান মনে করেন! পুণ্যকর্ম্ম ও ভক্তি, হরিনাম ও সাধারণ শব্দ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বেদ ও মনের চেষ্টা এবং মুক্তআত্মার স্বাভাবিকবৃত্ত ভক্তি—সকলই এক-শ্রেণীর; 'যার যার কাছে যা, তার তার কাছে সেইটিই বড়', একটিতে নিষ্ঠা থাকলেই হইল। গঙ্গাজলে, ভাগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুতে, শ্রীশালগ্রামে নিষ্ঠা ও যাহা, সাধারণ জল, সাধারণ মনুষ্য বা লোকনাথক কিম্বা রাস্তার খোয়ায় বা শিলায় নিষ্ঠাও তাহাই, ইহারই নাম সমন্বয়-সমন্বয়। আমরা নিষ্ঠাটিই দেখিব; যাহার প্রতি নিষ্ঠা, সেই বস্তু লইয়া মারামারি করিবার দরকার কি? বস্তুটিত' খোদামাত্র!" ইহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলেন, "দেখ, বিষমঙ্গল বেশ্যায় নিষ্ঠা করিয়াছিল, মহাত্মা তুলসীদাসের পূর্ব্বজীবনে স্ত্রীতে আসক্তির কথা কাহারও অবিদিত নাই। ইহারা কেবল তাঁহাদের নিষ্ঠাটিরই মোড় ফিরাইয়া দিলেন। অতএব, বলিতে হইবে, বিষমঙ্গল ও তুলসীদাস বেশ্যার প্রতি নিষ্ঠা ও স্ত্রীর প্রতি ভক্তি করিয়াও পরম কৃষ্ণভক্ত ও রামভক্ত হইয়াছিলেন।"

(ক্রমশঃ)

* "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ……নারকী সঃ।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

গোয়ালিয়রে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২৮শে ডিসেম্বর বেলা মিনিটের সময় বোম্বে গোয়ালিয়র রাজ্যের মোরেনা ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলিসহ ষ্টেশনে স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় লইয়া আসেন। স্বামীজী সমবেত সজ্জনগণসমীপে অন্যূনাধিক শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাবিষয় কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় শ্রীবিহারীজিউর মন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজী উক্ত সভায় সদ্গুরু, সঙ্কীর্ত্তন ও হরিনাম বিষয়ক বিচার-সম্বলিত 'পরমার্থলাভের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। গোয়ালিয়রের কতিপয় বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী উক্ত বক্তৃতা ইংরাজীভাষোল্লিখিত জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য হিন্দিভাষায় বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ৩১শে ডিসেম্বর স্থানীয় মিডল-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহোদয় শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ প্রেরণ করিয়া হরিসংকীর্ত্তনসহ স্বামীজীকে স্কুলে লইয়া আসেন। স্বামীজী স্কুলে উপস্থিত হইলে বহু সজ্জন স্বামীজীকে পুষ্পমাল্যদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া বক্তৃতাস্থলে লইয়া যান। হেড্‌মাষ্টার মহোদয় স্বামীজীর ও তৎসম্পর্কিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়ের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিলে স্বামীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সহিত যোগদান করিবার জন্য গতকল্য (২৫ জানুয়ারী, ১৯৩৫ শুক্রবার) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গোয়ালিয়রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে তিনি স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিয়া প্রচার-কার্য্য করিতে পারেন।

—

জার্ম্মাণীতে প্রচার

বার্লিনের সংবাদদাতার এক পত্রে প্রকাশ, গৌড়ীয়মঠের প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের পূর্ণ বক্তৃতা-শ্রবণে Lessing Hochschule-এর কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তথায় গত ১১ই ও ১৩ই জানুয়ারী তারিখে স্বামীজীকে আরও দুইটি বক্তৃতা-প্রদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে স্বামীজী ঐসকল মনীষিগণের নির্দ্দেশানুসারে গত ১১ই জানুয়ারী "ভারতের বর্ণবিভাগ" এবং ১৮ই জানুয়ারী "সদ্গুরুর পাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগতির প্রয়োজনীয়তা কি?" এই দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতাদ্বয় সদ্যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সংযুক্ত থাকায় সভায় উপস্থিত দার্শনিক পণ্ডিতগণের ও জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গতকল্য (২৪শে) ও অদ্য (২৬শে জানুয়ারী) বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দিবসদ্বয় বক্তৃতার বিষয় হইবে যথাক্রমে—"পারমার্থিক জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" এবং "মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য"।

সংবাদদাতার পত্রে আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ২।৩ মাস ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছেন, স্থানীয় মনীষিবৃন্দ তাহা অধ্যাপক মহেন্দ্র সরকারের ও অন্যান্য বক্তার বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজীর দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ-পরিপাটী ও ভাষার সৌন্দর্য্য সকলকেই বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট করিয়াছে।

আরও আনন্দের সংবাদ এই যে, জার্ম্মাণীর কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর বহুমূল্য বক্তৃতাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়ের কিয়দংশ অতি সত্বর প্রচারিত হইতে পারিবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিতেছেন; দুই এক দিনের মধ্যেই কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

—•—

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৪১; ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ | ২৬শ সংখ্যা

সেবার খতিয়ান

তের বৎসরের অধিককাল হইল, যে মহেন্দ্রক্ষণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কর্ণকুহরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত হইতেই আবরত শুনিয়া আসিতেছি, 'সেবা' শব্দের অর্থ—একমাত্র অধোক্ষজ স্বরাট্ পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন প্রকার ছলনা, কপটতা বা ছদ্মবেশ নাই। আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছার প্রতি এইরূপ তীব্রতম কষাঘাত ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির মুক্ত-প্রপ্রহরুরি পরিচালনা করিবার অনুপ্রেরণা-দায়িনী বীর্য্যবতী-বাণী অন্যত্র তথাকথিত ধর্মগুরুর উপদেশের মধ্যে পাই নাই বলিয়াই শ্রীচৈতন্যবাণী হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে এবং সতীর্থগণের আদর্শ আচার ও প্রচারে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—সেবাই আমার নিত্য ধর্ম। সেই সেবা তথাকথিত জীব-সেবা নহে, তথাকথিত আর্ত্ত-সেবা নহে, নিজের খেয়ালের সেবা নহে, মনোধর্ম্মের সেবা নহে, কপটতার সেবা নহে, পরোপদেশে পাণ্ডিত্যসূচক উচ্চ বাগ্বৈখরীর সেবাও নহে, চালিয়াতি ও ধাপ্পাবাজির সেবা নহে;—উহা বাস্তবসত্য, অধিতীয় ভোক্তা, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় এক পরাৎপর পুরুষের সেবা। সেই সেবামন্ত্র লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শুনিয়াছিলাম;—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেব্যের দ্বারা কোনপ্রকার অসাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিসন্ধিতে যে সেবার বাহ্যাকৃতি, তাহাও সেবা নহে, বরং তাহা সেবার চরণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।

সরস্বতীর সেই বাণী-বীথি যে-দিন কর্ণে আহিত হইল, সেই একদিন, আর আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে আর এক দিন! আজ দেখিতেছি, মহাদেবের তেজোময় সেই চেতনবীর্য্যকে আমি ধরে ধারণ করিতে পারি নাই, ফেলিয়া দিয়াছি। জগতের অপদেবতা, ভূতদেবতা, ভূত-প্রেতের মাটিয়া ধাতুই আমার কর্ণে ঝোলাইয়া রাখিয়াছে!

সেবামন্দিরে প্রবেশের প্রথম মুখে সাধন-পথের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম,—"উৎসাহাদ্ধৈর্য্যাৎ নিশ্চয়াত্তত্তৎকর্ম্ম-

প্রবর্ত্তনাং সদ্বভাগিনাং" প্রভৃতি। সংসর্গতঃ কর্ণ হইতে কাঁটাইয়া (!) দেখিয়া দিয়া ভূতপ্রেতের ভূমন্ত্রণায় এই যন্ত্রগুলিকে আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাজে লাগাইতে ত্রুটী করি নাই। 'উৎসাহে' আমি খুবই প্রদর্শন করিতেছি। আমার উৎসাহ ও উদ্যমের আবেগে ধরিত্রীর আকূল, স্বর্গের দেবগণ ত্রস্ত হইয়া উঠে। পুরাণে পাঠ করিয়াছিলাম, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ প্রভৃতি অসুরগণের উৎসাহ, উদ্যম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণগণায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দেবতা ও জীব ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই আদর্শের খানিকটা ছাপ আমারও অঙ্গে লাগিয়াছে।

কিন্তু এই উদ্যম কিসের জন্য? এত উৎসাহ কেন? এরূপ আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিবার অদম্য চেষ্টাই বা কোথা হইতে আসিল? হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ খোলা-খুলিভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-আহরণের জন্য মহাউদ্যম প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু আমি ত' বিষ্ণু-বিদ্বেষী নহি, আমি বৈষ্ণব,—ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। আমি যদি-ভক্ত-বৈষ্ণব-সেবাপ্রাণ, গুরুসেবার জন্য আমার রাত্রিতে নিদ্রা নাই, ভোজনের সময় নাই, সংসারের দিকে দৃক্‌পাত নাই, স্ত্রী-পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার দিকে তাকাইবার অবসর নাই, আত্মীয় স্বজনের রোগ-শোকে সান্ত্বনা বা পরিচর্য্যার সময় ত' আদৌ নাই-ই। আমার এই অমানুষী সেবা-বৃত্তি দেখিয়া সংসারত্যাগী বৈষ্ণবগণ গুরুদেবের সেবা করিবার জন্য সংসারের যে সকল সেবা ছাড়িয়াছেন, সেই সকল সেবা পুনরায় আমাকে গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত। গুরু-সেবায় আমার এত উৎসাহ, এত উদ্যম, এত আগ্রহ চেষ্টা।

সংসারের বিদ্যাসদ্বাগুরুতায় মর্ম্মাহত হইয়া সাময়িক বিরাগী সাজিয়াছিলাম। প্রচার-কার্য্যে আমার কত উৎসাহ, সক্রিয়তা ও ব্যাপার কত উদ্যম দেখাইয়াছি। আমি অবৈতনিক প্রচারক, অভিজ্ঞ সম্পাদক, পরিশ্রমী লেখক, উচ্চ সাহিত্যিক, বহু প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত বাগ্মী, প্রতিষ্ঠানের মূলস্তম্ভগণের অন্যতম, বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে একদিনও একমুহূর্ত্তের জন্য সময় করিয়া লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কষ্টিপাথরে যাচাইয়া দেখিয়াছি কি আমার এই উদ্যম কিসের জন্য? ইহা কি আমার সেবা-চেষ্টা, না সেব্যের সর্ব্বপ্রভাবাধার আমার প্রতিষ্ঠাবাই, আমার কনক-স্পৃহা ও আমার কামিনীলাভের সেবা-সরণি করাইয়া লইবার উদ্যম?

আধুনিক বাস্তিক যুগের সভ্যতা সর্ব্বত্রই উদ্যমের যে বিপুল আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া জাগতিক মনীষিগণও একবাক্যে বলিয়াছেন যে, পুরুষজাতিকে বিপুল কর্ম্মোদ্যমের শক্তি সঞ্চার করিয়াছে প্রধানতঃ কামিনীজাতি, তাহার আকর্ষণ ও মনোলিপ্সা। কামিনীকে সুখী করিবার জন্য বাস্তিক সভ্যতার প্রোজ্জ্বলব্যক্তিগণ কামানের গোলার সম্মুখীন হইতেছেন, জলের অতলগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, আকাশচারী হইতেছেন, তন্ত কি করিতেছেন! তাহাতে প্রতিষ্ঠা আছে, পশ্চাতে অর্থ আছে। অর্থ থাকুক আর না-ই থাকুক, প্রতিষ্ঠা তাহাতে যে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে মৃতব্যক্তিও জাগিয়া উঠিতে পারে। সভ্যজাতি স্ত্রীজাতিকে এই জন্য "শক্তিজাতি" নামে ভূষিত করিয়াছেন। কারণ যতকিছু জড়শক্তির প্রেরণা, মনীষিগণ বলেন, উহার মূল ভাণ্ডার মহামায়ার অংশভাগিনীগণের নিকটই আছে গচ্ছিত।

কোন এক প্রত্যক্ষদর্শী লেখক বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে সৈনিকগণের হস্ত হইতে যখন ভয়ে ও নিরাশায় অস্ত্র-শস্ত্র খসিয়া যায়, তখন কোন সুন্দরী কামিনী যদি সেই স্থানে আগমন করিয়া সৈনিকগণের করমর্দ্দন করেন, তখনই সৈনিকগণের হৃদয়ে বিদ্যুৎসঞ্চার হয়। তাহারা নববল ও নবোৎসাহের সহিত যুদ্ধে বিপুল উদ্যম প্রকাশ করিতে থাকে। শক্তি-জাতির নিকট হইতে সম্মান পাইবে বা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিবে, এই যে প্রচণ্ড স্পৃহা, তাহাই সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্ম্মুখ ত্যাগী ও ভোগী উভয় প্রকার মানবকে উদ্যমী, উৎসাহী, অথবা কর্ম্ম-নিপুণ, কর্ম্মবিচক্ষণ করিয়া তোলে। হয়ত অনেকে একথা অস্বীকার করিবেন, ইহার তীব্র প্রতিবাদও করিবেন। কিন্তু আমাদের ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ চিত্তবৃত্তির অজ্ঞাতসারে হৃদয়েশী মায়া এই সকল ঘটনা মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্ঘটিত করিয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই, এই প্রচণ্ড পিপাসার উত্তেজনা যে উৎসাহ ও উদ্যমের আকাশপাতাল-ভেদিনী ধারা উদ্ভাবন করিয়া গর্ব্বস্ফীতবক্ষে গতিধারা বহাইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠা, কনক বা কামিনী হইতে বঞ্চিত করাইবার অগ্নিপরীক্ষার সময়ই তাহার আত্মস্বরূপ

প্রকাশ করিয়া ফেলে। প্রতিষ্ঠাদ্বারা pump করিতে করিতে যতক্ষণ আমাকে ফুলাইয়া রাখা যায়, ততক্ষণই আমি মহা উদ্যমী, মহাসেবক, গুরুসেবার আদর্শ, প্রাণপাত-পরিশ্রমী, মত প্রচারক, বক্তা বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে পারি; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রতিষ্ঠাটুকু কমিয়া যায়, তৎমুহূর্ত্তেই আমার সেই অসার উদ্যম ম্লান হইয়া পড়ে। প্রতিষ্ঠার লাঘব যাহাতে বিন্দুমাত্রও হয়, সেইরূপ বাক্য আমার নিকট অসহ্যবাণের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হয়। আমি আত্মসাফাই করিবার ছলনায় সেই প্রতিষ্ঠার সামান্য লাঘবকে মুখে আসনে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য কখনও অভিমান, কখনও কর্ম্ম-বিস্মৃতি, কখনও নিজশক্তি-সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসমূহ অস্ত্রশস্ত্ররূপে বাহির করিয়া ফেলি। তাই চৌদ্দবৎসর পরে ভাবিতেছি, আমার উদ্যম ও উৎসাহ প্রভৃতি কি সত্য সত্যই গুরুসেবা, না আর কিছু! কি করিতে আসিয়াছিলাম, কি করিয়াছি, ইহার হিসাব-নিকাশ ত' একদিনও নিরপেক্ষ ও সুস্থ হৃদয়ে করিলাম না!

আমি সতীর্থগণকে বলি, "তোমাদের সমালোচনা কেবল হিংসা-মূলক। তোমরা বৈষ্ণবাপরাধী!"—ইহা হয়ত' আমি স্পষ্ট মুখে না বলিলেও আমার ভাবকসম্প্রদায়-দ্বারা আকারে ইঙ্গিতে বলাইয়া থাকি এবং তাহাদের ঐরূপ চেষ্টারও গুপ্ত অনুমোদন করি এবং স্বয়ং বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ বা অস্ত্র লইয়া তদ্দ্বারা সমালোচকগণকে বাহ্যতঃ পরাভূত করিতে চেষ্টা করি। ইহাতে আমার "বৈষ্ণবতা"ও বজায় থাকে।

আমার যৌন প্রতিবাদের ও নিজ-পক্ষ-সমর্থনের আর একটি প্রধান অবলম্বন আমার মতে স্বয়ং শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমি মনে করি, শ্রীগুরুদেব যখন আমাকে সমর্থন (?) করেন বা আমার বিরুদ্ধে যখন আমার সম্মুখে বা কাগজে কলমে বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন না, তখন নিশ্চয়ই যে সকল কথা বলি, তিনি তাহার অনুমোদক ও সমর্থক। তাই স্বয়ং 'চীফ্ জাষ্টিস্' আমার পক্ষে ব্যারিষ্টারী করিবেন জানিয়া আমি আমার ভাবকসম্প্রদায়ের দ্বারা আমাকে সমালোচকগণের মুখ হইতে নিরাপদ্ রাখিতে পারি এবং "আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক" ইহা বলিয়া উদ্যম, উৎসাহ, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও অন্যকর্ম্ম-অকর্ম্মনের দ্বারা উহাদিগকে আমার অভিপ্রায়-পূরণের অভিযানে অগ্রসর হইয়া থাকি।

শুনিয়াছি, আমার ভাবক সম্প্রদায় সংবাদপত্রের cuttingsএর সংগ্রহের ন্যায় আমার প্রশংসা-সূচক যাবতীয় প্রমাণের cutting গুলি সংগ্রহ করিয়া এখন হইতেই file রাখিতেছেন। ঐগুলি বাকি আমার সমালোচক-গণের লজ্জিত মুখ করিবার পক্ষে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে আমার ভাবকসম্প্রদায়ের পাওনত অস্ত্র হইবে? যাহা হউক, আমি যদি নিত্য-সরস্বতী শ্রবণ করিবার পরিবর্ত্তে সরস্বতীর কৃত (?) স্তুতিকেই আমার রক্ষাকবচ মনে করিয়া থাকি, অর্থাৎ সরস্বতীর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আমার প্রতিষ্ঠা ও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অযোগ্য বর্ম্মরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি চৈতন্য-সরস্বতী শ্রবণ করিলাম কি? না, অচৈতন্য-সরস্বতীর মন্ত্র কাণে তুলিয়া লইলাম? আমার ভাবক-সম্প্রদায়ের ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া যাওয়া কি আমার শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবা? হয়ত বলিব, "উঁহারা আমার ভাবক বলিয়া আমি তাঁহাদের পক্ষপাতী নহি, তাঁহারা আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করেন বলিয়াই আমি তাঁহাদিগের অনুমোদক।" আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি বাণীর সেবক, না বপুর সেবক? যদি তাঁহারা বাণী-বঞ্চিত হইয়া কেবল 'বপু' লইয়াই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সরস্বতীর আবাহন-ভূমিকা হইতে তাঁহারা কতদূরে অবস্থিত, তাহা সত্য সত্যই আমি হৃদয়ে সকল সময়ে খেয়াল রাখিয়াছি কি? হয়ত' আমার বিচার আমাকে পরামর্শ দিবে, "কেবল 'বাণী-বাণী' করিয়া চীৎকার করিলেই ত হইবে না, জগতে কাজ করিতে হইলে বপু লইয়া তাঁহারা কারবার করেন, এরূপ দুই চারিজন লোককেও সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে।" আমার এই কৌশলী বুদ্ধি সত্য সত্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু বপু-সেবকগণের ব্যাকুলতা যদি বাণীর আচার প্রচার ও আদর্শ হইতে ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্য আচার প্রচারক ও আদর্শে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলে—অর্থাৎ বাণীর সঙ্গে যদি তাহাদের মিল না হয়, তবে কি মনে করিব? তখন কি ইহাই প্রমাণিত হইবে না যে, সরস্বতী বা বাণীর সম্যক্ পক্ষ

রূপ 'সঙ্গ-ত্যাগ করিয়া বাণী-বন্দিগণের সঙ্গকেই "সঙ্গ-ত্যাগাৎ" বাক্যের আদর্শ করিয়া ফেলিয়াছি ?

সরস্বতী নৃসিংহদেবের বাগ্‌বিলাসিনী। নৃসিংহদেব ভক্তি-বিঘ্নবিনাশক, কৃষ্ণসেবা-সিদ্ধিদাতা, বিন্দুমাত্রও কোনপ্রকার অভাভিলাষ প্রশ্রয় দিবার ইচ্ছা সরস্বতীতে নাই। সরস্বতী ঐকান্তিকসেবাময়ী। সরস্বতীর মধ্যে আপোষ বা খোঁজা-মিল নাই। সরস্বতী সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণ-সেবানুসন্ধানের জন্য জীব-কর্ণে বাণীবীর্য্য আধান করেন। কোন বিষয়ের বাহ্য আকার-ইঙ্গিত, স্থূল আচার-ব্যবহার, সেবার বাহ্য আকৃতি, বেশ-আবেশসমূহের সহিত যদি সেই অনবদ্যা সরস্বতীর মিল না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে না কি, সরস্বতী আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, না হয় সরস্বতীকেই আমি বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি ?

অনেক সময় সরস্বতী ব্যর্থ-সূচক বলিয়া মনে হয়। তখন আমাদের বঞ্চিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য-জনক নহে। তবে একথাও সত্য, স্বরূপের সঙ্গেই 'ছায়া' থাকে। আমি যদি অন্যাভিলাষ চাহি, তাহা হইলে ছায়া-সরস্বতীকেই বরণ করি। সরস্বতীর অনবদ্য ঐকান্তিক ও সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত কৃষ্ণসেবার সন্দেশ ব্যতীত যদি অন্য কোন প্রকার ব্যর্থ-সূচক বাক্‌চাতুর্য্য আমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমি অকপটে গুরুরূপা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিব, "প্রভো ভক্তিবিনোদবাণী ব্যতীত যেন আমি বঞ্চনা-বাণীতে মুগ্ধ না হই। যে বাণী আমার অকৃত্রিম সেবা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে আমাকে 'সেবা' শিখাইবে, যে বাণী ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ করিবার পরিবর্ত্তে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি বিষয়গুলিকে আমার বরণীয় করিয়া তুলিবে, প্রভো, সেই বাণী ভক্তিবিনোদবাণী নহে—তাহা শুদ্ধা সরস্বতী নহে।"

যে শুদ্ধা সরস্বতীতে কোনপ্রকার তটস্থ অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় নাই, কোন প্রকার বঞ্চনার সময়য় নাই,—সেই সরস্বতী-দ্বারা ব্যারিষ্টারী করাইয়া আমি কি অন্যাভিলাষের বিন্দুবিসর্গও রক্ষা করিতে পারি ? আমি ধর্ম্ম ত' বলিতে পারি, "আমার অধিকার এত উচ্চ যে, লোকের নিকট অকপটজ্ঞানে যাহা অসাধুজনক, তাহা আমাতে দোষ আনয়ন করিতে পারে না। আমি ভেকীয়াল, সাপ লইয়া খেলিতে পারি, তাহা সকলের অনুকরণীয় নহে, তাহা আমারই একচেটিয়া। কৃষ্ণের ন্যায় আচার ও প্রচারের মধ্যে অসামঞ্জস্য আমাতে একচেটিয়া করিতে গেলে আমি শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-ময়ী আচার্য্যলীলার সেবা হইতে—শ্রীচৈতন্য-বাণী হইতে কি আমাকে দূরে রাখিলাম না ?

"আচার প্রচার নামের তুমি দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

—ইহাই অনবদ্যা শ্রীচৈতন্যবাণী। সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণ যখন ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই বাণীকে আবৃত করিলে চলিবে কেন ? আমার দুর্ব্বলতা ও অন্যাভিলাষকে 'তেকীয়াসাং ন দোষায়' বলিয়া কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতার সঙ্গায় আবৃত করিলে কি আমিই বঞ্চিত হইব না ? তাহাতে কি আমার কল্যাণ হইবে, না জগতের কল্যাণ হইবে ? আমি যদি চৈতন্যবাণীর সংসার পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে সেই সংসারের পালাবর্গের দিকে তাকাইয়াও আচার ও প্রচারে অকৃত্রিম সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি নির্জ্জন ভজনানন্দী নহি, আমি কৃষ্ণের বৃহৎ সংসারের সংসারী, আমি প্রচার-প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সম্পাদক। আমার দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে ও আছে ; কিন্তু উহাকে সকল সময়ই মহাভাগবতের বা কৃষ্ণের একচেটিয়া যথেচ্ছাচারিতার পোষাকে সজ্জিত ও সমন্বিত করাইলে তদ্দ্বারা কি সেবা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে না ?

মুখর পরচর্চ্চককে মূক করিয়া দেওয়া বা নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য কর্ণকে বধির করিয়া রাখা বা 'সমালোচক মাত্রই আমার শত্রু' ভাবা এবং তাহা ভাবিয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করিবার সহায়তা করা বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চালিয়াতি ও কৌশল-দ্বারা আত্মগোপন করাই কি সরস্বতীর সেবার কুশলতা ? সরস্বতীর অভ্যর্থনার জন্য যদি কর্ণের দ্বার সর্ব্বক্ষণ অকপটে উন্মুক্ত রাখিতে না পারি, তাহা হইলে বাহিরে মুখতঃ সরস্বতীর বহুল বিপুল অভ্যর্থনা, অভিনন্দনের মহা আড়ম্বর দেখাইয়াও কি আমি বঞ্চিত হইব না ?

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র, বাউলিয়া বিশ্বাস প্রভৃতি কি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভুল দেখার

কম উদ্যম দেখাইয়াছিলেন ? শ্রীবল্লভভট্ট সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া ধন্যাতি-ধন্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্রীপাদ বল্লভভট্টকেও সত্যকথা বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠাশা ভগবদ্ভক্তিলাভের কিরূপ অন্তরায়, তাহা মহাপ্রভু স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছিলেন।

সেই প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়াই দিই, বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণের বপুসেবায় (?) যে সকল ব্যক্তি বিপুল চেষ্টা দেখাইয়াছেন, **অথচ কর্ণদ্বারা অকপটে তাঁহাদের বাণীর পরিচর্য্যা করেন নাই**, তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে বাহ্য-বিষয়ে কে কতটা জড়বিষয়ে আকৃষ্ট, অভিভূত, এমন কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভরসাতেই উপনীত হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন, তাহা কি সরস্বতী আমাদিগকে অনবলোকিতবার বলিয়া দেন নাই ?

কএক বৎসর ধরিয়া ব্যাসপূজার অভিনয়নে বাক্য-বাগীশতার বহর প্রদর্শন করিয়া নিজেকে কতটা ত' জাহির করিলাম। অহৈতুক অকপট গুরুসেবায় কতটা অগ্রসর হইলাম বা হইয়াছি বা সেইজন্য কতটা আন্তরিক ব্যস্ততা আছি, তাহা একবারও স্বস্থচিত্তে ভাবিয়াছি কি ? না, ব্যাসপূজার প্রত্যাভিজ্ঞাপণ বা ধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, উপাধি-বিতরণের মধ্যে আমার প্রশংসার ভাগ কতটা কম-বেশী হইল, অবৈতনিক সেবক আমি, সম্বৎসরের গুরুসেবার শুল্করূপে উহারই প্রতীক্ষা করিয়াছি ? শ্রেষ্ঠ গুল্কটি আমার ভাগে না হইলে আমার মন উঠে নাই,—গুরুবৈষ্ণবগণ আমায় মন দান নাই। আমি ঐসকল প্রশংসা আদৌ চাহিনা জানাইয়া বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠাকেই চাহিয়াছি। তবে, উহা ষোল আনারও কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়, ইহাই আমার গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়, ইহা দেখিয়া আমার এক সরলপ্রাণ সতীর্থ বন্ধু বলিলেন, "সরস্বতীর বপু ত' তাঁহার বাণী হইতে অভিন্ন। অপ্রাকৃত বস্তুতে ত' দেহ-দেহি-ভেদ নাই। বপু-সেবা বাণী-সেবারই রূপ-স্বরূপ। তবে আপনি 'বপু'র প্রতি এত বিমুখ কেন ?" আমি 'বপু' বলিতে কি বুঝিয়াছি, তাহা এখানে না বলিলে হয় ত' আমার ঐ বন্ধুর ন্যায় অনেকেই আমার বক্তব্য বিষয়টি ধরিতে পারিবেন না, এই জন্য এখানে বলিয়া রাখি,—অপ্রাকৃত বাণী ও অপ্রাকৃত বপুতে কোন ভেদ নাই, ইহাই শ্রীচৈতন্যবাণী। যেখানে এই ভেদ-দর্শনের ধ্বনিভাব আবির্ভাব, তাহাকেই আমি 'বপু' বলিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ-সেবা আমার উদ্দিষ্ট বপু-সেবার উদাহরণ নহে। **শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ সেবা করিলে তাঁহার বাণীর প্রতি আমরা বধির হই না, আর বাণী-বধির হইয়া যে বপুসেবায় বিপুল আড়ম্বর, তাহাতে নিশ্চই অন্তর্হিতাশ প্রবিষ্ট।** আবার নিরন্তর বাণী-শ্রবণের অভিনয়েও যে জড়ের প্রতি আকর্ষণ, তাহাও স্থূল বপুর বিক্রম। শ্রীচৈতন্যবাণী যাহাকে 'opaque' বলেন, তাহাই আমার কথিত বপুর দৃষ্টান্ত Non conductor বস্তুটিই বপু অর্থাৎ আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ধাতুতে গঠিত আমার মনোময় আবরণ, যাহার মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদের হৃদয়ে সেবা-চেতনতার বিজলী সঞ্চার করেন না আমার স্বকৃত এই আবরণই অপ্রাকৃত বপুর ন্যায় প্রতিভাত আমার বিবর্ত্ত। ইহাকেই আমি 'বপু' বলি। আশা করি, ইহাতে আমার কোন ভুল থাকিলে গুরুবৈষ্ণবগণ সংশোধন করিয়া দিবেন।

আমি বলি—"কাজ। কাজ ! কাজ ! চাই কাজ !!" যাঁহারা শারীরিক উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতে না পারেন, বাক্যের বহ্বাড়ম্বর, শরীরের বহ্বাড়ম্বরের প্রদর্শনী খুলিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে অলস, জড়, কৃপ, বোকা, অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া নিম্নাধিকারী সেবক বলি বা সেবকের তালিকা হইতেই খারিজ করিয়া থাকি। আমি মনে করি, আমার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বা কনকাদি-চেষ্টার সহিত যিনি বা যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকেই যৌথিকভাবে কিছু "কাজের লোক" বলা যাইতে পারে ! আর যিনি বা যাঁহারা আমার প্রতিষ্ঠা, আমার কনক-কামিনী-পূজা-প্রতিষ্ঠির সহায়তার জন্য বিপুল উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতে পারেন, তিনি বা তাঁহারাই কাজের লোক। আমার 'দেবেতা' হইতে তাঁহারাই আন্তরিক ও অযাচিত-ভাবে প্রশংসা-পত্র পাইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী যে মন্ত্রোক্তরূপে অনাবিলভাবে আমার

অর্থে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে কিন্তু এই টুকুই প্রকট করিয়াছিলাম যে,—"শ্রীনবদ্বীপ প্রকৃত শিক্ষায়, ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্মাবাদে 'কাজ' বলিতে এক অনাবিল হরিকথা-শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন। ভাগবতধর্ম্মে অন্য কোন কাজই নাই। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারি যুগে—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে শ্রবণ ও কীর্ত্তনই মুখ্য কাজ। শ্রবণ কীর্ত্তন ছাড়িয়া অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনকে কথাতঃ আনুষঙ্গিক করিয়া, পরস্পরী-যুগের প্রণালী গুছিতে বা আওড়াইয়া কার্য্যের বিপুল আড়ম্বর দেখা যাহে, তাহা ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্মাবাদ নহে। তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভের সাধক কপটবাদ মাত্র। শ্রবণ কীর্ত্তনের ছদ্মবেশ ধরিয়া মায়াবলী গায় দিয়া অন্তরে অন্তর্ভিলাষের আগ্নেয়গিরি হইতে যে কর্ম্মাড়ম্বরের উদ্গম সম্ভাবনার (?) অগ্নিবৃষ্টি করে, তাহা কিছুদিন পরেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।"

শ্রীচৈতন্যবাণী সেইরূপ সাময়িক উত্তেজনার কথা বলেন না। সারস্বত-শ্রবণ-মননে যে শ্রবণ কীর্ত্তনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ ও প্রতিষ্ঠা, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান—ইহা ইট্‌পাট্‌কেলের বাহ্য বস্তু নহে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মদনমোহনের মন্দিরের যে বিপুল বহু শ্রেষ্ঠিপ্রবর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর তাহাতে ঈর্ষা হইয়াছিল, সেই বাহ্য বস্তুর চূড়া তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীসনাতনের ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি যাহাতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী নিত্য-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, শত শত বিধর্ম্মীর দল, অসংখ্য কালাপাহাড় ঐসকল উন্নততম চূড়া ভাঙ্গিতে পারিবে না। ইট্-পাট্‌কেলের স্তূপ কখনও কখনও ধর্ম্মচর্চ্চিকার বাসস্থান বা গভিকা-সেবকগণের বিশ্রামস্থান বা অক্ষক্রীড়াগার হইতে পারে বা হইয়াছে। কিন্তু রসামৃতসিন্ধুর বাণীতে—বৈষ্ণব-তোষণীর সরস্বতীতে কলি বা যাহার কোন স্থান নাই। তাহাতে আছে—এক অদ্বিতীয় ভোজন, এক নিরঙ্কুশ সেবাময়, এক পরাষ্ট্‌ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য অকৃত্রিম শ্রবণ-কীর্ত্তনের উৎসাহ ও উদ্যম।

'সব প্রতিষ্ঠা আমার চাই', 'সব কনক আমারই প্রয়োজন'—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া সেবার উদ্যম বা সেবার উৎসাহ-প্রকাশ কি সেবা, না কৃষ্ণের অভিনয়ের পাঠ-গ্রহণের আন্তরিক পিপাসা? বাহ্য উদ্যম ও উৎসাহ দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমার সেবায় বিপুলত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন না। কতটা নিষ্কপটে সরস্বতীর কীর্ত্তন করি, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য কতটা আন্তরিক ব্যাকুল ও প্রয়াসী হই, শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে আমার হৃদয়ে চেতন-বিলাসের নূতন নূতন কতটা স্ফূর্ত্তি জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন। সরস্বতীর বঞ্চনায় কতটা বঞ্চিত হইয়া তাঁহা দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইয়াছি ও লইতেছি, কতবুড়ি প্রশংসা-পত্র কেট পাইয়াছি, কতগুলি উপাধি ও উপাধন পাইয়াছি, কতটা লোকপূজা, সাময়িক সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছি, কতটা আপত্তিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন না। কত হই, ব্রত হই, আপত্তিক হিসাবে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হই বা কর্ম্মনিপুণ হই, মূর্খ হই বা পণ্ডিত হই—"সরস্বতী" বলিতে যাহা, সেই নৃসিংহযোগ-বিলাসিনী, ঈশিনী—সেই শ্রীচৈতন্যবাণী, তাহা যতটা নিষ্কপটভাবে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিব, তজ্জন্য যত আন্তরিক উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য ও তত্তৎকর্ম্মপ্রবৃত্ত হইব, ততটাই আমি সরস্বতীর প্রকৃত সেবক। যে সরস্বতী আমার কর্ণে এই মন্ত্রবীজ দান করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন কর্ণ হইতে কাড়িয়া না ফেলি। আজ চৌদ্দ বৎসর পরে বৈষ্ণবগণের চরণে, সতীর্থগণের পাদপদ্মে এবং শ্রীগুরুদেবের অযোক্ষ, অজস্র, অমৃতাধার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণারবিন্দে এই প্রার্থনা।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি, আমি নাকি গোত্রান্তরিত হইয়াছি। এজন্য তথাকথিত সামাজিকগণের সহিত কতই না বাদানুবাদ ও মসীযুদ্ধ করিতে হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর কাল স্বাদিসেবার ফলেও যদি মুসলমান-সম্ভাবনা না হয়, তবে কি জানিতে হইবে? পূর্ব্বাভিমানের প্রাবল্যই ইহার মূল কারণ নহে কি? ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় শুনিয়াছিলাম,—

"ছোড়ত পুরুষ অভিমান।
কিঙ্করী হইনু আজি কান॥
বরজ বিপিনে সখী-সাথ।
সেবন করনু রাধানাথ॥"

কিন্তু পূর্ব্বাভিমান লইয়া মাথুরমণ্ডলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিস্তারিত ব্রজভজনের কথা কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি, মনে করিয়াছি! বরং অন্যান্য বিচারের কথা অপেক্ষা অর্থ-প্রবৃত্তির কথা অধিকতর বুদ্ধিমত্তা বলিয়াই মনে ভাবি! এইরূপ প্রবল পূর্ব্বাভিমান লইয়াই কি অষ্টকালীনলীলার প্রবেশাধিকার পাইব? শাস্ত্রিচাপল্যপ্রণালীতে পণ্ডিত থাকিয়া কি 'সিদ্ধপ্রণালী'র সন্ধান পাইব? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিচার দূর সহন করিয়া কি সাহর্ষিকার সমুখে শ্রীললিতার পদে প্রণত হইতে পারিব? কি করিয়াই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগা যাবটগ্রাম-বাসিনী চিদানন্দময়ী কৃষ্ণযোষিৎ হইতে পারিব? সিদ্ধ-দেহ, সিদ্ধ-নাম-রূপ-বয়সাদি একাদশটি পর্ব্ব কি করিয়াই বা প্রকাশিত হইবে? প্রাকৃত নামের (প্রতিষ্ঠার) তখন হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে কি করিয়াই বা 'মঞ্জরী' নাম প্রাপ্ত হইব? জড় হাড়-মাংসের রূপমুগ্ধ থাকিলে কি করিয়াই বা শ্রীরূপের পালা কৃষ্ণকামোদ্দীপক সেবাময়-রূপ প্রকাশিত হইবে? আমি ক্রমে ক্রমে এত কুরূপ-গ্রস্ত হইতেছি যে, কৃষ্ণকামের পরিবর্ত্তে নিজেই প্রাকৃতকামে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছি। আমি এতকাল কি আত্মবঞ্চনা ও কৃষ্ণবঞ্চনাই করিলাম? কোথায় প্রাকৃত আর্য্যজন-বঞ্চনা করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কি আচার্য্য-বঞ্চনা করিলাম? কোথায় প্রাকৃত পতি-বঞ্চনা করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কি কৃষ্ণবঞ্চনা করিয়া চিরবঞ্চিত হইলাম?

আমার দিন কি চিরকাল এভাবেই যাইবে? আখেরের খরচ পাকা বন্দোবস্ত করিয়া থাকি না কেন, চালাকি দ্বারা কি চেতন-রাজা জয় করিতে পারিব, সরস্বতীকে কি বোকা বানাইতে পারিব? আমার বিমুখতা ও তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার অতিচালাকি দেখিয়া ভক্তিবিনোদ-বাণী যেন ক্রমে ক্রমে গুরুভার ও জড় ভার অবলম্বন করিতেছেন। ভক্তিবিনোদ প্রভু একদিন এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"শ্রীগৌর-বিমুখভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব
ভক্তিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাতব্যাধি-ছলে যোগী ভবে॥
অসমর্থ জড় ভাব, জড়ত্যাগে ব্রহ্মলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তি-শূন্য ধরা, যেমি প্রকাশিল জরা,
অন্তর দশায় তবে দুখে॥"

আমি চালকলার গন্ধ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সন্ধেশ চাহি দেখিয়া তিনি সেই সকল কথা ও তৎসাধক উপায় ও উপেয় দ্বারাই আমাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণীকে সংগোপন করিতেছেন। আমি যখন মুক্তপ্রাণ ও মুক্তপিপাসা লইয়া প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন আমার নিকট তাঁহার এই আত্মগোপন-ভাব প্রকাশিত হয় নাই—আমার মন-মাখা-কথা, দুনিয়ার সহিত আপোষ করিয়া চলিবার কথা কোন দিনই তাঁহার অনবদ্য বাণীতে প্রবণ করি নাই।

সাবধান! অমানিশা ঘনাইয়া আসিতেছে! 'সাধু সাবধানে'র ধ্বনিও যেন পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তপ্রাণে দিতে পারিতেছি না। কেন না, নিজেই অসাবধান হইয়া পড়িয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছি সেই সতর্কবাণী—"Take care swindlers, thieves, pick-pockets are abundant!" সূর্য্য অস্তমিত হইলেই দস্যু, তস্কর, পকেটমার, বাটোয়ার যাহারা আমার অতিনিকটে চতুষ্পার্শ্বেই লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া গলা টিপিবে। কত পাষণ্ডতা, কতপ্রকার নাস্তিকতা, কতপ্রকার কপটতা, কতপ্রকার কুটিনাটি, কত অনাথাপ্রকাশের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশার মূর্ত্তি, কত প্রকার লাম্পট্য-সুবিধাবাদ কেবল আচার্য্য-ভাস্করের অস্তাচল-গমনের প্রতীক্ষা করিয়া যেন পিশাচিত-প্রাণে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে! গোলোকের যে কৃপাশক্তি আমার ন্যায় কৃপাপাত্রের ভাগ্যদোষে অস্তাচলে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সতর্কসঙ্কেত দিনান্তেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে কি? কেবল ত' কাজে ব্যস্ত, না হয় আলস্যে প্রমত্ত! এ কাজই বা কেন, আর আলস্যই বা কেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার প্রেরণায় কর্ম্মতৎপরতা ও কর্ম্মজড়ত্ব—উভয়ই এক নহে কি? শ্রীচৈতন্যবাণীর সেই মনঃশিক্ষার বড় আদরের গানটি, যাহা আমারই জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহা কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলিয়া গেলাম? শ্রীল রঘুনাথের শিক্ষামন্ত্র' বহু আগেই জলে ভাসাইয়া দিয়াছি!

"প্রতিষ্ঠাশা ধনাশয়, চণ্ডালিনী হৃদে যম
বহুকাল করিবে নর্ত্তন।
কপটতা তনুপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
স্বপচিনী রাহে চয় দূর।
তদর্থে যতন করি, প্রভুপ্রেষ্ঠ পদ ধরি',
সেবা তুমি কহ প্রচুর।
তেঁহ-প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি
স্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
প্রেম ধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া।"

'তদর্থে যতন'কে 'কৃষ্ণার্থে যত্ন' না বুঝিয়া যদি 'স্বপচিনীর অর্থে যত্ন' বুঝি, তাহা হইলে প্রভুপ্রেষ্ঠের পদ ধারণ করিতে পারিব না। প্রভু-সেনাপতির বিপুল বাহু সেবার ছলে তাঁহার বাণীতে উদাসীন হইলে তাঁহার বিক্রম আমার অনর্থরোগ বিদূরিত করিবে না। আমাকে অকপটে ক্রন্দন করিতে হইবে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভক্তিবিনোদ-বাণীর নিকট আমার মঙ্গল যাচ্ঞা করিতে হইবে—বাণী দ্রবণ করিতে হইবে।

আমার কপটতার বক্তিয়ান আংশিকভাবে আজ এখানেই শেষ করিলাম। তের বৎসরের হিসাব এক-নিঃশ্বাসে শেষ করা অসম্ভব। তাহার মায়াদেবীর অনেক চর আছে, ইহারা বক্তিয়ান প্রস্তুত করিবার সময় আমার কপটতাগুলিকে আচ্ছাদন করিবার অনেকপ্রকার পরামর্শ দিয়াছে। তাহাদের প্রভাবে কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছি, বলিতে পারি না।

এবার আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তিয়ান বন্ধ করিব। সময় সময় আমাকে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমি নাকি ব্যক্তিগত দৈন্যের ছলনায় এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিয়া অপরব্যক্তিগণের উপর অগ্নিবর্ষণ করিয়া থাকি। তাঁহাদের এই উক্তি আমার প্রতিষ্ঠাশার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরও ইন্ধন প্রদান করে। অর্থাৎ আমি লোকের নিকট আমাকে ঐ সকল দোষ হইতে মুক্ত বলিয়া স্থাপন করিতে পারি এবং চালাকিদ্বারা অন্যের ঘাড়ে দোষগুলি চাপাইয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারি। কিন্তু আজ বড় দুঃখে, বড় ব্যথিত হৃদয়ে এই কথাগুলি বলিতেছি। আমার যশোলিপ্সা-রোগের লক্ষণ আমাকে ঐরূপ অনেক চালাকি শিক্ষা দিয়াছে বটে, তবে আমার যে সকল অনর্থরোগের লক্ষণ আমাতে বর্ত্তমান আছে ও ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা আমার শুভানুধ্যায়ী গুরুবর্গ, ঐকান্তিক ভক্তিবিনোদবাণীর একনিষ্ঠ সেবকগণ আমাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। তাহা হয়ত গোপন করিয়া রাখিলে আমি ঐসকল কথা ভুলিয়া যাইতে পারি বিশ্ব লোকের নিকট 'সাধু' সাজিয়া অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ও নিজকেও বঞ্চনা করিতে পারি,—এই জন্যই আমার স্বরূপ প্রচার করিয়া দিলাম। তোমরা সকলে জানিয়া রাখ, আমি এইরূপ কুৎসিতরোগের রোগী, আমার ঐসকল রোগকে 'বৈষ্ণবতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইও না। আমার দুর্বলতা—কেবল দুর্বলতা নহে, সঞ্চিত ও সযত্নে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট অমার্জ্জনীয় অপরাধ ও পাপগুলি যেন ভক্তিবিনোদবাণীর আদর্শকে খর্ব্ব না করে। যদি এই সেবাটুকুও আমি পরোক্ষভাবে করিতে পারি, তবে আমি আমার এই বক্তিয়ান লেখা সার্থক হইল মনে করিব।

আর একটি কথা বলি, আমার কুৎসিত রোগ দেখিয়া তোমাদের শুশ্রূষা হইতে বিন্দুমাত্রও নিষ্কৃতি পাইবার কিছু নাই। বরং গৌড়ীয়-হাসপাতালে চৌদ্দবৎসরকাল ঔষধ পথ্য প্রদানের অভিনয়কারীও নিষ্কপট না হইলে মায়াদেবীর বঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইতে পারে না, ইহা জানিয়া মঙ্গলকামিগণ কোটিগুণ উৎসাহে গুরু-গৌড়ীয়ের সেবা করিবেন। বাস্তব সত্যে দোষ নাই—চেতনে অচেতনের ক্রিয়া নাই;—দোষ আমার নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের। অচেতনতা আমার অনাদি-বহির্ম্মুখতার উপরই প্রভাব বিস্তার করে। এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীব কোটি অমঙ্গল, বিঘ্ন ও কষ্টকবাধির মধ্যেও সেবায় উৎসাহহীন হন না, বরং সেবার প্রগতি তাঁহাতে আরও প্রবলতরভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠে। সুতরাং ভোগী ও অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায় আমি যেন পাষণ্ড ও নাস্তিক না হইয়া পড়ি, আমি যেন অভিবাদী না হই, আমি যেন 'হাম্ খোদাই' মত অবলম্বন না করি, শাসনের পথ ছাড়িয়া আমি যেন নিজে স্বতন্ত্র জগৎপতি হইবার বিন্দুমাত্রও পাষণ্ডতা হৃদয়ের কোণে স্থান না দিই। তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ

কর, যেন আমি কোটিগুণ দাস্তব অকৃত্রিম উৎসাহে অনবরত ভক্তিবিনোদবাণীর সেবা করিতে পারি। বাণীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সঙ্গে যেন আমার উৎসাহ বা উদ্যম বর্দ্ধিত না হয়। লোক দেখাইবার জন্য আমার কোন চেষ্টা যেন দাবিত না হয়। আর বিনোদবাণীকে যেন আমি আমার ইন্দ্রিয়-বিনোদনের কার্য্যে না লাগাই। আজ এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও সকাতর প্রার্থনাটুকু লইয়াই আমি আমার অধিষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

রেঙ্গুণে—গত ২২ ডিসেম্বর রেঙ্গুণের সুপ্রসিদ্ধ কালীবাড়ী দর্শনালয় বিখ্যাত সদাগর শ্রীযুক্ত নেবরাম রামবক্স শেঠজীর সভাপতিত্বে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় হিন্দুস্থানী সম্প্রদায়ের একটি পারমার্থিক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ হিন্দীভাষায় 'ভগবদ্ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী নিতাইদাস তদুপযোগী ও মধুর কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস রেঙ্গুণের দুর্গাবাড়ীতে সন্ধ্যা ৭॥ টায় শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ২৩ ডিসেম্বর রবিবার রেঙ্গুণের থিওসফিক্যাল সোসাইটী হলে মাদ্রাজী ও গুজরাটী ভদ্রলোকগণের উৎসাহে উক্ত সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত নেবরাম ভলোরাম মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উক্ত সভায় ইংরাজী ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐদিবস দুর্গাবাড়ীতে ব্রহ্মচারী নিতাইদাস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদোপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠের পর ভুবনমোহন দাসাধিকারীর কীর্ত্তন হয়। গত ১৯, ২০ ও ২১শে ডিসেম্বর উক্ত দুর্গাবাড়ীতে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও গিরিমহারাজ এবং ২৪ ডিসেম্বর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে 'ভাগবতের শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

রেঙ্গুণের সংবাদদাতার ২১ জানুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ১৩ই হইতে ১৯শে জানুয়ারী সপ্তাহকাল মাড়োয়ারী কালীবাড়ী হলে হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ভদ্রলোক স্বামীজীর পাঠে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গত ১৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ইউনিভার্সিটি হিন্দু-কলেজ-অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গিরি মহারাজ রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহূতা এক সভায় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ এন্, বি দাস মহোদয় ঐ দিবস সভাপতি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ জানুয়ারী রেঙ্গুণের "বার-এ রেজিয়ার" বলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার বা, ম এম-এ, পিএইচ-ডি বার-য়াট-ল (Dr. Ba Maw M. A., Ph. D., Bar-at-law মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সুবৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উক্ত সভায় ইংরাজী ভাষায় "The Message of Geeta in world crisis" (বিশ্বসঙ্কটে গীতার বাণী) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে স্বামীজীর বক্তৃতায় এবং জড়জগতের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলা প্রীতি ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলা শুদ্ধপ্রীতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি স্বামীজীর কথিত 'বিচার-প্রদর্শনমূলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক শক্তির কথাও তিনি বলিয়াছেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে স্বামী ভাস্করানন্দ, মিঃ সি, কে চৌধ; মিঃ এ, বি রাও; মিঃ সি, জি গেলিয়ারা; শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাগ্‌লা, শ্রীযুক্ত কিশেন বাগ্‌লা, শ্রীযুক্ত ভির্জি দত্ত, মিঃ এস্, ডি সেটা; মিঃ কে, এম বসু; মিঃ টি, আর, ডি শর্ম্মা; শ্রীযুক্ত অনন্ত নারায়ণ আয়ার, শ্রীযুক্ত নন্দন চেট্টিয়ার, শ্রীযুক্ত টি, পি কৃষ্ণস্বামী; শ্রীযুক্ত এস্, এ, এস্ রত্ন চেট্টিয়ার, মিঃ কে, আর চৌধুরী; শ্রীযুক্ত মাগনলাল প্রাজাপতি, মিঃ এম, বি মেহেটা, মিঃ পি, সুব্রাহ্মানীয়া আয়ার প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মেইমো নেশন্যাল

নাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরি, বা, মুখার্জি মহাশয় স্বামীজীকে ঐপ্রকার আরও একটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা স্বনামধন্যাত পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সেন বার-এ্যাট্-ল মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার রেঙ্গুন সৌধাবলিবিশিষ্ট বাসভবনে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ২০শে জানুয়ারী তারিখের ব্যাখ্যা-শ্রবণে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় মহাশয় শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারিসহ রেঙ্গুন হইতে মীমাংযোগে সিরিয়েম নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়া তত্রত্য কালীবাড়ীতে দুইদিবস শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গঞ্জামে—শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ও শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রমুখ প্রচারকবর্গ গত ২৪ ডিসেম্বর গঞ্জামজেলার রসুল-কোণ্ডা হইতে সোরোড়া নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। ২৭ ডিসেম্বর স্থানীয় বাজারে একটি সভা হয়। ব্রহ্মচারী মাধবানন্দ কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ও বৈখানস মহারাজ যথাক্রমে বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষায় দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় দুই শত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

সোরোড়া হইতে প্রচারকগণ ৩০শে ডিসেম্বর বড়গড় রাজষ্টেটে উপস্থিত হন। নীলাদ্রি পট্টনায়ক মহোদয় প্রচারকগণকে বিশেষ যত্ন করেন। রাত্রি ৮ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজ রাজাবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা ও রাণী উভয়েই তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদির দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। স্বামীজী তথায় প্রায় একঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ৩১ ডিসেম্বর সহরের মধ্যস্থলে একটি সভার আয়োজন হয়। বক্তৃতা দেওয়ার পূর্ব্বে স্থানীয় বহুলোক প্রচারকগণকে অগ্রণী করিয়া নগর-সংকীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনসহ রাজপ্রাসাদে গেলে রাজা-বাহাদুর দণ্ডবৎপ্রণাম-দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মান করেন। অতঃপর নগর ভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তনসহ-সহ প্রচারকবর্গ সভাস্থলে আসেন। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ও বৈখানস মহারাজ যথাক্রমে বাঙ্গালা ও উৎকল ভাষায় মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে রাত্রি ১টায় রাজা বাহাদুর বৈখানস মহারাজকে রাজপ্রাসাদে যাইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। স্বামীজী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কিনা?" এই পরিপ্রশ্ন করেন। স্বামীজী মহামন্ত্র কেবল জপ্য নহে, পরন্তু উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও বটে ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত হরিকথা আলোচনা হয়। রাজাবাহাদুর প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদানের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এলাহাবাদে—গত ৬ জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি, পি, চক্রবর্ত্তী বি-এ মহোদয় সস্ত্রীক শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে গমন পূর্ব্বক মঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমে—গত ১৪ই জানুয়ারী পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১১শ পরিচ্ছেদ হইতে গৌড়ীয় ভক্তগণের অগ্রে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মদর্শনরহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মঠ-সেবকগণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ নাথ বাবাজি মহারাজের আনুগত্যে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মাধবানন্দজী পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কলিকাতা হইতে পুরীতে আগত শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ব্রহ্মচারী মাধবানন্দজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভুর গয়াগমন-রহস্য পাঠ করেন, পাঠের আন্তে কীর্ত্তন হয়।

কেন্দুবিল্বে—আসনবেড়া প্রপন্নাশ্রমের শ্রীপাদ বরদার্জ্জুন ব্রহ্মচারী ও জগন্নাথ দাসাধিকারী কতিপয় ভক্ত-সহ বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে গমন করিয়া 'জয়দেব-হরিনাম-প্রচারিণী-সভা'র গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী যথাক্রমে জীবের স্বরূপধর্ম্ম, শ্রীনামতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রামব্রহ্ম, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, ঘনশ্যাম পরণ, রাসবিহারী

ব্রজবাসী প্রমুখ বহু ব্যক্তি তাঁহাদের বক্তৃতা-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ গত ৯ই জানুয়ারী শুক্রবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাখরাবাদে গমন করিয়া তথা হইতে ১৪ই জানুয়ারী কুলগেড়িয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গমন করেন এবং তথায় সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলোপাখ্যান হইতে ভক্তিগতি ব্যাখ্যা করেন। ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী স্বামীজী তথায় ছায়াচিত্র-যোগে মহাপ্রভুর লীলা ও গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দেন। ১১ই জানুয়ারী কুলাসিনীনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করেন। ১২ জানুয়ারী কাশাড়ে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ও রঘুনাথ দের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ এবং ১৩ জানুয়ারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগুরু-পরম্পরা ও গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই স্থানে সহজিয়া-দলের কতকজন গুরুত্বদ্বেষী, বৈষ্ণবের বিচারানভিজ্ঞ প্রাকৃতসহজিয়া নানাপ্রকার অপরাধময় কুসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া নিরীহ অধিবাসিগণকে অভক্তি-পথে পরিচালিত করিতেছিল। স্বামীজী বক্তৃতায় তাহাদের সেই গর্হিত কার্য্যের সুষ্ঠীর প্রতিবাদ করেন।

২২শে জানুয়ারী মেদিনীপুর জেলার ভদ্রকালীগ্রামে এক বিরাট্ সভা হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২৩শে জানুয়ারী স্বামীজী নারায়ণ গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে গৌরলীলা প্রদর্শন করেন।

পাটনায়—ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজীর প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, পাটনা-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ব্রহ্মচারী শিবানন্দ রাগভূষণজী গত ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী পাটনা-দরিয়াপুর-নিবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় মহোদয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কৃষ্ণদেব প্রসাদ এম-এ বি-এল কাব্যতীর্থ, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহাদেও প্রসাদ এম-এ বি-এল, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রজনন্দন সহায়, উকীল শ্রীযুক্ত রামদয়া প্রসাদ, উকীল শ্রীযুক্ত ভগবান নারায়ণ বি-এল, উকীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত, উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসাদ, উকীল শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরী প্রসাদ, উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরনাথ নাগ, উকীল শ্রীযুক্ত অবধেশকুমার দত্ত, উকীল শ্রীযুক্ত কনকপ্রসাদ প্রমুখ মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচারীজীর দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার পর গভর্ণমেণ্ট শিল্পবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মধুসূদন সহায় মহোদয় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ-সমীপে গৌড়ীয়মঠের মহত্ত্বের বর্ণনপূর্ব্বক প্রত্যহ অপরাহ্ণে সকলকেই ১০০নং খগোল রোড্ মিঠাপুরস্থ গৌড়ীয়মঠে হরিকথা শ্রবণের জন্য অনুরোধ করেন। ১১ই জানুয়ারী তারিখে 'সার্চ্চ লাইট' পত্রে প্রকাশ—ব্রহ্মচারীজী ৮ই জানুয়ারী ম্যাড্‌ভোকেট মিঃ গুরুসহায় লালজীর গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৬ জানুয়ারী তারিখে 'সার্চ্চ লাইট' পত্রে ব্রহ্মচারীজীর ৬ ও ৭ জানুয়ারী তারিখে ম্যাড্‌ভোকেট ব্রজনন্দন সহায় মহাশয়ের গৃহে 'শ্রৌতপথ ও সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭ জানুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রে প্রকাশ—ব্রহ্মচারীজী ১৩ জানুয়ারী পাটনাবাসের ম্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ও পাটনা মহল্লা সঙ্গতটুলির ম্যাড্‌ভোকেট মিঃ কৃষ্ণদেবপ্রসাদ এম-এ বি-এল কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গৃহে 'মনুষ্য-সমাজের পরমার্থ জীবনের প্রয়োজনীয়তা' ও 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশনন্দন সহায় এম-এ, বি-এল মহোদয় জানাইয়াছেন, পাটনা গৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারী শিবানন্দজী গত ২০ জানুয়ারী অপরাহ্ণে আরার 'নাগরী প্রচারিণী সভা'য় 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মুকুটধারী সিংহ, ষার সাহেব কৈলাসবিহারী ম্যাড্‌ভোকেট, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, রায় অজ বাহাদুর, বাবু কিশোরমোহন নাগ, বাবু ব্রজনন্দন সহায়, বাবু ভগবান নারায়ণ লাল, উকীল বাবু শ্যামানন্দ লাল, মোক্তার বাবু রঘুনাথ প্রসাদ সিং, উকীল বাবু রঘুনন্দন, পণ্ডিত রামপ্রীত শর্ম্মা, বাবু শিওনন্দন প্রসাদ, মোক্তার বাবু রামনিধি সিং, বাবু হরিচরণ বানার্জ্জী প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক মুসলমান ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীজী

আয়ার বাবুবাজারস্থ শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায় উকীল মহাশয়ের গৃহে ক্রমান্বয়ে পঞ্চদিবস সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়—গত ৩০ ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রায় সাহেব অক্ষয়চন্দ্র রায় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান; রায়সাহেব প্রতাপচন্দ্র দত্ত বি-এল উকীল, দীনবন্ধু দত্ত বি, এল উকীল, মহেশচন্দ্র দত্ত উকীল, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল; বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী উকীল; নীলকমল ভট্টাচার্য্য বি-এ হেড্ মাষ্টার হাইস্কুল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অজকুমার দত্ত উকীল; সত্যকুমার দত্ত উকীল; ডাক্তার কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী এম-বি, গোপীমোহন রায় উকীল, ব্রজেন্দ্রলাল রায় উকীল, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় মার্চ্চেণ্ট, হরকচন্দ্র রায় ঐ, গৌরচন্দ্র রায় ঐ রেবতীমোহন রায় চৌধুরী ঐ, যোগেশচন্দ্র রায় ঐ, অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত, শশিমোহন পাল প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৫ই জানুয়ারী স্বামীজী ধানীর জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বালিয়াটিতে—ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ ২৮শে ডিসেম্বর বালিয়াটিগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল সাহা মহাশয়ের ভবনে ও ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সাহা মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

ময়মনসিংহে—ঢাকাজেলার বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ-রক্ষক ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ ময়মনসিংহ জেলার পাকুটিয়া গ্রামে ২৩া জানুয়ারী শ্রীযুক্ত রামগোপাল সাহা মহাশয়ের ভবনে এবং ৩রা জানুয়ারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল সাহা মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার পাকুটিয়া, ত্রিভেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ঐ, প্রমথনাথ রায় ম্যানেজার পাকুটিয়া এষ্টেট, শৈলেন্দ্রকুমার সাহা বি-এ, ধরেন্দ্রকুমার প্রামাণিক, ডাক্তার রাধাবল্লভ সাহা, ডাক্তার সত্যেন্দ্রকুমার সাহা এম-বি, ত্রৈলোক্যনাথ সাহা, রামগোপাল সাহা, পঞ্চানন সাহা, রসলাল সাহা মণ্ডল, ধরেন্দ্রকুমার ভৌমিক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

১৬ই জানুয়ারী বুধবার ব্রহ্মচারীজী পাকুটিয়া-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সাহা মণ্ডল মহাশয়ের ভবনে 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ এবং ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র ব্যাখ্যা করেন। ১৮ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে ব্রহ্মচারী স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার সাহা বি-এ ও শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু অধিকারী বি-এ মহাশয়ের নিকট দীক্ষা ও সদ্‌গুরুতত্ত্ব কীর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহ সহরস্থ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের তিনজন সেবক গত ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিক্রমপুর, শুক্তি, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়াছেন। বিক্রমপুরে তাঁহাদের বিদ্যমত্বে একটি নগরসংকীর্ত্তন হয়। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে তাঁহারা মহোৎসব করিয়া বহু ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করেন। এই সকল ব্যাপারে ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দে, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন প্রমুখ সজ্জনগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

বিক্রিরপুরে—গত ২৮ জানুয়ারী সোমবার বিক্রিরপুর ১১।১এ পদ্মপুকুর রোডস্থ কবি হেমচন্দ্র-ভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ পরীক্ষিতের গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন-লীলাকালে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর আগমন, শ্রীশুকদর্শনে মহারাজের লোক-মঙ্গলার্থ 'সংসারে সম্যক্ সিদ্ধিলাভের উপায়, স্ত্রিয়মাণ মনুষ্যের কর্ত্তব্য, মনুষ্যমাত্রেরই শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্ত্তব্য, ভজনীয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য' বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকের ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য প্রভৃতি উত্তরদানাদি প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ব্রহ্মচারী কবিভূষণ, সত্যগোবিন্দ, পূর্ণানন্দ ও ভগবান্ দাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, সতীশচন্দ্র দত্ত, পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ ভৌমিক প্রমুখ কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সরিদাসপুরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান

আশ্রম মহারাজ অদ্যই গৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবকসহ সরিষাবপুর গ্রামে গমন পূর্ব্বক শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। স্বামীজী মেদিনীপুর জেলার আরও কতকস্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ২১ জানুয়ারী রাত্রে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

গোয়ালিয়রে—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গোয়ালিয়র 'হরিসভা-মণ্ডলী'তে গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং গত ১৪ই জানুয়ারী সোমবার রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সিন্ধিআবাদ একঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পরে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রদর্শন করেন। সকলেই একাগ্রচিত্তে ছায়াচিত্র দর্শন করেন। স্বামীজীমহারাজ গত ১৬ই হইতে গত ১৯শে জানুয়ারীপর্য্যন্ত বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গত ২০শে জানুয়ারী রবিবার জিনস্ বিল্ডিংএ ভক্তিযোগসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এবং ২১শে জানুয়ারী সোমবার নর্ম্মালস্কুল প্রাঙ্গণে হিন্দিতে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বাগ্মিপ্রবর স্বামীজী গত ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার স্থানীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ছাত্র ও বহু সজ্জন-সমক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের এবং কলির স্বানপঞ্চক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় যে কৃষ্ণ-ভজনমাত্র—এতৎসম্বন্ধে একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

চাকদহে—গত ২রা জানুয়ারী বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপাট চাকদহে পাঠ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাবতিথি সম্পাদিত হয়। ৩রা জানুয়ারী রবিবার সাধারণ মহোৎসব হয়। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, রাধাবল্লভ শুদ্ধবাসী, চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ বি-এল, সতীশচন্দ্র ভক্তিবিনয়, অবিদ্যাহরণ সেবাশাস্ত্রব, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি এ, সুরেশচন্দ্র বসু, মনোমোহন বসু, জমিদার কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ ও মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর ও সঙ্কর্ষণ দাস ব্রহ্মচারী; অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জগদীশচন্দ্র মিত্র, তর্কীদাস বাবু, সনাতন জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (রাণাঘাট) প্রভৃতি সজ্জনগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতী মহারাজের তত্ত্বাবধানে নগরসংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও মহাপ্রসাদবিতরণাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বসু, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনাশচন্দ্র পাল, রাখালচন্দ্র দাস, সুহাসচন্দ্র বসু, পাঁচুগোপাল বিশ্বাস বি-এ, ডাকারীলাল বিশ্বাস ডাক্তার প্রভৃতি সজ্জনগণ উৎসবে নানাভাবে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে ও কালিচরণ দে প্রমুখ মহোদয়গণের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উৎসবের অধিকাংশ ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত আশু বাবু বহন করিয়াছেন। এই মহাসুযোগের সেবাৎসাহে শ্রীপাটের নির্ম্মীয়মান মন্দিরটির কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত হইতে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। গত ৩রা জানুয়ারী শ্রীপাটে চিড়াদধি মহোৎসব হইয়াছিল। ডাক্তার দেবেন্দ্রবাবু উহার ব্যয়ভার বহন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিব্যসূরি মহোদয় ঐ দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার আরম্ভে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২রা জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ চাকদহনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। ৩রা জানুয়ারী আশুতোষ দে মহাশয়ের গৃহে ব্রহ্মচারী পরমোপ্তব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ভক্তিমধুর মহোদয় কীর্ত্তন করেন।

নৈমিষারণ্যে—আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে অবস্থানকালে গত ২৮ ডিসেম্বর গৌড়ীয় ২০শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গৃহী ও ত্যাগী' প্রবন্ধটি পাঠ ও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। পরদিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য ও শৌনকাদি ঋষিগণের শ্রীসূত গোস্বামি-প্রমুখাৎ ভাগবত-শ্রবণাদি প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার প্রভু নৈমিষারণ্য হইতে এলাহাবাদ, কাশী, কলিকাতা, শ্রীধাম মায়াপুর ও কৃষ্ণনগর হইয়া গত ২৬শে

আছুয়ারী শনিবার বেলা প্রায় ৩টার সময় শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার মহোদয় গত ২৩শে আছুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানদিবস-উপলক্ষে 'সনাতনশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পরমহংসমঠরক্ষক শ্রীমৎ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী গত ১৩ই আছুয়ারী হইতে কএকদিবস লক্ষ্ণৌ মধুবনগঙ্গস্থিত ইংরেজীগৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। অধিকারীজী গত ১৪ই আছুয়ারী মঙ্গলবার উক্ত হরিসভায় "বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সাম্প্রদায়িক ?"—এবিষয়ে ২ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। গত ১২ আছুয়ারী কাশীপুরস্থ ডাক্তার সতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহ ঋষির নিকট চরমমঙ্গলের বাণী-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। ডাঃ সেন এম্-বি, বি-এস্; ডাঃ এন, এন্ চ্যাটার্জ্জী এম্-বি, বি-এস্; ডাঃ সুধীররঞ্জন মিত্র, সেক্রেটারী বেঙ্গলী ব্যাসোসিয়েশন ক্লাব; মিঃ বিকাশচন্দ্র মিত্র বি-এ; মিঃ এস্, এন বসু; শ্রীযুক্ত তারাপতি ভট্টাচার্য্য; ডাঃ ডি, এন মুখার্জী; শ্রীযুক্ত বলাইচরণ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রোতা ছিলেন।

গত ১৮ আছুয়ারী সীতাপুর জেলার অন্তর্গত মিশ্রিখ থানার মিঃ অনিরুদ্ধ সিং সাহেব পরমহংসমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

কতেগড়ে—গত ১৯। আছুয়ারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ কতেগড় 'প্রেমারী ক্লাবহলে' অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন। পণ্ডিত ব্রজনন্দন লাল বার-য়্যাট্-ল, এম্-এল-সি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতেগড় মিউনিসিপ্যাল সোসাইটির শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণজী (হ্যাণ্ডবোকেট) বিজ্ঞাপন-প্রচারাদি-দ্বারা প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। স্বামীজীর 'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ-মূলে "শুদ্ধভক্তিই সর্ব্বসাধন-সার" সিদ্ধান্ত-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ তৃপ্ত হন। অন্যতম শ্রোতা ন্যাশনাল সাবজজ এম্, এম্, ব্যানার্জী মহোদয় বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পণ্ডিত মুনচাঁদ দোবে, হ্যাণ্ডবোকেট (ভূতপূর্ব্ব এম্-এল্-সি), ইন্কাম-ট্যাক্স্ অফিসার বাবু গঙ্গবিহারীলাল; বাবু কৈলাস বিহারীলাল মাথুর হ্যাণ্ড বোকেট; পণ্ডিত মুক্তা প্রসাদ, হ্যাণ্ড-বোকেট; বাবু জগৎনারায়ণ ইন্স্পেক্টর কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি, রায় দুলারা লাল হ্যাণ্ডবোকেট, প্রেসিডেন্ট আর্য্যসমাজ, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন রায় বাহাদুর ডাঃ হরিপ্রসাদ; বাবু কৈলাসনাথ, উকীল, মিঃ করণ সিং, উকীল; স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের হেড্ মিষ্ট্রেস্ ও মিস্ দাস প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৩রা আছুয়ারী স্বামীজী ন্যাশনাল জজ মিঃ এম্,এন, ব্যানার্জী মহাশয়ের গৃহে বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ক্ষীরচোরা-গোপীনাথের উপাখ্যান পাঠ করেন। পরদিবস গভর্ণমেণ্ট্ প্লীডার আনন্দবিহারী লাল মহাশয়ের গৃহে হিন্দীভাষায় গীতার ২য় অধ্যায় ৭ম শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কার্পণ্য, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন।

ফরাক্কাবাদে—শ্রীপাদ যাচক মহারাজ কতেগড় হইতে ফরাক্কাবাদে গমন করিয়া স্থানীয় সনাতনভবনে দিবসত্রয় বক্তৃতা প্রদান করেন। ১।১।৩৫ তারিখে স্বামীজী 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৭ আছুয়ারী রবিবার বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর 'শ্রীকৃষ্ণভবনে' এবং তথা হইতে ২৮ আছুয়ারী সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০টায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া রাত্রিতে ৪১ নং বিডনষ্টার রোডস্থ ভবনে গমন করেন। প্রভুপাদ তথা হইতে প্রত্যহ মঠে আসিয়া মঠের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার শীঘ্রই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভবিজয় করিবার কথা আছে।

এবার আচার্য্যপ্রকটক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাসমা-

মোহে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার গোবিন্দদ্বাদশী তিথিতে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা'; তদুপলক্ষে ঐদিবস ও তৎপরবর্ত্তী দিবস অভিনন্দন-পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি প্রধান মুখে মহামহোৎসব হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীধামে অবস্থানকালে গত ৮ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী বুধবার শ্রীধামে ভক্তিকুজের শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের গৃহের এবং ৩রা মাঘ 'শ্রীনিত্যানন্দ ধর্ম্মশালা'র ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের গৃহপার্শ্বে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহ এবং শ্রীগৌর-কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে শ্রীনিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ধর্ম্মশালাটি দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট ও প্রস্থে ১৮ ফুট হইবে।

শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্যও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। আগামী ফাল্গুনীপূর্ণিমার মধ্যে শ্রীমন্দিরের কার্য্য যাহাতে সম্পন্ন হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশ স্কন্ধ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভাগবত ১ম হইতে ১০ম স্কন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই প্রতিঅধ্যায়ের কথাসার, মূল, শ্রীধরানুগত অন্বয়, অনুবাদ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনীটীকা, শ্রীবলদেবাচার্য্যপাদের ভাগবত-তাৎপর্য্য, কথা, শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত বিবৃতি, শব্দসার, অধ্যায়সূচী, শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয়বিষয়-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে একাদশস্কন্ধের মুদ্রণকার্য্যও সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় তাদৃশ সবিস্তারে প্রবন্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ একাদশের বিবৃতি এক পরম উপাদেয় মহার্ঘ বস্তু। এই বিবৃতিপাঠে সমগ্র ভাগবতের তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়। সর্ব্বসাধারণের গ্রহণ-সুবিধার্থ এই গ্রন্থের(১১শ স্কন্ধের) কিন্তু অতি অল্পই ধার্য্য করা হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনুসন্ধান করিয়া সবিশেষ জ্ঞাতব্য।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে "শ্রীশ্রীরাধা মাধব"-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

বালিয়াটীর শ্রীযুক্ত মহীধর অধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন, গত ৮ই মাঘ (১৩৩১), ২০শে জানুয়ারী (১৯২৫) রবিবার ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে উক্ত গ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রায়মোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাকুমেশ্বরী রায় চৌধুরাণী মহোদয়ার সেবা-চেষ্টায় সৌধাময়ী শ্রীরাধা-মাধব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী ভক্তিবিকাশ মহোদয়ের যত্নে শুভ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস শ্রীমঠে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় মঠ-রক্ষক উপদেশক ব্রহ্মচারী অনাদি কৃষ্ণ ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসাক্ষীগোপালের উপাখ্যান পাঠ করেন।

কলিকাতা-হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ য়াড্‌ভোকেট ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহোদয় গত ২৪শে জানুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি সস্ত্রীক শ্রীধামের বিভিন্নস্থান ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তৎপরদিবস ভবানীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

বেলুন সমুদ্রোপকূলে—গত ১৫ই পৌষ, ৩১ ডিসেম্বর সোমবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ (ভবদেব চট্টোপাধ্যায়) ভক্তিমৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বেলুন সহরস্থ সমুদ্রোপকূলে সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে তাঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ বিষ্ণুনৈবেদ্যদ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শ্রাদ্ধকার্য্যের পৌরোহিত্য করিয়াছেন। বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

পাবনায়—গত ২১ পাবনা সাহাজাদপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বণিক মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শাস্ত্র-বিধানানুসারে বিষ্ণু-নৈবেদ্য-দ্বারা তদীয় সাহাজাদপুর ভবনেই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বহু ব্যক্তিকে [illegible] করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় পরমারাধ্য মহোদয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রসম্মত শ্রাদ্ধ ও বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরদিন প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত সকল নিমন্ত্রিত মূর্ত্তি থানাধিকারী, সিরাজগঞ্জ থানাধিকারী ও সুরেন্দ্রনাথ থানাধিকারী মহোদয়গণের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর যত্নও সকলেরই প্রতিনিয়ত হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমে 'ব্যাস-পূজা'-মহোৎসব

৺গৌরাব্দ ৪৪৩, ১১ ফাল্গুন (১৩৪১), ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার গোবিন্দপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সাত্বত-কুলসূর্য্য পরমহংস আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একষষ্টি-তম প্রকটবাসরে শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গলময়ী ঔদার্য্যলীলার সর্ব্বপ্রধানক্ষেত্র—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের আবির্ভাব-ভূমি মহাপুণ্য ধাম শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের **শ্রীব্যাসপূজা** সম্পাদিত হইবে। এতদুপলক্ষে উক্ত মঠে ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার ও ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার অভিনন্দনাদি পাঠ, ভগবৎ-ভাগবত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদিমুখে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের সতীর্থ ও সত্যানুরাগিসজ্জনগণ ঐসময় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীব্যাসাচার্য্য শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-পূজার নিমিত্ত যাঁহারা যে সকল উপায়ন সংগ্রহ করিবেন, তাহা আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বা তৎপূর্ব্বে "শ্রীপুরুষোত্তম মঠরক্ষক, ভক্তিকুটী, বর্ণবার, পুরী" ঠিকানায় প্রেরণ করিলে যথাসময়ে শ্রীব্যাসাচার্য্যচরণে উপহৃত হইতে পারিবে। যাঁহার স্বয়ং যাইবার সুবিধা হইবে, তিনি তাহা স্বয়ংই লইয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু কি কি উপায়ন-সহ কে কে যাইবেন, তাহা সকলকেই অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে জানান' আবশ্যক।

আগামী শুদ্ধভক্তিমহোৎসব-পঞ্জী

২০ মাধব, ২৪ মাঘ (১৩৪১), ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) শুক্রবার গৌরপঞ্চমীবাসরে **শ্রীরঘুনাথগোস্বামী** ও **শ্রীরঘুনন্দন** ঠাকুরের আবির্ভাব, **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব**—প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর ও কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী উৎসব।

২২ মাধব, ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার গৌরসপ্তমী তিথিতে **শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর আবির্ভাব**—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে মহোৎসব।

২৪ মাধব, ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার গৌরনবমী তিথিতে **শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব**—চাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব।

২৫ মাধব, ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি—**ভৈমী একাদশী**।

২৭ মাধব, ৩ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—**বরাহ-দ্বাদশী**।

২৮ মাধব, ৪ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী, শনিবার গৌর-ত্রয়োদশীতিথিতে **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব**। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে চারি-দিবস ব্যাপী মহামহোৎসব।

৫ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে **শ্রীব্যাসপূজা**—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তিপ্রচারক্ষেত্রে মহোৎসব; পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বিশেষ উৎসব। শ্রীঠাকুর পুরুষোত্তমের তিরোভাব।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, অমিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৪১; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ | ২৭শ সংখ্যা

"কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে"

বর্ত্তমান বর্ষের (বাঙ্গালা ১৩৪১ সনের) জ্যৈষ্ঠমাসে একদিন পুরীতে সমুদ্রের তীরে তীরে শ্রীল প্রভুপাদ টোটাগোপীনাথের দিক্ হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিখ্যাত ঔপন্যাসিকবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার বাসা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রভুপাদকে অভিবাদন করিলেন। শচীশবাবুর সঙ্গে ছিলেন,—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়। শচীশবাবু ইতঃপূর্ব্বে একদিন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধত্বের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ নূতন আলোক পাইলেন, বলিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শচীশবাবুর বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়াই শ্রীল প্রভুপাদ কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ভক্তিরস-বৃত্তনিন্দুর—

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

শ্লোকটি হইতে নিরুপাধিক অহৈতুক হরিভজনের আবশ্যকতার কথা জানাইলেন। তৎপ্রসঙ্গে,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

(ভাঃ ২।৭।৪২)

প্রভৃতি কএকটি শ্লোকও ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রভুপাদ বলিলেন,—যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থী বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষী, তাঁহারা

সমাদৃত—কৈতবযুক্ত, তাঁহারা অভক্ত। শতকরা শত-ভাগই ভগবানে অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না হইলে কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাওয়া যায় না। যথার্থ-কাম-বাসনা চলিয়া গেলেও মোক্ষের সুবিধা-প্রাপ্তিরূপ কপটতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারেন না। কৃষ্ণকে order-supplier করিতে চাহিলে 'তুমি ভাল হও না, সেখানে কৃষ্ণমায়া আসিয়া উপস্থিত হয়। নিজের জন্য 'গ্রহণ' বা 'ত্যাগ' কোনটির দ্বারাই মঙ্গল হইবে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশেরই সেবা করিতে হইবে। কৃষ্ণকে ভোগ করিব, এই বিচারে মানবজাতির কত অসুবিধা হইয়া গিয়াছে!

রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত পয়টি উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—সকামব্যক্তিকেও কৃষ্ণ কৃপা করেন; দুর্বল মানবজাতি অত উঁচু কথা ধরিতে ও বুঝিতে পারে না, কৃষ্ণ তাহা জানিয়া সকামকেও প্রেমের দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন,—

"অকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হ'তে হয় অভিলাষে॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৭-৩৯, ৪১)

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥"

(ভাঃ ৫।১৯।২৪)

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

(হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে ৭ম অঃ ২৮শ শ্লোক)

[(সামান্য কাচের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভক্তের অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও তদ্ভক্ত-দর্শনে তাঁহার সুযোগিই কাচ দূর হইয়া যায়।) সেই সকল সকাম ভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। যাঁহারা উত্তর কামনাধিকারী তাঁহার যে পাদপল্লব, কেবল সেই পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই সেই পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন,—স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর কোন বর যাচ্ঞা করি না।]

আমাদের ন্যায় কৈতবপূর্ণ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া রায়বাহাদুর যোগেন্দ্র বাবু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ও ধ্রুবচরিত্রের যে প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিবার জন্য অনেক সময়ই অনেকের হৃদয়ে প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। এজন্য আমরা এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবুর যুক্তির উত্তরচ্ছলে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের প্রবন্ধের উপকরণ হইয়াছে।

কৃপানুগ-ভজনের পথ কোনওপ্রকার কামনামূলক কপটতাপূর্ণ নহে। কামের দ্বারা প্রেম-লাভ হয় না। গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় যাবতীয় জড় বা জড়প্রতিযোগী কামকুণ্ঠা নির্মুক্ত হইলেই নিরুপাধিক জীবাত্মার অপ্রাকৃত কৃষ্ণকাম-পরিপূরণের মুক্তপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমি সকাম হইলেও কৃষ্ণ আমাকে প্রেম দান করিবেন, এইরূপ কৃষ্ণভোগবুদ্ধির সহিত ভজনের অভিনয়ই সম্ভোগবাদ ও অপরাধ। 'নাম বলে পাপবুদ্ধি' অর্থাৎ 'শ্রীনামের আভাসেই যখন সকল পাপ অনায়াসে দূরীভূত হয়, তখন পাপ করিব ও হরিনাম (?) করিয়া সেই শক্তিত পাপকে কাটাইয়া দিব'—এইরূপ বুদ্ধির সহিত নাম-গ্রহণের অভিনয় যেরূপ নাম-গ্রহণ নহে, নামাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রেমের

পথে অর্পণ-নিক্ষেপ মাত্র, হউক 'আদি কামনাযুক্ত' হইয়া কৃষ্ণভজনের অভিনয় করিলে কৃষ্ণই তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে আমাদের পরমবন্ধুরূপে বা তাঁহার দাস প্রদান করিবেন'. —এইরূপ বুদ্ধে তোষবুদ্ধি লইয়া কৃষ্ণভজনের অভিনয়ও অপরাধের প্রশ্রয়-প্রদান। কোনও একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও কামনা উপস্থিত হয় বা মুক্তিসুখ হইতেও অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম-সুখের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কোনব্যক্তি যদি তীব্র-ভক্তিযোগ অর্থাৎ অপ্রতিহত ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদ্-ভজনেই সংলগ্ন থাকেন, ভগবান্ তাঁহারই হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া কামনার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়া দেন, অথবা কোন নিষ্কিঞ্চন মহাজনকে প্রেরণ করিয়া সাধককে সেই সকল কৈতব পরিত্যাগের উপদেশ দেন। সাধক তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হন এবং সর্ব্বতোভাবে অন্যাভিলাষরহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে ভগবদ্ভজন করেন। এইরূপ সাধকের প্রতিই ভগবৎকৃপা হয়। এই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণই নিত্যসেব্য,—এই উপলব্ধি। কৃষ্ণ আমাদিগের সেবা বস্তু, আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন, অর্থাৎ আমাদিগের কামনা পরবরাকারী নহেন— এইরূপ স্বাভাবিকী বুদ্ধির সহিত কৃষ্ণসেবায় অভিনিবেশই কৃষ্ণকৃপাকৃষ্টি। এই কৃষ্ণসেবায় কৃষ্ণকৃপার হৃদয়ে উদিত হইলেই কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের দাস হইবার জন্য অভিলাষ হয়। এখানে 'অভিলাষ' শব্দটি বিশেষ বিবেচ্য, 'কাম ছাড়ি' কথাটিও বিশেষ বিচার্য্য। কাম না ছাড়িলে কৃষ্ণদাস্যে অভিলাষ পর্য্যন্তও উদিত হয় না— স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ত' দূরের কথা—প্রেমলাভ ত' তাহারও বহু দূরে। যাঁহারা কামকে লালনপালন ও পোষণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমিক হইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহারাই কৃষ্ণচরণে নিত্য অপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া। যাঁহারা নিজের কামস্পৃহাকে মূর্খতা না জানিয়া তাহাকেই ভজন-বিজ্ঞতা মনে করেন এবং ঐরূপ কল্পিত ভজন-বিজ্ঞতা-দ্বারাই তাঁহারা কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন বা করিয়াছেন মনে করেন,—তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"যুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ১৫ শ্লোক)

যুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি পিশাচী; যে পর্য্যন্ত উহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

"মুক্তি মুক্তি আদি যাহা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের ঋণ নহে তিনি॥
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র ঋণ নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৬, ১৩৮, ১৩৯)

দুর্ব্বল ও আরাধী ব্যক্তি ঠিক একশ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার অধিকারে কামনা-রূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে; কিন্তু দুর্ব্বলব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আর অপরাধী কখনও ঐ সকলকে অন্যায় বিবেচনা করেন না। তিনি যাহা করেন ও যাহা বুঝেন, তাহাই ভাল; বরং প্রকৃত সাধুরই বুদ্ধি ভুল হইয়াছে, এরূপ মনে করেন! সাধু সকামের মন রাখিয়া বা অপরাধিশ্রেষ্ঠীর রুচির অনুযায়ী কথা বলেন না বলিয়া এক শ্রেণীর প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় ভগবচ্চরণে অপরাধ অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাপরাধ করিয়া বসেন! দুর্ব্বলব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া বর্জ্জন করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপালেশ হইয়াছে জানা যাইবে। নতুবা কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণসেবার কপটকৃপালাভই তাঁহার আদর্শ হইয়াছে, প্রমাণিত হইবে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"জ্ঞাতভ্রতো মৎকথায়াং নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥"

(ভাঃ ১১।২০।২৭—৩৫)

[যদীয় চরিত-কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কথান্তরে উদ্বিগ্ন পুরুষ বিষয়ভোগমা-রাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অসমর্থ হইলে "মদ্ভক্তি-দ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে", —এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয়-ভোগের সহিত তাহাতে কল্পিত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

অতএব মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য উভয় সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ-দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন।]

ভগবদ্ভক্তি সকাম হইলেও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদি চেষ্টা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও ক্রম-মহত্তাপ্রদ, ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সনাতন-শিক্ষা'য়,—'অকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন' প্রভৃতি কথা বলা হইয়াছে। যে কোন প্রকারে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবার দিকে যদি চিত্ত ধাবিত করান' যায়, তাহা হইলে জীব অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমমহত্তের পথে চলিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

"মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৫)

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

(ভাঃ ২।৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

"সহাং দিশন্তাখিতমখিতো নৃণাং" (ভাঃ ৫।১৯।২৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,— "তত্তজ্ঞানতীব্রেচ্ছাবতামপি সিতসর্করাং পিতুঃ সকাশাৎ প্রাপ্য শিশবো যথা মৃদি স্পৃহাং ত্যজন্তি তথৈব কামানপীত্যর্থঃ। অতএব "অকামঃ সর্ব্বকামো বা" ইত্যাদৌ তীব্রেণ জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতেত্যুক্তম্। অত্র নিষ্কামাণাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লব-প্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপং ভাবনীয়ম্; ন হি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তুতুল্যমূল্যং ভবত্যতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাদ্ভূমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃষ্টত ইতি।"

তাৎপর্য্য এই—শিশুগণ যেরূপ অনভীপ্সিত সর্করা পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা-চক্ষের স্পৃহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মূঢ় অজ্ঞান অথচ অকপট ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভজনকালে কামনার বশবর্ত্তী হইলেও কৃষ্ণ-কৃপায় অনভীপ্সিত কৃষ্ণ-সেবা-সর্করার আস্বাদন পাইয়া মাটির ভড়কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই জন্যই "অকামঃ সর্ব্বকামঃ" শ্লোকে "জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ-রহিত তীব্রভক্তি-যোগের দ্বারাই পরমেশ্বরকে সেবা করিতে হইবে" ইহা উক্ত হইয়াছে। এই স্থানে নিষ্কাম ও সকাম উভয় প্রকার ভক্ত

চরমে ভগবানের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলেও উহাকে এরই রূপ ভাবিতে হইবে না। যাহা স্বভাবতঃই শুদ্ধ আর যাহা বলপ্রয়োগে শোধিত হয়, এই উভয় বস্তুর একমূল্য হয় না। এজন্য ব্রহ্মাদি হইতে প্রেমভক্ত হনুমানাদির অধিকতর উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়।

ধ্রুব শ্রীহরির কৃপায় পরমপদ লাভ করিয়াও আপনাকে অপরিপূর্ণকাম মনে করিয়াছিলেন,—

"সোঽপি সঙ্কল্পজং বিষ্ণোঃ পাদদেবোপসাধিতম্।
প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্বাণং নাধিতিষ্ঠতি শ্রীতোঽন্যলাভাৎ পুরম্॥"

(ভাঃ ৪।১২।৭)

তাৎপর্য্য—ধ্রুব শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পাদসেবা লাভ হইলে জীবের যাবতীয় বহির্মুখ সঙ্কল্পের সমাপ্তি হইয়া যায়। ধ্রুব নীয় মনোঽভীষ্ট লাভ করিলেন বটে; কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল না। তিনি অনতিপ্রীতিচিত্তে পিতৃভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

ধ্রুব তাঁহার দশা অনুভব করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"অহো বত মমানাত্মাং মন্দভাগ্যস্য পশ্যতঃ।
অবচ্ছিদ্যঃ পাদমূলং গন্তা যাচে যদৃচ্ছয়া॥"

(ভাঃ ৪।১৩।৩১)

অহো, আমি বড়ই মন্দভাগ্য। আমার মূঢ়তা দর্শন কর! আমি সংসার-বিনাশক শ্রীহরির পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি!

"মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ॥"

(ভাঃ ৪।১৩।৩২)

বোধ হয়, দেবতাগণ আমা অপেক্ষা নিম্নলোক প্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাই তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন; তাহা না হইলে আমার ন্যায় অধমতম-ব্যক্তি দেবর্ষিনারদের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিবে কেন?

"মৈত্রেয় প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুরবাপয়া।
অবচ্ছিদ্যাযাচেঽয়ং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ॥"

(ভাঃ ৪।১৩।৩৩)

জগতের আত্মস্বরূপ সংসারনিবর্ত্তক ভগবান্‌কে তপস্যা-দ্বারা প্রসন্ন করাও দুরূহ; কিন্তু আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট আবার সেই অসৎ সংসারেরই প্রার্থনা করিতেছি! গতায়ুব্যক্তির চিকিৎসা যেমন নিষ্ফলা হয়, তদ্রূপ আমার প্রার্থিত বিষয়ও নিরর্থক হইল।

"বরং ব্যয়ে বহুতো যোঽল্পলাভো যে নিষ্ফিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ॥"

(ভাঃ ৪।১৩।৩৪)

হায়! যেমন নির্ধনব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুষ্কৃতিশালী যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসৎবস্তু প্রার্থনা করিলাম! শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্যত ছিলেন কিন্তু আমি মূঢ়তা বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমান প্রার্থনা করিয়াছি!!

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—

"ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো রজোজুষস্তাদৃশয়ো জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো যদৃচ্ছয়া লঙ্ঘিতসর্ব্বমঙ্গলঃ॥"

(ভাঃ ৪।১৩।৩৬)

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর, তোমাদিগের ন্যায় যে সকল ব্যক্তি শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মপরাগসেবী ভক্তজন করেন, তাঁহারা সেই ভগবানের নিত্যদাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না; কারণ তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া পূর্ণ চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

বৃহদ্ভাগবতামৃতের গোলোক-মাহাত্ম্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দেখাইয়াছেন,—

"ভক্তা ভগবতো যে তু সকামা দেহধারিণঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সুখভোগান্তে বিনশ্যন্তি যতঃপরম্।
বৈকুণ্ঠং দুর্লভং মুক্তৈঃ সাক্ষান্নশ্বরিণাত্মকম্।
নিষ্কামা যে তু তদ্ভক্তা লভন্তে সন্ত এব তৎ॥"

(২য় খণ্ড ১ম অধ্যায় ৩য়-৪র্থ শ্লোক)

তৃতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"সকামা ভক্তা যে যদু ভোগাভিলাষেণ ভগবন্তং ভজন্ত ইত্যর্থঃ। স্বেচ্ছয়ৈবাত্মনো কর্ম্মপার-তন্ত্র্যাধিকং নিয়ন্তৃম্। অখিলানিত্যানেন ত্রৈলোক্যে

মহর্লোকাদৌ অর্চ্চিরাদিনাপি তথা প্রাকৃতস্বর্গস্থ-শ্বেতদ্বীপ-রমাপ্রিয়াদি-বৈকুণ্ঠেষ্বপি বর্ত্তমানঃ ভোগাঃ গৃহীতাঃ। স্বয়মস্মান্ ভোগাভিজ্ঞানেন চ ত্রৈলোক্যান্তর্গত-ভোগস্থিতদোষ-দুঃখাদিকং নিরাকৃতম্। বিভুত্বাঃ সংচ্ছিন্ন-ভোগবাসনত্বাঃ সন্তঃ। কৃপয়া ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশেন ভোগকাল এব ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেন বিশুদ্ধিরুক্তা। তত্র ভগবতঃ পরং স্থানং যান্তি নতরে।"

ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার অনুসরণে নিম্নলিখিত যে বিবৃতিটি লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও আমাদের প্রবন্ধের প্রতি-পাদ্য বিষয়ের মীমাংসা পাওয়া যায়।

"ভোগাভিলাষের সহিত যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা সকামভক্ত। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য, মহর্লোকাদিতে, অর্চ্চিরাদিমার্গে এবং প্রাকৃতস্বর্গস্থ শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়িবিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি-কর্ত্তৃক অনাবৃত আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি বা ভজন। সে স্থলে ভোগাভিলাষের সহিত ভজনের কিরূপ সঙ্গতি হয়, এই আশঙ্কায় 'স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক' এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা স্বেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগাভিলাষের দ্বারা চালিত হইয়া শুদ্ধ ভোগপ্রাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ। সুতরাং কর্ম্ম-পরতন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা ভোগবিলাসরূপ অনর্থকে 'অনর্থ' জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ত্যাগাক্ষমতা-বশতঃ ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদের সেই সেই অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' নয়। ভক্তহৃদয় পবিত্র করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই ভোগদ্বারা তাঁহাদিগকে শুদ্ধান্তঃকরণ করতঃ স্বপাদপদ্ম অর্পণ করেন, সুতরাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যগত কর্ম্মভোগাদি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতে করিতে সাধনবলে যাঁর অনর্থ রূপ অসদ্ভূষ্ণা দূর করেন ইহাই ভক্তিমার্গের এক রহস্য। শ্রদ্ধা-ক্রমে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া এবং ভজনক্রিয়া-ক্রমে ভক্তের চিত্তৈকাগ্র্যস্থিত অনর্থ দূর হয়, পরে নিষ্ঠা জন্মে। ভগবদ্ভক্তদিগের এইরূপ উন্নতিক্রমে চিত্তৈকাগ্র্যরূপ বৈকুণ্ঠ-গমন হয়।

সম্পূর্ণরূপে অন্যাভিলাষ-রহিত ভক্তগণ সদ্য সেই বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। সকাম ভক্তদিগের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ক্রমমুক্তির ন্যায় বিলম্ব-সাধ্য। নিষ্কাম ভক্তগণ দেহত্যাগ করিবামাত্র সেই পরমপদ লাভ করেন।

শ্রীশিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'ন ধনং ন জনং, অতএব শান্ত।
মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলই অশান্ত॥'

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

ভক্তিলতার সঙ্গে যদি উপশাখার উদ্গম হয়, তবেই ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে,—

'কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥'

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৮)

'প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥'

(ঐ ১৯।১৫১, ১৬২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী হইতে জানা যায়, সাধনপথের বৈষ্ণবাপরাধরূপ সর্ব্বপ্রধানবিঘ্ন হইতেই সাধকের হৃদয়ে ভোগ-মোক্ষাদি বাঞ্ছার উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে সেই উপশাখার ছেদন না করিলে মূলশাখা বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্তি হইতেই ব্রজপ্রেমের উদয় হয়। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এইরূপ,—

'শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা; অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

মুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥'

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৬৬, ১৬৭, ১৭৫)

মুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে উদিত হইলে সাধন করিলেও 'প্রেম' উৎপন্ন হয় না। সকাম ভক্ত—যেমন ধ্রুবাদি ভগবৎ-কৃপায় কামনা-নির্মুক্ত হইয়া কোনও উচ্চলোক বা বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন; কিন্তু গোলোকে কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতে হইলে হৃদয় স্বাভাবিক ও অহৈতুক অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক। রাগাত্মিক-জন যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় স্বাভাবিক লৌল্য-বিশিষ্ট, রাগানুগ-জনেরও সেইরূপ লোভ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ত' দূরের কথা, কোন প্রকার কামনা ত' দূরের কথা! ভগবানের ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের আকর্ষণ বা সেবার কারণ হয় না; ভগবানের 'ঐশ্বর্য্য' আছেন বলিয়াও তাঁহারা ভগবানের সেবা করেন না; তিনি কামনা পরিপূরণ করিবেন বা মোক্ষদান করিবেন, এইরূপ বণিগ্‌বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে ভক্তি (?) করা ত' দূরের কথা! কৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য্যই ভক্তগণের আকর্ষক। হেতু-রহিত অনন্যসেবাবৃত্তিই যাঁহাদের নিত্য স্বভাব, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী।

অতএব 'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণধনে'—এই উক্তি ব্রজপ্রেমের প্রৌঢ়িক ভক্তগণের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় নাই। মথুরাবাসিনী কুব্জা নিজ-কাম-চরিতার্থের লালসায় কৃষ্ণের বস্তু আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা একমাত্র অধক্ষোজ কৃষ্ণে পর্য্যবসিত হওয়ায় তাহা সাযুজ্যী-রতির মধ্যে গণিত হইয়াছে মাত্র। কৃষ্ণকে ভোগ করাইবার সঙ্কল্প-সঙ্কল্পের থাকায় একেবারে প্রাকৃত বারবনিতার কামের ন্যায় গণ্য হয় নাই, এই মাত্র বিশেষ; কিন্তু ইহার সহিত ব্রজগোপীর প্রেম সমান নহে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ব্রজগোপীর প্রেমের আদি, অন্ত বা মধ্যে আত্মকামের কোন প্রকার বিন্দু-বিসর্গও নাই। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"গোপীগণের প্রেমের 'কৃষ্ণভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম॥
'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥'
কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥'
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
'এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ॥'
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥'
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥'

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত ॥
'এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ ॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥
'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ 'নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥'
আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ সম্ভোগন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥
এ বিরোধের এক নাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে, যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥
'উপেত্য নন্দি সুচরীতচিত্রিয়াজিহ্মচর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকচদ্বিষৈরটদশাস্তজালৈস্তৈঃ।
তনূরুকরসক্ষরন্নয়নচক্রবীক্ষাকলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনবেণুতঃ কেশবম্ ॥'
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম স্বাম্যভাবহীন ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাকুষ্টি ॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁরা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

'অতস্তদীয়সুখসুখং প্রেমানন্দং বাঞ্ছতো নাত্মানম্।
কলাবাপ্তেরীক্ষণে যেন সাক্ষাদন্যোন্যানন্দয়ন্তো যাবারি ॥'
'গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমভিষিষেচ গোচনা ॥'
আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥
'দদামি ভক্তিযোগং মে যদি সর্ব্বস্বহারকে।
মনোগতির্বিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥'
কাম্যশূন্যহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুভ্র যেন দগ্ধহেম ॥'

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬২—২০৯)

শ্রীচৈতন্য কি বৈয়াকরণ ও ভাবুক মাত্র ?

(১

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত "The Indian Historical Quarterly" Vol. X. No. 2, June, 1934 সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর এস্. কে. দে " Caitanya as an Author" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, উহার বিস্তৃত প্রতিবাদ গত ২০শে পৌষ, ১৩৪১ তারিখের 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে।

ডক্টর দে যে বাঙ্গিক দিগ্‌বিজয়ীর,—

" বৈয়াকরণ তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে কবিত্বের সার ॥"

শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রতি এই উক্তি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্যময় উত্তর—"নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ" প্রভৃতি কয়েকটি বাক্যকে নিদান্ত করিয়া ডক্টর দে মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাব্যশাস্ত্রে অপণ্ডিত ও সিদ্ধান্ত ব্যাকরণের সাধারণ পণ্ডিতমাত্র ছিলেন,—ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। ডক্টর দে র মতে শ্রীচৈতন্য তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ তর্কজাল ও ভাবকেলি-দ্বারাই সভা জয় করিতেন; বস্তুতঃ তাঁহার কাব্য বা তর্কশাস্ত্রে আদৌ কোন গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না; এমন কি, তিনি সেই সকল শাস্ত্র কখনও দেখিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়েও যে যথেষ্ট সন্দেহ করেন। গত ২২শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' ডক্টর দে র এই মতবাদের অসারতা সর্বতোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নবদ্বীপ-লীলায় যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদম্যোর্দ্ধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রচারিত হইতেছিল, তখন একদিন মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর পথে সাক্ষাৎকার হইল। মুকুন্দকে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি আমাকে দেখিয়াই প্রত্যহ পলাইয়া যাও, আজ আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তোমার আর নিষ্কৃতি নাই।" মুকুন্দ মনে মনে ভাবিলেন, "নিমাই পণ্ডিতকে আজ কি প্রকারে জব্দ করা যায়? অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিমাইকে নিরস্ত করিব।"

মুকুন্দ বলেন—"আরে শিশুপাঠ।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র ॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা' সনে।"
প্রভু কহে,—"ভাল মোর লেখা নহে মনে ॥"
বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার ॥
সপ্তশ্লোকিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি' শোধে' সব 'অলঙ্কার' ॥
মুকুন্দ বাখিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন ॥
আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাও, ঝাট আসিবারে চাহ ॥
চলিলা মুকুন্দ লই' চরণের ধূলি।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ মুরারী ॥
"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা?
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ ১১-১৮)

ডক্টর দে কেবলমাত্র নিমাই পণ্ডিতের প্রতিযোগী অভিমানকারীর পক্ষের প্রাথমিক বাক্যগুলিই গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্ত্তী বাক্যসমূহ অর্থাৎ উত্তরপক্ষীয় বাক্য-সমূহকে গ্রহণ করিবেন না, তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের কল্পনা-প্রসূত অর্থবাদ বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বলিয়া decree dismiss করিবেন, ইহা অদ্ভুত বিচার বটে।

"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা ॥"

মুকুন্দের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পূর্বপক্ষীয় আনুমানিক বাক্যকে সিদ্ধান্ত-পক্ষীয় স্থাপন করা কি সম্পূর্ণ বিচার-বিরুদ্ধ নহে?

"কেহ বোলে,—এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
তর্কাচার্য্য হয় তবে, তখন না নড়ে ॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ ১০২)

এই উক্তি অবলম্বন করিয়া ভট্টাচার্য যে বলেন যে, নিমাই পণ্ডিত যে ন্যায়শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এমন কি ন্যায়ের কোন পুঁথি পর্য্যন্ত তিনি স্পর্শ করেন নাই—শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐ বাক্য হইতেই প্রমাণিত হয়।*

ভট্টাচার্য যে "কেহ বোলে" শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের এই বাক্যটির মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারেন নাই। নবদ্বীপবাসী ব্যক্তিগণের এক এক জন এক এক প্রকারে মতামত প্রকাশ করিতেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ কোন অসামান্য পণ্ডিত মহাপুরুষ বা অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব্যক্তির সম্বন্ধে যে তাঁহাদের অভিপ্রায়মাত্র প্রকাশ করেন, তাহা কিছু সিদ্ধান্ত নহে। এক সময় হাইকোর্টের এক জজ স্বগ্রামে আসিয়াছিলেন। কোন এক বৃদ্ধ শুভ কামনা করিয়া জজ সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—"আপনি দারোগাবাবু হউন।" নিমাই পণ্ডিতের নিষ্প্রতিদ্বন্দ্ব ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ অবাক্ হইয়া নবদ্বীপবাসী অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, "ইঁহার ভক্তি নাই, যদি ইঁহাতে ভক্তি হয়, তবে বড়ই ভাল।" বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠেই জানা যায়, অতি শিশুকাল হইতেই বালক নিমাইর শ্রীনামে ও শ্রীভাগবতে স্বাভাবিক রুচি ছিল। 'কেহ বোলে এ বামুন যদি ভাল পড়ে,'—এই বাক্যের অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাই—

'কেহ কেহ বলে, "ভাই, মিশ্র" সর্ব্বজনে।
'বাদিসিংহ' বলি পদবী দিব ভালে॥"
হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই।
ভক্ত দেখিয়াও জানিবার শক্তি নাই॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ ২০০-২০৪)

নিমাইর ন্যায়শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য দেখিয়াই নবদ্বীপবাসিগণ একত্রে মিলিয়া নিমাই পণ্ডিতকে 'বাদিসিংহ' পদবীতে বিভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মধ্যযুগীয় শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে "বাদিসিংহ" ও "বাদিরাজ" নামক দুইজন দিগ্বিজয়ী অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তদানীন্তনকালে বাদিরাজ ও বাদিসিংহ প্রভৃতি উপাধি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের জন্যই একচেটিয়া ছিল। বাদিরাজ স্বামী যে কত বড় নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার 'দ্বিতীয়-ভট্টাচার্য্য' নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। 'এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে',—ব্যক্তিবিশেষের এই শুভেচ্ছায় প্রকৃত প্রস্তাবে নবদ্বীপবাসিগণ সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

একদিন নবদ্বীপের অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত গদাধরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। বিশ্বম্ভর গদাধরের দুই হাত ধরিয়া বলিলেন,—

"ন্যায় পড়, তুমি আমা' যাও প্রবোধিয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১২শ ২১)

তখন গদাধর বলিলেন,—'তুমি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।'

প্রভু বলে,—'কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ।'
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বলেন—'ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা।'
নানারূপে ঘোষে' প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥
হেন জন নাহি যে প্রভুসনে বলে।
গদাধর ভাবে,—"আজি বড়ি, পলাইলে॥"
প্রভু বলে, গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ, তুমি আসহ সত্বর॥
'পরম পণ্ডিত'-জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সম্ভ্রম অপার॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১২শ)

গদাধরের ন্যায় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থবৎ মনে করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমের ন্যায় মহা-নৈয়ায়িক ও মহা বৈদান্তিক অধ্যাপকশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রথমমুখে কল্পতরুর মুকুর, পাল্য এবং ন্যায় ও

---

* Although Navadwipa was, and still is, famous, for its teaching of New Logic (Navya Nyaya), there is however no evidence to show that Viswambhara (as Chaitanya was then called) ever studied this subject. On the contrary, people noticing the keenness of his intellect, are said to have on one occasion wished that he had studied Nyaya and become a great Bhattacharya, which he was in their opinion sure to become.

—(I. H. Q. Page 305)

বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাঁহার তাদৃক্‌তুল্য মনে করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তর্ক ও বেদান্তশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত ত্রিভুবনে নাই। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মনিক্ষেপ করিয়া আপনার পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধিত করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্বরচিত শ্লোকসমূহ আজিও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব ন্যায়শাস্ত্রের টীকা লিখিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তীও প্রসিদ্ধি আছে।

ভট্টর যে ভগবন্মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি অপেক্ষা বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্য কম ছিল, মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহার উত্তর যে মহাশয়ের পক্ষীয় নবদ্বীপ-বাসীই দিয়াছেন।

"হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০ম ২০৪)

সকল নবদ্বীপবাসী একবাক্যে বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"এত বড় পণ্ডিত আর কোথাও শুনি নাই।"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১০ম ২০২)

শ্রীবিশ্বম্ভর কিরূপ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভাষায় সুধী পাঠকগণকে আর একটুকু শুনাইয়া দেই,—

"হেন মতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সবার করি বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত॥
যদ্যপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত-সমাজ।
কোটার্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্রব্যাজ॥
ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য॥
যদ্যপি সবেই স্বতন্ত্র, সবার গর্ব্ব।
শাস্ত্রচর্চ্চা হইলে ব্রহ্মারেহ নাহি সর্ব্ব॥
প্রভু হত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরম্পরা সাক্ষাতেহ সবেই শুনেন॥
তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি।
বিরুক্তি করিতে কারো নাহি শক্তি কতি॥
হেন সে সাধ্বস হয় প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই আছেন একদিকে মুখ হৈয়া॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল মতে॥
কোনরূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সবার চিত্তে আছয়ে অন্তরে॥
প্রভু দেখি' স্বভাবেই হয়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি' সবে হয় বশ॥
তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে,—হেন জন নাই॥
ভেঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।
তবে তাঁরে কেহ নাহি জানে কদাচিত॥
পুনঃ পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন নব-রীতে।
তানান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩ম ৪-১৭

ভট্টর যে ও তাঁহার সমশীল ব্যক্তিগণ হয় ত' বলিবেন,—"ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকল কথা অতিরঞ্জিত!" ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, ভট্টর যে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্বপক্ষীয় কতিপয় বাক্য অবলম্বন করিয়া যে সকল মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা সেই সকল গ্রন্থেরই সিদ্ধান্ত-বাক্য-দ্বারা তাঁহার মতবাদ খণ্ডন করিলাম। যদি তিনি গ্রন্থের পূর্ব্বপক্ষীয় বাক্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তপক্ষীয় বাক্য গ্রহণ করিবেন না কেন? যদি গ্রহণ না করেন, তবে সুধীসমাজ নিশ্চয়ই বুঝিবেন, যে মহাশয়ের ইহাতে অভিসন্ধিমূলক কুসাম্প্রদায়িকতা আছে। বিশেষতঃ ভট্টর যে বা তাঁহার সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেহই ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা নহেন, আর ইতর-বাসনা-যুক্ত প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিও যখন মহাপুরুষগণের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারে না, তখন ভট্টর যের অনুমান ও মনঃকল্পিত-কল্পনার মূল্য কতটুকু? আশা করি, তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি এসকল কথা ভগবদ্ অনুগ্রহে কোন না কোন দিন বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন বা কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচৈতন্য-

দেবকে যদি অদ্বৈত উপাধ্যে বা সাম্প্রদায়িকতা করিয়া পণ্ডিত সাজাইবারই ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ত' তাঁহাদের গ্রন্থে ভট্টজীর মত উদ্ধৃত (নিমাই পণ্ডিতের অলঙ্কার বা ন্যায়শাস্ত্রাদিতে অজ্ঞতাসূচক) বাক্যগুলি না লিখিলেই পারিতেন। ঐসকল বাক্য নিরর্থক ও ভ্রান্তিমূলক, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই গ্রন্থকারগণ তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে গ্রথিত করিয়াছেন।

ভট্টজী যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মিরী বা কেশব ভট্ট নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি ঠাকুর বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রতি অপবাদ করিয়াছেন। ভট্টজীর মতে "ঠাকুর বৃন্দাবন ও কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী করিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়কে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে তৎসম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মিরীকে মহাপ্রভুর দ্বারা পরাজিত করাইবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কেশবকাশ্মিরীর ন্যায় বহু-গ্রন্থের লেখক, টীকাকার ও বেদান্তের ভাষ্যকার কিছুতেই শ্রীচৈতন্যের ন্যায় একজন সামান্য বৈয়াকরণের নিকট পরাজিত হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য ছিলেন অবৈবাহিক ও অনৈয়ায়িক। তিনি একখানিও গ্রন্থ লিখিতে পারেন নাই; কিন্তু কেশব নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তর্ক ও বেদান্তশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।" বিশেষতঃ ভট্টজী যে বলেন—"শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থে দিগ্বিজয়ীর সহিত মহাপ্রভুর তর্ক-প্রসঙ্গ যেরূপভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা পাণ্ডিত্যের বড়ই দরিদ্রতা-জ্ঞাপক।*

ভট্টজীর এই মতবাদের কতটা ভিত্তি আছে, ক্রমে ক্রমে তাহাই আলোচনা হইবে। ভট্টজী যে বলেন,—"কাশ্মীর দেশীয় কেশব মুকুন্দের শিষ্য † এবং সুন্দর ভট্টের প্রশিষ্য, ইহা কেশব কাশ্মীরী নিজেই তাঁহার বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টজী যেসব লিখিত ও কেশব কাশ্মীরীর গ্রন্থে স্বীকৃত এই গুরু-পরম্পরায় সহিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সালিমাবাদের প্রধান গদ্দির গুরু-পরম্পরার মিল হয় না। সালিমাবাদের গুরুপরম্পরায় দেখা যায়,—সুন্দরভট্ট নিম্বার্কের একাদশ (বা ত্রয়োদশ) অধস্তন। সুন্দরভট্টের শিষ্য পদ্মনাভ, তাঁহার শিষ্য উপেন্দ্র, তৎপরে রামচন্দ্র, শ্যামভট্ট, কৃষ্ণভট্ট, পদ্মাকরভট্ট, শ্রবণভট্ট, ভূরিভট্ট, মাধবভট্ট, জ্ঞানভট্ট, গোপালভট্ট, বলভদ্রভট্ট, গোপীনাথভট্ট, গোপীনাথ ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট। কেশবভট্টের শিষ্য গাঙ্গলভট্ট, গাঙ্গল্যভট্টের শিষ্য কেশব কাশ্মীরী। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গুরুপরম্পরা এবং সালিমাবাদের শ্রীনিম্বার্কশরণ দেবজির যে একটি প্রাচীন খোঁড়া বা ভজনপুঁথি আছে, তাহাতে গুরু-পরম্পরার উপরিউক্ত ক্রমই স্বীকৃত হইয়াছে। সুন্দরভট্ট হইতে কেশবভট্ট পঞ্চদশ অধস্তন এবং কেশবকাশ্মীরী সপ্তদশ অধস্তন।

ভক্তিরত্নাকরে কেশব কাশ্মীরীর যে গুরু-পরম্পরা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সুন্দরভট্ট শ্রীনিবাসাদিতের ত্রয়োদশ অধস্তন এবং গোপীনাথভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট, কেশবভট্টের শিষ্য গোকুলভট্ট, গোকুল ভট্টের শিষ্য কেশবকাশ্মীরী। লিপিকর প্রমাদ ও মুদ্রাকর প্রমাদ উভয়ের যোগে গাঙ্গলভট্ট শব্দটি গোকুলভট্টে পরিণত হওয়া কিছু আশ্চর্যজনক নহে। যাহা হউক, কি ভক্তিরত্নাকর বা কি নিম্বার্কসম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রধান গদ্দি সালিমাবাদের গুরুপরম্পরা ও তাঁহাদের ভজন-পদ্ধতি—সকলই "কৌস্তুভপ্রভা"রলেখক কেশবকে মুকুন্দের শিষ্য বা সুন্দরভট্টের প্রশিষ্য রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভক্তিরত্নাকর বা সালিমাবাদের গুরুপরম্পরায় মুকুন্দনামক কোন ব্যক্তির নামের কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। যদি শ্রীমঙ্গল মুকুন্দের শিষ্য ও সুন্দরভট্টের প্রশিষ্য হন, তাহা হইলেও সুন্দরভট্ট মুকুন্দের গুরু হন। কিন্তু সুন্দরভট্টের মুকুন্দ নামক কোন শিষ্যের নাম নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরায় উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ সুন্দরভট্ট হইতে কেশব কাশ্মীরী সপ্তদশ অধস্তন। ইহা ভক্তিরত্নাকর এবং সালিমাবাদের গুরুপরম্পরা উভয়ের মতেই এক, কোন বিরোধ নাই। সালিমাবাদের গুরু-

* One might even suspect sectarian loyalty in the biographers in making a veteran champion of the rival Nimbarka-School suffer defeat at the hands of the youthful Caitanya; but, apart from pious credulity, the episode is poorly presented and is hardly worthy of a really great scholar, such as Caitanya's biographers make him out to have been. —(I. H. Q. page 303).

† Kesava of Kashmir was the son of Srimangala, sisya of Mukunda and pra-sisya of Sundara Bhatta, as he himself tells us in his various sanskrit works. The meeting with Caitanya as a matter of fact, is not unlikely, for Kesava lived in the latter part of the fifteenth and the beginning of the sixteenth Century, but there can be no doubt that the account has been grotesquely exaggerated.
—(I. H. Q. page 304)

পরম্পরার পশ্চাতে আবির্ভাব-তিথি ও তাহাদের উল্লিখিত আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনীষী বলেন, সায়ন-মাধবের "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের নাম ও প্রচারিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকিলেও যখন শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য বা তৎপ্রচারিত নামের কোন নাম-গন্ধ নাই, তখন নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নিম্বার্ক-সম্প্রদায় অতি অর্ব্বাচীন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও 'সর্ব্ব-সম্বাদিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের নাম ও সিদ্ধান্তের যথেষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। যদিও শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দিগ্‌দর্শনী টীকায় "ক্রম-দীপিকা"-লেখক কেশব ভট্ট হইতে প্রমাণ-শ্লোক সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন, তথাপি কেশব ভট্ট যে নিম্বার্ক-সম্প্র-দায়ের ছিলেন, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। এজন্য অনেকে বলেন যে, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ রচনার বহু পরে, এমন কি বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধনাদি স্থান-নিবাসী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের সময়ও বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত বিস্তৃতি-লাভ করে নাই। দিগ্বিজয়ী কেশব শ্রীমন্মহা-প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তৎপরে তিনিই নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। যেমন শ্রীপাদ বল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকম্পিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্ত্তিকালে একটি পৃথক্ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কেশবভট্টও তাঁহার সেই পূর্ব্ব দিগ্‌বিজয়ীর ন্যায় পুনরুদ্বোধিত হইয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-শ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। এমন কি, নিম্বার্কের নামে আরোপিত বেদান্ত-পারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, ঐ গ্রন্থ অনেক পরবর্ত্তিকালে লিখিত এবং বোধ হয় কেশবভট্টেরই রচিত। এমন কি, গোস্বামিবৃন্দের আচার্য্যলীলার সময়ও ঐ গ্রন্থের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রবল প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত "অচিন্ত্যভেদাভেদ"-সিদ্ধান্ত ও উপাসনা-প্রণালীর সহিত অনেকটা বাহ্যসাম্য দেখিয়া অনেকে বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে দিগ্বিজয়ী কেশব ঐ সকল কথা শিক্ষা করিয়া গিয়া পরে নিজ-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যও আড়াইলগ্রামে, প্রয়াগে ও শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিবৃন্দের নিকট হইতে রাগমার্গীয় অনেক ভজনপ্রণালীর কথা শ্রবণ করিয়া পরে পুষ্টিমার্গ রচনা করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ কি শ্রীপাদ কেশবভট্ট বা কি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহাদের বিজয় বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য পরিশিষ্টকালে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শ্রীবল্লভপ্রভুর অনুকরণে শ্রীমন্মহা-প্রভুকেও "মহাপ্রভু" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিবার যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবকেই "মহাপ্রভু" বা 'শ্রীভগবদ্বংশ' বলিয়া অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে কেশবভট্ট প্রভৃতি মস্তক অবনত করিবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। "জগদ্গুরু" শ্রীধরস্বামীকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীপাদ ভট্টের পাণ্ডিত্যগর্ব্ব যখন প্রভু যেরূপ নিরাস করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দয়াময়ীপতিকে সামান্য বৈয়াকরণ পণ্ডিতমাত্র কল্পনাকারী দিগ্‌বিজয়ী কেশব ভট্টেরও গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল।

পরবর্ত্তিকালের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা কেন, নামগন্ধও যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় প্রচারিত ছিল না, তখন সেইরূপ সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত তদানীন্তন শিষ্যসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা-বুদ্ধির উদয়-কল্পনা অতিশয়োক্তিমূলক বলিয়াই প্রমাণিত হয়। অধিক কি, অনেকে বলেন, শ্রীমন্মহা-প্রভুর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দর্শন করিয়াই আনুষঙ্গিক প্রবৃত্তিবশে পরবর্ত্তিকালে ঐ সকল সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাজেই ঐরূপ অর্ব্বাচীন সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার কোন কারণই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ কোন দিনই ঐরূপ প্রাকৃতপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী নহেন যে, তাঁহারা অপরসম্প্রদায়ের সহিত আপনাদিগকে

প্রতিযোগী মনে করিয়া অন্য সম্প্রদায়কে হেয় করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা সত্যের অনুরোধে সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীবিদ্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌড়ীয়মিশনামৃতাভিধগ্রন্থের লেখক স্বর্গীয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন ও পরম গম্ভীর লেখক অলঙ্কারাদি শাস্ত্র জানিতেন না বা স্বকপোলকল্পিত ঘটনা বা গালগল্প তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ কল্পনাও মনে স্থান দেওয়া ইতিহাসালোচনার বিকার নহে কি? এবিষয়ে অধিকতর সমালোচনা আবশ্যক।

জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বিদ্বৎসম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আগ্রহ

স্বামী বনের সর্ব্বত্র সাদর সম্বর্দ্ধনা-লাভ

['অমৃতবাজার পত্রিকা' ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৫ বুধবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

Swami Bon of Gaudiya Mission

—:o:—

His activities

—:o:—

VISIT TO GERMAN UNIVERSITIES

Swami B. H. Bon of the Gaudiya Mission who has been working in Europe for the last two years and has started a Hindu centre in London with the Marquess of Zetland as its President was recently invited by the different Universities and Societies of Germany to deliver lectures on the various aspects of Hinduism. The Swamiji delivered three lectures in Berlin at the Lessing Hochschule, the Berlin University and the Indian Club on "The Indo-Aryan Message of the Gaudiya Mission", "The philosophy of Sree Krishna Chaitanya" and "The Hindu view of life" respectively. The first two lectures were in German and the third was in English.

Impressed by the depth of knowledge and attracted by the mode of speech of the Swamiji the Lessing Hochschule has arranged for the Swami two more further lectures on January 11th and 18th when he will speak in German on 'The spiritual significance of Caste System in India' and 'Why submission to the Spiritual Master is an absolute necessity for a spiritual life'. The Berlin University has also invited the Swamiji for two more lectures on January 25 and 26.

After the first three lectures in Berlin Swami Bon started on his lecture tour and had one lecture at the University of Leipzig which was very highly appriciated. Swamiji spoke on 'The conception of Maya in Indian Philosophies' and after the meeting a discussion followed when many of the professors joined in the mutual discussion. Swamiji has left a very lasting impression with the scholars of Leipzig.

At Dresden Swamiji had the largest audience of over 800 people and he spoke on 'The Hindu conception of God and soul' while he was cheered up in the midst of repeated ovations. The Minister of Education for Saxony and the Lord Mayor of Dresden conveyed their interest and welcome to the Swamiji with his message of Theological Philosophy and culture of India.

Professor Winternitz arranged for the Swamiji one lecture at Prag in Czechoslovakiya, where from Swami Bon went to Vienna and delivered one lecture in English on "India her religion and culture." The lecture was rather restricted to the scholars and nobilities and among others the

British Ambassador and the American Consul-General were also present at the meeting. The President in his remarks mentioned that the lecture of the Swamiji was so much inspiring that one could safely say that Vienna had not for long such an illuminating lecture.

At the Universities of Munich and Bonn, Swami Bon spoke in English while at the Universities of Tubingen Beuron and Marburg he delivered his lectures in German which were equally appreciated. It makes a great deal of difference when one speaks in the same language of the country when a foreign speaker wants to deliver lectures. At Tubingen Swamiji had a long and open discusson with Prof. Hauer who is the leader of the present German Faith Movement. Prof. Hauer thinks that Christianity could not be the right religion for the Nordic Aryans of Germany and that a reigion more on the pantheistic ideas will better suit the mentality of the Aryans of his country. He is trying to put forth ideas of the Indo-Germanic origins, as he says. But Swamiji thinks that true religion could not be marked out by any limitation of time and mundane space.

Swami Bon was given a very cordial reception at all the Universities and German cities and he has been shown all possible interest in his attempt to represent the real spiritual life of India to the honest and unbiased people of the West. Swamiji was deeply touched by the hospitality, he had been given, and it certainly speaks for the friendly attitude of new Germany towards the culture and religion of India. There can be true friendly feeling between India and Germany in so far the cultural, intellectual and spiritual aspects of the two countries are concerned. As the Germans are showing their interest in the non-political activities of the Swamiji he is thinking of continuing his works in Berlin for a longer time.

—*The A. B. Patrika (Jan. 23. 1935)*

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভূমি

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপক ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনপাবনী কৃপা ও ইচ্ছার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের পূর্ব্বাঞ্চলীয় প্রথম ও প্রধান নাম-সঙ্কীর্ত্তন-নিলয়রূপ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের একটি বৃহৎ ভূমি এতদিন পরে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গালা ১৩২৮ সালে শ্রীলপ্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকায় এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঢাকা নগরীতে প্রভুপাদ অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত ও স্বয়ং একাধিক বার শ্রীমদ্ভাগবতের "অন্বাক্ত"-শ্লোকের ত্রিপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের অনর্পিতচরী কৃপা। যাহাতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যমঠের আনুগত্য-গৌরবে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীমুখরিত জীবন্ত-মঠ-গৌরবে নিত্য বিভূষিত হইয়া উঠে তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যজনের কৃপার অন্ত নাই। তাই তাঁহারই কৃপা ও আশীর্ব্বাদে অর্দ্ধশতবর্ষ পরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের একটি সুবৃহৎ শ্রীমন্দির ও শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সদন নির্ম্মাণের জন্য প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমি ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিগণ ক্রয় করিয়াছেন। গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার-ম্যান রায় শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ দাস বাহাদুর এম্-এস্-সি ও মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের পক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিভূরূপে ঐ জমি শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক ও ট্রাষ্টিগণের প্রতি বিধিমত সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সুপরিচিত, সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বগুণ-বিভূষিত অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অমায়ময়ী অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় এই কার্য্য অতি সত্বর ও অতি সহজে সুসম্পন্ন হইল। বলিতে কি, তিনি ঢাকা-নগরীতে তাঁহার বাগ্মিতা, সৌজন্য ও সাধুচেষ্টা-সমূহ দ্বারা লোকের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারের প্রতি যে গভীর রেখাপাত করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে এক নব-ভাবের সূচনা হইয়াছে। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণীর গভীরতায় আকৃষ্ট হইতে পারিয়াও ধন্য হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদের মুকুট পরিধান

করিয়া তিনি যেন সম্রাটের ন্যায় এই মঠনির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যবস্থার ব্যাপারে সময় দিতিছেন। আশা করি, তাঁহার এই শুভসেবা-চেষ্টায় কালিতত্ত্ব অচিরেই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীনিকেতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের চূড়ায় আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের ও সমাজের শ্রীচৈতন্যবাণী। বিশ্ব-টেলিগ্রাফ উড্ডীন থাকিয়া নিত্যকাল অকপট পূর্ণ আনুগত্যের মহিমা ঘোষণা করিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ২৬শে মাঘ বৃহস্পতিবার পুরী-এক্সপ্রেসে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীপাদ আচার্য্য-ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমদ্ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ এবং ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সঙ্কর্ষণানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। পুরী-গমনপথে শ্রীল প্রভুপাদের ষ্টেশন হইয়া যাইবার কথা আছে। ষ্টেশনে ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ কএকদিবস শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক গত ২৮শে জানুয়ারী শ্রীধাম হইতে যাত্রা করিয়া ২৯শে জানুয়ারী প্রাতে কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পাটনা-গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

কবিকুল-প্রণম্য-আপাত্ত-পরবিদ্যাভিধেয়ৈঃ—

আগামী ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীগৌরলীলাস্থলী আচার্য্য-প্রকটক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে **আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাসপূজা** উপলক্ষে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজনমহিমাশংসন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

২৪শে মাঘ, ১৩৪১ } শ্রীমঠাশ্রিতানাং শ্রীরূপানুগসেবকবৃন্দানাম্।

আচার্য-আরতির সময় প্রবাসস্থার ও প্রবাসী শ্রীহরিবিহারী বিদ্যার্থিগণ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ আঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১৩শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪১; ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ | ২৮শ সংখ্যা

অর্দ্ধোদয়-যোগ-স্নান ও হরিসেবা

গত ২০শে মাঘ (১৩৪১), ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) তারিখে অর্দ্ধোদয়-যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে পাপনাশিনী গঙ্গায় অবগাহন ও তাঁহার স্পর্শ-লাভের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রাণ ও পুণ্যকামী হিন্দু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শারীরিক, আর্থিক ও নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও ধর্ম্ম-সঙ্কটে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। উন্মাদিনী উদ্দাম-গামিনী প্রপাত-ধারা যেরূপ কোন বাধা-বিপত্তি না মানিয়া এক মনে এক প্রাণে নিম্নগামিনী হইয়া থাকে, ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীও সেইরূপ গঙ্গার স্পর্শলাভের জন্য এক মনে এক প্রাণে ছুটিয়াছিলেন। কে কি জন্য কোথায় যাইতেছেন, তাহা বিচার করিবার অনেকের অবসর পর্য্যন্তও হয় নাই। সকলেই গণগন্তলিকার স্রোতে ন্যূনাধিক গা' ভাসাইয়া দিয়া স্নানকামী হইয়া চলিয়াছিলেন। যাঁহারা ব্যাধি-পীড়িত, যাঁহার শরীরে স্নান সহ্য হয় না', এমন ব্যক্তিও 'যা থাকে কপালে'—বলিয়া শীতকালের সুতীব্র শীতল গঙ্গাজলে অন্ততঃ একটি ডুব দিবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোকের ভীড় ঠেলিয়া, গঙ্গা-স্পর্শ-লাভের জন্য লাঞ্ছনা অপেক্ষা করিয়া, নানাপ্রকার ভাবী ও বর্ত্তমান বিঘ্নের আশঙ্কা করিয়াও এই স্নানের জন্য উন্মত্ত জনতা গঙ্গা-বিহীন নগর-নগরীতে সমবেত হইয়াছিল। বাষ্পিক যুগের হস্ত-সংস্পর্শে এই মহাযোগ চলচ্চিত্র, আলোক-চিত্র প্রভৃতিকে বাহন করিয়া দেশ-দেশান্তরে নীত হইয়াছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী, বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় পোত তথা বিভিন্নপ্রকার যান-বাহন নানাভাবে এই মহাযোগের সেবা করিয়াছে।

দিগন্তের (Horizon) অর্দ্ধভাগে সূর্য্যোদয়-কালকে 'অর্দ্ধোদয়' বলে। পৌষ কিংবা মাঘ মাসের অমাবস্যার

রবিবারে যদি ব্যতীপাতযোগ * ও শ্রবণানক্ষত্র হয়, তবেই 'অর্দ্ধোদয়' নামক যোগ হইয়া থাকে। মঃ মঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্মৃতি-নিবন্ধকারগণ পাদ্মতন্ত্র নির্ণয়-ধৃতের এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন,—

"অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্য-গ্রহৈঃ সমঃ॥

পৌষ মাসের অমার্কপাত অর্থাৎ অমা (অমাবস্যা), অর্ক (রবিবার), পাত (ব্যতীপাত) যদি শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে তাহাকে 'অর্দ্ধোদয়-যোগ' বলা যায়। তাহা কোটি-সূর্য্যগ্রহণের সমান

কর্ম্মকাণ্ডের শাস্ত্রে একটি সূর্য্যগ্রহণেই স্নান দানাদিতে অসীম ফলের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, আর যদি একসঙ্গে কোটিসূর্য্যগ্রহণের সমান যোগ উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে স্নান-দানাদি কিরূপ ভূরিফল প্রসব করিবে, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না এজন্য স্মৃতি-কারগণ স্কন্দপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

"অর্দ্ধোদয়ে তু সম্প্রাপ্তে সকং গঙ্গাসমং জলম্।
তত্রাস্নানো দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভবেয়ুর্ব্রহ্মসন্নিভাঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দানং তত্রানং সেতুসন্নিভম্॥"

অত্র গঙ্গাদি-তীর্থ-স্নানে মোক্ষপদ-প্রাপ্তিশ্চ ফলম্—

"অর্দ্ধোদয়ে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বতীর্থ-ফলং লভেৎ।
পুণ্যতীর্থজলে স্নাত্বা নরোমোক্ষপদং লভেৎ॥"

অর্দ্ধোদয়-যোগ সমাগত হইলে সমস্ত জলই গঙ্গার ন্যায় হইয়া থাকে, তখন সকল তড়াগাদি দ্বিজই ব্রহ্মের ন্যায় প্রভাবযুক্ত হন। এই সময় যদি সামান্যও কিছু দান করা যায়, তাহাও সেতুর ন্যায় হইয়া থাকে।

সাধারণ জলে স্নান করিলেই যখন গঙ্গাস্নানের ফল হয়, তখন সাক্ষাৎ গঙ্গাদিতীর্থে স্নান করিলে যে সুমহৎ ফল হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এজন্য গঙ্গাদিতীর্থ-স্নানে মোক্ষপদ-প্রাপ্তিরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই,—মানব অর্দ্ধোদয়-যোগে স্নান করিয়া সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ করেন, আর গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ-জলে স্নান করিয়া মনুষ্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

* "অমাবাসিনিশীথে সিনীবালীযুতে। যদা রবিবারেণ ব্যতীপাতস্য সম্ভবে।" বৃহন্নন্দঃ।

বর্ত্তমান অর্দ্ধোদয়-যোগস্নানের সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরেজী ১৯০৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীতে অর্দ্ধোদয়-যোগ হইয়াছিল। ইহার সপ্তম বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী এবং তাহার সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাব্দ ১২৭০ ২৩শে মাঘ, ইংরেজী ১৮৬৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে অর্দ্ধোদয়-যোগ হয়।

এই অর্দ্ধোদয় উপলক্ষে কেহ ধর্ম্ম, কেহ বা অর্থ, কেহ বা কাম চরিতার্থ, কেহ বা মোক্ষপদ-প্রাপ্তির আশা-ভরসায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন পুণ্যকামী দম্পতি পরস্পর অঞ্চলে অঞ্চল বন্ধন করিয়া নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়া এই মহাযোগ-স্নান করিয়াছিলেন; আবার ধনপতি তাঁহার পারসহচরীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা-স্নানের জন্য বহুদূর দেশ হইতে কিংবা গঙ্গাসেবিত প্রদেশেই সমাগত ও সমবেত হইয়াছিল এবং একযোগে কৃত পাপ-নিরাসের জন্য একত্র গঙ্গায় ডুব দিয়াছিল। এই সময় অনেকে জীবিকা-অর্জ্জনেরও অনেকপ্রকার নবনব পন্থা আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। কেহ আবার এই যোগ-স্নানে যোগদান বা গঙ্গায় অবগাহন করিতে না পারিয়া গঙ্গাহীন দেশে থাকিয়াই নিজ দুর্ভাগ্য খ্যাপন করিতে-ছিলেন। কেহ কেহ সাধারণ নদী-তড়াগাদিতেই স্নান করিয়া গঙ্গার স্মৃতি আরাধন করিতেছিলেন, কেহ কেহ মহাযোগ-স্নানাভিলাষী হইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনের দল রচনা করিয়াছিলেন, কেহ বা হেটমুণ্ড ঊর্দ্ধপাদ হইয়া, কেহ বা নানাপ্রকার যোগবল প্রদর্শন করিয়া, লোকের চিত্তবিত্ত হরণ করিতেছিলেন। সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরুষ ও লেকেলে ধরণের অশিক্ষিতা স্ত্রীগণ ব্যতীতও পাণ্ডিত্য-গৌরব-বিভূষিত অনেক কুলীন, পণ্ডিত প্রভৃতি উচ্চ সামাজিক ভোগী ও ত্যাগী উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই এই মহাযোগস্নানে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই অবসরে কি করিয়াছিলেন? এই মহা-যোগ-স্নানে তাঁহাদের যেন কোন যোগ্যতাই ছিল না! যেজন্য জগতের শতকরা প্রায় শতজন 'ধার্ম্মিক' নামধারী ব্যক্তিই লালায়িত ও উৎকণ্ঠিত, তাহাতে ভাগবতধর্ম্ম-যাজকগণের যেন কোন রুচিই ছিল না। রুচি থাকা দূরে থাকুক, ঐরূপ কার্য্যে রুচি উৎপাদিত হওয়াকেও যেন তাঁহারা অনাবশ্যক, কেবল অনাবশ্যক নহে—হরিসেবা ব্য

ভগবদ্ভক্তির বাধক জানিয়া সুনিশ্চিত ছিলেন। ইহার কারণ কি?

কতিপয় ব্যক্তি এই সকল সদনুষ্ঠানকে 'কুসংস্কার' বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং এই সকলকে য়েরেপী কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় সুসংস্কৃত হওয়াকেই 'সুসংস্কার' বা 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই চিন্তা-ধারার নায়ক ছিলেন অর্থাৎ স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের নৈয়ায়িক প্রতিযোগী মতই ছিল তাঁহাদের প্রচার্য্য বিষয়। তাঁহারা গঙ্গা-স্নানে পুণ্য ও পবিত্রতা বা যোগস্নানে স্বর্গ-মোক্ষাদি-লাভের কথাকে কুসংস্কার এবং কল্পিত বা অলীক মতবাদ বলিয়া প্রচার করিলেন। ভাগবত-ধর্ম্ম-যাজকগণ কি এই শ্রেণীর? তাহা হইলে কেনই বা তাঁহারা অর্দ্ধোদয়-যোগস্নানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেক কিছু কথা বলিতে হয়—সে সকল তাত্ত্বিকের কথা, উপযুক্ত কর্ণে শুনিবার কথা, শুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা বিচারের কথা।

ভাগবতধর্ম্ম-যাজকগণ ভক্ত ও ভগবানের সেবা-ব্যতীত নিজের জন্য যাচ্ঞার জন্য কোন প্রকার সুবিধাবাদের ধর্ম্মের নাম-গন্ধও দেখান না—ইহাই ভাগবতধর্ম্ম-বাণীর বৈশিষ্ট্য। অর্দ্ধোদয়যোগ-স্নানে যদি ভক্ত ও ভগবানের সেবা হয়, তবে সেইরূপ যোগস্নান তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে করিতে প্রস্তুত আছেন, সেইরূপ যোগ-স্নানের জন্য তাঁহারা কোটি কোটি জন্ম কামনা করেন, জন্মান্তর-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত চাহেন না। আর যদি কোন মহাযোগ-স্নানে মহা মহা পুণ্য ও পবিত্রতা সঞ্চয় হয়, মহা মোক্ষপদবীও লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে হরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে সেরূপ যোগস্নানকে তাঁহারা হরিসেবার বাধক জানিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য পুণ্যকামী যে যোগস্নান করিয়াছেন বা করেন, মোক্ষকামী যে যোগস্নান করিয়াছেন বা করেন, সেই মোক্ষ ও পুণ্যের ফল-ভোক্তা কে বা কাহারা? পাপীর নিকট পুণ্যের আদর, বদ্ধের নিকট মুক্তির আদর। যাহারা অত্যন্ত পাপে লিপ্ত, তাহাদের নিকটই পুণ্য আত্ম-মহিমা জাহির করিতে পারে। যাঁহারা অভিবদ্ধ বা অভিতপ্ত, তাঁহারাই মুক্তিকে চরম প্রাপ্যবস্তু বলিয়া মনে করেন। জগতে যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কেবল পাপ হইতে পরিত্রাণ বা বদ্ধদশা হইতে মুক্তির ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম 'নিত্যধর্ম্ম' নহে। কারণ পাপ ও বদ্ধাবস্থা উভয়ই নৈমিত্তিক বা সাময়িক। পাপী বহু সাধ্য-সাধনা-ফলে যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহার পরমায়ু জাগতিক দৃষ্টিতে সুদীর্ঘ হইলেও সসীম ও স্বল্প*। যে 'মুক্তি' কেবলমাত্র বদ্ধদশা হইতে পরিত্রাণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, যে মূল-প্রয়োজনের জন্য মুক্তির আবশ্যকতা, যদি মুক্তিতে তাহাই বিলুপ্ত হয়, তবে সেরূপ মুক্তিতেই বা কি প্রয়োজন? যে মুক্তিতে স্বরূপাবস্থিতি লাভ হয় এবং যে স্বরূপাবস্থিতি স্বরূপের মূল মালিকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান না করে, সেই মুক্তিরই বা সার্থকতা কতটুকু? ভাগবতধর্ম্ম সেরূপ ভুক্তি-মুক্তিকেই পিশাচী, সেরূপ ভুক্তি-মুক্তিকেই 'নরক' হইতেও দুঃখপ্রদ বলিয়া পরিহার করিয়াছেন।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

শম্ভু পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—সকল নারায়ণভক্তই কিছু হইতেই ভীত হন না, যেহেতু তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক এই তিন বস্তুতেই তুল্য প্রয়োজনদর্শী।

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈর্হৃদয়েশ্বরীং বা।
নৈচ্ছন্ পতত্ত্রিচিতরং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥
(ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

---

* তাবৎ ন মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ। (ভাঃ ১১।১৩।২৩)

যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কাল-প্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

যে তং ভটা যমপুরুষা ঘোরা যাতয়িতারস্তমিস্রে।
পতন্তি রে তানিহ পশ্যন্তি জীবা মুঞ্চন্তি কে চিদ্বিবশা নরকাৎ॥
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতিং কাম্যকামা লভন্তে।
(গীঃ—৯।২১)

অধিকন্তু যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ করে; তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ গতায়াত করিয়া থাকেন।

রাজর্ষি ভরত যে অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী এবং সমান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয় রাজশ্রীকেও অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবাসুরক্তজন সাধুসঙ্গের ফলে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।

তুচ্ছ করি' মুক্তি দেখে নরকের সম ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৬৭)

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ)

যে-কাল পর্য্যন্ত ভোগ-বাসনা ও মোক্ষ-বাসনা-রূপ দুইটি পিশাচী হৃদয়ে অবস্থান করে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তিদেবীর উদয়ের সম্ভাবনা কোথায় ?

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন পার্ষদ বলিয়াছেন,—

'কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে'

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১ম: বিঃ ৫ শ্লোক)

অর্থাৎ যাঁহারা গৌরসুন্দরের সেবার লেশমাত্রও লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যোগিগণের সাধ্য কৈবল্য-মুক্তি নরকের ন্যায় এবং পুণ্যকামী ভোগিগণের সাধ্য স্বর্গ আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক।

অর্দ্ধোদয়-যোগ-স্নান, গঙ্গাসাগর-স্নান, বা কুম্ভ-স্নানাদি যদি এইরূপ স্বর্গ বা মোক্ষ-ফল প্রদান করে, তবে তাহাতে আত্মধর্ম্ম-যাজক হরিসেবকগণের রুচি হইবে কেন ? যাহাতে হরিসেবার বিঘ্ন হয় অর্থাৎ যে পুণ্য ও যে মোক্ষ-প্রাপ্তি শ্রীহরির ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ-মোক্ষ-রূপ জীবেন্দ্রিয়-তর্পণ আনয়ন করে, তজ্জন্য প্রদান কি ভক্তির বিরুদ্ধ-কার্য্য নহে ? ভক্তিদেবীকে (?) হত্যা, সেবাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যে-সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অনুশীলন, তাহাতে ভগবদ্ভক্তগণ আকৃষ্ট হইবেন কেন ?

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ এই সকল স্নান-দানাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন ? শাস্ত্রই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন,—

যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥

(ভাঃ ১১।২১।২)

যাঁহার যে অধিকার, তাঁহার তাহাতে নিষ্ঠার নামই 'গুণ' বলিয়া খ্যাত। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নামই 'দোষ'। ইহাই জগতে গুণ ও দোষের লক্ষণ।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল-ভোগে বিরক্তির উদয় অথবা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-কাল পর্য্যন্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।

(গীঃ ৩।২৬)

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গি-ব্যক্তিগণের বুদ্ধি-ভেদ জন্মাইবার আবশ্যক নাই।

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥

(ভাঃ ৬।৯।৪৯)

রোগী ইচ্ছা করিলেও যেরূপ সদ্বৈদ্য তাহাকে কুপথ্যের ব্যবস্থা দেন না, তদ্রূপ যিনি স্বয়ং চরম কল্যাণের বিষয় অবগত আছেন, তিনিও অজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও কর্ম্মের উপদেশ দেন না।

তবে যে, শাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই,—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৪)

প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য-প্রকারে বর্ণনা করাই পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অশান্ত ও বালকস্বভাবতুল্য মনুষ্যগণের অনুশাসন স্বরূপ। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবগণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।

কর্ম্মমূঢ় ব্যক্তিগণ পাপাদিমোচন ও পুণ্যলাভের জন্য যে গঙ্গাদি স্নান করেন, তাহা গঙ্গার সেবা নহে ; বরং গঙ্গাদ্বারা স্ব স্ব মলিনতা, অপবিত্রতা ধৌত করিয়া লইবার চেষ্টা। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপরেই পাপ বা অপবিত্রতা ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং ঐ শরীর দুইটির উপরেই পুণ্যও লক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা বা শুদ্ধচেতন স্থূল অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শরীর রূপ দুইটি পোষাক বা বসন পরিধান করিয়াছেন। এজন্যই গীতা-শাস্ত্রে "বাসাংসি জীর্ণানি"-শ্লোকের অবতারণা। এই শরীর বা বস্ত্রদ্বয়ের মলিনতা বা অপবিত্রতা-রূপ পাপ পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী-দ্বারা ধৌত করিয়া লইবার চেষ্টা অর্থাৎ পুণ্যকামনা (শুভ করাইবার বাসনা) গঙ্গার সেবা নহে, পক্ষান্তরে গঙ্গাকে হেয় ও নীচ কার্য্যে খাটাইয়া লইবার চেষ্টা। যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবীকে দেবাদিদেব মহাদেব মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রিলোকপূজ্য জগদ্গুরু হইয়াছেন, সেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবের দ্বারা পাপ বা মলিনতা ধৌত করাইবার চেষ্টা, গঙ্গার সেবা, না গঙ্গায় ভোগবুদ্ধি ?

বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণই গঙ্গার প্রকৃত সেবা করিয়া থাকেন। তাহার আদর্শ স্বয়ং বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু। ভোগী ব্যক্তি গঙ্গায় পাপ ও মলিনতা বিসর্জ্জন করিয়া আসে, আর বৈষ্ণব সেই পাপিজন-দ্বারা মলিনীকৃত তীর্থকে পুনরায় পবিত্র করিয়া থাকেন। এজন্যই গঙ্গা হরিদাসগণের মজ্জন বাঞ্ছা করেন,—

হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে' সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫২, ২৫৩)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

যাঁহারা শ্রীহরিভক্তের সঙ্গ ও শ্রীহরিনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনে আস্থাবান্ নহেন, তাঁহারাই অর্দ্ধোদয়-যোগ-স্নান, গ্রহণ-স্নান, কুম্ভ-স্নান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ হরিনামের আভাস-মাত্রেই কোটি কোটি গঙ্গা-স্নানের প্রকৃতফল ও বন্ধনমুক্তি লাভ হয়। শুদ্ধনাম দূরে থাকুক, নামাপরাধের ফলেও স্বর্গ-অপবর্গ-কাম লাভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে ভবদীয় নাম (নামাভাস) একটি বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম ; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে ; কারণ, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ-যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদাধ্যয়ন ও সদাচার সম্পাদনপূর্ব্বক বর্ত্তমানজন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—

কণে কণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
কণে কণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-আদী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৯০, ১৯১)

কর্ম্মকাণ্ডীয় স্নান, দান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি জীবের অন্তরাত্মা শোধন করিতে পারে না,—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥

(ভাঃ ৬।১।১৮)

হে রাজেন্দ্র! যেমন সমস্ত নদী মিলিয়াও সুরাভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় যত মহা প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ-ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥

(ভাঃ ৬।২।১৭)

তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপসমূহ সাময়িক ভাবে বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে

অনুষ্ঠান-জনিত দুরদৃষ্ট মলিন মনের পাপের ঘৃণীকৃত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার নষ্ট হয় না, শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সেবা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

এইজন্যই ভাগবতগণ হস্তিস্নানের ন্যায় পুণ্যকামীর স্নান-দানাদিকে সাময়িক শুদ্ধিমাত্র বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবের একান্ত কল্যাণলাভ হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে, বিষয়াসক্ত জীব মহামহাযোগ-স্নানের পর অনেক সময় পূর্ব্ববৎই বিষয়াদিতে আসক্ত, এমন কি পুনরায় অধিকতর-পাপ-কার্য্যে নিমগ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপ ঔষধ সেবন করিয়া দূষিত মল বিসর্জ্জন করিবার চেষ্টা যেরূপ পুনরায় অধিকতর বিপুলভাবে গ্রহণ বা ভোগের জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে, সেরূপ পাপরূপ মল বিসর্জ্জন করিয়া পুণ্য-লাভের চেষ্টাও অধিকতর ভোগবাসনামূলেই কল্পিত হয়। আর ভোগের প্রতিযোগী ত্যাগের আবাহন করিয়া নির্ব্বিশেষ-মুক্তি-লাভের চেষ্টাও পরমেশ্বরকে বঞ্চিত করিয়া প্রচ্ছন্ন আত্মভোগ-চেষ্টা। নির্ব্বিশেষমুক্তিতে ইন্দ্রিয়বান্ আত্মার ভোক্তা সীমা-পুরুষোত্তমের নিত্যত্ব নাই। কর্ম্ম-কাণ্ডে পুণ্য বা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, তাহা নাগরদোলার সাময়িক ঊর্দ্ধগতির ন্যায়।

এই জন্যই আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম ভোগী ও ত্যাগী জীবের অধিকারোচিত বিধানকে বহুমানন করেন নাই,—

কক্ষাদ্যি পরবধূলিষু ন পুনর্বিসৃষ্টা-
নাপোগুণেষু রমতে কৃমিনামহেষু।
অন্তস্ত কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩৩)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মধুপানব্রত ভাগবতগণ অতি-তুচ্ছ-জ্ঞানে নরকাদি-দুঃখপ্রদ মায়াগুণ (বিষয়) পরিত্যাগ করেন এবং আর কখনও তাহাতে রত হন না। পরন্তু সেই পাদসেবানভিজ্ঞ কামাভিভূত ব্যক্তিগণ স্বীয় পাপাদি দোষ বিনাশ করিবার জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তই করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় না, সুতরাং তাহারা পুনরায় সেই পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, হরিকীর্ত্তনরূপ ভগবৎসেবা-দ্বারাই যদি এইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ফল লাভ হয়, তবে যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই বা কেন একমাত্র হরিনামের উপদেশ না দিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডের উপদেশ করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
নেত্যাত্মতন্ত্রমতির্ভগবান্ মমায়ম্।
ঐশস্য মায়ারচনাপটুতামদৃষ্ট্বা
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুঙ্ক্ষ্মহে নঃ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা নারদ মহাদেব যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবেতৃগণের প্রতি ভগবদিচ্ছায় প্রায়ই দৈবী মায়ার অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব,—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি-যাগ বিস্তৃত বহু কষ্টসাধ্য ধর্ম্মপৌর্ব্বমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গদিগ্বিজয়ী পরমার্থ-ফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই। অথবা তাঁহারা অত্যন্ত পাপ ও ভোগ-প্রবণ অজ্ঞানকর্ম্মজিগণের বুদ্ধি-ভেদ না জন্মাইয়া তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ সৎকার্য্যে প্রণোদিত করিবার জন্য নিম্নের কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উত্তরমীমাংসার বেদান্তকার—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই সূত্রের দ্বারা শব্দব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমাই ঘোষণা করিয়াছেন।

একান্ত নাম-ভজন-পরায়ণ প্রেমিক-কুল-শিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদ যাবতীয় তীর্থস্নান-সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়াছেন,—

সন্ধ্যা-বন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমঃ
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষ-
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥

হে সন্ধ্যাদেবতা, তোমার কুশল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ, পিতৃগণ, আমি তর্পণ-কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন। যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া যাদবকুলাবতংস কংসারিকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ (দৈহোক্তি মাত্র) দূর করিব, ইহাই আমি পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করি, আমার অন্য কিছু নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "মনঃশিক্ষা"য় বলিয়াছেন,—

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু।
স্মরন্তং তং নিত্যং নবনবরসাভিস্তবনয়া
মুহুর্দ্বন্দ্বেহন্তঃ স্ফুর পরমমন্ত্রং ভজ মনঃ॥

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকৃষ্ট সেবা বিস্তার কর এবং শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"য় গাহিয়াছেন,—

তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম,　　কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি',　　মন-মাৎসর্য্য পরিহরি',
সদা কর শ্রীনামকীর্ত্তন॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২)

পাপে না করিহ মন,　　অধম সে পাপিজন
তারে মন ঘৃণে পরিহরি'।
পুণ্য যে সুখের ধাম,　　তার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি　　তাহে তুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে,　　সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিবে উপায়॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৭)

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড,　　কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে,　　কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
• • •
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক,　　নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি,　　পরমার্থ-তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তপ্রাণ॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৮)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ *

(৪)

প্রশ্ন—৮। কর্ম, প্রারব্ধ, কৃপা ও ভগবান্ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য?

উত্তর—নিজের জন্য বা জীবজগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ফল-কামনামূলে অনুষ্ঠানই কর্ম। এই কর্মচেষ্টাজাত 'প্রারব্ধ' ও 'অপ্রারব্ধ'—সমস্তই নামভজনমাত্রে ধ্বংস হয়।

"ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনির্দ্দাহি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তদ্বৎ
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"
(শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত কৃষ্ণনামাষ্টক ৪র্থ শ্লোক)

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ-ব্যতীত নষ্ট হয় না, হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভগবৎসেবোন্মুখ না হইলে কৃপা পাওয়া যায় না। সেবাই কৃপা। হরিকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের প্রতি দয়া করিবার বুদ্ধি উদিত না হইলে কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্তের কৃপাদ্বারাই ভগবান্ লাভ হয়; অতএব কৃপা অপেক্ষা ভগবান্‌ই মুখ্য। ভগবদ্ভক্ত আমাদের লক্ষ্য হইলেও ভগবদ্ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবানের সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। সেবোন্মুখতা হইলেই সেই কৃপা অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বে যে কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভক্তির কথা

* গৌড়ীয়ের পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ খণ্ড ২৩শ সংখ্যার পর।

হয়া হইয়াছে, তাহাতে এই কথাই আছে। একটী মার্জ্জার-ছানা ও আর একটী মর্কট-ছানা প্রতিপালিত। মার্জ্জার বা বিড়ালের শাবককে বিড়ালী নিজেই তাহার মুখে করিয়া লইয়া যায়। তথায় শাবকের নিজের চেষ্টা নাই। কিন্তু বানরশিশু বানরীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সেখানে শাবকের নিজের চেষ্টা আছে। এক সময় শ্রীসম্প্রদায়ে তেঙ্কলই ও বড়গলইদের মধ্যে 'ভগবৎকৃপা ও নিজ-সাধনচেষ্টার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান'—এই লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তেঙ্কলইগণ একমাত্র ভগবৎকৃপা এবং বড়গলইগণ একমাত্র সাধনের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বরবরমুনির সময় এই বিবাদের মীমাংসা হয়। তিনি উভয়েরই যুগপৎ আবশ্যকতা স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর বিচার এই যে, ভক্তকৃপাতীত ব্যক্তি যদি উদ্ধার লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ যে কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিবেন, তাহা ধরিতে হইবে, তখন হাত গুটাইয়া থাকিলে কূপ হইতে উঠিতে পারিবেন না। অর্থাৎ সেবোন্মুখতা উদিত হইলেই নিত্য বর্ত্তিত ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করা যায়। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবৎকৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাখনচুরি, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতি কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন?

উত্তর—কৃষ্ণ যদি পৃথিবীর মহত্ত্ব বা কর্ম্মফলবাধ্য জীব হইতেন কিংবা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির ন্যায় দেবতা হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা তাঁহার পাপ সঞ্চিত হইত এবং জাগতিক রাজনীতি অনুসারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার যোগ্য হইতেন। কংস, জরাসন্ধ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি যেরূপ জীব, কৃষ্ণ সেরূপ জীব বা দেবতামাত্র নহেন। কৃষ্ণ অধোক্ষজ স্বরাট্, লীলা-পুরুষোত্তম। যেখানে যত মাখন আছে, সকলই কৃষ্ণ ভোগ করিবেন। যেখানে সারবস্তুসমূহ কৃষ্ণকে না দিয়া আমরা নিজের জন্য রাখিয়া দিতে চাই, সেখানেই তিনি উহা চুরি করিয়া থাকেন। যেখানে আমরা আমাদিগকে আবৃত করিয়া রাখি, যেখানে কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেবা করিতে প্রস্তুত হই না, সেখানেই তিনি আমাদের আবরণ হরণ করিয়া থাকেন। কথায় বলে, "যা'র ধন তা'র ধন নয়, নেপো মারে দই" অথবা "বন্দুকে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার।" সমস্ত বস্তুর মালিক —কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণকে যদি জড়জগতের মাংসপিণ্ড মনে করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিত্য আসন হইতে নাবাইয়া দিতে চাই (!), তাহা হইলে অধোক্ষজ কৃষ্ণের উপাসনা হইল না। কৃষ্ণ যে সর্ব্বাকর্ষক, তিনি সব জিনিষ টানিয়া লইতে পারেন, যদি মাঝপথে আমরা non. conductor এর আড়াল দিয়া আমাদিগকে রক্ষিত করিবার স্বতন্ত্রতা অবলম্বন না করি। হরি সব জিনিষ হরণ করিয়া থাকেন; যদি তাঁহার কাছে আমাদের সেবাময় স্বরূপের সর্ব্বাঙ্গকে কোন প্রকারে আবৃত করি, তাহা হইলে আমাদেরই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণ হইতে সব জিনিষ উদ্ভূত, তাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাতেই সকল জিনিষ পৌঁছিবে। ভোগী ও ত্যাগিশ্রেণীর ব্যক্তি কৃষ্ণের বিলাসের কথা বুঝিতে পারে না। চিজ্জগতে সকল বস্তুই স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। এখানে যে জিনিষটি যত খারাপ, সেখানে তাহা ততটা সুন্দর। অনীশ্বরের পক্ষে যাহা খারাপ, পরমেশ্বরের পক্ষে তাহা খারাপ নয়। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধানের সহিত সমস্ত জিনিষ dovetailed (সম্মিলিত) হইয়া গেলে সকলই কৃষ্ণময় ও সুন্দর হয়। কৃষ্ণকে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সাজাইতে হইবে না, ইহা জানাইবার জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সাজিয়া তাঁহার ঔদার্য্যময় রূপ প্রকট করিয়াছিলেন। ঔদার্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত সম্ভোগময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথা প্রচার করিলেন; 'আহুশ্চ তে নলিননাভ' শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণব্রত গোপীগণের কৃষ্ণের সংসারের গৃহস্থালীই যে জীবের চরম সাধ্য অর্থাৎ জীব কখনও কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া নিজে ভোগী সাজিবে না বা প্রচ্ছন্ন-ভোগী ও ত্যাগীও সাজিবে না, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের সাধ্য, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

এবার শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শুদ্ধগৌড়ীয়-ভক্তগণের বহু কোটি জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি-ফলে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে শ্রীব্যাস-পূজা বা আচার্য্য-পূজার শুভাবসর উপস্থিত হইয়াছে। আগামী ১১ই ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) শনিবার শ্রীগোবিন্দপঞ্চমীতিথিতে সেই মহাপুণ্যবাসর। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে বিপ্রলম্ভ-মহাভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলায় রাত্রিদিবস অতিবাহিত করিয়াছেন, যেখানের গগন-পবন—প্রতি রেণুকণ মহাপ্রভুর 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' শব্দব্রহ্মে মুখরিত—পরিপূরিত, যেখানে বৃন্দাবনের মহা-মাধুরী মহাভাবোদার্য্য-প্রধান হইয়া এক পরমচমৎকারিতা-পরিপূর্ণ উন্নত উজ্জ্বল রস-ভূমিকা বিস্তার করিয়াছে, সেই-স্থানে—সেই নীলাম্বুধিতটে আজ চতুঃশতাব্দী পরে আবার সেই শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বিরহবিধুরা শ্রীচৈতন্যবাণী সাক্ষাৎ ভুবনপাবন—জগন্মঙ্গল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিস্মৃত জগৎকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অধিস্মৃতি-প্রদানের জন্য কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভাবলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ সুধীজনই পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-সুন্দরের সেই মূর্ত্তিমতী বিপ্রলম্ভময়ী বাণীর শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদনের বিচার বরণ-পূর্ব্বক মুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রূপিণী কুহকিনী পিশাচিনীর সঙ্গ দূর হইতে ধিক্কৃতি-সহ বর্জ্জন করিয়া—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছার সম্পূর্ণ-রূপে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগৌরবাণীর নিষ্কপট আনুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছায় 'কাঁহা কৃষ্ণ' রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে পারেন।

জীবনে শুভাবসর বারম্বার আসে না। সুতরাং "যে লাভবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ আচার্যচরণপ্রান্তে সুকৃতানু-রাগম্"—মৌল্যমাত্র মূল্যবিনিময়ে সেই শুভাবকাশ ক্রয় করিয়া লউন—হে ভাগ্যবান্! হে মতিমান্! ছুটিয়া চলুন সেই গৌরবাণীর প্রকটক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে—মস্তকে ধারণ করুন সেই গৌরপদাঙ্কপূত ক্ষেত্রের পবিত্র রেণু—ভূষণ করুন সেই গৌরপ্রিয়তমের শ্রীপাদপদ্মপরাগদ্বয়—সার্থক হউক জন্ম—ধন্য হউক ধরিত্রী তদ্বারা আপনি ভাগ্যবান্ ভক্ত-সমাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া। শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন বাস্তবিক গৌড়ীয়ের অতিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য তাহার উপলব্ধির বিষয় হইবে—গৌরবিনোদ-মাধবের কৃপা-কটাক্ষ লাভের সৌভাগ্য কাহারই উহা হইবে? স্বয়ং শ্রীব্যাস-দেব পদ্ম-পুরাণে "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।" ইত্যাদি উক্তি-দ্বারা আচার্য্য-পাদপদ্ম-পূজা-বাসীর মন্ত্রপাদির সর্ব্বৈব বৈষ্ণব প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যের মুখ-পদ্ম-দ্বারা বিগলিত শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মের বেণুধ্বনি নিনাদিত হইয়া থাকে। সেই বেণু-শ্রবণের অপেক্ষা না রাখিয়া কৃষ্ণবপু-দর্শনের প্রয়াস ধার্ষ্টিকতারই পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে—কৃষ্ণবপু ব্যতীত অন্য কিছুর দর্শন ঘটাইয়া দিবে। স্বয়ংরূপের রূপ তাঁহারই প্রিয়স্বরূপ অভিন্নস্বরূপ নিজরূপ শ্রীরূপের অনুগজনের নিকট আনুগত্যফলে স্বয়ংরূপের নিকট স্বয়ং প্রতিভাত। শ্রীরূপের "তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনু-রাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্"—এই উপদেশসার যে ভাগ্যবানের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া দেহধর্ম—মনোধর্ম—আত্মসুখ-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া গৌরবাণীর পূজার উপায়ন-সংগ্রহে নিষ্কপটে যত্নবান্ হন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরপ্রকটতিথি পূর্ণিমায় শ্রীব্যাসপূজার জন্য সংগৃহীত যাবতীয় উপকরণ-দ্বারা আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা বিধান করিয়া জগতে আচার্য্য-প্রকটতিথিপূজাকেই ব্যাসপূজার প্রকৃত আদর্শরূপে স্থাপন করিয়াছেন। জগতের প্রকৃত মঙ্গল-বিধানের জন্যই আচার্য্যের আবির্ভাব, সেই আবির্ভাবতিথি-বন্দনা-মুখে আচার্য্যের ভুবনমঙ্গল অবধান-বন্দনায় নিখিল-কল্যাণ সমুদিত হয়। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবতিথিত্রয়ের পরই ভুবন-পাবন আচার্য্য-প্রকটতিথি, তৎপর শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি—এই সকল তিথির পরপর সমাবেশ জীবের ভাগ্যাকাশে কি শুভোদয়ের সম্ভাবনা সূচিত করে, তাহার রহস্য ব্যাসাচার্য্যচরণ-কৃপালব্ধ সুজনগণই উদ্ঘাটনে সমর্থ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ শ্রীপুরুষোত্তমে ব্যাস-পূজা উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ও কৃপাপ্রাপ্ত তথা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ভাগবতসত্যের প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ সত্যানুরাগী সকল সজ্জনকেই আন্ত সাদর আহ্বান জানাইতেছেন। এই ব্যাসপূজায় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা সকলেরই আছে। শ্রীব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি—এই চারিটি সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন বৈষ্ণবাচার্য-চতুষ্টয় উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের পরম্পরা-পূজাই শ্রীব্যাস-পূজা। শ্রীব্যাস স্বরূপতঃ-রূপ ভাগবতসত্যের দ্বিতীয়-কর্তা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেই ব্যাসতত্ত্ব; বহির্দর্শনে এই তত্ত্বের বহুত্ব কল্পিত হইয়া পরস্পরে সাম্প্রদায়িকের দৃষ্টি হইলেও বস্তুতঃ উহা তত্ত্ববিচারে ভিন্ন নহেন। বস্তুবিচারে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য-বিধায় পরস্পরে মতের কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইলেও উহারা মূলতত্ত্ব হইতে পার্থক্য লাভ করেন নাই—সকলেই সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অবশ্য ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-বিচারে পরস্পরের মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; কিন্তু তাই বলিয়া তাৎপর্যদ্বয় বিদ্যমান নহেন। শুদ্ধভক্তে কোন প্রকার বৈষম্যারোপ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক। জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই চারি আচার্যের মতই স্বীকার করিয়া অপূর্ণচিৎসমন্বয় প্রদর্শন-মূলে আচার্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বতন্ত্রিকল্পে উন্নত উজ্জ্বল মধুরসের পরম চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় স্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাই শুদ্ধ ভক্তি-সাদর্শনের প্রকটভূমি শ্রীপুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবেষ্ণব-লীলাস্থলী অভিন্ন-গোবর্ধন শ্রীটটকপর্বতে চতুঃসম্প্রদায়ের আচার্য-পরম্পরা-পূজার বিরাট্ আয়োজন করিয়া বিশ্বব্যাপী সকল সজ্জনকে সেই পূজা-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছেন। শ্রীআচার্যাচরণের 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' আশীর্বাদে সকল দুর্গতি চলিয়া যাইবে—শ্রীগৌরবাণীর আনুগত্যে কৃষ্ণপ্রেম-পূরার উদয় হইবে। আমাদের ক্ষণভঙ্গুর জীবনে দ্বিতীয়বার এই সুযোগ আসিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সুবুদ্ধির কার্য নহে। বিজ্ঞগণ তাই এই তিথির নাম 'সুমেধা তিথি' রাখিয়াছেন। "Make hay while the sun shines."

[যাঁহারা পুরুষোত্তমে ব্যাসপূজার যোগদানের সৌভাগ্য-প্রার্থী, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব আহার্য উপাদান-সহ আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই (সুবিধা বুঝিলে) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইবেন। বলা বাহুল্য, বিছানাপত্র এবং পুরী যাতায়াতের ব্যয়াদি সঙ্গে থাকা আবশ্যক। শনিবার পূর্বাহ্ণে ব্যাসপূজা, সুতরাং তৎপূর্বেই শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বুঝিয়া যথাসময়ে শ্রীজগন্নাথ ধামে যাত্রা করা আবশ্যক।]

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী এক্সপ্রেসে রওয়ানা হইয়া তৎপর দিবস (শুক্রবার) প্রত্যূষে কটকে শুভবিজয় করেন। সেখানে কটক রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয় শ্রীপাদ সভাপতি ধারাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল ধারাধিকারী একাউন্টান্ট, শ্রীযুক্ত অতিমন্যু মহান্তি অডিটার, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র বি-টি, শ্রীযুক্ত শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় ভক্তগণ-সহ সসার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে লইয়া যান। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস তথায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদন করান। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবক্তা, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত বিচিত্রানন্দ দাস বি-এল প্রমুখ কটকের বহু বিশিষ্টব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

কলিকাতা হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মঠের একখানি মোটরভ্যান ভুবনেশ্বরে পাঠান' হয়। উহা ঐ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে ভুবনেশ্বরে পৌঁছায়। শ্রীল প্রভুপাদও

এ দিবস কটক হইতে ভুবনেশ্বর শ্রীমন্তিগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তথা হইতে মোটরযোগে পিপলী হইয়া কোণারকের মন্দির দর্শন পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় ১০-৪৫ মিঃ এর সময় পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হন। ভুবনেশ্বর হইতে পিপলী ৯ মাইল, পিপলী হইতে কোণারক ২৮ মাইল, পিপলী হইতে পুরী ২৫ মাইল।

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভূজবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্নপ্রভু দিবসত্রয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অবস্থান করিয়া গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

———

চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ ও 'ব্যাসপূজা'

আদ্যের ভাব-বিভাবিত দিব্যবিপ্রলম্ভমহাভাবোন্মত্ত স্বতন্ত্র-বিতন্ত্র-প্রয়োজনাবতারী-স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গম্ভীরার অবস্থানকালে অপ্রাকৃত ব্রজলীলার উদ্দীপনায় "কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সাক্ষাৎ গিরিরাজগোবর্দ্ধন-বিচারে যে চটকপর্ব্বতে ছুটিয়া যাইতেন, আজ চতুঃশতাব্দী পরে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-প্রচারকবর শ্রীচৈতন্যনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ সেই শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত পরমপূতস্থলীতে শ্রীগৌরবাণীবিনোদমাধব-সেবাশ্রয়ে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়ীয়ের লুপ্তপ্রায় ভজনগৌরব পুনঃ প্রকটিত করিলেন। গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে তথায় শ্রীপুরুষোত্তমমঠের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীপাদ অনুষ্ঠানমহাসাধিকারী ঐ কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে মহাপ্রভুর বিশ্রুত বিপ্রলম্ভের স্থান আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তথায় ভাগ্যবান্ জনগণকে গৌরলীলা-বৈশিষ্ট্য ভাবিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একান্ত অনুগত গৌড়ীয়ের ভজনরহস্যাবগত নিষ্কপট ভজনানন্দী ভাগ্যবান্‌জন ব্যতীত ঐ সকল তীর্থস্থানের মর্ম্ম সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

যে স্থানের একটি রেণুকণার মূল্য নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য একত্রীভূত হইয়া প্রদান করিতে পারে না, এমন কি সাক্ষাৎ পরব্যোমের ঐশ্বর্য্য-গৌরবও যেস্থানের মাধুর্য্যের নিকট পরাভূত—স্তম্ভিত, সেই স্থানকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে কতকগুলি আপেন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তি তথায় ভূমি সংগ্রহ করিবার ধার্ষ্টতা করিয়া মঠমন্দির নির্ম্মাণ করিলেই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার হইয়া যায় না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের নাম-ধাম-কাম-সেবা-বৈশিষ্ট্য অক্ষের নিকট প্রকাশিত হন না—অক্ষের উপলব্ধির বিষয় হইতে চাহেন না, কৃষ্ণশক্তিই তৎসম্বন্ধের প্রবর্ত্তন করিতে একমাত্র সমর্থ।

"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং" শাস্ত্রবাক্য শ্রীপুরুষোত্তমে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর ভক্তাবির্ভাবের আগমনী গীতি গান করিয়াছেন। ওঁকারপ্রতিও আমাদিগের কর্ণে "ওঁ পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ ওঁ।"—মন্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগকে শ্রীপুরুষোত্তমে আবির্ভূত বিনোদবাণীর পূজায় দীক্ষিত করিতেছেন। "আবর্ত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—এই বেদান্ত-সূত্রও সেই বাণীরই আবাহন করিয়া সংকীর্ত্তন-মুখে তাঁহার পূজা করিবার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর নিষ্কপট সেবক ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণীবিনোদ-কুঞ্জ শ্রীভগবল্লীলা-ক্ষেত্রে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই তাই আগামী ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী তথায় গৌরানুগত শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীগৌরবাণী-পূজা বা ব্যাসপূজার বিরাট্ আয়োজন হইতেছে। ব্যাসাচোষাচরণে নিষ্কপটে আত্মাঞ্জলি প্রদান-ব্যতীত কোন প্রকার প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য-ভ্রুত-শ্রুত বিনিময়ে মহাপ্রভুর প্রেমাস্ত্র-পরিপ্লাবিত সেই মহাপুণ্য তীর্থ-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন বা চিন্ময়রাজ্যবুদ্ধিতে উপলব্ধ হইবার নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জগতে বহু বহু ধনী আছেন, তাঁহারা জগতের বহু তীর্থস্থানকে তাঁহাদের প্রাকৃত ধনক-বিনিময়ে ক্রয় করিবার ধার্ষ্টতা প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবানের লীলা-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। অজ্ঞানিমানী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কোন বিদ্বদ্ভক্তেরই ভগবল্লীলাক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হয় না। ক্ষেত্রপাল মহাদেব তাহাদিগকে শ্রীক্ষেত্রের চতুঃসীমায় প্রবেশের অধিকার দেন না। পরন্তু কপটতা-ফলে তাহারা সংহারমূর্ত্তি মহাকাল-করের ত্রিতাপাত্মক ত্রিশূলাগ্র-বিদ্ধ হইয়া অন্ন কাল জর্জ্জরিত হইতে থাকে। অপ্রাকৃত বাণীর শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপট শরণাপত্তি ব্যতীত বাণীর উদ্ধিষ্ট বিষয়ের তাৎপর্য্য কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না। যে মহাপ্রভু কোন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদোষদুষ্ট গান শ্রবণ

করিতে পারিতেন না, সেই মহাপ্রভুর পরমগূঢ় লীলাস্থানের সেবা তাঁহারই নিকটস্থ বাণীর অকৃত্রিম সেবক ব্যতীত আর কাহার নিকট প্রকটিত হইতে পারেন? তাই আজ শ্রীগুরুযোগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পূজার আয়োজন করিয়া সমস্তজগতে বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিবার জন্য বাণীসেবাকুঞ্জ হইতে আহ্বান উঠিয়াছে। ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত জনগণ সেই আহ্বানের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—এই গৌরবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

জেকোস্লোভেকিয়ার পত্র

কবির অন্যতম স্বাধীনরাজ্য জেকোস্লোভেকিয়ার অধ্যাপক মিঃ ভি বাওয়ার মহোদয় গত ৭ জানুয়ারী (১৯৩৫) তারিখে বিমানডাকে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি নবনগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা-মুখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের যথাক্রমে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিচার-প্রণালীর তুলনা-মূলক বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনমুখে প্রাচ্যের অপ্রাকৃত দর্শনের বিশেষ প্রশংসা করেন। আমরা নিম্নে তাঁহার সেই পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Dear Sir,

Your representative has been at the capital of our country and has had a lecture. After the lecture I had a short entertainment him and we arranged a cordial meeting for the next day. It lasted two hours and several other persons took part in it.

* * *

The European real intelligence and also ours has a great admiration for the Indian civilisation, better to say Indian culture. We begin to acknowledge the profound wisdom of Upanishads * *. The Occident looks upon the spiritual questions materially and the Orient is consideringthe material things from the spiritual point of view. We know that the Orient view is the true one and try to appropriate it. Of course it is not so easy to get out of our different scientific superstitions and we should like to make use of your help. Your representative has made personally an excellent impression. * * *.

Yours in love and sincere affection.

Sd/- Prof. V. Bauer.

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মিঃ দীক্ষিত

গত ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) বুধবার সহায় পাঞ্জাবপুরনিবাসী মিঃ কে, এন, দীক্ষিত (ডেপুটী ডিরেক্টর অব্ আরকিওলজি, গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া) মহোদয় সপরিবারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। দীক্ষিত মহোদয় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করেন। তিনি কএকমাস পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন নবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম-এ ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ মহোদয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহাদের আতিথ্যে তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন জানাইলেন। মিঃ দীক্ষিত সকলে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বাভাবীয় বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জানাইলেন—"He can enchant people by his wonderful lecture." শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের কথা-প্রসঙ্গেও বলিলেন—"He is a perfect saint." প্রত্ন-তত্ত্ববিশারদ মহোদয়ের সৌজন্য ও সততারও বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ২৪শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদিত শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার বাবতীয় শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রে শুদ্ধভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ; তাঁহার প্রধান পার্ষ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তদনুগত যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-মঠের সেবকগণ এই দিবস অজ্ঞাতজ্ঞান-কর্ম-জ্ঞানাদি আম্নেষ্ট্রিয়তর্পণবাঞ্ছা-মূলা অপরাবিদ্যা বা অবিদ্যা ও তৎ সম্বন্ধগন্ধলেশশূন্যা শুদ্ধতত্ত্বেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাময়ী পরা বিদ্যার বিমুখবিমোহন ও উন্মুখতোষণ কার্য্যালয়ের সমালোচনা-মূলে শুদ্ধভক্তসঙ্গকীর্ত্তনৈকপ্রাণা পরবিদ্যাবধূর শ্রীচরণাশ্রয়-লাভই জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়োবিচারে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাত্মনিবেদনের প্রার্থনা-জ্ঞাপন-মুখে শ্রীগৌরনারায়ণের ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ সেবকগণ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন-সহ শ্রীধামের শ্রীমন্দিরসমূহ পরিক্রমা করিতে করিতে যোগপীঠে উপস্থিত হন। ভক্তগণ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া উপবিষ্ট হইলে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের দিগ্বিজয়ীর শ্রুতদর্প চূর্ণ করিয়া তৎপ্রতি কৃপাবিস্তার-লীলা পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছিল। পাঠের পর শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দুপরাহ্ণে অধিবাসকীর্ত্তন নাটমন্দিরে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুমপ্রস্থ 'পূজা, পূজা ও পূজক' এই শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া অপ্রাকৃতসরস্বতী-পূজা-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোদয় 'সরস্বতী-পূজা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ শুকবিলাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্-ভাগবতের 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠেও ঐদিবস মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৫শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিণয়োৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। সায়াহ্নে আরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় সারস্বত প্রবণ-সদনে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শয়নারাত্রিকের পর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব

গত ২৭ মাঘ, ফেব্রুয়ারী রবিবার মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর অদ্বৈতভবনে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোদয় শ্রীঅদ্বৈতচরিত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। উৎসবে বহু বিচিত্র নৈবেদ্য হইয়াছিল। বহুলোক প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দালাদিকারী মহোদয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের সৌভাগ্য বরণ করেন।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠেও ঐ দিবস শ্রীঅদ্বৈতনামাচার্য্য-কীর্ত্তন-মুখে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীঅদ্বৈতা-বির্ভাবের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন।

নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে কূপ-প্রতিষ্ঠা

লক্ষ্ণৌবাসী খ্যাতনামা মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত ত্রিলোক্য নাথ রায় অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্য-শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দবিগ্রহের সেবার জন্য একটি পাতকুয়ার ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়া ১০০৲ অগ্রিম টাকা দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মাননীয় রায় সাহেব উক্ত সেবা ব্যতীত বহু দিবস হইতে শ্রীপরমহংস মঠের বহু প্রকার সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মৃদুস্বভাবে এবং মধুর ব্যবহারে আমরা বিশেষ আকৃষ্ট। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজগণ এবং ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি খুব আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি জাগতিক বিদ্যায়, শিক্ষায়, ধনে, মানে খুব উচ্চ হইলেও তাঁহার অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; রায় সাহেব শ্রীভগবানের সেবায় সহায়তা করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিলেন। আমরা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের

নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার এরূপ সেবা-বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ইংরাজী ২৭শে জানুয়ারী ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠে "তীর্থযাত্রা ও সাধুসঙ্গ" সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীপাদ সর্ব্বাকর্ষক বিদ্যাবারিধি প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

২৮শে মাঘ, ইংরাজী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "অন্তর্যোগ-যোগ ও চরিত্রসেবা" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের সত্যানুসন্ধিৎসু বহু ব্যক্তি এই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রচন্দ্র বসু এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত মদনমোহন নিয়োগী (অবসরপ্রাপ্ত সাব্-জজ), শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস ঢাকা ইউনিভার্সিটীর ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ মোক্তার, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এ, ঢাকা মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল ধর বাবাজী, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন সরকার প্রভৃতি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের ব্রহ্মদেশের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন

মঠের প্রচার্য্যবিষয়-শ্রবণে গভর্ণরবাহাদুরের আনন্দ ও সহানুভূতি-প্রকাশ

["দি রেঙ্গুণ ডেইলী 'নিউজ'", ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) বৃহস্পতিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH

GOVERNOR'S APPRECIATION OF ITS NOBLE SERVICES.

On Tuesday, the 5th February, His Excellency the Governor gave a long interview to Tridandi Swami B S. Giri Maharaj of Sree Gaudiya Math, Calcutta, disciple of the Founder President Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. His Excellency received Swamiji very cordially and highly appreciated the noble cause of the flourishing Mission, its sublime activities for creating an ideal atmosphere of peace, love and harmony throughout the world and the significant message the Mission has to give to the modern age. His Excellency was pleased to know that in the course of 15 years this Mission has made such rapid progress under the great personality of the Founder, and assured Swamiji of his sympathy and support for carrying out the activities of the Mission in this province.

প্রচার-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে—গত ২৩শে জানুয়ারী শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও গিরি মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীনিতাই-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅক্রমের ধারাধিকারী ও শ্রীবৃন্দাবনমোহন ধারাধিকারী রেঙ্গুণ সহর হইতে ট্রেণে একশত মাইল দূরে হেনজাদা জেলা সহরে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থ গমন করেন এবং স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস রায়চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন।

কৃষ্ণদাস বাবুর চেষ্টা ও যত্নে কএক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত হয়। গত ২৬শে জানুয়ারী স্থানীয় ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার গৃহে ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী হরেন্দ্র বাবুর গৃহেই কএকদিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অজামিলের নামাভাসে মুক্তি" সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহে ব্রহ্মচারীজী পরদিবস নামাপরাধের বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

স্থানীয় টেম্পিলে ব্রহ্মচারীজী হিন্দিভাষায় "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বহুজনসমিতা সভায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরম আনন্দিত হন। শ্রোতৃগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল; উকিল শ্রীকৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী বি-এল, উকিল শ্রীসতীশ-চন্দ্র রায় বি-এল, উকীল শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে বি-এল, ওভারসিয়ার শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ওভারসিয়ার শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, একাউন্টেন্ট শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, একাউন্টেন্ট শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅরুণকুমার দত্ত, মিঃ এস, আর. এম্, এস্ মেকবুট, মিঃ এন, পি, এল, তি, আর।

রেঙ্গুনের ডালহাউসী ও স্পার্কস্ট্রীটের কোণে অবস্থিত 'দি ইয়ং মেনস্ বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েসনে'র প্রধান-কেন্দ্রে বার্ম্মা রেলওয়ের ষ্টাটিসটিক্যাল অফিসার মিঃ U BA Sein T. P. S. (ইউ, বা, সিন টি, পি, এস) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রজ্ঞান গিরি মহারাজ গত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় "Universal love" (সার্ব্বজনীন প্রেম) সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটিতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিতরিত অপ্রাকৃত প্রেমালোক সম্বন্ধে বক্তা অনেক কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুবাদ ও চিন্তাজ-বাদের কত উচ্চে যে চিন্ময়লোক-রাজ্যের প্রেম-সম্ভার, তাহা বক্তা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বাসিকী ব্রহ্মধারণা, একম্-বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাম-সীতা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার তারতম্য-বিচার বর্ণনা করিয়া গোকুল-বৃন্দাবনের প্রেম-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে—গত ২১শে জানুয়ারী সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ প্রেক্ষী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার ভদ্রকালী নামক স্থানে শ্রীযুক্ত অতিলাল সিংহ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কুবের-নৃসন্নারদের প্রতি দেবর্ষি নারদের অভিসম্পাত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি ধনমদের অনর্থত্ব, অর্থের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার, কলিপঞ্জক হইতে সাবধান হইবার উপায় প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তি-সহ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বহু শ্রোতা আগ্রহ-সহকারে পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করেন। কতিপয়ের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপদ ব্যাকরণ তীর্থ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত জবীলাল সিংহ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী রায়; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী অধিকারী; শ্রীযুক্ত মোহবিহারী পাল জমিদার; শ্রীহরিপদ হাজরা জমিদার; শ্রীহরদাসিন্ধু সিংহ; দেশ তাহুদ্দিন; শ্রীতানুচরণ রাউৎ; শ্রীবাবুলাল সিংহ; শ্রীহারাধন দস্তপাট ইত্যাদি

চাঁদপুরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১০ই মাঘ (ইং ২৪-১-২৪) বৃহস্পতিবার চাঁদপুরের অবসরপ্রাপ্ত পেস্কার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তৎপর-দিবস ২৫শে মাঘ শুক্রবার পুরাণ-বাজারের প্রসিদ্ধ

ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র পোদ্দার মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী গৃহস্থজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর চাঁদপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন পোদ্দার মহোদয়ের গৃহেও স্বামীজী সন্ধ্যা ৬-১০ ঘটিকা হইতে প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তের ভগবান্-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

গত ২০শে জানুয়ারী রবিবার পুরাণবাজারের শ্রীশ্রীনৃসিংহানন্দের আশ্রমে স্বামীজীর সঙ্গীয় জনৈক ব্রহ্মচারী এবং স্বামীজী স্বয়ং 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিবসও "বর্ণাশ্রম"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হয় এবং শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী মহারাজ [illegible] ঐ বিষয়ে কিছু বক্তৃতা প্রদান করেন।

করাচীবাদে—করাচীবাসের ২২শে জানুয়ারীর [illegible] শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ ব্রেচ [illegible] সভাপতি লালমোহন ভট্টাচার্য্য; [illegible] শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীন প্রভৃতি বিশিষ্ট জনগণ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর স্বামীজী মহারাজের প্রচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

গত ২২শে জানুয়ারী স্বামীজী কলাজাবাদের প্রসিদ্ধ সীতারামের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া হিন্দী-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রায় তিনশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী ২২শে জানুয়ারী জনোজ যাত্রা করিয়াছেন।

বালিয়াটিতে—গত ১০ই মাঘ ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীপাট-গৌরাঙ্গমঠে মাদিকগঞ্জের সাব্‌ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রজত কুমার আই-সি-এস্ মহোদয় মঠ-দর্শনের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিলেন। বালিয়াটির স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায়চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। মঠ-রক্ষক ব্রহ্মচারীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলী ও প্রচারাদির সংক্ষেপে বর্ণন করিলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার অর্দ্ধোদয়যোগোপলক্ষে [illegible]-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগের মহাসিদ্ধাদি দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস ও উহার পূর্ব্বাদিবস শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণসদনে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-মুখে পুণ্যকামী কর্ম্মীর পুণ্যসম্বন্ধি সৎক্রিয়াদির বিচারের সহিত পুণ্যপাপবিচার-বিধৌত ভক্তের বিচারের কি পার্থক্য আছে, তাহার আলোচনা হইয়াছিল।

গত ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিরোভাব-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীমধ্বচরিত সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেছেন।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী হইতে অদ্য ১৬ ফেব্রুয়ারী দিবসত্রয় মঠসেবকগণ উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনে কালাতিপাত করিতেছেন। গত শ্রীবরাহদ্বাদশী দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যাক্ষবধ-লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্য নিত্যানন্দাবির্ভাবদিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতেছে।

সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিসুধা ভক্তিস্বামী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা শ্রীযুক্তা অন্নদা দেবী নাম্নী জনৈক ভাগ্যবতী মহিলার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি একটি মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অন্নদা দেবী গত ১৮ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় ফরিদপুর জেলার কাশিয়ানীগ্রামে ভক্তিবিজয় মহোদয়ের ভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই মহিলা শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতা ও বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন।

উক্ত (১১।২।৩৫) সোমবার দিবস ৩২নং আমহার্ষ্ট রোড, কালীঘাট প্রবাসী শ্রীসজনীকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা কন্যা শ্রীমতী নীহারবালা দেবীর শ্রাদ্ধ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ জগদ্গোপাল দেবশর্ম্মা মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১৩শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের 'সেবার পাথেয়'- প্রবন্ধে ৩৮৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম পংক্তিতে 'ঐশ্বর্য্যজনক' স্থানে 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক' হইবে।

The "GAUDIYA"
Telephone :—B. B. 4115.
Telegram :—GAUDIYA Cal.

গৌরাব্দ ৪৪৮, বঙ্গ ৮
৯ই গোবিন্দ, ১১৪১ ঃ

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

১৩শ খণ্ড]

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারিত, সর্ব্বজনাদৃত, নির্ম্মৎসর সমালোচক, অকৈতব জ্ঞান ও
অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্বজীবে একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, হরিজনোপাসক ;
পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, ব্রত, কাব্য,
শিল্প, কৃষি, একায়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন,
ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈববর্ণাশ্রম
প্রভৃতির, নিরপেক্ষ পরিদর্শক।

সঙ্ঘপতি—মহামহোপদেশক শ্রীআকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরমণি
সঙ্ঘস্থ সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

গৌড়ীয়-কার্য্যালয় :—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ভবন, কলিকাতা।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস
গোস্বামি-মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪১: ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ { ২১শ সংখ্যা

আচার্য্য-প্রকট-তিথি

অদ্য আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদের একষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজা। এতদুপলক্ষে আজ ভারতে বাহিরে যাবতীয় শুদ্ধভক্তির মঠায়তনসমূহে শ্রীব্যাস-পূজার মঙ্গলাচরণ হইতেছে। প্রভুপাদ এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত সঙ্গমের জন্য একমনে – একপ্রাণে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ ভক্তগণও চেতনের আর্ত্তি-অঞ্জলি হৃদয়ে বহন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সাগর-সঙ্গমলাভের জন্য শ্রীপুরুষোত্তমের নীলাদ্রির কূলে উপস্থিত হইয়াছেন। মূল আশ্রয়ের আশ্রিতবর্গের নিকট নীলসাগরের উদার ধ্বনি ও রূপ যেরূপ বিপ্রলম্ভময়ী অপ্রাপ্ত-কৃষ্ণসেবার উদ্দীপক, তদ্রূপ অকপট গুরুপ্রেষ্ঠ-গুরুপদাশ্রিতগণেরও নিকট শ্রীগুরুচরণসিন্ধুর উদার বাণী ও দর্শন বিপ্রলম্ভ-ভজনেরই উদ্দীপক।

গঙ্গাপূজায় গঙ্গাজলই যেরূপ মুখ্য উপহার, শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজায় তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকীর্ত্তনই মুখ্য উপায়ন। শ্রীব্যাসের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াই ব্যাসানুগগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীরূপের শিক্ষার অনুকীর্ত্তন করিয়াই রূপানুগগণ শ্রীরূপের সেবা করেন এবং রূপানুগবর আচার্য্যের রূপানুগ সিদ্ধান্তবাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াই আচার্য্যানুকল্পিত সেবকগণ আচার্য্যপূজা করিবেন। এই অবসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণও তাঁহাদের অঞ্জলি লইয়া সমুপস্থিত। আচার্য্যদেব প্রসন্ন হউন।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপানুগবর অষ্টোত্তরশত শ্রী চিদ্বিলাস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের একষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে আচার্য্যের রূপানুগ-স্বভজন-বিভজন-কৃপাবৈশিষ্ট্য-

কুসুম-স্তবক

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
ঈশ্বরত্বনবীনেবীধরিতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণদম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাদ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

এ বৎসর আচার্য্যের আবির্ভাবস্থান শ্রীপুরুষোত্তমে আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজা। পুরুষোত্তম হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবেন, আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী সাম্বত পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি। তাই আজ সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যবাণীকে, তদীয় আবির্ভাব ও প্রচারপীঠ শ্রীপুরুষোত্তম ধামকে, আবির্ভাব-তিথি শ্রীগোবিন্দপঞ্চমীকে, বিপ্রলম্ভবিগ্রহ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, সম্ভোগবিগ্রহ-পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবকে, প্রয়োজন-বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীগোপীনাথদেবকে, গোপীনাথ-প্রেষ্ঠ গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলা-সহচর শ্রীস্বরূপ রামরায়, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস-প্রমুখ পার্ষদবর্গকে, পুরুষোত্তম হইতে শ্রীচৈতন্যবাণীর পুনঃপ্রকটকারী গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিতেছি।

গত বৎসর আচার্য্যদেব তাঁহার ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাবলীলার ষষ্টি বর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই ষষ্টি-বর্ষ-পূর্ত্তি-তিথি-উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর জগদ্বাপথ 'সজ্জনতোষণী-জয়শ্রী'-গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানবর্ষে আচার্য্যের একষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার জয়কুসুম-কল্পতরু হইতে কএকটি পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত-সেবকাভাস-সূত্রে শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার ডালি সাজাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৩৮৭, বঙ্গাব্দ ১২৮০, শকাব্দ ১৭৯৫, খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪, বিক্রমাব্দ ১৯৩০ ও কল্যাব্দ ৪৯৭৫, মাঘী-কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি ২৭শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার পর

শুভ কর্কটলগ্নে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিকীর্ত্তনমুখরিত গৃহে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। সূতিকাগৃহে যাঁহারা শিশুকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, শিশুর শরীরের অঙ্গসমূহ ঠিক উপবীতের ন্যায় অবস্থিত ছিল। শ্রীজগন্নাথ-পুরুষোত্তম প্রভুর পরা শক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় গৃহে আবির্ভূত সেই মহাপুরুষের নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীবিমলাপ্রসাদ। শিশুরূপী এই মহাপুরুষ যখন মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন জগন্নাথদেবের ভুবনপাবন রথযাত্রা উপস্থিত হইল। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের গৃহদ্বারেই শ্রীজগন্নাথদেবের রথ তিন দিবসকাল অবস্থিত হইয়া ঠাকুরের গৃহকে অধিকতর কীর্ত্তন-মুখরিত করিয়া তুলিল। শ্রীগৌর-সুন্দর যেরূপ শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই গৌরশক্তি মহাপুরুষও সেইরূপ শ্রীপুরুষোত্তমের সঙ্কীর্ত্তনোৎসব সম্মুখে লইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন। একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত শিশু মাতার সহিত রথস্থিত শ্রীজগন্নাথের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছায় হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক জগন্নাথের শ্রীচরণালিঙ্গন করিলেন ও শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালিকা গ্রহণ করিলেন; ইহাই হইল সেই শিশুরূপী মহাপুরুষের রুচি-পরীক্ষা। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিলেন। অন্নপ্রাশনের ছলে একমাত্র মহাপ্রসাদ-সেবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ভবরোগগ্রস্তজীবের নিকট ভবরোগ-নিবারক ও ভগবৎপ্রেম-প্রকাশক হরিকীর্ত্তন-মহৌষধ ও মহাপ্রসাদ-মহাপথ্যের কথা প্রচার করিলেন।

'দ্বাপরে পুরুষোত্তমাৎ' এই ব্যাসবাণী যে রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন "পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬) শ্রীচৈতন্যের যে ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার ভাগবতে গাহিয়াছিলেন, গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন" শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার রহস্যভেদ পূর্ব্বে অনেকেই করিতে পারেন নাই; এখনও কয়জন করিতে পারিয়াছেন, তাহা জানি না। তবে প্রত্যক্ষ সত্য এই—বর্ত্তমানযুগে শ্রীপুরুষোত্তমে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, আজন্ম শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাতে অন্য কোন চেষ্টা দৃষ্ট হয় নাই, শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপদেশ তিনি কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকে প্রদান করেন নাই। আজ তাঁহারই অনুপ্রেরণায় ও শক্তিসঞ্চারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী ও শ্রীচৈতন্য-নাম বিঘোষিত হইতেছে। তিনি ব্যাসের ন্যায় সনাতন শাস্ত্র হইতে যথার্থ বর্ণধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপনের নবদিব্যালোক নানা-সংঘর্ষে পূর্ণ এই কর্ম্মজড়ময় যুগেও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচারে গতানুগতিকতা, আনুকরণিকতা বা গণমত-পূজার অভিসন্ধি-মাত্রও নাই। অনাবিল চেতন-রাজ্যের অপ্রতিহত সহজ মৌলিকতা অথচ শ্রৌতপথানুসরণপূর্ব্বক জীবের প্রতি অযাচিতোদয়ময়-বিতরণই তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য।

বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ ও বৈষ্ণবতার বাস্তব আদর্শসমূহ দর্শন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অবৈষ্ণবতার বহুরূপিচিত্রসমূহ লক্ষ্য করিবার সুযোগ লাভ, প্রৌঢ় যৌবনে অবধূতকুলচূড়ামণি নিষ্কিঞ্চন শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপানুগভজন-চেষ্টাসমূহ সর্ব্বক্ষণ সন্দর্শনের মণিকাঞ্চন-সংযোগ নিত্যসিদ্ধ হরিসেবাপরাধে মহাপুরুষে যেন শ্রীচৈতন্যের নিখিল অযাচিতোদয়ময়াশক্তিকে সর্ব্বকলায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে সন্ন্যাসলীলা প্রচার করিয়াছিলেন, আর গৌরশক্তি এই মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা-প্রচারে-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে জন্ম-পরিগ্রহ ও শ্রীগৌরসুন্দরের

প্রকটভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-বিস্তারের জন্য তিনি বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌর-জন্মদিবসে পরিব্রাজকের বেষ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-বিগ্রহ স্থাপন ও আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠা করেন। সেইদিন হইতেই শ্রীচৈতন্যবাণী-সঙ্কীর্ত্তনের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। এই দুন্দুভির নিনাদ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে—পুরুষোত্তম হইতেই শ্রীচৈতন্যবাণী উদিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইবে, এই ব্যাসবাণী সার্থকতা-মণ্ডিত হইতেছে। তাই আজ শ্রীপুরুষোত্তমে বাণীস্তম্ভের উদ্বোধন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র—সাম্বত-চতুঃসম্প্রদায়ের প্রত্যেক আচার্য্যেরই প্রচারক্ষেত্র। ষড়ভজন-বিভজন-প্রেমোন্মাদকারী শ্রীগৌরসুন্দরের দিব্যোন্মাদময়ী বিপ্রলম্ভলীলা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজনরাজ্যের চরমবাণী এই স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই সাম্বত আচার্য্যগণের সহিত অস্মদীয় আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কীর্ত্তিত বাণীর পারমার্থিক যোগসূত্র ও বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা আমরা এই শ্রদ্ধা-পুষ্পের প্রণামে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদের শিরস্থাণ পরিধান করিয়া দিক্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্র ও মহাজনের বাণীতে শ্রবণ করিয়াছি, প্রাণিগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ, মানবের মধ্যে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে অপ্রাকৃত পরমেশ্বরের সেবক বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুর মূল অংশী ও পূর্ণতম স্বরূপ সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময়স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবাপরাকাষ্ঠায় বিশেষজ্ঞ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সেবাপ্রোতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই শ্রীরূপের অনুগত গৌরজনগণ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার শ্রীরূপের একান্ত অনুগতশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরূপানুগশিক্ষাই শিক্ষা-শিরোমণি, শ্রীরূপানুগদীক্ষাই দীক্ষা-শিরোমণি, শ্রীরূপানুগবিদ্যাই বিদ্যা-শিরোমণি, শ্রীরূপানুগভজনই ভজন-শিরোমণি, শ্রীরূপানুগভাবনাই ভাবনা-শিরোমণি, শ্রীরূপানুগমানই মান-শিরোমণি, শ্রীরূপানুগকৃপাই কৃপা-শিরোমণি। জাগতিক বা জগৎপ্রতিযোগী ধর্ম্মাধর্ম্মের কৃপমণ্ডূকতায় সীমাবদ্ধ কিংবা জাগতিক সদসৎসম্প্রদায় কিংবা অসাম্প্রদায়িক উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা বা মৌখিক উদারতার মোহে মুগ্ধ বিরাট গণবাদ এই চরম সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অনবদ্য ভগবৎকৃপায় ইহা প্রত্যেকেরই অনুভবের বিষয় হয়।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের অভীষ্ট শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—এই তিন ঠাকুরই 'গৌড়ীয়া'কে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই তিন ঠাকুরই যে যথাক্রমে বেদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিগ্রহরূপে ভৌমবৃন্দাবনের অধিদেব হইয়া প্রকাশিত, তাহা শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যই আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে জানাইয়াছেন। অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রের নিষ্কপট মন্ত্রিগণ অবশ্যই এসকল কথা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয়গণের কামগায়ত্রী মন্ত্রে যে মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভের আরাধনার কথা আছে, তাহাই আবার 'হরা-কৃষ্ণ, হরা-রাম ও হরা-হরি' মহামন্ত্রোক্ত শব্দত্রয়ের সম্বোধনাত্মক ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের মধ্যে সম্পুটিত রহিয়াছে। কৃপানুগভজনের মধ্যে সম্ভোগ-রস অপেক্ষা বিপ্রলম্ভ-রসের অধিকতর চমৎকারিতার কথা এই মহামন্ত্রের সম্বন্ধবিগ্রহ—'হরা-কৃষ্ণ', অভিধেয়-বিগ্রহ—'হরা-রাম' ও প্রয়োজন-বিগ্রহ 'হরা-হরি'-শব্দে প্রকাশিত। বিচ্ছেদ বা বিরহেই প্রেমাস্পদের প্রতি আর্ত্তিপূর্ণ আহ্বান বা সম্বোধন-আত্মক পদ প্রযুক্ত হয়। এই মহামন্ত্রের শব্দসমূহের মধ্যে শ্রীমদীশ্বরী হরার প্রতি বিরহার্ত্তিময় সেবা-লোলা কেবল-বিষয়-বিগ্রহের সেবা-লোলা অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট। শ্রীল রঘুনাথ-কৃত "বিলাপকুসুমাঞ্জলির"—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুশতৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বদ্ধেৎ কৃপাং ময়ি বিধাসাসি নৈব কিং যে
প্রাণৈর্বতেন চ বরোরু বকারিণাপি।

—এই দৈন্য বিরহ-সূচক শ্লোকটিতে শ্রীনামভজনানন্দিগণ এই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিবেন।

সম্ভোগের চিত্তবৃত্তি হইতেই কৃত্রিম ধ্যানাদির বিচার উদিত হয়। এই জন্য রূপানুগগণ সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্র বা নাম-কীর্ত্তন-মুখেই ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীনামই রূপানুগগণের ভজনের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। শ্রীনাম-নাম, শ্রীনাম-রূপ, শ্রীনাম-গুণ, শ্রীনাম-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীনাম-লীলা রূপানুগগণের ভজন-দর্পণে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই সকল বার্ত্তা অভিনবভাবে প্রচার করিয়া শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য জগতের প্রতি অনর্পিতচরী দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী পাঁচমিশালি লোকের জন্য মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু ভবসিন্ধুতীরে কমললোচন অর্থাৎ সাক্ষী, নির্গুণ ও চেতারূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে স্নান করেন, তাঁহারা জানেন—রত্নাকর-তটস্থিত শ্রীজগন্নাথই মদনমোহন। আর শ্রীরাধার গোস্বামী প্রভুর প্রাণধন টোটার বংশীবটতটস্থিত শ্রীগোপীনাথই গৌড়ীয়াগণের প্রয়োজন-বিগ্রহ। রূপানুগবর আচার্য্য শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবকে অভিন্ন-গোবর্দ্ধন চটক পর্ব্বতের উপর প্রেমভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের আনুগত্যে প্রকাশিত করিবার জন্যই বোধ হয় এ বৎসর পুরুষোত্তমে শ্রীব্যাস-পূজার আবাহন করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণের ত্রিবিধ-আরাধ্যদেব-সম্বন্ধে এই প্রকার রূপানুগভজনসিদ্ধান্ত আমাদের আচার্য্যের বাণীর মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৪। শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণে পুরুষোত্তমে ও আলালনাথে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা-প্রকাশ আচার্য্যের শ্রীরূপানুগ-ভজন-কীর্ত্তনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আচার্য্যের আবির্ভাবকাল হইতে বিভিন্ন সময়ে আমরা আচার্য্যের সমগ্র চরিত্রের মধ্যেই পুরুষোত্তমে গৌরপ্রদর্শিত কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার অনুসরণের পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীপুরুষোত্তমমঠ-প্রতিষ্ঠার পরে প্রতি বৎসর এইস্থানে গোষ্ঠিসঙ্গে হরিকথা-কীর্ত্তনের মধ্যেও ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। জগন্নাথবল্লভে উৎসব প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণানুশীলন-লীলার অনুসরণ, চন্দন-যাত্রার সময় শ্রীগৌরসুন্দরকে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করাইয়া নরেন্দ্রসরোবরে আনয়ন ও নিবাধ-কালীন-সেবা শুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন, সামন্তপক্ষকে সমাগত গোপীগণের কৃষ্ণসেবার অনুসরণে রথাগ্রে গৌরবিহিত নৃত্য-সহকারে প্রতিবৎসর কীর্ত্তনোৎসব এবং গত বৎসর মধুমাসে শ্রীপুরুষোত্তমে স্তবমালা, স্তবাবলী, জগন্নাথবল্লভ-নাটক প্রভৃতি রূপানুগভজন গ্রন্থের আলোচনা প্রভৃতি বিবিধ আদর্শে রূপানুগবরের পুরুষোত্তমে বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণানুশীলন-লীলাই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরূপপ্রভু "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোক যে-ভাবে বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যও পুরুষোত্তমে তদ্রূপ গৌরকাম-পরিপূরণের জন্য অখিল চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন।

৫। "আলালনাথে"র সূচ্যরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আচার্য্য রূপানুগভজন-রহস্যের আর একটি সুগুপ্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনবসরকালে আলালনাথ যাইতেন অথবা কোন কোন ভক্তের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেই আলালনাথ যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন; কিন্তু আলালনাথের সাম্প্রদায়িক তথ্য বা এইস্থানে রূপানুগভজনেরই বা কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা কোন আচার্য্যই আমাদিগের নিকট

প্রকাশ করেন নাই। 'আলালনাথ বা আলোড়াবাসীগণের আরাধ্যনাথ আলালনাথ'—এ তথ্যও আমরা অনেকে জানিতাম না। দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বর্য-মাধুর্য রামানুজ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট দেবতা ঐশ্বর্যগন্ধহীন কৃপানুগ গৌড়ীয়-গণের কিরূপেই বা হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাও তথাকথিত গৌড়ীয়গণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। গৌড়ীয়গণের নিকট ব্রহ্মগিরির সার্থকতাই বা কি? আমাদের আচার্য এই সকল গূঢ় ভজনরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া শ্রীরূপানুগভজনের এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

গত চন্দনযাত্রার সময় পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত দেবকগণ পাঁচমিশালিদলের সহিত কদাচারে করিতে পারেন না। গোবর্ধন-গিরি-স্বরূপ ব্রহ্মগিরিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ-মূর্তি প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন। সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে আলবর-নাথ নারায়ণ-মূর্তি-রূপে স্তব করেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বা শ্রীরূপানুগগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণে উঁহাতেই দ্বিভুজ মুরলীধর দর্শন করেন। শ্রীআলালনাথেই শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগৌড়ীয়ানাথ দর্শন করেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া আলালনাথে শ্রীগৌড়ীয়ানাথ ও শ্রীগোপীনাথ পৃথগ্‌ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। আলালনাথে পুরুষোত্তম উঁহার সম্ভ্রমান্বিত হস্তপদাদি দেখাইতেছেন। জগন্নাথে 'চেরা' বা 'চেতন' দর্শন। নাভির নিম্নদেশ হইতে পাদদেশ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় আনন্দের স্রোতক; সেই আনন্দের বাহুল্যই জগন্নাথে আধ্যক্ষিকের লোক-দর্শনে সঙ্কুচিত। সাধারণী গোপীগণ আলালনাথে আসিয়া চতুর্ভুজ দেখিলেন, কিন্তু যখন বার্ষভানবীর ভাব-কান্তিমণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগগণ এখানে আসিলেন, তখন তিনি আর চারিহস্ত রক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর দেখিলেন—দ্বিভুজ মুরলীধর; গৌড়ীয়ানাথই আলালনাথ। তাই গৌড়ীয়ানাথের বেদীর নিম্নে এই শ্লোকটি লিখিয়া দিতে হইবে—

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।"

আড়ংঘাটার বাঁশীতেই আমরা শুনিতে পাইয়াছি—আলালনাথ দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভের স্থান। বিরহ-বিধুরা গোপীর চতুর্ভুজ-দর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভের উদয় হয়। মহাপ্রভু যখন ব্রহ্মগিরিতে চতুর্ভুজ আলোড়ার-নাথের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাধাভাববিভাবিত মহাপ্রভুর অধিকতর বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হইল; কৃষ্ণও তখন চারিহস্ত সংগোপন করিলেন। আর বৃষভানুনন্দিনীর অনুগতজন কৃষ্ণকে কুণ্ডতীরে—চন্দন-সরোবরের তীরে লইয়া গেলেন। একসময়ে রূপানুগবর আচার্য এই চন্দন-সরোবরে শ্রীরূপ-রঘুনাথের জীবাতু রাধাকুণ্ড দর্শন করিয়াই মধ্যাহ্নকালে অবগাহনপূর্বক 'কুণ্ডাষ্টক" পাঠ করিয়াছিলেন। গত শরৎকালে মথুরায় কার্ত্তিকব্রত যাপন করিতে করিতে একদিন মধ্যাহ্নকালে ব্রজের পৈঠ গ্রামে গমন পূর্বক এই স্থানের প্রকাশই যে আলালনাথ, ইহাও জানাইয়াছিলেন। যেমন দ্বারকার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র যেমন অভিন্ন পুরুষোত্তম, তেমনই পৈঠগ্রামের প্রকাশ আলালনাথ।

৬। একসময় পুরুষোত্তমে অবস্থানকালে প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোণার্ক-গমনের লীলা-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গ স্মরণ করিয়া নীলসাগরে যমুনা দর্শন পূর্বক স্নান প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রেম-বৃদ্ধিতে ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গ-চালিত হইয়া কোণার্কের দিকে গিয়াছিলেন; ইহা অনেকেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অনেকবার পাঠ করিয়াছেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোণার্কের স্থাপত্য-নৈপুণ্য ও বাহ্যবপু

লইয়া বহু মস্তক আলোড়ন এবং প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। হয়ত' ধর্ম্মকাঙ্ক্ষী সৌরগণ এইস্থানে আসিয়া ধর্ম্মের যাজক হইয়াছেন। কিন্তু রূপানুগবর আচার্য্য সময় সময় এইস্থানে মধ্যাহ্নকালে আগমন করিয়া অপ্রাকৃত গোপীর কিঙ্করী অভিমানে সূর্য্যপূজার তাৎপর্য্য ও কৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়াছিলেন। এই সেদিন পুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজার প্রাক্কালে কোণারক দর্শন করিয়া—রূপানুগবরের পুরী আগমনের গূঢ় রহস্য কি? ব্যাসপূজার প্রাক্কালে সূর্য্যপূজার আবাহনেরই বা রহস্য কি?—এইসকল কথা জগতের কয়জন লোক বুঝিতে পারিবেন, জানি না; তথাপি বলিয়া রাখা আবশ্যক।

৭। উৎকলে ব্রজভজনের কিরূপ সর্ব্বোত্তম অবধি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও আমরা এই রূপানুগবর আচার্য্যের সিদ্ধান্তের মধ্যেই সবিস্তার জানিতে পারিয়াছি। প্রভুপাদই জানাইয়াছেন যে, দিব্যোন্মাদ-লীলায় মহাপ্রভু পুরুষোত্তম আসিবার কালে এক একস্থান অতিক্রম করিয়া ভজন-পথে অভিসারের এক একটি সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ছত্রভোগ, পিছলদা প্রভৃতি স্থানে কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণের মঙ্গলোদয় করাইয়াছেন। বৈতরণীতীরে নাভিগয়ায় কর্ম্মকাণ্ড নিরাস করিয়াছেন। কটকে সাক্ষিগোপালের সমীপে সাক্ষিস্বরূপ পরমেশ্বরের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। ভুবনেশ্বরে ভুবননাথে নির্ব্বিশেষ-ধারণা ও তৎসঙ্গে সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ অনন্ত-বাসুদেবের সেবক বৈষ্ণবরাজ দ্বারপাল শম্ভু ও তৎসঙ্গে গোপীশ্বর গোপালিনীশক্তির মহিমা জানাইয়াছেন। জগন্নাথে কমললোচন নির্গুণ চেতা-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব ও পুরুষোত্তমবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। আলালনাথে ঐশ্বর্য্যপরায়ণ জনগণের জন্য চতুর্ভুজ ও রূপানুগজনগণের জন্য আলালনাথেই গৌড়ীয়নাথ ও গোপীনাথ দর্শন করাইয়াছেন। পুরুষোত্তমেও পাঁচমিশালী দলের সহিত যে-সকল রূপানুগগণ মিশিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বংশীবটতটস্থিত বেণুবাদনপর গোপীচিত্তহারী গোপীনাথের সেবা-লাভের জন্য গৌরশক্তি গদাধরের প্রাণধন টোটা-গোপীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য টোটা গোপীনাথ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধিক্ষেত্রের পল্লীর মধ্যেই নিজ ভজনক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন।

৮। শ্রীব্যাসের কার্য্য শ্রীহরিকীর্ত্তন। ব্যাসত্ব ও রূপানুগত্বের সুদুর্ল্লভ সন্নিকর্ষন সংযোগ আচার্য্যের চরিত্রে বেদীপ্যমান রহিয়াছে। সাম্বত-সম্প্রদায়সমূহের বিভিন্ন তথ্য, ইতিহাস, ভজনপ্রণালী, অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ দার্শনিক বিচার ও ভজনের রহস্যাবলীর উদ্ঘাটন ও তুলনামূলে শ্রীরূপানুগবিচারের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন এই আচার্য্যের আদর্শে যেরূপ মৌলিক গবেষণার সহিত সম্প্রকাশিত, সেরূপ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ অভিনব। বিপক্ষের ব্যক্তিগণও অনেক সময় ইহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। কাহারও কাহারও ধারণা, 'রূপানুগ-ভজনকারিগণের পক্ষে বিভিন্ন ঐশ্বর্য্যপর সম্প্রদায়ের ইতিহাসের আলোচনা অনাবশ্যক ও চিত্তবিক্ষেপের হেতু।' বস্তুতঃ রূপানুগবর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ও আমাদের আচার্য্যের আদর্শ ঐরূপ বিচারকগণের অজ্ঞতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সিঁহ, তারয়ে সংসার।"

—শ্রীরূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুসারে বলা যায় যে, বাস্তব সত্যে শাস্ত্রযুক্তি-নিপুণতার সহিত অচলা-অটলা শ্রদ্ধা বা উত্তম অধিকার লাভের জন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও সিদ্ধান্তের তুলনামূলক বিচারের আবশ্যকতা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তিগণের ঐসকল বিষয়ে অজ্ঞতা, অলসতা ও নিজ-ভজনে বাহ্য গৌড়ামী ও বস্তুতঃ আন্তরিক অশেষ সংশয় এবং দোদুল্যমানতার প্রতিষেধকল্পেই আচার্য্যের এই কৃপাবদান। এই জন্য আচার্য্য স্বয়ং শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের পেরেম্বেদুর, কাঞ্চী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে, শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের পীঠস্থান উডুপীতে, শ্রীনিম্বার্ক-

আচার্য্যের প্রচারক্ষেত্র মালিহাবাদ, বেলাবি নিম্বগ্রাম প্রভৃতি স্থানে, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রচারপীঠ অবন্তী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিচরণ, তত্তৎসাম্প্রদায়িক তথ্য আহরণ এবং ঐসকল বিষয় পত্রিকা, কোষগ্রন্থ, নিবন্ধগ্রন্থ মূলগ্রন্থ প্রভৃতি বাহনের সাহায্যে জগতে প্রচার করিয়াছেন।

যখন আমাদের আচার্য্য সবে মাত্র সংস্কৃত কলেজে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার রচিত "বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা" গ্রন্থের 'ধর্ম্ম'-শীর্ষক অধ্যায়ে যাবতীয় সাত্বতসম্প্রদায়ের তথ্য ও নানাপ্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের ইতিহাসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আহরণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ও শ্রীরূপানুগ বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিত-সমাজে শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্তের অন্তঃপুরের সংবাদ দূরে থাকুক, যখন সহরের ইতিহাসও একান্ত দুর্লভ ছিল, তখনই আমাদের আচার্য্য স্বয়ং দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের বিভিন্নস্থান ভ্রমণ করিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের যাবতীয় দুষ্প্রাপ্য তথ্য তদানীন্তন 'নিবেদন' ও 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীরামানুজের কথা কিয়ৎপরিমাণে প্রচারিত হইলেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নাম, ধাম ও সিদ্ধান্তরাজি অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতেরও অজ্ঞাত ছিল। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের যে-সকল তথ্য ও দার্শনিক বিচার সাধারণ লোকত' দূরের কথা, তৎসম্প্রদায়ের অনেক আধুনিক অগ্রগণ্য প্রচারক ও পণ্ডিত ব্যক্তিও অবগত ছিলেন না, এমন কি তাঁহাদিগের কেহ কেহ কেবলাদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ন্যূনাধিক বিচার-ধারাকেই চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পুষ্টিসাধক মনে করিয়া ঐরূপ এক সিদ্ধান্তকেই 'দ্বৈতাদ্বৈতমত বলিয়া' গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমাদের আচার্য্য অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত ও চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের পার্থক্য এবং শেষোক্ত মতটি প্রথম মৌলিক সিদ্ধান্তের কিরূপ আনুকরণিক সংস্করণ, তাহা অকাট্য যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশের লোক বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের খবর খুব কমই রাখিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদকে মায়াবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়াই জানিতেন। কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" এই শ্রুতিমন্ত্রোক্ত তাৎপর্য্যের ন্যায় কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ যে অচিৎ ও চিদ্বিলাসের দুইটি সীমানির্দ্দেশক সুসূক্ষ্ম তটরেখা, তাহা দার্শনিকগণের মধ্যেও অনেকেই খবর রাখিতেন না। 'জগদ্গুরু' শ্রীধর স্বামী যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী অপরাধী নহেন, শ্রীল প্রভুপাদ ইহা বস্তুনির্ঘোষে ঘোষণা এবং বিশুদ্ধাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য-পাদ উচ্চহরিকীর্ত্তনের একান্ত সমর্থক হইয়া ও নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধরের সহিত কিরূপ মতভেদ করিয়াছেন এবং 'জগদ্গুরু' স্বামিপাদের শুদ্ধভক্তিময় শুদ্ধাদ্বৈতবিচারকে কোথায় কেবলাদ্বৈতবাদ মনে করিয়াছেন, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের মধ্যেই অভূতপূর্ব্বরূপে দৃষ্ট হয়। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায় শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের আনুকরণিক সংস্করণরূপে কিরূপে কিশোরগোপাল উপাসনা ও শ্রীরাগানুগমার্গের নামান্তর পুষ্টিমার্গ কল্পনা করিয়াছেন, তাহারও রহস্য উদ্ঘাটিত দেখিতে পাইয়া আমরা শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের শ্রীরূপসেবাসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকি।

৯। জগতে সাত্বত-পঞ্চরাত্রের বিচার পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং তাহাকে বিষ্ণুভক্তিপর বলিয়া ঘোষণা আমাদের আচার্য্যের আর একটি বিশেষ অবদান। সাত্বতপঞ্চরাত্রের আচার কেবল আনুষ্ঠানিক কৃত্রিমতার কঙ্কালরূপে তথাকথিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে, এমন কি বৈষ্ণব-নামধারিব্যক্তিগণের মধ্যে বিরাজিত ছিল। অদৈব-মোহনাবতার আচার্য্য-শঙ্করের পঞ্চরাত্র-দূষণ মতবাদের বিরুদ্ধে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ও গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ ও স্পষ্ট বৌদ্ধবাদের স্তূপে চাপা পড়িয়া আচার্য্য-সন্তান-নামধারী ব্যক্তিগণকেও তামস-পঞ্চরাত্রের ন্যায় সাত্বতপঞ্চরাত্রের অবৈদিকতার

কল্পনায় প্রধাবিত করিয়াছিল। আমাদের আচার্য্য নারায়ণ-প্রাক্ত বেদানুগ সাত্বত-পঞ্চরাত্রের সহিত বিমুখ-মোহনপর তামস-পঞ্চরাত্রের পার্থক্য, একায়ন-বাক্যের সহিত বঞ্চনময়-পাষণ্ডের পার্থক্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"স্মরণে বিহিতা পাদে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

(ভঃরঃসিঃপূঃবিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য)

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

(ভঃরঃসিঃপূঃবিঃ ২।৯০ শ্লোকধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

"ইহা যদা হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

(ভঃরঃসিঃপূঃবিঃ ২।৮৭ শ্লোকধৃত নারদীয় বাক্য)

শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই সকল বিচারে সাত্বত-পাঞ্চরাত্রিক অনুষ্ঠানই কিরূপ কেবলা বিষ্ণু-ভক্তিময়ী গতি লাভ করিতে পারে, তাহা আমরা আচার্য্যের বাণীর মধ্যে অতি সুন্দরভাবে দেখিতে পাইয়াছি। বিষ্ণুই বেদ, বেদই বিষ্ণু; যে বৈদিকতা বিষ্ণুসেবায় পর্য্যবসিত হয় না, তাহাই অবৈদিকতা বা নাস্তিকতা।

শ্রীরূপানুগবিচার কীর্ত্তন-কালে আচার্য্য শুষ্করূপানুগত্বের অসম্যোক্ষ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন-কল্পে ব্যতিরেক ভাবে রূপানুগভজনের কৃত্রিম ও বিকৃত বহুরূপী আদর্শের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। রূপানুগত্বের বিকৃত প্রতি-বিম্ব হইতে সখী-ভেকী, গৌর-নাগরী, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার মতবাদ এবং কূপাণ্ডিত্যময় সঙ্কীর্ণ জাতীয়তামূলক মেয়েলি স্মার্ত্তবাদ, লৌকিক ও কৌলিক গুরু গোস্বামিবাদ, মর্ত্ত্যবস্তুতে ঈশ্বরত্বের আরোপ (apotheosis), ঈশ্বরত্বে মর্ত্ত্য-ভাবের আরোপ (Psilanthropy) প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ জগতে আগাছার ন্যায় স্বচ্ছন্দে পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কতিপয় ভিন্ন তন্ত্রের ব্যক্তি সেই সকল আদর্শের প্রতি বাহ্য ধিক্কার ও অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাতে ন্যূনাধিক আত্মসমর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তির সিংহ-হুঙ্কারে কেহই এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই; হইবেনই বা কি প্রকারে? রোগী কখনও সৈক্ষেত্রের পাঠ গ্রহণ করিতে পারে না। আচার্য্যের সমগ্র চরিত্রের বিভিন্ন ঘটনায় ঐসকল মতবাদের প্রতিবাদ ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের জীবন্ত আদর্শ পাওয়া যায়।

১০। অকাল-পক্কাবস্থায় কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণের চেষ্টা ও কল্পিত সিদ্ধপ্রণালী-যোগে নির্জ্জন-ভজনরূপ প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় না দিয়া আচার্য্য সজাতীয়াশয়-ব্যক্তিগণের সঙ্গে শ্রীরাধিকৈকানুগত্যে স্বয়ং-গোপীবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টাপর হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ভজনের নামে কপটতা, কৃত্রিমতা, আলস্য-পরায়ণতা, প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা, প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাশা, অপরাধ, লাভ-পূজা-প্রাপ্তির গুপ্ত অভিলাষ অধিকতর অনর্থের উদয় করাইয়া জীবকে চিরতরে শ্রীরূপানুগভজন-সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করে। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও লেখনী ইহার বিরুদ্ধে চিরকালই নিযুক্ত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—অনর্থযুক্ত জীব স্বাভাবিক ও সরল আনুগত্যের পথে চলিলে কোন না কোনদিন অনর্থমুক্তিলাভ ও রূপানুগ ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন; কিন্তু কৃত্রিমতার প্রশ্রয়ে সেই অপ্রাকৃত ভজনপথ হইতে জীবের চিরতরে বঞ্চিত হইবার দুর্ভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এমন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি ও প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের আচার্য্যের যে বিচারভেদ

উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার শ্রীরূপানুগবিচার-বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাই সাক্ষ্যস্বরূপ। ঐসকল কৃত্রিমপক্ষিগণের ভাবুকতার নিকট প্রভুপাদের বিচার বুদ্ধিহীন ও অত্যন্ত সুতীব্র বলিয়া মনে হইলেও এবং দুনিয়ার বাজারে কৃত্রিমতাই 'ভজন' বলিয়া প্রচলিত করাইবার বহির্মুখ সার্বজনীন চেষ্টা থাকিলেও প্রভুপাদের বাণী তাঁহার স্বাভাবিকী জীবমঙ্গলময়ী প্রগতি হইতে নিবৃত্ত হয় নাই।

১১। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৫৫-২৫৬)

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিবার সময় অনেকেই এই শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়াছেন। কেহ কেহ হয় ত' এই শ্লোক দুইটিকে রসামৃতসিন্ধুর অন্যান্য রস-বিচার, ভাব-বিচার প্রভৃতি বিচারাত্মক শ্লোকের ন্যায় তত মূল্যবান্ বিচারপূর্ণ শ্লোক মনে করেন নাই; কিন্তু সমগ্র রসামৃতসিন্ধু হইতে আমাদের আচার্য এই দুইটি শ্লোকই "গৌড়ীয়ে"র মূল-নীতিরূপে আহরণ করিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোকই শ্রীরূপানুগ-ভজন-মঞ্জুষার কুঞ্চিকা-স্বরূপ। এই দুইটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির অভাবে জগতে শ্রীরূপানুগবিচার-বিরোধী নানাপ্রকার ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। কর্ম্মভোগী, ধর্ম্মভোগী, নাস্তিক্যভোগী, ঈশ্বরভোগী, ভজনভোগী প্রভৃতি বহুরূপী ভোগী জগতে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকরূপে পরিচিত রহিয়াছেন। নাস্তিক্যভোগী অপেক্ষাও কৃষ্ণভোগী, গৌরভোগী অধিকতর কপট। ইহাদের প্রতিযোগী বহুরূপী ত্যাগিসম্প্রদায় যোগী, জ্ঞানী, ব্রতী, তপস্বী প্রভৃতি বহুমূর্ত্তিতে বিরাজিত। এই মুমুক্ষু ও মুমুক্ষুরূপিণী পিশাচীদ্বয় আত্মতত্ত্বের চিন্তারাজ্যের—ধর্ম্মরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইয়া রহিয়াছে। রূপানুগাভিমানী কোন কোন ব্যক্তির মধ্যেও প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়া বাহ্যদৃষ্ট্যাদি-স্পর্শের প্রতি অভিসন্ধিময় বীতরাগ বা নানাপ্রকার ফল্গুত্যাগের বাহাদুরীর প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। নিখিলবস্তু, নিখিলবৃত্তি, নিখিলব্যাপার অধোক্ষজ কৃষ্ণসেবায় কিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহার সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন আমাদের আচার্যাদেব। "ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য জীবন্মুক্তের লক্ষণ তাঁহার আচার ও প্রচারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, গৃহ, বন, সমাজ, নির্জ্জনতা, আধুনিক ও পৌরাণিক দ্রব্যজাত শিল্প, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিবিধ অবদান, যাবতীয় দেশ, কাল, পাত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকামে নিযুক্ত হইয়া ভূলোকে গোলোকের সেবাবৃত্তি অবতারণ করুক, ভূলোক গোলোকের শব্দব্রহ্মের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠুক,—ইহাই শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য শ্রীরূপের এই শ্লোক দুইটি হইতে শিক্ষা দিয়াছেন: ইহা তাঁহার রূপানুগ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

১২। রূপানুগভজনের কএকটি বিশেষ রহস্য যাহা পূর্ব্বে এরূপ পরিস্ফুটভাবে কোন আচার্য্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই, আমাদের আচার্য্য তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারই বাণীর মধ্যে আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃতের কএকটি বিশেষ গূঢ় ভজন-রহস্য উদ্ঘাটিত দেখিতে পাইয়াছি। কৃষ্ণের রাসবিহার অপেক্ষা গোবর্দ্ধন-বিহার, তদপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের অর্থাৎ সপরিকর অভিন্ন-শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দের পাল্য কিঙ্করীরূপে ভজন-বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব তাঁহারই বাণীর মধ্যে অতিসুন্দর বিশ্লেষণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের এত মহিমা কেন? প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়, না শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণতা, না

আন্তরিক অপ্রাকৃত দৃঢ়-শ্রদ্ধা।—কোন বৃত্তি-দ্বারাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় রাধাকুণ্ডের ভজন-প্রণালীকে সমন্বয়-বাদের ভৈরবীচক্রে আরোহণ করাইতেও প্রস্তুত হইয়া থাকেন! 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজন কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি উপায় বা পঞ্চদেবতার উপাসনা কিংবা পাঁচমিশালী ধর্ম্মের ন্যায় একটি উপায়-বিশেষ'—সমন্বয়বাদীর এই উক্তি দ্বারাও কোন কোন গৌড়ীয়-নামধারী অবশ হইয়া পড়েন! কেহ বা অন্যায় গোঁড়ামী করিয়া প্রাকৃত-ভজনকেই 'কৃষ্ণভজন' বলিয়া মনে করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের বাহ্য শৈবাল ও পঙ্কোদ্ধারকেই (প্রতিষ্ঠামধ্যে) কুণ্ডসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও মধুরায় উর্দ্ধব্রত-যাপন-কালে এ সকল কথার আলোচনা আমরা বিশেষভাবে আচার্য্যের বাণীর মধ্যে শ্রবণ করিয়াছি।

অষ্টকাল-লীলার মধ্যে নৈশ-লীলা অপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক-লীলা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ভজনীয় ব্যাপার—এই অশ্রুতপূর্ব্ববাণী আমরা আচার্য্যের বাক্যের মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিম্বাদিত্যের ভজন প্রণালী সজ্জন-তোষণীতে বর্ণন করিয়া তাহার সহিত নিমানন্দ-শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ও ভজন-প্রণালীর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁহারই অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যবাণীর জন্য কএকটি কথা পরিস্ফুট করিয়া বলেন নাই। নিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ 'চিন্ত্য' আর নিমানন্দের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত 'অচিন্ত্য'। নিম্বাদিত্যের কথিত ভজন-প্রণালী নৈশ-বিহারের কথা; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী মাধ্যাহ্নিক-লীলার কথা। সূর্য্য-পূজার প্রাধান্য, রাধাকুণ্ডে মিলন, দোল-খেলা, বংশীধ্বনি প্রভৃতি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সম্ভোগের অধিকতর চমৎকারিতা একমাত্র মধ্যাহ্ন-লীলাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যদেব যখনই যে-স্থানে গমন করিয়াছেন, তখনই তথায় শ্রীরূপানুগ-ভজন-বিচারে উদ্দীপ্ত ও পরিপ্লুত হইয়াছেন এবং সেই বিচার ও সিদ্ধান্ত-দ্বারাই সমন্বয়বাদের পারিপার্শ্বিকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের স্যমন্তপঞ্চকে গমন করিয়া শ্রীরূপের সেই "প্রিয়ঃ সোঽয়ং সহচরি"—শ্লোকের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়াছেন, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগকালে শ্রীমদ্ভাগবতের "আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দম্" শ্লোকের বিষয়-সমূহ সাধারণ লোককেও ভাগবতশিক্ষা-প্রদর্শনীর সাহায্যে দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রূপানুগবর আচার্য্যের কুরুক্ষেত্র-দর্শন বা কুরুক্ষেত্রে মঠ-স্থাপন সাধারণ পাঁচ-মিশালি ধর্ম্মযাজী গীতা-পাঠকের 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বা কুরুক্ষেত্র-দর্শনের ন্যায় নহে। বিরহবিধুরা গোপীগণ সূর্য্যোপরাগে স্নানের ছলনা করিয়া আর্য্যজনগণকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক কিরূপে স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন, সেই রূপানুগ গুহ্যতমবার্ত্তা উদ্ঘাটন ও উদ্দীপনের জন্যই আচার্য্যের ব্রহ্মসরের তীরে মঠ-স্থাপন। নতুবা চোর-দস্যুর দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার জন্য এইস্থানে মঠ স্থাপন না করিয়া অন্য কোন নিরাপৎস্থানে মঠ স্থাপন করিতেও পারিতেন।

থানেশ্বরী-জগন্নাথের কথা নাভাদাসের হিন্দী 'ভক্তমালে'র পাঠকগণ পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু গৌড়ীয়গণের মধ্যেও অনেকেই সেই তথ্যানুসন্ধানে উদাসীন ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরী-জগন্নাথের গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক মহাপ্রভু যে বিপ্রলম্ভ-ভজনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, রূপানুগবর আচার্য্য তাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে কর্ম্মী ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ও গমন করিয়া থাকেন। সাধারণ ভাগবত-পাঠকগণ নৈমিষারণ্যের আংশিক মহিমার উপলব্ধি করেন এবং এই স্থানকে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্রমাত্র

তত্রঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সেবকস্তরবো ভুবি।
নিমানন্দাশ্রয়ো যোঽসৌ বিদ্যাতে ক্ষিতি-মণ্ডলে।

বলিয়া জানেন; কিন্তু এই স্থানে তাঁহার মনোময় চক্ষু শুদ্ধ হইয়া জগদ্গুরুর মনোধর্ম্ম নিরাসের শিক্ষা-প্রদানের পর জীবকে কিরূপে ভাগবতীবাণী-শ্রবণের যথার্থ অধিকারী করিবার সন্ধান প্রদান করে, তদ্বিষয়ে এত পরিস্ফুটভাবে কেহই বলেন নাই। কেবল তাহাই নহে, এই স্থানেও রূপানুগবর আচার্য্য রূপানুগভজনের মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী ললিতাদেবীকে বিদগ্ধাকুগণ যেভাবে দর্শন করেন, রূপানুগ শুদ্ধশক্তি অর্থাৎ স্বরূপা মূলশক্তি রাধারাণীর গণ তাঁহাকে সেইভাবে দর্শন করেন না। রূপানুগগণ ললিতার গণে গণিত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার প্রার্থী। নৈমিষারণ্যেও এই শুদ্ধ ভজনের কথা রূপানুগবর আচার্য্যই জানাইয়াছেন। আবার এই গৌরজন গৌড়মণ্ডলেও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-স্থানসমূহের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত গৌরবনে ব্রজবন ও ব্রজবনে গৌরবন, গোলোকে গোকুল ও গোকুলে গোলোক-দর্শনের পূর্ণ আদর্শও আমরা শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের ষড়জন-বিভজনের মধ্যে প্রাপ্ত হই।

'শুকরতল' অর্থাৎ যেস্থানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেইস্থান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে আবিষ্কার করিয়া শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য তথায়ও শ্রীরূপানুগ-ভজনের বাণী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'গল্‌তার গাদী'তে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দভাষ্য ও তদীয় গুরুদেব রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কৃপার কথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক তথায়ও বেদান্তের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের রূপানুগভজনপর ব্যাখ্যা ঘোষণা করিয়াছেন। জয়পুরে শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রেমাকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীরাধা-বন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমঠে নিজ-ভজনকে অভিধেয়-বিগ্রহ-পাদপদ্ম-সেবায় অধিকার প্রদানার্থ নিজ হৃদয় হইতে বাহে সেই যুগলিত-মূর্ত্তিরই সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা বাহ্য বপু বা স্থূলত্ব-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা আনুকরণিক হইয়া জয়পুরী পাথরকেই 'রাধাকৃষ্ণ' ভ্রান্তি পূর্ব্বক অপরাধে প্রমত্ত ও পতিত হইয়াছে, আচার্য্যের প্রকৃত মনোঽভীষ্ট বুঝিতে পারে নাই। এই জন্য কেহ অর্চ্চন-বিরোধী ভজনের অভিনয়, আবার কেহ বা ভজন-বিরোধী অর্চ্চনাপরাধ আবাহন করিয়াছে।

শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য নিজভজনস্থান শ্রীধাম মায়াপুরেও শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কৃষ্ণকাম-ক্ষেত্রসমূহের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। এই সকল কথা তিনি 'শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী' উন্মোচন করিয়া বিশেষভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে কোথায় কোন্ দিকে কৃষ্ণ-সেবাপরা শ্রীরাধা-সহচরী কোন্ গোপীর সেবা-কুঞ্জের অবস্থিতি, তাহাও প্রদর্শনীর মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশেষে বোধ হয় এই কুণ্ডসেবা-শোভায় আকৃষ্ট হইয়াই গুণমঞ্জরী তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার চিদানন্দ-তনুর সমাধি-পীঠকে স্বেচ্ছায় এইস্থানে আকর্ষণ করিয়াছেন। এমনই কি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিকুণ্ঠে শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধি-ক্ষেত্র আচার্য্য দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে পুনঃপ্রকটিত হইয়াছেন? ব্রজমণ্ডলের শ্রীরাধাকুণ্ডেও এ বৎসর কার্ত্তিক-ব্রত উদ্‌যাপন ও গৌরকিশোর-বিরহোৎসবের সময় তথায় শ্রীকুঞ্জবিহারিমঠে শ্রীগৌরকিশোর-সমাধিকুঞ্জ ও ব্রজ-স্বানন্দসুখদকুঞ্জ রূপানুগবরের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন।

ব্রজমণ্ডলের শেষশায়ী গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমণ্ডলের আলালনাথ যেরূপ শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের বিশেষ প্রিয়স্থান, ব্রজমণ্ডলের শেষশায়ীও তদ্রূপই বিশেষ প্রিয়। আলাল-নাথ ও শেষশায়ী উভয় স্থানেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত। আলালনাথে যেরূপ চন্দনসরোবর, শেষশায়ীতেও সেইরূপ ক্ষীরোদসমুদ্র। শেষশায়ীতে লক্ষ্মীদেবী অনন্তশয্যায় শায়িত মহাবিষ্ণুর পদসেবা করিতেছেন। যাঁহাদের হৃদয় অন্যাভিলাষ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষে বিপন্ন, অধিক কি, বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্যরসে আচ্ছন্ন, তাঁহারা

শ্রীচৈতন্যদেব কি জন্যই বা শেষশায়ী বিষ্ণুর নিকট যাহা "মুক্তাতপত্রযাদুকহং" শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; কিন্তু কৃপানুগবর আচার্য্য এইস্থানে আসিয়াও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বভজন কৃপাপূর্ব্বক অকপট অনুগত স্বজনগণকে বিতরণ করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেখানে যেখানে নির্ব্বিশেষবিচারপর শৈব-মন্দির দর্শন করিতেন, সেখানে সেখানেই তিনি শিবপ্রভু সম্বর্ষণ বিষ্ণুর শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ বা ভুবনমঙ্গলকারিণী ঐশ্বর্য্যময়ী উপাসনা প্রচার করিতেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যেখানে ঐশ্বর্য্যবিচারপর চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিতেন, সেখানে সেখানেই মাধুর্য্যময় বিচারের ও মাধুর্য্য-বিচারের মধ্যে আবার বিপ্রলম্ভময় বিচার প্রকাশ করিতেন। গোপীগণ সর্ব্বত্রই সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের জন্য উন্মাদিনী। নিত্য চিরযৌবন-সম্পন্না অপ্রাকৃত ব্রজগোপীগণ বক্ষ পাতিয়া দিয়া সুকুমারপেলব-কোমল শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলের সেবা করিয়াও মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বক্ষোরুহও বুঝি কৃষ্ণচরণ-কমলের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে পারিল না—কোমল চরণের নিকট কঠোর বলিয়া বোধ হইল! গোপীর অকৃত্রিম দাসী-অভিমানা কৃপানুগবর মনে করেন, তিনি কি করিয়াই বা জগন্মনোমোহিনীর সেবা করিবেন? কৃষ্ণপাদসেবা অপেক্ষা শ্রীরাধার নিজস্ব পাদপল্লব-সেবার জন্যই তিনি অধিকতর ব্যস্ত। লক্ষ্মী কর্ত্তৃক শেষশায়ীর পদসেবা দর্শন করিয়া শ্রীকৃপানুগবরের নিজেশ্বরী শ্রীরাধার পাদপল্লব-সেবারূপ নিত্যসিদ্ধ কৃপানুগ ভজনেরই উদ্দীপনা হয়। তাই মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবা-প্রচারের জন্যই তিনি নানাস্থানে কীর্ত্তনলক্ষ্যারাম প্রচার করেন। আলালনাথে যেরূপ 'ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, শেষশায়ীতেও এবৎসর প্রকৃপায় 'গৌড়বিহারী মঠ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভজনাভিজ্ঞ বা ভক্তিবিরোধী কুপণ্ডিত সাধারণ ব্যক্তিগণ "মঠ-মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস"—এই উক্তির উল্লেখ করিয়া কৃপানুগবর আচার্য্যের মঠ-মন্দিরাদি প্রকাশের প্রকৃত-মর্ম্ম-বিষয়ে ভ্রান্ত থাকিতে বা বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারেন। ঐ সকল উক্তি কোথায়ও মাৎসর্য্য-পরিপূরিত, কোথাও বা অনভিজ্ঞতা-প্রসূত। কেহ কেহ আবার মঠ-মন্দিরের বাহ্যবপু বা স্থূলত্ব দর্শন করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রস্তর বা ইষ্টকস্তূপ-বর্দ্ধনকেই আচার্য্যের উদ্দিষ্ট বিষয় মনে করিয়া ভ্রান্ত ও অপরাধী হন। বস্তুতঃ স্বভজন-বিতরণ অর্থাৎ কৃপানুগ কীর্ত্তনব্রত অনুশীলনের জন্যই আচার্য্য বিভিন্নস্থানে মঠের উদ্বোধন করিয়াছেন।

১৪। শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা ও ভাগবত প্রদর্শনী উন্মোচনের দ্বারা সকল জীবের হৃদয়েই হরিকীর্ত্তনপরা কৃষ্ণানুসন্ধান-পরায়ণতার উন্মেষণ আচার্য্যের আর একটি কৃপানুগ-ভজন-বিতরণ-কৃপা-বৈশিষ্ট্যের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আচার্য্যের লীলায় এই সকল কৃপার অবদান-সমূহ আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যপাদপীঠার্চ্চাবতারকে অর্চ্চনাধিকারিগণ যে অধিকার লইয়া দর্শন করেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, আবার শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ দর্শন করিয়া যাহাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জিজ্ঞাসার উদয় অর্থাৎ বেদান্তাধ্যয়নের চরমফল লাভ হয়, তাহা অধিকতর মঙ্গলদায়ক; আর শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কৃপানুগগণের শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩০।২৭-২৮)—

"কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা।
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

প্রভৃতি শ্লোক স্মরণ হয় এবং গোপীবিলোমণির পাদপদ্ম-সেবার লোভায় চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত গূঢ় রহস্যও আমরা আচার্য্যের স্বভজন-বিভজন-কৃপা-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই উদ্ঘাটিত দেখিতে পাই।

১৬। ভাগবত-পরম্পরা ও পাঞ্চরাত্রিক গুরু-পরম্পরার বৈশিষ্ট্য-প্রচারে আচার্য্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ও রূপানুগ-ভজন-বিচার-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য। ভাগবত-পরম্পরা ও পাঞ্চরাত্রিক গুরু-পরম্পরার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক অনধিকার-চর্চ্চক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-পরম্পরায় নানাপ্রকার স্বকপোল-কল্পিত সন্দেহ প্রবেশ করাইয়াছে। রূপানুগবর আচার্য্য ঐসকল নিরাস করিয়াছেন। ভজনমার্গে ভাগবত-পরম্পরা ও অর্চ্চনমার্গে পাঞ্চরাত্রিক গুরু-পরম্পরার বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে। ভাগবত-পরম্পরায়ই শ্রীরূপানুগ ভজন-রহস্য লাভ হয়। ভাগবত-পরম্পরা ও পাঞ্চরাত্রিক-পরম্পরায় কৃপা-লাভের বৈশিষ্ট্য থাকিলেও উভয়ে ভিন্ন বা প্রতিযোগী নহেন।

১৭। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিধের 'অর্চ্চন-নিষ্ঠা-মাত্রই হরিভজনের চরম কথা'—এইরূপ কুমত নিরাস করিয়া রূপানুগবর আচার্য্য সম্প্রদায়-রহস্য-জিজ্ঞাসুগণের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। 'পূজন' শব্দ শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন এবং 'ভজন' শব্দ শ্রীনাম-কীর্ত্তন-বাচক। বেদশাস্ত্র 'শব্দ' ও 'ক্রিয়া' এই দুইটি অভিধেয়ের কথা বলিয়াছেন। এই জগতের শব্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান অথবা ছিদ্র আছে; কিন্তু কৃষ্ণের শব্দ—সমগ্রই। অপ্রাকৃত শব্দ ও সমগ্রই। অপ্রাকৃত ক্রিয়া বা বিলাস। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট যে সকল ক্রিয়া, তাহা সকলই (অপ্রাকৃত) শব্দদ্বারা নিয়মিত (regulated)। যেখানে ক্রিয়াংশ শব্দ, তাহাই 'অর্চ্চন' আর যেখানে শব্দ সমগ্র বা পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত, তাহাই 'কীর্ত্তন'। শ্রীনামের বা বৈকুণ্ঠশব্দের আশ্রয় যখন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহাই 'ভজন'। শব্দের বিলাস, বৈষ্ণব যেরূপ উপলব্ধি করেন, অপরে তাহা পারেন না বলিয়াই বৈষ্ণব বড়। যেখানে এই জ্ঞান কম, সেখানেই ক্রিয়াপর অর্চ্চন। যাবতীয় ভক্তির অনুষ্ঠান শব্দ বা নামকীর্ত্তনের সাহায্যেই কর্ত্তব্য, আমাদের আচার্য্য এই সত্য আচার ও প্রচার করিয়া শ্রীরূপানুগ-ভজন-বিচার-বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন।

১৮। বেদ, উপনিষদ, মহাভারতের বিশেষ অংশ অর্জ্জুনগীতা, বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের কোন্‌টি কোন্ অধিকারোচিত, তাহা সাধারণ সত্যানুসন্ধিৎসুর দূরের কথা, তথা-কথিত অভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য ধার্ম্মিকগণও খুব কমই উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধারণে প্রচলিত ধারণা এই যে, বেদের শিরোভাগ শ্রুতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রুতিশাস্ত্র কেন শ্রেষ্ঠ, কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কোন্ অধিকারে শ্রেষ্ঠ, তাহা অনেকেই সন্ধান রাখেন না। আর সাধারণের ধারণা—"পুরাণাদিশাস্ত্র অর্ব্বাচীন, বেদের ন্যায় প্রাচীন নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ত' বাঙ্গালা পয়ারী পুঁথি মাত্র বলিয়াই সাধারণে বিদিত। সংস্কৃতে রচিত না হইলে তাহা শাস্ত্রের মধ্যেই গণ্য নহে। আর গীতাদি শাস্ত্রে যে সার্ব্বজনীনতা আছে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে সেইরূপ সার্ব্বজনীনতা ত' নাই ই, অধিকন্তু তাহাতে একদেশে গোঁড়ামিই দেখিতে পাওয়া যায়!" যে শাস্ত্র যতটা নির্ব্বিশেষ-বিচার প্রবণ, সাধারণের ধারণায় সে শাস্ত্র ততটা অসাম্প্রদায়িক ও প্রাচীনতার সমর্থক!

পরমকরুণাময় শাস্ত্রাবতার সম্বন্ধে মানব-জাতির এই ব্যাপক সংক্রামক সাধারণ ভ্রম আমাদের আচার্য্য মৌলিক-শাস্ত্রীয়-যুক্তির সহিত নিরাস করিয়াছেন। উপনিষদাদি শ্রুতিশাস্ত্র মানবের ভোগাকাঙ্ক্ষার ও অসংখ্য প্রবৃত্তির অভিধানকে প্রতিরোধ করিয়া নিবৃত্তির বাণী বা পরব্রহ্মের শান্তরসের কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। শান্তরসই অশান্তব্যক্তিগণের অধিকারে প্রাথমিক রস। বস্তুতঃ এই প্রতিবিম্বিত জগতে যাহা 'আদিরস' বা মধুররস নামে পরিচিত, পরব্রহ্মের সম্বন্ধে তাহাই নিত্য-সর্ব্বহেয়তা-বর্জ্জিত ও বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মযুক্ত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে। এই জগতের আধিপত্য জীবের সেবক হইলে অত্যন্ত হেয়, বৃথা, নীতিবিগর্হিত হইয়া থাকে, আর পরব্রহ্মের নিত্য সেবকরূপে তাহাই সর্ব্বোত্তম ও চরম উপাদেয় স্বরূপে বিরাজিত। যাঁহারা এজগতের অশান্তভাব হইতে নিবৃত্তির প্রাথমিক বর্ণপরিচয় লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্যই শ্রুতির প্রাথমিক পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এজন্যই শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ-চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত জগতে হেয়তাপূর্ণ সবিশেষ-চিন্তাধারা-নিরাসই শ্রুতির প্রধান শিক্ষা। ইহা পারমার্থিক জগতের প্রতি শিশুগণের অনিবার্য্য প্রাথমিক পাঠ। এইজন্য উপনিষদ্‌কে পারমার্থিক রাজ্যের 'শিশুশাস্ত্র' বলা যাইতে পারে। মহাভারতাদি শাস্ত্রে গৃহিধর্ম্ম ও ব্যাস-মুনিকাদি জন্তুর নানাপ্রকার গল্পচ্ছলে সাধারণ নৈতিকতা এবং পরমার্থের প্রাথমিক শিক্ষা-সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে প্রধানভাবে পুরুষোত্তমের প্রতি মিশ্রা ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। মহাভারতেরই অংশ-বিশেষ গীতাদি-শাস্ত্র কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মহিমা স্থাপন করিয়া চরমে অব্যভিচারিণী ভক্তি বা কৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যা শরণাগতিই শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা কেবল প্রকোষ্ঠ-বিশেষের কথা পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে শুনিয়াছেন, বস্তুতঃ চরমকথা কাণে তুলিয়া ল'ন নাই, তাঁহারাই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যময়ী বিষ্ণুভক্তির কথা উক্ত হইয়াছে ও তৎসঙ্গে মাধুর্য্যময়ী সেবা-শোভারও সামান্য ইঙ্গিত আছে। বিভিন্ন পুরাণে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভিন্ন অধিকারীর জন্য উপদেশ আছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে নির্গুণ উপদেশের নিদর্শন মাত্র রহিয়াছে। বস্তুতঃ অমল পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেই পরমমুক্তগণের নিত্যানুশীলনীয় অন্বয়জ্ঞানের কেবল-প্রেমোৎকর্ষ-তাৎপর্য্যপরা আত্মধর্ম্মের সার্ব্বজনীনী বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। গীতা তাঁহার চরমশিক্ষা প্রদান করিয়া যেখানে উপসংহার করিয়াছেন, ভাগবত সেই চরমশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর অনেক উন্নত সেবা-সৌধ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তের প্রথম বা দ্বিতীয় সূত্র লইয়াই ভাগবতের প্রবৃত্তি ও চরম সূত্র লইয়াই নিবৃত্তি। শ্রীমদ্ভাগবত মুক্তকুলের উপাস্য নামভজন ও প্রেমৈক-তাৎপর্য্যপরতার বাণীরই কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের জীবন্তভাষ্য শ্রীচৈতন্যদেবেরই সমগ্র জীবন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্য-চরিতেরই জীবন্ত বিগ্রহ। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠেই বেদান্তের চরম কথা যে কৃপানুগভজন-শিক্ষা, তাহা অতিস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাংশতত্ত্বের বিচার-সৌন্দর্য্য শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য কৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব, প্রেম-মাধুর্য্য ও অপ্রাকৃত গোপীপ্রেম এবং গোপীশিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমের পরাকাষ্ঠা শ্রীরূপানুগভজন-বিচারের উন্মুক্ত ভাণ্ডারের সহিত উপলব্ধির বিষয় হয়। পুরাণাদি শাস্ত্র অর্ব্বাচীন নহেন, তাহা পুরাণ বা সুপ্রাচীন। শ্রীশ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ কল্পসংহিতা-প্রকাশ-কালের বহুপূর্ব্বের কথা। তজ্জন্যই সংহিতাকালের বহু পরবর্ত্তিকালে লিখিত পুরাণাদিতে বৈদিককালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনা পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্ম, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচার-প্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক যুগের কথা। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য ঐ সকল বিচার প্রদর্শন করিয়া নিখিল শাস্ত্রে বিভিন্নজীবের বিভিন্ন অধিকার ও তন্মধ্যে আবার রূপানুগ ভজনাধিকারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৯। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপ যে ভজনের কথা বলিয়াছেন, রূপানুগবর আচার্য্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, অনর্থযুক্তাবস্থায় চতুর্ব্বিধক্রম, যথা—(১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজন ও (৪) অনর্থনিবৃত্তি এবং অনর্থমুক্তাবস্থায় চতুর্ব্বিধক্রম, যথা:—(১) নিষ্ঠা, (২) রুচি, (৩) আসক্তি, (৪) ভাবী-ভাব। এই ভজনক্রমকে বিপর্য্যয় করিলে অর্থাৎ অনর্থ-যুক্তাবস্থায় অনর্থমুক্তাবস্থার অনুশীলনের কৃত্রিম অভিনয়

দেখাইতে জীব ভজন-যোগ্য হইতে চিন্তরে পাতিত হয়। অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম-শ্রবণই আবশ্যক। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবার পর শ্রীরূপবিরচিতা কথা শ্রবণের দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ-সকলের স্ফূর্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধ-পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম-রূপ-গুণ ও পরিকর,—এই সমুদয়ের সম্যক্‌স্ফূর্তি হইলে লীলা-স্ফূর্তিও সম্যগ্‌ভাবে হইয়া থাকে। রূপানুগবর শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর এই সিদ্ধান্ত নানা প্রবন্ধে, নিবন্ধে, অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের মধ্যে রূপানুগবর আচার্য্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার 'প্রাকৃতরস-শত-দূষণী' গ্রন্থ, 'ভাই সহজিয়া' প্রবন্ধ, 'মনঃশিক্ষা'-গীতি, 'উপদেশামৃতে'র বিবৃতি প্রভৃতি বহু সন্দর্ভ শ্রীরূপানুগ-বিচার-বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণের অক্ষয় দুর্গ-স্বরূপ হইয়া পারমার্থিক জগতে প্রকাশিত রহিয়াছেন।

২০। রূপানুগবর আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, বিশ্ববিমোহন অভিজ্ঞতাবাদ বিশ্বধর্ম্ম-সভার আসরে চারিটি সম্প্রদায় লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা এই—(১) বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ (Atheism), (২) সন্দেহবাদ (Scepticism), (৩) অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) ও (৪) মায়াবাদ (Pantheism)। তন্মধ্যে অজ্ঞেয়তাবাদ ও মায়াবাদে 'সগুণ' ও 'নির্গুণ' (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) নাম কল্পনা-পূর্ব্বক কখনও বহির্ম্মুখ রুচির কল্পিত সগুণ দেবতার উপাসনা প্রভৃতি পৌত্তলিকতাকে ভক্তির নামান্তররূপে ঘোষণা করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গী করিতেছে ও 'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবস্তু'কে নির্গুণতা কল্পনা করিয়া তাহাদের কল্পিত ভক্তিরই ন্যায় পারমার্থিকগণের আত্মবৃত্তি ভক্তিকে 'ছোট' মনে করিতেছে। বস্তুতঃ এই সকলই নাস্তিকতার ক্রমবিকাশ বা ক্রমপরিণতি। মায়াবাদ—প্রচ্ছন্ন-বিশুদ্ধ-নাস্তিক্যবাদ। অপরদিকে চতুর্ব্বিধ-ভক্তির বিচারে (১) একল-পুরুষোত্তম, (২) লক্ষ্মী-নারায়ণ, (৩) সীতারাম ও (৪) দ্বারকেশ-উপাসনা। আর সর্ব্বোপরি বিশ্রম্ভ-পঞ্চরসে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা। যখন ভগবদ্বহুত্বের বিকাশ হইতে থাকে, তখন বস্তুর স্ত্রীত্ব-বিচার হইতে ক্রমে তত্ত্ব-বস্তুর পুং ও পুংমিশ্র বিচারের দিকে চিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। ভগবদ্বহুত্বের প্রথম বিকাশে একল-পুরুষোত্তম বাসুদেবের উপাসনা; তদন্তর্গত ক্রমবিকাশমুখে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামনাদির পঞ্চক্রম-বিস্তৃতি। সাধারণ বিচারে তাহা স্ত্রীভাব-বর্জ্জিত, কিন্তু তাঁহাদেরও নিজ নিজ লক্ষ্মী আছেন। ভগবদ্বহুত্বের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুংস্ত্রী মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মী-নারায়ণ ও তদন্তর্গত পরশুরামাদি ক্রমাবতারের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। সজ্ঞানামধারী শোণিত লোলুপ ধর্ম্মবিধ্বংসী রাক্ষীও জগৎকে নিরন্ত করিবার জন্য পরশুরামের অবতারেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। একপত্নী-ব্রতধর সীতাপতি রামচন্দ্রের উপাসনা অপেক্ষা বহুবৈষ্ণবল্লভ দ্বারকেশের উপাসনায় ভগবত্তার স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ অধিকতর বিকশিত। আবার বহু-গোপবধূ-বল্লভ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের ভজনে পরাৎপর তত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ-মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি লাভ করিয়াছে, এজন্য তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোলার্দ্ধে ১৮০ অংশকে অংশ-বিশেষ বা গোলক ৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোনও অঙ্গহানি-জন্য কোন অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নাই, স্বরাট্ পুরুষেও সেইরূপ কোন-প্রকার হেয়তা নাই। নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছার পূর্ণ-পর্য্যাপ্তির মূর্ত্তবিগ্রহ—সেই পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ। রূপানুগবর আচার্য্য এই সকল কথা নানাপ্রকার বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রকাশ করিয়া রূপানুগ-ভজনের অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিয়াছেন।

২১। পরমার্থরাজ্যে কাশীর উপনিষৎ সাহায্যে চিন্মাত্রানুশীলন অপেক্ষা প্রয়াগে শ্রীরূপ-শিক্ষার অনুসরণ বা গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা চতুর্ব্বিধ বিশ্রম্ভরসে ও সর্ব্বোপরি গোপীর আনুগত্যে মধুররসে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সর্ব্বোপাধি-নির্ম্মুক্ত ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রচার রূপানুগবর আচার্য্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাশীতে নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈত-বিচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সনাতন তথায় সনাতনধর্ম্ম

অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীর তটে লোকে কল্পবাসের আবাহন করিয়া থাকে বলিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপ রঘুনাথকে কিরূপে সাধনভক্তি ও ক্রমে ক্রমে প্রেমভক্তির অনুশীলনের কথা জানাইয়াছিলেন। আর স্বয়ং গৌরসুন্দর গুরুপরম্পরের লীলা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মমার্গের বিচারকল্প গয়াসুরকে বিষ্ণুপাদপদ্মের তলে নিষ্পেষিত করিবার জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদির লীলার অভিনয় করিয়া তথা হইতে প্রেমভক্তি-প্রস্রবণের প্রবলধারা লোক-লোচনে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। কাশীর নির্ব্বিশেষ-বিচার অপেক্ষা মৈথিলবাহ্মণের অপ্রাকৃত সবিশেষ বিচারের শ্রেষ্ঠতাও আমরা আচার্য্যের বাণীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। এই মৌলিক বিচার ও সিদ্ধান্তসমূহ রূপানুগ আচার্য্যের রূপানুগ-ভজন-বিচার-বৈশিষ্ট্য-সংস্থাপনের বৈজয়ন্তী-স্বরূপ।

২২। রূপানুগবিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য আচার্য্য 'প্রত্যক্ষ', 'পরোক্ষ', 'অপরোক্ষ', 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' বস্তু-বিচারের বিশ্লেষণসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার প্রচারের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষবাদী শব্দের প্রমাণ্য অগ্রাহ্য করেন, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পরোক্ষবাদী শব্দের প্রামাণ্য ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্যই মুখে স্বীকার করেন। চার্ব্বাক—প্রত্যক্ষবাদী, জৈমিনী—পরোক্ষবাদী; আর অপরোক্ষবাদী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষকে নিন্দা করিয়া ও বস্তুতঃ উহাদিগকেই সোপান করিয়া উহাদের প্রতিযোগী ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষভাবে লুব্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু অধোক্ষজ বিচার এই সকল বাক্য ও অবাক্য প্রত্যক্ষবাদকে নিরাস করিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পরপারে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বস্তুর সন্ধান প্রদান করে। সেই বস্তুই যখন সবিশেষ বা সেন্দ্রিয়-স্বরূপে জগতের যাবতীয় বস্তুকে তাঁহার খণ্ড, হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন বলিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন তাহাই অপ্রাকৃত। কৃষ্ণনাম—অপ্রাকৃত, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকর ও কৃষ্ণলীলা—অপ্রাকৃত। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও ক্রিয়া সকলই সেই অপ্রাকৃত তত্ত্বের খণ্ড, হেয় ও অনিত্য প্রতিফলন। অপ্রাকৃত—প্রাকৃতের মূলবিম্ব। প্রাকৃত অপ্রাকৃতের প্রতিবিম্ব। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য এই সকল কথা বিশ্লেষণ-সহকারে জানাইয়াছেন।

২৩। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শব্দ-বিজ্ঞান-বৈশিষ্ট্য-প্রচার রূপানুগবর আচার্য্যের একটি বিশেষ অবদান ও জগতে রূপানুগশিক্ষা বিতরণের উজ্জ্বল আদর্শ। 'উপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—বাক্যে ভজনীয় বস্তুতে যে প্রাকৃত-দর্শন নিষেধ করিয়া সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত-দর্শনের কথা বলিয়াছেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমরা আচার্য্যের শিক্ষার মধ্যে পাই। আচার্য্য যে সাহিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সাহিত্যের প্রাণ বা মেরুদণ্ড এই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শব্দবিজ্ঞান। তিনি তাঁহার প্রাকৃতরস-শতদূষণীতে শতপ্রকার প্রাকৃত কৃত্রিম হেয় ও অপ্রাকৃত ভজন-চেষ্টার পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। 'সজ্জন-তোষণী'র প্রবন্ধরাজি এই শব্দবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যেরই জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"—ইহা বুঝাইবার জন্য কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর চরিতপ্রসঙ্গে রাবণ-কর্ত্তৃক যে মায়া বা ছায়াসীতা-হরণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রূপানুগ আচার্য্য আরও অধিকতর প্রস্ফুটিত করিয়া বিভিন্ন ভাগবত-প্রদর্শনীর মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বচ্ছকাচচাও-মধ্যে সংরক্ষিত মধু ও তদুপরি উপবিষ্ট বিবর্ত্তগ্রস্ত মধুমক্ষিকার উদাহরণের দ্বারা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসের পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বা গৌড়ীয়-সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে 'অপ্রাকৃত' ও 'প্রাকৃত' শব্দ-বিজ্ঞানের এইরূপ বৈশিষ্ট্য-বিচার এত বিপুল ও পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

২৪। 'অপ্রাকৃত' ও 'প্রাকৃত' শব্দ-বৈশিষ্ট্যের ন্যায় 'অধোক্ষজ', 'স্বরাট্', 'হরিজন', 'সেবোন্মুখ', 'মনোধর্ম্ম', 'আত্মধর্ম্ম', 'অবরোহ', 'অধিরোহ', 'দৈব', 'অদৈব', 'অনুসরণ' ও অনুকরণ, 'শুদ্ধ', 'বিদ্ধ', 'প্রকট',

'নিগ্যোগ', 'অনুচানমানী', 'ভক্তব্রুব', 'মিছাভক্ত' প্রভৃতি বহু ভাগবত-সাহিত্যের শব্দ রূপানুগবর আচার্য্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রচুরভাবে প্রচলন করিয়াছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই সকল শব্দের বিকৃত অনুকরণ গ্রাম্য সাহিত্যেও দেখা যাইতেছে। 'অবস্তী', 'হরিজন', 'প্রকট', 'নির্য্যাণ' প্রভৃতি শব্দ গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ সর্ব্বত্রই প্রতিও আরোপ করিতেছেন। এজন্য অপ্রাকৃত শব্দভাণ্ডারের অধিকতর পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা রূপানুগবর আচার্য্য গভীর ভাবে জানাইয়াছেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বৈভবের সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষণ ও তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য সর্ব্বসাধারণকে উপলব্ধি করাইবার জন্যই রূপানুগবর আচার্য্য 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' নামক বিশ্ববৈষ্ণব-কোষগ্রন্থের সমাহরণ-কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রূপানুগবর আচার্য্য তাঁহার রচিত ইংরাজী সাহিত্যে, 'Harmonist' পত্রের মধ্যে অনেক মৌলিক শব্দ সংযোজনা করিয়া পাশ্চাত্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারকেও মহারত্ন-বিভূষিত করিতেছেন।

২৫। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের চতুরধ্যায়ের প্রথমসূত্র "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (৪।১।১) এবং চতুরধ্যায়ের চরম বা সর্ব্বশেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪।৪।২২)—সূত্রদ্বয়ের শ্রীমানপর ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া রূপানুগবর আচার্য্য শ্রীরূপের "নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত"—এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত চরমে শ্রীরূপশিক্ষাকেই আরতি করিয়াছেন,—ইহা এই রূপানুগবর আচার্য্য অতি সুযুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বমুখ-নির্গত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যটি "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"-সূত্রের পুষ্পিত কল্পতরু। 'সদা' শব্দে 'অসকৃৎ'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত শ্লোকের (১) 'তৃণাদপি সুনীচেন', (২) 'তরোরপি সহিষ্ণুনা', (৩) 'অমানিনা মানদেন', (৪) 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এই চারিটি পাদে যথাক্রমে—(১) 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—(বৃঃ আঃ ১।৪।১০), (২) 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—(ছাঃ ৬।৮।৭), (৩) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—(ছাঃ ৩।১৪।১) এবং (৪) 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'—(ঐতঃ ১।৫।৩) মন্ত্র-চতুষ্টয়ের পরিস্ফুট তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—এই বেদান্তসূত্র "তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে" (বিদগ্ধমাধব ১।১২) ও 'স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি' (উপদেশামৃত ৭ম শ্লোক)—এই শ্রীরূপের বাণীরই অপরিস্ফুট কাকলী।

২৬। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য মরুসাগর-তটৌত্থিত সগুণ উপাসনার অন্তর্গত শ্রীভগবানে নির্ব্বিশেষত্ব-ধারণা অপেক্ষা তাঁহার পিতৃত্ব-বিচার, তদপেক্ষা সিন্ধু-গাঙ্গতটৌত্থিত আর্য্য ধারণা—ভগবানের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য, তদপেক্ষা যামুন-তটৌত্থ পিতৃমাতৃ-স্বরূপ সেবকের নিকট ভগবানের পুত্রত্ব ও ভগবানের কান্তত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা গৌরবন হইতে জগতে পুনরায় প্রচার করিয়াছেন। কেবল ভারতে নহে, সমগ্র সভ্যজগতে, পৃথিবীর সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-সমাজে রূপানুগবর আচার্য্য রূপানুগ-বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রদর্শনকল্পে এই সুদৃঢ় সুযুক্তি-মূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমপুরুষের পিতৃত্ব-মাতৃত্ব অপেক্ষা সেবকের অপ্রাকৃত পিতৃত্ব-মাতৃত্বের বিচার কতদূর শ্রেষ্ঠ, তাহা আচার্য্য সুযুক্তিদ্বারাও প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। আবার ভগবানের অপ্রাকৃত পুত্রত্ব-বিচার এবং সেবকের অপ্রাকৃত পিতৃত্ব-মাতৃত্ব-বিচারের মধ্যে প্রাকৃত-ভাব ও অহংগ্রহোপাসনা প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য আচার্য্য রূপানুগবর শ্রীজীবপ্রভুর 'দুর্গম-সঙ্গমনী'র বাণীর দ্বারা আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন।

২৭। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরূপশিক্ষার সার প্রদর্শনের জন্য শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের যে ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাও বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার অনর্পিতচর-কৃপা-বৈশিষ্ট্য। 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের গৌরপর ব্যাখ্যায়ও আচার্য্যের সহজ মৌলিক সিদ্ধান্ত ও রূপানুগ-শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

২৮। শ্রীরূপানুগ-শিক্ষার বিশেষত্ব-প্রচারের জন্যই শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্র, শ্রীছোট-হরিদাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতের অন্তর্গত পাত্রগণের আদর্শ-দ্বারা জীবজগতের প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ শিক্ষা-প্রচারের রহস্য রূপানুগবর আচার্য্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারায় 'রূপানুগ' অভিমান করিয়াও শ্রীরূপানুগশিক্ষা-বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

২৯। নিত্যবিষয়-আশ্রয়-বিবেকহীন জীবের আপনাকে বিষয়াভিমানে অভিমানী করিলে বদ্ধদশা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান উদিত হয়। 'মূল আশ্রয়ে আশ্রিতগণের আশ্রিত' অভিমান হইতেই মুক্তদশা ও সেবা-ধর্ম্মের উদয় হইয়া থাকে। বিষয়-আশ্রয়-বিজ্ঞানের যে বিশ্লেষণ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা রূপানুগবর আচার্য্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতার সহিত উপলব্ধি ও অনুশীলনের জন্য জীব-জগতে পরিস্ফুট করিয়াছেন, ইহাও আচার্য্যের একটি কৃপা-বৈশিষ্ট্য।

৩০। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীধাম, শ্রীনাম, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উপকরণকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা অভিমানে ভোগ্য ও দৃশ্য অচিৎ জ্ঞানে দর্শন নিরাস করিয়া শ্রীরূপের কথিত—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"-শ্লোক-ব্যাখ্যায় প্রশংসিত বস্তুগুলির চেতনধর্ম্মের উপলব্ধি বিষয়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুসরণে স্বচেতনবৃত্তির উদ্বোধনের কথা প্রচার করিয়া এই শ্রীরূপশিক্ষার বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন।

৩১। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীত্ব, ঐতিহাসিকতা, রূপকতা, নির্ব্বিশেষত্ব, পুরুষত্ব এবং আধ্যক্ষিকের মর্ত্ত্যজ্ঞানের যথেচ্ছাচারিতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গড়িবার ও ভাঙ্গিবার (?) চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নিরসন পূর্ব্বক তাঁহার অধোক্ষজত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অধোক্ষজ স্বয়ং পুরুষোত্তমকে পৌরাণিকতা ও ঐতিহাসিকতা কথঞ্চিৎ সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারে; কিন্তু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে উহাদের অধীন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অখিলরসামৃতমূর্ত্তির শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য নানা সুযুক্তি ও বিচারের দ্বারা জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণনামের অতুলনীয় পূর্ণাভিব্যক্তিত্ব অন্য কোন নির্দ্দেশক শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইতে পারে না, ইহাই প্রচার করিয়াছেন।

৩২। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য এ বৎসর কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনছলে অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থ-প্রবৃত্তির পার্থক্য এবং অর্থ-প্রবৃত্তির অধিকারে কীর্ত্তনমুখে অষ্টকাল-লীলার স্বাভাবিক স্মরণের কথা অনুশীলনের দ্বারা জানাইয়াছেন। অনর্থ-নিবৃত্তিই চরম কথা নহে, অর্থ-প্রবৃত্তিতে শ্রীরূপানুগত্বই ভজনের আদর্শ। ইহা জানাইবার জন্যই আচার্য্য মাথুরমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রতের অনুষ্ঠানমুখে রূপানুগ স্বভজন ও বিভজন-কৃপা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৩৩। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে যে ত্রিদণ্ডগ্রহণ-প্রথা আবিষ্কার করিয়াছেন ও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের গোত্রান্তরত্ব বা পারমার্থিক বিপ্রত্বের বাণী ঘোষণা করিয়া বর্ত্তমান তথাকথিত বৈষ্ণব ও তথাকথিত বর্ণাশ্রমিসমাজে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, তাহার মূলেও মুখ্য বা গৌণভাবে শ্রীরূপের আনুগত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। পার্থিব বিষয়ী ও মায়াবাদিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের জন্য তথা বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস-লীলার একদণ্ড-বেষের প্রতি সম্মান এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের পরমহংস-বেষ-গ্রহণের অনুকরণে অনাদর অর্থাৎ তাঁহাদের বেষের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া অন্তরে মুকুন্দ-ভজনের সুতীব্র লৌল্যের সহিত আচার্য্য শ্রীরূপের উপদেশামৃতের কথিত কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনোদণ্ড-নিগ্রহ-রূপ ত্রিদণ্ডগ্রহণের শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-লীলা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" ও "অনাসক্তস্য বিষয়ান্"-শ্লোকের ব্যক্ত মূর্ত্তি। ত্রিদণ্ডগ্রহণ-প্রথা বিবিদিষু সাধক সন্ন্যাসীর পক্ষে সাধনোচিত কার্য্য

হইলেও নিত্যসিদ্ধ 'বৈষম্যপ্রকাশ-লীলা-বিগ্রহ কৃপানুগবর আচার্য্যের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ অধিকতর সুতীব্রভাবে কৃষ্ণানুসন্ধান লীলা-লৌল্যেরই প্রাবল্য। শ্রীরূপ-সনাতনকে যাহারা 'নীচজাতি' কিংবা শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে বা কৃপানুগ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকে যাহারা জাতিবুদ্ধি করিয়া ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ-প্রহরদানের শিক্ষক হইয়া থাকে, তাহাদের শিক্ষা যাহাতে কোমলশ্রদ্ধগণের সর্ব্বনাশকে আর অধিকতর ব্যাপ্ত করিতে না পারে, তজ্জন্যই কৃপানুগ-গণের কৃত্যানুকৃত্যাভাস পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণেরও পারমার্থিক বিপ্রলম্ভ স্বতঃসিদ্ধ,—কৃপানুগবর আচার্য্য ইহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা জানাইয়াছেন। পারমার্থিকবিপ্রলম্ভের গুরুদেবই কৃপানুগ পরমহংসগণ। সেই পরমহংসগণেরও প্রভুজ্য-চরণ শ্রীরূপ-রঘুনাথ, অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে নীচজাতি বা প্রাকৃত উচ্চতম জাতিবুদ্ধি—উভয়ই মূর্খতা ও অপরাধ। এই প্রাকৃতবুদ্ধি হইতে উত্তীর্ণ না হইলে রূপের শিক্ষায় প্রবেশ ঘটে না। শ্রীরূপানুগ-শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের আচার্য্যই বিশেষভাবে জগতে প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণই যখন হংস-পরমহংসাদি অবস্থা লাভ করিয়া 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন, তখন বৈষ্ণবাশ্রম-স্বীকারে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দৈন্যের পূর্ণাভিব্যক্তিই প্রচারিত হইয়াছে। জীব-রক্ষণ ব্যতীত কোন জাগতিক ইন্দ্রিয়তর্পণ মূলে ঐ সংস্কারাদি বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

৩৪। কৃপানুগবর আচার্য্যের নবদ্বীপ-পরিক্রমা, গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, ক্ষেত্রমণ্ডল-পরিক্রমা, ভারত-মণ্ডল-পরিক্রমা ও পৃথিবী-মণ্ডল-পরিক্রমার আদর্শ সাধারণ অন্যাভিলাষী, ঐশ্বর্য্যকামী কিংবা পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের চক্ষে যেরূপ ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকারের পক্ষে ন্যূনাধিক সমীচীন হইলেও তন্মধ্যে আচার্য্যের কৃপানুগ-স্বভজন-প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে। কৃপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের—"কবে গৌরবনে, সুরধুনীতটে হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে। কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি' নন্দ-সুতা-তরুতলে।" কিংবা "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয় ভকত সঙ্গে।" অথবা ঠাকুর নরোত্তমের—"কবে গোবর্দ্ধনগিরি, দেখিব নয়ন ভরি,' কবে হ'বে রাধাকুণ্ডে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এদেহ পতন হ'বে, কহে দীন নরোত্তম দাস।" কিংবা কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কথিত—"বন দেখি' ভ্রম হয়, এই বৃন্দাবন। শৈল দেখি' মনে হয়, এই গোবর্দ্ধন। যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি।"—এই সকল পদের প্রতিপাদ্য গুরুগৌরাঙ্গ-লীলানুসরণে সর্ব্বত্র বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণসেবার স্বতঃসিদ্ধা উদ্দীপনা লাভের জন্যই কৃপানুগবর আচার্য্যের পরিব্রাজক লীলা। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়াই তাঁহার যাযাবর-বৃত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃপানুগবর আচার্য্যেও সেই বিপ্রলম্ভময়ী যাযাবরবৃত্তিই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। অতএব ইহাও তাঁহার শ্রীরূপসেবা।

৩৫। শ্রীকৃপানুগবর আচার্য্য য়ুরোপে যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ মৌলিক অভিনব ব্যাপার। কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বা ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মের কথা ইতঃপূর্ব্বেও কোন কোন প্রচারক পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিয়াছেন; সুতরাং গৌড়ীয়মঠের এই কার্য্য আদি বা মৌলিক নহে। কএকদিবস পূর্ব্বে একটি সাধারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আচার্য্য শ্রীভগবানন্দ প্রভু যে কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জাতিই রামশরণ পাল মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায় চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় নিমন্ত্রিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আধুনিকতাবাদের প্রতীক-স্বরূপ চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কর্ত্তাভজাদলের আর একজন ব্যক্তি ভারতীয় মায়াবাদকে পাশ্চাত্যবেশের বিলাস-সম্ভারে সজ্জিত করিয়া তাহা পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রচার একদিকে যেমন আদৌ কৃপানুগ শুদ্ধভক্তি বা সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের

প্রচার নহে, অপরদিকে যেমন ঐ প্রচার প্রকৃতপ্রস্তাবে আমেরিকার কএকটি জনপদেই আবদ্ধ ছিল। কেহ কেহ ঐ সকল জাতির নিকট হইতে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রশংসাপত্র-লাভকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে 'অকাট্য প্রমাণ' মনে করিয়া ফেলিতেছেন! বস্তুতঃ বিলাসি-বিষয়ি সম্প্রদায় তাঁহাদের রুচি বা ভোগোন্মুখী যুক্তির মধ্যে যাহাকে আদর বা অভিনন্দন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদেরই খিন্নদণ্ডার স্বরূপ ধর্ম্মান্তর মাত্র। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য এইরূপ জীবভোগবাদকে "শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম" নামে পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করান নাই, ইহাই তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে আত্মধর্ম্ম প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব। জীবের ভোগবাদ বা ত্যাগবাদ যদি কোন প্রাদেশিকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উচ্চ-প্রশংসাপত্র আকর্ষণ করে বা জগতের বিষয়ি-ধুরন্ধরগণের ধর্ম্মের মহাসভা যদি কোন মতবাদকে অভিনন্দন প্রদান করে, তবে তাহাই সত্য ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইবে, এরূপ সিদ্ধিদাতা গণবাদ-দেবতাকে শ্রীনৃসিংহদেব জগতে বিনুগণকে বঞ্চনা করিবার জন্যই সংরক্ষণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীনৃসিংহের অংশী যে শ্রীবলদেব, সেই বলদেবপ্রভু অনঙ্গমঞ্জরীরূপে যখন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করেন, তখন যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অতিমর্ত্ত্য অমনোজ্ঞ প্রেমের বার্ত্তা প্রকাশিত হয়, তাহা পাশ্চাত্যদেশে ক্রমবিশ্লেষণ ও সুযুক্তির সহিত দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিবারও চেষ্টা কেহই ইতঃপূর্ব্বে করেন নাই। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের এই দান পারমার্থিক জগতের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৩৬। শুনিতেছি, শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য এবার শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীব্যাসপূজা সমাপন ও শ্রীধাম মায়াপুরের যোগপীঠে শ্রীরাধামাধবমিলিতস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধবমিলিত যুগলিত-স্বরূপকে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া ঘুরোপ-যাত্রা বা ভূমণ্ডল-যাত্রায় বহির্গত হইবেন। শ্রীধাম মায়াপুরে যে ঐশ্বর্য্য-রসাশ্রয় অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ যোগপীঠের ভূগর্ভ হইতে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা রূপানুগবর আচার্য্য নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও শ্রীধামের নিত্যসিদ্ধ অধোক্ষজত্ব স্থাপন করিবেন। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রকাশের জন্য জগদ্ভ্রমণে বহির্গত হইবার অনুমতি শ্রীজগন্নাথের নিকট গ্রহণ করিবার জন্যই নাকি আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণের পূর্ব্বে জন্মভূমি অর্থাৎ অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম-কীর্ত্তন-সেবার আবির্ভাব-ক্ষেত্র-দর্শনেরই কি এই কারণ? কটকে আসিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আরাধনা এবং তৎপরে কোণারকে সূর্য্যপূজার অন্তর্নিহিত রহস্যই বা কি? ভুবনেশ্বরে গোপালিনী শক্তি বা গোপীশ্বরের সেবারই বা কি গূঢ় উদ্দেশ্য? শ্রীধাম মায়াপুরে দিল্লীশ্বর সম্রাটের বঙ্গীয় মহামাত্য প্রতিনিধির অভ্যর্থনার মধ্যেও সাধারণের ও শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবকগণের বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন দর্শন রহিয়াছে, ইহা শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। গত শ্রীগৌরের সময় পুরীতে –

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অনেন ধন্যং কিতিপেন কিঞ্চিৎ পাকারি বা স্যাৎ দরণায় বা স্যাৎ।"

—এই উদ্ভট-শ্লোকের ব্যাখ্যায় রূপানুগবর আচার্য্য ইহার উদ্দেশ্য জানাইয়াছিলেন। ভারতের বা বঙ্গের দ্রব্যজাত ও দেহের Prima facie proprietor দিল্লীশ্বর; কিন্তু আত্মা বা চেতনের Sole proprietor পরমেশ্বর। দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রজাবর্গের নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্ত্তনের অনেক সুযোগ প্রদান ও জগদীশ্বর-পুরুষোত্তম সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন। পুরুষোত্তম হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিত হইবে, সেই কীর্ত্তনব্রতের উদ্‌যাপনই রূপানুগবরের মনোঽভীষ্ট। আমরা যেন সেই মনোঽভীষ্ট-পূরণ-মহাযজ্ঞের একটি সামান্য সমিধ্ হইয়াও আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে এই প্রার্থনা লইয়াই আমরা শ্রীব্যাস-পূজার কীর্ত্তনযজ্ঞের সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিতেছি,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽহং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

—:০:—

শঙ্করাচার্য : শ্রীশ্রীবদরীনাথ

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুর শ্রীমৎ চন্দ্রাধরাচার্য স্বামী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-গৃহ—বড়দাঁড়, পুরী

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১; ২রা মার্চ্চ, ১৯৩৫ { ৩০শ সংখ্যা।

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীব্যাসপূজার পরেই শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার আগমনী-ধ্বনি প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলা-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা সমাপন করিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যের অনুগমনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

আগামী **২৬শে ফাল্গুন**, ১০ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-দিবস। **২৭শে ফাল্গুন** ১১ই মার্চ্চ সোমবার হইতে শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে পরিক্রমার উদ্বোধন হইবে। ঐ দিবস **অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা**। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-মহাযোগপীঠ, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতসভা, শ্রীচৈতন্যমঠ, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিপীঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতিস্থান ঐ দিবস পরিক্রমা হইয়া থাকে। সপ্তসাগর ও পুষ্পবৃক্ষ (বকুল-দীর্ঘিকা) প্রভৃতি স্থানও অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমার সময় দর্শন হয়।

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার নবদ্বীপের দ্বিতীয়দ্বীপ সীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা; ইহার অন্তর্গত শিমুলিয়া-গ্রাম, এইস্থানে সতীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের চরণধূলি সাদরে মাগে করিয়াছিলেন। পরমভাগবত ভক্ত শবরগণের পূজিত পতিতপাবন কপর্দ্দীশ্বরদেব বিরাজিত আছেন।

২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ নবদ্বীপের তৃতীয়দ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধিস্থান, ভজনক্ষেত্র স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুরভিকুঞ্জ, সপ্তঋষির শ্রীগুরুবর্গসহ রাজার স্বর্ণবিহার, শ্রীনৃসিংহদেব-পল্লী, মহাযোগপীঠ হরিহরক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা ও দর্শন হইবে।

৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ বৃহস্পতিবার নবদ্বীপের চতুর্থদ্বীপ মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। মধ্যদ্বীপে কুরুক্ষেত্রস্বরূপ ইচ্ছাট্ট প্রভৃতিস্থান পরিক্রমা হইবে। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও ঔদার্য্যময়াবতার মধ্যদ্বীপের কৃপাশক্তি অধিক।

১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ শুক্রবার নবদ্বীপের পঞ্চমদ্বীপ কোলদ্বীপ বা সহস্রনবদ্বীপ পরিক্রমা।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ শনিবার গোবিন্দদাসী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস-দিবস নবদ্বীপের ষষ্ঠদ্বীপ অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা। এই দ্বীপের অন্তর্গত চম্পকলতা সহ২ স্থান চম্পহট্ট গ্রাম। এই স্থানে গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের সেবিত শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীগৌরগদাধর মঠে বিরাজিত। কথিত আছে যে, এইস্থানে লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব-সেবা করিয়াছিলেন।

৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ রবিবার নবদ্বীপের সপ্তমদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ-পরিক্রমা। এই দ্বীপের অন্তর্গত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিদ্যাপীঠ স্থান বিদ্যানগর। ইহা অপ্রাকৃত সারস্বত-পীঠ। জহ্নুমুনি যিনি এক গণ্ডূষে সমস্ত গঙ্গা পান এবং পরে কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া জাহ্নবীকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে প্রচারিত জহ্নুনগর বা জান্নগর প্রভৃতিস্থানও ঐ দিবস পরিক্রমা হইবে।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ সোমবার নবদ্বীপের অষ্টমদ্বীপ মোদদ্রুম-দ্বীপ-পরিক্রমা। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব-পীঠ ও মামা-নীলাক্ষেত্র, তাঁহার সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা, অহৈতুক, জীব-দুঃখ-কাতর শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত অপূর্ব্ব-দর্শন শ্রীমদনগোপাল-গৌরপার্ষদবর্য্য মুরারীর প্রাচীন-সেবা, শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র প্রভৃতি স্থান কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা হইবে।

৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার নবদ্বীপের নবমদ্বীপ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ অন্তর্দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন—নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ পুনরায় আত্মনিবেদনের পীঠে আগমন করিবেন অর্থাৎ একান্ত সেবাব্রতগণ আত্মনিবেদনকে কোন সময়ই পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা হইলেই নবধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে সেবা হইবে। এই সেবা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি গৌরপূর্ণিমা-দিবসে হইয়া থাকে।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ বুধবার শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা। এই দিবসই শ্রীমায়াপুরচন্দ্র গৌরশশধর ভাগীরথীতীরস্থ পূর্ব্বশৈলে উদিত হইয়া প্রেমচৈতন্যচন্দ্রিকা বিতরণ করিয়াছেন। সেই চন্দ্রিকাধারায় গৌরজন আজ স্নিগ্ধ প্লাবিত করিতেছেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিশাস্ত্রী' 'সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য', 'পঞ্চরাত্রাচার্য্য' ও 'সার্ব্ব-ভৌম' উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ঐ দিবস হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার এক-চত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনও আরম্ভ হইবে। যাঁহারা পারমার্থিক পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদেরও এই শুভ অবসরে যোগদান কর্ত্তব্য। যাঁহারা মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে নানাভাবে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এই শুভ অবসরে গৌরাশীর্ব্বাদ ও পারমার্থিক সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্ত্তন—বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তির স্রোত পুনঃপ্রবর্ত্তনকারী ঠাকুরভক্তিবিনোদের সর্ব্বপ্রধান মনোহভীষ্ট ছিল। এই সেবাকার্য্যের ভার তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—"শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা যতশীঘ্র পার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।" (পত্রাবলী দ্বিতীয়খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

গৌরজনের এই মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বঙ্গাব্দ ১৩২৬ সালে অর্থাৎ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। (পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা)।

দেহাসক্ত আমাদিগকে নৈসর্গিক গৃহব্রতবুদ্ধি হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকামের সেবায় নিযুক্ত করিবার অহৈতুকী কৌশলাধিক্যের ও পরম কৃপাময় অবদানস্বরূপ এই নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবির্ভাব। গৌরজনের কৃপায় জগতের সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির আত্যন্তিক মঙ্গলোদয়ের জন্যই ঔদার্য্যময়ধাম শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের পরিক্রমা জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অমন্দোদয়দয়াবতার নবদ্বীপ-পরিক্রমার সেবায় গৃহাসক্ত, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর সমভাবে মঙ্গলময় অধিকার আছে, ইহাই এই শ্রীধাম-

পরিক্রমার ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব। ইহা গৃহাসক্তকে গৃহাসক্তিকে ছিন্ন করিয়া তাহাকে নীলাচলক্ষেত্রের সেবায় নিয়োগ করিতে পারেন—নানাবদ্ধ বদ্ধজীবের ন্যায় গৃহ-পরিক্রমা, সংসার-পরিক্রমা, ভোগ্যবস্তুর পরিক্রমার কবল হইতে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণগৃহ-পরিক্রমা, কৃষ্ণসংসার-পরিক্রমা, কৃষ্ণগ্রাম-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন—আবার গৃহস্থকে যুগপৎ কীর্ত্তনমুখে অর্চ্চন ও স্মরণের মহত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাহার বিষয়পাঠাদি ও ঘাসলের চুলিপাদাকে উপশম ও উৎসঙ্গে শ্রীমতাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনামব্রহ্ম ও শ্রীবৈষ্ণবে বিশ্বাস ও রুচি জন্মাইতে পারেন—আবার বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগকেও শ্রীধাম-সেবার জন্য সন্ন্যাসীর নিজস্ব সেবা-ব্রত মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহ ও পরিব্রাজকচ্ছলে হরিকথা কীর্ত্তনে গৌণভাবে নিয়োগ করিতে পারেন—স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত,—সকলকে একসঙ্গে হরিসেবার অধিকার এই পরম কৃপাবতার শ্রীধাম-পরিক্রমাই প্রদান করিতে পারেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজনের বাণী-শ্রবণ ও পাদপদ্মের সঙ্গ, তদনুগত শুদ্ধভক্ত ও আদর্শচরিত্র ভক্তগণের সঙ্গ, সাধুসঙ্গে মহারঙ্গে হরিগুণগান প্রণাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সেবাময়ী পরিচালনার আদর্শ ধামপরিক্রমাই প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ণদ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ, চক্ষুর্দ্বারা শ্রীগৌরধাম শ্রবণমুখে দর্শন, নাসিকাদ্বারা ভগবানের নির্ম্মাল্য, ধূপদীপাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ আস্বাদন, স্পর্শেন্দ্রিয়-দ্বারা গৌরজনের পদধূলি ও শ্রীধামের রজের সেবা এবং হস্তপদাদি দ্বারা শ্রীধামে বিচরণ ও ভগবৎসেবার কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিবার সুবর্ণ সুযোগ একমাত্র পরমোদার্য্যময় অবতার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাই প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীতে (পত্রাবলী ২য় খঃ ১১ পৃঃ) জানাইয়াছেন, **"বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।"**

গৌরজনের এই বাণীর মর্ম্মে আমাদের ন্যায় অত্যন্ত দেহদেবাসক্ত জীবের প্রতিও বিশেষ করুণা ও আশার স্নিগ্ধচন্দ্রিকা বিচ্ছুরিত হইয়াছে। অতএব সকলেরই স্ব-স্ব সেবাযোগ্য উপায়ন লইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর ভক্তগণ যখন প্রতিবৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন, তখন তাঁহারা মহাপ্রভুর সেবার জন্য এক এক জন কিছু না উপায়ন হস্তে উপস্থিত হইতেন। দরিদ্রই হউন আর ধনীই হউন, গৃহীই হউন আর ত্যাগীই হউন, সকলেই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরচরণে অঞ্জলি প্রদানের জন্য প্রতিবৎসর লইয়া যাইতেন। শিবানন্দ সেন ঘাটি সমাধান করিতেন। শিবানন্দ সেনের এই সেবার আনুগত্য করিবার তারও অনেক সমাশয়ব্যক্তি শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে বরণ করিতে পারেন। আবার শ্রীকাশীমিশ্র, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আনুগত্যে গৌরসেবার তারও এই নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ কেহ রাঘব, দময়ন্তী ও 'মুরসিংহ' মকরধ্বজ করের আনুগত্যে সেবা, কেহ বা সুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের আনুগত্যময়ী সেবা, কেহ বা খণ্ডবাসী নরহরি-মুকুন্দ-রঘুনন্দনাদির আনুগত্যে সেবা, কেহ বা শ্রীবাস ও মালিনীর, কেহ বা বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের, কেহ বা চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তদ্গৃহিণীর আনুগত্যে গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের পরিক্রমার সেবায় আনুকূল্য করিতে পারেন। কেহ কেহ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথাচার্য্যের আনুগত্যেও পরিক্রমা-কালে গৌরধাম-সেবা করিতে পারেন। আবার কেহ কেহ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস, রাঘব ও পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্যে পরিক্রমাকালে সংকীর্ত্তন-নৃত্যসেবা করিতে পারেন। কেহ কেহ স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, রাঘব, দামোদরের আনুগত্যে প্রসাদ-পরিবেশন সেবা করিতে পারেন। আবার শ্রীধাম-পরিক্রমা-কালে কেহ বলরাম কাশীশ্বরের আনুগত্যে সেবা করিয়া মহাপ্রভুর প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন।

ইহা আমাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা আবশ্যক যে, আত্মার স্বঃপাতকারক আত্মভোগের জন্য গৃহস্থ হইবার ছলে গৃহব্রত হইবার অধিকার আমাদের নাই। তাহাতে আমাদের অধঃপাতের গতি ক্রমশঃই বেগবতী হইতে থাকিবে। অভাবের ছলনায় অধিকতর গৃহাসক্ত হইয়া যাওয়া, নিজভোগময় গৃহে কৃষ্ণের সংসার পাতিবার ছলনায়

বিরুদ্ধাচারের প্রশ্রয় দান করিয়া শ্রীশ্রীনাম-প্রচার-যজ্ঞের আনুকূল্য না করা, অথবা শ্রীধাম পরিক্রমার বাহ্যতঃ যোগদান করিয়াও শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের সুযোগ বরণ না করা আমাদের সুদুর্লভ মানবজন্মকে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিবার ন্যায়ই চেষ্টা। অতএব আমরা দুর্লভমঙ্গল আচার্য্যের শুভদয় আহ্বান যেন কাণে তুলিয়া লই। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সেবাবৃত্তির সহিত যোগদান করিয়া যেন আমরা আমাদের আত্মার মঙ্গল বরণ করি। পুতাই হই আর অপূতই হই, দীক্ষিতই হই আর অদীক্ষিত অশিক্ষিতই হই, ব্রহ্মচারী হই আর বানপ্রস্থই হই, পুরুষই হই আর স্ত্রীই হই, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাকালে আমরা যাহার যেটুকু যথাসর্ব্বস্ব আছে, যাহার যে যোগ্যতার সম্বল আছে, যাহার যে উপায়ন ও উপকরণ আছে, অকপটে যেন আমরা সেই যথাসর্ব্বস্ব লইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমার সেবায় যোগদান করি। হে মঙ্গলকামি বিশ্ববাসিগণ! অহৈতুক-করুণাময় অবতার শ্রীধাম-পরিক্রমার সেবায় যোগদান করুন—শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে গৌর-জন্মভূমিতে সাধুসঙ্গে গৌরগুণ-গাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করুন—সুদুর্লভ অর্থদ মানব-জীবনের চরম লাভ বরণ করুন।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের প্রথম দিবস

গত ১১ ফাল্গুন, ১৩৮১, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ শনিবার শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আচার্য্য প্রকট-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দ মহাসমারোহে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপ্রিয়স্থান অভিন্ন-গিরিগোবর্দ্ধন চটক পর্ব্বতের উপর এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। চটক পর্ব্বতের শীর্ষ প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠের প্রাণধন অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দির প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া উক্ত পর্ব্বতের অপেক্ষাকৃত নিম্নদেশে আচার্য্য-মন্দির প্রকাশ পূর্ব্বক তথায় শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করিলেন। আপাততঃ একটি ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাকার ও তৃণাচ্ছাদন-বিশিষ্ট মন্দিরের সম্মুখে একটি নাট্যমন্দির ও তৎপার্শ্বে একটি ভোগমন্দির ও সেবকবর্গের নিবাস হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীব্যাসদেব ও শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের মৃন্ময়ী অর্চ্চা এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ গুরুপরম্পরার আলেখ্যার্চ্চা সংপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আচার্য্যবৃন্দকে বিচিত্র বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইয়াছিল। নাট্যমন্দিরেও শ্রীল প্রভুপাদের জন্য একটি আসন সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নাট্যমন্দিরের সম্মুখে একটি সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ-তলে সভামণ্ডপ এবং মণ্ডপের মধ্যভাগে শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতির বসিবার উচ্চাসন রচিত হইয়াছিল। মণ্ডপের তিনপার্শ্বে তিনটি বৃহৎ পটমণ্ডপেরও ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে একটি পটমণ্ডপ বিশিষ্ট ভদ্রমহিলার উপবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পর্ব্বতের দুই পার্শ্বের প্রবেশ-দ্বারে দুইটি সুন্দর তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উৎকল-দেশীয় নহবৎ বাদ্যও উৎসবের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর, কলিকাতা, চব্বিশপরগণা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, জয়পুরঙ্গ, কটক, গঞ্জাম, ইলোর, মাদ্রাজ, গুজরাট, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের বহু স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ও প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট কৃপাপেক্ষু সজ্জনগণ বিভিন্ন উপায়ন-সহ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটভূমি শ্রীপুরুষোত্তমে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আশ্রিতগণকে এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীব্যাস-পূজানুষ্ঠানের সৌভাগ্য প্রদান করিলেন বলিয়া এবার পুরুষোত্তমে বহুভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রভুপাদ ৭ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া কটক, ভুবনেশ্বর, কোণারক প্রভৃতি স্থান হইয়া ৯ ফেব্রুয়ারী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হন। ভক্তগণ সেই সময় হইতে ক্রমে ক্রমে পুরীতে সমবেত হইতে থাকেন। অধিকাংশ ভক্ত ২২ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ও ২৩

ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতে আসিয়া পুরীতে মিলিত হন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, ডাকার ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, ভক্ত শ্রীহরিদাস, শ্রীপাদ বৃন্দাবন গোপাল ভক্তিমধুর প্রকৃতি এবং কলিকাতা হইতে মঃ মঃ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুদাস ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ ভবঘন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিগৌরব, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিনত, শ্রীপাদ দিব্যমূর্ত্তি দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাণিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস দাসাধিকারী, ডাঃ বি, রায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ২২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ৮.৪৬ মিঃএর পুরী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতঃ প্রায় ৮ ঘটিকার সময় পুরী ষ্টেসনে উপস্থিত হন। যাত্রিগণের যাহাতে অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য রেলওয়ে কোম্পানী বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ গোরীমোহন ও শ্রীপাদ যাদবানন্দ প্রমুখ কতকজন ভক্ত ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিয়া যানবাহনাদির ব্যবস্থা করেন। ভক্তগণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন চটকপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া সকলে চটকপর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হন। ভক্তগণ দূর হইতে প্রভুপাদপদ্মে প্রণত হইতে হইতে পূজা-মণ্ডপে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর মাল্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সকলেই পূজার উপায়ন-সহ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; কীর্ত্তন-মুখেই শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদিত হয়। কটক হইতে শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, মন্দ্রাজ হইতে শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ ভক্তিতিলক মহোদয়, গ্রাম হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা প্রমুখ ভক্ত ও মথুরাদত্ত প্রভৃতি স্থানের ভক্তবৃন্দ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গম্ভীর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কতিপয়, শ্রীপাদ চিদানন্দ ও শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, প্রভৃতি ইতঃপূর্ব্বেই সমবেত হইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের মিলিত কণ্ঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়গানে গগন পবন মুখরিত হইয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। শ্রীব্যাসপূজাকালে অপূর্ব্বভাবাবেশে উপবিষ্ট অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদের একটি আলোকচিত্র লওয়া হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ১১ ঘটিকার সময় মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিয়া শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াচার্য্যের পূজাবেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নাট্যমন্দিরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে তদীয় শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ও তথাকার সজ্জনগণ পুষ্পমাল্যাদি বিবিধ উপায়ন-সহ আচার্য্যচরণে পূজার সৌভাগ্য বরণ করেন। প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামীগণ, তৎপরে মঠের ট্রাষ্টিবৃন্দ, তৎপর ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তবৃন্দ ক্রমান্বয়ে বিবিধ উপায়ন-সহ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী, শ্রীপাদ ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, শ্রীহরিপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসাগর, শ্রীপাদ কৃষ্ণবিলাস ভক্তিমধুর, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ যে সকল আচার্য্যসেবক সাক্ষাৎ-ভাবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষ হইতে

শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু প্রত্যেকের নামে অঞ্জলি প্রদান ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি-বিজ্ঞাপক লণ্ডন, দিল্লী ও পাটনা হইতে আগত তিনখানি টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া প্রেরকগণের প্রতিনিধিস্বরূপে আচার্য্যপাদপদ্মে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। (আরও কএকখানি টেলিগ্রাম এই দিবস আসিয়াছিল, আমরা স্থানাভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।) এই সময় পুরীর ডেপুটী কালেক্টর মহোদয় সস্ত্রীক; পুরীর স্বনামধন্য পাণ্ডা শ্রীযুক্ত মেঘনাদ খুঁটিয়া মহোদয়; কলিকাতার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহাদের ভক্তিমতী জননী দেবী ও পুত্র-কন্যাগণ, যুক্তপ্রদেশবাসী শ্রীযুক্ত আইদলিহারী লাল কপূর মহোদয়ের বৃদ্ধা জননী, মথুরাস্থের একসম্প্রদায়ভুক্ত নিরঞ্জন দাস নামক কতিপয় সাধু প্রভৃতি বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। অদূরবর্ত্তী সিন্ধুর গুরুগম্ভীর গর্জ্জনের সহিত অসংখ্য কণ্ঠোত্থ শ্রীগুরুগৌরবিনোদমাধবের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া ভক্তগণ-হৃদয়ে আবার যেন সেই চতুঃসপ্তাব্দীর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখপদ্ম এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভাবিত হইয়াছিল। অন্তরঙ্গ, ভাগ্যবান্ ভক্তগণই তাঁহাদের হৃদয়ানন্দে সে সৌন্দর্য্য দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া প্রায় ১টার সময় বিশ্রামার্থ গমন করিলে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীচটকপর্ব্বতোপরি শ্রীব্যাসপূজা-মণ্ডপে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। মাননীয় পুরীরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই কীর্ত্তন হইতেছিল। প্রায় ৪টার পুরীরাজ সভায় আসেন। ইতঃপূর্ব্বেই পুরীর জেলাম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বসু মহোদয়, এস্-ডি-ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ মহোদয় এবং এখার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস মহোদয় প্রমুখ বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাসাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ রাজাসাহেবের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখার মঠের মহান্ত মহোদয়ের সহিত ভুবনেশ্বর, পুরুষোত্তম ও আলালনাথের দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য, অর্চ্চন ও ভজন-বিচার, শ্রীকপাহুপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দর্শন ও ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য বিচারপর অক্তের দর্শনে আলুথর নাথের অনুভূতি, ভুবনেশ্বরে নির্ব্বিশেষবাদ, পুরুষোত্তমে সবিশেষবাদের আরম্ভ, আলালনাথে তাহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি, সম্প্রদায়-বিশেষের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বুহুর রাখিবার দুর্বুদ্ধি ও তজ্জন্য শ্রীনাথের দাসের তরপসারণ, আচার্য্য শ্রীরামানুজের নির্ব্বিশেষ-বিচারের স্থানে ঐশ্বর্য্যময়ী বিষ্ণুপাসনা প্রচার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্য-বিচারপর দর্শনের স্থানে মাধুর্য্যময় বিচার ও তন্মধ্যে আচার্য্য বিপ্রলম্ভ-বিচার-বৈশিষ্ট্য-প্রকাশ প্রভৃতি ভজন-রাজ্যের অনেক গূঢ় রহস্যের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব সভাস্থলে আগমন করিলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও মঠের সম্পাদকগণ সভামণ্ডপের প্রবেশ-দ্বারে রাজাসাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া সভামধ্যে লইয়া আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও এখার মঠের মহান্ত মহারাজের আসন মঞ্চোপরিই নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্বামীজী রাজাসাহেবকে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরিচিত করাইয়া দেন। অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে সভাপতি-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে এখার মঠের মহান্ত মহারাজের প্রস্তাব-ক্রমে ও কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের সমর্থনে পুরীরাজ সভাপতি-পদে বৃত হন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পুরীরাজের এবং শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমালো শোভিত করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মহান্ত শ্রীপাদ নয়হরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয় এখার মঠের মহান্ত মহারাজকেও পুষ্পমালা-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দজী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। অতঃপর যথাক্রমে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ শ্রীধামমায়াপুর-পরিক্রমাপরিত্রাজিতগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'প্রপত্তিপুষ্পাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত অভিনন্দন, কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা শ্রীযুক্ত ওয়াই ওসন্নাথম্ ভক্তিতিলক-কর্ত্তৃক তেলেগু-ভাষায় রচিত অভিনন্দন, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীল গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'নম্রনিবেদন' শীর্ষক হিন্দী অভিনন্দন,

মহানন্দোল্লাসক আচার্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে লিখিত (বর্ত্তমান বর্ষের 'গৌড়ীয়' শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত) 'আচার্য্যের কৃপাদৃগ-বিতরণ-বিভজন-কৃপাবৈশিষ্ট্য-কুসুম-স্তবক', শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ ভক্তিসৌরভ প্রভু মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের 'শ্রীব্যাসপূজা মেসেজ' শীর্ষক ইংরাজী অভিনন্দন এবং 'পরমার্থী' পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় 'শ্রীআচার্যবরণ' শীর্ষক উৎকল ভাষায় রচিত অভিনন্দন পাঠ করেন। সময় অধিক হইয়া যাইতে থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ সংক্ষেপে কএকটি সারগর্ভ বাক্যে ভগবদনুশীলনে মনোনিবেশ করাই যে, মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সার্থকতা, তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ করেন। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

আজ আমরা শ্রীশুকদেবোক্তমঞ্চেত্রে চটকপর্ব্বতে সমবেত হইয়া আমাদের জীবনের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা শ্রবণের অবসর লাভ করিতেছি। এই সকল কথা বর্ত্তমানকালে নিজ-মঙ্গলের জন্য মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়। আমরা প্রায় অনেক সময় মনে করি, বর্ত্তমানে আমাদের এই সকল কথার দরকার নাই, পরে উহাতে মনোযোগ দিলে চলিবে; কিন্তু আমাদের মৃত্যু যে 'এত দিন পরে' অমুক সময়ে হইবে' এমন ত কোন নিশ্চয়তা নাই! এইরূপ ধরণে জীবন যাপন করিতে করিতে একদিন হঠাৎ আমাদিগকে সমাজ, পল্লী—সকলবিষয় হইতেই চিরবিচ্যুত হইতে হইবে! সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে বলিয়াছেন,

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

সকল জন্মেই চক্ষুকর্ণাদিকে আমরা মনোধর্ম্মে ব্যস্ত রাখিতে পারি, সকল জন্মেই মনোধর্ম্মী হইয়া নানাকথায় ব্যস্ত থাকিতে পারি, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ ব্যস্ত আছি; কিন্তু কিসে নিজের মঙ্গল হয়, সে সকল কথা শুনিবার একটুও অবকাশ পাই না। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মসংরক্ষণ কিংবা বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়স্বজনকে সংরক্ষণ করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। এমন করিয়া দিনাতিপাত এই সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনের কৃত্য নহে। আমাদের মঙ্গলের কথাগুলি একটু ধীরস্থির হইয়া আলোচনা করা—বিচার করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি না, আমাদের আয়ু শতবর্ষ, কিংবা দুই একদিনেই বা এইমুহূর্ত্তেই আমাদিগকে এজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। যে সমস্ত কথা লইয়া এখন আমরা খুব preference দিতেছি, যখন মরিয়া যাইব, তখন ত' এইসব কথার কোনটিই দাঁড়াইবে না—এসব কথার কিছুই ত' আমাদের আবশ্যক হইবে না। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অল্পাক্ষরে ভগবানের কথাই জানিয়া লওয়া আবশ্যক। পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন জানিলেন, শরীর থাকিবে না, সাত দিনের মধ্যেই বিদায় লইতে হইবে, তখন গঙ্গাতটে শুকতাল—তুঘারহেড়িতে (মজঃফরপুর জেলায়) প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইয়া তথায় যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মহাভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রবরকে বলিলেন, আমাকে অল্পকাল মধ্যে যাহাতে আমার নিত্যমঙ্গল লাভ হয়, এরূপ সমস্ত কথা অল্পকথায় বুঝাইয়া দিন, আমার নরজন্ম-লাভ সফল হউক।' আজ আমরা অনেকেই উতলা হইয়া পড়িয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনেক কথা শুনিতে পাইতেছি, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গলাভ করায় আজ তাঁহাদের নিকট অনেক আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছি। অবশ্য যাঁহার যে ভাষা, তিনি সেই ভাষায় তাঁহার শ্রেয়ঃকথা আলোচনা করুন। তবে যে সব ভাষা, যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের বুঝিতে একটু অসুবিধা হইতেছে সত্য। এসকল কথা অল্পসময় শুনিব। অদ্যকার সভাপতি মহোদয় তাঁহার অনেক সময় ভিক্ষা দিলেন। আর অধিককাল তাঁহার সময় আমরা নষ্ট করিতে চাহি না। আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছেন। একই সময়ে তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্তৃত প্রবন্ধ শ্রবণ করাইয়া তাঁহার সময়ের উপর আক্রমণ করা অবৈধ হইলেও আমাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াই বলা হইতেছিল। সভাপতি মহাশয়ের অন্যান্য কার্য্যে বাধা দিয়া একই সময়ে আমরা তাঁহাকে অধিককাল আটক রাখিব, ইহা আমাদের উচিতও নহে। ইহার পরে আমরা তাঁহার আরও অনেক সময় ভিক্ষা করিয়া এই সকল কথা বলিবার যত্ন করিব। এখন সন্ধ্যারাত্রিকের সময় হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ইংরাজী ভাষায় তাঁহার নিম্নলিখিত অভিনন্দনটি পাঠ করেন :—

সভাপতির অভিনন্দন

Revered Prabhupad, Ladies and Gentlemen,

I am proud for the high honour conferred upon me by your kind invitation to preside over the great function to-day. I have listened with the greatest interest to the addresses and the gracious response of the Acharyya.

Sree Vyasa Puja is the worship of the line of the Acharyyas or the Preceptors. The Truth comes down from the Preceptor to the disciple. This is the meaning of the words 'Amnaya' and 'Sruti' which are equivalent to the Vedas. Sree Vyasa Deva is the fourth Guru in the preceptorial line from Sree Krishna. Sree Chaitanya Mahaprabhu acted the part of the sixteenth Acharyya in succession from Sree Madhvacharyya. Srila Saraswati Thakur is the beloved disciple of Paramahansa Srila Gaura Kishore Das Goswami Maharaj being tenth in order of preceptorial descent from Sree Chaitanya Mahaprabhu. He has revived the worship of the line of the Acharyyas in the regular form. We had forgot the importance of this solemn function which is absolutely necessary for our admission and progress in the domain of religion, because it is not possible to understand the real meaning of Sanatana Dharma if we do not worship and deserve the mercy of the Acharyyas who hold the key to the gate-way and bear the torch to the path leading to the highest goal.

Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya has taught us that the worship of the servants of Sree Krishna is even greater than the worship of Sree Krishna Himself. Srila Prabhupad is preaching broadcast the Teachings of Mahaprabhu to all parts of the world including the proudest and the greatest nations of the West. He is successfully carrying out the great wish of Sree Chaitanya for promulgating His Name to enable us to realise the highest end of life. All our difficulties will be solved if we follow the Teachings of Mahaprabhu.

The holy city of Sree Jagannath Deva is proud to possess long associations with Mahaprabhu Sree Chaitanya in the most special form. He showed the highest acme of love of Sree Krishna and taught His religion of the most sublime form, from this city. He was born at Sreedham Mayapur in Nabadwip, but in the garb of a Sanyasi Preacher He lived at this place. The Great Acharyya, whom we have met to honour to-day was born in this city sixty-one years ago. He has been reviving the Teachings of Sree Chaitanya from the place of the Birth of Mahaprabhu, Sreedham Mayapur, where He has established Sree Chaitanya Math, the parent of so many branches all over the world. It is the prophecy of the Shastras that the Sanatana Dharma will spread throughout the whole world in the Kali Yuga from Sree Purushottama Kshetra in Utkal. Srila Prabhupad is fulfilling the said prophecy.

Srila Prabhupad has been teaching before the whole world how to lead the truly religious life. He is the greatest religious reformer of the present day. He has sent His Sanyasi preachers to all parts of Bharatvarsha, and to Burma, England, Germany, Austria, Czechoslovakia and other countries of the West, for explaining and establishing the religion of universal love. The Teaching of Mahaprabhu was never before taught to all the people of the world, and was also misunderstood within India and in Europe. The present great Acharyya is reestablishing the Sanatana Dharma by revealing and illustrating the real meaning of the Shastras by his living words and example.

Let us, therefore, offer to-day the humble tribute of our love and reverence to the great Acharyya, the most illustrious Son of Sree Purushottama Kshetra, best-beloved of Mahaprabhu, on this auspicious occasion of the sixty-first anniversary of His Advent, in this holy city of His Birth. We pray to Jagannath Deva for His long life and the speedy universal success of His great mission of the highest service of Mahaprabhu Sree Krishna-Chaitanya.

সভাপতি মহোদয় আসন গ্রহণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ-প্রদান-প্রসঙ্গে বলেন—

"আমার প্রতি আজ একটি গুরুভার অর্পিত হইয়াছে। আমাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য দাঁড়াইতে হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুরের অভিনন্দন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। শ্লোকটি এই—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা সর্ব্ব আরাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আবার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা হইতেও তদীয়ের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। আজ মহারাজ সেই তদীয়ারাধনার যোগদান করিবার বিচার বরণ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যে মহারাজ আজ এই মহা-সভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিলেন, সেই মহারাজেরই পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ প্রতাপরুদ্র যিনি মহাপ্রভুর কৃপা না পাইলে রাজা, ঐশ্বর্য্য—সমস্ত-পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—

"যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১০)

মহাপ্রভুর অনুগ্রহ-লাভের জন্য যিনি রাজ্য পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, সেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের উত্তরাধিকারি-সূত্রে মহারাজ রামচন্দ্র দেব বাহাদুরের প্রতি গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রচুর দাবী আছে। তিনিও আজ শ্রীজগন্নাথের সেবকোত্তম-দর্শনে আগমন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথই ভক্তের সেবা-বাধ্যতায় নিজের সেবকমূর্ত্তি প্রকট করেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা পাইতেছি না। শ্রীল কবিভূষণ বলিলেন, মহারাজের অনেক কার্য্য আছে। সত্য বটে, মহারাজের অনেক কার্য্য; কিন্তু মহারাজ! যাঁহারা সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়দেবতার কথা প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের কথা-শ্রবণই যে আপনার প্রধান কার্য্য, সে অবসর আপনার করিয়া লইতে হইবে—শ্রীজগন্নাথের কথা যাহাতে ঘরে ঘরে বিতরিত হয়, তজ্জন্য প্রাণ দিতে হইবে। শ্রীজগন্নাথের নিজজন ও তাঁহার দাসানুদাসগণ জগতের নিকট অন্য কিছুর প্রার্থী নহেন—তাঁহারা ভিক্ষা চাহেন আমাদের প্রাণ, ভিক্ষা চাহেন আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলনের জন্য; মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে এই কৃষ্ণানুশীলনেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং"—এই শাস্ত্রোক্ত বাণীবাণী সমগ্র জগতে প্রচারিত হউন, পুরুষোত্তম হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রসারিত হউন, মহারাজ! আপনি সেই প্রচার-প্রসারের একজন প্রধান সহায় হউন, শ্রীচৈতন্যচরণ-কৃপাপ্রাপ্ত মহারাজ-প্রতাপরুদ্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন, উজ্জ্বল করুন, মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হউন, ইহাই আমাদের আজ একমাত্র প্রার্থনা। আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ ভক্তিতিলক বি-এ মহোদয় অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় আচার্য্যবরপরম্পরায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক সভাপতি মহোদয় ও শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে যে কোন প্রকারে যোগদানকারী—সকলের প্রতিই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজ-ভাষণে শ্রীল প্রভুপাদের "জীবাত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম, পরমোপাস্যতত্ত্ব ও তদ্বিরোধিবিচারসমূহ, কৃষ্ণনাম-ধাম-কাম-মাহাত্ম্য, শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, ঔষধ্য ও মাধুর্য্য বিচার, নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ" প্রভৃতি দার্শনিক বিচার-সম্বন্ধে সুসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তমূলক বিশ্লেষণ-সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার-বৈশিষ্ট্যে কি প্রকার মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার একটি সারগর্ভ বিবরণ-সহ শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য তথা মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র দেব বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিচার-মূলে নিজে ঝাড়ু হস্তে করিয়া জগন্নাথের রথ চলিবার পথ পরিষ্কার প্রভৃতি আদর্শ বর্ণন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গৌড়ীয়-গণের এই সভায় যোগদানের জন্য আহূত সভাপতি মহোদয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভাপতি মহোদয় বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পুনরায় সভাপতি মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক পরদিবস অপরাহ্ণে

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশনের সংবাদ ঘোষণা করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ সর্বেশ্বরানন্দজী "গুরুদেব, কৃপা-বিন্দু দিয়ে কর এই দাসে কৃপাপেক্ষা অতি হীন"—এই প্রার্থনাগীতিটি কীর্তন করিলে দ্বিতীয় গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রথম দিবসের সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস

২৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় এক 'বড়াট্ নগর-সংকীর্তন বাহির হয়। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশানুসারে কীর্তনকারিগুরুবর্গ সর্ব্বপ্রথমে নামাচার্য্য-শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর বন্দনা করিয়া পঞ্চতত্ত্ব কীর্তনের পর প্রভাতী সুরে "প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপি সবে করিহ নির্ব্বন্ধ॥" প্রভৃতি আখর-সহ মহামন্ত্র-কীর্তন-মুখে সমাধি-মন্দিরক্রম ও তদীয় দণ্ডবৎপ্রণতি পূর্ব্বক মহামন্ত্র কীর্তন করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ ভক্তিকুটীতে আগমন করেন এবং তথায় শ্রীগৌর-নিতাই-রাধাবিনোদবিহারীজীউকে দণ্ডবৎ-প্রণতি করিয়া "উদিল অরুণ পূরব ভাগে" প্রভৃতি পদ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের বাসভবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিকুটী হইতে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রভুপাদ স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া শ্রীনামব্রহ্মকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক চটক পর্ব্বতাভিমুখে অগ্রসর হন। ভক্তগণ কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ অনুসরণ করেন। প্রভুপাদ চটক-পর্ব্বতের উপর যেস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরবিহারীজীউকে বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলে কীর্তনকারিগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করেন। প্রভু-পাদের তাৎকালিক ভাবানুসারে বিভিন্ন আখর-সহ "বনে দেখি' বৃন্দাবন। গৈল দেখি' মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥ দাঁড়া নদী দেখে তাঁহা মানসে কালিন্দী। মহা-প্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কাঁদি॥"—মহাপ্রভুর এই কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার গীতিটি কীর্তন হইতে লাগিল। চটক-পর্ব্বত হইতে প্রভুপাদ যখন শ্রীগদাধরের প্রাণনাথ শ্রীগোপী-নাথ মন্দিরাভিমুখে গমন করেন, তখন ভক্তগণ কীর্তন করিলেন—"কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা পাও কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" শ্রীল প্রভুপাদ অপূর্ব্ব ভাবাবেশে শ্রীগোপীনাথকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া উপবিষ্ট হইলে পূজারী প্রধান মালিকা-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ, বাসুদেব প্রভু ও শ্রীমদ্ভের সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে "শ্রীগোপীনাথ-বিজয়ী" কীর্তন করিলেন। এই কীর্তন-শ্রবণে প্রভুপাদ বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট হইয়া এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত হইলেন। অতঃপর প্রভুপাদ মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতেই শ্রীগোপীনাথকে দণ্ডবৎপ্রণতির আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ঘণ্টেশ্বর-টোটাভিমুখে চলিলেন। 'টোটা' শব্দের অর্থ বন। নদীয়াপ্রভুর প্রিয়তম পণ্ডিত গদাধর ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া এই টোটায় অবস্থান করিতেন এবং গোপীনাথ-মন্দিরে গিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। এখানকার বিগ্রহ শ্রীচারুহাস ও মনঃসুখ। শ্রীবিগ্রহ যেস্থানে অবস্থান করেন, সেস্থানে ঘোর অন্ধকার, সমতলভূমি হইতে তাহা অনেক নিম্নে অবস্থিত। প্রভুপাদকে পূজারী সসম্মানে প্রদীপ ধরিয়া সেই স্থানে লইয়া যান। প্রভুপাদ প্রত্যাবর্ত্তনকালে "বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে" এই প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করেন। প্রভুপাদের অনুগমনে কীর্তনকারিগণ ক্রমান্বয়ে কীর্তন-মুখে সেস্থান দর্শন করেন। প্রভুপাদ অতঃপর শ্রীজগন্নাথ দেবের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা শ্রীযুক্ত হনুমান খুঁটিয়া মহোদয়ের গৃহে গমন করেন। খুঁটিয়া মহোদয় পুরীর একজন সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ভূম্যধিকারী। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। প্রভুপাদকে সগণে স্বগৃহে পাইয়া আনন্দা-তিশয্যে প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপার কথা বলিতে বলিতে খুঁটিয়া মহোদয় প্রভুপাদকে দ্বিতলে লইয়া যান। দ্বিতলে যাইবার পথে প্রভুপাদ তাঁহার গৃহ-দেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউকে বন্দনা করেন। দ্বিতলের একটি প্রশস্ত কক্ষে শ্রীল প্রভুপাদকে বসিবার আসন প্রদান করিয়া তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তগণকেও বসিবার আসন প্রদান করিলেন। খুঁটিয়া মহোদয় প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহার অশীতিবর্ষ-বয়স্কা ভক্তিমতী জননী ও তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী প্রভু-পাদকে কএকটি গৌণামুদ্রোপাদান-সহ ভক্তি-সহকারে প্রণাম করেন। তাঁহার গৃহটি এবং গৃহের আসবাবপত্র যেমন সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার, গৃহের পরিবারবর্গের বসন ভূষণও সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুঁটিয়ার গৃহে প্রভুপাদের একখানি আলেখ্য অতিযত্নে সংরক্ষিত দেখা গেল। খুঁটিয়া মহোদয়ের পিতার সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশেষ পরিচয় ছিল। প্রভুপাদের ইচ্ছায় সেখানে কিছুক্ষণ কীর্তন হইল। "নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে"—এই কীর্তনটি সমাপ্ত হইলে প্রভুপাদ তথা হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হন। শ্রীমন্দিরে গমন-পথে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে শ্রীপরমানন্দ পুরীগোস্বামীর কূপ-সমীপে লইয়া যান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই এই কূপটি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের আদেশে ৪১৮ চৈতন্যাব্দে তাঁহার শিষ্যা শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী উহার সংস্কার করেন। গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের দাবতীয় সেবাকার্য্য ঐ কূপের জল-দ্বারা সম্পন্ন করেন। কূপটি ৩২ হৈতন্যাব্দে খনিত হইয়াছেন বলিয়া কেথানি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে। প্রভুপাদ কূপকে দণ্ডবৎপ্রণামান্তে উহার জল-পানের আদর্শ প্রদর্শন করিলে ভক্তগণও কূপকে প্রণাম করিয়া সংকীর্ত্তন-মুখে কূপ পরিক্রমা এবং কূপের জল পান ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় দণ্ডবৎপ্রণতি করেন। এইস্থানে শ্রীপুরী-গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মস্মৃতিতর্পণমুখে "হে জগদিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" এই গীতিটি কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর প্রভুপাদের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিতে থাকেন।

কীর্ত্তন-মুখে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির বেষ্টন করিয়া ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত্যে শ্রীমন্দিরের অতি নিকটেই বড়দাঁড়ের পার্শ্বে অবস্থিত তদীয় আবির্ভাব-স্থানে গমন করেন; সেখানে কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন ও সেখানের পূতধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রণতিপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। ভক্তগণ তদনুসরণে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে জগন্নাথ দর্শন করেন। প্রভুপাদ নাট্যমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছিলেন—'দাস্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগরুড়ের পার্শ্বে থাকিয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শনের উপদেশ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পাইয়াছি। আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহকে লঙ্ঘন করিয়া জগন্নাথ-দর্শন হয় না।' সেখানে কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনার পর প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্বে অন্য একটি মন্দিরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। তথায় দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া প্রভুপাদ শ্রীরাধাকান্ত মঠ—শ্রীকাশীমিশ্রভবন গম্ভীরাভিমুখে গমন করিতে থাকেন।

শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে শ্রীল প্রভুপাদ বাইশপাহাড়ে শ্রীনৃসিংহ-বন্দনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-সমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভক্তগণও তদনু-সরণে সেখান কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা ও দণ্ডবন্নতি-স্তুতি করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্য ব্যতীত জগন্নাথ-দর্শনে যোগ্যতার উদয় হইতে পারে না। ভক্তগণ যেস্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, সেই স্থানও দর্শন করিয়া প্রণাম করেন। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে মহাপ্রভুর বড়ভুজমূর্ত্তিও দর্শন হইল। গম্ভীরার দ্বারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভুপাদ শ্রীস্বরূপ-রায় রামের সহিত আশ্রয়ের ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভুর রাত্রিদিবস কৃষ্ণবিরহে কালাতিপাত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ভক্তগণ তাঁহার ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়া "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন"—এই কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। অতঃপর তথা হইতে প্রভুপাদ সিদ্ধবকুল —ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ভজনস্থানে গমন করেন, প্রভুপাদ সিদ্ধবকুল বন্দনা করিয়া ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে ঠাকুর হরিদাসের শ্রীমূর্ত্তি ও মহাপ্রভুর বড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করেন। মহাময় কীর্ত্তনমুখে সিদ্ধবকুল পরিক্রমা ও মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীগৌরগদাধরবিনোদ-রাধাবল্লভের শ্রীচরণ বন্দনা করেন।

অপরাহ্ণ পূর্ব্ব দিবসের প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় সভারম্ভ হয়। সভাপতি স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীপাদ দিবাসূরি প্রভু "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" এই কীর্ত্তনটি করিবার পর শ্রীব্যাসপূজার অভিনন্দন পাঠ হইতে থাকে শ্রীযুক্ত মহাদেবের দাসাধিকারী উৎকল-ভাষায় লিখিত "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি", ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ বালিঘাটি-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের "ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি", পুরী কৃষ্ণাশ্রমের শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাসাধিকারী কৃষ্ণাশ্রমের পক্ষ হইতে উৎকল ভাষায় লিখিত অভিনন্দন, কবিরাজ শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীআনন্দ গৌড়ীয়মঠ হইতে তেলেগুভাষায় লিখিত "শ্রীব্যাসপূজা গেয়েন", শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বোম্বে-গৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে লিখিত 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি', শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দকুমার সান্যাল "গায়কের ব্যক্তি পুষ্পাঞ্জলি", "সমাধী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র উৎকল ভাষায় লিখিত 'শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি', শ্রীঅমৃত-লাল দাসাধিকারী "আর্ত্তি কুসুমাঞ্জলি" নবদ্বীপ-প্রকাশ ব্যাসপূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ "ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি", শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব ময়মনসিংহের শ্রীগুরুজ্ঞানন্দ দাস লিখিত অভিনন্দন (ইংরাজী পদ্য) এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত "শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা অঞ্জলিং" শীর্ষক অভিনন্দন ক্রমান্বয়ে পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পাঠের পর শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণের সারমর্ম্ম আমরা আমাদের ক্ষুদ্র যোগ্যতানুসারে যতটুকু অবধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের মর্ম্ম

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎপ্রিয়জনগণের চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণিপাত। জীবন আরম্ভের দিবস প্রতিবর্ষেই আসে। আর একটি বর্ষ বাঁচা যাইবে এবং বিভিন্ন ঋতুসমূহ আমাদের উপর ক্রিয়াবিশিষ্ট হইবে—আমরা এই অপেক্ষা করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা ভাবি মনে করি, আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার সুবিধা পাই না। জীবন অল্পকাল স্থায়ী, বহুকৃত্য থাকিয়া যায়। প্রতিবৎসর মনে করি, এই বৎসর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষভাবে সাধন করিব; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাহিরের বিচার-প্রণালী এমন বাধা দিতে থাকে যে, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা

করিতে গিয়া অর্দ্ধপথেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। আমরা যদি মনে করি, 'জীবন ক্ষণভঙ্গুর হইলেও বর্ত্তমানে যে মনুষ্য-জীবন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ত' বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি', তাহাতেও ঘুচিবে না। যে মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইব, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব, আগন্তুক জ্ঞান ও প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ নিঃস্ব হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কত লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি —অসংখ্য লোক পৃথিবীতে আসিতেছে, মরিয়া যাইতেছে। তাহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাতে তাহারা জানে না, কতদিন থাকিবে; সুতরাং প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভবিষ্যৎ জীবনে কি করা কর্ত্তব্য? ইহা কি বালককে যেমন ভুলা দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায়, সেইরূপ ধরণের কোন কথা, না আর কিছু preparatory step আছে? লক্ষ লক্ষ লোক আলোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ লোক কোটি কোটি মরিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিনের এবং শুকদেবাদি মুনিগণ মাত্র notice পাইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহারা যাহাতে ভুলিয়া হয়, তাহার manage করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ৭ দিনের সময় পাইয়াছিলেন, আমরা তাহারও assurance পাইতেছি না। আমরা সন্দেহবাতুলতায় শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পড়িয়া থাকি; কিন্তু তাহা হইতে গ্রহণ করি কোন্ অংশকে কতটুকু? মহাপ্রভু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ nut-shell এর মধ্যে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন, মানুষ কি করিতে আসিয়াছে, কি করিবে এবং কি পাইবে। তিনি অল্প কথায় সব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমরা লক্ষ্য করি—উপাস্য বস্তু কৃষ্ণই—সর্ব্বোত্তম বস্তু। বহু উপাস্য বা উপাস্যের বৃদ্ধি বা প্রকাশ-ভেদ লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হয় না। শুক গান করিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা হইতে সেই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি,—কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য উপাস্যে যত উপাদেয়তা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা চরম উপাদেয়তা কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় বর্ত্তমান। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য—আমরা সেবক; আমাদের অনুষ্ঠান কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। গৌরসুন্দরের বাক্য হইতে জানিয়াছি, কৃষ্ণই তিনি। কৃষ্ণের পরমপরিপূর্ণতা গৌরে আছে। এই ধারণা, বিশ্বাস, আমাদের যত দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রীগৌরপাদপদ্মের সেবাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। আমাদের cavity ক্ষুদ্র, তাই সেই ধারণা ধরিয়া রাখিতে পারি না।

বর্ত্তমানে আমরা যে স্থানে আছি, প্রাকৃত অনুধাবন বিসর্গ জানা পণ্ডিত যাঁহারা জড়বস্তুর অনুশীলনে ব্যস্ত, তাঁহারা সে স্থানের কোন মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবারসে মত্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজশক্তি শ্রীগদাধর প্রভুর কৃপায় সেই স্থানের association—সেই স্থানের বিগ্রহের অনুভূতি-লাভের সৌভাগ্য হয়। সেই স্থানের অনুভূতিতেই আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইয়া দিবে। অতি বিস্তৃতগ্রন্থ অতি অল্পকালের মধ্যেই বুঝাইয়া দিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর কৃপায়ই শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার "শ্রীভাগবতার্ক মরীচীমালা" গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—'শ্রীগৌরসুন্দর ও গদাধর গোস্বামিপাদে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন, সেই কথা আমি এখানে লিখিলাম।" শ্রীগদাধর প্রভু সম্বন্ধবিচারে মদনমোহন কৃষ্ণকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়াছেন। যদি আমাদের দেখিবার চক্ষু থাকে—বিচার থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। শ্রীগদাধরের গোবিন্দভক্তিই অভিধেয় ও গোপীনাথ-প্রীতিই প্রয়োজন-বিচার। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রয়োজনাদিদেবতা শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহকে এই বলিয়া প্রণাম করিতেছেন,—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

প্রয়োজনতত্ত্ববিচারে গোপীনাথ আকর্ষণ করেন, আমাদের সকল মঙ্গল বিধান করেন। কামাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া আমাদিগকে গোপীনাথের সেবা করিতে দেয় না, আমরা মূল প্রয়োজন-সেবা-বিচ্যুত হইয়া অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ি।

শ্রীগদাধর প্রভু ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৌরসুন্দরকে আশ্রয় পূর্ব্বক প্রয়োজনতত্ত্ব গোপীনাথের সেবা পাইয়াছিলেন। সেবা পাইবার দুইটি প্রণালী বা পদ্ধতি আছে—

(১) **"পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতি"**—শব্দসাহায্যে প্রাকৃত জগতের বস্তুদ্বারা সেই বস্তুতে নিজভোগ্য-জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন। পাঞ্চরাত্রিকের শেষকথা—শ্রীমদ্ভাগবত। বহির্জগতের বিষয়—ক্রিয়াকলাপ যাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা বস্তুর লাভচর্য্যালাভোদ্দেশে যাবতীয় বিষয়ে ভগবদ্ভোগ্য বিচার সংশ্লিষ্ট করিয়া মন্ত্রসাধ্যে তত্তদ্বিষয় ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণরূপ অর্চ্চনমার্গ বরণ করেন। পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতির পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণতা আমরা শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে লক্ষ্য করি। (শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথের নাভিদেশের উপরিভাগস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিদর্শনে অর্চ্চনের বিচার পরিলক্ষিত, শ্রীআলালনাথে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহ-দর্শনে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারের পরিবর্ত্তে

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুসারে। মাধুর্য্যপ্রধান বিচারে বিষ্ণু-মুরলীধরের ভজন-বিচারই পরিস্ফুট।)

(২) মর্য্যাদা-পথে—অর্চ্চন আর ভজনের পথে "ত্যাগ-বস্তুপদ্ধতি।" ভক্তের বিচারে বুঝি, ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়। ভগবানের নামকে ডাকিতে পারিলে ভগবানের রূপ আমাদের কাছে আসিবেন, তাঁহার গুণ বুঝিতে পারিব, পরিকরবৈশিষ্ট্য, ক্রিয়া বা লীলা আমাদের প্রাপ্য হইবেন। অত্যন্ত সুচিন্তিত বস্তু। ইহা কেবল কতকগুলি পুঁথিপত্র পড়িয়া বুঝিবার বিষয় নয়, ritualistic ক্রিয়াকলাপেরও প্রাপ্য নহে, মনুষ্যজীবনকে এমন করিয়া নষ্ট করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বুদ্ধিমান্ লোক জগতে আর কেহই নাই, তাঁহার কথা যাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়াছে, তাঁহারাই সেই কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব অতি অল্পকথায় বলিয়া দিয়াছেন—কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, তাঁহার সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি-লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন। আমা হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ তিনি। "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ পরো বরো" —শ্রীরূপপাদের এই বিচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমা অপেক্ষা নিম্নবস্তু 'গুরু'তত্ত্ব নহেন, তাহা লঘুতত্ত্ব। গুরুতত্ত্বে কোন প্রকার লঘুতা আরোপিত হইতে পারে না। আমার সকলের উৎকণ্ঠা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে আশ্রয়লাভ। বৈষ্ণবযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুপাদপদ্ম জ্ঞান করিয়া আশ্রয় করিলে আত্মরক্ষাটি লভ্য হয়।

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-বিচার বেদশাস্ত্র তারস্বরে বলেন। বেদের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত অতিসরলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবা বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ বিচারকশ্রেণী বা মর্য্যাদাপথের পথিকদিগের পক্ষে তাহা গম্য নহে। মানুষ কেবল মর্য্যাদাপথেই থাকিবে, এজন্য তাহার সৃষ্টি হয় নাই। 'আত্মস্বভাব' অনাবার—মনের function নয়। আত্মার 'সম্বন্ধ'বিচারে কৃষ্ণই সেব্য, কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র 'অভিধেয়', কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র 'প্রয়োজন'। কৃষ্ণ যাহাতে প্রীত হন, তাহাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধিমুক্তিপ্রার্থনায় যে কাল্পনিক কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা প্রকৃত 'প্রীতি'পদবাচ্য নহে। কৃষ্ণভোগ ও কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্য লক্ষিতব্য ও বিচার্য্য বিষয়।

আমি অতি হীন। যে ভাষায় আপনারা আমাকে কিছু বলিয়াছেন, আমি তাহার অযোগ্য। এই সকলই নিষ্কিঞ্চন ভক্তভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাপ্য। (প্রভুপাদ এই প্রকার আবেগভরে আত্মদৈন্য প্রকাশমুখে আমাদের প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণবিমুখতার জীবন যাপন সম্বন্ধে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে থাকেন—) কৃষ্ণ ক্ষমাবান্। আমার শেষ নিবেদন—আপনারা কৃষ্ণের অনুশীলন করুন। কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সেবা। আপনাদের কৃপা—স্বরূপে অবস্থান।

"মুক্তিরিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"

—এই সকল বিচার লক্ষ্য করিবেন। কথাগুলি যত আলোচনা করিয়া অন্যের নিকট বলিবার যত্ন করিবেন, ততই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যাইবে—সংশয় ছিন্ন হইবে—বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন। (প্রভুপাদ পুনরায় দৈন্যভরে তাঁহার কৃষ্ণের সংসার-কার্য্যে ব্যস্ত হইবার কথা বলিতে এবং আমাদিগকেও তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণেতর কার্য্যে বিরত হইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন—) আপনাদের নিকট বিদায় লইয়া আমার সংসারের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতে চলিলাম। মনে করিয়াছিলাম, কাননের সন্নিকটে প্রবেশে হরিজন করিব। আমরা সর্ব্বব্যাপী ইহার কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া থাকি, সেখানে লোকে সম্মান করিবে, অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হইবে—এই প্রকার নানা বিচারে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছে, প্রয়োজন আর সিদ্ধ হইতেছে না। সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণে; কৃষ্ণই একমাত্র অনুশীলনের বিষয়, কৃষ্ণেতর পদার্থ অনুশীলনের বস্তু নহে, উহা বাধক। কৃষ্ণসেবাই নিত্যধর্ম্ম। সে বিচারে না আসিলে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জগৎ ভোগ করিবার—বিশ্ব ভোগ করিবার প্রবৃত্তি আসে। আবার ত্যাগের বন্যার ভোগপ্রবৃত্তিকে সংক্ষেপ করার চেষ্টা হয়। এই প্রকার ভোগ ও ত্যাগের oscillation এ, football এর মত পরস্পরের পদ-তাড়িত হইয়া জীবন বৃথা কাটিয়া যায়। জগৎ ভোগেরও নিমিত্ত নহে, ত্যাগেরও নহে। কৃষ্ণ-ভোগ্য জগদ্দর্শনেই এই ভোগ ও ত্যাগ-ধারণার চাকচিক্য থামিয়া যায়।

কৃষ্ণানুশীলন-দ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতি এগুলাইয়া। কৃষ্ণ Infinity, আমরা infinitesimal। কৃষ্ণের সঙ্গে dove-tailed হইয়া যাওয়াই আবশ্যক। বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিলে unassorted হইয়া যাইব, solution of life উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে। কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি। কৃষ্ণ জ্ঞানের আবরণের দ্বারা সেই ভিনিষটিকে তফাৎ করিবার যত্ন না হয়। মাপিয়া লওয়া বস্তুর আবরণ। Mental speculation পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হউক।

(প্রভুপাদ পুনরায় দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন—)

আমি বক্তা নহি, আমার ভাষা-জ্ঞান নাই, আমাদের সমস্ত কথা বলিবারও সময় পাইলাম না, শ্রীভগবদিচ্ছা হইলে আবার আপনাদের সহিত দেখা হইবে, অনেক কথা বলিবার আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এই বিরহই অধিকাংশ ভক্তসহ সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু ও তৎসহ আরও কতকমূর্ত্তি এখনও শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীটটক পরতে আচার্য্যমন্দিরে সেবা-পূজা যথাবিধি নির্ব্বাহ হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ কতকদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া অদ্য শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন।

৮ই দিবসের উৎসবে যে সকল ভক্ত ও গুণগ্রাহী বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কতকটি নাম সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধ মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম আর পুনরুল্লিখিত হইল না :—

এমার মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস; রায় অরুণকুমার বসু বাহাদুর, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরী; মলিনীকান্ত ঘোষ, এস্-ডি-ও, পুরী; শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মহান্তি, হ্যাড্‌ভোকেট্ ও রায়সাহেব গৌরহরি মহান্তি, রিটায়ার্ড ডেপুটী কালেক্টর, পুরী; কটকের হ্যাড্‌ভোকেট দর্পণচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল প্রভৃতি পুরীর জগন্নাথ ত্রিপাঠী, বেড্‌মাষ্টার কেদার মুদুলি; হনুমান পুঁটিয়া, পদ্মনাভ পুঁটিয়া, গোপীনাথ গোচিকার, ভগীরথ মহাপাত্র, গোপীনাথ মহাপাত্র, ওড়ারসীয়ার পুরী মিউনিসিপ্যালিটি, শ্যামসুন্দর পুঁটিয়া, নারায়ণচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত, নগেন্দ্রনাথ রায় পুরী ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, যগেন্দ্রকুমার ঘোষ পাব্‌লিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের য়্যাকাউণ্টাণ্ট্; হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা, ভবানীপুর), কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া, বাঁটরা, কদমতলা; কুসুমবন্ধু গুহ, বহরমপুর; পুরী মিউনিসিপ্যালিটির আমীন ও ওভারসীয়ার;; মহেন্দ্রনাথ ঘোষ য়্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, মনোমোহন ঘোষ—সংস্কৃত কলেজ, পুরী; মদনমোহন পট্টনায়ক উকীল পুরী; নকুলচন্দ্র সেন গুপ্ত (বরমনসিংহ, সেন ব্রাদার্স লিঃ), ডাঃ কালিদাস রায় (বরমনসিংহ, পোঃ মোহেরা, গ্রাম ছোয়াটি) প্রভৃতি; মধুসূদনের রঘুনাথ মহাপাত্র, মহেশ্বর জানা, লালা মদনমোহন গৌড়, বালচন্দ্র পরিড়া, রাধামোহন ভোল, বিষ্ণুচরণ প্রধান-রাজ, বিশ্বাধর প্রধান, ত্রৈলোক্যনাথ মহাপাত্র, অদ্বৈত মহাপাত্র, চন্দ্রধর দাস, কৃষ্ণমোহন বেহারা, রামচন্দ্র দাস, অনন্তচরণ প্রধান, গঙ্গাচন্দ্র বিকারী, চিন্তামণি নায়ক প্রভৃতি; গঞ্জামের কবিরাজ মধুসূদন শর্ম্মা, বৈদ্যনাথ শর্ম্মা, রঘুনাথ জানা, ধরণীধি ঘোলাই, ধন সাহু, উদয়নাথ দাস, পূর্ণচন্দ্র বেহারা, কামেশ্বর পাণ্ডে, বনমালী পট্টনায়ক, লোদু ঘোলাই, সুবল বিষয়ী, ক্ষেত্র বেহারা, বাচো ঘোলাই, বল্লভ মোহন জেড়ো, নারায়ণ সাহু, নিসরাজ ডামালো একাদশী বিষয়ী, শ্রীনিবাস পাত্র এবং বালেশ্বরের কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একষষ্টিতম আবির্ভাব তিথিতে তদীয় আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আচার্য্যের অনুকম্পিত, অনুগত ও গুণমুগ্ধ যে-সকল ভক্ত ও সজ্জনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সেবকবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায়, রচনায়, সাহিত্যে ও কাব্যে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল অঞ্জলিগুচ্ছ সমস্তই "গৌড়ীয়ে"র স্তম্ভে প্রকাশ করিতে পারিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতাম এবং পাঠকবর্গেরও আনন্দবিধান করিতে পারিতাম; কিন্তু "গৌড়ীয়ে"র কলেবর সেরূপ প্রশস্ত নহে, এজন্য আমরা বিপুল ও বিচিত্র অঞ্জলি-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে মাত্র কতকটি চয়ন পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। বলা বাহুল্য, ইংরেজী, হিন্দি, উড়িয়া ও আসামী ভাষায় যে-সকল অঞ্জলি-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহা তত্তদ্ভাষায় প্রচারিত 'হারমনিষ্ট', 'ভাগবত', 'পরমার্থী' ও 'কীর্ত্তন' প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

তামিল, তেলেগু, মার্হাটী প্রভৃতি ভাষায় যে-সকল অঞ্জলি-সাহিত্য-কুসুম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গৌড়দেশবাসী অধিকাংশ ব্যক্তির নিকটই অনধিগম্য বলিয়া "গৌড়ীয়ে"র কলেবরে প্রকাশিত হইল না, তবে বিশেষ কৌতূহলী পাঠক ঐ সকল অঞ্জলি-সাহিত্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যালয়ে দর্শন করিতে পারিবেন।

বাংলাভাষায় রচিত অঞ্জলি-সাহিত্যও আমরা সমগ্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। আশা করি, পাঠকগণ দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশের স্তম্ভে ক্রমে ক্রমে ঐসকল পাঠ করিতে পারিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের অঞ্জলি 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি'-নামে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় উদ্ধার করিব। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পরিব্রাজকাচার্য্য হইতে সংস্কৃতভাষে যে 'প্রপত্তিপুষ্পাঞ্জলি' রচিত হইয়াছে, তাহাও আমরা "গৌড়ীয়ে" মুদ্রিত করিব।

আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ ভক্তিসুধাকর প্রভু ইংরেজী ভাষায় যে অঞ্জলি রচনা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রদান করিয়াছেন, তাহা "হারমণিষ্ট"-পত্রের পাঠকগণ উক্তপত্রে পাঠ করিবার সুযোগ পাইবেন ; কিন্তু "গৌড়ীয়ে"র পাঠকগণের জন্যও উক্ত অঞ্জলির সম্বন্ধে দুইটি কথা না বলিলে অঞ্জলি-সাহিত্যের সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, মনে করি। স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দবর্দ্ধিত বনজাত কুসুম-কিসলয় যেরূপ বনস্থলীর কৃত্রিম উদ্যানের সযত্ন-বর্দ্ধিত ও সুগন্ধিত বহুমূল্য পুষ্পগুচ্ছ অপেক্ষাও অধিকতর স্বাভাবিক ও প্রাণস্পর্শী উপহার, তদ্রূপ ভক্তিসুধাকর প্রভু অকপট হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাষায় যে-সকল সেবাময় ভাবাবলী অহৈতুক আত্মনিবেদনের স্বাভাবিক সৌগন্ধে পরিপূরিত করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জলি রচনা করিয়াছেন, তাহা নিষ্কপট পাঠক ব্যতীত অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। আমরা কেবলমাত্র ভক্তিসুধাকর প্রভুর নাম দেখিয়া গতানুগতিকভাবে তাঁহার প্রশংসা করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা নহে ; বস্তুতঃ তাঁহার অঞ্জলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাহাতে একান্ত অকৃত্রিমতা উপলব্ধি, নিষ্কপটতা ও ভজন-রাজ্যের বাস্তব অবস্থান, অভিসার ও প্রগতির যে সকল সুন্দর চিত্র ও আত্মসমর্পণের যে-সকল স্বাভাবিক সাক্ষ্য লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিসমূহ, ইতরাসক্তি, কপটতা ও কৃষ্ণভোগ-পিপাসার অভিসন্ধিগুলির শুভ্রজ্যোতিঃ যেন চেতনের রঞ্জনরশ্মি নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইবার প্রেরণা জাগাইয়াছে। তাঁহার অঞ্জলি হইতে অনেকগুলি স্থানই "গৌড়ীয়ে"র স্তম্ভে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হইতেছে ; কেন না, ঐ সকল কথা অকপট-উপলব্ধিময়ী মৌলিকতার মণিদ্বারা অঙ্কিত। কিন্তু গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে আমাদিগকে বিরত হইতে হইল। একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু আর্ত্ত পাঠকগণ তাহা "হারমণিষ্ট"পত্রে পাঠ করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকাশতনুবিভাব-তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে এই এগার বৎসর কালের মধ্যে যে বিপুল অঞ্জলি-সাহিত্য প্রকাশিত এবং স্বপক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল প্রস্তাভিভাষণ-মহাত্মা সম্প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয়-সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার।

আমরা অনেক সময় কোন কোন সুদীর্ঘ অঞ্জলির পাঠ-শ্রবণকালে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলি ; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল অঞ্জলি-কুসুমের স্বাভাবিক সৌগন্ধের নিকট আত্মসমর্পণ না করি, ততক্ষণই আমাদের পার্থিবরাজ্যের নানাপ্রকার সৌধা-স্পৃহা আমাদিগকে আক্রমণ করে।

বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ হইতে ও মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরেজী ভাষায় ছয়টি অঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের অঞ্জলিটি পুস্তকাকারে রচিত। লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন অফিস হইতেও একটি ইংরেজী অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। জার্ম্মেন-গৌড়ীয়মিশনও বার্লিন হইতে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সহজানন্দ দাসাধিকারীর ইংরেজী কবিতায় লিখিত অভিনন্দনটি বেশ সরল ও মধুর হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে গুজরাটী ভাষায় লিখিত 'নম্র-আর্জ্জি', শ্রীবাসানন্দ-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রদত্ত বেলেঘাটার অভিনন্দনও বিশেষ মনোরম ও সুন্দর হইয়াছে।

এ বৎসর উৎকল ভাষায় লিখিত অভিনন্দনের সংখ্যা অধিক হইয়াছে—ইহাও স্বাভাবিক।

শ্রীচৈতন্যমঠের 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি' (গদ্য) ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের 'কৃপাগুরু বহুজন-বিরজন-কৃপাবৈশিষ্ট্য-কুসুমস্তবক' (গদ্য) ব্যতীত বাঙ্গালাভাষায় নিম্নলিখিত অঞ্জলিসমূহ আচার্য্যের পাদপদ্মে প্রদত্ত হইয়াছিল—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত 'ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি' পদ্য, শ্রীপাদ অমৃতলাল দাসাধিকারীর 'প্রস্তাঞ্জলি' কবিতা ও ঢাকা হইতে লিখিত শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবীর 'প্রণিপাত-পুষ্পাঞ্জলি' কবিতা, রেঙ্গুন হইতে প্রেরিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের মহোদয়ের "ভিখারীর কুলি" কবিতা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দের প্রদত্ত 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' কবিতা, কুচবিহার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতি হইতে প্রদত্ত 'ভক্তিপ্রীতি-কুসুমাঞ্জলি' কবিতা, বালিঘাটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠের সেবক ও ধর্ম্ম-প্রাণ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন, শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ও শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ত্রয়-প্রদত্ত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' কবিতা, বালিঘাটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী লিখিত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' কবিতা, ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত নরহরানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় লিখিত 'প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি' কবিতা এবং ময়মনসিংহ জঙ্গলবাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত ভগবানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়-প্রদত্ত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' গদ্য এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়-প্রদত্ত 'প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি' বা 'সেবকের নিবেদন" শীর্ষক গদ্য প্রবন্ধাবলী পুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে প্রকাশিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

যে সকল অনুকম্পিত ও অনুগত ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে ভাবযোগে প্রণতির আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের তড়িদ্বার্ত্তা-সমূহ প্রকাশিত হইল।

লণ্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারী; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিপারীজীর তার—Heartiest Birth Day greetings—Sambid.

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারী; হাইকোর্টের শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদজীর তার—My prostrated obeisance to Your Divine Grace's Advent day.—Brajeshwari.

নিউদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী; শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ, তুর্যাশ্রমী মহারাজ, ঔডুলোমী মহারাজ ও ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভুর তার—

Humble servants of Delhi Gaudiya Math bow down this auspicious Day. May Thy Divine Lotus Feet ever remain enshrined in their hearts—Tirtha, Turyasrami, Audulomi and Bhaktisaranga.

রেঙ্গুণ, ২৩ ফেব্রুয়ারী; শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও গিরি মহারাজের তার—

Amidst lacs of best offerings to Thy Holy Feet from different parts of globe pray accept the humblest from Thy unworthy servants—Nemi and Giri.

মাদ্রাজ, ২৩ ফেব্রুয়ারী; মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠসেবকগণের তার—

Members, Madras Gaudiya Math pray accepting heartiest homage to Divine Lotus Feet. —Members of Gaudiya Math.

আরা, ২৩ ফেব্রুয়ারী; শ্রীযুক্ত বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয়ের তার—

My Master, kindly accept my prostrated obeisances. Pray grant me strength bestowing Your causeless mercy to surrender myself unconditionally to Your Holy Feet on this auspicious Advent Anniversary of Your Divine Grace—Vilasbigraha.

লক্ষ্ণৌ, ২৩ ফেব্রুয়ারী; শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী প্রভুর তার—

Our and Jachak Maharaj's humble offerings of hearts, exclusive devotion to Holy Feet of our most affectionate Divine Master be pleased to accept overlooking imperfections.—Unfortunate Adhokshaja.

নবদ্বীপ, ২৩ ফেব্রুয়ারী, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী প্রভুর তার—

Our Divine Master, Redeemer of the fallen! Devotees of Chaitanya Math, teachers and students of Bhakti Vinode Institute assembled at beautifully decorated Natyamandir on this auspicious Advent Anniversary Day tendering to Your Lotus Feet humble offerings of devotion collected through Your Grace and though insignificant humbly pray for acceptance. —Nandakishore.

শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা ও সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ

"গৌড়ীয়"—শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে "গৌড়ীয়ে"র শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয়পাঠকগণ পূর্ব্বসপ্তাহেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ৩৬টি অনুচ্ছেদে আচার্য্যের কৃপানুগ স্বজন-বিতরণরূপ কৃপার বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য তাঁহার নিজস্ব কৃপানুগজন বিতরণ করিয়া জগতে যে কৃপার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল কুসুম চয়ন করিয়াই ৩৬টি স্তবক অর্থাৎ গুচ্ছ রচিত হইয়াছে। স্তবকপদ্যে গুচ্ছ ও স্তব উভয়ই বুঝায়। ইহাতে মঙ্গলাচরণে গুরুবর্গের নমস্কার ও বন্দনা, তৎপরে আচার্য্যের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রচারের সূত্রপাত ও ক্রমশঃ বিজয়পতাকা উড্ডীন হইবার ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়া সাম্বয়-আচার্য্যগণের সহিত প্রভুপাদের পারমার্থিক যোগসূত্র ও বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, সুধী পাঠকগণ এই সকল কথা বিশেষ মনোযোগসহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে ইহাতে আচার্য্যের কৃপানুগ স্বজনবিতরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মৌলিকতার অদ্ভুতপূর্ব্ব চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

"শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন।
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধান লউন।

পূর্ব্ববঙ্গে অপূর্ব্ব ও আদর্শ সেবা-প্রচেষ্টা

পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ঢাকা জিলার বালিয়াটী গ্রাম একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন পল্লী। কি ধনগৌরব, কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-গৌরব, কি প্রতিষ্ঠা-গৌরব—সর্ব্বপ্রকারেই এই স্থান সামাজিক ইতিহাসে অগ্রণী হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানের ধর্ম্মপ্রাণ ভূম্যধিকারিবর্গ পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি চিরকালই শ্রদ্ধাবান্। বিশেষতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন

৺ভক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী
ভক্তিবিনয়

ও বৈষ্ণব-ইতিহাসে অতিমর্ত্ত্য আলোকময় যুগের পুনরুদ্বোধন যে গৌড়ীয় মঠের প্রধান কার্য্য, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই স্থানের ধর্ম্মপ্রাণ সত্যানুসন্ধিৎসু ভূম্যধিকারিবর্গ আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদের যেরূপ চিত্তবল ও মঙ্গলানুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পারমার্থিক ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্থল।

বালিয়াটীর পুণ্যকীর্ত্তি স্বর্গগত ভগবান্ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী দেবদ্বিজে ও সাধুকর্ম্মানুষ্ঠানে চিরদিনই উন্মুখ। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রত্রয় **শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী** ভক্তিবিনয় **ও শ্রীযুক্ত মোড়শীমোহন রায় চৌধুরী**। ইহাদের আন্তরিক চেষ্টায়, যত্নে ও অর্থাদির সাহায্যে বালিয়াটীতে শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ "শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ" প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুরুগৌরাঙ্গের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত মঠের নাটমন্দির, সেবাকেন্দ্র ও সুবৃহৎ তোরণদ্বার ইঁহাদেরই অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদের রত্নগর্ভা জননী ঠাকুরাণী ভক্তিমতী **শ্রীযুক্তা বালাকুণ্ডেশ্বরী রাহা চৌধুরাণী** উক্ত মঠের বর্ত্তমান বৈষ্ণবাবাসের দালান নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় সেবা-বাটি স্থাপন করিয়াছেন। পুত্ররত্নদ্বয়ের আন্তরিক চেষ্টায় মহাপ্রাণ **শ্রীযুক্ত হাইমোহন রাহা চৌধুরী** মহাশয় বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধা ঢাকা সহরে শ্রীচৈতন্য মঠের পূর্ব্ববঙ্গীয় ও প্রধান ভক্তিপ্রচার-শাখাকেন্দ্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির, নাটমন্দির, বৈষ্ণবাবাস, এন্ট্রান্সের, পাচিলের, ঈশোদ্যান প্রভৃতি হরিকথা-নিকেতন নির্ম্মাণের জন্য দুই বিঘা পরিমাণ টাকা ক্রয় করিবার সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়া ভূলোকে গোলোকের সেবাস্মৃতি সংরক্ষণ চিরস্মরণীয় করিলেন। পিতা ও পুত্রগণ সকলে একমত এইরূপ হরিসেবার আদর্শ জগতে বড়ই দুর্ল্লভ; কিন্তু দুর্ল্লভ ব্যাপারও ইহারা সুলভ করিলেন। ইহাদের এই সেবাকীর্ত্তি ভূলোকে, দ্যুলোকে ও গোলোকে দুন্দুভিনাদে বিঘোষিত হইতেছে। ইহাদের শুভ সেবা-প্রচেষ্টা জয়যুক্তা হউক ইহাদের অগ্রণী সাধুচেষ্টা সকলের সেবাপ্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক,—ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-স্মরণে আমাদের প্রার্থনা।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪১; ৯ই মার্চ্চ, ১৯৩৫ { ৩১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য ও তদনুগের একই প্রচার

ডক্টর এস্, কে, দে "The Indian Historical Quarterly", VOl. X. No. 2, June 1934" সংখ্যার "Caitanya as an author" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, "গৌড়ীয়ে"র গত দুই সংখ্যায় আমরা উহার প্রতিবাদ করিয়াছি। 'Harmonist' পাক্ষিক পত্রেও ডক্টর দে'র কল্পিত মতসমূহের প্রতিবাদ হইয়াছে। ডক্টর দে "শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে আর একটি মত প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্য বা অনুগামিগণের প্রচার ও সম্প্রদায় গঠনাদি কার্য্যে সাক্ষাদ্ভাবে কোন সংস্রব রাখেন নাই। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর পুরীতে তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্ধারণ করায় গৌড়দেশে তাঁহার মত-প্রচারের বিষয়ে সমস্ত সংস্রব হারাইয়াছিলেন, তাঁহার মতানুযায়িসম্প্রদায় যে পরবর্ত্তি-কালে প্রকৃত কোন একসূত্রতা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।"

ডক্টর দে আরও বলেন যে, "নিত্যানন্দের প্রচারিত মত শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত মত হইতে পৃথক্ বলিয়াই প্রতীত হয়। নিত্যানন্দের হাতে মহাপ্রভু তাঁহার সম্প্রদায়ের শাসন ও গঠন ন্যস্ত করায় ঐ সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নিত্যানন্দ তাঁহার প্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না থাকায় নিত্যানন্দের মত চৈতন্যের মত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল।"

ডক্টর দে'র মতে "শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পর বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মত তাঁহার প্রকটকালেই নিত্যানন্দের দ্বারা অন্যরূপে প্রচারিত হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরেই বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের মতের প্রচার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্য পুরীতে তাঁহার সাক্ষাৎ অবস্থিতির প্রভাব বহুবৎসর যাবৎ প্রকাশ করায় তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যা বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি সুরক্ষিত দুর্গরূপে দেদীপ্যমান

করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভক্তির উচ্ছ্বাস ও ভাবকেলীতে অতিরিক্ত মত্ত থাকায় তিনি কোন সম্প্রদায় গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কতিপয় বান্ধব অথবা পাণ্ডিত্য-প্রবণ শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেবকে একজন প্রধান সম্প্রদায়প্রবর্তক ও কোন বিশেষ ধর্মসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাতা বলিয়া কল্পনা করিতে চাহেন; কিন্তু প্রচারের জন্য কোন উৎসাহ বা ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা-পূর্ণ অনুভূতিময় সরল জীবনে প্রবিষ্ট হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। * অতএব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পরবর্ত্তিকালীন অভিব্যক্তি ও ইতিহাস শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ও সঙ্গিগণেরই প্রধানতঃ কার্য্য।

* আমরা উপরে ষ্টার্লিং সাহেবের যে মন্তব্যের ভাবার্থ মাত্র আমাদের নিজের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছি। ষ্টার্লিং সাহেব অবিকল ভাষায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

He (Caitanya) did hardly at any time of his career concern himself directly with the organisation of his followers. When he turned his face towards Puri immediately after his Sannyasa at his early age of twenty four and made his permanent residence there, he practically lost all direct touch with the active propagation of his faith Bengal and this was probably one of the reasons why the sect never achieved any real solidarity in its later history. * * *.

The later description of the Sect, the organisation of which was left chiefly in the hands of Nityananda who appears to have possessed other Views than Chaitanya, was partly due to the lack of direct contact with the master, whose personality was not only the strongest asset of the community but also the only powerful influence which could unify and organise it into a compact body. While the movement in Bengal fell into disorder after his death, the influence of his personal presence for long years at Puri has continued to make Orissa a stronghold of the Vaisnava faith up to the present day.

Absorbed in his devotional ecstasies Caitanya does not appear to have even sought to build up a cult or a Sect. * * * The enthusiasm of some of his more practical or more scholastically inclined disciples would feighnaer in him a great organiser and expounder of a system of theology, but *neither propagating zeal nor theological ambition ever appears to have entered his simple life of intense religious emotional realisation.*

The later development of the sect and the cult, therefore, is chiefly the work of his disciples & associates.

ষ্টার্লিং সাহেব তাঁহার নিজ কল্পনা-প্রভাবে অনেক কিছু মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সাধারণের চক্ষে সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের একজন উচ্চাধিকারী প্রামাণিক অধ্যাপক (চাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তৎপদে প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছিলেন। লোক-পরম্পরায় শুনা যায়, কি কারণে তাঁহার সেই পদ এখন আর নাই। যাহা হউক, তিনি বঙ্গসাহিত্যের যখন অনেক খবর রাখেন, তখন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয় অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতেও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে কোন কোন প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন; ইহাতে বুঝা যায়, তিনি এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রমাণ স্বীকার করেন। যে সকল প্রমাণের সাহায্যে নিজের মত টানিয়া আনা যায়, কেহ কেহ সেই প্রমাণগুলিই স্বীকার করেন; যাহাতে নিজের মত স্থাপন বা কল্পনায় লণ্ডভণ্ডাঘাত পড়ে, সেসকল প্রমাণকে তাঁহারা প্রমাণ বলিতেই চাহেন না, সেখকেরই কল্পনা বলেন। ষ্টার্লিং সেরূপ বিচার কি না, জানি না। যাহা হউক, তিনি যখন ঐ সকল গ্রন্থের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন বা তাহাতে (?) তাঁহার কল্পনার কুটীও প্রসারের উপাদান পাইয়াছেন, তখন আমরাও সেই সকল গ্রন্থেরই প্রমাণ হইতে কতকটি কথা বলিতেছি।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অতি স্পষ্টভাবায় দেখিতে পাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার অনুগমণ্ডলী, সঙ্গী, ভক্ত ও সকল জীবকে আহ্বান করিয়া প্রচার ও ভাগবত-সম্প্রদায় গঠনের জন্য আদেশ ও উপদেশ করিয়াছেন। তিনি প্রচার বা সম্প্রদায়-গঠনাদি-কার্য্যের সহিত সাক্ষাদ্‌-ভাবে কোন সংস্রব রাখেন নাই, এমন কোন প্রমাণ কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাবলী-পূর্ণ কোন প্রামাণিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে যাহারা ইহার কার্য্যে যাত্র থাকিয়া কাঁকতালে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণোদ্ধ-চরিত্র অতীব পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গায়ের জোরে বুঝিয়া লইতে চাহেন, তাঁহারা বিকৃতভাবে যাহা বোঝেন, শুনেন বা কল্পনা করেন, তাহাতে তাঁহাদের সমধীন ব্যক্তিগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন বটে। বস্তুতঃ যে সকল কথা, যে সকল ইতিহাস, সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কিংবা শ্রীচৈতন্যের নিজস্ব স্বজনগণ জানেন না বা বলেন নাই, তাহা সাড়ে চারি শত বৎসর পরের ভিন্নতন্ত্রের ব্যক্তির কল্পনার

দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ বা দত্তা বলিয়া প্রকাশ করিতে যাওয়া পাণ্ডিত্য ও মনীষার অপব্যবহার বলিয়াই মনে হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি নবম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই, শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে প্রেমকল্পোদ্যান রচনা আরম্ভ করিয়া তাহা ক্ষেত্র-মণ্ডল ও ব্রহ্মমণ্ডলে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। এই "মালাকার-ধর্ম্ম" বা "কল্পোদ্যানের কর্ম্মই সম্প্রদায়-গঠন-কার্য্য। আমরা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এখানে তাহা উদ্ধার করিতেছি,—

প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি লৈলা প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি॥
তথা শ্রীমাধবপুরী কল্পপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী, আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে তত॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন।
আগে ত' করিব তার বৃক্ষের বর্ণন॥

শাখার উপরে বৈসে বৃক্ষ দুই স্কন্ধ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ'॥
সেই দুইস্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য, প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥
উদুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মূল স্কন্ধের শাখা-উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল,—অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি।
এক ফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে,—শুন বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সকেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, মনে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া বউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর বলে পুণ্য খাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯।৭—৪:)

উপরি-উক্ত বাক্য-সমূহ হইতেও কি প্রমাণিত হয় না যে, শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে অবস্থান-কালেই তাঁহার সম্প্রদায়-গঠন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন? শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীমাধবেন্দ্রকে ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর বলায় শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সম্প্রদায়ের নয়টি মূল,—নয়জন সন্ন্যাসী মধ্য মূল,—শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীচৈতন্যদেব মালী হইয়াও স্বয়ং মূল স্কন্ধ; মূল-স্কন্ধের দুই দিকে দুইটি স্কন্ধ, তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। সেই দুই স্কন্ধ হইতেই অসংখ্য শাখা ও উপশাখা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের,—

"একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥"

এই উক্তি হইতেও জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং মূল প্রচারকের লীলা করিয়াও তাঁহার সাক্ষাদ্ভাবেই সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি প্রচার বা সম্প্রদায়-গঠনের সহিত কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখেন নাই,—এই অকপোল-কল্পনা শ্রীচৈতন্যদেবের উপরিউক্ত বাক্যসমূহই সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছে। তিনি পঞ্চতত্ত্ব-রূপে সর্ব্বত্র ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণই ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার,—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৬০-১৬৭)

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া প্রচার-কার্য্য বিস্তার করিয়াছেন। তিনি প্রচারকগণের আরাধ্যতম মূলপুরুষ হইলেও স্বয়ং প্রচারকের পাঠ গ্রহণ করিয়া নিজ বিশ্বস্ত অনুগমণ্ডলীকে বিভিন্ন প্রদেশের প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে দুই সেনাপতি করিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিমদেশে সদাচার প্রবর্ত্তন ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি "অশেষ বিশেষে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টই প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন। দক্ষিণদেশের কর্ম্মী, জ্ঞানী, তত্ত্ববাদী, বৌদ্ধ, বিদ্ধ-রামোপাসক, শৈব, শাক্তমতাবলম্বী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে ভাগবত ধর্ম্মে আনয়নের জন্য স্বয়ং তৎ-প্রদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত এরূপ শুদ্ধভক্তির প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মধ্য নবম পরিচ্ছেদেও বলিয়াছেন—

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ পাষণ্ডিভাজনবিলান্
কৃপয়িত্বা বিমুচ্যৈতান্ গৌরচন্দ্রে স বৈকরান্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১)

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রচারাভিযান-কালে যখন যেখানে গিয়াছেন, তখনই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এই মত বার বার করে প্রভু শিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥
• • • •
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১৩০, ১৪৮)

প্রচার বিস্তার করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রচারকে পরিণত করাই ছিল তাঁহার প্রচারের

মূলমন্ত্র। সুতরাং তিনি প্রচারের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে সম্বন্ধ রাখিতেন না—এরূপ উক্তির কতটা মূল্য আছে, সুধীসমাজ বিচার করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীই ছিল এই,—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১৯-২১)

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে॥
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৪০-৪১)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে কএকটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও প্রচারের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ষ্ঠ অঙ্ক ৭ম অধ্যায়)

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী একটি সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র। তাঁহার প্রতি আমি প্রণত হই।

কালে নিজভক্তি-যোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বয়ং প্রবৃত্ত থাকিয়া তাঁহার পরম বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ এবং ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—

আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি।
"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর' এই ভিক্ষা।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর' কৃষ্ণ-শিক্ষা'॥
ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা।
দিবা-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥"
• • •
আজ্ঞা পাই' দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই। হই' এক-মন॥"
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে॥
দোহান সন্ন্যাসি-বেশ, যান যার ঘরে।
আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে, "এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৭-১০ ; ১৬-২০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবলমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে নাম-প্রচারে নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, স্বয়ংও নবদ্বীপে প্রচার করিয়াছিলেন এবং প্রতি ঘরে ঘরে প্রচারক প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে, কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥

হস্তে-পায়ে মিলি' নিজ-দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
সংকীর্ত্তন করিল এ তোমা' সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাসে মিলি' কর' গিয়া ঘরে॥"
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই' সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি' সবে চলে নিজ-বাস॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ হৃদি-মনে করি' ধ্যান॥
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মিলি'।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥
এইমত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন।
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে॥
মন্ত্র কৃপা করি' প্রভু পরিহার করে।
'অহর্নিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে"॥
প্রভুরে দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥
পরম আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
চতুর্দ্দশ-কালে যার বাজা'বার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে॥
'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৪-৯১)

আচার্য্য-লীলা-প্রদর্শন বা সম্প্রদায়গঠনের যে যে প্রধান কৃত্য, তাহা সকলই লোক-শিক্ষার্থ স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু আচরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়ের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধাভাবের আবিষ্কার করিয়া লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক রসতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থদ্বয় স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া তিনি লুপ্তগ্রন্থ-উদ্ধারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। এই উভয়গ্রন্থই তাঁহার মনোহভীষ্ট-প্রচার ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব। নগর-সঙ্কীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি ও নিজস্ব বস্তু, এজন্যই শ্রীনাথভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।৯৭-৯৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকে যে সকল মূলসূত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই কোটি কোটি গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারে। তিনি স্বয়ং গ্রন্থ লিখেন নাই, এই পরিবাদ অনেকটা মূঢ়তা-ব্যঞ্জক নহে কি? তিনি স্বয়ংই রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্তানুকূল গ্রন্থসমূহ প্রচার করাইয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে শক্তি সঞ্চার, তাঁহাদিগের দ্বারা যে যে গ্রন্থ রচনা করাইতে হইবে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ সবিস্তারে তাঁহাদের নিকট বর্ণন এবং সাক্ষাৎ সঙ্গ দান করিয়া গ্রন্থ-রচনার বাস্তব উপাদান-সমূহ প্রদান করিয়াছিলেন,—

লোক-ভিড় ছলে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, রস-তত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১১৪-১১৭)

শ্রীল সনাতন প্রভুকেও মহাপ্রভু সাক্ষাদ্ভাবে সবিস্তারে যে যে গ্রন্থ লিখিতে হইবে, তাহার উপদেশ ও তজ্জন্য উপাদান প্রদান করিয়াছিলেন,—

"পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রূপের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈলুঁ শক্তি সঞ্চারে॥
তুমি করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থ করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র করি' করহ প্রচার॥

মুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥
তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা
(চৈঃ মঃ ১৩।৯৭-৯৯, ১০১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত এই সকল বিস্তৃত সিদ্ধান্ত ও গ্রন্থ-রচনার উপাদান প্রাপ্ত হইয়া শ্রীসনাতন করিয়াছিলেন,—

তুমি যে কহিলা, এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু॥
পশু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ' মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৫, ১১৬)

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বলিলেন ও কি করিলেন, সুধী পাঠক শ্রবণ করুন,—

"যুক্তি যে শিখাই, তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হইতে হবে মোর বল॥"
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি' করে।
বর দিলা এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭, ১১৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের দ্বারা যে বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা যে স্বয়ং মহাপ্রভুরই সূত্রের অনুরূপ, বলিতে কি শ্রীমন্মহাপ্রভুরই রচিত, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ৩১৯—৩৪০ সংখ্যা পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। চরিতামৃত মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে সাক্ষাদ্‌ভাবে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী', 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে হুবহু প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, মথুরা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীসনাতনের বৃহদ্-ভাগবতামৃতে অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অতএব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের গ্রন্থ-রচনা সাক্ষাৎ মহাপ্রভুরই রচনা বলিতে হইবে। গ্রন্থের যিনি উপাদান দিয়াছেন, যিনি সাক্ষাদ্-ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তিনি গ্রন্থের লেখক নহেন, এরূপ উক্তি সারগ্রাহীর মুখে শোভা পায় কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-সঞ্চারিত হইয়া শ্রীরূপসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুরই সাক্ষাৎ বাণীবিগ্রহকে তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভাষার অলঙ্কারে সাজাইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য নিজজন ও যোগ্যতম পাত্র বলিয়া সাধারণ ভারবাহী ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা ও সিদ্ধান্ত ধরিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। তাঁহাদের লেখনী শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীরই অর্চ্চাবতার বা স্বয়ং গৌরসুন্দর। ভারবাহিসম্প্রদায় একথা বুঝুন, আর নাই বুঝুন, ইহা যাতব সত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর পুরীতে তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্ধারণ করায় গৌড়দেশে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারের সম্বন্ধে সমস্ত সংস্পর্শ হারাইয়াছিলেন, উহার যে'য় এই মতবাদ কিম্ব কোন প্রামাণিক ইতিহাস সমর্থন করে না। সন্ন্যাস-লীলা-প্রকাশের পর শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতিবৎসরই গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিয়া একাধিকক্রমে চারিমাস-কাল মহাপ্রভুর নিকট সঙ্কীর্ত্তন ভাগবত-সিদ্ধান্তই শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের অন্যকোন কৃত্য ছিল না; ঘরে আসিয়াও তাঁহারা সেই সকল বিষয়ই একান্তভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুশীলন করিতেন। বহির্ম্মুখ সংসার পালন বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার চেষ্টা তাঁহাদের একান্ত পরমার্থানুশীলনময় জীবনে স্বপ্নেও প্রকাশিত হয় নাই,—

এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস॥
• • •
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভুসঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৪৭, ৬২)
• • •
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমশক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৪, ১৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বলিতেছেন,—

প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৭)

চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬)

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সব বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রতিবৎসর আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—"যাহ গৌড় দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৩৭—৪২)

এই সকল বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি সকল গৌড়ীয়ভক্তই প্রতি বৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেন এবং অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ রাখিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা বহুজীবের ন্যায় অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশ ও শিক্ষা বিস্মৃত হইবার অধিকারী নহেন, তথাপি লোকশিক্ষার্থ এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে তাঁহারা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ও সঙ্গ প্রতিবৎসরই লাভ করিতেন। অতএব এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সংস্পর্শ লাভ না করায় তাঁহারা মহাপ্রভুর মত হইতে স্বতন্ত্র মত প্রচার করিয়াছিলেন, ভট্টর ঘোষ এই বিচার সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর হটাদুসরণকারী ছিলেন না, তিনি ভিন্ন মতাবলম্বী ও ভিন্ন মত-প্রচারক ছিলেন এজাতীয় বিচার যে মস্তিষ্ক হইতে সৃষ্টি করিলেন? বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণ ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের বাক্য হইতে ইহাই স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ ও উপদেশ লইয়াই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ-লীলায় নবদ্বীপে মহাপ্রভু সাক্ষাদ্ভাবে নিত্যানন্দের দ্বারা নবদ্বীপের নগরে নগরে, দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তি প্রচার করাইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক দিন 'দিবা-অবসানে' প্রচারের বার্ত্তা ও ফল মহাপ্রভুকে জানাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের পরও মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত যুক্তি করিয়া গৌড়দেশে কি ভাবে প্রচার করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতি-বৎসর স্বয়ং আগমন করিয়া ও ভক্তগণের দ্বারা প্রেরণ করিয়া গৌড়দেশে প্রচারের যাবতীয় সংবাদ মহাপ্রভুকে জানাইতেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও প্রতিবৎসর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া গৌড়দেশের প্রচারের বার্ত্তা জানাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্ত্য-লীলায় দিব্যোন্মাদে বিভোর ছিলেন, তখনও যে তিনি গৌড়দেশকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে। গৌড়দেশের প্রচারকার্য্য তখনও যে মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট হইতে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা নহে। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে মহাপ্রভু সমগ্র "গৌড়ীয়া"র মালিক করিয়া দিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণকে তিনি সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও মূলস্কন্ধের অন্যতম দুই স্কন্ধরূপে নবদ্বীপের আরব্ধ ফলোজ্জান-কর্ম্মকে পল্লবিত ও বিস্তারিত করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু তাঁহার দিব্যোন্মাদ লীলা-প্রকাশকালেও প্রতিবৎসর পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন, জগদানন্দ গৌড়-দেশের প্রচারের সংবাদ প্রতিবৎসরই মহাপ্রভুকে আনিয়া দিতেন। (চৈঃ চঃ অঃ ১৯) এই সম্বন্ধেই পণ্ডিত জগদানন্দকে অদ্বৈত প্রভু তর্জ্জা প্রহেলিকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভুকে গিয়া বলিও লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নাই। (চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২০—২১)।

শ্রীচৈতন্যের সিদ্ধান্ত হইতে শ্রীনিত্যানন্দের কর্ম্মমত

স্বতন্ত্র ছিল,—এই কুবতবাদ ভট্টার যে বোধ হয় কোন কোন সহজিয়া-পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কল্পিত 'নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত' মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত নহে। ম: ম: পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের চৈতন্য—মায়াবাদী ও স্মার্ত্ত-চৈতন্য !! বা তর্করত্ন মহাশয়ের কল্পিত অদ্বৈতন্য। বেদব্যাস মহাশয়ের অদ্বৈত অনুগ্রহমোহনাবতার শঙ্করাচার্য্যের দ্বিতীয় প্রতীক। আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিত্যানন্দও নেড়া-নেড়ীর দল বা বৃহদ্ব্রত দলের নেতা অনিত্যানন্দ বা জড়ানন্দ। সেই সকল বহির্ম্মুখ ভোগী ও ত্যাগি-কল্পিত চৈতন্য অদ্বৈত-নিত্যানন্দের (?) সহিত বা ভূত-প্রেতবাদী কোন কোন ব্যক্তির চৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতের (?) সহিত কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতের কোনই সংযোগ নাই ভট্টার যে বোধ হয় কোন কল্পিত নিত্যানন্দের সহিত ঠাকুর বৃন্দাবনের অভীষ্টদেব ও সমগ্র জীবজগতের মূল আশ্রয় নিত্যানন্দের বিবর্ত্ত উপস্থিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরেই বঙ্গদেশে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের অধঃপতন হয়, একথা সর্ব্বতোভাবে ঠিক নহে। কারণ গোস্বামিবৃন্দের আচার ও প্রচার তখনও সজীব ছিল। আর যদি কোথাও কোথাও শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ভাগবত-ধর্ম্মের বিকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য বা শ্রীনিত্যানন্দকে দায়ী করিতে হইবে, ইহাও বাস্তবধর্ম্ম-জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর কেন, হয়ত' তাঁহার সমসাময়িক কালেও কেহ কেহ আপনাকে 'নারায়ণ', 'রঘুনাথ' প্রভৃতি বোলাইয়া নূতন নূতন আসুরিক অবতারের আখড়া সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সময় কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, বা পৌণ্ড্রকবাসুদেবের অভ্যুত্থান হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী সাব্যস্ত করা পারমার্থিক ইতিহাসের সীমানার বহু দূরে অবস্থিতির সাক্ষ্য। জীব স্বতন্ত্রভাবলে ভগবদ্বিমুখতা লাভ করিতে পারে। কৃষ্ণের অপ্রকট লীলার অব্যবহিত পরেই জগতে নানা প্রকার অনিষ্টের সূচনা হইয়াছিল। কৃষ্ণের অন্ত্যলীলা প্রকাশ করিবার সমসাময়িককালে যদুবংশের ধ্বংস হইয়াছিল। এসকল কথা কেবল প্রাকৃত-সাহিত্যিকী মনীষার দ্বারা বুঝা যায় না, বুঝিতে হইলে পারমার্থিক বাস্তব জীবন প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরও গোস্বামিবৃন্দের প্রচার, তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর প্রচার বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় মহাপ্রভুর প্রচার-স্রোতকে প্রবাহিত রাখিয়াছিল। উড়িষ্যা এখনও পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের সুরক্ষিত স্থান হইয়া রহিয়াছে, ইহা কতটা পারমার্থিক ইতিহাসসম্মত, তাহাই বিচার্য্য। অবশ্য গৌড়দেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে প্রাদেশিকতার গণ্ডী আনিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করা আমাদের বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্য নহে; তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, উড়িষ্যায় প্রাকৃত জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার বন্ধন কতকটা সুদৃঢ় বলিয়া সেখানে অতিবাড়ী, জগন্নাথ দাস মহাশয়ের প্রচারিত বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মেরই সুদৃঢ় দুর্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নিষ্কাম গৌড়দেশে যেরূপভাবে বিকৃত হইয়াছে, উড়িষ্যায়ও তদ্রূপই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বরং অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের বৈষ্কবধর্ম্ম বঙ্গদেশীয় শ্রীচৈতন্যের বৈষ্কবধর্ম্মকে স্থানে স্থানে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্যের বাহ্য প্রচারের অনুকরণকেই অভ্যর্থনা করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আচার্য্য-লীলার প্রকাশ করিবার মূলে প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার যে কোন শ্বাসানুশ্বাসই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু যে মহাপুরুষ এ বিষয়টি তাঁহার জাগতিক মনীষাবলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবে কেবল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের আদর্শ বা কেবল ভাবকান্তির আদর্শ, যাহা দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন বা দেখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাঁহার সেইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ছাঁচে শ্রীচৈতন্যদেব পতিত হন না। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভগবান্‌কে কিরূপভাবে ভজন করিতে হইবে, অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং আচার্য্যলীলারও অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে কেবল আচার্য্যলীলার অভিনয় দেখাইবার তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ তিনি স্বয়ংই ভগবদ্বস্তু বা স্বয়ংই ভজনীয় তত্ত্ব।

তাঁহার অনুগমতলীর উপর তিনি সম্প্রদায়-গঠনের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও আবির্ভাবের প্রয়োজন এবং তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের কার্য্যসমূহের যথার্থ সমন্বয় ও সার্থকতা বিধান করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য সম্প্রদায়-গঠন-

কার্য্য আবশ্যক, তিনি এতদিকে যেরূপ স্বয়ং নিয়ামক হইয়া তাঁহার অনুগবর্গের দ্বারা তাহা সম্পাদন করাইয়াছেন, অপর দিকে তাঁহার স্বতন্ত্র-বিতন্ত্রনরূপ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য তিনি মুখ্যাধিকার-সিদ্ধ শ্রীরাধার অধিরূঢ় মহাভাব ও দিব্যোন্মাদ-লীলারূপ তত্ত্বের সর্ব্বোত্তমভাব আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার যে প্রাকৃত ভাবুকতাকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের সর্ব্বোত্তমাবস্থা দিব্যোন্মাদনের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া কেলিলে সুধীগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে পারিবেন না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অভিব্যক্তি ও অন্যাধান শ্রীচৈতন্যের নিয়ামকত্বেই সাধিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বতন্ত্র-বিতন্ত্রন-প্রয়োজনাবতারী স্বয়ংরূপের তত্ত্বের ভক্ত শুদ্ধ-ভাগবত-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। স্বয়ং গৌরসুন্দর নবদ্বীপে স্বহস্তে সেই শুদ্ধ-সম্প্রদায়-তত্ত্বাশ্রিত-মহীরুহের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বয়ং যুগপৎ প্রেমাময়তনু ও মালাকার হইয়া নবদ্বীপে যে ভক্তিকল্পোদ্যান রচনারূপ ভাগবত-সম্প্রদায়-রচনা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, পুরুষোত্তম ও বৃন্দাবনে সেই প্রেম-কল্পোদ্যানই প্রসারিত ও পুষ্ট হইয়াছিল। সেই কল্পোদ্যানের অমৃত ফল পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিতরণের জন্য তাঁহারই আহ্বানে ও আদেশে তাঁহার সমসাময়িককালের, তাঁহার আবির্ভাব-লীলার পূর্ব্বকালের ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের অনুগমণ্ডলী তাঁহাদের স্ব স্ব সেবার ভাজন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, হইতেছেন ও হইবেন। তাঁহার প্রকটকালের পূর্ব্বে বিল্বমঙ্গলাদি, তদ্রূপ খ্রী প্রকৃতি এবং পরবর্ত্তিকালে গোস্বামিত্রিক শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাসের এক প্রবল ও সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগের পরে ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ,ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই সেই প্রেমাময়তনু ও মূল-মালাকারেরই মনোঽভীষ্ট সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র হইয়া সম্প্রদায় রচনা করেন নাই। যাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া সম্প্রদায় রচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া-ছিলেন, ঠাকুর বৃন্দাবন ও কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রাথমিক লেখনীর মধ্যে তাহার তীব্র প্রতিবাদ লক্ষিত হইয়াছে,—

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই ফলপ্রেমফলে জগৎ ভরিল॥
সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে, ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫-৭)

কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৯, ১০)

শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা, সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ সংখ্যার পর)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা।

"দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে"র শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যাও প্রভূত গৌরবে, চিত্রে ও বর্ণে সুসজ্জিত হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের পরিব্রাজকাচার্য্যগণের 'প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি', 'আচার্য্য-প্রকটতিথি-বন্দনা', 'অভীপ্সিকা', পরিব্রাজকাচার্য্যগণের ছাত্রগণের 'নমনিবেদন', এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় অঞ্জলি ও প্রবন্ধ ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ-দানের সূত্র', 'প্রকটতিথিতে প্রসাদ প্রার্থনা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক অঞ্জলিই ভক্ত-হৃদয়ের আর্ত্তি ও বহুশিক্ষাপূর্ণ সম্ভারে সুশোভিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনোপলক্ষে কতিপয় চিত্রও শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

"পরমার্থী"—শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

১লা মার্চ্চ তারিখের 'পরমার্থী' পত্রের সংখ্যাটি দর্শন করিয়াও আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। উৎকল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ-গৌরবে, অঞ্জলি-সাহিত্যে ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠবে "পরমার্থী"র ব্যাসপূজা সংখ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার মাননীয় সরকার বাহাদুর "পরমার্থী" পত্রটিকে স্কুল ও কলেজের নৈতিক শিক্ষার জন্য অনুমোদন প্রদান করিয়া সৎশিক্ষা-প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। উৎকল-সাহিত্য এইরূপ অমূল্য পারমার্থিক সাহিত্য-দ্বারা সমৃদ্ধিত হইতেছে দেখিয়া সাহিত্যিক মাত্রেরই আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড

আচার্য্যপ্রবর-বিরচিত শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীর দ্বিতীয়-খণ্ড কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ড 'পত্রাবলী' প্রথম খণ্ড হইতে অনেক বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেকটি পত্র বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সকল পত্রের অধিকাংশই "গৌড়ীয়ে" বা কোথাও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল পত্র পাঠে একাধারে সিদ্ধান্ত, তত্ত্ব, ইতিহাস ও সংশিক্ষা এবং পারমার্থিক জীবনের অনেক প্রশ্নের যথার্থ উত্তর ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইবে। আমরা প্রত্যেক মঙ্গলকামী ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে এই পত্রাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় লালগোলা-ঘাট-প্যাসেঞ্জারে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধামমায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী ঐ দিবস কলিকাতা হইতে মঠের মোটর লইয়া প্রভুপাদের কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর পৌঁছিলে ব্রহ্মচারীজী তাঁহাকে লইয়া নবদ্বীপঘাটে আসেন। শ্রীধাম মায়াপুরের পারে "শ্রীধাম মায়াপুর" মোটর-বাস অপেক্ষা করিতেছিল। ব্রহ্মচারীজীর মোটর পার করিতে বিলম্ব থাকায় প্রভুপাদ উক্ত বাসযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে বিজয় করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ খোলকরতালাদি-সহ কীর্ত্তন-যোগে ঘাট হইতে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের শ্রীধাম-বিজয় বন্দনা করেন। কোন কোন ভক্ত স্বরূপগঞ্জের পারে আসিয়া প্রভুপাদের মোটর হইতে অবতরণ-কালে তাঁহাকে পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। কলিকাতা হইতে মহা-মহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিষ্কামদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ, শ্রীপাদ বিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরজন্মোৎসব পর্য্যন্ত শ্রীধামে অবস্থান করিবেন।

শ্রীযোগপীঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থল শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে এবার শ্রীধামে বিরাট্ মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিশ্ব সমরবিজয়ী পরমশ্রী শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং পাত্র-মিত্র-সহ আগামী ২০শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবস শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারী এবং শ্রীমন্দিরের-

তিথি-বন্দন-কালে স্বতঃপ্রকাশিত অনাদিসিদ্ধ শ্রীঅধোক্ষজ' বিগ্রহের সেবা-সংস্থাপন উপলক্ষে এবার যে অকুণ্ঠপূর্ণ বৈকুণ্ঠকথা-সুধাসুরধুনীর প্লাবন আনয়ন করিবেন, আমাদের অযাচিতে অহৈতুকভাবে যে ব্রহ্মাদিদেবদুর্লভ কৃপাবিন্দুর বিতরণ করিবেন, যে ভুবনপাবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের আয়োজন করিবেন, সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইবার, ভুবন-বরেণ্য আচার্য্যের কৃপাবধান মস্তকে ধারণ করিবার, সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিবার বিচার যে ভাগ্যবান্ আদর পূর্ব্বক নিষ্কপটে বরণ করিবেন, তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় মহামন্ত্রের সাধন ভজনে অনায়াসে অগ্রসর হইয়া যাইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখপদ্ম হইতে আমরা আমাদের পারমার্থিক জীবন-প্রারম্ভ হইতে যে 'অধোক্ষজ'-বিচার শ্রবণ করিয়া আসিতেছি, শ্রীল প্রভুপাদের সেই বাণী আজ শ্রীযোগ-পীঠে সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া ভজন-চতুরগণ-সমীপে মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমলীলার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। অক্ষজজ্ঞান-প্রভাবিত জগতের কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণধামকে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-দ্বারা মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতাকে নিরাকরণ করিবার—দলিত,প্রশমিত, চূর্ণীকৃত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অধোক্ষজদেব তাঁহার এক হস্তে 'কৌমোদকী গদা' ধারণ করিয়াছেন; জগতের কৃষ্ণেতর কোলাহল স্তব্ধ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে জগদ্বাসীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, অভক্ত-হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার ও ভক্তহৃদয়ে সেবোৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ভগবান্ অধোক্ষজ তাঁহার অন্য হস্তে 'পাঞ্চজন্য শঙ্খ' ধারণ করিয়া মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন; কৃষ্ণভোগ্যা জগতের ভোগ বা ত্যাগ-বিচার-মূলক কুদর্শনকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সুদর্শন প্রদানের জন্য ভগবান্ তাঁহার অপর হস্তে কোটি-সূর্য্যপ্রভাব-পরাভবকারী মহাতেজোদ্দীপ্ত 'সুদর্শনচক্র' ধারণ করিয়াছেন; জগদ্ ভোগ ও ত্যাগ দর্শন-মুক্ত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শ্রীরূপানুগ-স্বজন-বিজন কৃষ্ণানুভূত্যাশ্রিত, শ্রীগৌর-ধাম-নাম-কামাশ্রিত, শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্রীস্বরূপরূপানুগ বিচারানুগত ভাগ্যবান্ ভক্তকে কৃষ্ণপ্রেমলীলাপ্রকটকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শেষদায়ী' ও 'আলালনাথ'-দর্শনের আনুগত্যে মাধুর্য্য ও মাধুর্য্যে বিপ্রলম্ভ-ভাবময় দর্শন-সৌভাগ্য-সম্পদ্ প্রদান করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজ তাঁহার অন্য হস্তে 'শ্রীবাস পদ্ম' ধারণ করিয়াছেন। শুদ্ধ রাগানুগ ভক্তি-যোগৈশ্বর্য্যই গৌড়ীয়ের প্রধান সম্পদ্, শ্রীস্বরূপ-রূপানুগত্যেই গৌড়ীয়ের সেই স্বরূপের সৌষ্ঠব সম্প্রকাশিত। ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত জনগণ জগতের অক্ষজ-বিচারে বিক্ষার প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের এই স্বরূপরূপানুগ অধোক্ষজ-বিচার-বৈজয়ন্তী-তলে আশ্রয় লইবার জন্য প্রধাবিত হইবেন। আর একান্ত ভাগ্যহীন জন "উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ" ন্যায়-বদনে তাঁহাদের অক্ষজ জ্ঞান বা অজ্ঞানান্ধকারাবৃত কালসর্পাবাস কোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিবারই দুর্ভাগ্য বরণ করিবেন! শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যানুরূপ বিশ্বের সকল সজ্জনকে এবার শ্রীধাম মায়াপুরে আহ্বান করিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের "যত্নে নিধায় হৃদয়ে" বিচারানুসরণে বলিতেছেন—"চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" সত্য সূর্য্যের প্রকাশকে—সত্যবাণীর গতিকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। সত্যের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। মৎসরস্বভাব দুর্জ্জনগণের শত শত বিরোধ-চেষ্টাকে ধিক্কার, ধুৎকার প্রদান করিয়া স্বয়ং ধামেশ্বরই আজ তাঁহার নিজ-ধাম, নিজ-নাম, নিজ-কাম প্রকাশ করিতেছেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তিই কৃষ্ণনাম, ধাম ও কামের প্রকাশক, অন্যে নহেন। এই সকল কথা সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ, পঠন ও বিচারণ-পর হইলেই নির্ম্মৎসর হইয়া বিমুক্তি-লাভ সম্ভব। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আগামী কল্য (২৭শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ রবিবার) শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার অধিবাস, আগামী পরশ্ব (২৯শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ সোমবার) হইতে পরিক্রমা আরম্ভ। প্রথম দিন অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। ১২ই মার্চ্চ সীমন্ত দ্বীপ, ১৩ই মার্চ্চ গোদ্রুম দ্বীপ, ১৪ই মধ্যদ্বীপ, ১৫ই কোলদ্বীপ, ১৬ই ঋতুদ্বীপ, ১৭ই জহ্নুদ্বীপ, ১৮ই মোদদ্রুম দ্বীপ ও ১৯শে মার্চ্চ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা এবং ৩রা চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীশ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমায়, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌর-জন্ম-মহামহোৎসব, নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ।

শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

আগামী ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ সোমবার অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমাদিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃ শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামসীতা শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদন করাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের সেবায় 'ভক্তিবিজয়', শ্রীযোগপীঠে সৈদ্ধান্তিক আলোক

পরমারাধ্যতম শ্রীপাদ নবীনতম ভক্তিবিজয় প্রভু সর্ব্বাগ্রে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আরাধ্যমন্দির শ্রী'ভক্তিবিজয়' ভবন নির্ম্মাণ এবং শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির, ভোগমন্দির, সেবকগণ এবং সেবাসংশ্লিষ্টে সৈদ্ধান্তিক আলোকমালার সেবা-সৌভাগ্য বরণ করিয়া গত বৎসর গৌরজন্মোৎসব-কালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-সেবা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট আবিষ্টচিত্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই সেবার ভার প্রদান করেন। গৌরজনের প্রসন্নতাই যে গৌরহরির প্রসন্নতা-লাভ, ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন-স্বরূপ ভক্তিবিজয় প্রভুর এই গৌর-মন্দির-সেবা অর্জ্জন। এই শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে এক অলৌকিক ঘটনা কার্য্যের সত্যের গুরুত্ব সূচনা করিয়াছিল, ইহা বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নাই। গত বৎসর গৌরজন্মোৎসবকালে যেখানে প্রভুপাদ পুষ্প-ধূপ-তুলসী-দ্বারা অঙ্গনমুখে শ্রীমন্দিরের ভিত্তির শুভারম্ভ করেন, ঠিক সেই স্থানেই গত ৩০ বৈশাখ, ১৩৪১; ইং ১৩ মে, ১৯৩৪ বুধবার ভিত্তি-খননকালে পদ্মদলাবদ্ধ-চক্রধারী 'শ্রীশালগ্রাম' বিভূমূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকার ঘটনা মনুষ্যের সৃষ্ট বা কল্পিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ দৈববযোগ, চন্দ্রসূর্য্যোদয়ের ন্যায় ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শ্রীমন্দিরের কার্য্যারম্ভ হইতে কি জানি কি এক মহাশক্তির ন্যায় যেন সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে সেই শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য নক্সা ও অন্যান্য সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম কার্য্য এখনও অনেক বাকী, উহা সম্পূর্ণ হইতে আরও কিছুদিন বিলম্ব হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরাভ্যন্তরের কার্য্য দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করাইয়া আগামী ৬ই চৈত্র, ২০ মার্চ্চ বুধবার গৌরপ্রকট পূর্ণিমায় ঐ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এতদুপলক্ষে এক বিরাট্ মহোৎসব হইবে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে প্রভুপাদ এই উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য বরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই ভবিষ্যবাণী ছিল যে,—শ্রীযোগপীঠে এক অপূর্ব্ব মন্দির প্রকাশিত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃকই আজ বোধ হয় সেই ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট এতদিনে পূর্ণ হইল। ভক্তিবিজয় প্রভু ভক্তিবিনোদ বাণী-মনোহভীষ্ট-সেবার সহায়ক হইয়া আজ যে, শ্রীল গৌরকিশোরের কৃপাশীর্ব্বাদ-লাভের সৌভাগ্য বরণ করিলেন, সেই সৌভাগ্য অন্যকোটি-সঞ্চিত সুকৃতিরও লভ্য হইবার নহে। শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-প্রচারকের মনোহভীষ্ট-সেবাতেই সেবার সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত। ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠের ন্যায় শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত মন্দির, প্রাচীন মন্দির এবং সেবকবর্গাদি সৈদ্ধান্তিক আলোকমালায় বিভূষিত করিতেছেন। পূর্ব্বের ডাইনামো অপেক্ষা এই ডাইনামোটি তিনগুণ আরও অধিক শক্তি-বিশিষ্ট হইবে। এই ডাইনামো হইতে শ্রীপাদ নবীন ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের আলোকদান বোধ হয় সম্ভব হইবে। ভক্তিবিজয় প্রভুর শ্রীগুরু-ভক্তিবিজয়ার্থে আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে। এতদ্বারে শ্রীযোগনাম, শ্রীগৌর-ধাম ও শ্রীগৌরকাম-সেবার সৌভাগ্য-লাভ অল্পভাগ্যের কার্য্য নহে। ভক্তিবিজয় প্রভুর চিত্তে শ্রীধামের আরও অনেক সেবার সঙ্কল্প আছে, ইহা আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। এখনও শ্রীযোগপীঠের নাটমন্দির, সেবকগণ, সুবৃহৎ সুতিস্তম্ভ, ঈশোদ্যান, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ভুবন ঘাট পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, শ্রীধামের সর্ব্বত্র সুনির্ম্মল পানীয় জল বিতরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি বহু সেবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের সেবাবৃত্তিকে আকর্ষণ করিতেছেন। জানিনা, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যফলকে সেই সকল সেবার সৌভাগ্য-তিলক সুশোভিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিফোন

গত ২০ ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীভক্তিবিজয়ভবন ও শ্রীচৈতন্যমঠের অফিসের মধ্যে টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের মধ্যেও টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে। এই সেবাও শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভু বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে এই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রণব নামেরও শ্রীধাম-সেবায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যম আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহন কাব্য-কোবিদ মহোদয়ের এই টেলিফোনের সংযোজনব্যাপারে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

বাস্তবিক সভ্যতার যুগে ভক্তবিজ্ঞান মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য যে সকল নব নব অবদান আবিষ্কার করিতেছেন, ভক্তবিজ্ঞান-বহুবিদ্ সেই সকল অবদানের মূল নিমিত্ত-কারণ স্বরূপে ভগবদ্ভক্তিপ্রেরণা জানিয়া ভগবদ্ভোগ্য

ভগবদ্দর্শনে ভগবানের সেবার নিমিত্তই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অদ্বৈতোপ-ত্যাগবিচারযুক্ত দর্শনে তাদৃশ প্রতীতির অভাব থাকায় উহাকে কখনও প্রয়োজনীয় বোধে ভোগ্য, কখনও বা অপ্রয়োজনীয় বোধে ত্যাগ্য বিচার আসিতে পারে; কিন্তু যাঁহাদের সমগ্র জীবন সম্পূর্ণরূপে হৃষীকেশ-সেবনবিচারময়, তাঁহারা উহার প্রকৃত ব্যবহার জানেন। বিজ্ঞানের ব্যবহার আবিষ্কার ভগবদ্ভক্ত-কর্ত্তৃক শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই মৌখাধিকারকর্ত্তৃগণের সুকৃতিলাভের সম্ভাবনা আছে; তাঁহাদের প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হয়।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রবণ-সদন

শ্রীল প্রভুপাদ মাটাবাঙ্কিবের নাম 'শ্রবণ-সদন' দিয়াছেন। আমরা শ্রবণের অপেক্ষা না রাখিয়া কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহাতে নানাপ্রকার বাহ্যিকতার সৃষ্টি হয়। শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনেই আমাদের হৃদ্গতভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ঔদার্য্যময়ীসত্তার শ্রীগৌর-কথিত সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন। এইখানে গতবৎসর গৌরকান্তোৎসববাসরে অনিন্দিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীমন্দির-সম্মুখে 'শ্রবণ-সদন' এর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কার্য্যটি অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছে।

নিউদিল্লীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রের সম্পাদকসঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গোহাটিস্থ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ৭ মার্চ্চ, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সহিত এক যোগে প্রচার-কার্য্য করিতেছিলেন।

মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ ও ভগবৎকথালাপ

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীব্যাসপূজা-দিবস নিউদিল্লীতে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা মহামান্য লর্ড উইলিংডন বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গোস্বামিপ্রভু ভাইসরয় বাহাদুরের কক্ষের দ্বারদেশে পদার্পণ মাত্র তিনি তাঁহার চেয়ার ছাড়িয়া ১০।১৫ ফিট অগ্রসর হইয়া গোস্বামিপ্রভুকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন। গোস্বামিপ্রভু তাঁহার নিকট 'মাদো শ্রদ্ধা' গ্রন্থ হইতে steps to the temple of Divine love (ভগবৎপ্রেম মন্দিরে প্রবেশের ক্রমপন্থা) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন—শ্রদ্ধালীন জনগণ কীর্ত্তন শ্রবণের দ্বারা শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন এবং শ্রদ্ধাবান্ জনগণ প্রত্যেক বিষয়ের অনুকীর্ত্তন-প্রভাবে ভজনোন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ভগবৎকথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনই—উপায় ও উপেয়। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভাইসরয় বাহাদুর বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য প্রদর্শন করিলে তিনি তাহা বিশেষ মনোযোগ সহকারে দর্শন ও তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভারতবর্ষ ও বিলাতের প্রচার সম্বন্ধেও গোস্বামিপ্রভুর সহিত তাঁহার অনেক আলাপ হয়। গোস্বামিপ্রভু ভাইসরয় বাহাদুরকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নামক গ্রন্থখানি উপহার প্রদান করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার তারিখে নিউদিল্লীর **The national call** ('নেশনাল কল') নামক পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

New Delhi, Wednesday

Mahamahopadeshak Pandit Atul Chandra Banerji Bhaktishastri had a long interview with His Excellency the Viceroy on February 23 and spoke to him about the life and Precepts of Lord Sri Krishna Chaitanya and also about the activities of the Gaudiya Misson in India and abroad. His Excellency appreciated the Mission's work.

ঐ দিবস (২৩ ফেব্রুয়ারী) দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাস-পূজা-উপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভারম্ভের পূর্ব্বে মঠের আসন ঘরে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য স্থাপন করিয়া ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে মঠসেবক-গণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া 'অপ্রাকৃত ব্যাস-পূজা' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটি ইংরাজী 'হারমণিষ্ট' পত্রে প্রকাশিত হইবে। তৎপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বক্তব্যায় সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। সমবেত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত 'নেশনাল কল' পত্রের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় এই সংবাদটিও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু গত ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে মাড়বারের শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য গোস্বামী শ্রীযুক্ত দামোদরলালজীর সহিত তাঁহার নিউদিল্লীস্থ ভবনে কিছু হরিকথা আলাপ করেন। গোস্বামীজীর সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি তাঁহার পুত্র ও দৌহিত্রকেও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও গোস্বামি-প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার উপদেশ করিয়া বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-রক্ষণে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। গোস্বামীজী

ইংরাজী জানেন না, সংস্কৃত কিছু কিছু জানেন, ভাগবতের দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে শ্রীপাদ ভক্তিদয়িতমাধব প্রথম-ক্রমে আচার ও প্রচারের দুপক্ষে প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব-সদাচার পালনের বিচার উত্থাপন করেন।

মধুমন্দিরে নিবাসী ও দিল্লীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত গৌরেন্দ্র কুমার লাহিড়ী এম্-এল-এ মহোদয়ের সহিত শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, তৃণ্যাশ্রমী মহারাজ ও গোস্বামী প্রভুর একদিন নিউ দিল্লীতে দেখা হয়। লাহিড়ী মহাশয়ের গীতার কিছু কিছু আলোচনা আছে। গোস্বামীজী গীতার মর্ম্মার্থীবধারণে বৈষ্ণবাচার্য্য অনুবর্ত্তনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নিউ দিল্লীতে Mr. P. T. Jones C. I. E. Superintending Engineer (মিঃ এফ্ টি জোন্স্ সি, আই, ই, সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার) মহোদয়ের সহিত শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলাপ করেন।

গত ১লা মার্চ্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥ টায় নিউদিল্লীর তাল্‌কটোরা ক্লাবে (Talkatora club) লেজিস্‌লেটিভ্ এ্যাসেম্‌ব্লির ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূতা হয়। ঐ সভায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু উভয়েই "Philosophy of Lord Shree Krishna Chaitanya" (মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন) সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ এবং সভাপতি মহোদয় সেই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই প্রকার হৃদয়গ্রাহী বাগ্মিতা এই ক্লাবের ইতিহাসে এই সর্ব্ব প্রথম। সভাপতি মহোদয় কঠোর রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মসভায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভের জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহার অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারবিষয় শ্রবণের অবসর করিয়া লইয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ ভালই হইয়াছিল; তবে তাঁহার 'সর্ব্ব সাধারণে সাধ্য' সিদ্ধান্ত শ্রোতৃবৃন্দের পূর্ব্বগতী বক্তৃতার তাৎপর্য্যানুযায়ী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর শিক্ষানায় বলিয়া বিচার্য্য হয় নাই। নারায়ণ ও নরে নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বৈষ্ণব-দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার অনুধাবন করিলে সভাপতি মহোদয় এই বিষয়ে আরও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। কলিকাতার ৯ মার্চ্চ বুধবারের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে উক্ত সভার বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকায়'ও অদ্য ঐ সংবাদটি বাহির হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধার করিলাম :—

["অমৃতবাজারপত্রিকা" পত্রিকার ১ মার্চ্চ, ১৯৩৯]

PHILOSOPHY OF CHAITANYA

Love of Lord

An Interesting Delhi Lecture

(From our own Correspondent)

New Delhi, Mar. 5

At a public meeting, organised by the Talkatora Club, New Delhi, on last Friday evening under the presidency of Mr. Akhil Chandra Dutt, Deputy President of the Legislative Assembly, Pandit Atul Chandra Banerjee, Bhakti Shastri and Tridandi Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj spoke on the life and teachings of *Sree* Krishna Chaitannya.

Mr. Akhil Chandra Dutt in accepting the chair observed that it gave him an opportunity to be away from the excitement of politics in the serene atmosphere of a religious discourse.

Pandit Atul Chandra gave a brief history of the life of Mahaprabhu from his birth to his 'tirolhan' and observed that of the five possible relationships between man and God that of the consorthood of the Godhead is the highest form of Theism. Sree Chaitanya practised it only with his very close followers. He observed that devotion did not lie in the accompanying body, but it in the soul. As sound is Brahma God-realisation is possible through the chanting of the transcendental words. The ideal of a Vaisnab is love for the Lord. He exhorted the audience to trust in God and to do the right.

Tridandi Swami B. P. Tirtha Maharaj observed that man in his conditioned state was apt to fall a victim to these fourfold errors viz. (a) mistake, (b) inadvertance, (c) inaptitude of senses and (d) inclination to deceive others. There is a wide difference in an observation from a mundane plane and that of a spiritual plane. In the latter there is no angular defect in the angle of vission. The congregational chant of the transcendental name is the universal Church of the Vaisnabs In which all can join irrespective of caste or creed. He observed that unity was possible only through transcendental plane. Attempt for unity through

material plane would only lead to chaos and disorder. Sree Krishna Chaitanya took his birth to fathom the deep spiritual love of Sree Radha for Sree Krishna and showed to humanity how that sublime love could be practised.

Mr. Dutt observed that his conception of Vaisnavism was universal brotherhood which could be attained by service to humanity.

Mr. K. E. Mathews Secretary, Talkatora Club, offered the customary vote of thanks to the chair as well as to the speakers of the evening.

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগদীশপ্রসাদ এম্-এস্-ই ও রায় বাহাদুর তাঁর সহযোগী দুর্ভাগ্যবশতঃ এম্-এস্-এ পরীক্ষা আরও অনেক বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

গোয়ালিয়রে প্রচার

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গোপাল আয়েঙ্গার (কাইনান্স্ মেম্বার, গোয়ালিয়র ষ্টেট) মহোদয়ের সভাপতিত্বে নন্দর টাউনহলে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু "Divine Love" (ভগবৎপ্রেম) সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সভা ভিন্ন মহোদয় সহ একঘণ্টা ধরিয়া ঐ বক্তৃতার বিষয় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখেও ৪-৪৫ মিনিটের সময় দরবার হলে কৈলাসনারায়ণ হাকসার বি, এ (Mashir-i-khas Bahadur, C. I. E. Kt., Political member) মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়। ঐ সভাতেও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ গোস্বামি প্রভু "Philosophy of Lord Sri Krishna Chaitanya" (মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয় ঐ বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীত হন। তিনি ভারতবর্ষের বড় বড় ষ্টেট তাঁহার বন্ধুবান্ধবের নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—They are transparently genuine" ইত্যাদি। তিনিও বক্তৃতার বিষয় একঘণ্টা ধরিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

দুইদিনের সভায়ই বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, ধর্মসভায় এত লোক একত্র হইতে কখনও দেখা যায় না।

শ্রীগ্রাম মায়াপুরে সস্ত্রীক স্যার বি, এল্ মিত্তর

["ফরওয়ার্ড", ৬ মার্চ্চ বুধবার ১৯৩৫ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

SIR B. L. AND LADY MITTER

Visit to Sree Mayapur

Mayapur, March 4., 35.

On Sunday the 3rd March the Hon'ble Sir B. L. and Lady Mitter, accompanied by Mr. S Banerjee I. C. S., District Magistrate, Nadia paid a visit to Sree Mayapur, where they were received by the members of Sree Chaitanya Math headed by the President Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Many notable citizens of Krishagar and Nabadwip also came. They were shown round the town of temples.

At the Bhakti Vejoy Bhaban they listened to the Shastric discourses of the Paramahansa Goswami Maharaj and were afterwards entertained with refreshments, by the General Secretary Pandit Vidyabhusan. Sir B. L. and Lady Mitter highly appreciated the sweet and melodious Kirtan songs of Pratna-Vidyalankar Pranbananda Brahmachari of Sree Chaitanya Math. On their way back they were greatly impressed to see the huge and splendid Temple, still under construction, on the very Birth-site of Sree Chaitanya Mahaprabhu at Sree Mayapur.

বিষমসমরবিজয়ি-পক্ষশ্রী-স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর 'ধর্ম্মধুরন্ধর'
শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর-দেববর্ম্ম-মাণিক্য-বাহাদুর

[আগামী ৯ই চৈত্র, ২০ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীধামমায়াপুর-
যোগপীঠে শ্রীজগদ্গুরুমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভার
সভাপতি]

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৩৪১; ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৫ { ৩২শ সংখ্যা

শ্রীভগবন্নবমন্দির-প্রবেশোৎসব

আগামী ৬ই চৈত্র (১৩৪১), ২০ মার্চ্চ (১৯৩৫) বুধবার শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি—শ্রীগৌরজন্মযাত্রা দিবস। শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে তৎপূর্ব্বেই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকারিগণ ফিরিয়া আসিবেন।

শ্রীগৌরজনাগ্রগণ্য শ্রীরূপানুগপ্রবরোত্তম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইযুগে পুনরায় গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার শত শত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রহিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—**"শ্রীধামনবদ্বীপে পরিক্রমা প্রবর্ত্তনের দ্বারা জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তি-গ্রন্থের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে"**—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই মনোহভীষ্ট আজ গৌরশক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিপূরিত হইতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবার যে কি প্রকার উন্নতি ও উন্নতি হইয়াছে, তাহা ও সকলে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন।

'শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম
বেদে প্রকাশিব পাছে'

—চৈঃ ভাঃ ম ২৩।২৯০

শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাসের এই বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সার্থকতা মণ্ডিত হইতেছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল হইতে গণনা করিয়া ঠিক চতুর্থশতাব্দীতে অর্থাৎ ৪০০ গৌরাব্দে গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীঅভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছিল। সময়ই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুনঃ প্রকাশ ও শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপের পূর্ণচন্দ্রের জন্মোৎসব পালনের কথা বিশেষভাবে জগতে প্রচারিত হয়। আজ যে গৌরসুন্দরের জন্মোৎসব বঙ্গদেশের সার্ব্বজনীন উৎসবরূপে প্রকাশিত হইয়াছে,

তাহারও সাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তনের সূত্রধার—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

৪০৪ গৌরাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের সমস্ত স্থান দর্শন ও যাবতীয় প্রমাণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক মহাজনগণের আদেশ ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীনবদ্বীপধাম-মায়াপুর প্রকাশ করেন। ৪০৮ গৌরাব্দে সিদ্ধ মহাজনগণ এবং বঙ্গ ও ভারতবর্ষের বহু বহু মনীষী দ্বারা শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চা প্রকাশিত হন। এই সময়ে ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বস্থান হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত-সাধু এবং দেশদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

চারিশতবর্ষ গৌরজন্ম ধরি।
হইলে শ্রীমূর্ত্তিসেবা হবে সর্ব্বোপরি॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই বাণী সফল হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের মুখে আমরা আরও শুনিতে পাইয়াছি—

পুনঃ কভু প্রভু-ইচ্ছা হবে বলবান্।
হবে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান॥
অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য দ্বিতীয় সংস্করণ ৪৫ পৃঃ)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই বাণী নিত্যানন্দশক্তি-বিগ্রহ দ্বারা কিরূপ সফল হইয়াছে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করুন—হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করুন। শ্রীনিত্যানন্দশক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গেরী অদ্ভুত শ্রীমন্দিরে আজ ভক্তিবিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদর্শনী ৪০৪ গৌরাব্দে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীধাম-বিরোধিগণ যতই গৌরশক্তির শক্তিকে প্রতিহত (?) করিবার চেষ্টা করিয়াছে, লীলাশক্তির প্রভাব খর্ব্ব (!) করিবার জন্য আসুরী চেষ্টা দেখাইয়াছে, ততই শ্রীধাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রীধামের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস এক অদ্ভুত ব্যাপার।

সরকার বাহাদুর নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা শ্রীধাম-মায়াপুরের স্থিতিসংস্থান নির্ণয় করিয়া তথায় 'শ্রীমায়াপুর ডাঙ্গার' প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ৪৪৮ গৌরাব্দে যখন শ্রীনিত্যানন্দের সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সেবা করিবার জন্য গৌরজনের অনুপ্রেরণা মহাপ্রাণ ভক্তিবিজয় শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন করাইতেছিলেন, তখন বহুব্যক্তির সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের অর্চ্চিত অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ১৩ই জুন ১৯৩৪, বুধবার তারিখে ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের দিক্ হইতে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে চাহেন, শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া তাঁহাদেরও অক্ষজ জ্ঞানের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছেন। লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও এজ্‌মিয়ান্‌টী গৃহে সংরক্ষিত মানচিত্রদ্বয় অবিসংবাদিতভাবে জলঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের তাৎকালিক সংস্থানের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছে।

বঙ্গদেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সি দি রাইট্ অনারেবল্ তার জন্ এণ্ডারসন্ গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৫) শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীধামমায়াপুরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ মানচিত্রদ্বয়ে নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের স্থিতি-সংস্থান দর্শন করিয়াছেন।

বাংলা ১৩০০ সালে শ্রীধাম-নবদ্বীপের লুপ্ত স্থান-সমূহ পুনঃ প্রকাশ ও তাহার উজ্জ্বল বিধানের জন্য সর্ব্ব-হিতরত সুধীগণ শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা প্রকাশ করেন বঙ্গের ও ভারতের কৃতী সন্তানগণ এই সভায় যোগদান করিয়া আসিতেছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের পরমাশ্রয় শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ-দাতা স্বধামপ্রাপ্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিশ্বমঙ্গলবিজয়ী পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপরে তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবজনাশ্রয় বদান্যবর রাজর্ষিকল্প মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য ধর্ম্মরাজ বাহাদুর এবং তদীয় পুত্র স্বধামগত মহামহোদয় বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ পঞ্চশ্রীক বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর মহামহোদয় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় সেই 'ধর্ম্মধুরন্ধর' বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীধাম প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান সভাপতিসূত্রে তাঁহার বৈষ্ণব পিতৃপুরুষগণের হৃদয়ের

আকাঙ্ক্ষার আরতি করিবার জন্যই যেন শ্রীগৌরধন্য-বাসরে শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে উপস্থিত হইবেন।

ঐ দিবস শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নিত্য সেবিত ভগবদ্‌বিগ্রহগণ শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে বিজয় করিবেন। শ্রীভগবন্নবমন্দির-প্রবেশোৎসবোপলক্ষে যোগপীঠে এক মহাসভার অধিবেশন হইবে। চন্দ্রবংশাবতংস শ্রৌঢ়-কুলতিলক পরমশ্রীল মহারাজ বীরবিক্রমদেব মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে ভগবৎ-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আমরা মহারাজের এই মহীয়ান্ আদর্শকে অভিনন্দিত করিতেছি। নবদ্বীপের ইতিহাসে—গৌড়ীয় ইতিহাসে—পৃথিবীর ধর্ম্ম ইতিহাসে মহারাজের এই আদর্শ স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

গতবৎসর ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৪) তারিখে মাঘমাসের প্রথম দিবসে মহারাজ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশকরিয়াছেন, তাহা তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণই সাক্ষ্য দিয়াছে। মহারাজের পিতৃদেব পরমশ্রীল মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান সভাপতি প্রভুপাদের প্রচারে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজের পিতামহ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীরাধামাধববিগ্রহ পুনঃ সংস্থাপনের আনুকূল্য করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর সেবার মেরুদণ্ডরূপে বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মহারাজের প্রপিতামহ বিশ্ব সজ্জনবিজয়ী বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থরাজ সাধারণে বিতরণ, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য নানাভাবে আনুকূল্য, তাঁহার রাজধানীতে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভাগবত ধর্ম্মের প্রচার এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

মহারাজ পরমশ্রীল বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর আজ শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীরাধামাধবমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের যুগলিত বিগ্রহ নবমন্দিরে প্রবেশোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন ও প্রবেশোৎসব সভার সভাপতিত্ব করিয়া একাধারে বৈষ্ণব পিতৃপিতামহগণের-সেবা-মনোঽভীষ্টপূরণ এবং তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-প্রচারের সহায়তা করিলেন।

আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশ গৌরজনের কৃপায় গৌরনাম-প্রেমে পুলকিত হইতেছেন। বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। আজ তাঁহার উদার হৃদয় বংশের আদর্শ বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া ভুবনমঙ্গলকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে দেখিয়া সজ্জনগণের আনন্দের সীমা নাই —পিতৃপুরুষগণ দিব্যলোকে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন।

এই ভগবন্মন্দির-প্রবেশোৎসবোপলক্ষে ভক্তিবিজয়ের গুরুগৌরাঙ্গের সেবাপ্রবৃত্তির অভিনন্দন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তাঁহার সেবার কথা যে তাঁহার বলিতে হইবে, মনে হয়, সে-ভাষা এখনও সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহার ব্রত সফল হইয়াছে, তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের কৃপায় আজ সত্য সত্যই সেবার রাজ্য জয় করিয়াছেন।

আমরা এই ভগবন্মন্দির-প্রবেশোৎসবে গৌরজন্মস্থলীতে গৌরজন্মদিনে বিশ্ববাসী প্রত্নালু ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবার 'গৌড়ীয়' একসপ্তাহ অপ্রকাশিত থাকিবেন, অর্থাৎ ৩৩শ সংখ্যা আগামী ২৩শে মার্চ্চ শনিবারের পরিবর্ত্তে তৎপরবর্ত্তী ৩০শে মার্চ্চ শনিবার প্রকাশিত হইবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণপদ্মে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
পতিতপাবন প্রভুপাদ!

"উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ-দ্বারা সম্বন্ধাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দ ও প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোপীনাথের সেবায় বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই আপনার শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গোবিন্দমাসের কৃষ্ণ-পক্ষমীতে প্রাকট্য-প্রকাশ-লীলা। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই অপ্রাকৃত-রসচতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া অপ্রাকৃত পঞ্চম রস বা শৃঙ্গার-রস অবস্থিত। বিশ্বসৃষ্টি বৃত্তিতে 'পঞ্চম'-শব্দ পঞ্চম রসকেই বুঝাইয়া থাকে। এই 'পঞ্চম' যাঁহার আছে, তিনি 'পঞ্চমী'। সুতরাং 'পঞ্চমী'-শব্দ প্রয়োজন-তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমার অধিকারীকেই বুঝাইয়া থাকে। এই বিষয়টীর আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই আপনার আবির্ভাব-তিথি 'পঞ্চমী' আমাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমা-লাভের জন্য আপনার পাদপদ্মে শরণপ্রহণের নিমিত্তই নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং জগদ্-বাসিগণকে স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন যে, আপনি নিত্য-মুক্ত-মহাপুরুষ হইয়াও তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমার সন্ধান প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকে তিথিরাজের ইঙ্গিত অনুসরণপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম-সেবা বরণ করিয়া আপনারই নির্দ্দেশানুসারে, আপনি যাঁহার অচিন্ত্যবিগ্রহ, সেই অপ্রাকৃত-রস-রসিক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর মহাদান শিরে ধারণ করত সম্বন্ধাধিদেব, অভিধেয়াধিদেব ও প্রয়োজনাধিদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥
দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবনরম্যস্থানে বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা সতত-যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করেন, শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন এবং সেই বুদ্ধিযোগ-বলেই মানবগণ সেবার্থ ভগবদ্ধামে গমনের অধিকারী হন। বস্তুতঃ পক্ষে এই 'বুদ্ধিযোগ' তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ মহাভাগবত দ্বারাই বর্ষিত হইয়া থাকে। ধ্রুব মহারাজ ইহার সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান। মানবগণ মানসিক কল্পনার আকাশরাজ্যে বিচরণ করিয়া স্ব-স্ব-চেষ্টায় যে ভগবল্লাভের প্রয়াসী হয়, তাহা বস্তুতঃপক্ষে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমরা যেন ঐ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিচালিত হইয়া আপনার কীর্ত্তিবাণীর অনুকীর্ত্তন পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনভজনপ্রয়াসী না হই, তাহাই শ্রীব্যাসপূজাবাসরে অদ্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রার্থনা (বদ্ধ-অবস্থায় মুক্তবিবিক্তানন্দিগণের কাচ-কাঞ্চনরূপ সম্ভোগক-ব্যাধির কুফল আমরা প্রতি পদেই দেখিতে পাইতেছি। বহির্ম্মুখ ভোগবৃত্তি যে-সকল উপায়ে মায়ুষ বদ্ধজীবকে আলস্যাপন্নায়ণ বা কর্ম্মকুশল করিয়া নিরয়ের দিকে অগ্রসর করায়, উক্ত সম্ভোগক ব্যাধি তাহাদের অন্যতম। একথা সত্য যে, আমরা পশু ও মন্দমতি। আপনার অহৈতুক-করুণারূপ প্রজ্ঞনরাশ্মি আমাদের বহির্ম্মুখতা-বাতব্যাধি নিরাময় করিয়া সবলকায় অর্থাৎ চিদ্বৃত্তিবিশিষ্ট করুন, তৎফলে আমরা আপনার বাণীর অনুগত হইয়া আপনার পাদপদ্ম সেবার অনুকূল উত্তম লাভ করিতে পারিব। তৎকালে

আমরা দেখিতে পাইব শুদ্ধ সেবাপরায়ণ চিত্তে আপনার কৃপারশ্মি প্রকটিত হইয়া নিত্য কৃষ্ণপক্ষীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে সম্বন্ধাধিদেব শ্রীজগন্নাথ ও প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোপীনাথের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকটিত আছেন। তাঁহাদের স্বরূপসন্ধান আপনিই বিশেষভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। একদেশে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণ্ডলের শ্রীগোবর্দ্ধন, চটকপর্ব্বতে অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চা প্রকাশপূর্ব্বক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রূপানুগ ভজনপদ্ধতি বিস্তার করিতেছেন। আপনার এই মহাদান বিশ্ববাসী স্মরণপূর্ব্বক ধন্য হউন।

আজ শ্রীব্যাসপূজাবাসরে আপনার পাদপদ্ম পূজার নিমিত্ত ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে আপনার অনুগৃহীত অসংখ্য ব্যক্তি অসংখ্য প্রকারের সেবা-সম্ভারসহ শ্রীপুরুষোত্তমধামে উপস্থিত হইয়াছেন। যে-সকল মনীষী আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করেন তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য। তাঁহাদের সেবা-সম্ভার আমাদের হৃদয়েও সেবার উন্মাদিনী বৃত্তি জাগরিত করুক।

আপনি অপ্রাকৃত নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠের অফুরন্ত সেবা-ভাণ্ডার হইতে প্রতিক্ষণ অসংখ্য রত্ন বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু অযোগ্যতানিবন্ধন আমরা তাহাদের অধিকাংশই হৃদ্‌ভাণ্ডারে স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আপনার অপার করুণা ভীষণ সংসারসিন্ধুতে নিমজ্জমান আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া ঐ সকল রত্ন আহরণে যোগ্যতা প্রদান করুন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বীণা হস্তার হইতে যে কয়টী রত্ন আমরা আহরণে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই কীর্ত্তনপূর্ব্বক আজ "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করিতেছি—

১। অন্বয়জ্ঞান সম্বন্ধ-বিগ্রহ, অভিধেয়-বিগ্রহ ও প্রয়োজন-বিগ্রহ যথাক্রমে অন্বয়জ্ঞান মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—হরি, রাম ও কৃষ্ণ অথবা (কাহারো কাহারো মতে) কৃষ্ণ, রাম ও হরি—এই সত্যের আবিষ্কার ও প্রচার। ২। জগতের সাম্বত-সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ও প্রবর্ত্তন। ৩। জগতে সাম্বত-পঞ্চরাত্রের বিষ্ণুভক্তিপরত্ব-ঘোষণা। ৪। সমাজতন্ত্রী, সৌরনাগরী, ভোগপর কৃপাণিত্যময় সঙ্কীর্ণ জাতীয়তামূলক বেয়েলি স্বার্থবাদ, জাতিগোস্বামিবাদ এবং Apotheosis (মর্ত্ত্যে ঈশ্বরস্বারোপ) প্রভৃতি কুমত নিরাস। ৫। অকালপক্ক অবস্থায় মনে মনে কল্পনা-প্রভাবে কৃত্রিম লীলাস্মরণ ও কল্পিত সিদ্ধ-প্রণালীযোগে নির্জ্জন ভজন না করিয়া বহু সজাতীয়াশয়-সঙ্গে বহুগোপীবল্লভ কুরুক্ষেত্রিয়তোষণচেষ্টাময় ভগবান একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার। ৬। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকদ্বয়ের শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত জগতে নিষ্ঠাভাবে আচরণ ও প্রচারণ। যুক্তবৈরাগ্য ও যুক্তফল্গুত্যাগিনী রাজসীদ্বয়ের নিরসন অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগের আচার ও প্রচার। ৭। শ্রীরূপানুগ-ভজন রহস্য কীর্ত্তন,—যথা—শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার অপেক্ষা গোবর্দ্ধনবিহার, তদপেক্ষা রাধাকুণ্ডের অর্থাৎ সপরিকর অভিন্ন-শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদ্য-কিঙ্করীরূপে ভজনীয়ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার। ৮। অষ্টকাল-মধ্যে নৈশলীলা অপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয়ত্ব কীর্ত্তন। আচরণদ্বারা সমস্ত গৌরানুগতো কুরুক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমে ও আলালনাথে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা-প্রকাশ। ক্ষেত্রমণ্ডলের কোণারকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজনরহস্য-সূর্য্য-পূজাচ্ছলে শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর মাধ্যাহ্নিককৃষ্ণপূজানুসরণপ্রদর্শন, ভাগবত-প্রদর্শনী ও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা নিখিলজীবহৃদয়ে নাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণানুসন্ধান-পরায়ণতার উদ্বোধন। ৯। শ্রীভগবানের আংশিক সেবক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ ও দ্বৈতবাদাচার্য্য-শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের যাবতীয় মঠ ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য বঙ্গভাষায় প্রচার এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব ও পরতত্ত্ব-প্রচার। ১০। মহাপ্রভুর আনুকরণিকরূপে পরবর্ত্তী বল্লভ ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উদ্গম ঘোষণা। ১১। ভাগবত-পরম্পরা ও পাঞ্চরাত্রিক গুরুপরম্পরাবৈশিষ্ট্য প্রচার। পারমার্থিক রাজ্যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য ও মোক্ষপর উপনিষদাদির শিশুপাঠ্যত্ব তদুপরি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠ্যত্ব এবং সর্ব্বোপরি পরম-মুক্তগণের নিত্যানুশীলনীয় অন্বয়জ্ঞানের কেবলপ্রেমোৎকর্ষতাৎপর্য্যপর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুশীলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচারমুখে সমস্ত পরমার্থ-মতভেদ পরবিদ্যাপীঠ বা ভাগবত-পাঠশালা সংস্থাপনদ্বারা পরমার্থশিক্ষা-প্রচার। ১২। কোমলশ্রদ্ধগণের পক্ষে বিদ্বদ্ অর্চ্চন-বিদ্যাবাজই হরিভজনের চরম কথা—এইরূপ

প্রচলিত ভুবন নিরসন দ্বারা সম্প্রদায়-রহস্য জিজ্ঞাসুজনের মঙ্গল-বিধান। 'পূজন'-শব্দ শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের প্রতিপাদক; 'ভজন' শব্দ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সহিত ব্যবহার্য্য। ব্যাবত্তীয় ভক্তির অনুষ্ঠান শব্দ নাম বা কীর্ত্তনের সাহায্যে কর্ত্তব্য—এই সত্যের আচার ও প্রচার। ১৩। অনর্থযুক্ত অবস্থার চতুর্ব্বিধ সাধন-প্রচার—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থ-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত; অনর্থমুক্ত অবস্থায় চতুর্ব্বিধ সাধন-প্রচার—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ও ভাবোদয় পর্য্যন্ত। ১৪। চতুর্ব্বিধ ভক্তিবহির্ম্মুখ বিচার—নাস্তিক্য, সগুণ ও নির্গুণ (নির্ব্বিশেষ ক্লীব) অনুশীলনরূপে প্রত্যক্ষবাদ, পরোক্ষবাদ-অপরোক্ষবাদের ভক্তিবহির্ম্মুখতা এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বিচারের তারতম্য প্রচার। ১৫। পরমার্থরাজ্যে কাশীর উপনিষৎসাহায্যে চিন্মাত্রানুশীলনকারী অপেক্ষা প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষানুসরণকারী বা শ্রীগৌর-বিহিত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দেন্দ্রনন্দনের চতুর্ব্বিধ বিগ্রহরূপে সর্ব্বোপরি গোপীর আনুগত্যে মধুররসে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ভজনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার। ১৬। চতুর্ব্বিধ ভক্তির বিচার,—একল-পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণোপাসনা। সর্ব্বোপরি বিগ্রহ পঞ্চরসে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা-প্রচার। ১৭। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত শব্দবিজ্ঞান-বৈশিষ্ট্য-বিচার-প্রদর্শন। ১৮। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ব্রহ্মসূত্রের শ্রীনামপর-ব্যাখ্যা-প্রচার।

১৯। মরুসাগরতটোত্থিত নির্ব্বিশেষবাদমূলক সপ্তো-পাসনা-মূলক' শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব অপেক্ষা পিতৃত্ব, তদপেক্ষা সিন্ধু-গাঙ্গ তটোত্থিত আর্য্য-ধারণা—ভগবানের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য, তদপেক্ষা বাবুনতটোত্থ পিতৃমাতৃ-স্বরূপ সেবকের ভগবানের পুত্রত্ব তদপেক্ষা ভগবানের কান্তত্বের শ্রেষ্ঠত্ব জগতে পুনরায় গৌড়বন হইতে প্রচার। তৎপ্রসঙ্গে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি দশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাল্পনিকত্ব, ঐতিহাসিকতা, রূপকতা, নির্ব্বিশেষতা, পুরুষত্ব এবং আধ্যক্ষিকের শ্রীকৃষ্ণকে গড্ডালিকাপ্রবাহরূপ মর্ত্ত্যজ্ঞানের যথেচ্ছা-চারিতায় (Anthropomorphism অর্থাৎ অক্ষজভোগগত বহির্ম্মুখতা নিরসন পূর্ব্বক তত্ত্বতীতত্ব বা অধোক্ষজত্ব-নির্দ্দেশনা। স্থানগত গৌরাধিকতা ও পুরুষগত বিষয়ত্ব ভোগপর বা ত্যাগপর সকল দেশের সকল লোকের উপযোগী না হইলেও একল বিষয়কর্ত্তৃত্ব বা বহু আশ্রয়ের নিত্যকরণত্ব বিচারে বিষয়াশ্রয়ের লীলাবিধান ও অক্ষভোগ বা ত্যাগগত বহির্ম্মুখতা নিরসন। ২০। নিত্য-বিষয়-আশ্রয়-বিবেকহীন জীবের বিষয়বোধমূলে বদ্ধজীবের কর্ত্তৃত্ব; আশ্রয়-বোধমূলে মুক্তজীবগণের সেবাধর্ম্ম। মৃত্যুবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রুক্মভোগাবাদ-নিরসনমুখে গোপীভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার। পতিতপাবন প্রভুপাদ।

ঐ সকল রত্নের আলোকে আমাদের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ অলঙ্কৃত থাকুক। তাহা হইলেই আমরা শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনেই সর্ব্বকাল নিযুক্ত থাকিয়া "অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ" আপনার বাঞ্ছিত পরোপকার-বৃত্তিতে কালাতিপাত করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিব।

নমঃ ওঁবিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধমতধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
৫ গোবিন্দ ৪৪৮ গৌরাব্দ

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
একষষ্টিতম আবির্ভাব-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

গৌরহরি মনোভীষ্ট, স্থাপিবারে যাঁর ইষ্ট,
কৃপা করি' আসিয়া ভূতলে।
গুরুরূপে প্রকাশিত, নরোত্তম বলি' খ্যাত,
নমি তাঁর চরণযুগলে॥

নদীয়াতে গৌরহরি, মায়াপুরে অবতরি,
কৃষ্ণপ্রেমে বিতরিলা।
সন্ন্যাসের ছল করি' নীলাচলে বাস করি'
বিপ্রলম্ভভাবেতে মাতিলা॥

গুরুদেব পুরীধামে, অবতরি' গৌরকামে,
গৌরকৃষ্ণসেবা বিতরিলা।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি' মায়াপুরে বাস করি'
বহুমন্দির প্রকাশিলা॥

লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিয়া, ধামপ্রভু বসাইয়া
নামগানে সেবা শিখাইলা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তসেবা, গৌরহরিশিক্ষা যেবা
স্বকর্মে নিজে আচরিলা॥

'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' গৌরশিক্ষা সার করি,'
গৌরবাণী প্রভুপাদ মোর।
দেশে দেশে ফিরি', ফিরি', কৃষ্ণনাম গান করি'
শিক্ষাদানে হইলা বিভোর॥

সুদূর পাশ্চাত্য দেশে, পাঠাইলা নিজ-দাসে
নিজ-প্রভুকথা বিলাইতে।

গৌরহরি-শিক্ষাসার, শুনি' সবে বারোয়ার
মত মত পড়িলা জগতে॥

সংবাদপত্রের দ্বারে, গৌরকথা দ্বারে দ্বারে
পাঠাইছে প্রভু নিতি নিতি।
বক্তৃতা, কীর্ত্তন, পাঠে, প্রদর্শনী কত নাটে,
বিলাইছে ভাগবত গীতি॥

নিজনাম, ধাম, কামে, সকলি ভুবনে ভ্রমে,
কৃষ্ণদ্বারা মায়া-কারাগারে।
মায়ামুগ্ধ জনগণে, উরুকৃপা-বিতরণে,
ভাসাইছে প্রেমের পাথারে॥

কৃষ্ণনামগুণগান, পরিক্রমি' কৃষ্ণধাম,
কৃষ্ণকাম সেবাশিক্ষা দিয়া।
কৃষ্ণ-প্রিয় প্রভুপাদ, নাশে ভোগ-ত্যাগবাদ
ভূলোকে গোলোক প্রকাশিয়া॥

হেন অপ্রাকৃত প্রভু, অভিন্ন নিতাই বিভু
কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব ভক্ত-সেবা দিয়া, তব তত্ত্ব প্রকাশিয়া,
শ্রীচরণে কর আকর্ষণ॥

তোমায় চরণ আজি পূজিব কেমনে!
যদি শিক্ষা নাহি দেহ তুমি নিজজনে?
গুরুপূজা শিখাইতে গুরুরূপে তুমি।
তুমি মোর নিত্য প্রভু, তব দাস আমি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী
শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
২৩।২।৩৪

আপনার নিত্যভৃত্য—
মুরলীমোহন, মোহিনীমোহন ও
ষোড়শীমোহন

গৌড়ীয়ের গৌর-জন্মোৎসব

গৌড়ীয় শ্রীস্বরূপপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ, ধনিতস্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, সহজাভিরূপ, নিত্যানন্দরূপ, একরূপ, রবিদাসরূপ-শ্রীরূপের অনুগত জনের অনুগতাভিমানী; শ্রীচৈতন্যবাণীর বাণী কীর্ত্তনেই গৌড়ীয়ের সাহিত্য-গৌরব প্রকাশিত। মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুকে 'গৌড়ীয়ার মালিক' করিয়া দিয়াছেন। গৌড়ীয় তাঁহার আনুগত্যে শ্রীরূপানুগা শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর সুখবর্দ্ধন করেন। এক সময়ে নীলাচলে পুরুষোত্তমবাসী এক বিপ্র কবি মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে নাটক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই সেই নাটকের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু শ্রীস্বরূপ অনুমোদন না করিলে ত' কেহই তাহা মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতে পারেন না।

"গীত, শ্লোক, কবিত্ব, যেই কহি' আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ॥
'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্ত-বিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥"

মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-বিরোধ সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া শ্রীস্বরূপ অনুমোদন না করিলে তিনি কিছুই দেখিবেন না, এই নিয়ম হইয়াছে। ভগবান্ আচার্য্য কাব্যের অনেক প্রশংসা করিয়া শ্রীস্বরূপকে তাহা শুনাইতে আসিলে ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীস্বরূপ উত্তরে বলিলেন—

'যথা-তথা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা যে করে বর্ণন।
গৌরপারিষদ যাঁর হয় প্রাণ-ধন॥
প্রাকৃত কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
দুই ভাগে দুই নাটক বৈরাগ্যে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥"

তথাপি শ্রীভগবান্ আচার্য্যের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শ্রীস্বরূপ নান্দীশ্লোক পাঠ করিতেই তাহাতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ মায়াবাদ-দোষ-দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রচনার দোষ প্রদর্শন করিতে থাকিলে কবির লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইল; তিনি 'হংসমধ্যে বক'বৎ নির্ব্বাক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখ দর্শনে মহাবদান্য করুণাবতার শ্রীস্বরূপ যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, এইরূপ অমন্দোদয়দয়া প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা সকল॥"

শ্রীস্বরূপের এই সিদ্ধান্তসম্মতিই গৌড়ীয়ের শিরোভূষণ; তাঁহার বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রভুর প্রীতিবিধানের দার্ষ্টিকতা গৌড়ীয়ের বিচার নহে। তাই গৌড়ীয় কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যের কৃষ্ণভক্তিময় চরিত্রের ঘটনা ও উপদেশাবলী সংকলন পূর্ব্বক "**শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী**" গ্রন্থের বৈভবপর্ব্ব-প্রথমখণ্ড প্রকাশ করিয়া ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থরাজ গত ১২ই ভাদ্র ২৯ আগষ্ট (১৯০৪) বুধবার ৫ম ঘটিকার সময় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হস্তে অর্পণ করা হয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের জন্মকীর্ত্তন-মুখে ১৫ই ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর গৌড়ীয়ের শ্রীকৃষ্ণজন্ম-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। গত ১১ই ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯০৫) শনিবার শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীআচার্য্যপ্রকট তিথিতে গৌড়ীয় "**শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী**" দ্বিতীয় খণ্ড এবং শ্রীব্যাস-পূজাসংখ্যায় "আচার্য্যের রূপানুগ-স্বজন-বিজ্ঞজন-কৃপা-

বৈশিষ্ট্য-কুসুমস্তবক" প্রবন্ধ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজা-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া আগামী ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরপ্রকট-পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত" শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহারই শ্রীমুখগত শুদ্ধ-ভক্তিবিজ্ঞানানুসরণে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদানের আশা পোষণ করিতেছেন। প্রত্যেকিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কোন স্বকপোলকল্পনার পথ গৌড়ীয়ের অনুসরণীয় নহে। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয়তম জন; মহাপ্রভুর বাণীর আচার-প্রচারের অন্যতম মহন্ত তিনিই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন; তাই তাঁহার বাণীরই শরণাপন্ন হইয়া গৌড়ীয় বাণীকীর্ত্তন-মুখেই তাঁহাদের সমস্ত উৎসবাদি নির্ব্বাহ করেন।

গৌড়ীয় তাঁহার (১০ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত) 'বেণু ও বপু' প্রবন্ধে জানাইয়াছেন—"কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্য-পাদপদ্ম বা বৈষ্ণবপাদপদ্মের বেণু অর্থাৎ বাণী-শ্রবণের পরিবর্ত্তে—তাঁহার বাণীকেই বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবল আমাদের মাংসচক্ষু লইয়া তাঁহাদের বপুদর্শন করি, তাহা হইলে যথাপথে সুলভ বা অস্বচ্ছতা ধবনিকার ন্যায় পতিত হইয়া সম্যগ্দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইবে। • • এজন্যই শ্রীব্যাসদেব 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ' শ্লোকের দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র শ্রবণ-সদন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেবোন্মুখতাকে আহ্বান করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বুভুক্ষা বা মুমুক্ষাকে অপসারিত চিন্নির্ব্বাসিত করিয়া আমাদিগের চরম পরম মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাঁহার উৎসবাদির প্রবর্ত্তন—আমাদিগের কর্ণে কোন না কোন প্রকারে শ্রীচৈতন্য-কথামৃত প্রদান করিয়া আমা-দিগকে আত্মবিনাশ হইতে রক্ষা করা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যশক্তি তিনি, জগজ্জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া মহাপ্রভুর ইচ্ছায়ই তিনি জগতে আবির্ভূতা। যাঁহারা তাঁহার শ্রীপদানুসরণের পরিবর্ত্তে আহৈতুকিক প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া 'গুরু' সাজিবার চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিয়া গৌর-প্রীতি লাভ করিতেছেন, মহাপ্রভুর প্রিয় 'স্বরূপ' তাঁহাদের কোন কথাই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে দিতেছেন না, কারণ তাহাতে মহাপ্রভুর সুখদায়ক কোন কথা নাই, আছে কেবল আত্মবঞ্চনাময় কপটতা। আহৈতুকিকগণ প্রভুপাদের আচার-প্রচারানুকরণে মঠমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি-মুখে হরি-কথা প্রচার, দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান, সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি প্রকাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেও শ্রীস্বরূপ-দামোদর সর্ব্ব-ক্ষণই তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর নিকট হইতে দূরে রাখিবেন। মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যে যে 'তৃণাদপি সুনীচেন' প্রভৃতি ৩।৪।৫ বিচার প্রদর্শিত, তাহার অনুসরণ ব্যতীত বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণ ভক্তির ছলনায় যতই না কেন, কীর্ত্তন-প্রয়াস করুন, তাঁহাদের কীর্ত্তন 'অন্তর' স্পৃষ্ট হইবে না—স্বরূপের অনুমোদন পাইবে না। স্বরূপের অনুমোদন পাইতে হইলে স্বরূপরূপানুগ বাণীর চরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে—নিষ্কপটে বাণী শ্রবণ করিতে হইবে। আদৌ বাণী-শ্রবণ এবং পশ্চাৎ শ্রুতবাণীর কীর্ত্তনানুশীলনই আমাদের আত্মবিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"—ইহা কেবল কথার কথা নহে; কৃষ্ণভক্তের অনুকরণ আত্মবঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে লোকবঞ্চনার মোহজাল বিস্তার করিয়া লোকচক্ষে বাহাদুরি করিবে বটে, কিন্তু তাহাতে সুবিধা নাই। জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর দাম্ভিকতা ছাড়িয়া বুদ্ধিমান্ আত্মমঙ্গলপ্রয়াসী শ্রীচৈতন্যবাণীর চরণে আত্মনিবেদন করুন, ইহাই গৌড়ীয়ের একমাত্র প্রার্থনা।

অপ্রাকৃত বাণীর বিনাশ নাই। ইতর-ব্যোমের শব্দ ধ্বংসশীল, কিন্তু পরব্যোমের শব্দ-তরঙ্গ জীবের সেবোন্মুখ হৃদয়ে নিত্যকাল নৃত্য করিতেছেন। জগতের অনেক আসুরিক প্রবৃত্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে—তাহারা কত না কত প্রকারে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিরোধাচরণ করিয়াছে, ভগবদ্-বাণীকে তাহাদেরই বিচারাধীন মনে করিয়া কত ভক্তিশাস্ত্র-গ্রন্থকে নষ্ট (?) করিয়া ফেলিবার দাম্ভিকতা করিয়াছে, কিন্তু মূর্খ তাহারা বুঝিতে পারে নাই, ভগবদ্-

বাণী তাহাদের স্পৃষ্ট হইবার বিষয় নহেন। কালাপাহাড় তাহার মনঃকল্পিত মাটি পাথরকে ধ্বংস করিবার ধার্ষ্টিকতা প্রকাশ করিয়া মনে করিয়াছিল—'শ্রীবিগ্রহকে ধ্বংস করিয়াছি'; কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীবিগ্রহকে সকুণ্ঠ তাহার অজ্ঞতা বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহাতেই আত্ম-মঙ্গলের বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া আত্মনাশের রাজপথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। মায়াবাদিগণ শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের ভক্তিসিদ্ধান্তকে কত না কত প্রকারে আক্রমণ করিয়াছে, কত ভক্তিগ্রন্থ লুপ্ত (?) করিয়াছে, কিন্তু পারিয়াছে ভক্তিসিদ্ধান্তকে লুপ্ত করিতে? অক্ষজ-জ্ঞান-প্রতারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় বপু-দর্শন করিতে গিয়াই ভ্রান্ত হইয়াছে। কালাপাহাড়ীয় বিচার তাহার অক্ষজদর্শনের ইট-কাঠ-মাটি-পাথরকেই শ্রীবিগ্রহের বপু বা শ্রীমন্দির বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, শ্রীমধ্বরামানুজ-বিরোধিগণ তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে তাহাদের ধারণার কীটদষ্ট্য ক্ষয়শীল কাগজের পুঁথি বিচারে তাহাদের অক্ষজ বিচারের পুঁথিকে ধ্বংস করিয়া 'ভক্তিশাস্ত্রকে ধ্বংস করিলাম' বলিয়া প্রতারিত হইয়াছে। অজামিলও এইরূপে প্রতারিত হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল রামকৃষ্ণকে এইবার পর্ব্বতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া মারিব, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহার অক্ষজ দর্শনকে প্রতারিত করিয়া ধামরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অপ্রাকৃত বাণী তাঁহাকে দুর্জ্জনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার প্রচুর শক্তি রাখেন। মায়াবীর মায়াজাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামের সেবায় গ্রাম্যবিষয়াসক্ত আমাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রতাপ শ্রীধাম-পরিক্রমা-মহোৎসবের আয়োজন করেন বলিয়া এবার আনুকরণিক-দলের এক শিখণ্ডী কতকদিন পূর্ব্বে পরিক্রমার অনুকরণ করিয়া তাহার স্বকপোলকল্পনার পূজায় লোককে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অত্যন্ত মূর্খ—ভাগ্যহীন লোক ব্যতীত তাহার ন্যায় অতি সামান্য নৈতিক চরিত্র পর্য্যন্ত বর্জ্জিত, স্ত্রীসঙ্গী, ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-জ্ঞানহীন, আত্মস্ত ভগবন্নাম-ধাম-কাম-বিরোধী ব্যক্তির আনুগত্য লাভ করিয়া আত্মবিনাশ বরণ করিবার আর কাহার প্রবৃত্তি হইবে? তাহার কার্য্যে প্রজল্পদাতৃগণেরও বিচার তদনুরূপ হোক। উহারা সকলে অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত এবং মাৎসর্য্য দ্বারা বপুদর্শনকারীর দল।

যাঁহারা বাণী শ্রবণের অপেক্ষা না রাখিয়া বপু-দর্শনের অক্ষজ বিচার প্রবল করিয়া অর্চ্চনাদিতে অধিক প্রয়াসি-বিশিষ্ট, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-প্রচারিত ভাগবতমার্গ হইতে ক্রমশঃ দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন। পাঞ্চরাত্রিকের শেষ কথা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণাদুকীর্ত্তন না হইলে তাদৃশ অর্চ্চন কোটিজন্মেও সুবিধা দিতে পারিবে না। অর্চ্চন ভজনানুগত না হইলে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের শ্রবণ-বিচার দ্বারা নিয়মিত না হইলে 'অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরু বা নারকী সঃ" শ্লোকোক্ত 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ করিতে হইবে। 'কর্ণই চক্ষু প্রস্তুত করিবে, বাণীই বপু দেখাইবে"—ইহাই গৌড়ীয়ের আত্মরক্ষা-মন্ত্র।

আমার বিচারের রুক্ষ-লতা-গুল্মাকীর্ণ গ্রামের প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের সহিত চিদ্ধামের সৌন্দর্য্য এক নহে; আমার ভোগের মাটি জল রৌদ্র বায়ু ও আকাশ শ্রীধামের মাটি জল প্রকৃতির সহিত সমান নহে, আমার চক্ষু বা আমার কল্পনা শ্রীধামের অবস্থিতি-স্থান নির্ণয় করিতে পারে না; আমার চক্ষু 'সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে বৈকুণ্ঠের রায়"—এই লীলা দর্শনের যোগ্যতার অভাবে ভোগভূমিকায় আমার কল্পিত বৈকুণ্ঠের সকুণ্ঠ নায়ককে নাচাইতে প্রবৃত্ত হয়, মৎসরতা-বশে জড়রসে মত্ত হইয়া আমি শুদ্ধভক্ত-হৃদয়ে গৌরপাদপদ্মের নৃত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আমার প্রাণহীন প্রচারকে নিত্যসিদ্ধ গৌরজনের প্রাণময় প্রচারের সহিত সমান করিতে যাই, আচারহীন ব্যভিচারী হইয়া, অথচ সেই কদাচারকে লুক্কায়িত রাখিয়া লোকের নিকট 'সাধু' সাজিতে যাই, সাধুর অনুকরণকে সাধুত্বের আসনে কেন স্থাপন করা যাইবে না বলিয়া কত তর্ক বিতর্কও উত্থাপন করি; আমার আত্মবিনাশই আত্মমঙ্গল বলিয়া ভ্রম করি, ভগবদ্বিগ্রহ-নাম-ধাম-মন্ত্র প্রভৃতির ব্যবসায়কে 'সেবা' বলিয়া প্রচার করিয়া লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই—আমার এ সকল প্রজল্প বা অপ্রজল্প সর্ব্বনাশকর কপটতা বা সরলতার নামে মত্ততা শ্রীগৌরবাণী ব্যতীত আর কে ধরিয়া ফেলিবে?—চোখে আঙ্গুল দিয়া কে দেখাইয়া দিবে?

প্রভুপাদ শ্রীধাম পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া অহর্নিশ শ্রীধাম ও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-

দ্বারা মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম, ধামব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবকে বুঝিয়া লইবার প্রচেষ্টাকে নিষেধ করিয়া প্রকৃত উপলব্ধির পথ প্রবণ করাইতেছেন। যাঁহারা শ্রীগৌরবাণীর সেই বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের মনঃকল্পিত সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা শ্রীনাম ও শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য হইতে চিরবঞ্চিত। ধামে আসিয়াও গ্রাম-বাস করিয়া গৃহে ফিরিবেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মক ভাগবতমার্গানুসরণ-দ্বারা প্রকৃত মঙ্গলের অনুসন্ধানই শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য। আমাদিগকে প্রভুপাদ এক উৎসবের পর আর এক উৎসব, এক কার্য্যের পর আর এক কার্য্য—অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য দিয়া প্রতিক্ষণই সেই কার্য্যের সম্পূর্ণতা বিষয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত রাখিয়া গ্রাম্য-চিন্তা অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন। সেই কার্য্যের সম্পূর্ণতা বিষয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রশক্তি কত অকিঞ্চিৎকর, তাহাও উপলব্ধির সৌভাগ্য প্রদান করিয়া প্রভুপাদ আমাদিগের চিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্মের অধিষ্ঠিতি প্রদানের জন্য যত্ন করেন। ভাগ্যবান্ যাঁহারা তাঁহারা প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট বুঝিয়া তৎসমুদায়ে ভাগবতমার্গীয় বিচার দর্শনপূর্ব্বক মঙ্গল অনুসন্ধান করেন, ভাগ্যহীন যাঁহারা, তাঁহারা বস্তুর বাহ্যদর্শনাত্মক কেবল-অর্জ্জন-প্রধান বিচার অবলম্বন করিতে গিয়া ভাগবতীয় বিচারানুগত দর্শন হইতে অবসর লাভ করেন। Routine work এর মত নিয়মিত কার্য্য—অতি পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াও তাঁহারা বস্তুর বাহ্যদর্শনেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আমরা 'সেবা' 'সেবা' করিয়া যতই না ব্যস্ততা দেখাই, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-দর্শনের জন্য যতই না ব্যাকুলতা দেখাই, শ্রীধাম- পরিক্রমার জন্য যতই না কেন উৎসাহ প্রদর্শন করি, শ্রীগুরু-মুখ-পদ্মবাক্যের সহিত যদি সর্ব্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ের একসূত্রতা না থাকে, তাহা হইলে সকলই পণ্ডশ্রম হইল। মঠে বাস করিয়াও মায়ামুক্ত হইয়া গুরু-বৈষ্ণবে প্রাকৃত বিচার লইয়া গুরুদ্রুহরূপেই বাস করি। শ্রীচৈতন্যবাণীই আমাদের একমাত্র রক্ষাস্ত্র। গৌড়ীয় বলেন—"যেখানে বাণীর সহিত বপুর আদর্শের বিপর্য্যয় বা বিরোধ প্রতীতি হয়, সেখানে বাণীই অনুসরণীয়। • • ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও মাংস-চক্ষে দুই আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সাক্ষাৎ সিদ্ধান্তবাণীই গরীয়সী।" সেই বাণীই আজ আমাদিগকে গৌরধাম-দর্শনের অন্তরায় স্বরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তি-প্রতিকূল চেষ্টাকে অপসারিত করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর একান্ত আনুগত্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারই বাণী কীর্ত্তনমুখে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক করিয়া শ্রীগৌরপাদ-পদ্ম ধারণের যোগ্যতা প্রদান করুন। আত্মনিবেদনাখ্যাভক্তি-যাজনরূপ অন্তর্যাগে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক শ্রবণাদি-ভক্ত্যঙ্গ-যাজনরূপ পরিক্রমা হইলেই শ্রীধাম-বপু, শ্রীনাম-বপু, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধর শ্রীবিগ্রহ-বপুর প্রাকৃত-দর্শন অপসারিত হইয়া শ্রীযোগপীঠে গৌরপ্রকট-পূর্ণিমার মহোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্যলাভ হয়—শ্রীগৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে উদিত হইয়া জন্ম সার্থক হয়। মহাপ্রভুর বপু দর্শন করিতে বপু বঞ্চনা করিতে পারেন, কিন্তু মহাপ্রভুর ত্রিজগন্মানসাকর্ষিণীবাণীর শরণাপন্ন হইলে তাঁহার বপুর কৃপা লাভ হইবে—অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-দর্শনের চিন্ময়নেত্র পাওয়া যাইবে। তাই শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন-মুখেই গৌড়ীয়ের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-প্রকট-মহোৎসব সম্পাদন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার হউন, তাহা হইলেই গৌড়ীয়ের মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ হয়

গৌরজনের ভুবনমঙ্গল কৃপা

শ্রীধাম পরিক্রমার অদ্য ষষ্ঠ দিবস। পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগুরুপীঠে অবস্থান করিতেছেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার শ্রীধাম মায়াপুরের যাত্রী অনেক গুণে অধিক। শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপ নামসংকীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন। ভাগ্যবন্ত যাঁহারা, তাঁহারাই এই বন্যায় ভাসিতেছেন, ভাগ্যহীন জনগণ শুষ্কপদে কৃষ্ণকোলাহলে যোগদান না করিবার নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দূরে অবস্থান করাকেই বুদ্ধিমত্তা বলিয়া মনে করিতেছেন।

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সবারে ডুবায়॥
যজ্ঞন,দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

যাহারা ধনী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদম্ভ পাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল॥

যাঁহারা দূরে পলায়মান, তাঁহাদিগকেও ধরিবার জন্য গৌরজন প্রভুপাদ আজ মহামহোৎসবাদির প্রকাশ-মুখে এক মহা-কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছেন। সংকীর্ত্তন-পিতা মহাপ্রভুর শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কলিহত আমাদিগকে আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানা কৌশলে শুনাইয়া আমাদিগের নিত্যমঙ্গল বিধানই মঙ্গলময় আচার্য্যের একান্ত ইচ্ছা।

"বৈরাগ্য যুগ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রূপায়য়ন্ যামনতীব মন্দম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

কৃষ্ণভোগ্য জগদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে জীবভোগ্য জগদ্দর্শনে আমরা কেবল অর্চ্চনপ্রধান পথ গ্রহণ করিয়া যে সকল দ্রব্য-দ্বারা ভগবদর্চ্চনে প্রবৃত্ত হই, তাহা পরিশেষে কতকগুলি প্রক্রিয়ামাত্রে পর্য্যবসিত না হয়, তাই শ্রীগুরুদেব "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" প্রভৃতি বিচার শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে বস্তুর প্রাকৃতত্ব-দর্শন হইতে মুক্তি-প্রদানের জন্য তদীয়ের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবার সৎপরামর্শ প্রদান করেন। তদীয়ের সমর্চ্চন-মুখেই 'তৎ' বস্তুর সম্যক্ অর্চ্চন সাধিত হয়। তাহাই বিশুদ্ধ পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সে উদ্দেশ্যের কোন অমিল নাই। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিচার উপেক্ষিত হইয়া বৈতানিক কর্ম্মে রুচিবশতঃ বাহ্যাড়ম্বর প্রবল হইয়া উঠে, সেখানে পঞ্চরাত্রের মূল তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিচার উল্লঙ্ঘিত হয়। গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কর্ম্ম-প্রবণা-প্রবৃত্তিকে শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিচার-দ্বারা নিয়মিত করিবার জন্য কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-বহুল মহাযজ্ঞের আবাহন করিয়াছেন। "শ্রুতস্তুতস্তুতিস্ত্রং দেশকালার্হবস্তুনঃ। ধর্ম্মং করোতি বিশ্লিষ্ট্রং নাম-সংকীর্ত্তনং তব॥"—এই বিচার শ্রবণ করাইয়া বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপদেশ পূর্ব্বক ভোগ-ত্যাগময় দর্শনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় স্বয়ং আচারমুখে প্রচার দ্বারা জগতের কর্ম্ম-কোলাহল শুদ্ধ করিতেছেন।

পুষ্প-জল-তুলসী-নৈবেদ্য প্রভৃতির সহিত—সেবকের সহিত সেব্যের কি সম্বন্ধ, সেবকের মুখ্য অভিধেয় কি, প্রয়োজনই বা কি, এই সকল কথা শ্রবণ ব্যতীত জীব-ভোগ্য জগদ্দর্শন থাকিবে না, তাই আগে ভগবৎকথা-শ্রবণ, পশ্চাৎ কৃতবিদ্যের অনুকীর্ত্তন-মুখে ভগবৎসেবার বিচার দ্বারা প্রভুপাদ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মার 'কর্ত্তাহং' বিচার উপশমিত করিতেছেন।

ভুবনমঙ্গল আচার্য্যের এই নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সহিত ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীকৃতমতি কর্ম্মকাণ্ডীয় বৈতানিক মহৎ কর্ম্ম এক নহে। প্রভুপাদের মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন-বিচার অহংমমাভিমানী নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীর শুষ্কজ্ঞান-চর্চ্চা নহে। প্রভুপাদের মঠমন্দির—সমস্তই মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর মূর্ত্ত প্রতীক। ভগবান্ শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখ বিনাবিত শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-প্রধান ভাগবতমার্গই প্রভুপাদের আচার ও প্রচার।

আজ গৌরজন সমগ্র বিশ্ববাসীকে—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলকেই আহ্বান করিতেছেন শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত কলিমলনাশন ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি-প্রদানের জন্য। শব্দব্রহ্মের কীর্ত্তনই বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের মুখ্য অভিপ্রায়। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" প্রভৃতি বাক্যে শব্দানুশীলনই স্ফুটরূপে ঘোষিত। সমগ্রবিশ্ব কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্লাবিত হউক, গৃহে গৃহে মহাপ্রভুর দেওয়া নাম-মহামন্ত্র সংকীর্ত্তিত হউক, ভূমণ্ডল হরিধ্বনি উত্থিত হউক, থামিয়া যাউক স্ত্রীপুত্রাদি-বিষয়-কথা—যোগী-তপস্বী-জ্ঞানীর যোগ-তপস্যা-জ্ঞানাভ্যাস-বিধি। কৃষ্ণকীর্ত্তনেই নিখিল মঙ্গল সুনিহিত। কীর্ত্তন-নাথের জন্মোৎসবে কীর্ত্তন-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া জগদ্বাসী আত্ম-কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণ বিধান করুন। সংকীর্ত্তন-নাথের বাণী-সংকীর্ত্তনে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হউক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটলীলা

ফাল্গুনীপূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা উৎসবের জন্য চারিদিকে প্রচুর আয়োজন লক্ষিত হইতেছে। রাস্তাঘাট ঐ দিবস ফাগরাগে রঞ্জিত হইবে। কত আনন্দের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, থিয়েটার, যাত্রাশো প্রভৃতি কত উপার্জ্জনের আশা বুকে বাঁধিয়া আছে। কিন্তু কাহার জন্য উৎসব, কে এই উৎসবের ভোক্তা, তাহার চিন্তা কয়জনের হৃদয়ে উদিত হইতেছে? সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্ভোগের আয়োজনের নাম করিয়া মাঝপথে নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া বসিলে তাহার দোললীলা? স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই ভোগমত্ত জগতের এই অহঙ্কার বিমূঢ়তা দূর করাইয়া জগৎকে কৃষ্ণানুসন্ধান-তৎপর করিবার জন্য স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তননাথ গৌররূপে নাম লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। "নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার"—ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ। মহাপ্রভু মহামন্ত্রের উপদেশ দিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে বলিলেন—শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী ফাল্গুনপূর্ণিমার দোললীলার তত্ত্ব ফাল্গুন-পূর্ণিমার দ্বিজরাজ মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবময় নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই লীলায়ই সম্প্রকাশিত। "কোথাকৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলী-বদন"—এই কৃষ্ণানুসন্ধানময় ভাবই জীবাত্মার স্বরূপ-স্বভাব। কৃষ্ণাহ্বানরূপ নাম সংকীর্ত্তনেই এই স্বরূপের সংস্ফূর্ত্তিরূপে দোললীলার সর্ব্বোপলব্ধি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর

আগামী ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে একটি অভ্যর্থনা-সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় সজ্জনসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কএকমাসপূর্ব্বে লণ্ডনে অবস্থান-কালে লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশনের চেয়ারম্যানরূপে তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে ও প্রচার-বিষয়ে আমরা তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহের পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার বাণীর প্রতি তাঁহাকে উত্তরোত্তর আরও আগ্রহ-বিশিষ্ট করুন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বৎসরাধিককাল লণ্ডনগৌড়ীয়মঠে প্রচার কার্য্য করিয়া গত ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামিজী প্রথমে বোম্বে অবতরণ করিয়া বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক নানাস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া গত কার্ত্তিক-মাসে (২২শে অক্টোবর) ঊর্জ্জব্রতকালে মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হন। তথা হইতে দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি বহুস্থানে প্রচারকার্য্য করিয়া স্বামিজী গত ১৪ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তুফানমেলে দিল্লী গৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। মঠে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ জগদ্গুরুদেব ভক্তিবান্ধব প্রভু প্রভৃতি তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। রাত্রেই তাঁহার আগমন-সংবাদ তার-যোগে শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঠান হয়। স্বামীজী গত কল্য (১৫ই মার্চ্চ) প্রাতেই ই-আই-আর লাইন দিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে কোলদীপ-পরিক্রমার যাত্রিগণের নবদ্বীপ ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার কথা আছে।

রেঙ্গুণে প্রচার

ব্রহ্ম গভর্ণরবাহাদুরের পরিচয়-পত্রানুসারে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার তারিখে রওয়ানা হইয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় Zeyady estateএ পৌঁছেন। ষ্টেটের ম্যানেজার প্রমুখ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক স্বামীদ্বিতয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজের প্রাসাদে স্বামিজীগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ

এবং সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করেন। সেই রাত্রিতে এবং তৎপর দিবস রাজসাহাদুর হরিহরপ্রসাদ সিংহ মহোদয়ের মহারাজ-ঘরের সঙ্গে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজীমহারাজ রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রাজসাহাদুর সপার্ষদে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। তিনি ব্রহ্মদেশের একজন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী।

স্বামীজীমহারাজ শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (শ্রীপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য), শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীনবরসানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীসুন্দর ও শ্রীহরিশ্চন্দ্র প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ গত ২রা মার্চ্চ বেলা ১১টার সময় রেঙ্গুন হইতে 'এলেঙ্গা' জাহাজে (S. S. Ellenga) যাত্রা করিয়া গত ৪ই মার্চ্চ ৩।০টায় আউটরাম ঘাটে অবতরণ করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু, ভক্তিবল্লভ তীর্থ প্রভু, কীর্ত্তনানন্দ প্রভু এবং ডাঃ বি, রায় এম-বি পুষ্পমাল্যাদিসহ স্বামীজীমহারাজকে জাহাজ হইতে অবতরণকালে অভ্যর্থনা করেন।

ডিব্রুগড়ে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলাস্থগত ডিব্রুগড় নামক স্থানে শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র দুই মহাশয়ের গৃহে সপ্তাহাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা পাঠ এবং ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান করেন। সপ্তোক্ত সতীশ বাবু শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তদীয় ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুত হরিশচন্দ্র দুই মহাশয় ভগবৎ-সেবার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আগ্রহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব দিবস একটী বক্তৃতার আয়োজন হয় এবং স্বামিজী মহারাজের নিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পূর্ণ বক্তৃতা হইবার পরে প্রায় তিনশত ব্যক্তিকে ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করা হয়।

প্রয়াণে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ

গত ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১; ইং ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ মহাশয় নাটোরে রাজ-বাড়ীতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি উক্ত রাজষ্টেটের একজন পুরাতন বিশ্বস্ত লোক ছিলেন, ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে দীক্ষালাভের পূর্ব্বে পাকোপাসক ব্রাহ্মণ ছিলেন, চা, পান, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে এত মুগ্ধ হন যে, অচিরেই ঐ সকলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে দীক্ষাপ্রার্থী হন। আমরা শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহাকে চা, পান, তামাক প্রভৃতির যাবতীয় সরঞ্জাম অনায়াসে সম্যক্‌প্রকারে পরি-ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিময় জীবন যাপনের জন্য কৃতসংকল্প দেখিয়াছি। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও বিশেষ ভক্তিমতী। তিনিও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতা। ভট্টা-চার্য্য মহোদয় সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া শ্রীধামে ভজনসঙ্গে হরিভজন করিবার জন্য একটি ভজনাবাস নির্ম্মাণ করিয়া কিছুদিন শ্রীধামে ভজনও করিয়াছিলেন, আমরা আশা করি তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও ভক্তপতির ভজন-সংকল্পানুসরণে শ্রীধামে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুর্শিদাবাদে মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিছু জমি ও প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য করিয়া দেবার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার সদ্ভাব জন্য হৃদয়ে বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আগামী ২৫শে মার্চ্চ সোমবার খুলনা জেলার বেড়ুলী গ্রামে শ্রীউপেন্দ্র-নাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ
চৈতন্যাব্দ ৪৪৮, ২০ গোবিন্দ
২৬শে ফাল্গুন ১৩৪১, ১০ই মার্চ্চ ১৯৩৫

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর-নিবেদনমিদম্

মহোদয়, বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীগৌরজনাগ্রগণ্য শ্রীরূপানুগপ্রবরোত্তম শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বহিতরত সুধীগণের 'সমবেত' চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষানুমোদিত পথ প্রচারের নিত্যাধিষ্ঠান ত্রিলোকাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীযোগপীঠে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহগণের অর্চ্চাবতারের প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভায় ন্যূনাধিক বঙ্গের ও বঙ্গেতর প্রদেশের সুধীবৃন্দ এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করায় এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব-শোভা ভূমণ্ডলের অধিকাংশ স্থানে সমাদৃত হইতেছে। বিরোধিগণের প্রতিকূল চেষ্টা প্রতিষেধকল্পে অমর তুলসী কানন নিদর্শনরূপে চিরস্থায়ী ছিলেন। আধ্যাত্মিক প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের ও চিত্রবাদী-জনধারণার পরিতৃপ্তিকল্পে লোকপিতামহ ওঙ্কার ও অথ শব্দের অনুসৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ঐতিহ্য মধ্যে এই প্রাকট্যের প্রচুর পরিচয় সংরক্ষণ করিয়াছেন। তথাপি ত্রিগুণতাড়িতবিচারে অজ্ঞেয়তাবাদ, সন্দেহবাদ প্রভৃতির অদৈব প্ররোচনা সেবাবিমুখজীবদিগকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদ্য চেষ্টাসমূহে প্রধাবিত করে বলিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরগৃহে অর্চ্চিত অধোক্ষজ বিষ্ণুর অর্চ্চা-বিগ্রহ তথায় চত্বারিংশবর্ষের অকৃত্রিম সেবাফলে স্বয়ং ভূগর্ভ হইতে তাং ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, ১৩ই জুন ১৯৩৪, বুধবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। লণ্ডনস্থ বৃটিশ মিউজিয়াম্ এবং এড্‌মিরাল্‌টী গৃহে সংরক্ষিত মানচিত্রদ্বয় অবিসংবাদিতভাবে জলঙ্গীনদীর উত্তরাংশে এবং ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দীপর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের তাৎকালিক সংস্থানের অমলসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের শ্রীধামমায়াপুরে শুভাগমন উপলক্ষে ঐ মানচিত্রদ্বয় হইতে সংগৃহীত আলোকচিত্র তাঁহাকে দেখান হইয়াছে। এবৎসর শ্রীযোগপীঠে শিখরভেদী শ্রীভগবদ্বিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি মহোদয়গণ এই দশক-চতুষ্টয়ে সভায় উপস্থিত হইয়া যোগদান করিবার সুযোগ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সভাপতি বিষমসমরবিজয়ি-পঞ্চশৈক মহামহোদয় চন্দ্রবংশাবতংস দ্রোহকুল-তিলক স্বাধীন-ত্রিপুরাধিপতি **মহারাজ শ্রীমদ্ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর** স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবৎ-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আগামী ২০শে মার্চ্চ, ৬ই চৈত্র বুধবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশনে এবং শ্রীভগবদ্বিগ্রহমন্দিরপ্রবেশোৎসবে আপনার সহানুভূতি ও সবান্ধবে যোগদান আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়। আপনার তথায় উপস্থিতির সময় ও তারিখ জানিতে পারিলে ভবদীয় অভ্যর্থনার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকিতে পারিব।

শ্রীবাসিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
কার্য্যকারী সমিতির সম্পাদক।

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়
(রাজর্ষি কুমার, বেদান্তভূষণ, ভুবনমঙ্গল, প্রাজ্ঞ, এম, এ)
শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশত-শ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজস্যৈকষষ্টিতমাবির্ভাব-তিথিরূপপঞ্চম্যাং শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে

প্রপত্তিপুষ্পাঞ্জলিনামকম্

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তনধর্ম্মপালকৌ
যতীন্দ্রবেষৌ কলিজীবপাবনৌ।
কৃপাম্বুধী ভক্তিবিনোদসংজ্ঞিতৌ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ১

অন্তঃ স্বগূঢ়ং ভজনৈ রহৈর্দৃঢ়ং
বহির্বিমূঢ়াসুরমন্তরং সদৃশং।
জ্ঞেয়ং সুযুক্তিবিধিভিঃ প্রচারয়ং স্তু যং
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ২

দুরন্তসংসার-সুতীব্রদাবহৃ-
কথামৃতপ্রস্রবিণী-বিনিঃসৃতা।
সংপ্লাব্য বিশ্বং কুরুতে বিশুদ্ধতাং
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৩

বৈরাগ্য-বিদ্যাপরভক্তি-যোগবান্
বেদান্তসিদ্ধান্তকৃতী দয়োদধিঃ।
মহাবদান্যঃ পরদুঃখকাতরঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৪

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমেব প্রেমদং
চৈতন্যদেবেন কলৌ প্রচারিতম্।
তস্য প্রচারো ধরণৌ দয়ীপিতঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৫

মোহান্ধকারাবৃতমেতদাদিতঃ
আসীন্ন কর্ত্তাপি মহাপ্রভোঃ ক্বচিৎ।
ভক্তিপ্রদীপৈস্তু জগৎ প্রবোধিতং
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৬

ভক্তিপ্রচারো বহুভিঃ কৃতো ভুবৈ-
রেতাদৃশঃ কেন তু নাপি বাঞ্ছতঃ।
আচার্য্যবর্য্যং যমতো বিদুর্জনাঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৭

সংসারদুঃখার্ণবমধ্যমজ্জিতান্
কামদ্রুতীব্রহতান্ দুরুদ্গতান্।
দুর্বাসনাশৃঙ্খলিতান্ নিরাশ্রিতান্
পাহি প্রপন্নাংশ্চ সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৮

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠস্থ-পরবিদ্যাপীঠাশ্রিতাদাস্

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৪৪৯ শ্রীচৈতন্যাব্দের সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা আগামী ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে প্রকাশিত হইবেন। পারমার্থিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে পরমার্থপ্রয়াসী বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতব্যক্তিমাত্রেরই এই পঞ্জিকা সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর প্রিয় স্বরূপ-রূপানুগ-মহাজনগণের আচরিত ও অনুমোদিত ব্রতোপবাসাদির কালনির্ণয়-সম্বন্ধে সাধারণে নানাপ্রকার ভ্রান্তমত প্রচলিত থাকায় তদনুসরণে মহাজন-প্রদর্শিত পথ উল্লঙ্ঘিত হইয়া পরমার্থার্জ্জনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, পারমার্থিকগণের এই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য প্রতিবৎসর শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে এই নবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশ করা হয়। ইহার সহিত গ্রহ-তালিকা ও অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ও সংযোজিত হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীধামমায়াপুর, শ্রীচৈতন্য মঠ এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৪১; ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫ { ২৩শ-২৪শ সংখ্যা।

পরিক্রমা, নবমন্দির-প্রবেশোৎসব ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

গৌরজন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের চিরন্তনী ভুবনমঙ্গলময়ী দৃষ্টি এবং গৌর-শক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি বিষয়সমরবিজয়ী পরমশ্রী বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর বপুষ্মত্তর মহামহোৎসবের সভাপতিত্বে শ্রীগৌরজন্ম-বাসরে শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে ভগবৎপ্রবেশোৎসব বিশেষ সমারোহ ও সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বদিবস ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারিগণ নববীপ ভক্তির পীঠ সমূহ পরিক্রমা করিয়া অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরিক্রমার সময় ত্রিদণ্ডিপাদ ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যথারীতি নবদ্বীপের তথ্য ও বিবরণ-সমূহ প্রাচীনগ্রন্থ হইতে পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এবৎসর কোলদ্বীপ-পরিক্রমাও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সহস্র সহস্র ভগবদ্ভক্ত ও যাত্রী উচ্চ সংকীর্ত্তনে দশদিক মুখরিত করিয়া কোলদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার নামাঙ্কিত পতাকা লইয়া দুইজন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত গমন করিতেছিলেন, তৎপরে দুইজন ভক্ত সম্মার্জ্জনী দ্বারা শ্রীরাধামাধবের বিজয়-সরণি মার্জ্জিত করিতেছিলেন, তৎপরে আশা-সোটা, পতাকা প্রভৃতি শোভাযাত্রার উপকরণ-সমূহ, তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল প্রভুপাদের পশ্চাতে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, তৎপরে বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত সুরম্য-শিবিকায় শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ, তৎপরে বিভিন্ন সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও তৎপরে যাত্রিবৃন্দ চলিতেছিলেন।

এ বৎসর নবদ্বীপ-পরিক্রমার যাত্রি-সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। কেবল বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে

ভগবদ্ভক্ত ও সাধারণ ব্যক্তিগণ পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আনুকরণিক মৎসর ব্যক্তির মন যেরূপ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রত্যেক ব্যাপারের সাফল্য দর্শন ক'রয়া গৌড়ীয়ের অবলম্বিত উপায়সমূহ অনুকরণ করিয়া স্ব-স্ব যশোলিপ্সার ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার তৃপ্তিপিপাসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, শুনা যায়, সেইরূপ তাহারা শ্রীধাম-পরিক্রমারও একটি অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মর্কট বৈরাগ্য ও স্বার্থপর গৃহমেধিগণের ঐরূপ আনুকরণিক তাণ্ডবনৃত্যে মুমুক্ষের সমচিত্ত ব্যক্তিব্যতীত কোন অকপট সত্যানুরাগী ব্যক্তিই যোগদান করেন নাই। অকৈতবার্ত 'স্বাবলম্বন-ভিক্ষা'র বিজ্ঞাপন ও আনুকরণিক মৎসরতার তাণ্ডবনৃত্য একদিকে, আর একদিকে ভবরোগ-বিনাশক ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়ক মহাপ্রসাদ ও হরিনাম-বিতরণের অকাতরতা এবং লোকপাবনী গৌরশক্তির বিবিধ করুণা-বর্ষণ যেন নরক ও গোলোকের দুইটি ভিন্ন চিত্র সুধী-সমাজের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শুনা যায়, আনুকরণিকগণ কিছুদিন পূর্ব্বেই নবদ্বীপ-পরিক্রমার (?) সাময়িক ক্ষুদ্র ও মৎসর অভিনয় দেখাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমার দিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সকলের হৃদ্-ধ্বনির মধ্যে পরিক্রমায় যোগদান করেন। ঘুরোপে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিবার পর শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের এই প্রথম পুনরাগমন। চম্পহাটি গমন করিয়া পরিক্রমান্তে ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের সম্বর্দ্ধনার্থ একটি বিরাট সভার অধিবেশন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে অভিনন্দন-সূচক দুইটি বক্তৃতা-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-জ্ঞাপনান্তে তাঁহার পাশ্চাত্য দেশের প্রচারের অভিজ্ঞতা একটি সংক্ষিপ্তপ্রায় বক্তৃতার প্রকাশ করেন।

গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভুপাদ (২৩শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ) গোদ্রুমস্থ শ্রীবানন্দ-সুখদকুঞ্জে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে দুইবার শুভবিজয় করিয়া পরিক্রমাকারিগণের অবস্থানের সুব্যবস্থাদির ব্যবস্থাদি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করেন। সন্ধ্যার পর প্রভুপাদ অতীব মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় কীর্ত্তনপীঠ শ্রীগোদ্রুমকাননের কথা, গৌরবিহিত কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য, কীর্ত্তনকারীর লক্ষণ এবং কীর্ত্তন-প্রচারেই যাবতীয় সদুপদেশের বিষয় বলিয়াছিলেন।

১লা চৈত্র হরিবাসরে শ্রীল প্রভুপাদ 'ভক্তিবিজয় ভবনে' অনুকরণ ও অনুসরণের পার্থক্য বর্ণন করিয়া সুদীর্ঘ-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রেষ্ঠ্যাধ্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবার আদর্শের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২রা চৈত্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠ, শ্রীনিত্যানন্দ বংশবালা, শ্রীগৌরকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ পথ ও ভক্তিসুহৃৎ তোরণের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিজয় ভবনে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীপতিতপাবন দাস নামক জনৈক যুবক ও নারায়ণগঞ্জের ছেপুটী পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত নিবেদনাথ দাস গুপ্ত বিদ্যারত্ন বি-এ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এ বৎসর ত্রিদণ্ডিপাদগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডিপ্রবরশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ শ্রৌতী মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর যাচক মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমৎ সাগর মহারাজের নৃত্য-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজের বক্তৃতা, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের অনবদ্য অভিভাষণ ও অভক্তি-উপদেশ, শ্রীপাদ শ্রৌতীমহারাজের নবীনা-প্রকাশ-সেবা ও বক্তৃতা, শ্রীপাদ অরণ্যমহারাজের চাঁইগোষ্ঠী এবং অন্যান্য মহারাজগণের নানাপ্রকার সেবাচেষ্টা সুধীমাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ব্যক্তিগণকে সময়-মত মহাপ্রসাদ ও বাসস্থানাদি প্রদানের সুব্যবস্থার

করিয়াছিলেন। অহোপরেষক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পরিক্রমার যাত্রিসংঘের দ্রব্যাদি নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকারী ভক্তগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্রহ্মচারীজী ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালেও এই সেবাভার গ্রহণ করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৬ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণে ভক্তিবিজ্ঞান-ভবনে ও সন্ধ্যার পরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ যোগপীঠে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহা প্রত্যেক সাধকেরই প্রণিধানযোগ্য ও নিত্যকাল স্মরণীয় বিষয়। আমাদের অনর্থময় জীবনে যে সকল কপটতা আমরা ঢাকিয়া রাখিতে চাই এবং যে সকল দুষ্ট-সৌন্দর্য্য, স্বরূপ-বিভ্রান্তি, অপরাধ ও কপটতাকে আমরা সেবার সম্ভার সাজাইয়া ভক্তসমাজে আমাদিগকে 'ভক্ত' ও 'সাধু' বলিয়া প্রচার করিতে চাই, সেই অন্তর্যামী শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কৃপাপূর্ব্বক আমাদের মঙ্গলের জন্য উদ্ঘোষন করিয়া যেন এবং আমাদিগের নিকট সত্যের নিরপেক্ষ আলোক প্রকাশিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন, "সেবার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শত শত প্রকৃত সাধকের হিতের জন্য আরও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" বিচারে ধাবিত হইলে জীবের প্রতি পদে পদে অসুবিধা হইতে পারে। পরচর্চ্চা বা অনুকরণের দ্বারা জীবের কখনও মঙ্গল লাভ হয় না। মহাজনের অনুসরণেই কর্ত্তব্য। সকলের চিত্তবৃত্তি এক পরমশ্রেয়ের সেবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত না থাকিলেই নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা বহুসময়ও ব্যয় হইয়া থাকে। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় প্রভুর আদর্শ সেবার কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, শ্রীযোগপীঠের যে স্থানে অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-চূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ বহুদিবস অনিকেত-ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, ঠিক সেইস্থানেরই ভূগর্ভ-প্রদেশ হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যখন এই স্থানে অনিকেত অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ পার্শ্ববর্ত্তী কুটীরে অবস্থান করিবার জন্য অনেক প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বাগাজী মহারাজ সেই স্থান হইতে অন্যত্র যান নাই। আজ সেই স্থানেই অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরের প্রকট হইল। সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরকিশোরপ্রভুকে 'শ্রীগুরুপ্রণামামৃত' পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অধিকে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের 'অধিষ্ঠানভবন-প্রাঙ্গণ-সদনে' একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-কুসুম নবধা ভক্তির পীঠ শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমার উদ্দেশ্য, আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের কৃপা বহন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে শরণাগতির কথা বক্তৃতা-মুখে বর্ণনা করেন। তৎপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইনষ্টি-টিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে অতি সরল ও প্রাঞ্জলভাষায় প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর গৌর-কৃষ্ণ-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরের সড়ক-সমূহ বিচিত্র তোরণ, পতাকা ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির দ্বারা সুশোভিত হয়। নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চরাত্রাচার্য্যগণ নানাপ্রকার অভিষেক-সামগ্রী, মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার, কুসুমাবলী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপকরণ ও অর্চ্চনের উপচারসমূহ সংগ্রহ করিতে থাকেন। শ্রীমন্দির বহুমূল্য ও সুশোভা পুষ্পরাজি-দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠানের জন্য নবনির্ম্মিত সিংহাসনস্থলে পুষ্প-দ্বারা স্বস্তিক চিহ্ন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি মাঙ্গলিক বিষ্ণু-

চিহ্নসমূহ রচিত হয়। শ্রীমন্দিরের চারদেশে প্রাচীর-গাত্রে পুষ্প নির্ম্মিত স্বস্তিক ও প্রেমচিহ্নসমূহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অষ্টোত্তর-শত পূর্ণকুম্ভ নব আম্রপল্লব ও নারিকেল ফলাদির সহিত অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে থাকে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বিরাট্ সুশোভিত সভামণ্ডপ বিরচিত হয় বহু-মূল্য রঞ্জিত ক্ষৌমবস্ত্র-দ্বারা মণ্ডিত হইয়া সভামণ্ডপ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সভামণ্ডপে উচ্চ বেদী,

শ্রীধাম মায়াপুর গৌরজন্মস্থানে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির

বেদীর উপর দুইটি রত্নসিংহাসন প্রবেশোৎসবের সভাপতি মহারাজ ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রত্রাণপ্রবরের জন্য অধিষ্ঠিত হয়। জলঙ্গী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠ পর্য্যন্ত সমগ্র পথ তোরণ, পতাকা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। কোন তোরণের ললাটফলকে 'স্বাগতম্' শব্দ, কোনটির ললাটে মহারাজের মঙ্গলকামনা-কাঙ্ক্ষাও বা ললাটে অভ্যর্থনা-সূচক নানাপ্রকার সারগর্ভ বাক্য শোভিত হইতেছিল। মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বেই স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর সপার্ষদে নবদ্বীপঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ তাঁহার পার্ষদবৃন্দসহ কলিকাতা হইতে প্রাতে চিটাগং মেলে শ্রীধাম যাত্রা করেন। বাণাঘাটে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহারাজকে পুষ্পমাল্য-দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেসনে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র মৌলিক, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দত্ত, প্লীডার শ্রীযুক্ত সতীজীবন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্টব্যক্তি মহারাজকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র মৌলিক মহোদয় মহারাজের গলদেশে পুষ্পমাল্য সুশোভিত করেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যবৃন্দ কৃষ্ণনগর হইতেই মহারাজকে মোটরযোগে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিতে-ছিলেন। সপার্ষদ মহারাজের জলঙ্গী পার হইবার জন্য একটি বিস্তৃত তরণী বিচিত্র বস্ত্রের দ্বারা মণ্ডিত ও শোভিত করা হইয়াছিল। তরণীর উপর রাজসিংহাসন ও বিচিত্র আসনসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। সপার্ষদ মহারাজ সেই সুশোভিত নৌকায় আরোহণ করিয়া জলঙ্গী নদী পার হইয়া হুলোড় ঘাটে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মান-সূচক তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিদয়িত গোস্বামী ও মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু মহারাজকে

শ্রীধাম-মায়াপুরোদ্যান-কালে গঙ্গা ও জলঙ্গী-সঙ্গমে (হুলার ঘাটে) শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বাহাদুরকে অভ্যর্থনার দৃশ্য

অভ্যর্থনা করেন। মহারাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ঐকতানবাদ্য ও সমবেত শত শত ভক্তের, বৈষ্ণব ও রাজকীয় সম্মিলিত কীর্ত্তনধ্বনি ও মৃদঙ্গ-করতাল-নাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠে। মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাহ্যাবাসে আরোহণ করিয়া প্রায় ১১-৫০ মিনিটের সময় ভক্তিবিজয়-ভবনে সমুপস্থিত হন। ভক্তিবিজয়-ভবনের দ্বারে শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। মহারাজের আগমন-উপলক্ষে ভক্তিবিজয়-ভবন নানা প্রকার তোরণদ্বারে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রভুপাদের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর মহারাজ বাহাদুর স্বয়ংপ্রকাশে স্নান ও বিশ্রাম করেন এবং তৎপরে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া উচ্চ হর্ষধ্বনির মধ্যে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হন।

মহারাজের সৌজন্য অতুলনীয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীমন্ মহারাজ স্বয়ং উপবেশন না করিয়া প্রভুপাদের আসন পরিগ্রহের প্রতীক্ষা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিদাস্য গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমন্ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্ মাণিক্য বাহাদুরের সভায় প্রবেশ-মাত্রেই সভায় ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

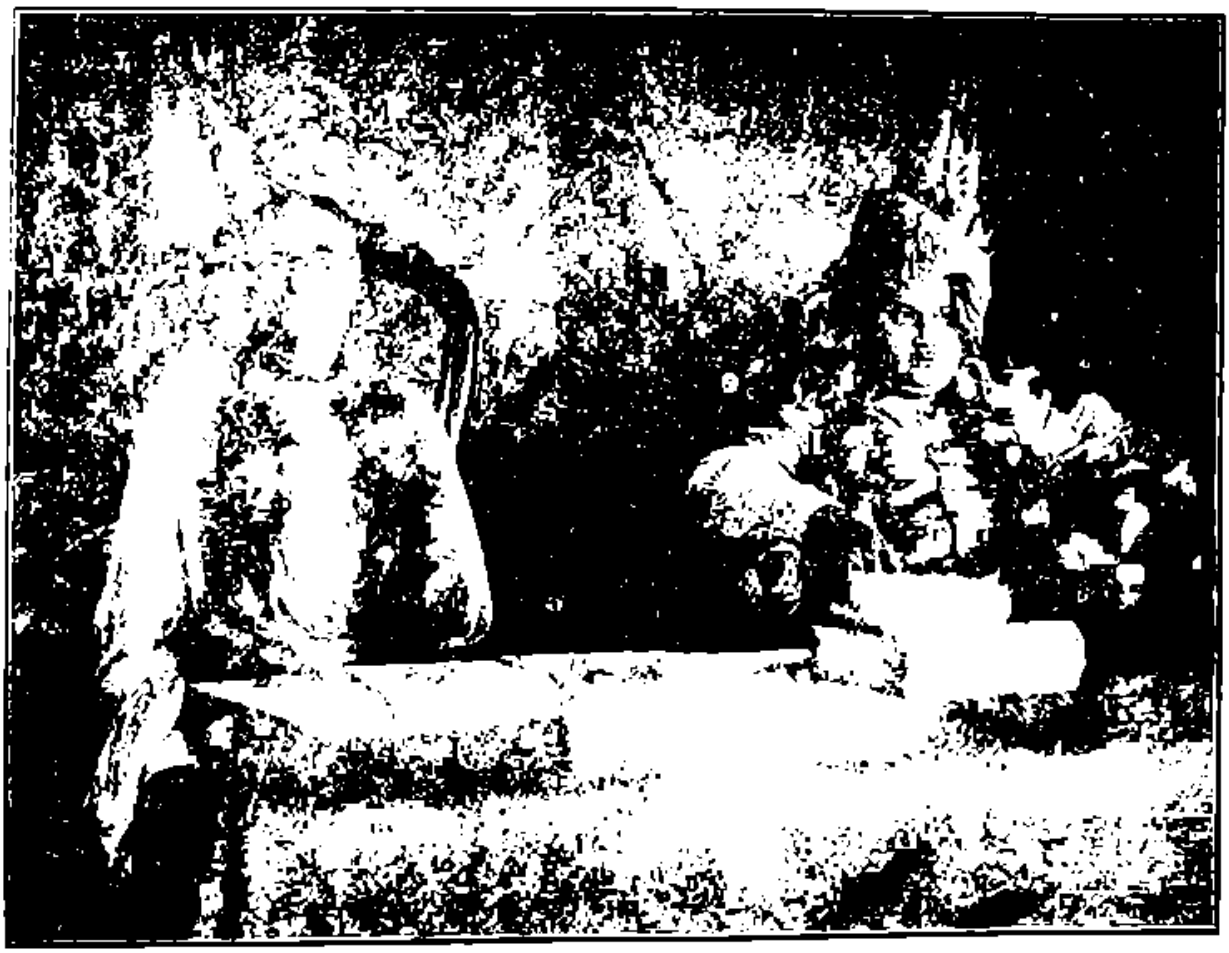

শ্রীমন্মহারাজের অবস্থিতিকালে সভায় শ্রীল প্রভুপাদ ও স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

শ্রীমন্ মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিলে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্য-বাহাদুরকে লণ্ডনের ব্রটিশ মিউজিয়াম ও ব্যাড মিরালটি ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্রের আলোকচিত্র হইতে অনন্ত নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর দক্ষিণাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি সংস্থানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর ত্রিপ্রতিষ্ঠানী শ্রীহরিবিলাস গবর্ণমেণ্ট মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরাজয়তার পক্ষ হইতে প্রথম বক্তাগণ রচিত অভিনন্দনটি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা হইতে প্রথম সংস্কৃত ভাষায় রচিত অভিনন্দন-পত্র এবং সর্ব্বশেষে শ্রীহট্টকিপ্রদেশ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা হইতে প্রথম উর্দ্দুভাষায় রচিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এই সকল অভিনন্দন শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্ মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর বক্তৃতাচ্ছলে একটি প্রত্যভি-ভাষণ প্রদান করেন। যথাস্থানে সেই সকল অভিনন্দন পত্র ও নিম্নে শ্রীমন্ মহারাজের প্রদত্ত প্রত্যভিভাষণটি প্রকাশিত হইল।

সভাপতি মহারাজের অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় সরস্বতীমহারাজ এবং সভ্য মহোদয়গণ :—

অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশের বিদ্যাপীঠ ও পুণ্যভূমি নবদ্বীপ-ধাম দর্শনে আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। আজ আপনাদের আহ্বানে ও ভগবৎকৃপায় সে অভিলাষ পূর্ণ হইল।

আমাদের পরিবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত, এজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্ম ও লীলাস্থল আমার বিশেষ আদরের সামগ্রী। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মদীয় পরম পূজনীয় প্রপিতামহ পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুরে এই ভগবন্নিকেতন-স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং মদীয় পরমারাধ্য পিতামহ স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই স্থানে শ্রীশ্রীরাধা-মাধব প্রতিষ্ঠা করেন। তাই আজ এই নবনির্ম্মিত বিরাট্ মন্দির-প্রবেশ উৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি এবং এই নবনির্ম্মিত মন্দিরের ব্যয়ভার-বহনকারী শ্রীযুক্ত সতীশচরণ রায় মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে আদর করিতেছি।

আপনাদের কলিকাতাস্থ গৌড়ীয়মঠে গত বারে উপনীত হইয়া সমগ্র ভারতে ও ইউরোপে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সংবাদ অবগত হইয়া সুখী হইয়াছিলাম। অদ্য আপনাদের এতদুদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা ও সাধনা জনিত কার্য্যকুশলতা উপলব্ধি করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে আমার সম্পূর্ণ আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের এই মহদুদ্দেশ্য সুফলপ্রসূ হউক।

পরিশেষে আপনারা আমার স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত যে আয়োজন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরকে একটি বহুমূল্য বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত রৌপ্যাধারে (casket) ঐ সকল অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। শ্রীমন্ মহারাজ তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন।

তদনন্তর শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে শ্রীযোগপীঠস্থ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের প্রকোষ্ঠের দ্বারে উপনীত হন এবং যথারীতি শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার, কীর্ত্তন-কলরব, ধ্বনুল্লুলি, ঐকতান-বাদ্যধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনি, কাঁসর-ঘণ্টা-মঙ্গল-শঙ্খের নাদে আকাশ-পাতাল মুখরিত হইয়া উঠে। নিম্ন-বর্ণিত সেই ধ্বনির অনুকীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণকলেবরকে আরও বিভূষিত করিয়া তুলে। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক সম্পাদিত হয়।

আরাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ সভামণ্ডপে নূতন শ্রীমন্দির-নির্ম্মাতা ভক্তি-নিলয়ের সেবা ও শ্রীধাম-যোগপীঠ-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরসুন্দর নিজশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত সিংহাসনে বিরাজিত হইয়াছেন। অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব বিরাজ করিতেছেন ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠে যোগপীঠের তুঙ্গর্ভ হইতে যে অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই স্বয়ং বিষ্ণু অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং শ্রীরাধামাধব-শ্রীবিগ্রহ পূর্ব্বেই শ্রীযোগ-পীঠে প্রকটিত ছিলেন, তাঁহাদের নবমন্দিরে বিজয়োৎসব হয়। আর অধোক্ষজ-শ্রীবিগ্রহ গত ৩০শে বৈশাখ (১৩৬১) এই নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের তাঁহার ধননকালে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন। এই অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ অক্ষজ-জ্ঞানবিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকগণেরও অক্ষজ জ্ঞানকে নিরাস করিয়াছেন। বিচক্ষণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলিয়াছেন যে, এই শ্রীবিগ্রহ বহু শত বৎসর পূর্ব্বের পূজিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানিতে পারি,—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে "বিষ্ণুগৃহ" ছিল। সেই "বিষ্ণুগৃহে" শ্রীবিষ্ণু অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহুদেবে বিষ্ণুর নবদ্বীপের শ্যামসুন্দর শ্রীরাধানাথের সেবা বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। এই অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহদেবতা, তাহা শ্রীবিগ্রহ স্বয়ংই যোগপীঠ হইতে প্রকটিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সচীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীবিগ্রহগণের জন্য নূতন অলঙ্কারাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সুরম্য সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অন্তর্ভেদী নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের সমস্ত স্থান এবং শিখর-প্রদেশ অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত করিয়াছেন। রাত্রিকালে এই শ্রী-মন্দিরের দূরস্থ ও উচ্চস্থ শোভা পারি-পার্শ্বিক বহু ক্রোশ ব্যবধান হইতেও দৃষ্ট হয়। তখন মনে হয়, যেন এক বিরাট্ আকাশচুম্বিত বিচিত্র আলোক-স্তম্ভ নবদ্বীপ-মণ্ডলে বর্ত্তমান হইয়া ভক্তিবিনোদ-বাণীর জয় ঘোষণা করিতেছে। ভক্তিবিনোদের একটি প্রধান খেয়াল ছিল, মহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সুবৃহৎ আকাশ-ভেদী আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হউক্। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদেশ বরণ করিয়া শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত সচীচরণ ভক্তিবিজয় ভক্তিবিনোদ-বাণীর সেই মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। "ভবিষ্যতে কোন এক ব্যক্তি শ্রীযোগপীঠে অদ্ভুত মন্দির প্রকাশ করিবেন"—ইহাও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভবিষ্যদ্-বাণী করিয়াছিলেন। আজ সেই ভক্তিবিনোদবাণীও আমরা প্রত্যক্ষভাবে সাফল্যমণ্ডিত দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবের সংবাদ সংগ্রহের জন্য কলিকাতা হইতে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সাংবাদিক ও আলোকচিত্র-গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ এবং 'য়্যাড্‌ভান্স্' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সংবাদ-দাতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃপিয়া নবদ্বীপের ও তদ্বহির্ভাগীয় ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য, বৈষ্ণব ও গোস্বামিগণ এবং ভারতের সর্ব্বস্থানের শতসহস্র ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। কতিপয় ইয়োরোপ-মহিলা ও ইয়োরোপ-সম্ভ্রান্তব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বহুস্থান হইতে বহুব্যক্তি আসিয়া এই শ্রীমন্দির ও সভার আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ বিরাট্ সম্মিলন-সম্মেলন নবদ্বীপের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব। কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, —"ইহা কি স্বপ্ন, না বাস্তবতা। সেই মহাপুরুষ কে? —যাঁহার প্রভাবে এরূপ অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইতেছে! সত্যসত্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১১-১২)

—গৌরশক্তি ব্যতীত এরূপ বিচিত্র ব্যাপার অপরের দ্বারা নরলোকে সম্ভব হয় না।

ত্রিপুরাধিপতি উক্ত নব-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পর পাত্রমিত্র-সহ শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমুরারি-গুপ্তের আলয়, শ্রীচৈতন্যমঠ, পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দির ও ভক্ত চাঁদ কাজির সমাধি দর্শন করিয়া ভক্তিবিজয়-ভবনে উপস্থিত হন। এই স্থানে তিনি কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত কিয়ৎকাল আলাপ করেন।

তৎপর শ্রীমন মহারাজ রাণিকাবাহাদুর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীনাথ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের সহিত কিছুসময়ের জন্য কুলিয়া নবদ্বীপ সহর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনগর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমন্দির-প্রবেশোৎসবে উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে নিম্নে মাত্র কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

মাননীয় রাণা গোবর্দ্ধন বাহাদুর, চীফ সেক্রেটারী ; সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট মহারাজ কুমার কর্ণকিশোর দেববর্ম্ম বাহাদুর ; সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট মহারাজ কুমার হর্ষজিৎ কিশোর দেববর্ম্ম বাহাদুর ; ক্যাপ্টেন কুমার প্রফুল্লকুমার দেব বর্ম্ম বাহাদুর, মিলিটারী সেক্রেটারী ; ক্যাপ্টেন রাজা রাজট জঙ্গ বাহাদুর এ-ডি-সি ; ক্যাপ্টেন কুমার কিরণ কুমার দেববর্ম্ম বাহাদুর ; সুবাদার সাহেব কে, সি, দেব বর্ম্ম প্রমুখ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির পারিষদবর্গ ও অনুচরবৃন্দ ; মিঃ এস্ দত্ত আই-সি-এস্—ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর ; মিঃ এস্ গুপ্ত—নদীয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ; Rev. B. W. Bean & Mrs Bean ; Dr. M A. Hatt (Ranaghat, Dayabari) : Miss Mecather ; Miss Guerin ; মিঃ এন্, সেন—ট্রেজারী অফিসার ; মিঃ কে, সি, দোম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ; মিঃ পি, এস্, সেন ; মিঃ এ, এন রায় এম্-এ, উকীলার ; শ্রীযুক্ত জগবন্ধু লাহা, প্লীডার ; শ্রীযুক্ত যোগেশ লাহিড়ী, ব্যাড্‌ভোকেট, কৃষ্ণনগর ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মৌলিক, চেয়ারম্যান, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী ; শ্রীযুক্ত সতীজীবন চট্টোপাধ্যায়, ব্যাড্‌ভোকেট ; শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুন্সেফ, কৃষ্ণনগর ; শ্রীযুক্ত নীলেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাব্‌জজ ; শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র মিত্র, সাব্‌জজ এবং ম্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সেসন্‌স্ জজ ; শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র সেন মুন্সেফ ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ; মিঃ জে, এন, বসু—দ্বারভাঙ্গা মহারাজের কাইনান্সিয়াল এজেণ্ট ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ ; রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর, জমিদার ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, জমিদার, ভাগ্যকুল ; শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ, এম্-এ, বি-এল, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত অকূলকান্ত নাগ (ঐ পিতা), জমিদার, বারুণী, ঢাকা ; শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ ঘোষ, লক্ষ্ণৌ ; শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সোমার, সোনারঙ্গ, পাবনা ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, খুলনা, খুলনা ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ, ভাটপাড়া ; শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রোপ্রাইটার ও, এন, মুখার্জী এণ্ড্ সন্‌স্, কলিকাতা, 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'হ্যাড্‌ভান্স' ও 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সংবাদপত্রত্রয়ের রিপোর্টারদ্বয় ; মিঃ কে, কে ঘোষ বি-এ ; মিঃ বি, বি, সরকার বি-এল ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিজয় প্রেষ্ঠাধ্য, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ; শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব ; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্ত বাচস্পতি, অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল চক্রবর্ত্তী এম-এ ; শ্রীযুক্ত বসুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ ; আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্লি, বি-টি প্রভৃতি।

৬ই চৈত্র বুধবার সন্ধ্যাকালে শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্য-মঠে ও বিশ্বব্যাপী শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরজন্ম-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌরজন্মস্থলীতে গৌরজনের আনুগত্যে গৌর-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানের চাইতে আর অধিক বরণীয় যাত্রা-মহোৎসব কি হইতে পারে? সেদিন ভৌম-নবদ্বীপে খেতদ্বীপের মহোৎসব সত্য সত্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দগণ উপবাস-ভঙ্গান্তে সাজন করিয়া শ্রীগৌরজন্ম-তিথির আরাধনা করিয়াছিলেন। অভিষেক, আরাত্রিক ও পূজার পর যোগপীঠে ভক্তবৃন্দগণের দ্বারা গৌরজন্মযাত্রা-পার্টি এবং নিশীথব্যাপি-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১লা সিন্ধু, ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার গৌরাব্দ ৪৪৯ অর্থাৎ গৌরাব্দের নববর্ষারম্ভ। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে ভক্তিবিজয়-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও বিশিষ্ট ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদের উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারকগণের ও সাধকের পক্ষে অবশ্য অনুশীলনীয় নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন।

নববর্ষারম্ভের প্রথম দিবসেই প্রাতঃকালে ভূমিকম্প এবং অপরাহ্ণে ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হইয়াছিল। হরিজন ধরণীর অন্ত আশা-ভরসার বুক বাঁধিয়া আমরা গৃহব্রতধর্ম্মের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য উদ্গ্রীব হইলে ওপরওয়ালার সময় এইরূপ আধিদৈবিক তাল আমাদের উত্তম উদ্যমের কণ্ঠচুম্বন করে।

সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার একচত্বারিংশদ্‌বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী

[গৌরাব্দ ৪৪৩]

গত ৭ই চৈত্র, ১৩৪১; ইং ২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের 'অধিষ্ঠাহরি-প্রবণ-সদনে' শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার একচত্বারিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কৃপাশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে শ্রীগোপীনাথের নবমন্দির-প্রাঙ্গণস্থ মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল, তদনুসারে সভাবৃন্দ প্রায় সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন, কেবল শ্রীল প্রভুপাদ কতকজন ভক্তসহ ভক্তিবিনয়-ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন; এমন সময়ে প্রবল ঝড় ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই শিলাবৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাহরিনাট্য-মন্দিরে সভার ব্যবস্থা হয়। নাট্যমন্দিরের উত্তরাংশে বিচিত্র বস্ত্রাস্তরণমণ্ডিত উচ্চ বেদীর উপর শ্রীল প্রভুপাদের আসন রচিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় প্রভুপাদ সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সভার সকলেই অভ্যুত্থান, জয়ধ্বনি এবং দণ্ডবৎপ্রণতি-দ্বারা আচার্য্যের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করেন। প্রভুপাদ নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিলে ঢাকাজেলার বাহাদীগ্রামের বনামধন্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত রায় মহাশয় সভার পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন, "যিনি সর্ব্বাগ্রে সকলের পূজ্য ও বরেণ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, যাঁহার অহৈতুক করুণায় আজ সমগ্রবিশ্ব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমকল্যাণময়ী বাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইতেছেন, যিনি তাঁহার সহস্রমুখী চেষ্টার নিরন্তর শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারকার্য্যে রত, যিনি ভগবান্ গৌরহরির একান্তপ্রিয়জনরূপে অশেষ সদ্‌গুণালঙ্কৃত হইয়া আজ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ব্যতীত এই বৈষ্ণব-সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ নাই।" তিনি অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে প্রভুপাদের সভাপতিত্ব-গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের কৃতপুণ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয় ঐ প্রস্তাব শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ "বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার সাগর"—এই উদ্বোধনসঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পাশ্চাত্যদেশে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী প্রচারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠে প্রথম প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন:—

অভিনন্দন-পত্র

১। হে ভক্তিবিনোদ-বাণীর বিজয়-সৈন্যবাহী সেনাপতিপ্রবর! পাশ্চাত্যদেশে গৌড়ের পূর্ব্বশৈলে সমুদিত শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া আপনি গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণীর পদাব্জিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা পুনরায় আপনাকে আমাদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আপনার সেবা-বিজয়-কীর্ত্তি শ্রবণে আজ পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। আপনার এই শুভ প্রত্যাবর্ত্তনকে আজ আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

২। ভক্তিবিনোদবাণীর সেবকবৃন্দ। গৌড়ীয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি প্রধান মনোহরীই পাশ্চাত্য-দেশে ও পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার। আপনি আমাদের সনুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আজ্ঞানুবর্তিত্বে প্রচার করিয়া আপনার ভক্তি-বিনোদ-বিরুদ নাম সার্থক করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদের নাম-ফটের প্রাকৃত-বিদ্বান পাশ্চাত্যদেশের জড়ৈকসর্বস্বতার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চক্ষুর্দ্বয়ের অজ্ঞান-তিমির শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপায় বিদূরিত করিয়া তথায় পরমার্থ-নীতির ও স্বরাট্‌লীলা-পুরুষোত্তম-নীতির দুইটি দিব্য-চক্ষু প্রকাশের আভাস দিয়াছেন। ভক্তিবিনোদ-বাণী কমল-নয়নরূপে পুরুষোত্তমে যে অপ্রাকৃত সেবা-চেতনময় শ্রীজন-সেবোৎসব প্রকট করিয়াছেন, তাহার নিকট মায়োদ্ভূত জড়-অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক চক্ষু দুইটা অতিক্ষিতিজ এবং বিকৃত ও বিপথগামী প্রতিবিম্ব, তাহা আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিয়া পাশ্চাত্যদেশকে দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন।

৩। হে পরিব্রাজকবর! নৈষ্কিঞ্চন্য ও অনাসক্তি কৃত্রিম-তার অট্টপাশের পারিপার্শ্বিকতার অবস্থান করিয়াও তথায় যে সদাচার ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবাচারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক ইতিহাসে ভবিষ্যৎ প্রচারকগণের অনুসরণীয় আদর্শ বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে খচিত থাকিবে। 'সারস্বতী-জয়শ্রী'তে প্রকাশিত আপনার প্রতি প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে জানিয়াছি যে, আপনি পাশ্চাত্যদেশে হরিকথা প্রচারার্থ প্রেরিত প্রচারক ও সেবকগণের গুরুানুধ্যায়ী ও সৎপরামর্শদাতৃসূত্রে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। আপনি আপনার আদর্শ আচরণের দ্বারা প্রভুপাদের সেই নির্বাচনের অকপট সেবা করিয়াছেন। লণ্ডনে অবস্থান-কালে আপনি জন্মাষ্টমী দিবসে উপবাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং হরিনাম কীর্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন দ্বারা কেবল যে ভক্তেশবাদীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু তাহাদিগের হৃদয়কেও হরিনামে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। লণ্ডনের ন্যায় বিলাস ও আভিজাত্য-গৌরবযুক্ত স্থানে স্বয়ংও ভগবদ্বৈভব রক্ষন করিয়া বিদেশীর জীবন যাপনের আদর্শ এক ভক্তিবিনোদবাণীর চরিত্রই প্রকাশ করিতে পারে। তাই আপনার প্রতি শ্রীলপ্রভুপাদের পত্রে শুনিতে পাই :—

"The Service of cooking is meant for the Supreme Lord Sree Krishna and His devotees like গোপী's who uttered গেহে ষূয়াম্ etc. and that the cooking should be done as far as possible by দীক্ষিত in as much as it forms a part of অর্চন। A devotee is a co sharer of the remains of Krishna's dish, while the worldly affairs of His devotees are also isolated for His service." (19. 10. 33)

আপনি শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্যকরিসমিতির সহকারিসম্পাদকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। আপনার সেবায় শ্রীধামের বিশেষ উজ্জ্বলা-বিধান ঘটিয়াছে। আপনি পাশ্চাত্যদেশে বিরহ করিলে এতদ্দেশে কার্যের জন্য উক্ত পদে অন্যান্য কৃতিব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়াও তথায় শ্রীধামের সেবা করিয়াছেন।

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকের পদ অধিকার করিয়া আপনি শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, সে স্মৃতিতে এখনও শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। আপনার সরলতা, অকৃত্রিমতা, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদবাণী-সঞ্চারের জন্য অনবদ্য চেষ্টা প্রত্যেকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদেশকেও আপনার সেই মধুর ও সরল ব্যবহার মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি আমাদের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদবাণী-সেবার সেই সরলতা ও মধুরতা আপনার বাণী-কীর্তনের দ্বারা সঞ্চারিত করুন। আমরা যেন সকলে ভক্তিবিনোদ-বাণীর পতাকা-তলে সরল চিত্তে সমবেত হইয়া অনুক্ষণ ভক্তিবিনোদ-অনুগান করিতে পারি।

৫। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অব্যবহিত পরেই আপনাদের প্রভুপাদের আজ্ঞায় পাশ্চাত্যপ্রদেশে বিরহ হইয়াছিল। আজ আবার বর্ষদ্বয় পরে গৌরজন্মোৎসবের অব্যবহিত পূর্বে আপনাকে আমাদের মধ্যে সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছি। আপনি আমাদের এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ভক্তিবিনোদ-বাণীর সেবায় নিযুক্ত করুন।

অভিনন্দন পাঠের পর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ হইতে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিগতবর্ষের অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সাধারণ সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যাদিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের প্রস্তাবে ও গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন :—

শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, ঢাকা।

২। মিঃ জে, এন বসু, পার্ক সেন, কলিকাতা।

৩। মিঃ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ এডভোকেট, পাটনা-হাইকোর্ট।

৪ শ্রীমধুমঙ্গল সহায়, গভর্ণমেণ্ট শিল্পবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, পাটনা।

৫ শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস বি. ই, ইঞ্জিনীয়ার, ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটি।

৬। শ্রীআনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এল-সি, জমিদার, ঢাকা।

৭। শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, মার্চ্চেণ্ট ও জমিদার, চট্টগ্রাম।

৮। রায় বাহাদুর শ্রীসুবীর প্রসাদ সিং বাউরী, সি-আই-ই, তমলুক।

৯। শ্রীজবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

১০। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ, জমিদার, রাজন, মুর্শিদাবাদ।

১১। শ্রীযামিনীমোহন সরকার, নারায়ণগঞ্জ।

১২। শ্রীসুপ্রসন্ন রায়, ব্যাঙ্কার ও মার্চ্চেণ্ট, ঢাকা।

১৩। শ্রীঅতিলাল সেন গুপ্ত, বারাকপুর।

অতঃপর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ (গৌড়ীয় ১২শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত) ৪৪৮ গৌরাব্দে শ্রীধাম মায়াপুর পল্লবিভাপীঠ হইতে গৃহীত 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিগণের নাম পাঠ করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিগতবর্ষে নিম্নলিখিত পরলোকগত গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম ও সেবা-চেষ্টা উল্লেখ করিয়া বিরহ প্রকাশ করেন :—

ডাক্তার শ্রীপ্রমথনাথ বসী (১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৪)

জমিদার শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ (১২ই চৈত্র, ১৩৪০ ; ২৬ মার্চ্চ, ১৯৩৪)

শ্রীহরিদাস দাস, জমিদার, মাইসাহী, বর্দ্ধমান (১২ই চৈত্র, ১৩৪০)

শ্রীশশধর গোস্বামী, কটক (১৩৪০ কার্ত্তিক মাস)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কাশীপ্রবাসী ; নিবাস—টিটাগড়, যশোহর—১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১)

ভক্ত শ্রীবাবুলাল, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা (১৮ই বৈশাখ, ১৩৪১)

ভক্ত শ্রীউপেন্দ্র, চাচুড়ী পুরুলিয়া, যশোহর (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

কবিরাজ শ্রীশ্যামাদাস বাচস্পতি, কলিকাতা (৩ জুলাই, ১৯৩৪)

ডাঃ মোরেশো (জুন বা জুলাই, ১৯৩৪)

শ্রীচৈতন্যচাতুরী দাসাধিকারী, আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম (১৩ই আষাঢ়, ১৩৪১)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৪)

শ্রীরাজেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরী, কলিকাতা (৪ই অক্টোবর, ১৯৩৪)

ডাক্তার এজেন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা (১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৪)

ভক্ত শ্রীরাসবিহারী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা (২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪)

১৫। ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত (২৫ কার্ত্তিক, ১৩৪১)

১৬। শ্রীস্বামিনাথ পিল্লাই (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪)

ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ, নাটোর (৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১)

পলিরুমু গিরি মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী, মাদ্রাজ (চৈত্র, ১৩৪১)

অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পদ্মবিভাভূষণ বি-এ মহোদয় ৪৪৮ গৌরাব্দে শ্রীগৌরবিনোদবাণীর আচার প্রচারে যাঁহারা জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত করিয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের

সংস্কারদীপিকানুসারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস ও বেষাশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান নাম পাঠ করেন :—

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস

শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর মহারাজ (২৪শে চৈত্র, ১৩৪০)

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল উডুলোমী মহারাজ (১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪১)

বেষাশ্রয়

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয় (৫ই অক্টোবর, ১৯৩০ ; ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪১)

শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী (২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪১)

অনন্তর শ্রীগৌরশ্রিতকার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের বিশেষ সেবা-চেষ্টা উল্লেখ করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিম্নলিখিত ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীগুরুগৌরমনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবা-চেষ্টা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

১। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ—লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক লণ্ডনে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-প্রচার ; শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের নামাষ্টক, শ্রীচৈতন্যাষ্টক, উপদেশামৃত, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের মনঃশিক্ষা, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গুর্ব্বষ্টক, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ও বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকানুযায়ী গীতা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জৈবধর্ম্ম ও শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ-সম্পাদন ; ভক্তিসদাচারের আদর্শ-প্রকটন এবং লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বোম্বে, মথুরা, দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে হরিকথা প্রচার প্রভৃতি দ্বারা এতদ্দ্বারে গৌর-নাম, গৌর-কাম ও গৌরধাম-সেবার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গুরুসেবকেরই অনুসরণীয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদার্হ।

২। শ্রীপাদ মাধবী মহারাজ—শ্রীধাম পরিক্রমা-পরিচালন, যথাসময়ে অনিদ্রিষ্ট ও ক্রমবর্দ্ধমান বাহিরসংখ্যার অন্ন প্রসাদাদির ব্যবস্থা, হিসাব-সংরক্ষণ, লোকপ্রিয়তা, মায়াপুরগৌড়ীয়মঠের ভূমি-সংগ্রহ ও মন্দির-নির্ম্মাণ-চেষ্টা এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লোকচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা গৌরশ্রিতকার্য্যানুষ্ঠান-জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ।

৩। শ্রীপাদ বন মহারাজ—ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভেকিয়া প্রভৃতি য়ুরোপের বহুস্থানে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডয়ন, বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারাবিষয়-শ্রবণে আগ্রহ উৎপাদন, শুষ্ক আত্মধর্ম্মের সহিত অনাত্মধর্ম্মের সমন্বয়-প্রয়াস-হেতু ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তদ্দেশবাসীর বহু প্রকার বিকৃত ধারণা অপনোদন, বয়সে নবীন হইয়াও বিজ্ঞতার প্রবীণতা প্রদর্শন, য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অশেষ-বিশেষে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার, জার্ম্মাণ ভাষায় অভিজ্ঞতা-লাভ ও বক্তৃতা প্রদান এবং গ্রন্থ-প্রণয়ন, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-শক্তি, হরিকথা-প্রচারে অসীমিত উৎসাহ, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্য প্রদর্শন, য়ুরোপে শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীগৌরজন্মোৎসব প্রভৃতি সম্পাদন, শ্রীহরিবাসর সম্মান এবং বৈষ্ণব-সদাচার সংরক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-প্রীতিবর্দ্ধন-হেতু শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৪। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ—ইনি বয়সে প্রবীণ হইয়াও শ্রীগৌরবাণীপ্রচারে ও ভগবৎসেবানুকূল-সংগ্রহে নবীনের ন্যায় উৎসাহ প্রদর্শন, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা-দ্বারা লোক-চিত্তাকর্ষণ, ওয়ার্দ্ধা, বোম্বে, করাচী, পুনা, সিন্ধুদেশ, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি উৎপাদন করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ।

৫। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ—ইনি ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অপূর্ব্ব বক্তা। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্যবাণীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করাইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা উৎপাদন করিয়াছেন। লোকের হৃদয়ে প্রবেশ-ক্ষমতা গিরি মহারাজের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। বোম্বে, পুনা, কোলাপুর, দক্ষিণ ভারত ও উত্তরভারতের বহু স্থানে এবং বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে হরিকথা-প্রচার-দ্বারা

ভক্তাঙ্গবাদীর মঙ্গলবিধানে স্বামীজীর সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও অক্লান্ত উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবিধ বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণমণ্ডিত হইয়া স্বামীজী নানাভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি বিধান পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ—কাশী, প্রয়াগ ও মথুরে বিবিধ সেবা, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার জন্য আনুকূল্য-সংগ্রহ, ত্রিপৌচাগাছে ধর্ম্ম-সভার দান করিয়া ত্রিদণ্ডী 'ভারতী' মঠ পরিচালন, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা-দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষীয় বুদ্ধি খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তিবিরোধ দূরীকরণ বিষয়ে প্রতিকূলবাদের নিরাকরণ প্রভৃতি-দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গ-প্রীতি আকর্ষণ করায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ—ইঁহার হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনফলে আত্মবিস্মৃতি, পঙ্গুত্বের অপগম করিয়া পরমুহূর্ত্তে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে নিত্য প্রচার, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমুখোদ্গীত বৈরাগ্য আচরণ, অতিস্নিগ্ধ-সরল-ব্যবহার, শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় ঐকান্তিকতা, শ্রীধাম-পরিক্রমা-উপলক্ষে নিমিত্ত বিবিধ সেবানুকূল্য সংগ্রহে প্রাণপণ যত্ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহার অক্লান্ত সেবানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৮। শ্রীপাদ শ্রীধরমহারাজ—মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবা পরিচালন, ভক্তাবদানমন্দিরোদ্ঘাটন শ্রীমন্দিরের কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ, ইংরাজী ভাষায় মহাপ্রভুর কথা-প্রচার, সংস্কৃত 'শ্রীচৈতন্য-লীলামৃতম্' গ্রন্থের মুদ্রণ-তত্ত্বাবধান, নানাসদ্‌গুণ-বিভূষিত হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের চিত্তে সুখদান প্রভৃতি-হেতু স্বামীজী শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৯। শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ—উর্জ্জব্রতকালে মথুরায় নিয়মসেবাসময়ে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে তৎপরতা, সেবপল্লী গ্রামে শ্রীগৌরবিহারী যন্ত্র-স্থাপন-কালে এবং শ্রীটটক-পর্ব্বতে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের সময় বিবিধ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন প্রভৃতির জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

১০। শ্রীপাদ ঔডুলোমী মহারাজ—ব্রহ্মচারী অবস্থায় (শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ) পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবায় শ্রীগুরুদেবের প্রীতি উৎপাদন, পরে উর্জ্জব্রত-কালে মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে ত্রিদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীমঠে হরিকথা-প্রচারাদি-দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরমনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবায় উৎসাহ-প্রদর্শন-হেতু শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ।

১১। শ্রীপাদ বাচক মহারাজ—গত দামোদর মাসে মথুরায় নিয়মসেবা-কালে নানাপ্রকারে সেবা-তৎপরতা, পঞ্চমভারতে হিন্দীভাষায় হরিকথা-প্রচার এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের উন্নতিকল্পে আনুকূল্য সংগ্রহার্থ বোম্বাই প্রদর্শন-হেতু শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ।

অতঃপর সভাপতিবর শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সভায় বর্ত্তমান হইয়া বলেন,—"আপনারা ইতঃপূর্ব্বে ভক্তিবেদ প্রভুর মুখে ত্রিদণ্ডিপাদগণের প্রশস্তি-গাথা শ্রবণ করিলেন। আমি আজ এমন এক মহাপুরুষের প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি,—যিনি শ্রেষ্ঠবস্ত্র পরিহিত থাকিয়াও যথার্থ ত্রিদণ্ডীর অকপট আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার বাহ্য-পরিচয়ে তিনি কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবিকান্ত সান্যাল এম্-এ; পারমার্থিক পরিচয়ে তিনি মহামন্ত্রোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিপ্রধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য, সকলাত্মাচার্য্য প্রভু। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে শরণাগতি, কায়মনোবাক্যে প্রণতি ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর কবিত্ব ত্রিদণ্ড গ্রহণের আদর্শ আমরা তাঁহাতে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। এই মহাপুরুষ লোক, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে হরিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট'-পত্রের সেবা, এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্যদেশে শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস প্রভুবিদ্যাবিশারদ যে-সকল শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভু তাহাতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার শ্রৌত প্রবন্ধাদি পাশ্চাত্যদেশের প্রচারকগণের প্রচারের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ভক্তিসুধাকর প্রভুর

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত এক অমিষ্টীয় গ্রন্থ।

আর এক মহাপুরুষের প্রশস্তি কীর্ত্তনের জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু। আপনারা এ বৎসর ভক্তিবিজয় প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন, আমি যতটা শুনিয়াছি, সেই সেবার মূলে আচার্য্যাত্মিক প্রভুই রহিয়াছেন। কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির —যাহা শ্রেষ্ঠার্থী, শ্রীভগবদ্ভক্তিরঞ্জন মহোদয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূলে যেরূপ আচার্য্যাত্মিক প্রভুর বিশেষ প্রেরণা আছে, শ্রীধাম-মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, আচার্য্যের ভবন-নিকেতন "ভক্তি বিনোদ-ভবন" এবং গৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে নবনির্ম্মিত বিরাট শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণেও তদ্রূপ আচার্য্যাত্মিক প্রভুরই বিশেষ প্রেরণার কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। এবৎসরে আচার্য্যাত্মিক প্রভুর অন্যান্য বহু সেবার মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে ভূমি-সংগ্রহ একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য সেবা।

আর এক মহাপুরুষের সেবার কথা কীর্ত্তন করিয়া আমার সেবা-বিমুখতা বিদূরিত ও তাঁহার সেবায় আমাকে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেই মহাত্মা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তি-সাঙ্গে গোস্বামী প্রভু। আমি সর্ব্বদা গৃহান্ধকূপে পতিত থাকিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-সাগরে ভাসিতেছি; সুতরাং গোস্বামি-প্রভুর অন্যান্য সেবা-বিষয়ে সকল কথা আমার বিদিত নাই। তদুপরি আবার বিস্মৃতি আসিয়া আরও বিষয়কেও আবরণ করিয়া থাকে। কাজেই এ সকল মহাত্মার সেবার সম্বন্ধে হয় ত' অনেক কথাই বাদ পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় ঊর্জ্জব্রত উদ্‌যাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণের বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যেখানে যেখানে গমন করেন, ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তদনুগামী হইয়া সেখানে প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টপূরণের সহায়তা করিয়া থাকেন। গত জানুয়ারী মাসে শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সেবা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ভারতের মহামান্য গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহাদের সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা জ্ঞাপন ও শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এ বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে আগমন করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়েই যাঁহার অসামান্য সেবার কথা বিজয়-বৈজয়ন্তীর ন্যায় অনুক্ষণ উড্ডীয়মান রহিয়াছে, যাঁহার সুসেবার কথা কেবল ভক্ত-সম্প্রদায়ে নহে, অনুকূল ও প্রতিকূলাচারী, অনুরাগী ও বিদ্বেষিগণের হৃদয়েও প্রবীণ্য লাভ করিয়াছে, সেই সেবার বিজয়-কীর্ত্তি-স্থাপন-কারী মহাত্মার গুণকীর্ত্তন কি ভাষায় করিতে হইবে, তাহা জানি না। সেই মহাত্মা শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়। তিনি প্রথমে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-

শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয়

মায়াপুরে, শুদ্ধগৌড়ীয়গণের প্রিয়তম ভগবদ্বসতিস্থলে, সর্ব্বতীর্থময় আত্মনিবেদন-পীঠ অন্তর্দ্বীপে "ভক্তিবিজয়ভবন" নির্ম্মাণ করিয়া গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আদৌ গুরুপূজা করিয়া পরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজার

আসন প্রদর্শন করিলেন—গৌরকর্ম্মভূমিতে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার সেই সেবার প্রাক্কালে অর্থাৎ এই নবনির্ম্মিত মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনকালে শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং প্রকট হইয়া তাঁহার আদি গুরুদেবতা শ্রীযোগপীঠ-স্থিত মূল বিগ্রহরূপ শ্রীযোগপীঠের ভূগর্ভ হইতে প্রকটিত করিলেন এই অতিমর্ত্ত্য ব্যাপারে শ্রীধামভক্তিদাত্রী যোগমায়ার প্রসন্নতাও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। যোগমায়াশক্তি তাঁহারই শক্তিসমন্বিত্র অধোক্ষজ বিষ্ণুকে প্রকাশ করিয়া দিলেন। আজ সেই জগন্নাথ মিশ্রের গৃহের বিষ্ণু-বিগ্রহ লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াসহিত শ্রীমায়াপুরেশ্বর এবং শ্রীরাধারাণীর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ভক্তিবিনোদের রচিত অন্তরঙ্গেরী শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত হইলেন আজ সত্যসত্যই ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে—ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণী আজ ভক্তিবিনোদের বিরহ-বৈভবরূপে প্রকাশ করিয়া আকাশচুম্বী শ্রীমন্দিরে উজ্জীন হইয়াছে।

শ্রীল নরহরির কৃপায় আমরা অত্যাশ্চর্য্যরূপে এই ভবিষ্যৎ ভক্তিবিনোদবাণীর সন্ধান পাইয়াছি। যখন গত সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীনবদ্বীপধামিক-প্রবেশোৎসব প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর শরণাপন্ন হইতেছিলাম, তখন অকস্মাৎ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা পুস্তকটি সম্মুখে দেখিতে পাই। সেই পুস্তকটি গ্রহণ করিবামাত্র প্রথম যে পৃষ্ঠাটি খুলিলাম এবং যে স্থানে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিটি নিবদ্ধ হইল ঠিক সেই স্থানের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দেখিতে পাই,—

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ২য় সংস্করণ ৪৪ পৃঃ)

এই পদ্যটি দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলাম, শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণী জানাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ভক্তিবিনোদ প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই ভবিষ্যদ্-বাণীর সেবা করিয়া সত্য সত্যই এক অদ্ভুত মন্দির প্রকাশ, ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসেবার বিকাশ অর্থাৎ অধিকতর উজ্জ্বল সাধন পূর্ব্বক ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিলেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বরণ করিয়া শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিনোদ মহোদয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আর একটি মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এক সময়ে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"-পত্রিকার সম্পাদক-সূত্রে "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—**"প্রভূত ঐশ্বর্য্য-শালী গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য।"** শ্রীগুরুকৃপা-বলে বলীয়ান্ হইয়া শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় মহোদয় আকাশচুম্বী যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে ও সর্ব্বগাত্রে যে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযুক্ত করিয়া ভক্তির বিজয়-পতাকা ও সুদর্শন চক্রের নিত্য আরতি করিতেছেন, তাহাতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভীপ্সিত অন্তরঙ্গেরী স্তম্ভ, বৃহৎ পতাকা ও আলোক-দানের উদ্দেশ্য, মনে হয়, সর্ব্বতোভাবেই সাধিত হইয়াছে। সমগ্র মন্দিরের গাত্রে সুশোভিত দীপ-মালা শ্রীযোগপীঠকে ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে নিত্য-দীপালী-মহোৎসবে উৎসবান্বিত করিয়া ভূলোক, দ্যুলোক ও গোলোকের মহোৎসবে সকলকে আহ্বান করিতেছে। তাই বলি, বন্ধু ভক্তিবিজয়! তুমি ধন্য—ধন্যাতিধন্য! সত্য সত্যই তুমি ভক্তির বিজয়পতাকা-স্বরূপ!

বর্ত্তমান যুগকে অনেকে 'যান্ত্রিক যুগ' নাম দিয়াছেন। যান্ত্রিক যুগকে শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবায় কিরূপে নিযুক্ত করিতে হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় মহোদয় তাহারও সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি শ্রীধামে টেলিফোন সংযোজনা করাইয়াছেন। বিবিধ সেবার সন্দেশ, হরিকথার বার্ত্তাসমূহ এই টেলিফোনের সাহায্যে অতিদ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইতেছে। জড় আজ চেতনের হাত ধরিয়া সার্থকতা-মণ্ডিত হইতেছে।

যদিও ভক্তিবিজয় মহোদয়ের প্রশস্তি কীর্ত্তনের জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি, তথাপি তৎসঙ্গে তাঁহারই সেবার সহায়ক আরও কতক ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিলে ভক্তিবিজয়ের গুণগ্রামের বর্ণনা পূর্ণ হয় না। ভক্তিবিজয় প্রভুর পরম বান্ধব আচার্য্যপ্রিয় প্রভুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সেবায় সহায়কারিণী সহধর্ম্মিণী ও সুযোগ্য ভক্তিমান্ পুত্র শ্রীমান্

প্রমথনাথ রায় ভক্তিবিজয়মধুসূদনকে তাঁহার সেবাকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এতৎসঙ্গে আরও দুই ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী বি-ই মহাশয় এই শ্রীমন্দিরের পরিকল্পনা ও বারম্বার পরামর্শ দান করিয়া তাঁহার অসাধারণ সৌজন্য, কৃতিত্ব ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারই পরিকল্পনানুসারে এই শ্রীমন্দির গঠিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্থাপত্য-বিদ্যায় নৈপুণ্য ও শিল্প-বিজ্ঞানের গবেষণাকে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীরেবতী-রমণ ভক্তিনিলয় এই মন্দির-নির্ম্মাণে যে কি পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। বলিতে কি, তাঁহারই পরিচালনায় মন্দিরের শিল্পিগণ এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ ও সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সজ্জনগণের হৃদয়ানন্দ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসগভস্তিনেমিমহারাজ শ্রীগুরু-গৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারকার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

শেঠ কিষণচাঁদ লেখরাজ—বোম্বে (শ্রীযুগল-মূর্ত্তি সেবা), রায় বাহাদুর গঙ্গাধর মহান্তি—কটক ডেপুটি প্রেসিডেন্ট লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল, রায় বাহাদুর হরিবর প্রসাদ সিং—জমিদার রেঙ্গুন, রায় বাহাদুর কে এম বসু—রেঙ্গুন, মিসেস্ এস্ বসু—পুনা (শ্রীবিগ্রহ-সেবা), রায় বাহাদুর লোকনাথ মিশ্র, শেঠ মদনগোপাল বাগ্‌লা—রেঙ্গুন (প্রচারকগণের অবস্থানার্থ নিজ প্রাসাদোপম গৃহদান ও নানাপ্রকারে প্রচার-কার্য্যে সহায়তা), লক্ষ্মণ চেট্টি—রেঙ্গুন সেক্রেটারী চেট্টিয়ার্স এসোসিয়েশন, মেজর বি সি মৈত্র—রেঙ্গুণ ডিরেক্টর প্যাস্তুর (Pasteur) ইনষ্টিটিউট, ডাঃ রমেশচন্দ্র চৌধুরী—রেঙ্গুন (ব্রহ্মমণ্ডলে শ্রীবিগ্রহ-সেবার আনুকূল্য), ডি এম্ আর নাইডু—রেঙ্গুন, ডাঃ এম্ এল মুখু—রেঙ্গুণ (প্রচারকবৃন্দের স্বাস্থ্যবিষয়ক তত্ত্বাবধান), নন্দদুলাল রায়ের মাতা—বনপাস্ (শ্রীরাধাকুণ্ডের দুগল-মূর্ত্তি-সেবা), সতীশচন্দ্র দত্ত—জামসেদপুর, বি সি মিত্র—বোম্বে, সতীশচন্দ্র বসু—ডেপুটিসোইসাইটার কটক, লাল-মোহন পট্টনায়ক—ভদ্রক (টিউবওয়েল নির্ম্মাণ ও মনস্ক্রিপ্সা-সারদীপিকা মুদ্রণে সহায়তা), হনুমান্ খুটিয়া—পুরী, নবদ্বীপচন্দ্র রায়—জমিদার চট্টগ্রাম (চট্টগ্রামে প্রচারকার্য্যে সহায়তা), হরলাল সাহা (শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য), মধুসূদন দাস (শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রবণ-সদন-নির্ম্মাণে অর্থানুকূল্য), কবিরচন্দ্র মণ্ডল (শ্রীবাস অঙ্গনের মন্দির-নির্ম্মাণে পূর্ণ অর্থানুকূল্য), ডাঃ বি রায় এম্-বি ডেটিষ্ট্ কলিকাতা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্ন-লিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবাচেষ্টা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করেন—

অরুণকান্ত নাগ—ঢাকা, সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল—ঢাকা, অমৃতলাল চৌধুরী, অতুলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্তা শশিকুসুমা দত্ত, শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী দেবী, ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি, উরুক্রম দাসাধিকারী—ময়মনসিংহ (শ্রীসরস্বতী জয়শ্রীর সেবানুকূল্য), উদ্ধবদাস অধিকারী (ঐ), পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার (ঐ), লালা মদন মোহন রায়, রঘুনাথ মহাপাত্র, মহাদেবের দাসাধিকারী, হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী—কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ (গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের তত্ত্বাবধায়কবৃন্দে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সুবর্ণপত্র গৌড়ীয়, নবদ্বীপ পত্রিকা, অভিনন্দনপত্রাদি ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার), ঢাকা বালিয়াটির বদান্যবর জমিদার—রাইমোহন রায় চৌধুরী, মুরলীমোহন রায় চৌধুরী, মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম, ষোড়শীমোহন রায় চৌধুরী—(ঢাকা-শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের জমি সংগ্রহ বাবদ ১০০০০৲ দশ হাজার মুদ্রা প্রদান) এবং কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তি-প্রতাপ, মনোমোহন রায় চৌধুরী ও সত্যমোহন রায় চৌধুরী—(শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রস্তাবিত নূতন মন্দিরের বায়ভার বহনাঙ্গীকার). অশ্বিনীকুমার দাস বি-ই, মণীন্দ্র কুমার সুর, সুপ্রসন্নমোহন রায়—ঢাকা, রেবতীমোহন দাসাধিকারী—ময়মনসিংহ (গ্রন্থপ্রকাশ ও মাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রস্তাবিত নূতন মন্দিরের জন্য আনুকূল্য). বিনোদ

বিহারী ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী, ভেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-নিলয়, নীলমণি দাসাধিকারী, ভক্ত রাজেন্দ্র, ভক্তিবিজয় প্রভুর সহধর্ম্মিণী ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ রায় (শ্রীধাম সেবা)।

ত্রিবাঙ্কুরাধীশ শ্রীযুক্তভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ "fools rush in where angels fear to tread" প্রভৃতি দৈবময়ী ভাষায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে বৈষ্ণবের জয়-কীর্ত্তনে যোগ্যতা প্রার্থনা করিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন,—

ওঁ পাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সেবাকোবিদ (শ্রীযোগপীঠের নিকপট সেবা ও শ্রীগৌরকুণ্ডের পার্শ্বে ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণ), শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ (শ্রীচৈতন্যমঠের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাণময়ী সেবা-দ্বারা গৌরপ্রীতি-অর্জ্জন, অশেষ বৈদ্যোচিত দক্ষতাসম্পন্ন), শ্রীযুক্তমধুবিনোদ ভক্তিমধুর (শ্রীধাম পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবকালে রন্ধনশালায় পর্য্যবেক্ষণ, মহাপ্রভুর ভোগোপকরণ ফল-মূলাদির উৎপাদন-কল্পে কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি), শ্রীপাদ অপ্রাকৃতরূপ ভক্তিবান্ধব (শ্রীগুরু-গৌরসেবোদ্দীপ্ত-প্রচারকার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উন্নতিবিধানে ঐকান্তিকী চেষ্টা, শ্রীধাম যাত্রি-গণের সুবিধার নিমিত্ত শ্রীধামে যাহাতে রেলপথাদির ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য যত্ন, সাময়িক পত্রসমূহের মধ্য দিয়া শ্রীভক্তি-বিনোদবাণীর প্রচার-বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া জগন্মঙ্গল-বিধান-চেষ্টা, কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী-শ্রবণে আগ্রহ উৎপাদন প্রভৃতি), শ্রীভক্তবৎসল দাসাধিকারী (কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিবিধ সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম, পাক্ষিক হারমণিষ্ট পত্রের সম্পাদনে সহকারিতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যাত্মজ প্রভুর সেবাকার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা প্রভৃতি), অনাদি গোবিন্দ ব্রহ্মচারী (কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাণ্ডার-রক্ষণ ও প্রসাদ-পরিবেশনাদি), অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীধাম-সেবা), নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী (শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি-মন্দির-সেবা), অনন্তদেব ও কৃষ্ণদেব দাসাধিকারী (শ্রীধাম-সেবা), অধোক্ষজগোবিন্দ দাসাধিকারী (পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবকালে ভাণ্ডার রক্ষা ও পরিবেশনাদি), আশীনত্রিপুরাধিপতি বিষমসমরবিজয়ী বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্মধুরন্ধর (শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠের সেবা), রাণা গোবিন্দ, গাজীপুর—চীফ্ সেক্রেটারী ত্রিপুরারাজ (ঐ), ঢোলপুরের মহারাজ (প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি), কর্ণেল স্যার পণ্ডিত কৈলাস নারায়ণ কাচরুর—গোয়ালিয়র ষ্টেট (ঐ), দেওয়ান সাহেব জয়গোপাল আত্মানা—কাইনাল্, মেবার গোয়ালিয়র (ঐ), মাননীয় গজপতি রায়চন্দ্র দেও—পুরীরাজ (শ্রীপুরুষোত্তমে প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি, চটকপর্ব্বতে শ্রীব্যাসপূজা-মহাসভার সভাপতিত্ব), মিঃ এস্ এস্ দাস্সেনা—(প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি), ডাঃ নারায়ণপ্রসাদ আস্থানা—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার (ঐ), রায় সর্দ্দারবাহাদুর রঘুবীর সিং বাহাদুর সি-আই-ই—ভরতপুর (ঐ), মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জী আই-সি-এস্—নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট (শ্রীধাম-সেবায় নানা-প্রকারে সহানুভূতি প্রদর্শন), মিঃ চারুচন্দ্র গুপ্ত—নদীয়ার সদর এস্-ডি-ও (ঐ), রায় অক্ষয়কুমার বোস বাহাদুর এম্-বি-ই ম্যাজিষ্ট্রেট পুরী—(শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি), ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী—কাণপুর (প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি), সুধীন্দ্রমোহন মৌলিক—কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (ঐ), সামস্ উল্ উলেমা কামালুদ্দিন আহাম্মদ—কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল (শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্, মঠের প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি-সম্পন্ন, সত্যানুরাগী সজ্জন), মৌলভী মুজাফর আহাম্মদ বি-সি-এস—নদীয়ার জেলা ও সেসন্স্ জজ (ঐ), বিনোদিনী দাসী—কটক (শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে পূর্ণানুকূল্য ও বিবিধ সেবা), যামিনীসুন্দরী দাসী—শ্রীধাম-মায়াপুর (শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী ও বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আনুকূল্য), ক্ষীরোদাসুন্দরী দত্ত ও লক্ষ্মীমণি দত্ত—বাগ্‌বাজার (কালবশে কলির করাল-গ্রাসে শত শত পল্লীর মেল অপেক্ষাও ক্রমশঃতাতে ধাবমান জীবকুলকে পতনের পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষাময়-প্রয়াসী শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির ও ভবন-সদন নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য সেবাকার্য্যে বহুপ্রকারে আনুকূল্য-বিধানকারী নিষ্ঠাবানগত বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ্যাধ্য জগদ্বন্ধু ওঁ ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের এই ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীরও ভক্তিমান্ পত্নির আদর্শ

অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবায় বিশেষ যত্নবতী), আসের রাণী দাসেরা (সেবা-কার্য্যে আনুকূল্য), সুরেশ চন্দ্র দে (ঐ), রাসবিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ (ঐ), নন্দকিশোর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভাণ্ডারাগারের তত্ত্বাবধানাদি), সতীশচন্দ্র মিত্র —কালেক্টর পুরী (প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি), রায় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (ঐ), রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি-এ (ঐ), রাজর্ষি কুমার সবিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্ত-ভূষণ ভুবনমঙ্গল এম-এ প্রাজ (ঐ), যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় (ঐ), ক্ষেত্রপাল ঘোষ, এলাহাবাদ (ঐ)।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জন ও মহিলাগণের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবায় অনুরাগ ও উৎসাহ উদ্রেক করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন :—

শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ম্যাজিষ্ট্রেট—পাটনা, মধুমঙ্গল সহায়—পাটনা, শ্রীযুক্তা নিধুরাণী দেবী—কাশী, লক্ষ্মাবতী দেবী—ঐ, ভোগমায়া দেবী—ঐ, শ্রীশচন্দ্র গুহ—ঐ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জনগণের সেবা-চেষ্টা উদ্রেক করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

'কীর্ত্তন'-প্রণেতা মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল-বি-টি ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য —আসাম, কালাচাঁদ দাসাধিকারী, রাধাচরণ দাসাধিকারী, বীরললিত দাসাধিকারী, কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী, গোপীরমণ দাসাধিকারী, চিন্তামণি নায়ক—কটক, বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুশল ভক্তিশাস্ত্রী, গোপালদাস ব্রহ্মচারী, রাজগোপাল সুবুদ্ধি—রাসুলকোণ্ডা গঞ্জাম, হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—জঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী—ঐ, জগদীশচন্দ্র বসু—ঐ।

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতে গিয়া বলেন—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট আচার প্রচার ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার-কার্য্যের সফলতা যাঁহাদের নিষ্কপট সেবা-চেষ্টার উপর নির্ভর করে, তাঁহারা শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ-প্রাপ্তির সর্ব্বতোভাবে যোগ্যপাত্র। অদ্য সময়াভাব-বশতঃ তাঁহাদের প্রশংসাসূচক গুণাবলী কীর্ত্তন করিবার অবসর হইল না, কেবল নামগুলি পঠিত হইল মাত্র :—

মহোপদেশক শ্রীপাদ চরণাশ্রিত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ভক্তিশাস্ত্রী, প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য, কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, আচার্য্য নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক যদুনন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ বি-এল সম্প্রদায়বৈষ্ণব ও পঞ্চরাত্রাচার্য্য, সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, হরিচরণ ব্রহ্মচারী, নরসিংহ ব্রহ্মচারী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, সুদর্শন ব্রহ্মচারী, গোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী, শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসভূষণ, অধমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, রজনী দাসাধিকারী, অতুলা-নন্দ ব্রহ্মচারী, পরেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী, বরেণ্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী সেবার্ণব, জয়কৃষ্ণ দাস, সুখরঞ্জন পাল ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, নিমাইদাস অধিকারী ভক্তিলোচন, রামগোবিন্দ দাসাধিকারী, জগদানন্দ ব্রহ্মবাসী ভক্তিবিকাশ, উপদেশক ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ – লণ্ডন, রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ –লণ্ডন, উপদেশক আচার্য্য পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম, রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-নিশ্চয়, শ্রীধাম দাস অধিকারী প্রভৃতি মঠ-সেবকগণ।

শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিম্নলিখিত সজ্জনত্রয়ের সেবা-চেষ্টা উদ্রেক করিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, কলিকাতা —এই মহাত্মা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগুরু-গৌরবিনোদপ্রাণ জীউর অতি সুন্দর সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠের শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সেবোপকরণ-সংগ্রহের জন্য ইনি অনেক সময়েই আনুকূল্য করিয়া থাকেন। শ্রীহরি-

গুরুবৈষ্ণব-সেবায় ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ ও আদর্শ-স্থানীয়।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসহায় দাসাধিকারী, পাটনা—পাটনা-গৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবকরূপে বিহার অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-সাফল্য বিষয়ে ইঁহার যত্ন ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ত্রিবিক্রম-গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তনের পূর্ণ আনুকূল্য বিধান এবং সেবার সুষ্ঠু-সম্পাদন-কল্পে ইঁহার যত্ন ও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য।

ত্রিবিক্রমবাসী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ তীর্থ মহারাজ গত ১৮মাস কাল সজ্জন-গৌড়ীয় মঠে অবস্থান-কালে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-প্রচার-সূত্রে যে-সকল বিশেষ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট ভগবৎকথা শ্রবণের নিমন্ত্রণ লৈয়া স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের বহুমূল্য সময়ের বিনিময়ে প্রদান করিয়াছিলেন, স্বামীজী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল :—

(IN ABROAD)

1. The most Hon'ble The Marquess of Zetland, President Gaudiya Mission Society, London ; 2. The Rt. Hon'ble the Lord Halifax Ex'Viceroy ; 3. The Rt. Hon'ble the Lord Lamington, Vice President ; 4. The Rt. Hon'ble the Lord Goschen, Ex-Governor of Madras ; 5. The Rt. Hon'ble the Lord Lothian ; 6. Sir William Malcolm Hailey, Ex-Governor of U P. ; 7. Sir Harcourt Butler, Ex-Governor of C. P. ; 8. Lady Jackson ; 9. The lady Carmichael of Skirling ; 10. Sir Atul Chandra Chatterjee, G. C. I. E., K. C. S. I. ; 11. H. H. the Maharaja of Alwar, G. C. I. E., K. C. S. I. ; 12. H. H. the Maharaja of Morvi, G. C. I. E., K. C. S. I. ; 13. The Rt. Rev. Bishop H. L. Paget D. D. Ex. Bishop of Chester and Mrs. Elma Paget ; 14. The Rt. Rev. Bishop James D. D. of the Brompton Sanctuary ; 15. Mr. & Mrs H. L. Polok Solicitor London ; 16. Mr. F. J. P. Richter M. A. ; 17. Mr. F. H. Brown, Asstt. Editor Times of London & East India Society ; 18. Mr. & Mrs. L. S. Bristowe ; 19. Prof. Kenuith Zerdin M. A. of the Students Christian movement ; 20. Mr. & Mrs. R. S. Nehra Solicitor London ; 21. Dr. K. C. Bhattacharjee M. B., M. R. C. P. of London ; 22. Dr. Mrs. Rhys Davids, Ph. D. ; 23. Prof. & Mrs. Sorabji ; 24. Mr. F. J. Pratt, C. S. I. ; 25. Mr. R. Dimsdale Stocker of the International New Thought Alliance ; 26. Miss Edith A. J. Ashby, Secy. to the League of the Helping Hand ; 27. Miss Beck of North Brook Society, Cromwell Road London ; 28. Sirder Hutta Singh, Advocate, Deputy President the Punjab L. C. ; 29. Miss Sarahde Loredo (Gita Class) ; 30. Mrs. Colvin Secy. Elivation Church of Christ Scientist Midford Place Briston Sq. ; 31. Captain S. M. P. Firemau ; 32. Captain R. D. Thomas Jones M. I. C. R. Royal of Automobile Club of Palmall ; 33. Mr. A. J. Collar, Secy. Psychological activity club, 39. Grosvenor Palace, Victoria, London ; 34. Mr. R. Ingersoll Ogilive. the Secy. the Practical Philosophers ; 35. Lakshman Mahadev Desh Pandey Inamdar Hanscresent Hotel Knights Bridge ; 36. Mrs. Gioja & Prof. Edward Gioja ; 37. R. Arthur Thomas C/o Lindsay Thomas Lonette ; 38. Mrs. D. D. Vandergoot, the Secy. Imperial Institute S. W. Kensington ; 39. Rev. Morris Chaplain—Convent of perpetual adoration Beauford St. Chelsea London.

এতদ্ব্যতীত Prof. Dr. Helmuth Von. Glasenapp M. A. Ph. D. Konigsberg ; Dr Mortin Weigert Ph. D. L. L. D. Regierungsrat ; Baroness Putlitz প্রভৃতি জার্ম্মাণীর বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও মহোদয়াকেও জার্ম্মাণীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি-প্রদর্শন হেতু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

অতঃপর ত্রিবিক্রমবাসী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ তীর্থ মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার-কার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা ও সহানুভূতি-প্রকাশ-হেতু নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন :—

(IN INDIA)

1. His Excellency The Rt. Hon. Freeman Thomas Earl of Willingdon, P. C. G. M. S. I.

C. M. G. E., C. M. G., D. L.—Viceroy and Governor-General of India (for sympathy in the propagation of the mission and granting, of late, an interview to Bhaktisaranga Goswamiji; 2. H. E. The Rt. Hon' ble Sir John; Anderson P. C., G. C. B., G. C. I. E. Governor of Bengal (for kind visit to Sreedham Mayapur); 3. H. E. The Rt. Hon'ble Lord Brabourne, P. C., G. C. I. E.—Governor of Bombay (for valuable help to Giri Maharaj in prachar in Bombay, Presidency); 4. H. E. Sir Hugh Lansdowne Stephenson, K. C. S. I.—Governor of Burma (for practical help to the Missionwork in Burma by introducing Giri Maharaj to the leading people of the Province); 5. The Hon'ble Sir B. Mitra, K. C. S. I.—Bar-at-law and Lady Mitra; 6. The Hon'ble Dr. Ba Maw, Minister of Education, Ph. D.—Bar-at-law (for his helping the propaganda in Burma in various ways); 7. E. C. Mieville, C. M. G.—Private Secy. to H. E. the Viceroy (for his strong advocacy to H. E. the Viceroy on behalf of the mission); 8. H. J. Twynam, Esq., Commissioner, Chittagong Dn.; 9. R. Hardie Esq., Commissioner of Police, Burma; 10. H. H. Craw Esq., I. C. S., Commissioner, Pegu Division, Burma; 11. Major M. J. Clarke, C. I. E., Collector, Rangoon.; 12. C. C. Crosby, Dt. Magistrate, Rangoon.

ধন্যবাদ-বিতরণ-কার্য্যের পর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে তাঁহাদের গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান-জন্য প্রশংসাপূর্ণালোচনান্ত-সহ শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ভক্তিসূচক উপাধি-পত্র প্রদান করেন :—

মহোপদেশক

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি, এল

" মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিবিলাস, বি, এ

উপদেশক

৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ

৪। " ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিমৈত্রেয়

৫। ভক্তবিলাস ভক্তিমধুপ

৬। রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ

৭। " সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীযুক্ত অপ্রমেয় দাসাধিকারী

" কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

নিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী

১১। মহান্ত শ্রীমদ্ভাগবত রামানুজ দাসজি, এরারমঠ, পুরী —"সদ্ধর্ম্মসিন্ধু"

১২। রায় বাহাদুর সর্দ্দার রাজ বসুধর সিং বাওজী বাহাদুর C. I. E. ওয়রপুর —"ভক্তিমার্ত্তণ্ড"

১৩। রায় বাহাদুর মদনগোপাল সর্দ্দারা —"ভক্তিভূষণ"

শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিকাশ, কলিকাতা —"শ্রেষ্ঠার্য্য"

গাইমোহন রায় চৌধুরী, বালিয়াটী, ঢাকা —"শ্রেষ্ঠার্য্য"

মনোমোহন রায় চৌধুরী, বালিয়াটী, ঢাকা —"ভক্তিপ্রকাশ"

ষোড়শী মোহন রায় চৌধুরী —"ভক্তিভূষণ"

রতনলাল গুপ্ত কবিরাজ, কলিকাতা —"ভিষক্‌চূড়ামণি"

গোষ্ঠবিহারী দাস, কাওড়া —"ভক্তিবিকাশ"

অমৃতানন্দ দাসাধিকারী —"সেবাবিলাস"

সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী, কাশী —"রাগরত্ন"

গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, কলিকাতা —"সেবাব্রত"

হরিপদ দাসাধিকারী, কলিকাতা —"ভক্তিবিবুধ"

কৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর, —"ভক্তিমণ্ডপ"

ব্রতিশেখর ব্রহ্মচারী, কটক, —"ভক্তিকুসুম"

নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ —"ভক্তিকমল"

শিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নারায়ণগঞ্জ

—"বিদ্যারত্ন"

ধীরেশচন্দ্র দে ভক্তিযোগে চাকা

—"কৃতিকোবিদ"

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন :—

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

আমি আপনাদের অধিক সময় গ্রহণ ক'র্‌ব না। মহাপ্রভু বিভিন্ন দেশে বাক্তির দ্বারা যেসকল কার্য্য করিয়েছেন, তা' আপনারা শ্রবণ ক'র্‌লেন। আমি গত বৎসর রোগগ্রস্ত হ'য়ে কোন সেবা করতে পারি নাই। তবে সকলের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা,—মনুষ্যজীবন লাভ করবার পর যে-সকল সৌভাগ্য পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে হরিসেবা করবার জন্য যে সৌভাগ্য, তা' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যতপ্রকার পারদর্শিতা আছে, তন্মধ্যে ভগবৎসেবানৈপুণ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ বাক্তির চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমি অযোগ্য ব'লে আমার সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, যাঁরা কৃতী ও যোগ্য, তাঁরা ভগবানের সেবাকার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থেকে তাঁদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন; তা' ক'রে আমরাও আদর্শ দেখবার সুযোগ পা'ব, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও যোগ্যতা লাভের জন্য অনুপ্রেরিত হ'ব।

শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসেবায়, গৃহস্থজীবনের আদর্শ সেবায় কিরূপ আনুকূল্য ক'রেছেন, তা' আমরা শ্রীবাসের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। কৃষ্ণের লীলায় রাসস্থলী যেরূপ প্রয়োজনীয়স্থান, গৌর-লীলায় শ্রীবাসের স্থানও সেইরূপ পরম প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণে একটি স্থান ক'র্‌ছেন, তা' এখনও সম্পূর্ণতালাভ করে নাই—শীঘ্রই সম্পূর্ণতালাভ করবে। শ্রীবাস-অঙ্গনের সেই কৃত্য আমাদের সকলের আদর্শ হউক।

শ্রীবাসের চরণে আনুগত্যের দ্বারা জীবের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ হয়। শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের আদি কীর্ত্তন-প্রচারের সহচর ছিলেন। সেই আদর্শ আমাদের সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যে-সময় গৌরসুন্দরের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলেন, তখন তিনি মহাপ্রভুকে প্রণাম ক'রে ব'লেছিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ নিজ-মূর্ত্তি আবরণ ক'রে উপদেশকের মূর্ত্তি—কীর্ত্তনকারীর মূর্ত্তি—জগদ্‌গুরুর মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রেছিলেন। তাঁর আত্মিক সৌন্দর্য্য জগতের লোভনীয়, তাঁর চেষ্টাও কল্যাণমঙ্গলপ্রসবিনী। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে জগতে যে সেবার চেষ্টা প্রকাশিত হয়, তাহাও পরম-মঙ্গলময়ী।

মঙ্গলের বিঘ্ন অপসারিত ক'র্‌তে হ'লে শ্রবণ আবশ্যক। কর্ণই সর্ব্বাগ্রে আত্মার মঙ্গল বরণ ক'র্‌তে পারে; কিন্তু আত্মবস্তুর বিষয় কীর্ত্তিত না হ'লে অপরের শ্রবণের সুযোগ হয় না। কীর্ত্তিত বিষয় না শুনে থাকা যায় না, শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন না ক'রেও থাকা যায় না। আবার কীর্ত্তিত বিষয় স্মরণ না হ'য়েও যায় না। তাই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ একতাৎপর্য্যপর। যদি ইহারা একতাৎপর্য্যপর না হয়, তা' হ'লে জানতে হবে, শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুশীলন হয় নাই।

যে বস্তু নিত্য, যা'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'বে না, সেই বস্তু আমাদের স্মরণীয় হউক। কীর্ত্তনকারীর কৃপায় সেই বস্তুর শ্রবণ হ'লেই তা' স্মরণীয় হ'তে পারে। তাই কীর্ত্তনকারীর দান—মহাদান। তাঁর কীর্ত্তনে যে আনন্দ উদিত হয়, তা'অতুলনীয়। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য যে দান ক'রেছেন, সেই দানের সামগ্রী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। সেরূপ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমাদের ঔদাসীন্য এসে উপস্থিত হয়। আমরা সেই বস্তুর প্রয়োজনীয়তা, সার্থকতা উপলব্ধি না ক'রে তা'তে অন্যমনস্ক থাকি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাসগণ প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেন, যদি কীর্ত্তন কর, তবে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হ'বে—তদ্দ্বারা পরের মঙ্গল ও তোমার নিজের মঙ্গল খুব বেশী-পরিমাণে হ'বে। শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনই শ্রবণের একমাত্র পরিচালক।

অনেকে মনে করেন,—ভগবানের কথা বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। হরিকীর্ত্তনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হ'চ্ছে না,—এরূপ মীমাংসা ক'রে অনেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শ্রবণের জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে স্থায়ী নয়। পারিপার্শ্বিকতা আলোচনা ক'র্‌লে আমরা বুঝ্‌তে

পারি, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদ্বারা অন্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত হয়, অথবা প্রকৃতপ্রস্তাবে পরার্থিতা সাধিত হয় না।

সেবার বিষয়ে সেবকের যে সকল বৃত্তি পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, তা' না হ'লে নিজের ও পরের প্রকৃত উপকার হয় না। এজন্য শুদ্ধচৈতন্যদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেবা কর্ত্তব্যের কথা ব'লেছেন। তদ্দ্বারা নিজের ও জগতের মঙ্গল হয়। কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত না হ'লে নিজের ও পরের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা নিজের বিলাস সংগ্রহ না ক'রে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণবিলাস-সংগ্রহের চেষ্টাতে নিযুক্ত কর্লেই আত্ম ও পরমঙ্গল লাভ হয়। সকল কার্য্য অপেক্ষা ভগবানের সেবা-কার্য্যই সর্ব্বোত্তম। যাঁ'রা অনুক্ষণ সেই সর্ব্বোত্তম ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত, তাঁহাদের সেবা করাই সেবার সর্ব্বোত্তমতা।

'সেবা' ব'ল্‌তে গিয়ে অনেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সেবা মনে ক'রে থাকেন; কারণ, তাঁ'রা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর অতিক্রম ক'রে অন্য কিছু ধারণা ক'র্‌তে পারেন না। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিবর্ত্তনশীল,—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। যিনি সেবা গ্রহণ বা সেবা ক'র্‌বেন, তাঁহাদের স্থায়িত্বই যদি ক্ষণভঙ্গুর হয়, তা' হ'লে সেরূপ সেবাও অনিত্য। যে শরীর বিনষ্ট হ'য়ে যা'বে, যে জ্ঞান আবরক জ্ঞান, তদ্বিষয়ের জন্য যে চেষ্টা, তা'র অধিক মূল্য দেওয়া যেতে পারে না। ঐ সকল চেষ্টা-দ্বারা আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গললাভ হয় না।

বার্ষিক অধিবেশন ও ভগবানের শ্রীধামের সেবার সঙ্গ ক'রে লাভবান্ হ'য়ে যখন ঘরে ফিরি—শ্রীধাম-সেবা রক্ষিত হ'য়ে যখন আবার গৃহমেধিবর্ম্মে লিপ্ত হই, তখনও যদি এই সকল কথা আমাদের স্মৃতিতে বিরাজিত থাকে, তা' হ'লে আমরা বুঝ্‌তে পারি,—কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময়ী কথা নাই—আর কোন শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। যাঁ'রা সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁ'দের দান কত বড়! তাঁ'দের সেবা কত শুভজনক! আমরা নানাপ্রকার অজ্ঞেয়তাবাদ, দুর্বিধাবাদ প্রভৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকি; কিন্তু কৃষ্ণের সেবায় অভিনিবেশ কত অধিক মঙ্গলের সেতু।

আমরা নববর্ষ ভক্তির আলোচনার জন্য প্রতি বৎসর নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করি। আমরা ভ্রমণ কর্‌বার জন্য দু'টি পা পেয়েছি; কিন্তু সেই পা দু'ট যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, যদি কৃষ্ণের ধামের সেবার জন্য পা দুটোকে নিযুক্ত করি, তবেই পা থাকার পূর্ণ সার্থকতা। যে-সময় আমরা কৃষ্ণ-সেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করি, সে সময়ই অসুবিধা উপস্থিত হয়—আমরা বিচার-বিমূঢ় হ'য়ে যাই।

আমরা মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে অনেক সময় অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রবৃত্তিতে ধাবিত হই—মৎসর হই, কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুদ্বারা অভিভূত হই। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে যে নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরণীয় ভাগবতধর্ম্মের কথা উক্ত হ'য়েছে, তা' আমরা তখন ভুলে যাই। সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত হয়—সেই ভগবানের স্মরণে; কিন্তু শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ সম্ভব হয় না।

লৌকিক বাধা-বিঘ্ন অপসারিত কর্‌বার জন্য আমরা বিঘ্ন-বিনাশন গণদেবতার পূজা করি; কিন্তু এক বিঘ্ন সরাতে গিয়ে যদি আর এক বিঘ্নেতে আট্‌কিয়া যাই, তবে বিঘ্নবিনাশকের পূজা ক'রেই বা কি হলো? মুক্তি কামনা হ'তে মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পরমমঙ্গল লাভ হয় না।

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং ইহ যাহে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলি স্যাৎ জন্ম-জন্মনি॥"

এরূপ বিচার উদিত হ'লে প্রকৃতপ্রস্তাবে মানবের সেবা, দেবতার সেবা, অসুরেরও প্রকৃত সেবা, সকলের সেবা এবং সকলের মালিক কৃষ্ণের সেবা ক'র্‌তে পার্‌ব। শ্রীরূপের পদসেবার সৌভাগ্য হৃদয়ে অধিকার ক'র্‌লেই আমরা মঙ্গল লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥

আমাদের প্রাতঃকাল হ'তে নিশীথকাল পর্য্যন্ত, এমন কি, নিদ্রাকালেও নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিচেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের ইন্দ্রিয়তোষণে যদি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণ ভুলে থাকি, তবে আমাদের কোন মঙ্গল লাভ হয় না। জগতে নানাবিষয়ে নানাকার্য্যে লোক ব্যস্ত আছে, তা'তে কি ফলোদয় হ'চ্ছে? আমরা একটুকু অনুধাবন ক'র্‌লেই জান্‌তে পার্‌ব,—তা' অপ্রয়োজনীয়; ভগবানের সেবাই নিত্য কৃত্য। দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ, স্বরূপ-বিভ্রম, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অনর্থের মলিনতা হ'তে মুক্ত হ'বার

জন্য সাধুর পদধূলিতে স্নান ক'রে আমাদিগকে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে চেষ্টান্বিত হ'তে হ'বে। প্রকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাই জ্ঞানের পূর্ণতা। কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ দাতা ক'রলে তদন্তর্গত আমরাও পূর্ণানন্দ লাভ করতে পারব।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার সর্বপ্রধান কার্য্য হ'চ্ছে—শ্রীনামের সেবা, শ্রীধামে বাস—"শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানা-শৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ"। আমরা খাদ্যাভাব, দৈহিক বা মানসিক নিবারণ অথবা নানা-প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দেশ-বিদেশ-ভ্রমণ কিম্বা আরামদায়ক স্থানে বাসের চেষ্টা ক'রে থাকি; কিন্তু শ্রীধাম-বাস ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণসেবাস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধাম-বাস।

মহাজন যে পথে গিয়েছেন, আমরাও সে-পথে চ'লব, তাঁর পথের অনুসরণ ক'রব, কিন্তু অনুকরণ ক'রব না। অনুকরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহ হ'তে পারে, কিন্তু নিজ-মঙ্গল লাভ হয় না—পুরুষস্থিত মঙ্গল হ'তেও অধঃপতিত হ'তে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের পর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের উত্তরে আবেগময়ী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাঁহার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইল :—

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মরাজ নীরাজনের জন্য এই প্রতীপ প্রভুপাদের আবিষ্কৃত, তাঁহারই স্নেহে সম্বর্দ্ধিত। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-পরাগই আমার জীবন ও মস্তকের ভূষণ হউক, তাঁহার অনুগত জনগণের নিকট ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমার হৃদয়কে সম্যক্‌ভাবে অধিকার করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শ্রীমুখবাণীর শ্রবণাকীর্ত্তনে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। ভক্তিগন্ধলেশহীন পাশ্চাত্যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা। তাঁহার বাণী কুত্রাপি ব্যর্থ হইবার নহে, তাহা কোন না কোন সময় সকলকেই প্রেমফল প্রদান করিয়া তাঁহার আশা মিটাইবেন। "নিতাইচরণ সত্য, নিতাই-সেবক নিত্য"—নিতাইয়ের বাণীও নিত্য, সত্য, অব্যর্থ। শ্রীপাদ বন মহারাজ ও আমাকে প্রভুপাদ সকলে তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচার করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পিতার যে সুতে কার্য্যে নিপুণ, তাহার জন্য পিতার বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় না; কিন্তু অকর্ম্মণ্য পুত্রকে পিতা নিজের তত্ত্বাবধানেই রাখিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজ পিতার সুপুত্র, তিনি প্রবলবেগে তথায় প্রচারকার্য্য করিতেছেন; আমার অযোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অহৈতুক-করুণায় বলবতী হইয়া আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে টানিয়া আনিয়াছেন। আমিও শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি।

> "তাতস্য কূপ ইব বান্ধবতাং গতা যা-
> স্তস্যুঃ যথা বৎসতরাঃ সুধার্ত্তাঃ।
> প্রিয়ঃ প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষন্না
> মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥ (ভাঃ ৩।১১।২৬)

এই শ্লোকে ভগবদ্দর্শনের জন্য ভক্তের যে প্রকার আর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, আমার হৃদয়ও শ্রীচৈতন্যমঠের বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করিবার জন্য সেই প্রকার উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। অজ্ঞাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, বৃক্ষচ্যুত বৎস যেরূপ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া কোন্ সময় স্তন্য পান করিবে তজ্জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসী পতির দর্শন অভিলাষ করে, আমার চিত্তও সর্ব্বক্ষণ সেই প্রকার শ্রীল প্রভুপাদের ও তাঁহার সেবকগণের পাদপদ্ম-দর্শনের জন্য বিশেষরূপে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। শয়নে অবস্থানকালে আমার স্মরণপথে উদিত হইত—চেতন মঠে চেতনের সেবা; আমি প্রাণ-হীন, আমি কি সেই চেতনের সেবা হইতে বঞ্চিত হইব?

> "ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
> ন যত্র সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
> ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
> সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"
>
> (ভাঃ ৫।১৯।২৩)

—এই শ্লোকটি সর্ব্বদা মনে পড়িত। শ্রীল প্রভুপাদের করুণায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছি, বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ হইয়াছে, এখন ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক আমার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে।

"যৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥"
(ভাঃ ২।৮।৮)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় সর্ব্বক্ষণ আমার আলোচ্য বিষয় হউক।

"অচৈতন্যচিন্নং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হুপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫।৩৭)

অচৈতন্যচিন্নং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন জজ্ঞে সর্ব্বতোমুক্তাভিমন্যমোস্তমৈঃ॥"
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৮।১০)

আপনাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা-বৃত্তির কোটাংশের এক অংশ লাভ করিতে পারিলেও আমি কৃতার্থাভিমন্য হইব। আমার আরাধ্যদেব শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁহার এই অযোগ্য ভৃত্যের প্রতি একটুও কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। যে স্নেহে তিনি তাঁহার প্রদীপকে সর্ব্বদা পুষ্ট—সমর্দ্ধিত করিতেছেন, দুর্দ্দৈব তাহার, সে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতে পারিতেছে না, তাঁহার সে স্নেহের মূল্য বুঝিতেছে না। তাই

"আপনা অযোগ্য ভাবি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তাঁহার গুণে উপজয় লোভ॥"

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'গীতাবলী' হইতে 'যশোমতীনন্দন ব্রজবর-নাগর'—এই উপসংহার-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়-ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ "স্মরণে বিধিতা শাস্ত্রে হরি-মুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" শ্লোকার্দ্ধ কীর্ত্তন পূর্ব্বক সভাস্থ সজ্জনগণকে শ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুষ্ঠিত বহ্ন্যুৎসব-দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন।

বহ্ন্যুৎসবের পর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীঅধোক্ষজদেবের রথারোহণ-লীলা

৮ই চৈত্র, ১৩৪১; ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩৫ শুক্রবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয়ভবন হইতে ভক্তগণসহ শ্রীধাম-নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহে পদার্পণ করিয়া উপবেশন করিলে ভক্তগণ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীযোগপীঠ হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতালাদির বাদ্যধ্বনিসহ গগন-ভেদী সঙ্কীর্ত্তনরোল ও জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বিগ্রহ তথায় বিজয় করিলে প্রভুপাদ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক গৌরবাবুর গৃহের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত বিচিত্রবস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্য-পতাকাদি-দ্বারা সুসজ্জিত বৃহৎ রথে (যে রথে শ্রীগৌরবিনোদানন্দ গৌড়ীয়মঠের পুরাতন স্থান হইতে বাগ্‌বাজারস্থিত নূতন মন্দিরে বিজয় করিয়াছিলেন) শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে স্বয়ং আরোহণ করাইয়া রথের রজ্জু আকর্ষণ করিলে ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণে রথ টানিতে আরম্ভ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিলেন। রথ ধীরে ধীরে যোগপীঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীযুত শম্ভুগুপ্ত ও তৎসহকারিরূপে ব্রহ্মচারী চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ লইয়া রথের উপরে ছিলেন, শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ শঙ্খ ও শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহোদয় চামর হস্তে লইয়া রথের উপর শ্রীবিগ্রহের উভয় পার্শ্বে সেবারত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যাত্রিক প্রভু, অপ্রাকৃত প্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ রথের অনুব্রজন করিতেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডভেদী জয়-জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীঅধোক্ষজবিগ্রহ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে প্রাচীন মন্দির হইতে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব শ্রীবিগ্রহকে 'পলাও' করিয়া নূতন মন্দিরে বিজয় করান হয়। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ একাকী পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ববিগ্রহকে এবং ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ লইয়া নূতন মন্দিরে নূতন-সিংহাসনে স্থাপন করেন। শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু মহোদয় শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

প্রায় পঞ্চকাল-ব্যাপী মহামহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, একমাত্র মহাপুরুষের নিয়ামকত্বে এ প্রকার সুশৃঙ্খলাপূর্ণ বিরাট্ মহোৎসব, এত লক্ষ লক্ষ লোক-সমাবেশ, তন্মধ্যে হরিকীর্ত্তনের এরূপ প্রবল বন্যা জীবনে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই।

শ্রীযোগপীঠ গৌরকুণ্ডের পশ্চিমপার্শ্বে বিরাট্ রন্ধনশালা —মহানস, ইহার উত্তরে মহিলা ও দক্ষিণে পুরুষস্বেচ্ছাসেবকের প্রসাদ-প্রাপ্তির স্থান এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের নীচের তলার উত্তর পার্শ্বের কক্ষে ভাণ্ডার গৃহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠেও বহুলোক প্রসাদ পাইয়াছেন। স্থানে পানীয় জলেরও সুব্যবস্থা ছিল। গৌরকুণ্ডের দক্ষিণে অস্থায়ী যাত্রিনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবক-গণসমূহ এবং শ্রীধামবাসী গৃহস্থভক্তগণের গৃহেও যাত্রিগণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাত্রিগণের স্বাস্থ্য-বিষয়ক তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ৩।৪ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় পক্ষাবধি প্রসাদ-পরিবেশনাদি কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা কল্পনাতীত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষকগণও উৎসবের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে যোগদান করিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে শিরে ধারণ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ বিগুণিত ত্রিগুণিত বিক্রমে বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা আগন্তুক ধনবল ও লোক-বলের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। প্রাণবলের নিকট—অপ্রাকৃত চৈতন্য-বলের নিকট প্রাকৃত-ধন-জনাদি অচৈতন্য জড়বলের গৌরব যে কত অকিঞ্চিৎকর, কত তুচ্ছ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটিত এই সকল প্রাণময় আদর্শে অনুষ্ঠানরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কি প্রকারে লক্ষ লক্ষ লোককে আহার-বাসস্থানাদির চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিয়া প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্তে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অবকাশ দিলেন, বহু পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যসমূহ কিরূপে নিমেষমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল, প্রাকৃতমনীষার সাধ্য নাই যে, তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে।

ডাঃ দীনেশ সেনের পত্র

[শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদকের নিকট লিখিত

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়, প্রোজ, এম্-এ, সমীপেষু,

সুহৃদ্বরেষু,

শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ হইতে আপনার সাদর আমন্ত্রণ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই যুগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারে গৌড়ীয়মঠ যতটা কার্য্য করিয়াছেন, বোধ হয় আর কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-তালিকা সেইরূপ গৌরবজনক হয় নাই। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই স্থান হইতে জাতি ও শ্রেণি-নির্ব্বিশেষে পাবন হরিনাম ও তত্ত্বজ্ঞান হরিলুটের মতই বিলাইয়া দিতেছেন এবং এই পুরুষবরকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া, যোগপীঠের প্রতিপত্তি ও মহিমা ক্রমেই বাড়াইয়া দিতেছে। ভগবানের ইঙ্গিতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া এই কীর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ ও অসুস্থ; এজন্য তথায় যাইতে না পারিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করিতেছি। বিশেষ, প্রাচীনতম বংশ-গৌরবে যাঁহার স্থান ভারতীয় রাজন্যবর্গের পুরোভাগে, সেই চন্দ্রবংশতিলক পরমশ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ মাণিক্য বাহাদুর এই উপলক্ষে নায়কত্ব গ্রহণ করিবেন—আমি তথায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আপনাদের এই মহদনুষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগ জানাইয়া দূর হইতে আমি বিদায় লইতেছি।

স্বাঃ—দীনেশচন্দ্র সেন।

চন্দ্রবংশাবতংস দ্রৌহবকুলতিলক বিষম-সমরবিজয়ী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রী শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্ম্ম-ধুরন্ধর শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি মহারাজের শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

৪৪৮ গৌরাব্দের গোবিন্দ-দ্বাদশী দিবসে গৌরজন্মযাত্রা বাসরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে মহাযোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে ভগবৎপ্রবেশোৎসবের অধিবেশনে মহারাজের সভাপতিত্ব ও শুভাগমনকে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

যদি পাণিনি-প্রোক্ত গৌড়পুর সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারস্বততীর্থ বলিয়া চিহ্নিতস্থান হইয়া রহিয়াছে। এই স্থান হিন্দুরাজত্বের উত্থানে ও অস্তগিরি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে পার্থিব অন্ধকারের উদয় ও অস্তের চপলতা-তিমির অপসারিত হইয়া এইস্থান বিশ্বজনীন ভুবনমঙ্গল নাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের নিত্য উদয়গিরিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরা এইরূপ এক পুণ্যতমস্থানে মহারাজের শুভাগমনে বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি মহারাজের মহামহিমান্বিত পিতৃপিতামহগণের স্বাভাবিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ পারমার্থিক ইতিহাসে ও জনসাধারণে প্রবাদের মত প্রচারিত রহিয়াছে। মহারাজের প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসহোদর বিষম সমর বিজয়ী মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বংশগত শক্তিমন্ত্রের উপাসক হইলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দবংশকে গুরুপদে স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত মহারাজ ঈশানচন্দ্রের পারমার্থিক সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। মহারাজের প্রপিতামহ স্বনামধন্য মহামান্য মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের নামে প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজনকুটীরে, কুঞ্জে, আশ্রমে, মঠে ও মন্দিরে তাঁহার বিতরিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সহিত বিরাজিত। তদ্ব্যতীত সকল শ্রেণীর ধার্ম্মিক ও জনসাধারণ তাঁহারই কৃপায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত আকারে সুপ্রচারিত দর্শন করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রপিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্রই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা রাজন্যগণের মধ্যে অগ্রণী। তিনি বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সমাজের আদি বান্ধব। মহারাজ বীরচন্দ্রই ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার সভাপতির পদ বরণ ও শ্রীধামমায়াপুরের সেবা প্রচার করিয়া শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের সেবার অগ্রণী নৃপতিরূপে গৌড়ীয়-ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের উৎসাহে বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি পুনঃ প্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সার্থ ও তদনুগ বঙ্গানুবাদ সহ গৌড়ীয় ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্করণে প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রই গৌড়ীয়-বেদাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গোবিন্দ ভাষ্য মুদ্রিত আকারে প্রকাশের প্রথম সহায়তা করিয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্রাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারার্থে ত্রিপুরারাজ্যে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৭ম খণ্ড ১০ম সংখ্যায় (১৩০১ সনাব্দ, মাঘ) মহারাজ বীরচন্দ্রের রচিত ধর্মবিষয়ক কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্ মহারাজের পিতামহ বৈষ্ণব-জনাগ্রগণ্য ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিগ্রহ পুনঃ সংস্থাপনের আনুকূল্য করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীবিগ্রহসেবার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজের মহামান্য পিতৃদেব স্বর্গগত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও স্বীয় পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর গত ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়া গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পূর্ব্বতন সভাপতিগণ গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইয়া ইহাতে যোগদান করিবার সুযোগ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজ অদ্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবৎ-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার প্রপিতামহের আরব্ধ শ্রীধাম-সেবা, পিতামহের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা এবং পিতৃদেবের অনুসৃত সেবার আদর্শকে স্বয়ং বরণ করিবার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। মহারাজের এই আদর্শ বিশ্ববৈষ্ণব-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় প্রোজ্জ্বল কীর্ত্তিরূপে বিরাজিত থাকিবে।

শ্রীমন্মহারাজ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা নূতন গৌড়ীয় মিশন সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম ও শ্রীধাম-প্রচারের সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহারাজ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুরে যে স্থানে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ভবন ছিল, সেই স্থানেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় বর্ত্তমান পাত্ররাজপ্রবর শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমানযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কথা প্রচারের আকর প্রতিষ্ঠান। এই চন্দ্রশেখর ভবনই বঙ্গের আদি পারমার্থিক রঙ্গমঞ্চ। এইস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর সমস্ত ভক্তবৃন্দের সহিত অভিনয় নৃত্য করিয়াছিলেন। এই স্থানেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার প্রস্তাব করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণার্থ কাটোয়ায় গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহারাজ শুনিয়া আরও আনন্দিত হইবেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপন করিয়া এই স্থান হইতে "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" নামক পারমার্থিক দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে বহু বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় এই স্থানে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও হরিসেবানুশীলন করিবার জন্য বহু সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও হরিসেবাপর গৃহস্থগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন। প্রভুপাদের কৃপায় এই স্থানে গৌড়পুরের সারস্বত-তীর্থের প্রাচীন অনুশীলন-সমূহও পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। হরিসমারণ হইবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য "পরবিদ্যাপীঠ" অবিদ্যাহরণ-বেদবিদ্যালয় ও পারমার্থিক শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌স্টিটিউট" নামক একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীমন্মহারাজ যে নবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের প্রবেশোৎসব উপলক্ষে শুভাগমন করিয়াছেন, সেই শ্রীমন্দিরের ভিত্তিখননের সময় (গত ০০শে জৈষ্ঠ, ১৩৪১ তারিখে) ভূগর্ভ হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহে অর্চ্চিত অধোক্ষজ বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন।

গত ১৪ই জানুয়ারী যখন বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ এক্সেলেন্সি দি রাইট্ অনারেবল্ স্যার জন এণ্ডারসন্ শ্রীগৌর-জন্মস্থান দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন গভর্ণর বাহাদুর লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ম ও এডমিরেল্‌টি গৃহে সংরক্ষিত মানচিত্রের আলোকচিত্র হইতে অলকানন্দার উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের তাৎকালিক সংস্থানের প্রকৃষ্ট নিদর্শন দর্শন করিয়াছিলেন।

মহারাজ আজ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি-রূপে শ্রীগৌর-জন্মস্থলী স্বয়ং দর্শন ও পিতৃপিতামহগণের প্রতিষ্ঠিত সেবাসদনের সেবা করিয়া 'ধর্ম্মধুরন্ধর' নামের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার নিজজনগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ মহারাজের উপর বর্ষিত হউক। মহারাজ শ্রীধামের সেবায় ঔজ্জ্বল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া সমস্ত সজ্জনগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করুন। আমরা মহারাজের আন্তরিকতার অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীধাম-মায়াপুর
শ্রীগৌরজন্মবাসর, গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার
সভ্যবৃন্দ

বিষমসমরবিজয়ি-পক্ষশ্রী-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর-
শ্রীমদ্‌বীরবিক্রমকিশোর-দেববর্ম্ম-মাণিক্য-বাহাদুর-
ধর্ম্মধুরন্ধর-মহামহোদয়ায়
প্রদত্তমভিনন্দনপত্রম্

পুণ্যশ্লোকসুধাকরামলকুলালঙ্কাররত্নোত্তম।
স্বাধীনত্রিপুরানরাধিপবর শ্রীমন্ মহামাত্রয়।
শ্রীমদ্ধামপ্রচারিণীপরিষদঃ শ্রেষ্ঠং পতিং ত্বাং বয়ং
সংপ্রাপ্যোহ মুদান্বিতেন মনসা বন্দামহে স্বাগতম্ ॥ ১ ॥

ত্বজ্জোষ্ঠপ্রপিতামহো গুণনিধিঃ শ্রীশানচন্দ্রঃ সুধী-
র্নিত্যানন্দকুলাগ্রণীঃ সমভবৎ প্রাগ্ বৈষ্ণবো ভূপতিঃ।
রাজ্যে স্বে পরিপালয়ন্ হরিজনান্ নানাবিধৈর্বৈষ্ণবৈঃ
কৃষ্ণৈরবহমেব বংশমনয়ৎ প্রখ্যাততাং ভূতলে ॥ ২ ॥

তদ্ভ্রাতা প্রপিতামহস্তব নৃপঃ শ্রীবীরচন্দ্রাভিধঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাত্মনেকসুহৃদ্গ্রন্থান্ প্রকাশ্যাদরাৎ।
ভক্তেঃ পুণ্যতনাং কথাং ক্ষিতিতলে সংখ্যাপয়ন্ সন্মুদে
শ্রীমদ্ধামপ্রচারিণীপরিষদশ্চাভূঃ পতিঃ সদ্ভবৌ ॥ ৩ ॥

তৎপুত্রশ্চ পিতামহস্তব নৃণাং রাধাবিশোরঃ পতিঃ
শ্রীমান্ ধামপ্রচারিণীপরিষদঃ স্বামিত্বমাপ্তঃ স্বয়ম্।
রাধামাধববিগ্রহৌ সুললিতৌ শ্রীগৌরজন্মাবনৌ
সংস্থাপ্যাত্র তয়োশ্চ সেবনবিধৌ বৃত্তিং দদাৎ সত্তমঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরকস্তব পিতাঽপ্যাপ্তাঃ পতিঃ সংসদ
আসীৎ পুণ্যগুণালয়শ্চ যশসা সংঘোষিতঃ সৎপ্রিয়ঃ।
তেষামস্তু সুনন্দনেন সুগুণৈরানন্দনেন ত্বয়া
পত্যা সংসদিয়ং বিভাতি নিতরাং সভ্যাশ্চ সংনন্দিতাঃ ॥৫॥

বিত্তৈশ্বর্য্যকুলশ্রিয়াং সমুদয়ঃ কাষ্ঠাং পরাং সঙ্গত-
স্বদ্যেতত্র যতস্ততশ্চ ন পুনঃ প্রার্থ্যং ক্ষিতৌ কিঞ্চন।
আয়ুর্দীর্ঘতমং ত্রিহঞ্চ সুখদং সংপ্রার্থ্যতে সর্ব্বথা
কল্যাণং কুরুতাং স্বয়ং স ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রশ্চ তে ॥ ৬ ॥

৪৪৯ গৌরাব্দীয়-
গৌর-চৈত্রমাসস্য
ষষ্ঠদিবসে
শ্রীধাম-মায়াপুরতঃ

বিনীত—
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা-
সভ্যবৃন্দস্য।

শ্রীধাম মায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর

[আগরতলা ১লা মাঘ, ১৪৩ ত্রিপুরাব্দ, ১৯৩১ ; বিস্তারিত বিবরণ পৌষ্টের গত ২৬শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ।]

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্মস্থানে) সমাধিতে উপবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ ও গভর্ণর বাহাদুর

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্মস্থানে) সমাধিতে উপবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ ও গভর্ণর বাহাদুর

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থমহারাজ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবেদান্ত মহোদয় পরবর্ত্তী যাত্রাদলকে "সাধুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট" (মাইসুন) দেখাইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-শিক্ষার সহিত 'পরমার্থ-শিক্ষার একত্র মিলনে—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট"

শ্রীধামমায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠের 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

[২ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৯৭ ; ২১ মার্চ্চ, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার ;] সময়—১০ দণ্ড (৪ঘণ্টা)

১। 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' কাহাকে বলে? উভয়ের ফল কি? উভয়ের পার্থক্য নষ্ট হইলে কি প্রকার শুভ ফল উদিত হয়?

২। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"—এই কৃষ্ণনীতির ব্যভিচার হইলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়?

৩। তৃণাদপিসুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"—এই শিক্ষা পালন না করিলে কি অসুবিধা হয়?

৪। (ক) 'জয়ন্তী' ও 'জন্মদিন,' (খ) 'দরিদ্র' ও 'নারায়ণ', (গ) 'হরিজন' ও 'নীচজন', (ঘ) 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা', (ঙ) 'শ্রুতি' ও 'বার্ত্তা'। ইহাদের পার্থক্য-মূলে ব্যাখ্যা।

৫। বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।"—এই কবিতার সার্থকতা কি?

৬। বিষয়বিভাগ-ক্রমে "ভক্তিগ্রন্থতালিকা" ও গ্রন্থ-কর্ত্তৃগণের নাম এবং সংক্ষেপে গ্রন্থবর্ণিত বিষয়-বিবরণ।

৭। "শ্রীমায়াপুর" সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক খণ্ডন। খরৌষ্টি ভাষায় উচ্চারিত শব্দটির অকর্ণপাতা-প্রতিপাদক যুক্তিসমূহ।

৮। শ্রীচৈতন্যচরিত ও লীলাবৈচিত্র্যের তাৎপর্য্য।

৯। জীবের ধর্ম্ম।

১০। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয়? পঞ্চোপচার ও ষোড়শোপচার কি কি?

১১। বৈষ্ণবের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে সংস্কার-গ্রহণে কিরূপ ফল-লাভ হয়?

১২। বেষগ্রহণ-পদ্ধতি কিরূপ? ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণ-প্রথা কি?

বিবিধ প্রসঙ্গ

বেড়ুগ্রী ও কৃষ্ণাঘরায় শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরজন্মোৎসব সুসম্পন্ন করিয়া গত ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে যশোহরের বেড়ুগ্রী গ্রামাভিমুখে শুভযাত্রা করেন। কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট, রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম এবং বনগ্রাম হইতে খুলনা লাইনে রাত্রি ৩৷৷ ঘটিকায় উপস্থিত হইয়া তথা হইতে মোটরযোগে রঘুনাথপুরে উপস্থিত হন। বেড়ুগ্রীগ্রামবাসী রঘুনাথপুর হইতে বেড়ুগ্রি পর্য্যন্ত ৩ মাইল পথ প্রভুপাদকে এক বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে লইয়া যান। পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ মিনিটের সময় প্রভুপাদ উপেনবাবুর নবনির্ম্মিত গৃহে পদার্পণ করেন। ২৫, ২৬ ও ২৭ মার্চ্চ বিরাট্ সভা ও মহামহোৎসব হয়। স্থানীয় জনসাধারণ বিবিধ আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বয়ং প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগতো ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও হিন্দু মুসলমান সমভাবে প্রভুপাদকে দর্শনার্থ আগমন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। প্রভুপাদ উপেনবাবুর সেবা-চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মহাপাত্র" এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন।

২৮শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ বেড়ুগ্রী হইতে ভক্তিকটবর্ত্তী কৃষ্ণাঘরাগ্রামে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে মধুগ্রামে শ্রীযুক্ত শিবনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে ক্ষণকালের জন্য পদার্পণ করেন। কৃষ্ণাঘরায়ও প্রভুপাদকে অভ্যর্থনার বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। সেখানেও গ্রামবাসী প্রভুপাদকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। প্রভুপাদ ও ত্রিদণ্ডিপাদগণও অনেক হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। ২৯শে মার্চ্চ মধ্যাহ্নে তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রভুপাদ রাত্রি প্রায় ১১টায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপনীত হন।

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি-স্থাপন

আগামী ২৪শে চৈত্র, ১৩৪১; ইং ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৫ সোমবার প্রাতে ৯৷৷ ঘটিকায় ঢাকা-নগরীর মারিন্দা-পল্লীস্থিত মঠের ধরিত্রী জমিতে শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনার্থ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুগ-গণসহ অদ্য (৮ই এপ্রিল) রাত্রির ঢাকা-মেলে ঢাকা রওনা হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানাধিপতি

গত ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়-চাঁদ মহতাব্, কি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্ মহোদয়ের আগমনোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ মঠের দ্বারদেশে এবং প্রভুপাদ নাট্যমন্দিরে মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। একটি উচ্চ-বেদীর উপর প্রভুপাদ ও মহারাজের আসন রচিত হইয়া-ছিল। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ মহারাজের এবং শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় একটি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদ মহারাজকে প্রসাদীমালা-চন্দন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলে মহারাজ তাহা সাদরে স্বীকার করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে প্রভুপাদ একটি রৌপ্যাধারে (casket) করিয়া উহা মহারাজকে অর্পণ করেন। মহারাজ বঙ্গভাষায় একটি সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিদারণ গোস্বামী মহোদয় একটি বক্তৃতামুখে মহারাজকে ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর বিদ্যারত্ন মহোদয় 'অনাদি-করমকলে' এবং ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে" এই দুইটি গীতি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ কিছু হরিকথা উপদেশ করেন। প্রভুপাদের বক্তৃতার পর পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। সভায় বহু কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। (আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় এইসকলের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিব।)

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৪১; ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৫ { ৩য় সংখ্যা।

"শ্রী" ও "৺" *

জীবিতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ও মৃত-ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে '৺' লিখিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। গতানুগতিকভাবে আমরা প্রায় সকলেই এই আদর্শের অনুকরণ করিয়া থাকি।

উচ্চারণকালে '৺' এই চিহ্নটি 'ঈশ্বর'-শব্দে উচ্চারিত হয়। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, পূজনীয়-কদাপীয়, উচ্চ-নীচ, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, সাধু-অসাধু যে-কোন ও মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে এইরূপ চিহ্ন প্রদান এবং নামোচ্চারণকালে তৎপূর্ব্বে 'ঈশ্বর'শব্দ উচ্চারণ করিবার প্রথা আমরা বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা বঙ্গদেশেরই নিজস্ব। সংস্কৃতসাহিত্যে 'স্বর্গীয়', 'পরলোকগত' কিংবা 'স্বর্গারূঢ়' প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের রীতি আছে।

'৺' চিহ্নটি 'শ্রী'র বিপরীত বা প্রতিযোগী। এই চিহ্নটি কোন মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে তাহার মৃত্যু-বোধক হইয়া থাকে; কিন্তু প্রচলিত সাহিত্যে দেবতার নাম, দেবতার স্থান বা তীর্থস্থানাদির পূর্ব্বেও এই চিহ্নের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ৺দুর্গা, ৺বাগ্দেবী, ৺চন্দ্রনাথ, ৺কালীধাম প্রভৃতি। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়,—কেবল মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে উহা মৃত্যুবোধক; দেবতা বা তীর্থাদির নামের পূর্ব্বে তদ্রূপ নহে। কারণ কাশীধামাদি তীর্থস্থানের অস্তিত্ব সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ।

কেহ কেহ বলেন,—'৺' এই চিহ্নটি ওঁকারের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। ওঁকার বা প্রণবের 'ও'কার বিলুপ্ত হইয়া গেলে কেবল চন্দ্রবিন্দুটি অবশিষ্ট থাকে। মনুষ্য মৃত্যুর পর ওঁকার-স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন তাহার কোন রূপ থাকে না; তাহার নির্ব্বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য '৺' এইরূপ একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত

* গৌড়ীয়-সম্পাদকের এই প্রবন্ধটি বৈদিক সভীথ-সমাজের পত্র গৌরকিশোরোদয়-সংখ্যায় ১০ম বর্ষ, ১১-১৩শ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

একীভূত হইয়া ঈশ্বর হইয়া পড়ে; এজন্য মৃত ব্যক্তি-মাত্রেরই নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর-শব্দের উচ্চারণ বা ঐরূপ চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ বিশ্বাস হইতে মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় এই '৺' চিহ্ন প্রযুক্ত হয়।

মৃতব্যক্তির নামকে 'শ্রী'-হীন, জীবিত-ব্যক্তির নামকে 'শ্রী'-যুক্ত করিবার প্রথা সাহিত্যে ও সমাজে চলিয়া আসিতেছে। সম্মানের তারতম্যের সহিত 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীযুক্তা', 'শ্রীমৎ', 'শ্রীমতী', 'শ্রীমান', 'শ্রীল', 'শ্রীশ্রী', 'শ্রীশ্রীল', 'পরমশ্রীল', '১০৮শ্রী', 'কোটিশ্রী' প্রভৃতি 'শ্রী'-শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রথা আমরা সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, আচার, ব্যবহার ও পদ্ধতির দেখিতে পাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োগবচনাদির মধ্যে 'শ্রী'যুক্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের বিধি রহিয়াছে। বিষ্ণুর নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 'শ্রীমূর্ত্তি'-শব্দে বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ হয়; কেবল মূর্ত্তি, প্রতিমা বা প্রতীক শব্দ বিষ্ণুবিগ্রহে প্রযুক্ত হয় না। বিষ্ণুর তীর্থাদি ও পল্লাদি সর্ব্বদাই শ্রীযুক্ত; যেমন 'শ্রীবৃন্দাবন', 'শ্রীগোকুলধাম' প্রভৃতি। 'শ্রীমতী'-শব্দ শ্রীরাধিকাতেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থে রাধিকাকেই বুঝায়। "জয়শ্রী" বলিতেও একমাত্র শ্রীরাধিকাই লক্ষিতা হইয়া থাকেন। 'শ্রীমদ' বলিতে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ প্রভৃতির চিদানন্দদেহই লক্ষিত হয়। 'শ্রীধাম', 'শ্রীনাম', 'শ্রীকাম' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর 'স্থান', 'নাম' ও 'অভীষ্ট'কে বুঝাইয়া থাকে। মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বেও 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ হয়। গুরুদেবের নামোচ্চারণকালে তাঁহার নামের পূর্ব্বে ওঁশ্রী, অষ্টোত্তরশতশ্রী বা বিষ্ণুপাদ বলিবার আদেশ পরমার্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—

'যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্নীয়াচ্চ কেবলম্।
অন্যথা ন গুরোর্নাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীযুতো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ সত্যমূর্দ্ধাভিধিস্মৃতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬০ নারদপঞ্চরাত্র-বচন)

নারদপঞ্চরাত্র বলেন, যতাত্মা ব্যক্তি যেখানে সেখানে অভক্তির সহিত গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবেন না। মস্তক অবনত করিয়া ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রথম, বিষ্ণুপাদ, শ্রী ও তৎপরে শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবেন।

বিষ্ণুর শক্তির নাম—'শ্রী'। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যই তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্রবৈরাগ্যের মধ্যস্থলে স্থিত। যেমন শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের 'শ্রী'ই অঙ্গী, আর ঐশ্বর্য-বীর্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য গুণসমূহ অঙ্গ।

অদ্বৈতবংশপ্রধান অনেক সময় বৈষ্ণবগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"বৈষ্ণবগণ অত্যধিক 'শ্রী'র পক্ষপাতী; তাঁহারা 'শ্রীঅঙ্গ', 'শ্রীমহাপ্রসাদ', 'শ্রীবৈষ্ণব', 'শ্রীবিষ্ণু', 'শ্রীমূর্ত্তি' 'শ্রীনাম' প্রভৃতি শ্রী-সংযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াও তৃপ্ত হন না; মৃত (?) ব্যক্তি বা দেবতার পূর্ব্বেও 'শ্রী' বসাইয়া থাকেন, যেমন 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীরামানুজ', 'শ্রীমধ্ব' ইত্যাদি।" এজন্য আধুনিক প্রগতির যুগে সাহিত্যে ঐসকল শব্দকে সম্পূর্ণ 'শ্রী'-হীন না করিতে পারিলে সাহিত্য-প্রগতি যেন স্থগিত ও অতৃপ্ত হইয়া পড়ে! ঐসকল 'শ্রী' যেন আবর্জ্জনা-সদৃশ!

সেদিন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াই যেন বলিতেছিলেন—"আপনারা মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সাহিত্যের ও সমাজের প্রগতি ও আচারের বিরুদ্ধে ঐরূপ ভাবে মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিবার আপনাদের কি যুক্তি আছে?" আমরা উত্তরে বলিলাম যে, আমরা কখনও মৃতব্যক্তির নাম 'শ্রী'-শব্দের সহিত উল্লেখ করি না। এই উত্তরের প্রতিবাদে তিনি বলিলেন—"আপনারা চৈতন্যকে 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীশ্রীচৈতন্য'—বলেন না কি? 'শ্রীরূপ', 'শ্রীসনাতন' বলিয়া রূপসনাতনের উল্লেখ করেন না কি?" আমরা বলিলাম—"তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে একটি 'শ্রী' কেন, অপরিমিত শ্রীই নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ হইতেই 'শ্রী' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ সমগ্র 'শ্রী'র মূলপুরুষ। কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী 'সেবাশ্রী' রূপ ধারণ করিয়া শ্রীরূপগোস্বামিরূপে প্রকটিত। জগতে যে-সকল 'শ্রীমান্' হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহারা শ্রীরূপের সম্বন্ধ-শ্রীর আংশিক আভাসের দ্বারাই পরিপূর্ণ হইতে

পারেন। সামাজিক ও সাহিত্যিকগণ ভাগবতিক ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে যে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা কিছুদিন পরে তাঁহারাই 'বি-শ্রী' করিয়া দেন। মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই সামাজিকগণ সেই সকল ব্যক্তিকে 'শ্রী-হীন' করিয়া ফেলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের 'শ্রী', শ্রীচৈতন্যদাসগণের 'শ্রী', শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহগণের অর্থাৎ গুরুবর্গের 'শ্রী', শ্রীচৈতন্যশক্তির 'শ্রী', বৈষ্ণবগণের 'শ্রী' বা শোভা নিত্যা 'শ্রী'। তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাই তাঁহাদের 'শ্রী'রও বিয়োগ নাই, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবাশ্রীতে বিভূষিত।

সামাজিক প্রথানুসারে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে তাহার জীবিতকালেও যে 'শ্রী'-যুক্ত করিয়া বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ আপেক্ষিক ও অনিত্য-শ্রীর সংস্পর্শের দ্যোতক ও অধিকাংশস্থলে গতানুগতিক কপটতা-ব্যঞ্জক। দ্বিতীয়তঃ বহির্ম্মুখগণের জীবিতোত্তরকালে যে তাহাদিগকে 'শ্রী'-হীন করিয়া 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করা হয়, তাহাও তদ্ধাঙ্কতার পরিচায়ক। 'শ্রী'-বিহীনকে 'ঈশ্বর' বলা—কিরূপ যুক্তি? 'শ্রী'-যুক্ত ব্যক্তিই—ঈশ্বর। 'শ্রী'-বিহীন ঈশ্বর (?) 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দের ন্যায় তত্ত্ব ও সদ্যুক্তির বিরোধী শব্দাড়ম্বর নহে কি? দরিদ্র অথচ নারায়ণ (লক্ষ্মীনাথ) যেরূপ বিরুদ্ধার্থ ও ব্যর্থ শব্দ, 'শ্রী'-বিহীন ঈশ্বরও সেরূপ ব্যর্থ ও বিরুদ্ধার্থ। সোণার পাথরের (?) বাটীর ন্যায় 'শ্রী'-বিহীন ঈশ্বর ও ঘাড়িসাযুক্ত নারায়ণ প্রভৃতি শব্দ মায়াবাদ এবং পরমেশ্বরের নিত্যসেবা-বিরোধের বিচার হইতে হরিবিমুখ সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের মধ্যে 'শ্রী'ই অঙ্গী বা প্রধান, সেই শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরত্বই বা কিরূপে সম্ভব?"

আমাদের এই সকল কথা শুনিবার পর পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আপনাদের তত্ত্বকথা ত' শুনিলাম; কিন্তু আপনাদেরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক ও আচার্য্য-সন্তাননামে পরিচিত মহাশয় ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যায় প্রায়শ্চই তাঁহার স্বধামগত পুত্রের নামের পূর্ব্বে '৺' এই চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা ছাপার হরফে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন।

আমরা সাহিত্যিক পণ্ডিতবরের এইরূপ নম্রতিয়ের বাক্যের কথা পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিয়াও বলিলাম—"আমরা কোন ব্যক্তিগত বিচার বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; সত্য ও আদর্শ যাহা, তাহাই বলিলাম; কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব মৃত ব্যক্তিকে 'ঈশ্বর' বলেন না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে 'শ্রী'-হীন করিয়া তাহাদের নামোল্লেখ করিতে পারেন, কিম্বা তাহাদের নামের পূর্ব্বে 'স্বধামগত' ইত্যাদি শব্দও প্রয়োগ করিতে পারেন। আর ইহ জগৎ হইতে অপ্রকট হইবার পরেও ভগবদ্ভক্ত্যাশ্রিত বৈষ্ণবের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারা ইহ জগৎ হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াও তাঁহাদের চেতনের বৃত্তি দ্বারা নিত্য হরিসেবাই করেন। তাঁহারা 'সেবা-শ্রী' হইতে কোন দিনই বিচ্যুত হন না এবং উত্তরোত্তর 'সেবা-শ্রী'-যুক্ত হইয়া থাকেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবের ত' মৃত্যুই নাই, তাঁহারা নিত্য অপ্রাকৃতধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃতদেহে ভগবানের নিত্যসেবা করিতে থাকেন। এজন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব ভাবেন সর্ব্বালোকে যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পার্ষদাঃ পরম্।
ন কর্ম্মবন্ধং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

(পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৪৭।৪৮)

যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও সেইভাবেই আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভাবেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধজনিত জন্ম নাই।

যাঁহারা বস্তুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে 'নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট' ও 'শ্রীমৎ', 'শ্রীল', বা বহু 'শ্রী' সংযুক্ত করাই সমীচীন ও শাস্ত্রবিধি। তাঁহারা আত্মজাতীয় নিত্য ভগবৎসেবক ও বস্তুসিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া মায়াবাদী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচারের অনুকরণে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে 'ঈশ্বর' শব্দ প্রয়োগ করা কেবল অযৌক্তিক মাত্র নহে—পরন্তু পরমেশ্বরের বিরোধচেষ্টা। সাধারণ জীব ত' ঈশ্বর হইতেই পারে না, মুক্ত পুরুষগণও পরমেশ্বরেরই নিত্য সেবা করিয়া থাকেন—তাঁহারা ঈশ্বরের আসন অধিকার করেন না।

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ?

পিতামাত্রে ঈশ্বরের 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কহ ঈশ্বরের সনে?
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২, ১৬৩)

মায়াবাদ ও ভগবদ্বিদ্বেষে অপরাধ কিংবা বহির্মুখতা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণে সংক্রামিত ও প্রচারিত থাকে, তবেই যে তাহা গ্রহণীয় ও বরণীয় হইবে—এরূপ যুক্তি অধিকতর আশ্চর্য্যজনক। যদিও গতানুগতিকতার মোহ ও সংক্রামকতা সাধারণ লোক অতিক্রম করিতে পারে না, তথাপি জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির পক্ষে সুযুক্তি-সমর্থিত সত্যের অনুসন্ধানই আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গালা-বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভগবদ্ধাম, মহাপ্রসাদ, ভগবন্নাম, ভগবদ্ভক্তি—ইহাদিগকে সর্ব্বদা 'শ্রী'-যুক্ত করিয়াই বর্ণন করিবার বিধি আছে। নিত্য 'শ্রী'-যুক্তকে 'শ্রী'-হীন করিবার চেষ্টা কিরূপে সাহিত্যসংস্কারের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে,—তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। আধুনিক কালে যদি সমগ্র সমাজও মস্তকে শিখা-সংরক্ষণ, অঙ্গে তিলক-অঙ্কন, কণ্ঠে তুলসী-মালিকা-ধারণ প্রভৃতি ভক্তি-শিষ্টাচারকে অসভ্যতা বলিয়া মনে করে এবং ঐরূপ শিষ্টগণকে বিদ্রূপ করে, তাহা হইলেই যে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা বা শিষ্টাচার বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহারই বা যুক্তি কি?

যখন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবোত্তমগণ 'শ্রীপাদ', 'শ্রীল', 'শ্রীমৎ' ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি 'শ্রী'সংযুক্তরূপে কীর্ত্তিত হন, তখন তাঁহাদেরও আরাধ্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীচৈতন্য বা শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে 'শ্রী'-যুক্ত হইয়া নিত্য কীর্ত্তিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিখিল অমরগণ যাঁহাদের পদনখের সেবাশ্রী-সিন্ধুর কণা স্পর্শ করিতে পারিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্যার্থ মনে করেন, তাঁহারা 'শ্রী'-যুক্ত হইয়া অভিহিত হইবেন, ইহা বুঝিতে না পারাই বহির্মুখতার চরম।

নবপ্রকাশিত পারমার্থিক সাহিত্য

১। **দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ—শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা**—"দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ"-সম্পাদকসঙ্ঘের, বিশেষতঃ উপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম ভক্তি-শাস্ত্রী ব্রহ্মচারীজীর অবিশ্রান্ত চেষ্টায় দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা এ বৎসর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকীয়-স্তম্ভে "গৌর-প্রকট পূর্ণিমা" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর "গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ" শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী ও পারমার্থিক সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধরাজিতে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সংখ্যা বিভূষিত হইয়াছে। জন্মোৎসব-সংখ্যার প্রচ্ছদপটে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি মহামহোপদেশক বিদ্যা সমর-বিজয়ী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর ধর্ম্মধুরন্ধর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম বাহাদুরের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপমণ্ডলের বহু চিত্র, মানচিত্র, আচার্য্যগণের আলেখ্য, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট গুরুবর্গের সমাধিস্থান, শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আবির্ভূত অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ, শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার বহু চিত্র, বল্লালদীঘি ও বল্লাল ঢিপির চিত্র, গৌরপার্ষদগণের শ্রীপাট, গৌর-জন্মস্থলীর আলেখ্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের দ্বারা গৌর-জন্মোৎসব-সংখ্যা সুশোভিত হইয়াছে। আজ দশ বৎসর যাবৎ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পারমার্থিক বিশ্বে একমুপাত্তরের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়াছেন। "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" এই উত্তপ্ত সংসার-মরুতে সত্য সত্যই কল্যাণ-কল্পতরু-শোভিত মরুদ্যান।

২। **নব বর্ষের সচিত্র বার্ষিক শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা (গৌরাব্দ ৪৪৯)**—নবদ্বীপ-পঞ্জিকা পারমার্থিক ব্যক্তি মাত্রেরই যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এই পঞ্জিকা প্রত্যেক পারমার্থিকের প্রাত্যহিক জীবনের পরিচালক, পথ-প্রদর্শক ও অপরিহার্য্য নিত্য-সহচর। যাঁহারা ব্যবহারিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানের দ্বারা

পরিচালিত হন, তাঁহাদের নিকট সাধারণ পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা আছে; কিন্তু যাঁহাদের সমস্ত লৌকিক, বৈদিক, অথবা যে কোন ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলে বিহিত হয়, তাঁহারা এই নবদ্বীপ-পত্রিকার উপদেশ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারেন না। প্রাত্যহিক পারমার্থিক দিনপঞ্জী, ভক্ত ও ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট-উৎসব, নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসব, হরিবাসরব্রত প্রভৃতির পরিচয় ও নির্দ্দেশ ব্যতীত এ বৎসরের পত্রিকায় পারমার্থিক জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পরিশিষ্টের পত্রি স্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, দীক্ষাবিধি, পারমার্থিক শ্রাদ্ধবিধি, বৈষ্ণবাচার এবং অন্যান্য বহু বিষয় সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ও সদস্যগণের নামতালিকা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের গৌরাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ও আশীর্ব্বাদ, ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষা, সার্ব্বভৌম-পরীক্ষা, পঞ্চরাত্রাচার্য্য-পরীক্ষার গ্রন্থ-তালিকা, ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নাম, শ্রীনবদ্বীপধামের পরিচয়, শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের পরিচয়, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থ-তালিকা প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষা—৶০ আনা; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। **শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার** :—মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব চরিত্রপূর্ণ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপোদ্ভাসিত জনগণ তাঁহারই আনুগত্যে বিভিন্ন ভাষায় এই সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়া শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরের সেবা করিতেছেন। ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু ও গৌরবাণী-কীর্ত্তনকারী শ্রীরূপ প্রভুর মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের চরিত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর প্রভুপাদের কৈঙ্কর্য্য যাঁহারা অমানী, মানদ ও নির্ম্মৎসর হইয়া করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য।

গ্রন্থিত সংস্কৃত গদ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত চরিত্রের একটি বিশেষ অভাব ছিল। বঙ্গের বাহিরে পণ্ডিত-সমাজ সুমধুর পদ্যে শ্রীচৈতন্যের সুমধুর লীলামৃত পাঠ করিতে চাহেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন। গ্রন্থের ভাষার কারুকার্য্য প্রত্যেক সংস্কৃত-সাহিত্য-পাঠকেরই হৃদয় আকর্ষণ করিবে। অতি উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে সুস্পষ্ট ও বৃহৎ অক্ষরে মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ন'ভানেল্-প্রেস্ হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা—১৲ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ।

৪। **শ্রীচৈতন্যদেব**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গৌরজন্মোৎসব-বাসরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে ভারত ও বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থ-নৈতিক অবস্থা, বিদ্যা, সাহিত্য ও সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্মজগতের অবস্থা, সমসাময়িক পৃথিবীর অবস্থা, নবদ্বীপের পরিচয় ও তথ্য এবং প্রামাণিক গ্রন্থ ও বিবরণ-সমূহের অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের চরিত্র ও শিক্ষা এই গ্রন্থে সহজ ও সরলভাবে সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র ও মানচিত্র সংযোজিত আছে। উত্তম এন্টিক্ কাগজে সুস্পষ্ট অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রায় ২২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সুরম্য বাঁধাই। কি ভক্ত, কি সাধারণ ব্যক্তি, কি বিদ্যালয়ের ছাত্র, কি অধ্যাপক—সকলের পক্ষেই এই গ্রন্থ উপযোগী ও প্রীতিপ্রদ হইবে। অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিতেছেন। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ ৯০ নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৫। **Gedanken uber den Hinduismus**—বার্লিন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় হইতে জার্ম্মাণ-ভাষায় উপরি-উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে জার্ম্মাণীতে যে সাতটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহারা জার্ম্মাণ-ভাষা জানেন না, তাঁহাদের নিকট এই

গ্রন্থটি অযোধ্যা হইলেও জার্ম্মেণীর প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের বহু শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও মনীষী এই গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছেন। জার্ম্মাণ-ভাষাবিদ্‌গণের নিকট এই সর্ব্বপ্রথমে শুদ্ধভক্তির কথা বক্তৃতা ও গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল। বিদেশী ও জাগতিক প্রতিভাশালী ও মনীষী ব্যক্তিগণ, কিংবা অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তদ্দ্বারা শুদ্ধভক্তির বা শ্রীচৈতন্যধারার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা নির্ম্মৎসর সাধুমুখের আচরিত ও প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য-দেবের অমল শিক্ষা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভাবে প্রচারিত দেখিতে পাইতেছি। উপরি-উক্ত গ্রন্থে 'গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত', 'ভারতীয় দর্শনে মায়ার স্থান', 'ভক্তি', 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ বক্তৃতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। আজ প্রভুপাদের কৃপায় য়ুরোপের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ জার্ম্মেণী ও ইংলণ্ডের মনীষী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নাম ও তাঁহার শিক্ষা আলোচনা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন। উপরি-উক্ত গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠব অতীব মনোহর। এই গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান —বার্লিন গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়, Berlin W. 30 Eisenacher strasse 28 ।

দেড়লীতে শ্রীল প্রভুপাদ

[প্রথম দিবস]

বিগত ১৭ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর 'ভক্তিবিলাস-ভবন' হইতে মোটর যোগে শ্রীকৃষ্ণনগরে শুভবিজয় করেন। সঙ্গে ছিলেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গোবিন্দমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ অন্যূন অষ্টাদশ জন। অন্যান্য ভক্তগণ সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময় শ্রীধাম হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর-ষ্টেশনে পরমারাধ্যদেবের পদার্পণে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে সপার্ষদ প্রভুপাদ বিজয় করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকায় রাণাঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মদ্বয় লাভ করেন। এই স্থানে ট্রেণ বদল করিয়া গোয়ালন্দ-বন্দরাভিমুখে রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময় বনগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় কলিকাতা হইতে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তদনুসরণ করিতে থাকেন। এই স্থানে ট্রেণ বদল করিয়া রাত্রি ৩-৩০ মিনিটের সময় খুলনা ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ ট্রেণ হইতে অবতরণ করেন। এই স্থানে দেড়ুলী-গ্রামবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং খুলনা-চব্বনীমহল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ উপায়নসহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চন ও বন্দনা করেন। তথা হইতে ভক্তগণ বিভিন্ন মোটর যানে রঘুনাথপুরস্থ 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-মন্দিরে' (জনৈক ভক্তের গৃহে) উপনীত হন। প্রত্যুদ্গমনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ একটি সুবিস্তৃত নগরকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে পরমারাধ্য জগদ্‌গুরুদেবের পাদপদ্ম অভিনন্দন করেন। প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দেড়ুলী গ্রাম পর্য্যন্ত নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত ৭টি সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিচিত্রবর্ণের পতাকা ধারণ পূর্ব্বক গ্রামবাসী বহু বাল বৃদ্ধ যুবক এবং পূর্ণকুম্ভ লইয়া পুরবাসিনীগণ যথাক্রমে জয়ধ্বনি ও হুলুধ্বনি সহকারে আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্মে ভক্তিপাদ্য নিবেদন করেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ, মঠসেবকগণ, বিভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও স্থানীয় ভক্তগণ উচ্চ-নগরকীর্ত্তন-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া মহা-গতিতে 'দেড়ুলী' গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। পশ্চাতে সুসজ্জিত মোটরযানে অবস্থিত আচার্য্যদেব হরি-

সংকীর্ত্তনকে অগ্রণী করিয়া বিপুল জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় পার্শ্ব হইতে শত শত নরনারী পুষ্পমাল্যাদি সহ দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক আচার্য্য-চরণ দর্শন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন। তুরী, ভেরী, দামামা, সিঙ্গা, সানাই, মৃদঙ্গ, করতাল যুগপৎ নিনাদিত হইতে লাগিল। অষ্টোত্তরশত জয়ধ্বনি আচার্য্যের শুভ-বিজয় ঘোষণা করিয়া গগনভেদী রোলে দশদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বাহ্ণ ৮-০০ মিনিটের সময় শ্রীল প্রভুপাদ বেতুলী গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের নবনির্ম্মিত গৃহে পদধূলি প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি সুবিস্তৃত সভা-মণ্ডপ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, তথায় বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হন। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গ্রামবাসী ভক্তগণের সপ্রদ্ধ অভ্যর্থনায় আচার্য্যবর্য্যের প্রীতি উৎপাদনের কথা সভামধ্যে জ্ঞাপন করেন এবং অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সময় সভার অধিবেশনের বার্ত্তা ঘোষণা করেন। পরিশেষে সপত্নীক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয় পুষ্পমালা, চন্দনাদি সহ পরমারাধ্য জগদ্গুরুদেবের পাদপদ্ম অর্চ্চন করিয়া গৃহপ্রবেশোৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সভা আরম্ভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সভা মধ্যে অকোপরি আসন গ্রহণ করিলে উপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাইদাস "এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে" এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। এই সময় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে চন্দনসিক্ত সুরভি পুষ্পমালা বিধৃতিত করেন এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদগণের পাদদেশে মাল্য অর্পণ করেন। অতঃপর রঘুনাথপুরবাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত-হরিপদ মজুমদার মহাশয় বেতুলীগ্রামবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তৎপর শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ মহারাজ "বৈষ্ণব-মহিমা ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা ; নৃত্যন্তি পিতরঃ প্রভৃতি শ্লোকার্থ ও বৈষ্ণবমহিমা বিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ "অনন্ত কৃষ্ণদাস বিমুখস্ত" প্রভৃতি শ্লোক-বিচার-মুখে একটি বক্তৃতা দেন। এই সময় সভামধ্যে একটি সর্প প্রবেশ করায় সভাস্থলের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। কিন্তু সর্পটি কাহারও কোন ক্ষতি করে নাই। হিন্দু ও মুসলমান প্রায় ৩০০০ তিন হাজার শ্রোতা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে ও মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি ও হর্ষসূচক করতল-ধ্বনি হইতেছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয়শ্রেণীর লোকের এই প্রকার বিরাট ধর্ম্ম-সম্মেলন পূর্ব্ব কমই দেখা যায়। ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদ বেতুলী-গ্রামবাসিগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন। আত্মবৈভব প্রকাশ-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনকারীর যোগ্যতা-বিচারে তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া ভোগ-ত্যাগ, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ, সাকার-নিরাকার, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতির দ্বন্দ্বময় বিচার প্রবল হওয়ায় বাস্তবসত্য-নিরূপণে আমাদের বিঘ্ন উপস্থিত হয় ; বাস্তবসত্য অধোক্ষজ বস্তু, তিনি অক্ষজজ্ঞানের বিষয় নহেন ; 'অনয়া মীয়তে' বিচার ছাড়িয়া 'অনয়ারাধিতঃ' বিচার অবলম্বনেই দ্বন্দ্বদুষ্ট হইতে নিষ্কৃতি এবং সচ্চিদানন্দ বস্তুর কৃপা-লাভ ঘটে, অভক্তিতেই ভেদ, ভক্তিতে ভেদনাই ; অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ দ্বাদশটি (পঞ্চমুখ্য ও সপ্ত গৌণ রসের উপাস্য বস্তু ; 'মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা), 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' প্রভৃতি বিচার উপস্থিত হইয়া ভগবানের শান্তিময় পাদপদ্ম-আশ্রয়ের বিচার আসিলেই মনুষ্যের মঙ্গল হইবে ; 'অনুকরণ'-বিচার ছাড়িয়া অনুসরণের বিচারেই মঙ্গল নিহিত ; আনুকরণিকদলের কথা ছাড়িয়া 'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ।' ; শ্রীচৈতন্য পূর্ণ দয়া-বিশিষ্ট, তাঁহার দয়া অমন্দোদয়া—'হেলোদ্ধলিত-খেদয়া……তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া' আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের সেবাই কর্ত্তব্য ; প্রভুকে ; দিয়া সেবা লইবে না, ইহাই বাঙ্ময় কার্য্য—ভগবদ্ভক্তি ; 'বেতুলি-গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ' এই কথাটি বড়ই আনন্দের ; ভক্তিই আমাদের সম্বল, ভজনীয় বস্তুই আমাদের প্রাপ্য, মানুষ যত-দিন মায়ার সেবা ও জগতের সেবা লইয়া ব্যস্ত থাকে, ততদিনই দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রবল থাকে।" প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ কথার আলোচনা করেন।

যে সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণ পূর্ব্বকাদেড়ুলীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী, শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত, শ্রীপাদ ভক্তি-প্রমাদ অরণ্য, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর নায়ক, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, মহোপদেশক হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উপদেশক আচার্য্য [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী, উপদেশক শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দাসাধিকারী সেবা-বিলাস, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকরুণা ব্রহ্মচারী ভক্তিমণ্ডপ, শ্রীবিচিত্র ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমানাথ গোস্বামী, শ্রীবিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী ভক্তিভূষণ, শ্রীঅকিঞ্চিত দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাবিলগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতিরুদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামনোহর ব্রহ্মচারী, শ্রীবনমালী দাসাধিকারী প্রমুখ ষষ্টিসংখ্যক ভক্ত।

[দ্বিতীয় দিবস]

২৬শে মার্চ্চ মঙ্গলবার দেড়ুলীগ্রামে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ আচার্য্যবর্য্যের অভিমর্ত্ত্য লীলার পরিচয় বিভিন্নভাবে কীর্ত্তন করিবার পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দেড় ঘণ্টাব্যাপী শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে হরিকথামৃত বর্ষণ করেন।

[তৃতীয় দিবস]

পূর্ব্বদিবসের ন্যায় মহতী সভায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ উপবেশন করিবার পর তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন, অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল 'অধোক্ষজ-তত্ত্ব' সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। [প্রভুপাদের দিবসত্রয়ের বক্তৃতার সারমর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইতে পারিবে।] প্রভুপাদের বক্তৃতার অন্তে মিকশিমিল হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত মোবারক আলি বকির মহাশয় বিশেষ দৈন্যপূর্ণ ভাষায় আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্ম-বন্দনা কীর্ত্তন করেন।

কৃষ্ণাখরায় শ্রীল প্রভুপাদ

পরদিন প্রাতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণাখরানিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে মধুগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবনাথ দাসাধি-কারী মহাশয়ের ভবনে ক্ষণকালের জন্য পদার্পণ করিয়া-ছিলেন। দেড়ুলী হইতে যাত্রা করার পর দেড়ুলীগ্রামের যুবকবৃন্দের পরিচালনায় বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র ও তোপধ্বনি-দ্বারা আচার্য্যবর্য্যের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে বহুব্যক্তি কৃষ্ণাখরা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। এখানেও অপরাহ্ণে একটি মহতীসভার অধিবেশন হয়। কৃষ্ণাখরানিবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে স্থানীয় ইউ, পি স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয় আচার্য্যের শুভবিজয় উপলক্ষে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিবার পর প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজত্রয় যথাক্রমে "বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব ও সর্ব্বপূজ্যত্ব, বৈষ্ণব কোন জাতি-কুলাধীন নহেন" এই বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর প্রভুপাদ ইন্দ্রিয়জন্য কোন ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্বে মর্ত্যবুদ্ধিরূপ বিচার-ভ্রান্তি নিরাস-কল্পে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। (ইহার সারমর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।)

পরদিবস মধ্যাহ্নে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বাস্পীয়যানে কৃষ্ণাখরা হইতে যাত্রা করিয়া কুশতলা ষ্টেশনে নেমি ধরিয়া রাত্রি ১১ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন।

উত্তরস্থানে সপার্ষদ প্রভুপাদের অভ্যর্থনা ও অন্যান্য বিবিধ কার্য্যে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের সেবা-চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে 'মহাপাত্র' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র

খুলনা-ভূমি-ভাগস্থ দেড়ুলীগ্রামবাসিনে।
নন্দ-বেদ-শ্রুতাব্দে চৈতন্যস্যাধিকারিণে॥
উপেন্দ্রনাথদাসায় দীয়তেঽত্র তদঙ্গনে।
মহাপাত্র ইত্যুপাধির্ভক্তায় সুজনৈর্মুদা॥

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসাধিকারীর, ২৭শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত হরিপদ হালদারের, ২৮শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসাধিকারীর, শ্রীযুক্ত কেশবলাল দাসাধিকারীর, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দাসাধিকারীর, শ্রীযুক্ত শিবনাথ দাসাধিকারীর; ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দাসাধিকারীর এবং ২৯শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসাধিকারীর ও শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাসাধিকারীর গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল ভাগ্যবানজন স্ব-স্ব গৃহে আচার্য্যবর্য্যের পাদ-পদ্মধূলি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর

গত ১৭ই চৈত্র, ১৩৪১; ইং ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫ রবিবার সন্ধ্যার শ্রীল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়চাঁদ মহ্তাব্, জী, সী, আই, ই, কে, সী, এস্, আই; আই, ও, এম্, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন উপলক্ষে শ্রীমঠের নাট্যমন্দির 'সারস্বতশ্রবণ-সদনে' একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভা-স্থলটি বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-দ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সুসজ্জিত মঞ্চোপরি শ্রীল প্রভুপাদ ও মহারাজাধিরাজের আসন রচিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ মঠের দ্বারদেশে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নাট্যমন্দিরে লইয়া আসেন। তথায় উক্ত সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া মঞ্চোপরি লইয়া যান। মহারাজ আসিবার কিছু পূর্ব্বে প্রভুপাদ সভায় আসিবার সময় এবং মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আসিবার কালে সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া জয়ধ্বনি-দ্বারা তাঁহাদের আগমনকে অভিনন্দিত করেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনৈমি* মহারাজ মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের গলদেশ পুষ্পমালো সুশোভিত করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় সুললিতস্বরে একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ প্রসাদী গন্ধ-পুষ্পমাল্য-চন্দন-দ্বারা মহারাজবাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করেন। মহারাজ বিশেষ সৌজন্যসহকারে সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গুরুগম্ভীরস্বরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন। প্রভুপাদ একটি সুরম্য রৌপ্যাধারে (casket এ) করিয়া ঐ পত্রখানি মহারাজকে উপহার দেন।

---

* গৌড়ীয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪শ সংখ্যায় এই স্থলে "পর্ব্বতনৈমি"র পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে 'ভারতী' লেখা হইয়াছে, পাঠকগণ ইহা তৎপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। — গৌঃ সঃ

বঙ্গভূম্যধিকারিগৌরব ধর্ম্মপ্রাণ রাজন্যপ্রধান লোককল্যাণকাম শ্রীল বর্দ্ধমানাধিপ
মহারাজাধিরাজবাহাদুর স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব্ জী, সী,
আই, ই; কে, সী, এস্, আই; আই, ও, এম্;
[লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যান]
মহোদয়ের কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে
আগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

হে ভূপতিবংশধুরন্ধর, রাজকুলললাম, বঙ্গভূবিপমুকুটমণি! অদ্য পবিত্র শ্রীহরিবাসরে, শ্রীহরিকের শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীহরিভক্তগণমধ্যে সমাগত শ্রীমান্ আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে প্রজারঞ্জনবিধানতৎপর নরপতে! আপনি প্রকৃতিরঞ্জনে প্রকৃতভাবে আত্মনিয়োগের উদ্দেশে বঙ্গপ্রদেশ-শাসকমণ্ডলীতে আসন লইয়া জনসাধারণের অশেষ হিতসাধনে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করায় যথার্থ রাজধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছিলেন, আপনি ধন্য।

হে নিষ্ঠাবতংস বীরাগ্রগণ্য! আপনি নিজের বহুমূল্য জীবন বিসর্জন করিয়াও সম্রাট্-প্রতিনিধির জীবন রক্ষণপূর্ব্বক যথার্থ ভারতীয়-বীরত্ব আচরণ করিয়াছিলেন, আপনাতে এই সদ্গুণ সুশোভন হইয়াছে, আপনি জয়যুক্ত হউন।

হে আর্য্যধর্ম্মসংরক্ষক দেববিগ্রহ-সংপূজন-ব্যবস্থা-নিরত আদর্শ হিন্দু নৃপতে! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আপন-বংশপ্রক্রমে বীর রাজধানী বর্দ্ধমানে এবং শ্রীচৈতন্যচরণপূত কাঞ্চনা-নগরীতে সুবিরাট্ দেবায়তনসমূহে যথাবিধি রাজোপচারে ভক্ত ও ভগবানের তুষ্টি সেবা-ব্যবস্থায় আপনি প্রতিবৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থ ও জীবনের সদ্ব্যবহারের দ্বারা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যরূপে পরিচিত আছেন, আপনি হৃদ্গত সুবিমল দেবপ্রসাদ লাভ করুন।

হে ভক্তিধর্ম্মপ্রচার-সহায়ক! বঙ্গবাসীর পরমগৌরবের নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিলসিতস্তু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই আদেশ অনুসারে সুবিমল ভক্তিধর্ম্মের সংরক্ষক শ্রীগৌরজন্মস্থানী শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমঠ-স্থাপয়িতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমানাচার্য্যবর্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্ত্তৃক পাশ্চাত্যদেশে প্রেরিত প্রচারকগণ-প্রতিষ্ঠিত "লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী"র পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতিরূপে সমগ্র জগতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সম্যক্ সহায়তা করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক নরপতির যশ আচরণ করিতেছেন, আপনি ভক্তপ্রেম-প্রদায়ক গৌরাশীর্ব্বাদ লাভ করুন।

হে সজ্জন-সুহৃদ্ উদার-হৃদয় মহারাজাধিরাজ! আপনার নিত্যমধুর অমায়িক ব্যবহার আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে। আপনার অমল অন্তঃকরণে বাল্যকাল হইতেই ভগবদ্ভক্তির যে পূতমন্দাকিনীধারা প্রবাহিতা থাকিয়া শত সৎসাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া উৎসারিত হইয়াছিল, আজ তাহা বিদ্যাবধূজীবন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-সৌকর্য্য-সাধনে পরম উৎপ্লুতা লাভ করুক। আজ আপনার সৌম্যমুখ দৃষ্টির সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরম উৎসাহে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। আপনি স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত থাকুন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৭ চৈত্র, ১৩৪১, ৩১ মার্চ্চ, ১৯৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর তদুত্তরে অতিশয় প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন :—

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অভিভাষণ

প্রেমের শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ,

আপনারা অদ্য এ দীন জনকে আহ্বান করিয়া অভিনন্দনাদি-দ্বারা যে প্রকার আপ্যায়িত করিলেন, তাহাতে আমি আপনাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনারা মুহুর্মুহুঃ ভক্তিগঙ্গার স্রোতে ভাসিতেছেন। আমরা বহুদূর হইতেও অবশ্য আপনাদের এই সকল ভুবনমঙ্গল কার্য্যের কিছু কিছু সংবাদ রাখি এবং আমার লণ্ডনে অবস্থান-কালে আপনাদের পরমহংসদেবের আজ্ঞানুগ স্বামী বন মহারাজের নিকট হইতেও এসকল বিষয়ে কিছু কিছু শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে ও আলাপে বুঝিয়াছিলাম, কি এক মহাব্রতে আপনারা দীক্ষিত। আমি হিন্দুর কর্ত্তব্য ভাবিয়া আপনাদের সেই মহৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলাম। পাশ্চাত্যপ্রদেশে প্রেমধর্ম্মের বিস্তার সহজ নহে। যে দেশে জড়বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যাদির ছলে একদেশ অপরদেশের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে, যে দেশ হিংসা ও দ্বেষে পরিপূর্ণ, যে দেশ জড়ীয়ভাবে ভরপুর, সেই দেশে প্রেমধর্ম্মের প্রচার-প্রচেষ্টায় আপনারা যে সৎসাহসিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত। আপনাদের পরমহংসদেব যে একজন বিশেষ সাহসী মহাপুরুষ, তাহা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়াই বুঝিয়াছিলাম, আজ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বুঝিলাম, তিনি কত মহান্। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে আপনাদের মঠের প্রচার-কার্য্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

বাল্যকাল হইতেই আমার কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল। আমার অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি "প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে যে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, তাহার কএকটি ছত্র আজ আপনাদের নিকট পাঠ করিতেছি :—

"সবে ব্যস্ত যথা জ্ঞান অন্বেষণে, যুক্তি-হীন উক্তি খাটেনা যেখানে,
জ্ঞানের তপন মধ্যাহ্নগগনে, যে নদীয়া-ধামে সতত প্রকাশে।
সেখানে কেমনে, কি সাধনা-গুণে, ত্রিদিব হইতে কি শুভবিধানে,
যে চৈতন্যদেব ভক্তিগঙ্গা এনে, তারিলে পতিত জীবে অনায়াসে।
ডুবালে জগৎ প্রীতির প্লাবনে, শিখালে ভকতি হরিনাম প্রাণে,
প্রেমের প্রবল সুখের তুফানে, ক্ষুদ্র জ্ঞান-বাঁধ কোথা গেল ভেসে॥"

আমাদের দর্শনশাস্ত্র অত্যন্ত নীরস হয়, যদি তাহাতে আমরা ভক্তি আনিতে না পারি। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"—এই কথাটি বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই শুদ্ধ বিশ্বাসের উপরই শ্রীচৈতন্যের জগন্মঙ্গল ধর্ম্ম, রীতি, নীতি প্রতিষ্ঠিত। সেই ধর্ম্মের কথা তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষানুসরণে বর্ত্তমানে আপনারা জীবজগৎকে তাহাদের নিত্যকল্যাণের নিমিত্ত জানাইবার জন্য যে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করিয়াছেন, ইহা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। আজ আমি আপনাদিগের মধ্যে আসিয়া নিজকে অত্যন্ত ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আপনারা যে মহৎ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আপনাদের পরমহংসদেবের আশীর্ব্বাদে সেই কার্য্যে আপনারা দিন দিন উন্নতি লাভ করুন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত হউক, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

আজ আমি আপনাদের এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া চিত্তের যে প্রকার স্নিগ্ধতা ও শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা যথারীতি ভাষা-দ্বারা ব্যক্ত করিতে আমি অসমর্থ, তজ্জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মহারাজের অভিভাষণের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্নাকর গোস্বামি-মহোদয় মহারাজকে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে বঙ্গভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীপাদ ভক্তিসাঙ্কুজ গোস্বামি মহোদয়ের বক্তৃতা

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও সজ্জনমণ্ডলি!

আপনাদের শুভাগমনে আমি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

"কণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণের সঙ্গ আমাদের পরমার্থ-বুদ্ধির কথা উদয় করাইয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছে। সে-জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হে মহাভাগ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর,

আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সনাতন-ধর্ম্মের রক্ষক। তাঁহাদের সদাশয়তা, উদারতা, বদান্যতা, দানশীলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, পরদুঃখকাতরতা ও স্বদেশ-হিতৈষিতার কথা সর্ব্বজন-বিদিত। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গুণগানে মুখরিত। বঙ্গের ইতিহাস তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধর আপনি, বঙ্গের বাহিরে, ভারতের বাহিরে সুদূর ইউরোপ-খণ্ডেও আপনার বহু গুণাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়া আপনি বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভবদীয় গুণমুগ্ধ আমরা বহুদিন হইতে আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি। অদ্য আপনি আপনার বহুমূল্য সময়ের কিয়দংশ আমাদের সঙ্গে যাপন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আপনি বাল্যাবধি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য মনীষিগণের সহিত মিত্রতা-সূত্রে বহুদিন সঙ্গ করিয়াও স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি এবং স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনি ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে আমাদের প্রচারকবৃন্দকে আপনার পাশ্চাত্য-অভিজ্ঞতাপূর্ণ পরামর্শ-দ্বারা তাঁহাদের তথায় প্রচারের দিগ্‌দর্শন নির্ণয় করিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আপনি তথা-কথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দর্শনবঞ্চিততার মুগ্ধ না হইয়া কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম অনুশীলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হে ভাগ্যবান্ নৃপতি ও সজ্জনমণ্ডলি,

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের পরপারে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমই জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়। সাত্বতশাস্ত্রে প্রেমই আত্মধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, সনাতন-ধর্ম্ম, সাত্বতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। আত্মবিচারে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই বৈষ্ণব। অনাত্মবিচারে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী হইয়া আমরা কখনও ভোগী হইয়া পড়ি, আবার কখনও মোক্ষকামী হইয়া ত্যাগীর অভিনয় করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই প্রেমের অন্তরায়। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।" সেই জন্য প্রেমই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধনের চরম ফল ও সুপ্রশস্ত পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেই শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, নারদের সাধুত্ব, ব্যাসের ব্যাসত্ব, শুকের শুকত্ব, বেদের বেদত্ব।

প্রেমই পরমধর্ম। "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা অধোক্ষজে বা পরমপুরুষে ভক্তি বা প্রেমই পরমধর্ম।

প্রেমই পরমকাম। কামদেব কৃষ্ণের উপাসনা প্রেম-দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

প্রেমই পরম অর্থ। কারণ প্রেমের বিনিময়েই বাস্তব সত্যবস্তু পুরুষোত্তমকে লাভ করা যায়। তিনি অজিত হইয়াও ভগবদ্ভক্তের নিকট পরাজিত।

প্রেমই পরম মোক্ষ। "মোক্ষং বিক্রীয়-লাভতে"। মহারাজ! আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণ এই সকল বিষয় উপলব্ধি করিয়া প্রেমধর্ম্ম-প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং আপনিও আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় "অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণবজলে" এই গীতিটি কীর্ত্তন করিবার পর ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া"—এই গীতিটি কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ কিছু হরিকথা উপদেশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি!

আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। মহারাজ-বাহাদুর নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও করুণা-পরবশ হইয়া আজ যে আমাদের স্নেহ-সিক্ত হইবার জন্য তাঁহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ আমাদিগকে ভিক্ষা দিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ, তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ কথায় আমরা সমুৎসাহিত।

মহারাজের পূর্ব্ববংশের পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দ স্বামীর অনুগত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। বৈষ্ণবদিগের সহিত এবং বৈষ্ণব নহেন বলেন যাঁহারা, তাঁহাদিগের সহিত পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবগণ সবিশেষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম ভগবানের সত্তা স্বীকার করেন, বৈষ্ণব নহেন বলেন যাঁহারা, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী (Impersonalist), তাঁহারা personality of Godhead স্বীকার করেন না। আমরা স্বতন্ত্র থাকিলে পরম আশ্রয় যিনি, তাঁহার আশ্রয়ের অভাবে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে।

আনন্দের প্রার্থী সচেতন জগৎ। অচেতনের কি প্রার্থনা, তাহা অবশ্য জানি না—তাঁহাদের আনন্দও জানি না, নিরানন্দও জানি না। পার্থিব আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ অনুস্যূত, ঐ প্রকার আনন্দ অতি অল্প-কাল স্থায়ী, উহার প্রার্থী হইবার বিচার আনন্দের স্বরূপ-জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। নিত্যচেতনাধিষ্ঠিত কেবল-চেতনময় বস্তুর সহিত আনন্দ সমাশ্লিষ্ট। আনন্দকে বিচ্ছিন্ন করিলে সচ্চিদানন্দ বস্তুর সম্যক্ পরিচয়াভাবে নিত্য আনন্দ থাকে না। নিত্যচেতনাধিষ্ঠানে কেবল-জ্ঞানে আনন্দানুভূতিই জীবচৈতন্যের স্বাভাবিকী বৃত্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা যখন সেই আনন্দ-লাভের চেষ্টা করি, তখন হয় জড়ানন্দ, না হয় নিরানন্দ আমাদের প্রাপ্যরূপে বিবেচিত হইয়া আমরা নানা-অনর্থপঙ্কে নিমজ্জিত হই। আমাদের মূল প্রয়োজন—আনন্দ যাহা কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে আমরা প্রবৃত্ত হই, সকলের মধ্যেই সেই আনন্দের অনুসন্ধান হয়; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ ফলকালে দেখি, খানিকটা আনন্দের পরে নিরানন্দ আসিয়া আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সচ্চিদানন্দ-বস্তু—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলেই খণ্ডকালের অধীনে আসিয়া আমাদিগকে নানা-প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ না পাইয়া ক্ষণিক আনন্দ ও নিরানন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বময় জীবন যাপন করিতে হইতেছে। সেই জন্য আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, যে চেতনের বৃত্তিতে পূর্ণ আনন্দধর্ম্ম অনুস্যূত, সেই পূর্ণানন্দ সচ্চিদানন্দ বস্তুর সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হওয়া।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস পরজগতে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় জগতে—কেবলচেতনময় জগতে পূর্ণভাবে অবস্থান করিতেছে। বেদধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধাবস্থার পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার বিচার হইতে বিচারান্তরে অবস্থিত হইয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞানা-

তাহে নিজে স্বরূপতঃ পূর্ণবস্তু আনন্দময় হইয়াও অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরানন্দ-প্রার্থনার বিচারে নানাপ্রকার সমাধি ভোগ উপলব্ধি হয়। তাহাতে অপ্রাকৃত রসপক্ষের ভেদ প্রতিফলন-স্বরূপ বিকৃতরসপক্ষকে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গতের সঙ্গ-ক্রমে নানাবিধ অভিধা লক্ষ্য করি। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণাদিতে যে পাঁচটি রস-বিভাগ দৃষ্ট হয়, উক্ত রস-পঞ্চকের মূল উপাস্য রসময় রসিকশেখরের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হইয়া যদি সেই রসপঞ্চকোপাস্য বস্তুর আনন্দ বিনোদোদ্দেশে আমাদের সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে ব্রত থাকি, পূর্ণবস্তুকে পূর্ণভাবে রসপঞ্চকে নিবেদন করি, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভে আমাদের কোন বাধাই ঘটিবে না।

সকল সময়ে সম্পূর্ণ শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণই করিব, তাহা হইলে আমাদিগকে আর বিপক্ষ-তাড়িত হইয়া শুষ্ক-ত্যাগ বা রস-ত্যাগ-বিচারে অপান্তকালীন যাপন করিতে হইবে না। আমাদের বাস্তবী বিচার-প্রণালী পূর্বের প্রতি আসিত হইলে, তাহা হইলে আর কোন অপূর্ণতা থাকিবে না। সমোদ্যমে সেবা ব্যতীত আমার অন্য কোন কৃত্য নাই, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নাই।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অমিয় শ্লোকে যে ভগবৎসেবার বিচার বর্তমান, আমাদের সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে যখন এই বিচার নিযুক্ত করিতে পারিব, তখন এই রস ছাড়িয়া আর অন্য কোন অভাবে আমাদের রুচি থাকিবে না। আমাদের বাস্তব মঙ্গল আনন্দ—ব্যক্তিগত আনন্দ, তাহার পূর্ণাধিকারীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইলেই পূর্ণানন্দ ব্যাঘাত-প্রাপ্ত হয়।

আমরা আপেক্ষিক ধর্মের বশীভূত না হওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। শুষ্ক যাগ যজ্ঞাদি বা কর্মযোগ শব্দ-শ্রবণ ব্যতীত চক্ষু বা কর্মের অন্যপ্রকার ক্রিয়া দেখি না। কিন্তু সেই চক্ষুকর্ণাদিকে সচ্চিদানন্দবস্তুর অনুশীলন ব্যতীত যখন 'যেনে যেনেত্থা' বস্তুর অনুশীলনে নিযুক্ত করি—মায়িক চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হই, তখন "কৃষ্ণাধরস্যের অবিস্মৃতিঃ—কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিচার হইতে বিরত হইয়া নানা অনর্থের দ্বারা উৎপীড়িত হই।

কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—ইহাই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। হরিকীর্তনের দুর্দিন হইতেই আমাদের যাবতীয় অসুবিধা উপস্থিত হয়। অবশ্য আগন্তুক ক্রিয়াকলাপের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা তত্তদধিকারীর পক্ষে স্বীকৃত হইলেও অবিরুদ্ধ কল্প-বিচার প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কর্তব্য। সেইজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

'অখিলরসামৃতমূর্তি' হইতে সমস্ত রসের সমাবেশ, তাঁহার জন্য সমস্ত চেষ্টাকে পূর্বরূপে নিযুক্ত করিলে আমরা সমস্ত আংশিক চেষ্টা হইতে নিযুক্ত হইতে পারি।

আজ মহাপ্রভুর বাক্যে আমরা একটি বেশ ভাল কথা পাইলাম। তিনি আপনাকে 'হীন' বলিয়া অভিহিত করিলেন। তাঁহার ন্যায় এত বড় লোক যদি 'হীন' হন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় লোক কোথায় থাকে? তিনি তাঁহাকে 'হীন' বলিয়া আমাদিগকে আজ যে শিক্ষা দিলেন, তাহাতে মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনমালাদির গন্ধের স্থান কোথায়, তাহা অনুভবের বিষয়।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। সেই কার্যের সৌকর্য-সম্পাদনে বড় সুবিধা হয়, যদি আমরা হীনভাবাপন্ন হই। 'আমি বড়' বলিবার বড় সাধ হইলে লোকে আমাকে নামাইয়া দিবে—কোন কথা শুনিতে চাহিবে না। যিনি প্রকৃতই বড়, তিনি যদি লোকশিক্ষার জন্য হীন প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই সুবিধা। তিনি অতাধিক মর্যাদা-বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে পৃথক্ রাখিলে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া পূজা করিবার অধিকার থাকে না। যিনি পূজা করেন, যাঁহাকে পূজা করা হয়—উভয়ই সমজাতীয় বস্তু না হইলে—সেব্য-সেবকের সুসঙ্গত সম্বন্ধ থাকিলে বাস্তবিক সেবাধিকার থাকে না। মহাপ্রভু তাই বলিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অতি উচ্চ অধিকারীকেও দেখি, তৃণাপেক্ষা হীন দীন বিচারে তিনি অন্যের প্রার্থনায় মুক্তহস্ত হইয়া—নিজের সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াও অন্যকে সুবিধা দান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু সজ্জন হন, নিজে অমানী হইয়া জগতে যাঁহার যে প্রাপ্য সম্মান, তাহা প্রদান করেন। এই প্রকার বিচারবান্ ব্যক্তিরই হরি-অনুশীলন স্বাভাবিক। আমরা বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সহিত পরিচিত হই, তাহাদের মধ্যে অনেক সময়ে এমন অনেক সদ্গুণ দেখিতে পাই, যাহার সহিত সাধারণের তুলনা হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের লোকহিতের জন্য যে সদ্গুণের কথা নিজ আচরণ-দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আচারবিশিষ্ট ব্যক্তির আচারই অনুসরণীয়—'অনুকরণীয়' নহে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥"

প্রকৃত আমি ও আমার বিচারে ভ্রান্ত হইয়া আমরা যাহাতে 'আমি' বলিয়া 'আমার' বিচারে আপেক্ষিক ধর্মকে বহুমানন করিতে যাই, তাহাতে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে। মহাপ্রভু-কথিত 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিচার-

প্রণালী অবলম্বিত হইলেই আমরা বাচিক, কায়িক ও মানসিক—সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতে পারিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা বলিতে প্রভু হইয়া মহারাজ বলিলেন, পাশ্চাত্যদেশের লোক মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণের উপযোগী নহেন। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ না শুনিলেও কিছু না কিছুত শুনিবেন, একটু শুনিলে স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া আরও শুনিবেন। যদি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আমরা তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণশক্তি' বিচারানুসারে উপস্থাপিত করিতে পারি, যদি তাহা যুক্তি-পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বুঝিবার অনুকূল হয়, তাহা হইলে হয় ত' তাঁহারা কিছু শুনিতেও পারেন। অন্যান্য দেশের লোক নাম-যশ কার্য্যে এত ব্যস্ত যে, তাঁহারা এই সকল কথার আদৌ আলোচনা করেন না বা আলোচনার প্রয়োজনও বুঝেন না, তাঁহাদিগকে এই সকল বিষয়ের অল্পবিস্তর আলোচনার অবকাশ দিবার জন্যই আমাদের এই আয়োজন। ভাগবত বলেন—

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

বৈকুণ্ঠনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন হইলেই সমস্ত অঘ বিদূরিত হয়—সমস্ত শুভের উদয় হয়।

আজ মহারাজাধিরাজ আমাদের ও সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর অনেকটা সময় গ্রহণ করিলাম, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রভুপাদের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়। ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ 'গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে' কীর্ত্তন গায়ন করেন। মহারাজ শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করিয়া কিছু মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। আরও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদায়-গ্রহণ কালে মহারাজ মঠের সৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান।

সভায় বহু কুলবিধবা ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহাদের মধ্যে যে কয়েকজনের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, ব্যারিষ্টার-এট-ল; মদীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহমহাশয় শ্রীযুক্ত কিরণ গুপ্ত; রায়বাহাদুর কুমার শরৎকুমার রায় (বীমাপলিসার অধিকার); মিঃ কে, এন সরকার (সার এন, এন সরকারের ভ্রাতা) এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট; কুমার সিদ্ধিন্দ্র বরণ মুখার্জ্জি; অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু; রায় বাহাদুর এ, সি ঘোষ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অধিবাস; রাজা কিতীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় (বাগবেড়িয়ার অধিবাস), ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পিএইচ-ডি; রায় অবনী ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ; কুমার বিমলাকুমার মিত্র; শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী; মিঃ এন্, আর, বসু এম্-এ, পিএইচ-ডি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি; রায় বাহাদুর অল্ হজ্ মহম্মদ খাজা চৌধুরী (নোয়াখালী); শ্রীযুক্ত শিবনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (অধিবাস), মিঃ বি, এম দাস সলিসিটর, ক্যাপ্টেন কে, এন, ব্যানার্জ্জি; কবিরাজ যতনাথ গুপ্ত ভিষক্‌চূড়ামণি, ক্ষীরোদকুমার মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয়; শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ; শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রকাশ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, প্রজাপতির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম্-আর-এ-এস্; রাজা পাল; মিঃ সলিলমোহন মুখার্জ্জি; মিঃ কে, এন, মুখার্জ্জি; ডাঃ রাসবিনোদ পাল; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঠাকুর; শ্রীযুক্ত নলিনীবিকাশ গাঙ্গুলী; শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সাহা (অধিবাস), শ্রীযুক্ত ভক্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্লীডার; ডাঃ যাদবলাল দে এম্-বি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়, অধ্যাপক এন্, কে সান্যাল এম্-এ; শ্রীযুক্ত রামরতন ব্রাহ্মচার; মিঃ এন্, সি, ব্যানার্জ্জি, মিঃ অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি; মিঃ এন্, বি ঘোষ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দেব, মিঃ এন্, সি মুখার্জ্জি; মিঃ ডি, এম মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

ঢাকা-নাড়িয়া-পল্লীর নবসমুদ্ভূত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনোদ্দেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতিপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ৩রা এপ্রিল তারিখে ঢাকা-মেলে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া পর দিবস এপ্রিল বেলা ১-৩০ ঘটিকার সময় ঢাকা-ষ্টেসনে উপনীত হন। কলিকাতা হইতে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহা-মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-

বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন গিরি মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুরঙ্গ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়, শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিনয়, শ্রীপাদ গোরীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সত্য-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস রায় প্রভৃতি এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশিক্ষক, শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র সেবাবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল [illegible] প্রমুখ বহু সেবক শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। ঢাকা-মেল শ্রীধাম নারায়ণগঞ্জ ঘাট-ষ্টেসনে পঁহুছিলে তথায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাক্তি শ্রীধাম

শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে লইয়া যান। ট্রেণ যথাসময়ে নারায়ণগঞ্জ হইতে ছাড়িয়া ঠিক ১-৩০ ঘটিকায় ঢাকা-ষ্টেসনে পৌঁছে। তথায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলা আচার্য্যবর্য্যের শুভবিজয়কে অভিনন্দিত করিবার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ষ্টেসন-প্লাটফর্ম্ম অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ট্রেণখানি দর্শনপথে আসিবামাত্র ঐকতান বাদ্য, মঙ্গলশঙ্খ, ঘোলকরতালাদির মধুরধ্বনিসহ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন এবং মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে ষ্টেসন-প্লাটফর্ম্ম মুখরিত হইতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি ও হরোল্লাসের মধ্যে বহুব্যক্তি পুষ্পমাল্য-দ্বারা আচার্য্য-পাদপদ্মের অভিবন্দন করেন। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকে। ট্রেণের অন্যান্য যাত্রিগণ নির্নিমেষনেত্রে এই অপূর্ব্বদৃশ্য দর্শন করিতে থাকেন। বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত মোটরযানে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সাহা মহাশয়ের সুসজ্জিত ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী পদব্রজে প্রভুপাদের যানের অনুগমন করিয়া আচার্য্যচরণে শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সমস্ত পরিজনবর্গ-সহ নায়মহাশয় আচার্য্যচরণ-ধূলি গৃহে পাইয়া আপনাকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন এবং সকলে মিলিয়া কায়মনঃপ্রাণে প্রভুপাদের সেবায় ব্রতী হন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ৩রা এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে ঢাকা রওনা হন, এত অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত তাঁহার এইপ্রকার সুন্দর ব্যবস্থা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য বিষয়। মহোপদেশক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীও গত ৪ঠা এপ্রিল কলিকাতা হইতে ঢাকা রওনা হন। তাঁহারাও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। ঢাকায় নিয়পেক্ষ সুধী মাত্রই প্রভুপাদের ঢাকা-নগরীতে পদার্পণে পরম উল্লসিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য লোকের উৎকণ্ঠাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৫ সোমবার ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের নবসংগৃহীত ভূখণ্ডে শ্রীরূপমাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদকাম্বজিউর ব্রহ্মাণ্ডভেদী জয়ধ্বনিসহ উচ্চ-সংকীর্ত্তন-মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে এক সুমহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রস্তাবিত মন্দিরের নিকটেই এক বিরাট্ সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, অধ্যাপক, ব্যাড্ভোকেট, মার্চ্চেণ্ট, জমিদার প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি এবং প্রায় দুইশত সম্ভ্রান্ত মহিলা ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে ধর্ম্মপ্রাণ সহস্রাধিক নরনারীর একসময়ে সমাগম, তাহাতে সভাপতিরূপে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ, সভ্যরূপে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার মহামহোপদেশক পণ্ডিতমণ্ডলী,—এই প্রকার বিদ্বজ্জনমণ্ডিত ধর্ম্মসভা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সভার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এইরূপ :—১। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নূতন জমিতে প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা, ২। উদ্বোধন-সঙ্গীত, ৩। ইংরাজী ভাষায় অভ্যর্থনা-বক্তৃতা, ৪। সারস্বতশ্রবণ-সদনের সংস্কৃত অভিনন্দন-পাঠ, ৫। ঢাকাবাসী ভক্ত-মহিলাগণের অভিনন্দন-পাঠ, ৬। ঢাকাবাসী সজ্জন-সাধারণের অভিনন্দন-পাঠ, ৭। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের অভ্যর্থ-পাঠ, ৮। প্রভুপাদের অভিভাষণ, ৯। সঙ্কীর্ত্তনসহ প্রভুপাদকর্ত্তৃক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন, ১০। প্রণাম-সম্মান।

কার্য্যতালিকা অনুসারে বক্তৃতা ও অভিনন্দনাদি পাঠের পর প্রভুপাদ শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হন। (আমরা সভার বিস্তৃত বিবরণ ও অভিনন্দনপত্রাদি গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।) প্রভুপাদ কএকদিবস যাবৎ ঢাকানগরীতে অজস্রধারায় হরিকথামৃত বর্ষণপূর্ব্বক ১১ই এপ্রিল রাত্রি ১২টার ট্রেণে রওনা হইয়া ১২ই এপ্রিল প্রাতঃ ৫-৩০ ঘটিকায় ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৪২ ; ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৫ { ৩৬শ-৩৭শ সংখ্যা

অভিনন্দন-পত্রাবলী

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দেউলীগ্রামে শুভপদার্পণোপলক্ষে

অভিনন্দন

আচার্য্যবর্য্য !

এই দীনা নগণ্যা পল্লী আপনার ন্যায় অতিমর্ত্য মহাপুরুষের চরণধূলিতে আজ যে অভিষিক্ত হইল, ইহাতে আপনারই ঔদার্য্য-গৌরব প্রকাশিত হইতেছে,—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর ।
নিজ-কার্য্য নাহি, তবু যান তার ঘর ॥

—এই উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতিফলে আজ আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পাদপদ্মের ধূলিতে এই স্থান রঞ্জিত হইল, তাহা আমাদের অবিদিত। তবে আপনার কৃপায় আজ আমাদের হৃদয়ে এই বুদ্ধিযোগ উদিত হইয়াছে যে, আপনার এই স্থানে আগমনের দুইটি কারণ আছে :—প্রথমতঃ পতিতোদ্ধারের জন্য, দ্বিতীয়তঃ আপনার গুরুবর্গের সেবাকরণের জন্য। আপনি অতীর্থ স্থানকে আজ তীর্থীকৃত করিয়াছেন।

হে পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য! আপনার কৃপায় আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম আছে, সর্ব্বত্রই আপনি শ্রীচৈতন্যের নাম ও শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। আমাদের এই নগণ্য পল্লী পৃথিবীর গণ্ডীর বাহিরে নয় বলিয়াই বুঝি ইহা আপনার দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইতে বঞ্চিত হয় নাই, ইহাই আমাদের এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সার্থকতা।

হে আচার্য্যবর্য্য! আপনিই এই কলিযুগে অমোঘ হরিকথার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারধর্ম্ম সংস্থাপন, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, অসৎসঙ্গ বর্জ্জনের জন্য শুদ্ধভক্তিপীঠ স্থাপন, পরবিদ্যাশিক্ষাদানের জন্য পরবিদ্যাপীঠ, ভাগবতবিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, দেশ-বিদেশে দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ, এমন কি সুদূর ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রদেশেও সার্ব্বজনীন শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম প্রচার, নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ও ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন এবং স্থানে স্থানে অষ্টাবিংশ প্রকাশ, অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলনের জন্য বিবিধ আদর্শ প্রকট করিয়া আপনি যথার্থ গুরুবৈষ্ণব আচার্য্য-নাম সার্থক করিয়াছেন।

আমরা জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, সেবাহীন, বিষয়াসক্ত, দেহ-গৃহাসক্ত। আপনাকে পূজা করিবার যোগ্যতা বা উপায়ন আমাদের কিছুই নাই। তবে যদি আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন চক্ষুকে আপনার বিজ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মীলন করেন এবং আমাদিগকে আপনার পদাশ্রিতে ভক্তিধনের সুবুদ্ধিযোগ দান করেন, তবে হয়ত' আমরা কোনও না কোনও দিন আপনার বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তনের কথা বলিতে পারিব। আপনি জগদ্গুরু, আমাদের মৎসরতা ও দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া আপনার সঙ্কীর্ত্তন প্রবণের জন্য আমাদিগকে যোগ্যতা দান করুন। ইহাই আপনার শ্রীচরণে আমাদের একমাত্র নিবেদন।

তারিখ—১১ই চৈত্র, ১৩৪১ সাল
সোমবার

} কেতুলী-গ্রামবাসী
ভক্তবৃন্দ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাধন্য-গ্রামে শুভবিজয়োপলক্ষে তদীয় পাদপদ্মে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পতিতপাবন প্রভো!

এই দীনা ক্ষুদ্রপল্লী যে কত সৌভাগ্যের ফলে আজ আপনার ন্যায় অতিবর্ত্ত্য মহাপুরুষের পাদপদ্ম-রজঃ ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণিত হইবার নহে।

হে অধোক্ষজ-করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ! আপনার এই প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা কেবল পতিতোদ্ধার-জন্য এবং জীবের প্রতি অহৈতুকী অধোক্ষজ-কৃপা বিতরণের জন্য। কিন্তু প্রভো! আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা দুঃসঙ্গের সংসারে আসক্ত থাকিয়া আপনার লীলার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

হে পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য! আপনার নিজের কোন্ কার্য্য না থাকিলেও আপনি আমাদের মত দুর্গত জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই আমাদের এই নগণ্যপল্লীতে পদার্পণ করিয়াছেন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—এই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আপনি পৃথিবীর কি বৃহৎ নগর, কি ক্ষুদ্রপল্লীতে শ্রীচৈতন্যের সুবনমঙ্গলবাণী প্রচার করিতেছেন। তাই বুঝি এই ক্ষুদ্রপল্লীও সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

হে করুণাবারিধে! বিশ্ববাসীর প্রতি আপনার অহৈতুকী করুণার অন্ত নাই। এই কলিতে বহির্মুখ জীবকুলের নিত্য মঙ্গলের জন্য আপনি যে শ্রীমঠ-মন্দির, শ্রীচৈতন্যসারস্বতপীঠ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্, ভাগবত পাঠশালা, গবেষণাপীঠ প্রভৃতি স্থাপন, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা প্রবর্ত্তন, গ্রামে গ্রামে শুদ্ধনামাচার্য বিশিষ্ট প্রচারক প্রেরণ, মুদ্রণতীর্থ উদ্ধার, সাময়িক প্রবর্ত্তনী উন্মোচন এবং অসৎসঙ্গ বর্জন পূর্ব্বক সৎসঙ্গ লাভের সুবিধা প্রদান করিয়া জগদ্বাসীকে গৌরাঙ্গে ভক্তোন্মুখ করিবার জন্য হরিকথা শ্রবণের সুযোগ বিতেছেন, তাহা যথার্থই ভুবনমঙ্গল আচার্যনামের সার্থকতা করিয়াছে।

হে জগদ্গুরো! আপনি প্রমাণ তারিবার ছলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা অতি জ্ঞানহীন, ভক্তি ও সেবাহীন এবং দুঃসেবী; আপনার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিবার যোগ্যতা বা সম্বল আমাদের কিছুই নাই। তবে আমাদের এই মাত্র ভরসা যে, আপনি পরম করুণাময়। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করুন, যাহাতে আমরা মুহূর্ত্তও অন্য অনিত্য কিন্তু পরমার্থপ্রদ এই মনুষ্যজন্মের প্রকৃত কৃত্য অবগত হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী হইতে পারি। আপনার শ্রীচরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

তাং—১১ই চৈত্র, ১০৪১ সাল,
সোমবার

আপনার শ্রীচরণরেণু-প্রার্থী
কৃষ্ণনগর গ্রামবাসী
ভক্তবৃন্দ

আচার্য্যচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

দেবতার গ্রাস্য ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি,　　দেব-পদার্পণে ধন্য হ'ল গ্রাম,
দেবতাকে করি দান।　　ধন্য হ'ল মনঃ প্রাণ॥

কৃষ্ণনগর উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের আগমনোপলক্ষে

দেব।
শুনিয়াছিলাম　　দুখন-বিক্ষত,
দেখিতে বাসনা করে।
তাই বুঝি এলে　　বৈষ্ণবসম্রাট্
দেখা দিতে মো দুয়ারে॥
তুমি মহাজন　　পুরুষ-প্রধান
আমরা অযোগ্য নহ।
কি দিয়ে পূজিব　　কি আছে মোদের
তব যোগ্য উপচার॥

দেবতা লহেন　　মনের ভকতি
শুনিয়াছি সাধু-মুখে।
(তাই) ভকতি-বিগ্রহ　　পুষ্প উপহার
অর্পিনু চরণে সুখে॥

কৃষ্ণনগর উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের
ছাত্রবৃন্দ
১০৪১।১৪ই চৈত্র

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ঢাকানগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন

হে পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামী মহারাজ, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধা প্রাচীনা নগরী ঢাকাতে আপনার শুভাগমনকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের শুভপদার্পণে ঢাকাবাসী আজ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, আপনি অতি শীঘ্রই প্রাচ্যের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের জন্য য়ুরোপে যাত্রা করিবেন। পাশ্চাত্যদেশে অভিযানের প্রাক্কালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবপরিকল্পিত মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আপনার শুভাগমন ঢাকাবাসীর সৌভাগ্যজনক হইয়াছে। তাঁহারা এই মঙ্গল-মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

হে আচার্য্য, আমরা বিষয়ী ও সংসারী। পার্থিব ব্যাপারেই আমাদের অধিকাংশ সময় নিযুক্ত। আমরা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বা আপনার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি,—এরূপ কোন সম্বল আমাদের নাই। তবে শুনিয়াছি,—

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি, তবু যান তা'র ঘর॥

ঢাকাবাসী অথবা পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের পরম মঙ্গলের জন্য আপনি এই ঢাকা নগরীতে প্রায় চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ' নামে যে ভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় ক্রমে ক্রমে ঢাকাবাসীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসের এই নূতন অধ্যায়ের পৃষ্ঠার মধ্যেই দেখিতে পাই। ঢাকাবাসী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন ও ইঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন। শুনিয়াছি, আপনারই শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত-দীক্ষিত ও কৃপাসম্বর্দ্ধিত যে দুইজন সন্ন্যাসী ও সুশিক্ষিত প্রচারক ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে কট্টরকর্ম্মবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া আপনার কৃপায় চৈতন্যধর্ম্মের বিজয়ী সঞ্চার করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বাশ্রমে এই ঢাকা জিলারই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত গৃহের অধিবাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী-প্রচারক ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের গৌরবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত এবং তাঁহাদের উচ্চ আদর্শকে বাস্তবিকই অনুসরণীয় বিচার করিতেছি। আজ ঢাকা-জেলার বালিয়াটিগ্রামের প্রতিষ্ঠাবাণী ভক্ত ভূমিদারগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মন্দির ও ভূমির জন্য অর্থানুকূল্য করিয়া ঢাকাবাসিগণের গৌরব ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আপনাকে ভগবানের অতিমর্ত্ত্য শক্তিতে শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া অনুভব করিতেছি।

হে গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা জগতে চারিটি বিশ্বহিতকর কার্য্য করাইয়াছেন, আপনার দ্বারাও আজ তাহাই করাইতেছেন—(১) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (২) লুপ্তপ্রায় উদ্ধার ও গ্রন্থ রচনা, (৩) ভগবানের সেবা-প্রচার ও (৪) জীবের নিত্যধর্ম্ম-প্রচার। আপনার দ্বারা বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। সকল দেশের—সকল শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ও সাধারণ ব্যক্তি আপনার সত্যবাণী ও আদর্শে আকৃষ্ট হইতেছেন।

প্রভুপাদ মহারাজ, ঢাকায় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও অনুষ্ঠানের কঙ্কাল বিরাজিত থাকিলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিপুষ্ট মহত্ত্ব, অনাবিলতা ও সার্ব্বজনীনতা শিক্ষিত সাধারণের নিকট বিকৃতরূপেই প্রকাশিত ছিল। আপনি বৈষ্ণবধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ, ভক্তস্বভাব, সার্ব্বজনীনতা, বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারকারী ব্যক্তিগণের আদর্শ পরম পবিত্র চরিত্র, সুশিক্ষা, আত্মসমর্পণ, অকৃত্রিম সেবাময় জীবন, জীবনে-মরণে ভগবৎসেবাসর্ব্বস্ব চিত্তবৃত্তিসমূহ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ

করিয়া সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি কেবল ঢাকাবাসীর নহে, সমগ্র পৃথিবীর লক্ষ্য আকর্ষণ করিয়াছেন। তাই আজ ঢাকায় আপনার এই শুভাগমনকে আমরা ঢাকার সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র স্বীকার করিয়া আমাদিগকে মহাপুরুষের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের সৌভাগ্য দান করুন।

—বিনম্রাবনত—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীসন্তোষকুমার দাস (রায় বাহাদুর)
শ্রীসন্তোষনাথ ভদ্র (রায় বাহাদুর)
শ্রীমহিমচন্দ্র চৌধুরী (দেওয়ান বাহাদুর)
শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন (দেওয়ান বাহাদুর)
শ্রীঅমৃতলাল চৌধুরী
শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী
শ্রীচিন্তাহরণ মজুমদার
শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
শ্রীস্যাংচাঁদ বণিক
শ্রীসুবলচন্দ্র দাস
শ্রীগুরুপ্রসাদ মিত্র (রায় বাহাদুর)
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী
শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ
শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র বসু
শ্রীনিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাণাং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদানাং ঢাকা-নগর্য্যাং শুভোদয়াবসরে

হার্দ্দপ্রীতিনিবেদনম্

শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রস্যাবির্ভাবভূঃ সারস্বত-তীর্থাৎ গৌড়পুরাপরনাম্নঃ শ্রীমদ্ভবদীপধামোদ্ভাসাৎ ঢাকানগর্য্যাং ভবৎপাদানাং নহসোদয় এষ পরমভাগবতোদ্ভাকং হৃদয়বিবৃতিং সংসারান্ধান্ধকারবতি সাম্প্রতং জুম্ভয়তি কাঙ্ক্ষিং সুমনসোঽঃ-প্রবোধদীপ্তিম্।

শ্রীমদ্গৌরজন্মস্থল্যাং তত্রভ্যাগাং শ্রীধাম-মায়াপুরাভিধায়াম্ভ ভবদ্ভিঃ সংস্থাপিতঃ পরবিদ্যাপীঠঃ শাস্ত্রানুশীলনপর-গুরুকুলাদর্শশ্চ কালপ্রভাবদুর্বিলসিতপ্রায়-পুরাতন-নবদ্বীপবিদ্যবিদ্যালয়পীঠগৌরবং পুনর্নিতরাং সমুজ্জাসয়তি।

সংস্থাপিতানি ভবচ্চরণৈর্নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ভাগবতবিদ্যালয়ঃ, পরবিদ্যাপীঠশিক্ষা-প্রচার-স্থানানি চ প্রায়ঃ সর্ব্বতোঽস্মিন্ ভারতবর্ষে, পৃথিব্যাং বিদ্বৎসমাজেষু, ইংলণ্ডে জর্ম্মণদেশেঽপি মুখ্যেষু বিশ্ববিদ্যাপীঠেষু চ।

বিশ্বাবধূজীবনং শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে সুতরাং ভবদ্ভাগীরিনিভাং সংসেব্যমানম্। যথার্থত এব মূর্ত্তিমত্যো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বত্যোঽসৎপ্রতিপক্ষেষু পরবিদ্যোৎসাহ-বৎসু ভবৎপাদেষু। অনেবংবৃত্তাং ভবানুগাময় শুভাগমনেনাস্য সফলতাং লভতাং নঃ সরস্বতী-বিনোদঃ। ইতি।

সারস্বতশ্রবণসদন-সভ্যবৃন্দানাম্

পরমারাধ্যতম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ঢাকা নগরীতে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন

করুণাসাগর হে আচার্য্যবর! কৃপায় তোমার তুলনা নাই।
পতিতে তারিতে এসেছ হেথায়, পতিতপাবন নামটি তাই॥
শ্রীগুরু-গৌরময়ী ঢাকা-নগরীর ভাগ্যের আজি নাহিক ওর।
তব পাদপদ্মরাগে রঞ্জিত হ'য়ে অসীম হরষে মানস' ভোর॥

(তব) চরণকমল পরশ লভিয়া অতীর্থ সকল তীর্থ হয়।
করুণা-প্রভায় উঠে বিকশিয়া শ্রীহরিসেবার কুসুমচয়॥
ভুবনমঙ্গল হরিনামসুধা জগত ভরিয়া করিতে দান।
গোলোক হইতে বিজয় তোমার, দাতাশিরোমণি কৃপানিধান॥

মোরা তো: অধম দুরাচার অতি সেবা-উপায়ন নাই যে কিছু। অসীম কৃপায় এসেছ দেখায় দীন আমাদের উদ্ধার লাগি'।
সংসারে-সেবায় র'য়েছ মগন ধাইতেছি সদা মায়ার পিছু॥ পতিত অধমে রেখো পদাম্বুজে ইহাই সতত ভিক্ষা মাগি॥
করুণা তোমার অসীম উদার ছুটিয়া এসেছে তা'দেরো দ্বারে। দেব! করুণায় তব কোটে যে কুসুম গাঁথিয়া তাহারি মালা।
পশুর অধম দীনহীন যা'রা,—কাটায় জীবন অন্ধকারে॥ পূত প্রভার প্রভু-চন্দনে দাজাহু কুদ্র অধম ডালা॥
কৃপা কর প্রভো হে দীন-শরণ! ইন্দু-সুশীতল চরণকমলে কোটি পরণাম যোদের আজি।
বাণীতে তোমার জাগিয়া উঠে। কৃপা ক'রে লহ ওগো কৃপাময়! দীনের ভকতিপ্রসূনরাজি॥
জগতের শ্রীপদ-ছায়ায় দীনাতিদীনা
আজ নিবেদিতে পারিছে ছুটে॥ ঢাকাবাসিনী (ভক্ত) মহিলাবৃন্দ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ত্রিদণ্ডিবিলাস ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপনার্থ শুভবিজয়োপলক্ষে

অভ্যর্থনা

পতিতপাবন প্রভুপাদ, যে বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের প্রবল ঝড় সকলের হৃদয়কেই পার্থিব বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতার উপলব্ধিতে ন্যূনাধিক আলোড়িত করিয়াছিল, সেই ঝড়ের অব্যবহিত পরেই বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জন্মতিথির আরাধনা-উপলক্ষে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক (১৯১৯, ২১শে অক্টোবর) শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে আপনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকাতে প্রথম পদার্পণ করেন।

হে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক, বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদরজেও ইংরাজী ১৮৮৮ সালে এই ঢাকা নগরী বিভূষিত হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঢাকার নর্ম্মাল্ স্কুলে ভাগবতধর্ম্মের বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঢাকায় যে শুদ্ধভক্তির বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিদ্ধভক্তি ও মিশ্রাভক্তির আগাছার প্রাবল্যে কিছুকাল সুপ্ত থাকিলেও আপনার শুদ্ধহরিকথামন্দাকিনীর সেচনে অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়াছে।

পরিব্রাজকবর, ইংরাজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আপনি দ্বিতীয়বার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া ঢাকার বার লাইব্রেরীতে ও বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সনের ২৭শে আশ্বিন (১৯২১, ১৩ই অক্টোবর) আপনি তৃতীয়বার ঢাকায় শুভাগমনপূর্ব্বক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা এবং ১৪ই কার্ত্তিক (৩১শে অক্টোবর) শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সময় 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ' শব্দটি অনেকের নিকটই এক অভিনব শব্দ এবং মঠের প্রচার গণমতের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব আনয়ন ও অকৃত্রিম সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জীবনস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। এই সময় আপনি ঢাকায় বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশদিনব্যাপী ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা এক অনিন্দিতচরী কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে আপনারই পতাকাবাহী প্রচারদূত ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—তিনি বুধোপে মহাপ্রভুর কথা সাফল্যের সহিত প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি যথার্থ ত্রিদণ্ডীর আদর্শ ও অসীম সহিষ্ণুতার সহিত ঢাকা নগরীর দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক ঢাকা-নগরীর অনেক ব্যক্তির আবৃতাবস্থাকে উন্মুক্ত ও তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে উন্মুখ করিয়াছিলেন।

বাস্তবসত্যের পুনঃসংস্থাপক প্রভুপাদ, ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে আপনি চতুর্থবার ঢাকায় পদার্পণ করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-শাস্ত্র-সম্মত বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের বাণী নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে পঞ্চমবার ঢাকায় শুভাগমন-পূর্ব্বক শ্রীমাধ্ব-দর্শন-মঠে ক্রমিক অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্বুদ্ধি-বিমোহিত, অভাগ আত্মভরেন আমাদিগকে শুদ্ধভক্তির অপ্রাকৃত বিচার-সমূহ ধারণা করাইবার জন্য আপনি ঢাকা-নগরীতে ১৯২২ সালের ২১শে ডিসেম্বর ষষ্ঠবার ঢাকায় শুভাগমন করেন এবং ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার 'পুরাণপল্টনে'র মাঠে এক অভূতপূর্ব্ব ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া ন্যূনাধিক একমাস কাল স্বয়ং অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন ও বাস্তবসত্যের নিরপেক্ষ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা নিরপেক্ষ বাস্তবসত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে সত্যের বাণী শ্রবণ করিয়া কোনও না কোনদিন বাস্তবসত্য-বরণে যোগ্য হইবেন,—এই মঙ্গল কামনা করিয়াই আপনি আপনার চিরন্তন হরিকীর্ত্তনস্থকে ঢাকা-নগরীতে অক্ষুণ্ণ অনাবৃত রাখিবার জন্য আজ এই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নবমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। ঢাকা-নগরী সপ্তমবার আপনার শুভাগমনে হরিকীর্ত্তন-মুখরিত হইয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। আপনার কৃপায় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীপাদ তীর্থপ্রমুখ মহারাজের সেবা-প্রচেষ্টায় বালিয়াটি শ্রীগৌরাঙ্গমঠের সেবক পরমভাগবত ভূম্যধিকারিগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভূমি ও নূতন মন্দিরের জন্য অর্থানুকূল্য করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন।

হে আচার্য্যবর্য্য, আপনার কৃপায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে কএক বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যবাণীর বৃহৎ মাসিক-বাদন-ধ্বনি কতিপয় অমূল্য শাস্ত্র ও মহাজন-গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে এই স্থান হইতে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিতায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের চেষ্টায় শ্রীরূপের 'উপদেশামৃত' ও শ্রীস্বরূপ-প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-সম্বলিত রূপানুগ শিক্ষাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'ভজনরহস্য', 'ব্রহ্ম-সংহিতা', 'মণিমঞ্জরী', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'হরিভক্তিকল্পলতিকা', 'প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ-খণ্ড', 'প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড', 'বৈষ্ণবধর্ম্ম', 'চৈতন্যোপনিষৎ', 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', 'বাদশমূলসূত্র', 'সরস্বতী-জয়শ্রী', 'সংক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা', 'শ্রীচৈতন্যদেব' প্রভৃতি বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীরূপের 'উপদেশামৃত' ও স্বরূপের 'শিক্ষাষ্টক'-সম্বলিত 'সাধনপথে' আপনি যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপরই শ্রীচৈতন্যমঠাধীশ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বিরজা-ব্রহ্মলোকভেদিনী গোলোক-স্পর্শিনী চূড়া ও সুদর্শনচক্রসমন্বিত বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। সেই মন্দিরের অন্তরে অবস্থিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিনোদকান্তকে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনদ্বারা নিত্য আরাত্রিক করিতে পারিলেই আপনার মনোহভীষ্ট-পূরণ-সেবা হইবে,—ইহা জানাইবার জন্যই কি আজ আপনার শুভাগমন ও ভিত্তি-সংস্থাপনের অভিনয়?

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবার জন্য আপনি আপনার প্রতিষ্ঠিত কৃতীয় মঠরূপে অর্থাৎ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার প্রথম শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠার পরেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ কেবল পূর্ব্ববঙ্গের নহে—বৃহত্তর বঙ্গের—বৃহত্তম বঙ্গের অর্থাৎ সমগ্র গৌড়ীয়ের,—এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। আপনার কৃপাকেতন শিরে ধারণ করিয়া আমরা যেন সনাথ মাধ্বগৌড়েশ্বরের সেবায় সুদীক্ষিত হইতে পারি,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা
২৪শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল ; ১৯ বিষ্ণু, ৪৪৯ গৌরাব্দ

আপনার চিরদাস্যাভিলাষী দীন অযোগ্য
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের আচার্য্য-মহারাজ পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শুভাগমনোপলক্ষে

শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন

প্রভো গোস্বামী মহারাজ, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ হইতে ঢাকা নগরীতে আপনার শুভাগমন হইয়াছে। ঢাকার পথে নারায়ণগঞ্জ অবস্থিত থাকায় আমরা আপনার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম। অথবা আপনি নারায়ণের পার্ষদ। আমরা নারায়ণের স্থানে থাকিয়াও নারায়ণের কথা ভুলিয়া রহিয়াছি; তাই বুঝি আমাদের হৃদয়ে সেই নারায়ণের কথা জাগাইয়া দিবার জন্য এখানে আপনার শুভাগমন হইয়াছে।

শুনিয়াছি, বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের যিনি মূল প্রবর্ত্তক, সেই মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর কয়েকবার এই নারায়ণগঞ্জে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদের কেহ কেহ হয় ত' সেই মহাপুরুষের চকিত দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু অনেকেই তাঁহার বাণী-শ্রবণের সুযোগ পান নাই। আপনি শ্রীচৈতন্যের ও সেই মহাপুরুষের বাণী ও শিক্ষা আপনার শুরুগণের দ্বারা কএক বৎসর যাবৎ এখানে প্রচার করাইতেছেন। আজ আমরা আপনার সাক্ষাৎ দর্শন ও বাণী-শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

আমরা সর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি,—এরূপ কোন প্রকার অপার্থিব সম্বল আমরা সঞ্চয় করি নাই। আপনার কৃপায় গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই ক্ষুদ্র অভিনন্দনদ্বারা আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। আপনার কৃপায় আজ লণ্ডন, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র সনাতনধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, বহু লুপ্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত ও লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতের সর্ব্বত্রই আপনি ভগবদ্ভক্তি প্রচারের মঠাদি সমূহ উন্মুক্ত করিয়াছেন। আমরা ইহা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, মানবজাতির প্রতি এরূপ অপার করুণার আদর্শ এ যুগে সম্পূর্ণ অভিনব ও অভিনব।

— বিনীত —

রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রেসিডেন্ট বার এসোসিয়েশন
শ্রীনিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্
শ্রীসারদাকুলচন্দ্র রায় উকীল, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত উকীল
শ্রীমোহিনী কুমার মুখোপাধ্যায় উকীল
শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ ডাক্তার
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল
শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি-এল্
শ্রীমহিমচন্দ্র পাল বি, এল্, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট,
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বসিক এম্-এ, বি-এল্
শ্রীশীতলচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এল্
শ্রীঅখিলচন্দ্র পাল বি-এল্
শ্রীশশীমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এল্
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় বি-এল্
শ্রীজগবন্ধু সাহা মার্চ্চেন্ট
শ্রীআনন্দমোহন আঢ্য উকীল
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস মোক্তার-লাইব্রেরীর সেক্রেটারী
শ্রীরেবতীমোহন সাহা মার্চ্চেন্ট
শ্রীমধুরেন্দ্রনাথ সোম বি-এল্
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত
শ্রীযামিনীমোহন সরকার
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্, সেরেস্তাদার সিভিল কোর্ট
শ্রীতারানাথ দে এম্-এ, এম্-এস্‌সি, হেড্ মাষ্টার, নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল
শ্রীজগদীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ হেড্ পণ্ডিত, বার একাডেমী
কবিরাজ শ্রীগোকুলচন্দ্র সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দাস উকীল, সেক্রেটারী বার লাইব্রেরী
শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সোম মোক্তার
ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
শ্রীলালবিহারী মোদক মার্চ্চেন্ট

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয়োপলক্ষে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

পরমারাধ্য প্রভুপাদ, ময়মনসিংহ "শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে" আপনার প্রথম শুভাগমন আমাদের হৃদয়ে আজ অতীতের একটি স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর অভিন্ন-তনু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদরজে এক সময় এই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ইংরেজী ১৮৮৮ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ময়মনসিংহ সহরে, নেত্রকোণায় ও টাঙ্গাইলে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর ক্রমাগত তিনমাসকাল নেত্রকোণায় অবস্থান ও এই প্রদেশের নানা স্থানে বিচরণ করেন। এই সময় ঠাকুরের কৃপায় পার্ব্বত্য হাজংজাতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ (ইংরেজী ১৯২১ সালের ২৩শে নবেম্বর) বুধবার আপনি ময়মনসিংহে শুভাগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভিক্ষুগীতি' পাঠ করিয়াছিলেন। সে বৎসরও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা ও মঠের প্রথম উৎসব-সমাপ্তির পরেই ময়মনসিংহে আপনার শুভবিজয় হইয়াছিল।

পতিতপাবন প্রভুপাদ, সেই সময় আপনি সপার্ষদে ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়া বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভু ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে বাণীবীজ বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, তদ্ফলে আপনার নিয়ামকত্বে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠরূপে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই মঠের অধীশ্বররূপে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ এই মঙ্গলমুহূর্ত্তে আপনার দ্বারা প্রকটিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্টানুসারে শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু যে 'শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন' ('শ্রীমূর্ত্তেরন্বিসেবনে') শ্রেষ্ঠ ভক্তাঙ্গপঞ্চকের অন্যতম ভক্তাঙ্গের অনুশীলন প্রচার করিয়াছেন, কৃপানুগবর আপনিও সেই বাণী প্রচার ও আমাদের ন্যায় হরিসেবা-বিমুখগণের সেবাকর্ষণ করিবার জন্য দেশে-বিদেশে হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি, আপনি সমুদ্রবেষ্টিত পাশ্চাত্য-দেশের পল্লীগ্রামেও পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনের অভিলাষ, পশ্চিমদেশবাসীর সদাচার উদ্বোধন ও তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের ইচ্ছা করিয়াছেন। অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি অসদাচারী ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপা-বিতরণকারী ভগবদ্বস্তুই অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 'নাম' ও 'অর্চ্চাবতার' রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌরপ্রকাশ-বিগ্রহ আপনি সেই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু গৌরসুন্দরের নাম ও অর্চ্চা জগতে প্রকাশ করিতেছেন।

লোকশিক্ষক আচার্য্যবর্য্য, শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রকাশ ও প্রচারের সহিত আপনি কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই ত্রিবিধ অধিকারের কথা যেরূপভাবে কীর্ত্তন ও অপরদিকে অর্চ্চাবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি-নিরাসের জন্য 'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে' প্রভৃতি যে ভাগবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই উভয় শিক্ষাই আমাদের প্রণিধানের বিষয়। গোবিন্দের বিশ্রাম-মন্দির বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-সেবার ছলনা ভাক্তিকতা; আত্মসমর্পণ ও হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের অন্তর্গত ধ্যান, ধারণা, ইজ্যা প্রভৃতিও নির্ব্বিশেষ অভিধান, না হয় প্রাকৃত নিষ্ঠারই সেতু—ইহা আপনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবাভিন্নত্বে হরিকীর্ত্তনমুখেই সকল ভক্তাঙ্গ অনুশীলনীয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর অভিন্ন-তনু ভক্তিবিনোদ-বাণীর পদার্পণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। অশোকাষ্টমীতে তীর্থস্নানকামী, অন্যাভিলাষী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ও আমাদের ভগবৎসেবা-বিমুখিনী দুষ্কৃতি অপনোদনের জন্য আপনি শ্রীনামনবমীতে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়া অন্যাভিলাষ বর্জ্জন-পূর্ব্বক হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিলেন। বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-দ্বারাই অশোক, অভয় ও মোহাতীত হওয়া যায়। বঙ্গাব্দের নিবৃত্তি ও নূতন বঙ্গাব্দ-প্রবৃত্তির সন্ধিক্ষণে আপনার এই কৃপাবদান পারমার্থিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কার করিল।

হে আচার্যবর, আমরা যেন নিষ্কপটে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় একতাৎপর্যপর হইয়া আপনার মনোহভীষ্ট-পূরণের চিরব্রত গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রভুর ভক্তিবিনোদবাণী কেবল প্রাদেশিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া আমরা যেন শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের সেবক-সূত্রে জগতের নাথের কথা আপনার পূর্ণ অভিনাষকল্পে সমগ্র জগতে কীর্তন করিবার যোগ্য হইতে পারি। আপনি আমাদিগকে সেই শুভাশীর্বাদ প্রদান করুন।

ময়মনসিংহ
২৯শে চৈত্র, ১৩৪১ সন
২৩ বিষ্ণু, ৪৪৯ গৌরাব্দ

আপনার চিরদাসানুদাসাভিমানী অতি অযোগ্য
শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

ময়মনসিংহস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে, শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ-প্রকটোপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শুভাগমনে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক কীর্তিত তদীয়

গুণগাথা

(১)

শরতের জ্যোৎস্না সম, স্নিগ্ধোজ্জ্বল নিরুপম
সুবিমল যশঃপ্রভা যাঁর,
দশদিক্ পূর্ণ করি', তমো মোহ দূর করি',
সর্বত্র হ'তেছে বিস্তার।

(২)

মরণ বান্ধবতা যাঁর, অতিক্রমি' পারাবার,
বিশ্বময় হ'তেছে প্রচার,
প্রতীচ্যের অধিবাসী, নিরন্তর অভিলাষী,
হেরিবারে পদাম্বুজ যাঁর।

(৩)

বহুবর্ষ কাল ধ'রে, মোরা ব্রহ্মপুত্র-তীরে,
পুষেছিনু হৃদয়েতে আশ,
বৈকুণ্ঠের সেই দূতে, মিলিবারে এই স্থানে,
চিত্তের কলুষ করি নাশ।

(৪)

বহু সুকৃতির ফলে, বহু সৌভাগ্যের বলে,
পেয়ে আজি মরমেতে তাঁর,
মোরা পুলকিত চিতে, ভক্তি-অর্ঘ্য ল'য়ে হাতে,
নমি সবে চরণে তাঁহার।

(৫)

গোলোকের সেই জন, করি' আত্ম-সংগোপন,
নব বপু করিয়া ধারণ,
ভক্তিশিক্ষা-হীন দেশে, শুদ্ধভক্তি উপদেশে,
তারিছেন আপামর জন।

(৬)

চৈতন্যের শুদ্ধ বাণী, যাহা শ্রুতির ধ্বনি,
গুপ্ত প্রায় এত কাল ছিল,
লুপ্ত তীর্থ ছিল যত, শাস্ত্র-বাক্য অভিমত,
সেই সব যেয়া উদ্ধারিল।

(৭)

লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশিয়া, বহু মঠ সংস্থাপিয়া,
নিয়োজিয়া প্রচারকগণ,
মায়াগ্রস্ত বদ্ধ জীবে, মাতাইয়া হরিোৎসবে,
অবিদ্যার কৈল উৎসাদন।

(৮)

প্রদর্শনী, পরিক্রমা, যাহার তুলনা সীমা,
কেহ কভু দেখে নাই কোথা,
অভিনব পন্থাক্রমে, অপসারি' চিত্ত-ভ্রমে,
ঘুচাইছে সেবা ক্লেশ-ব্যথা।

(৯)

সেই দেবে পূজিবারে, যথাযোগ্য উপচারে,
যদিও না আছে কিছু শক্তি,
আতুল চরণে তাঁর প্রণমিয়া বার বার,
সহজ আনন্দে করি ভক্তি।

(১০)

(মোরা) ময়মনসিংহ-বাসী, তাঁর পদতলে বসি'
এই ভিক্ষা চাহি যোড় করে,
জন্মে জন্মে তাঁর পদে, কি সম্পদে কি বিপদে,
চিত্ত যেন রহে অবিকারে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ময়মনসিংহ নগরে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

হে পরিব্রাজকবর গোস্বামী মহারাজ, এই ময়মনসিংহ নগরে আপনার শুভাগমনকে আজ আমরা সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া ময়মনসিংহবাসী আমরা হৃদয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

হে আচার্য্যপ্রবর, মহাপুরুষের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক যোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের মত বিষয়লিপ্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে স্বয়ংপ্রেরিত প্রেমার্দ্রচিত্ত মহাপুরুষগণ লোকের শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা, প্রশংসা ও নিন্দা, সম্মান ও অসম্মান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমনপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকেরই নিত্য কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন—ইহা আমরা সাধু-শাস্ত্রমুখে অবগত আছি। প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই নগরে সপ্তোক্ত শুভপদার্পণপূর্ব্বক যে কল্যাণবীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তি কালে আদর্শচরিত্র যোগ্য প্রচারকবর্গকে সময়ে সময়ে প্রেরণ করিয়া যে বীজে কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়াছেন, তাহা কালক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া সম্প্রতি শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠের সূত্রাবলম্বে ময়মনসিংহবাসীর কল্যাণতরুর সূচনা করিতেছে। আজ এই নগরের সুধী ভক্তবৃন্দের সাগ্রহ আহ্বানে আপনি কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় শুভাগমন করিয়া সেই কল্যাণতরুর স্থায়িত্ব বিধান করিতেছেন। আপনি অতত্য মঠে শ্রীচৈতন্যমনঃপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করিয়া এই নগরের অধিবাসিগণকে সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের তত্ত্ববিজ্ঞান ও সাধনানুশীলনের যে পরম সুযোগ প্রদান করিলেন, তজ্জন্য ধর্ম্মপিপাসু ময়মনসিংহবাসিগণ কৃতজ্ঞ।

হে প্রচারকবর, বাঙ্গালীজাতির প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্মের সমুজ্জ্বল আদর্শ ও সহজ সাধনা বিশ্বমানবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সকল প্রকার ব্যক্তিগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের নিরপেক্ষ নিরাকরণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে দেশকালাবস্থাজনিত সাধনবিচ্যুতিসমন্বিত হৃদয়বান্ আচার্য্যের অভাবে যাহার মধ্যে ক্রমে শতাব্দী ব্যাপিয়া বহু আবিলতা প্রবেশপূর্ব্বক উহাকে বিকৃত ভদ্রসমাজে প্রায় উপেক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিল, আপনি সেই সুনির্ম্মল সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গে গ্লানি বিদূরিত করিয়া উহাকে পূর্ব্বতন বিশুদ্ধতায় পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বিশ্বকল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য বাঙ্গালী আমরা, আপনার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী যথাযথরূপে বিশ্বমানবের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইলে অশেষ সমস্যাসমাকুল বর্ত্তমান যুগের বহু সমস্যার সুচারু সমাধান করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে বাংলার সহিত যুক্ত করিবে।

হে মহাপুরুষবর, আপনার এই কল্যাণানুষ্ঠান মাত্র কতিপয় বৎসরের মধ্যে যে বিপুল প্রসার ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আপনি সমগ্র বঙ্গের, সমগ্র ভারতের এবং বিশ্ববাসীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রতীচ্যজগতে আপনার প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী সমাদর লাভ করিতেছে জানিয়া আমরা আন্তরিক আনন্দিত। আপনি অল্পকাল-মধ্যে ভূপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির কথা বিঘোষিত করিবার গুরুভার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আশার ও উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে।

হে বঙ্গগৌরব, বাঙ্গলার প্রেমধর্ম্মের গৌরবসিংহাসন সর্ব্বজগতের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, আপনার বিশ্ব-হিতব্রত সমগ্র পৃথিবীতে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া বঙ্গমাতার ও প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মুখ গৌরব-শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলুক—ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা। আমরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা-উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে মহাপুরুষের সম্মান প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য দান করুন।

—বিনম্রাবনত—

শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী (রায়বাহাদুর)
শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার (রায়বাহাদুর)
শ্রীশ্রীনাথ রায় (রায়বাহাদুর)
শ্রীমহিমচন্দ্র রায়
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার উকিল
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী
শ্রীবিনয়চরণ রায়
শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ
শ্রীবুদ্ধবন্ধু চক্রবর্ত্তী
শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী
শ্রীবৈদ্যনাথ ধর
শ্রীহেমচন্দ্র ঘাগ্‌চি
শ্রীউমেশচন্দ্র সাহা
শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ

নারায়ণগঞ্জ-ষ্টীমারে

শ্রীল প্রভুপাদ নিজ অনুকম্পিত ভক্তগণের সহিত ২৩শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ১ ঘটিকার সময় গোয়ালন্দ-ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ ঘাটে উপনীত হইলে নারায়ণগঞ্জবাসী ও ঢাকাবাসী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে ষ্টীমার-ঘাটে ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করেন। ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম বিদ্যাবিনোদ মহোপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নিবেদ্রনাথ দাসগুপ্ত বিদ্যারত্ন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে মালা ও পুষ্পাঞ্জলি-দ্বারা গোয়ালন্দ ষ্টীমারেই আচার্য্যপূজা করেন। এতদ্ব্যতীত নারায়ণগঞ্জবাসী সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন চন্দ্র সেন বি-এল, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সোম, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র গুহ, নারায়ণগঞ্জ-ঘাট-সুপারভাইজার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন সরকার, শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি ষ্টীমারের অভ্যন্তরে প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে 'বাঙ্গরশাসন পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ ও অন্যান্য কতিপয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য নারায়ণগঞ্জে গমন করিয়াছিলেন।

ঢাকা ষ্টেসনে

শ্রীল প্রভুপাদ নারায়ণগঞ্জ হইতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের গাড়ীতে বেলা প্রায় ২৷৷ ঘটিকার সময় ঢাকা-ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলে ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্ম হইতে সমস্বরে হর্ষসূচক জয়ধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে বিপুল হরিনাম-ধ্বনি ও ঐকতান বাদ্য-ধ্বনি উত্থিত হয়। ঢাকা-ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মে শ্রীল প্রভুপাদের অবতরণ ও গমন-পথ বহুবর্ণ পটসূত্রের দ্বারা মণ্ডিত ও সুশোভিত হইয়াছিল। প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকার বহু সজ্জন ও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পতাকা ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার বিবিধ উপকরণ-সহ সংকীর্ত্তনমণ্ডলী তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা-বাসী সজ্জনবৃন্দ বিবিধ উপায়ন-সহ প্রভুপাদকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। মহিলাগণ হুলুধ্বনি, ভক্তগণ শঙ্খধ্বনি দ্বারা প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঢাকা-ষ্টেসনে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের নাম সংগ্রহ করা অসম্ভব। নিম্নে কএকটি মাত্র নাম প্রদত্ত হইল। ইঁহারা একে একে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে মাল্য ও পুষ্পাদি-দ্বারা অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহারা মহারাজ প্রভুপাদের নিকট ইঁহাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেন।

অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ্‌ রায় মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুর; ঢাকা-বিভাগের কমিশনারের পার্সনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মহম্মদ সাদেক খাঁ এম্‌-এ, বি-এল; ঢাকা য়ুনিভার্সিটি-প্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযতীন্দ্র কুমার সুর বি, এ; ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস বি-ই, অধ্যাপক শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র বসু এম-এ, অধ্যাপক ভক্টর তারাপদ বসু; গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম-এ, বি-এল; শ্রীসন্তোষকুমার সেন গুপ্ত; শ্রীহরিতলাল চৌধুরী উকিল ও জমিদার, শ্রীচুণীলাল চৌধুরী এম-এ, বি-এল; মিঃ এস্‌ সি চৌধুরী এম-এস্‌সি, এ, আর, টি, সি; শ্রীনগেন্দ্র মোহন ঘোষ জমিদার, শ্রীরাধাকান্ত দাস বি-এ মার্চ্চেণ্ট, শ্রীরাধাবল্লভ দাস মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযতীন্দ্র নারায়ণ দাস জমিদার; অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মণ্ডল বি, এস্‌ সি; শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল; 'বাঙ্গর-শাসনে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীদীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ কৃতিকোবিদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনার জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, মার্চ্চেণ্ট ও জমিদার রায় শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দাস বাহাদুর এম্‌-এস্‌-সি তাঁহার সুরম্য নূতন মোটর গাড়ীটি প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবপুরের রাস্তায় প্রভুপাদের গমন-পথে একটি সুবৃহৎ সুসজ্জিত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তোরণের ললাটে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নাম ও প্রভুপাদের অভ্যর্থনা-সূচক বাক্য খচিত ছিল। বিরাট্‌ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া ষ্টেসন হইতে "শাঙ্খিনগরে"র পথে লইয়া যান। বিশিষ্ট সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। ঢাকা-জগন্নাথকলেজের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলক্লথ কোম্পানীর প্রবর্ত্তক ও

প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল ও তদীয় পিতৃসহোদর বাহুনীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণ কান্ত নাগ মহাশয়ের একান্ত আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের ঢাকা-স্থিত শান্তিনগরের ভবনে কিছু-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণের জন্য নয়প্রস্তরনটি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং প্রভুপাদ ও ভক্তগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন।

ঢাকা "শান্তিনগরে"

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্রামাদি না করিয়াই সুপতিবাবুর গৃহের প্রাঙ্গণে সমবেত বিরাট্ জনমণ্ডলীর নিকট হরি-কথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যার পরে সুপতিবাবুর গৃহের প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ চেতনধর্ম্মের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব; চেতনের অপব্যবহারে জীবের নানাপ্রকার অসুবিধা; অপ্রাকৃত শব্দের শক্তি; বিলাস ও বিন্যাসের তাৎপর্য্য; 'সৎ' শব্দের অর্থ; Exclusionist ব্রহ্মবাদী ও inclusionist পরমাত্মবাদীর চিন্তাস্রোত; আনন্দের বিভূক জীব ও বহুজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা; বৈকুণ্ঠ শব্দের সর্ব্বব্যাপকত্ব ও অপরিবর্ত্তনশীলতা; বিবর্ত্ত; ভোগ ও ত্যাগের বিচার; দ্বিতীয়াভিনিবেশ; শোক-মোহ-ভয়াপহা কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও শুষ্কজ্ঞানের নিরর্থকতা; ভক্তিতে সকল দেশ, কাল ও পাত্রের অধিকার; 'অনন্যা মীরতে' 'মাতা' ও 'অনন্যা-রাধিতো' 'রাধা'—এই শব্দদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য; চিন্তামণি, কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের সর্ব্বশক্তিমত্তা; নাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের পার্থক্য; নির্ব্বিশেষবাদি কর্ত্তৃক ভগবানে (নগুণ-ব্রহ্মে) কাল্পনিক নাম, গুণ ও ক্রিয়ার আরোপ; ভগবানের লীলাকে রূপক বা ঐতিহাসিক বিষয় জ্ঞান; 'অর্ব্বো বিক্রো শিলাদ্যঃ' শ্লোক-বিচার; camp-life এর ন্যায় মানব-জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব; বৈকুণ্ঠনামের বিচার; managerকে 'Proprietor' বলিয়া ভ্রান্তি; মনে বা দেহে আত্মবুদ্ধি; মায়িক নাম কীর্ত্তনের দ্বারা পিত্ত-বৃদ্ধি; বস্তুবৈষণা রূপ কাম ও পরাৎপর তত্ত্ব ভগবানের সুখৈষণা রূপ প্রেমের পার্থক্য; আধ্যাত্মিকতা-নিরাসের জন্য দশ-সংস্কার ও তদতিরিক্ত পঞ্চসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা; উর্দ্ধপুণ্ড্র ও দ্বাদশ তিলক ধারণের আবশ্যকতা ও তাৎপর্য্য; ভক্তিরাজ্যের বা চরমসীমার (terminal station) টিকেট ক্রয় না করিয়া মধ্যপথের অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম-যোগাদি রাজ্যের টিকেট ক্রয় করিলে পরমপ্রয়োজন-প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইবার উপযোগিতা; অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি-সাধনের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদ পর্য্যন্ত গতি এবং ভক্তিযোগীর অপরোক্ষ ও অপ্রাকৃত বাস্তব সত্যোপলব্ধি; 'চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনং' শ্লোকের বিবৃতি; বিপ্রলম্ভ-পরক্ষার ভাব সম্বন্ধতত্ত্বের চেষ্টা প্রভৃতি বিষয় সবিস্তারে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তনের পর প্রভুপাদের আবেশে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল' এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন

২৫শে চৈত্র, (১৩৪১) ৮ই এপ্রিল (১৯৩৫) সোমবার প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকার মধ্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নূতন ভূমিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ভূমির মধ্যের স্থানে একটি বিরাট্ সভা-মণ্ডপ রচিত এবং বিচিত্র বস্ত্র ও উপকরণাদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। সভা-মণ্ডপের বহির্ভাগে একটি সুন্দর তোরণ এবং মণ্ডপের অভ্যন্তরে উচ্চবেদীতে একটি সিংহাসন রচিত হয়।

ভক্ত ও সজ্জনগণ শান্তিনগর হইতে নগরসংকীর্ত্তন করিতে করিতে নারিন্দাস্থিত সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত প্রায় ৮ ঘটিকায় সভা প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকাবাসী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ ভক্তি-সহকারে তোরণের দ্বারে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন সেই স্থানে একটি আলোক-চিত্র গৃহীত হয়।

ইতঃপূর্ব্বেই ঢাকার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর মিঃ ডে, আর্ম্মেরার আই, সি, এস্ ও ঢাকার মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ ই, বি, এইচ বেকার, আই, সি, এস্ সভামণ্ডপে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সভায় প্রবেশ করিলে সভায় সমবেত বিশিষ্ট জনমণ্ডলী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর

ও মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ শ্রীল প্রভুপাদকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রত্যর্পণ করেন। কমে চাকা-মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান মহোদয় সভায় আসিয়া যোগদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আসন সভা-মণ্ডপের বেদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ, চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান মহোদয় প্রভুপাদের পার্শ্বে বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সকলেই প্রভুপাদকে অভিবাদনাদি-দ্বারা আচারোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময় মণ্ডপের অভ্যন্তর হইতে একটি আলোকচিত্র গৃহীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশে মাল্য ও ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামিমহোদয়ের ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু 'কবে হবে বল সেদিন আমার' এই উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামিপ্রভু প্রথমতঃ গুরু-প্রণাম করিয়া ইংরাজী ভাষায় মঃ মঃ আচার্য্যাত্রিক প্রভুর কৃপায় চাকায় প্রভুপাদের আগমনের কথা, বাঙ্গিয়াটীর ভক্ত জমিদারগণের বদান্যতা; সেদিনের সভা-আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য; প্রভুপাদের কৃপা ও অবদান; মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ, চাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের সৌজন্য; চাকাবাসী সজ্জনবৃন্দের আচার্য্যের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে আগ্রহ প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে সারস্বতপ্রবর-পদের সভাবৃন্দের পক্ষ হইতে পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত "হার্দ্দপ্রীতি-বিজল্পিঃ" শীর্ষক একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। চাকা-বাসিনী ভক্তমহিলাগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা সরযূ গুপ্তা ললিতকণ্ঠে বঙ্গভাষায় রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের করকমলে অর্পণ করেন। চাকা-বাসী সজ্জন-সাধারণের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম-এ বি-এল মহোদয় একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া তাহা বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত রৌপ্যাধারে (casket এ) স্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে অর্পণ করেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে পরম কাগজের উপর মুদ্রিত 'ভক্ত্যর্ঘ্য' গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ পাঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে অর্পণ করেন। এই সকল অভিনন্দন যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। উক্ত অভিনন্দন সমূহের প্রত্যুত্তরস্বরূপে শ্রীল প্রভুপাদ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিবার পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন ঘরিতে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত উপস্থিত হইলেন। মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ মহোদয় এবং চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সমবেত যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহোদয়ের চেষ্টায় এক অভিনব পন্থায় একটি সিমেন্ট ঢালাই সুবৃহৎ মঞ্চমধ্যে ভিত্তিপ্রস্তরের যাবতীয় উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ঐ মঞ্চটি লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা Craneএর সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত রৌপ্যনির্ম্মিত করণীর সাহায্যে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ইষ্টক সংস্থাপন করিলেন। ওষধিচূর্ণালা ও মণিমুক্তা-খচিত-কাঞ্চনাদি উপকরণ সমূহ তন্মধ্যে নিহিত করিলেন। তৎপরে লৌহ-শৃঙ্খল-সাহায্যে লম্বমান মঞ্চটি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হইল। চতুর্দ্দিকে বিপুল নামকীর্ত্তনধ্বনি, মহিলাগণের হুলুধ্বনি ও ভক্তগণের কণ্ঠে গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস্ চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপকগণ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, উকিল, ব্যবসায়ী ও সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই এই বিরাট্ জনতার মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া ভুবনমঙ্গল আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি-সংস্থাপনোৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

সভায় অসংখ্য গণ্যমান্যব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কএকটি নাম উদ্ধৃত হইল :—

অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ দেওয়ান বাহাদুর শ্রীসারদা প্রসাদ সেন, অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌জজ শ্রীমনোমোহন নিয়োগী, রায় বাহাদুর শ্রীগিরীশ চন্দ্র নাগ, ঢাকা পিপ্‌ল্‌স্ ন্যাশনাল্ সিনেমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায় জমিদার, ঢাকা-কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, রায় সাহেব শ্রীদেবেন্দ্র কুমার রায়, শ্রীবিজয়দাস দত্ত—মণিপুর কার্শ, জমিদার ও উকিল শ্রীঅমৃত লাল চৌধুরী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীহারানাথ গুপ্ত, ঢাকা-ডিভিসনের কমিশনারের পার্সন্যাল য়্যাসিষ্টেণ্ট্ মৌলভী সাহেব খাঁ এম্-এ বি-এল, জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র নাগ, উকিল শ্রীআনন্দ চন্দ্র নন্দী, শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু এম্-এ বি-এল, ডক্টর শ্রীকালিপদ বসু ডি-এস্ সি, য়্যাডভোকেট শ্রীজ্ঞান রঞ্জন ঘোষ, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীরসিকলাল বসাক, শ্রীদীনেশচন্দ্র নাগ গুপ্ত বি-এ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঢাকার সভায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

[অভিনন্দন পত্র-সমূহ পঠিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ সভামণ্ডপের বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত জনসাধারণ ও মহিলাবৃন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক অতীব দৈন্যভরে একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।]

আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছে। কাজেই আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদিগকে এখানে আবদ্ধ রাখ্‌ব না। আমি নিতান্ত অযোগ্য। আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি আপনারা যেরূপ স্নেহসূচক ভাষা প্রয়োগ ক'রেছেন, তা'তে আপনাদের মহত্বই প্রকাশিত হ'য়েছে। বস্তুতঃ আমার সেরূপ কোন মহত্ব নাই। আমি আপনাদের স্নেহধারা প্রচুর পরিমাণে সিক্ত হ'লাম। আপনারা আমাকে যে সেবাকার্য্যের জন্য আহ্বান ক'রেছেন, যা'তে সেই সেবাকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতাবিশিষ্ট হ'তে পারি, আপনারা সেরূপ কৃপা করুন।

আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা ভক্তিপথের সেবা করবার বাস্তবিকই সম্পূর্ণ অনুপযোগিনী। তথাপি আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ বিচার আশা-তরঙ্গের উদ্রেক ক'রে দিচ্ছে।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

যিনি সমগ্রজগতের কল্যাণ-বিধানে মুক্ত হস্ত, যিনি সকল বিষাদ-বিসর্জ্জনের একমাত্র নিদানকর্ত্তা, যাঁ'র বাণীতে আশ্বস্ত হ'য়ে জগতে প্রকৃত শান্তির ধারা প্রবাহিত হ'য়েছে, সেই শ্রীচৈতন্যের বাণী মানব-জাতির মধ্যে প্রেম বিবর্দ্ধন ক'রবে। পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের বাণী আমাদের অশান্তির অবস্থা দূর ক'রে জগতে প্রীতির কথা বিস্তার ক'রেছে। সেই শ্রীচৈতন্যের কথা জগতে অত্যন্ত দুর্লভ! কোন কল্পনার মধ্যে—মনোধর্ম্মের সৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই নিত্য শুদ্ধ পরমমুক্ত শ্রীচৈতন্যবাণী আবদ্ধ নয়। আমরা যেন সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাক্‌তে পারি, সর্ব্বক্ষণ তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে পারি। জগতের বহুর সঙ্গে প্রণয় ক'রতে গিয়ে সর্ব্বজনপ্রিয়তা বা লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হ'য়ে এক অদ্বিতীয় বহুবল্লভ গোপীজনবল্লভ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যেন ঔদাসীন্য প্রকাশ না করি। আমরা বালকের ন্যায় অনেক সময় বাইরের চাকচিক্যযুক্ত বস্তুতে প্রলুব্ধ হই—স্বমুখে ব্যস্ত থেকে নিত্যসুখে বঞ্চিত হ'বার জন্যই অধিকতর যত্ন ক'রে থাকি। বস্তুতঃ ঐরূপ বৃত্তির দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল হয় না।

সজ্জন বিদ্বদ্‌মণ্ডলী ও মা সকল আমাকে নানাপ্রকারে যে স্নেহযুক্তবাক্যে অনুগৃহীত ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি কোন্ ভাষায় তাঁ'দিগকে কৃতজ্ঞতা জানা'ব জানি না। আমি মূর্খ—ভাষাজ্ঞান-হীন, দুর্ব্বল ও সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য।

আপনাদের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা, আপনারা ভগবানের কথা নিষ্কপটে আলোচনা করুন। যে বস্তু সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর, তা' কা'রও পক্ষে

অমঙ্গলের কথা নয়। যে কথা বিস্মৃত হ'য়ে আমাদের এই দুর্গতি ঘটেছে, যদি সেই কথার মধ্যে আবার ফিরে যেতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল। সেই কথার মধ্যে বাদবিসম্বাদ নাই। যেখানে সেই কথাকে আমাদের অহংমিকাদ্বারা—আমাদের মনোধর্ম্মের দ্বারা আবরণ ক'রতে চেষ্টা করি, সেখানেই আমরা বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি ক'রে বঞ্চিত হই। সেই ভগবৎকথা 'শান্তি' নামে অভিহিত হয় বটে, কিন্তু মানবের প্রস্তাবিত 'শান্তি' শব্দের দ্বারা তা' প্রকাশ ক'রতে গেলে প্রকৃত বস্তুর খর্ব্বতাই সাধন করা হয়। জগতে শত্রুমিত্র শব্দরূপে যা' প্রচারিত, তা'ও যদি একমাত্র ভগবৎসেবার সার্থকতা-মণ্ডিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা যায়। শান্ত-দাস্য-সখ্যাদি পঞ্চ মুখ্যরস, হাস্য-করুণাদি সপ্ত গৌণরস—সমস্তই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানের পাদপদ্ম সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারে।

সেদিন বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীমায়াপুরে আগমন ক'রে একটি মূল্যবান্ কথা ব'লেছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন, যদি জীবের প্রকৃত কল্যাণের জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠান রচিত হ'য়ে থাকে, যা' আপনারা মুখে ব'লছেন, তা' যদি কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারেন, তা' হ'লে আপনাদের বাণী ও প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজয়-গৌরবে ভূষিত হ'বে।

কোন ব্যক্তিবিশেষের—কোন জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা-বিশেষের বা কোন সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমরা মুগ্ধ না হ'য়ে যদি ভগবানের বাণীর সেবা ক'রতে পারি, শ্রীচৈতন্যবাণীকে কেন্দ্র ক'রে পরস্পরের চেতনের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন ক'রতে পারি, তা' হ'লে আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, সমগ্র মানবজাতি—সকল অবস্থার মানবজাতি—সকল স্থানের মানবজাতি—সকল কালের মানবজাতি সেই প্রেমবন্ধনের দ্বারা আমাদের আত্মীয় হ'বে এবং মঙ্গল লাভ ক'রবে।

আমরা আপেক্ষিক মতভেদ নিয়ে সময় নষ্ট ক'রবো না। আত্মসাপায়ী বিষয়ে মতভেদের দ্বারা কোন স্থায়ী মঙ্গল লাভ হয় না। 'সকলেই ভগবানের আশ্রিত' এই বিচার ক'রে 'বড়' 'ছোট' ভেদ হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'ব। সর্ব্বতোভাবে শান্তিপ্রদ পথের অনুসরণ ক'রে যে মঙ্গল লাভ হয়, সেই মঙ্গল আর কিছুই নয়, কেবল ভগবৎসেবা।

আমরা অনেকসময় কর্ম্মপথের পথিক হ'য়ে civic rule সমূহ প্রবর্ত্তন ও পালন ক'রে থাকি। তা'তে কখনও কখনও পরাবিদ্যা, আবার কখনও প্রচ্ছন্ন পরস্ত্রীকাতরতা পরাবিদ্যার ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। আমার সুবিধাটুকু হ'ক বা আমার শ্রেণীর সুবিধা হ'ক, অন্য শ্রেণীর হ'ক আর না হ'ক—এরূপ চিত্তবৃত্তিও আমাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এথেকে দূরে পাবার জন্য ত্যাগিসম্প্রদায় Salvationist হ'য়ে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ত্রিপুটি বিনাশ ক'রতে বাধিত হয়।

এই দুই প্রকার বিচার-প্রণালী যাঁ'রা অবলম্বন করেন, তাঁ'রা মূল বস্তুর—আকর বস্তুর সেবার প্রতি উদাসীন। আমরা detachable element হ'য়ে যদি মতভেদ স্থাপন করি, তবে আমাদের মঙ্গল হ'বে না। যাবতীয় সুবিধার পথ একমাত্র পরমেশ্বরই দেখিয়ে দিতে পারেন, মানবের কল্পিত সুবিধাবাদ যত উদারতা ও নিরপেক্ষতার সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে আসুক না কেন, তা' সমূহ অসুবিধা ও অমঙ্গলের বীজ বহন ক'রে নিয়ে আসে।

বর্ত্তমানে আমাদের সাময়িক ও নশ্বর ইন্দ্রিয়-সুখ-সুবিধাবাদের অনুসন্ধানে ভগবানের সেবা পরিত্যাগ ক'রে বিভিন্ন engagement হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের চিত্তবৃত্তিকে Pantheistic idea আক্রমণ ক'রে ফেলেছে। আমরা বাস্তব শান্তির কথা শুন্‌তে চাই না। আমাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে কেন্দ্র ক'রে যে সকল ভেদবাদ উৎপন্ন হ'য়েছে, সেইসকল ভেদ হ'তে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভগবানের কথা অনুশীলন করা প্রত্যেকের প্রয়োজন। আমরা ভগবানের অনুশীলন ক'রতে গিয়ে আবার কল্পিত সগুণ উপাসনা, নির্ব্বিশেষ নির্গুণবাদ, কখনও বা স্পষ্ট নাস্তিকাবাদ বরণ করি। অনেক সময় Sacrificing mood দেখা'তে গিয়ে ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ক'রতে প্রস্তুত হই। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে, অমানী মানদ হ'য়ে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্‌বার আদেশ দিয়েছেন।

হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই humanityর প্রকৃত সেবা হয়। Humanityর যাবতীয় ব্যাধির নিদান হরিকীর্ত্তনই অনায়াসে অবহেলায় আবিষ্কার ক'রতে পারেন।

আমি নিজে নিজে আমাকে 'বড়' ব'ল্লে লোকে শুন্‌বে না। আমাকে চেপেটাধাতে নামিয়ে দেবে। আমাতে অপরকে সম্মান দেওয়ার অভাব থাক্‌লে অপরকে ভগবানের কথা শুনান' যা'বে না, ভগবানের সেবা করা একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লে জগতের কোন ব্যক্তিকে অসম্মানিত করা উচিত নয়। হরির যখন সমস্ত জগৎ, তখন জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটি কি, তাও ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত। হরির আলোচনা ক'রতে হ'লে আমাদের সমস্ত activity, whole Integerএ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক—অর্থাৎ আমাদের সমস্ত কার্য্য ভগবৎসেবায় পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক প্রাণী, এমন কি প্রত্যেক জড় পদার্থ যাঁর কাছ থেকে শক্তি লাভ ক'রেছে, তাঁর কথা আলোচনা ক'রলে মঙ্গল লাভ হবে। এসকল কথা ব'লবার জন্যই ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন।

সকলের একমাত্র ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী ভগবৎসেবা উদ্দিষ্ট হ'লে—সকলেই ভগবৎসেবায় একতাৎপর্য্যপর হ'লে সেখানে কোন মতভেদ থাক্‌তে পারে না। আমাদের ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপন ক'রে আমরা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের মতবাদকে নির্য্যাতিত ও নিষ্পেষিত ক'র্‌ব, এইরূপ অকিঞ্চিৎকর অনর্থক চেষ্টায় সময় নষ্ট ক'রবার সময় আমাদের নাই। আমরা সকলেই মৃত্যুপথের পথিক, তাই সকলেরই একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে শোকমোহভয়াপহা ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষদাসুভাকৃৎ সাত্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, মাননীয় জজসাহেব, চেয়ারম্যান ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান মহোদয়, সমবেত সজ্জনমণ্ডলি ও মা সকল! আপনারা আমার ন্যায় একটা মূর্খ অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি স্নেহ প্রদর্শন ও তাহার কথা শ্রবণের জন্য যে এতটা সময় নিয়োগ ক'রলেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানা'ব, তা' খুঁজে পাচ্ছি না। আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ ভগবৎসেবাতাৎপর্য্যে সার্থকতা-মণ্ডিত হ'ক, ইহাই আপনাদের নিকট বিনীত ভিক্ষা। আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাচ্ছি।

নারায়ণগঞ্জে প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা

২৪শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণে নারায়ণগঞ্জের অধিবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন-প্রদান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য নারায়ণগঞ্জ-"বাণী হলে" একটি সভা আহ্বান করেন। অপরাহ্ণে প্রায় ৫-৩০ ঘটিকার সময় এই সভার অধিবেশন হয়। বাণীহলের সুবিস্তৃত স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এমন কি, সমস্ত হলগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া দুই পার্শ্বের বারান্দার স্থানও জনতায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপরাহ্ণে ৫-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা হইতে মোটর যানে বাণীহলের দ্বারদেশে অবতরণ করিলে প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য সুসজ্জিত তোরণ-দ্বারে নারায়ণগঞ্জবাসী সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে ডাক্তার মণীন্দ্র চন্দ্র সেন এম্‌-বি ও স্থানীয় বারের খ্যাতনামা প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সোম মহাশয় প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করিয়া ভক্তিভরে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। বাণীহলের উচ্চ বেদীতে প্রভুপাদ অভ্যর্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে নারায়ণগঞ্জ পোষ্ট্‌ অফিসের হ্যাকটিং পোষ্ট্‌-মাষ্টার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত বি-এ বিদ্যারত্ন মহোদয় প্রভুপাদের গলদেশে মালিকা প্রদান করিয়া আচার্য্যপূজা করেন। তৎপর সপ্তমবর্ষ বয়স্কা জনৈকা বালিকা একটি উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর নারায়ণগঞ্জ হাই একাডেমির প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চন্দ্র এম্‌-এ, বি-টি, এল্‌-এল্‌-বি মহাশয় নারায়ণগঞ্জবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। ইহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

নারায়ণগঞ্জের অধিবাসিগণের স্নেহসিক্ত আশীর্ব্বাদ আমি শিরে বরণ ক'রলাম। অবশ্য তাঁরা অযোগ্যের প্রতি দয়া-বিতরণের উদারতা যথেষ্টই প্রদর্শন ক'রেছেন। কিন্তু আমার ন্যায় অযোগ্যের সেই দয়া গ্রহণ করবার প্রবৃত্তির অভাব প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে।

শ্রীচৈতন্যের দয়া—অমন্দোদয়-দয়া। তা' ভগবানের ভক্তিপথে গমনের উৎসাহ প্রদান। মানবের বাসনা

নানাপ্রকার। আপাতিক অসুবিধা বিদূরিত ক'রবার জন্য মানবজাতির বা প্রাণিজাতির অনেক প্রকার চেষ্টাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মানবজাতি আপাতিক অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য নানাপ্রকার প্রস্তাব ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে দয়া বিতরণ ক'রেছেন, সেই দয়া কি জিনিষ, তা' উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত অল্পকালস্থায়ী দয়াকে দয়া, পরোপকার বা পরার্থিতা ব'লে মনে হয়। এজন্যই কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন—

"চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

সাময়িক অভাব-পূরণ একরকম, আর আমাদের যে স্থায়ী অভাব অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-জনিত অবস্থা, তা' দূর করা আরও অনেক বড় কথা। শ্রীচৈতন্যদেব সেই কথাই ব'লেছেন। ভগবদ্ভক্তিই সকল জীবের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়। আত্মার নিত্যধর্ম্মের নাম 'ভক্তি', তা' ভজনীয় বস্তুর সেবা।

কোন্ বস্তু ভজনীয় হ'বেন, তদ্বিষয়ে সাধন উল্লিখিত হ'লে মীমাংসক শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, তিনি ভজনীয় বস্তু, তিনি সকল প্রকার রসের ভোক্তা—তিনিই ভজনীয় বস্তু, যিনি অখিলরসময় বিগ্রহ।

অনেকে বিচার করেন, জগতে যে রস আছে, তা'তে নানাপ্রকার অভাব থাকায় দরুণ আনন্দ বাধা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌কে 'রসময়' বিচার ক'রলে—সকল রসের ভোক্তা ব'লেও বোধ হয় সেরূপ কোন অভাব ও হেয়তা ভগবানে আরোপিত হ'বে। বস্তুতঃ বৈকুণ্ঠরস ও মায়িক-রস এক নয়। গোলোকপতি কৃষ্ণ যে রস ভোগ করেন, তা' জড়রস নয়। জড়রস সেই অপ্রাকৃত রসেরই হেয় খণ্ড প্রতিফলন।

রসের আংশিকতায় আমাদের উৎসাহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমরা আনন্দলাভের জন্য রসের আবাহন করি। যখন দেখি, আনন্দ অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে আনন্দাভাব আমাদিগকে ক্লিষ্ট ক'রছে, তখন সে বিষয়ে উদাসীন থাকাকেই আমরা বহুমানন করি। পাছে আপাতিক রসের অসম্পূর্ণতা আমাদিগকে রসবিষয়ে শিথিল-প্রযত্ন করায়, এই আশঙ্কায় আমরা রসরহিত অবস্থাই ভগবত্তা হউক—এই প্রকার প্রস্তাব ক'রে থাকি, বস্তুতঃ নীরস বা বিরস জীবন আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। জগতে সকলেই রসের অনুসন্ধান করেন। আনন্দের প্রাপকসূত্রে আমরা যে সকল কার্য্য ক'রে থাকি, তা' অপূর্ণ রসে অবস্থিত থাকায় তা'তে রসের হানি লক্ষ্য ক'রে থাকি। হেয়-জগতে হানি ও বৃদ্ধি—উভয় অবস্থাই দোষযুক্ত। সেই দোষযুক্ত অবস্থার অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা রস-রহিত নির্ব্বিশেষ অবস্থাকেই শান্তির ক্ষেত্র ব'লে কল্পনা করি। যেখানে রসবৈচিত্র্যের অভাব আছে, সেইখানকে সন্তুষ্য-পথের শেষ সীমা মনে করি!

যিনি শান্তিলাভ ক'রবেন, তাঁর যদি বাস্তব অস্তিত্বই না থাকে, তবে সেরূপ শান্তির কামনারই বা প্রয়োজন কি? নির্ব্বিশেষ অবস্থাই যদি চরমসীমা বা শেষকথা হয়, তবে সেখানে রসসমূহও পরিসমাপ্তি লাভ ক'রেছে। এজগতে যুথ্যরসের সহিত গৌণরসের বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু চিজ্জগতে সেই আপাতবিরুদ্ধ ভাবই আরও শ্রীতিবর্দ্ধনের জন্য—আরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিযুক্ত হ'য়ে থাকে। যাঁ'রা রসবিগ্রহের খবর রাখেন, তাঁ'রা জানেন যে, সেই বেদপ্রতিপাদ্য রসের একটি কণার আভাসও যদি এজগতে আগমন করে, তা'তেই আমা-দিগকে চঞ্চল ক'রে দেয়। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সেই অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন ক'রতে পারে না, তা' সেই রসের নিকট প্রতিবন্ধকরূপেই উপস্থিত হয়।

কেবল শান্তির প্রস্তাব হ'তে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। আপাত-ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধকের দ্বারা অপ্রাকৃত রসপ্রবাহকে বাধা প্রদান ক'রলে রসময় বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া যা'বে না। পুরুষোত্তমস্থ যাবদ প্রকার রসের দ্বারা সেবিত হন। সেই সেবারসের সন্ধান পুরুষোত্তম-সেবকগণের নিকট হ'তে পাওয়া যায়। যদি নির্ব্বিশেষ বিচারের একদেশে সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করি, তা' হ'লে জড়রস-রহিত অবস্থামাত্রকেই চরম অবস্থা ব'লে জ্ঞান হ'বে। কিন্তু জড়রস-বৈচিত্র্যের ভূমিকা অতিক্রম ক'রে যে অপ্রাকৃতরসবৈচিত্র্য উপলব্ধির বিষয় হয়, তা'র সন্ধান পেতে হ'লে সেইরূপ সাম্প্রদায়িক বিচারের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রতে হ'বে।

এজগতে আপাত সুখান্বেষিবাক্তিগণের নানাপ্রকার প্রস্তাব-মুখে যে সকল কামনা ও অভিসন্ধি দেখ্‌তে পাওয়া

যায়, তাহাই অন্যাভিলাষ। সেই সকল অন্যাভিলাষ হ'তে যেসকল পার্থিব প্রস্তাব মানবজাতির মধ্যে ধর্ম্মের নানামত ও নানাপথ সৃষ্টি ক'রেছে, তা' হয় প্রাকৃতরস পর্য্যন্ত, না হয় অক্ষরস-নিরাকরণরূপ নির্ব্বিশেষ অবস্থা পর্য্যন্ত যৌক্তিকে তা'র গতি সমাপ্ত ক'রতে পারে। তখনই তা'র হৃদয়ে বিদ্যাপতির "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা"—এই সঙ্গীতের ঝঙ্কার উত্থিত হয়। কিন্তু এই পরিণাম নিরাশার পরও বিদ্যাপতি রসময় বিগ্রহের যে রসবৈচিত্র্যের কথা ব'লেছেন, তা' আলোচনার বিষয় না হ'লে আমাদের অক্ষরসেই পুনরাবৃত্তি হ'য়ে থাকে।

এজগতে রসের যে সকল অসুবিধা আছে, যদি আমরা চিজ্জগতে সেই সকল কথা আরোপ ক'রতে চাই, তা' হ'লে তা'তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয় ও অমঙ্গল এসে উপস্থিত হয়। অব্যভিচারিণী ভক্তি যেকাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার পথের পথিক হ'য়ে আমরা জাগতিক কর্ম্ম-বীরত্বকেই বহুমাননা করি।

আপনাদের প্রদত্ত অভিনন্দনের মধ্যে 'সনাতনধর্ম্ম' ব'লে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। 'সনাতনধর্ম্ম' ব'লতে ভক্তিকেই লক্ষ্য করে। যাঁরা ভক্তিকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যাভিলাষের ন্যায় একটি মত বা উপায়বিশেষ মনে করেন, তাঁরা ভক্তির স্বরূপ আদৌ উপলব্ধি ক'রতে পারেন নাই। ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদির সহযোগী বা প্রতিযোগী মত নয়। ভগবান্ যেরূপ একমাত্র সম্রাট্, ভক্তিও সেইরূপ অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের নামই ভক্তি।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনে মানবজাতি বা প্রাণিজাতির অসংখ্য অন্যাভিলাষের মধ্যে কোন অভিলাষই নাই। যেখানে পূর্ণ চেতন বস্তুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হ'বে, তা' পরিত্যাগ ক'রে খণ্ড অচেতনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নয়। Paradise, বেহেস্ত্, স্বর্গ প্রভৃতি স্থান লাভের জন্য চেষ্টা বা উপাসনা ভগবদ্ভক্তি নয়। কিম্বা কর্ম্মফলবাসনা পরিত্যাগমাত্র ক'রে রসহীন নির্ব্বিশেষ ভাব-বিশেষে 'ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই' —সিদ্ধান্ত ক'রে নিরিন্দ্রিয় ভাবকে মানব-কল্পিত ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়বান্ ক'রবার চেষ্টা-মূলে সগুণ উপাসনার ছলনাও ভক্তি নয়। ঐসকল অনাত্মার ধর্ম্ম, আর ভগবদ্ভক্তিই আত্মার ধর্ম্ম।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥"

ভজনীয় বস্তু-নির্ণয়ে যাঁ'কে পূজা ক'রবো, যাঁ'কে ভক্তি ক'রবো, তিনি যদি অধোক্ষজতত্ত্ব না হন, আর আমরা যদি আধ্যক্ষিক হ'য়ে যাই, তা' হ'লে তাতে হয় ফলভোগবাদ, না হয় শাক্যসিংহ ও কপিলের অচিন্মাত্রবাদের অনুকরণ কিম্বা শঙ্করের চিন্মাত্রবাদের সাম্প্রদায়িকতাকে transcend ক'রতে পারবো না; ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মকে আংশিক একদেশের ধর্ম্ম কিম্বা বহুমতের অন্যতম মতবিশেষ মনে ক'রবো।

পরম আশ্রয়জাতীয় সান্নিধ্যলাভমাত্রই শেষ কথা নয়। তাঁ'র সাক্ষাৎ সেবার অনুশীলন আবশ্যক। তদ্ব্যতীত অন্যপথে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি যিনিই রস, তা' নীরস নয়। জ্ঞানাদি রসহীন শুষ্ক। কর্ম্মাদি সানন্দিক ও খণ্ডরসযুক্ত, কখনও বা নীরস। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি সেরূপ নয়। সাহিত্যদর্পণ বা কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতির রসের বিচার কর্ম্মপথের পথিকগণের বিচারের অনুকূল। তা' প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি-রূপ যে সাহিত্য, সেই সাহিত্যের রস নিত্য—সর্ব্বাদ্য-সুন্দর। একমাত্র সনাতন আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেই অপ্রাকৃত রস-মাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

এ জগৎ ফলভোগের জেলখানা। এই ফলভোগবাদই অসৎকর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের মোহ সৃষ্টি করে। আবার এই কর্ম্মবাদই নির্ব্বিশেষভাবকে আদর্শ দেবতা ব'লে বরণ করে।

আমরা এই সকল মতবাদ হ'তে পৃথক্ থেকে প্রতি দ্বারে দ্বারে আত্মধর্ম্মের বার্ত্তা—ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার ক'রবো। শ্রীচৈতন্যের কথার কোন ধার যায় নাই, কোন

অসৎসাম্প্রদায়িকতা নাই। বড়ই আনন্দের বিষয়, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সেই ভগবদ্ভক্তির কথা আলোচনা হ'চ্ছে। ভক্তির কথা আলোচনা ক'রতে গিয়ে অনেকপ্রকার অনাবশ্যকের প্রতীকসমূহ প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁ'দের সম্মুখে উপস্থিত হ'চ্ছে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে সনাতনধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির সুদুর্ল্লভতার কথা ব'লেছিলেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোকবৃন্দাবন'।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৫৪

Zoo-morphic, Anthropo-morphic বা Phyto morphic idea হ'তে যেসকল আধ্যক্ষিক মতবাদ উদিত হ'য়েছে, তা' কখনও ভগবদ্ভক্তির সহিত সমান নয়—তা' সনাতনধর্ম্ম নয়। যদি বাস্তবিক সনাতন-ধর্ম্মের প্রচার হয়, তবেই মানবজাতির প্রকৃত মঙ্গল হ'বে। ভগবদ্ভক্তিব্যতীত জীবন বৃথা; ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টাই প্রভু হ'বার চেষ্টা। একদিকে ভক্তি, আর একদিকে প্রভুত্বপাশের চেষ্টারূপ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও অন্যাভিলাষ।

অন্যাভিলাষের ধারণা হ'তে উন্নত হ'য়ে ভগবদ্ধামের সাম্যাবস্থা যেখানে বিরাজিত, সেখানেও ভজনীয় বস্তু পাওয়া যাবে না। বিরজা নদীতে ভজনীয় বস্তুর সন্ধান নাই। ব্রহ্মলোকে নির্ব্বিশেষ ভাবের মধ্যে ভজনীয় বস্তুর বাস্তবসত্তা নাই। বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ—এই আড়াইপ্রকার রস বিরাজিত। বাকী আড়াইপ্রকার রসের বিকৃতিকে প্রাপঞ্চিকতা কেবল ঢাকিয়া রেখেছে। কিন্তু পাঁচ প্রকার রস পূর্ণভাবে ও বিশুদ্ধ রূপে কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থিত।

আপনারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা ক'রলে মঙ্গল লাভ ক'রতে পারবেন। আমার প্রতি যাঁদের কিঞ্চিন্মাত্রও স্নেহ আছে, তাঁরা শ্রীচৈতন্যের কথা আলোচনা করুন। আপনারা আমাকে যেসকল স্নেহসূচক বাক্যের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ক'রেছেন, তা' আমাতে প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। আমি সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য। অযোগ্যের কতিপয় কথা আপনাদের নিকট নৈবেদ্যরূপে প্রদান ক'রলাম।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণের পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী সজ্জনবৃন্দকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনমুখে বলেন—আজ 'বাণী হল' শ্রীচৈতন্যবাণীতে মুখরিত হইয়াছে। যাহাতে এই শ্রীচৈতন্যবাণী সকলের হৃৎকেশে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করে, তজ্জন্য আমি সকলের নিকট দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আমার সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জার্ম্মাণদার্শনিকের পত্র*

Regierungsrat Dr. M. Weigert
(Ph. D. LL. D.)
Berlin—Nw40
Beethoven—Strasse 2, II

Your Divine Grace,

Thirty years I have been interested in the teachings of India and seeking in them for the way towards God. My reason and my heart have alone but not been able to transcend the limits of transcendental knowledge.

Through Tridandiswami B. H. Bon, whom to appreciate I learned here by means of his lectures and personal contact, I have heard the message of the Gaudiya Mission and got the conviction that at its top there is standing a true Divine Master.

* শ্রীপাদ বন মহারাজ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ ভাইগার্টের জার্ম্মাণ-ভাষায় লিখিত পত্র। মূল জার্ম্মাণ ভাষায় পত্রখানি দৈনিক নরীয়াপ্রকাশ পত্রের ২০শে মার্চ্চ, ১৯০৫ তারিখের সৌরভোদ্যানক-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

I am cherishing the sincere hope that He will show not only to me but also to my country new ways, and that by His Divine power and His Transcendental Word even to me the path may be opened towards the transcendental knowledge and the hearty love of God, of which, I, as a sorrow and pain-tormented man, am perhaps more in need of than many other people.

I avail myself of the opportunity to express to you on the occasion of the Birthday of Your Divine Grace my reverence, and to request you to spend me a little bit out from the fullness of your kindness and knowledge in the conviction, that giving kindness is the happiest unfolding of your nature.

In deep veneration
Sd/ Dr. M. Weigert.

(মর্ম্মানুবাদ)

অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য দেব!

গত ৩০ বৎসর যাবৎ আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত ভারতীয় শিক্ষা অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের উপায় অনুসন্ধান করিতেছি। আন্তরিক বহু-বিচার-চেষ্টা-সত্ত্বেও আমি অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভে সমর্থ হই নাই।

এখানে (বার্লিনে) ত্রিদণ্ডিস্বামী বি এইচ্ বন মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া গুণীরগণে মুগ্ধ হইয়াছি এবং শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের বাণী অনুসরণ পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই মিশনের শীর্ষস্থানে বাস্তবসত্যের একজন অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য বিরাজিত।

আমি অকপটভাবে হৃদয়ে এই আশা পোষণ করিতেছি যে, তিনি (আচার্য্যদেব) শুধু আমাকে নয়, আমার দেশবাসিগণকেও নূতন পথ প্রদর্শন করিবেন এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্য শক্তি ও অপ্রাকৃত নামের সাহায্যে ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেমের পথ উন্মুক্ত হইবে। ঐ দুইটি বিষয়েই দুঃখভারাক্রান্ত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট আমি নিজকে অন্যান্য অনেক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছি।

অদ্য আপনার এই আবির্ভাব-তিথি-দিবসের সুযোগ লাভ করিয়া আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আপনার পূর্ণ দয়া ও জ্ঞানভাণ্ডার হইতে যৎকিঞ্চিৎ আমাকে প্রদান করুন; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ দয়া-বিতরণ আপনার স্বভাবেরই প্রীতিপ্রদ প্রাকট্য।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবনত
(স্বাঃ) এম্, উইগার্ট

চয়ন

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীভগবজ্জন্মমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভায় আগরতলা ত্রিপুরাধিপতি

(৯)

[২২মার্চ্চ, ১৯৫৫ তারিখের "য়্যাড্‌ভ্যান্স্" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

Sri Mahaprabhu's Temple at Mayapur

Opened by H. H. Maharaja of Tripura

A BRILLIANT FUNCTION

Scenes, without precedent of intense enthusiasm and religious fervour were witnessed on Wednesday afternoon when the opening ceremony of Sri Mahaprabhu's Temple at Sridham Mayapur, Nadia, was performed by His Highness the Maharaja Bir Bikram Kishore Dev Burman Manikya Bahadur of Tripura.

Standing by the sacred waters of the Bhagirathi on the very spot where more than four centuries ago Chaitanya was born, this remarkable temple towering over half a dozen of others adjoining it commands a panoramic view of miles around, purely of Hindu architecture and reaching the unusual height of over 193 Ft. the colossal edifice built at a cost of nearly a lakh of rupees is one of the biggest in the province. Sj. Sakhi Charan Roy, a big merchant of the city, has contributed the entire amount.

A huge concourse of men and women exceeding seven thousand souls gathered there on the occasion and enthusiastically participated in the functions, the proceedings being punctuated by enthusiatic cheers that frequently burst forth from the vast assemblage.

ADDRESS TO MAHARAJA

In the meeting held at 3 in the afternoon on the spacious quadrangle before the shrine a number of addresses were presented to the Maharaja. The members of the Sree Nabadwipdham Pracharini Sabha recalled in their address the patronage which the royal line of Tripura had been extending for more than four decades to their organisation. "The first presidentship of the Sabha" the address related, "was adorned in 1300 B. S. by your Highness' great grandfather, His Highness Bir Chandra Manikya Bahadur who was the sheer patron of distributing "Sreemad Bhagabatam" free of cost in Bengal and gave an impetus to devotional culture among the learned society by the publication of sacred books". His Highness Maharaja Radha Kishore Dev Burman Manikya Bahadur reinstalled Sree Radha Madhab at the sacred place. The members further expressed their joy at the fact that His Highness had accepted the Vice-Presidentship of the London Gaudiya Mission Society which will greatly help in the propagation of Vaishnavism beyond the borders of India.

Two other addresses in Sanskrit and Bengali were also presented to His Highness.

THE CENTRE OF LEARNING

Replying to the addresses the Maharaja Bahadur observed that he was cherishing a strong desire for a long time to see the holy land, Nabadwipdham, the centre of learning in Bengal. He was gratified now that at their call and Divine grace that desire had been fulfilled.

"Our line is included in the Gaudiya Vaishnava Community" the speaker went on "It is on this account that the place of birth and activities of Sree Sree Chaitanya Mahaprabhu is the special object of my regard. About forty years ago my highly revered great-grand father of sacred memory the late Maharaja Bir Chandra Manikya Bahadur assisted in establishing this house of God and my most worshipful grandfather the late Maharaja Radha Kishore Manikya Bahadur set up Sree Sree Radha-Madhab at this holy place. For this reason I feel highly obliged in having joined the festivity of temple entry into this newly built huge Shrine and greatly eulogise the good endeavour of Sj. Sakhi Charan Roy, the donor of the Temple".

Mr. A. C. Banerjee thanked His Highness for taking the trouble of performing the function.

Among those present on the occasion were Manyabar Rana Bodhjaung Bahadur, Chief Secretary to the Maharaja, Lt. Maharaj Kumar Karna Kishore Dev Burman, Lt. Maharaj Kumar Durjoy Kishore Dev Burman, Capt. Kumar Profulla Kumar Dev Burman, Capt. Raja Jhapat Jaung Bahadur, Subadar Saheb J. C. Dev Burman, Messrs. Subodh Chandra Mitter, Monomohan Bose, Upendra Krishna Roy, Rai Nalinaksha Dutt Bahadur, Prof. Nishi Kanta Sanyal, Mr. Subimal Dutt, Mr. Sukumar Gupta, Mr. J. N. Mukherjee, Rev. & Mrs. B. W. Bean, Miss Guerin, Miss Mecather, Mr. N. Sen, Mr. K. C. Some., Dr. Hatt, Mr. A. N. Roy, Mr. Jagabandhu Laha, Becharam Lahiri, Mr. Sudhendra Moulik, Mr. J. N. Bose, Prof. M. N. Bose and Mr. J. N. Ghosh.

* একদা পূণ্যসলিলাং ত্রিপুরায়া মহারাজঃ একবারং ভাগীরথীং দর্শনার্থং গতবান্।

—:o:—

(৭)

['হেরাল্ড অফ্ ইণ্ডিয়া', ২১ মার্চ, ১৯৩৫ বুধবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

VAISHNAVA TEMPLE AT MAYAPUR

Opened By Maharaja

Edifice at Birthplace of Sree Chaitanya

A picturesque temple consecrated to the memory of Sree Chaitanya, one of the greatest religious teachers of India, and the founder of the Vaishnava faith, was opened yesterday at Mayapur, a hamlet on the eastern side of the Bhagirathi in the Nadia district, by His Highness the Maharaja Bahadur of Tipperah.

A large gathering of pilgrims from the surrounding countryside and guests from Calcutta and Krishnagar attended the ceremony, which may be regarded as a milestone in the progress of the Gaudiya Mission an organization for the revival and propagation of 'Suddha Bhakti' or pure devotion, taught by Sree Chaitanya. The function coincided with the completion of twelve days' celebrations, known as 'Nabadwip parikrama' or circumambulation of nine islands, which, according to the Vaishnava faith, represents the nine aspects of unalloyed devotion to the Supreme Lord.

The temple, which stands on the site where Sree Chaitanya was born is one of the biggest in Bengal. It has been built at a cost of more than a lakh of rupees contributed by a Calcutta merchant, Babu Sakhi Charan Roy. It consists of a square building surmounted by a tower about 130 feet high, and forms a dominating feature of the countryside for miles around.

IMAGE OF VISHNU.

Advantage was taken of the occasion to install in the temple a four-armed image of Vishnu called **Adhokshaja**, which means the "One who has reserved the right of not being measured by empiric senses". The image was found on June 13 last in excavations for the foundation of the temple. According to archæologists, it is at least 500 years old and represents the type worshipped in Bengal before the days of Sree Chaitanya. It is recorded in "Chaitanya Bhagabat", the oldest record of the career of Sree Chaitanya, that his father, Jagannath Misra, used to worship a four-armed Vishnu. The discovery of this image at Mayapur on the site of Sree Chaitanya's homestead seems to justify the conclusion that the image was Jagannath Misra's family deity.

It is claimed that Mayapur is the heart of the old town of Nabadwip, which was the capital of Bengal in the 12th century A. D. just before the Moslem conquest. It was selected as the headquarters of the independent Hindu kings of Bengal because it was the centre of culture and because of its position on the Bhagirathi river. During the Mohammedan rule Nabadwip maintained its reputation as a university town and was a prosperous and populous city. But the greatest event in the life of this ancient seat of culture was the birth of Sree Chaitanya in 1486 A. D.

COLLECTORATE RECORDS

For a long time the exact site of Sree Chaitanya's birthplace was supposed even by those who were best informed on the subject to have been washed away by the Bhagirathi, and it remained for Thakur Bhakti-Vinode, the founder of the Gaudiya Math movement, to establish the existence of a chain of evidence, literary and local, to correct this general view. His investigations, which were undertaken about 50 years ago, led to the discovery of certain records in the archieves of the Krishnagar Collectorate which definitely pointed to Mayapur as Sree Chaitanya's birthplace.

Thakur Bhaktivinode established a place of worship on the site of Sree Chaitanya's birthplace and installed two images in a thatched cottage which formed the nucleus of the present temple. Around this place has grown

up a populous Vaishnava colony with half a dozen temples, a high school, a Sanskrit academy, a charitable dispensary and a post office.

At Mayapur is situated the head quarters of the Gaudiya Mission. The present head of the Mission is Paramahansa Sree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada.

গত ১২ই মার্চ, ১৯৩৪ শুক্রবার তারিখের **অমৃতবাজার-পত্রিকায়** "Chaitanya Mahaprabhu ; Birth day Celebration at Mayapur and Sree Nabadwip dham Parikrama" শীর্ষক সংবাদে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর জন্মোৎসব, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহগণের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব, শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ আমন্ত্রণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রিকার ১৬ই মার্চ, শনিবারের সংখ্যায় "New Temple at Mayapur to be opened by Maharaja Manikya Bahadur of Tripura" শীর্ষক সংবাদে শ্রীযোগপীঠের ১২৫ ফিট উচ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীল প্রভুপাদের নিজাশ্রয়ে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-বিজয়োৎসব, বিরাট্ সভা, স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির সভাপতিত্ব প্রভৃতি সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে।

গত ২৩শে মার্চ, ১৯৩৪ শুক্রবার তারিখের **"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"** পত্রের "New Vaishnava Temple" শীর্ষক আলেখ্য-পত্রে (Pictorial page ৩) শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের চিত্র ও তৎপার্শ্বে ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুর-আগমনকালে গঙ্গা ও জলঙ্গী মিলন স্থলে (হুলার ঘাটে) তাঁহাকে অভ্যর্থনার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের চিত্রের নিম্নে লিখিত আছে :—"The Vaishnava Temple at Mayapur, consecrated to the memory of SreeChaitanya, one of the greatest religious teachers of India.—Statesman." শ্রীমন্ মহারাজ বাহাদুরের অভ্যর্থনা-চিত্র-নিম্নে লিখিত আছে :—"His Highness the Maharaja Bahadur of Tipperah arriving at Mayapur to perform the Opening Ceremony of the Vaishnava Temple.—Statesman."

২৩শে মার্চ, ১৯৩৪ শনিবার তারিখের **"ইষ্ট্ বেঙ্গল টাইম্‌স্"** পত্রে "125 feet High Timple Opened at Mayapur" শীর্ষক সংবাদে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহপ্রবেশোৎসব উপলক্ষে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভার অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ৩১শে মার্চ, ১৯৩৪ রবিবারের **ষ্টাড্‌ভান্স্, কল্‌ওয়ার্ড ও অমৃতবাজার** পত্রিকায় ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বহুদিন পরে ইংলণ্ড হইতে ভারত প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে ইংলণ্ডে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর চেয়ারম্যানরূপে মহারাজের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে-সহানুভূতি-প্রদর্শন-জন্য কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ একটি অভ্যর্থনা-সভার অধিবেশন হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৪ বুধবারের সহর-সংস্করণ **'ষ্ট্যাণ্ড্‌ার্ড'** পত্রে "The Gaudiya Math : Reception to Burdwan" শীর্ষক সংবাদে গত ৩১শে মার্চ, ১৯৩৪ রবিবার সন্ধ্যায় বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনোপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ

[১৯শে চৈত্র, ১৩৪১, মঙ্গলবারের 'আনন্দবাজার- পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত]

বর্দ্ধমানের মহারাজকে অভিনন্দন দান

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষ গত রবিবার অপরাহ্নে মন্দির-প্রাঙ্গণে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে সমবেত

হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকজন উল্লেখযোগ্য :—নশীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ রায়, কুমার বিরণাকুমার মিত্র, কুমার নিখিল রঞ্জন মুখার্জ্জি, রায় বাহাদুর কুমার শরৎকুমার রায় চৌধুরী, অধ্যাপক মন্মথ বসু, রায় বাহাদুর এ টি ঘোষ, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মে এন সরকার, অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, খান বাহাদুর এ-এল হাজি মহম্মদ গাজি চৌধুরী, রাজা কিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এস্ আর বসু, শিবশঙ্কর ব্যানার্জ্জি, টি পি ঘোষ, কিরণচন্দ্র দত্ত, ডাঃ পাত্রা, সতীশচন্দ্র বসু, অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, আর এন সাহা, রণেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত, ডাঃ মাখনলাল রে, ক্যাপ্টেন মে এম্ ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপক এন কে সান্যাল এবং এম্ এম মুখার্জ্জি ও এন মুখার্জ্জি—প্রোপ্রাইটার এণ্ড দল।

মহারাজাধিরাজ মঠে উপস্থিত হইলে মঠের সম্পাদক পণ্ডিত কে, বিদ্যাভূষণ, মিঃ, এ, সি, ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

তৎপর মহারাজাকে মঠের নাটামন্দিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

প্রারম্ভ সঙ্গীতাদি গীত হইলে পর স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজাধিরাজকে একটি অভিনন্দন-পত্র দান করেন। অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজাধিরাজ গৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করেন।

অতঃপর কীর্ত্তন, আরতি, উপদেশ ইত্যাদির পর অনুষ্ঠান অধিক রাত্রিতে শেষ হয়।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভিত্তিস্থাপন

[১২ই এপ্রিল, ১৯৩৩ শুক্রবারের "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH

Enthusiastic Ceremony at Dacca

Dacca, April, 9.

On the occasion of laying the foundation stone of a Temple for Dacca Madhwa Gaudiya Math, His Divine Grace Paramahansa Sree-Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj President, Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha with over a score of prominent disciples arrived here on Sunday last and was received at the station by about one thousand leading citizens of Dacca who profusely garlanded the Paramahansa Maharaj and followed him in procession to the residence at the Puran Paltan.

On Monday morning came off the auspicious ceremony for which a beautifully decorated pandal was erected over the newly purchased site for the Madhwa Gaudiya Math secured in Dacca about 15 years back as the East Bengal Preaching centre of Sree Mayapur Chaitanya Math of Nadia.

It may be remembered that at the munificence of the Baliati Zeminders a plot of over two bighas of land has recently been purchased on Narinda Road, a place centrally situated in this city for the Madhwa Gaudiya Math. A very large number of prominent people of Dacca including the District Magistrate, District and Sessions Judge, the Principal and Professors of Dacca College and University, Zeminders, Advocates, Merchants, Municipal Commissioners etc., attended the function.

At the beginning four addresses of welcome were presented in beautifully decorated silver casket by different associations and by the public of Dacca to His Divine Grace Srila Paramahansa Maharaj who gave a succint suitable reply jointly to all and thereupon he performed the ceremony of laying the foundation stone of the proposed Temple amidst loud ovations from the vast concourse and Sankirtan by the devotees of Dacca.

This happy and pleasant function was joined by all shades of people and will ever be remembered as a happy historic event in this city. His Divine Grace Srila Paramahansa Maharaj is expected to stay here till the end of this week after which he will start for Calcutta for preparations of his world tour.

উক্ত ১২ই এপ্রিল তারিখের "ফরওয়ার্ড" পত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত "Madhwa Gaudiya Math, Foundation stone laying ceremony" শীর্ষক সংবাদেও উপরিউক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

["অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৫ শনিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

INSTALLATION CEREMONY

Jagannath Gaudiya Math in Mymensingh

Mymensingh, April 12.

For the purpose of installing Sree Vigrahas at Sree Jagannath Gaudiya Math, Mymensingh branch of Sree Mayapur Chaitanya Math this morning Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj President Acharyya of Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha accompanied by a large number of disciples arrived here from Dacca and was received at the station by over one thousand prominent citizens of Mymensingh, who profusely garlanded the Paramahansa Maharaj and took him in procession to the "Soshi Lodge" the palace of the Maharaja of Mymensingh which was kept ready for his residence.

The installation ceremony began from the early morning inside the Jagannath Gaudiya Math. In front of the Math a nicely decorated pandal was erected where a public meeting was held attended by thousands of the leading and respectable gentlemen of Mymensingh who paid hearty homage to His Divine Grace Sree Srila Paramahnsa Maharaj and listened with great interest and profit his invaluable instructions on this occasion.

---

(২)

শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

[১লা বৈশাখ, ১৩৪২ রবিবারের "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত]

ময়মনসিংহ জগন্নাথগৌড়ীয় মঠে

(সংবাদদাতা-প্রেরিত)

ময়মনসিংহ, ১২ই এপ্রিল

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম আচার্য্য পরমহংস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা-মঠ ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সম্পাদনার্থ উক্ত সভার প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া ১২ই এপ্রিল প্রাতঃ ৫-৩০ ঘটিকায় ময়মনসিংহে গিয়াছেন। ষ্টেশনে সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলা প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা ৩৫ মিনিটের সময় প্রভুপাদ সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলের মধ্যে মঠের মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করেন।

মঠের সম্মুখে এক সুবৃহৎ মণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। তথায় ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ সভা হয়। ময়মনসিংহবাসী বিবিধ আর্ত্তিপূর্ণ ভাষায় প্রভুপাদকে অভিনন্দন প্রদান করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে সস্ত্রীক স্যার বি, এল্ মিত্র

গত ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বেঙ্গল থেজিফিউটিক্ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় স্যার বি, এল, মিত্র কে-সি-এস্-আই মহোদয় ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা লেডী মিত্র মহোদয়া শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, এম্, বানার্জী আই-সি-এস্ এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্, গুপ্ত মহোদয়ও তাঁহাদের সহিত তথায় গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নদীয়ার জেলা ও সেসন্ জজ মৌলভী মুহম্মদ আবাদ বি-সি-এল; নদীয়ার সদর এস্-ডি-ও মিঃ চারুচন্দ্র গুপ্ত; কুষ্টিয়ার এস্-ডি-ও মিঃ অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস; চুয়াডাঙ্গার এস্-ডি-ও মিঃ অনিলবিহারী গাঙ্গুলী আই-সি-এস্; ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নির্ম্মলশঙ্কর সেন এম্-এ, এম্-বি-ই; এক্সাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলভী রফিউদ্দীন আহাম্মদ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত; নদীয়া-জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর; হেলথ অফিসার ডাঃ হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি; ডাঃ শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি; কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক বি-এল, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগচী; রাণাঘাট লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী; ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কালেক্টর ও রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী; কৃষ্ণনগরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী; নাটুয়া এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ সমাদ্দার; উকীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস; উকীল শ্রীযুক্ত উমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস; মোক্তার শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত প্রমুখ নদীয়া জেলার বহু কৃতবিদ্য, গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও এই সময় শ্রীধামে উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় সস্ত্রীক স্যর মিত্রকে শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যাহরণ-প্রবণ-সদনে'র দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গলদেশে প্রসাদী পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন। এই সময় ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ, প্রণবানন্দ প্রভৃতি মঠসেবকগণ 'নারদমুনি বাজায় বীণা' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কীর্ত্তন শ্রবণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে সজ্জনগণ 'ভক্তিবিজয়' ভবনে উপবেশন করিলে তথায় আচার্য্যত্রিক প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ 'শ্রীগৌরীনাথ-বিভুস্তি' ও তৎপর ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভু 'হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল' প্রভৃতি ভজনগীতি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ স্যর মিত্র ও সমবেত সজ্জনগণ-সমীপে শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী, তাহা বিবিধ প্রমাণ-সহ বর্ণন-মুখে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামের বিরোধিগণ সৃষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ বাস্তবসত্য-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভেট-গ্রহণ প্রথা, ভূতক বৃত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, বিরক্ত-বৈষ্ণবের বেশগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোকের সহিত বাস, পরমার্থ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও বংশ-পরম্পরা-ক্রমে গুরুর আসন গ্রহণ প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যগুলি কি-প্রকারে সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা বর্ণন করায় তত্ত্বদ্বেষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণ বাস্তবসত্য-প্রচারকগণের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া বিরুদ্ধাচরণের উপায়ান্তর না পাওয়ায় অবশেষে শ্রীধাম-বিরোধে কৃতসংকল্প হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত জনগণ নিরপেক্ষ হইয়া বাস্তবসত্যের বিচার শ্রবণ করুন। তাঁহারা আপেক্ষিক বিচার বরণ করিয়া যেন অন্ততার প্রশ্রয় না দেন।" অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ যুক্ত ও যুক্তবৈরাগ্যের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভজনের বিষয় বর্ণন করেন। "কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবিকার আনুগত্য অপেক্ষা না করিয়া যমুনতটে নৈশবিহার ও তদানুগত্যাপেক্ষায় শ্রীরাধাকুণ্ডতটে মাধ্যাহ্নিক বিহারের মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য, 'অনয়া মীয়তে' ও 'অনয়া রাধিতঃ' বিচার-বৈশিষ্ট্য, 'অনয়া রাধিতঃ' বিচার হইতেই মধুরকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের সৃষ্টি, জৈমিনী প্রভৃতির 'অনয়া মীয়তে' বিচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কৃষ্ণকে নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় রূপে অনুপলব্ধি,

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর বিচার সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির সমান নহে, তিনি Absolute রূপের Absolute আনন্দদায়িনী শক্তি রূপাভিন্ন পরমশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ, তাঁহার সেবার প্রগতি সাধারণী রতির দুরধিগম্য; বেদান্তদর্শনের বিচারের প্রতি শঙ্করের আক্রমণ, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য প্রভৃতি আচার্যবর্গের উৎখণ্ডন, কোনও অদ্বয় দর্শন ও পূর্ণ দর্শন এক নহে" প্রভৃতি বহু উচ্চ দার্শনিকবিষয়ের আলোচনা হয়।

অতঃপর স্যার বি এল মিত্র, লেডী মিত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ এম্ ব্যানার্জ্জী ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্ গুপ্ত-সহ আচার্য্যত্রিক প্রভু মহাপ্রভুর জন্মস্থিটীর গমন করিয়া তাঁহাদিগকে নবনির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ শ্রীমন্দির এবং পুরাতন মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ সমূহ দর্শন করান। স্যার মিত্র, তদীয়পত্নী ও উপস্থিত অন্যান্য সজ্জনগণ সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীধামের মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

স্যার মিত্রের আগমনের কিছু পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীঅবিদ্যাহরণ' নাট্যমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের নিকট "আরোহ ও অবরোহ পন্থা, সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি, জড় ও চেতন এবং অধোক্ষজের সমন্বয়-প্রয়াস মায়াবাদই বঞ্চনা, শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত জড় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচার, বস্তুর বাহ্য প্রতীতি সম্যক্ প্রতীতি নহে, গবয় ও গো এক নহে, মর্কট-ন্যায় ও মার্জ্জার-ন্যায়ের চিৎসমন্বয়, ভগবানের পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব-বিচার-বৈশিষ্ট্য, শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রস-পঞ্চকের উপাস্য ও উপাসক বিচার, জড় রস ও অপ্রাকৃত রসের পার্থক্য বিচার, ক্যাথলিকগণের বিচার সহ কর্ম্মকাণ্ডীয়ের বিচার-সাম্য, শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, বস্তুর ক্লীবত্ব বা নির্ব্বিশেষ বিচারে পূর্ণত্বের অভাব, প্রাকৃত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান-সহ অপ্রাকৃত সম্বন্ধাদির সমন্বয় ও মহত্ত্বের প্রাকৃত বিচার অপ্রাকৃততত্ত্বের নিকট বঞ্চনা করিয়া লইবার বিচার অজ্ঞতা-প্রসূত, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভূমিকার চিদ্বৈজ্ঞানিক ক্রম-বিশ্লেষণ, কোনও অপূর্ণ দর্শন ও পূর্ণ বস্তুদর্শনের পার্থক্য, কৃপা ও বঞ্চনার বৈশিষ্ট্য, সিমাইট্‌দের পুনর্জ্জন্মবাদ অস্বীকার সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের বিচার, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকগণের বিচারসমালোচনা, 'কেবলাভক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের দত্ত ছাড়া আর কোথাও নাই,' নিরীশ্বর নৈতিক জীবনের বৈফল্য; এডিন্‌বার্গ সম্বন্ধে ক্রিমিনাল কোর্ট খুব কম, তথাপি তাদৃশ নীতির ভগবদ্-ভক্তি-যোগরহিতহেতু ভক্তিদর্শন-বিচারে অকিঞ্চিৎকরতা, কেনেডির মিস্‌টিসিজ্‌ম্ বিচার অপ্রাকৃত গৌড়ীয় সাহিত্যের বিচার-বহির্ভূত" প্রভৃতি ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্ম—এই অর্থ-পঞ্চক-বিচার-প্রসঙ্গে বহু সুগভীর দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছিলেন।

গয়াধামে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৫ই বৈশাখ (১৩৪২), ১৮ই এপ্রিল (১৯৩৫) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে কলিকাতা-দিল্লী-কাল্‌কা-মেলে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় অনুকম্পিত ভক্তের সহিত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে গয়াভিমুখে যাত্রা করেন। মহাপ্রভুর পদাঙ্কিতস্থান গয়াতীর্থে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য বিশেষ ইচ্ছা হইলে প্রভুপাদ অত্যধিক শ্রীষ্মের মধ্যেও হরিকথা প্রচারার্থ তথায় শুভবিজয়ের সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজের নিকট তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত পাটনা-গৌড়ীয়মঠ, ধানবাদ, প্রয়াগ, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণের নিকট গয়ায় প্রভুপাদের গমনের সঙ্কল্প-সম্বন্ধে সঙ্গে-সঙ্গেই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রীষ্মের মধ্যে গয়ায় প্রভুপাদের গমনে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিলে প্রভুপাদ বলেন,—গয়া তপস্যার স্থান; শাক্যসিংহ এই স্থানে শারীরিক বহু ক্লেশ সহ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। আমরা অচিন্মাত্রবাদী নহি। আমরা শারীরিক অসুবিধা সহ করিয়া এই স্থানে চিদ্-বিলাসের কথা—শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচার করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ ৬ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল (শুক্রবারে)

প্রত্যূষে গয়ায় পৌঁছিলে কাশী শ্রীমদ্ভক্তি গৌড়ীয়মঠের প্রচারক উপদেষ্টা শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্রীগণ প্রভুপাদকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ প্রমুখবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাণী মোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যকোবিদ, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নেমিসারাঙ্গের প্রচার-সঙ্ঘ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি।

গয়াষ্টেশনে পৌঁছিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজকে নিম্বপুষ্পের পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া গয়ায় পাদশুদ্ধা ধরন ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য শক্তিসঞ্চার করেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ গয়া জিলা-স্কুল ও জেনারেল পোষ্টাফিসের সন্নিকটস্থ প্রসিদ্ধ 'শ্যামবাবুর কুটী' বা 'বিজয়রাঘবের কাছারি'তে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করেন। প্রভুপাদ ষ্টেশন হইতে আচার্য্যাত্রিক প্রভু ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাণী মোহন কাব্য-কোবিদকে সঙ্গে লইয়া গয়ার প্রেতশিলা—যে স্থান শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রভুর পদাঙ্ক-বিভূষিত হইয়াছিল, সেইস্থান দর্শন করিতে যান। প্রভুপাদের আদেশে গৌড়ীয়-সম্পাদকও তাঁহাদের অনুগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। 'প্রেত-শিলা' ও মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত গয়ার বিভিন্ন স্থানের বিবরণ একটি পৃথক্ প্রবন্ধে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অপরাহ্ণে পরমকারুণিক, পতিতপাবন, পাষণ্ডদলনস্থান নিত্যানন্দপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ পতিত ও অপরাধী কোনও ব্যক্তির উদ্ধার ও পুনর্জ্জন্মের জন্য যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। প্রভুপাদের পাদপদ্মের নিকট অপরাধী তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

৬ই ও ৭ই বৈশাখ অপরাহ্ণে শ্যামবাবুর কুটীতে সন্ধ্যার পরে হরিকথা-কীর্ত্তন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিবস গয়ার বাঙ্গালী গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন করিয়াছিলেন। স্থানীয় বাঙ্গালী উকীল শ্রীললিতমোহন দাস গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।" শ্লোক-কথিত 'অনন্য-ভাক্' কিরূপে হওয়া যায় ও কিরূপে প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় 'অন্যাভি প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌড়ীয়মঠ কি সমজাতীয়?', 'প্রকৃত পরার্থিতার স্বরূপ' ও 'ভারতবর্ষে মঠাদি প্রতিষ্ঠানের আধুনিক ইতিহাস' সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর ও ললিতবাবুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান মুখে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ গভস্তিনেমি মহারাজও একটি সুদীর্ঘা ও সুললিতভাষাযুক্তা বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন।

সভায় স্থানীয় উকীল, মোক্তার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবর্গ এবং সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয়।

বক্তৃতার পরে শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রে ১১টা পর্য্যন্ত স্থানীয় টাউন স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত অজরেন্দ্র মিত্র, অমৃত-বাজার পত্রিকার রিপোর্টার শ্রীযুক্ত বক্সীহলাল দাস, গয়া জিলা স্কুলের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, অ্যাডভোকেট্ হরিদাস বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার, শ্রীব্রজলাল হালদার বি-এ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিকট ওজস্বিনী ভাষায় আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের সাধারণ ভ্রম-সমূহ নিরসন করিয়া বাস্তব-সত্যের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন।

৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল শনিবার প্রাতঃকালে গীতার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় ও আরও কতকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। কিরূপভাবে হরিনাম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত ললিত বাবু প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয় নামকীর্ত্তনের অনুশীলনের বিষয় জানিবার পূর্ব্বে নামের স্বরূপ ও সম্বন্ধজ্ঞানের আবশ্যকতার কথা কীর্ত্তন করেন। ললিত বাবু স্বগ্রামবাসী অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগে" নামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতার কথা পাঠ করিয়াছেন এবং "হরের্নাম হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্" শ্লোকে হরিনামই একমাত্র মঙ্গললাভের উপায় উক্ত

"ভক্তিযোগে" লিখিত রহিয়াছে জানাইলে লোকশিক্ষক আচার্য্য নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশের অনুরোধে বলিলেন, "অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগে 'হরের্নাম হরের্নামৈব' শ্লোক উদ্ধৃত হইলেও শ্রীনাম-ভজনের সহিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা, প্রভৃতি অভক্তি-যোগকে সমানস্তরে স্থাপিত হইয়াছে। নিরপরাধে শ্রীনামভজন—ভক্তিযোগ; আর অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি—অভক্তিযোগ। অভক্তি-যোগের সহিত মিশ্রিত করিয়া বা উহার সহিত চিন্মড় সম্বন্ধ করিয়া যে 'হরের্নামৈব কেবলম্' শ্লোকের উল্লেখ, তাহা শ্রীনামের চরণে অপরাধের বা অভক্তিযোগের চরম। ইহা নামাপরাধ প্রসঙ্গে শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন। অশ্বিনী বাবুর ভক্তি-যোগে 'চেঁকি' ভজিতে ভজিতেও 'প্রেমমধু' পাওয়া যায়—অন্যাভিলাষী পাষণ্ডীর নিকার ভজন করিতে করিতেও গোলোকের কৃপা লাভ করিতে পারে, তাহারও গৃহে বিসূচিকা রোগ উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বা কর্ত্তব্যকে ভক্তিযাজন অপেক্ষা বড় মনে করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়াও আত্মীয়ের বিসূচিকা রোগের শুশ্রূষা অধিকতর সমীচীন বিচার করেন, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যাজন করিতে করিতে অশ্বিনীবাবুর বিচারে ভক্তিযোগ লাভ হয়,—এইরূপ কোন কিছু বিষয়ের অবতারণা আছে। বস্তুতঃ সেরূপ ভক্তি-যোগের ছলনা নির্ব্বিশেষবাদোত্থ অভক্তিযোগের আদর্শ-মাত্র। ইহা আধ্যক্ষিক ও জগতের অন্যাভিলাষী জনগণের রুচিতে খাপ খাইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিযোগ নহে—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ভক্তিযোগ নহে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তিযোগ নহে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তিযোগ—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীগীতার ভক্তিযোগও—

'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ বা রাজযোগাদি আবরণ-মুক্ত শুদ্ধভক্তিযোগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।"

ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে শ্যামবাবুর কুটীরে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীগুরুপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র রিপো-র্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল মহাশয় শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণের জন্য নিবেদন জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকীর্ত্তন ও অনুশীলনের সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

ম্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীহরিদাস বসু, শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীকমলাল ঘোষ, শ্রীমহিলাল ঘোষ, শ্রীরূপলাল হালদার, শ্রীগৌরেশচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীপ্রভাংশুকুমার বসু, শ্রীহৃষীকেশ প্রামাণিক, শ্রীরমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

২১শে এপ্রিল রবিবার প্রত্যূষে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় শ্রীবিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরূপলাল হালদার বি-এ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীগদাধর-পাদপদ্ম, কন্তরীর্ণ, রামগয়া, ব্রহ্মযোনি পাহাড়, ভীমগয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন ও তত্তৎস্থানের গ্রামাদির তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। শ্রীল প্রভুপাদও এই দিবস প্রাতে শ্রীপাদ ভক্তিসাহস্র গোস্বামিমহোদয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিতে যান। পূজারী প্রভুপাদকে প্রসাদী নির্ম্মাল্য-দ্বারা আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীবিষ্ণু-পদচিহ্নের সেবক গয়ালী ব্রাহ্মণগণ সকলেই শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অনুগত জানিয়া প্রভুপাদ বড়ই প্রীত হন। শ্রীমন্দিরে মধ্বাচার্য্যের পাদলেখা ও অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রায় প্রতিবিষ্ণু-মন্দিরেই শ্রীহনুমান্, ভীমসেন ও ব্রহ্মার আনুগত্যের নিদর্শন বর্ত্তমান। বেলা ৯টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সভামুখে গয়াধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১৮ মিঃ এর ট্রেণে বিশেষ কার্য্যবশতঃ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে চলিয়া আসেন।

প্রভুপাদ বলেন, এই স্থান আমাদেরই গুরুবর্গের স্থান। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদ মন্ত্রাম্নায়ভুক্ত, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তদনুগত, জগদ্‌গুরুলীলাভিনয়কারী কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইস্থানে মন্ত্রাম্নায় স্বীকারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গয়া-যাত্রার সফলতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমাধ্বগণের গয়া একটি প্রধান স্থান, শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিপ্রবাহের মূল প্রারম্ভ এই স্থানেই প্রকটিত। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের শ্রীপদাঙ্কপূত এই মহাপুণ্যস্থানে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একটি স্থান হওয়া একান্তআবশ্যক। আমি বহুদিন হইতেই এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, ২৯ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার গয়াধামে আসিয়াছিলাম। আর বহুদিন পরে বোধ হয় কুরুক্ষেত্রে সেই আশা সফল হইতে পারে।"

প্রভুপাদ গয়া ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার হাউসের দক্ষিণে প্রাসাদোপম একটি সুরম্য অট্টালিকা গয়া-গৌড়ীয়মঠের জন্য স্থির করেন। মঠগৃহটি প্রভুপাদের ইচ্ছার অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই স্থির হইয়া যায়।

অপরাহ্ণে (রবিবার) গয়া-Hallettটাউনহলে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ সভাপতি হন। প্রথমে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ইংরাজী ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আয়োজনের জন্য গয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বাবুকে ও অন্যান্য সজ্জনগণকে ধন্যবাদ দিয়া গোস্বামিপ্রভু "গয়াধাম-মাহাত্ম্য; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট গয়াধামের প্রয়োজনীয়তা; শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ, গয়ায় কর্ম্মবাদের পরিসমাপ্তি ও শুদ্ধভক্তিবিচারের পূর্ণোদয়, বাস্তব ও অবাস্তবধর্ম্মের পার্থক্য; কর্ম্ম ও জ্ঞানের ন্যায় ভক্তি দেহ ও মনের ক্রিয়া বিশেষ নহে, বস্তুতঃ উহা আত্মার বিষয়; তথাকথিত ধর্ম্মবিচারের সহিত মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের পার্থক্য; সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে; ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়ালয়; মহাপ্রভুর ধর্ম্ম —সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম; মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত; উন্নত উজ্জ্বলরস; বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম; শ্রীনাম-মাহাত্ম্য" প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। গোস্বামিপ্রভুর বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় হিন্দীভাষায় "উক্ত আলোচ্য-পার্থক্য স্বীকারের একান্ত আবশ্যকতা, (শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে) গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-মন্দিরের সেবকমাত্রেরই শ্রীমন্মধ্বানুগতা, শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়-গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে গয়াধামে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়মঠ স্থাপন, কর্ম্ম-জ্ঞানবাদ নিরস্ত হইয়া গয়াধামে শুদ্ধভক্তির বিচার প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরের 'ব্রহ্মতর্ক' প্রবন্ধান্তর্গত সিদ্ধান্ত-সহ গৌড়ীয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য" প্রভৃতি বিষয়ে একটি অতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভার আরম্ভে ও মধ্যে কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর ভক্তগণ সকলে প্রভুপাদের নিকট গমন করেন। প্রভুপাদ পাটনার হ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ ও আরও কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা বলিতেছিলেন।

২২শে এপ্রিল সোমবার দিবসের প্রথম যামে প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ভামবাবুর কুঠী হইতে লোকজনসহ মঠের সমস্ত জিনিষপত্র গয়া-গৌড়ীয়মঠে প্রেরণ করেন। প্রভুপাদ প্রাতঃকাল হইতেই গয়া ডাকবাংলোতে হ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীব্রজেশ্বরী প্রসাদ, হ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীসিংহেশ্বর প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীপ্রবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতির নিকট ইংরাজী ভাষায় হরিকথা বলিতেছিলেন। "বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং" শ্লোক ব্যাখ্যা মুখে প্রভুপাদ কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিরর্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তির বৈশিষ্ট্য, সাধনাভিনিবেশ ও কৃষ্ণপ্রসাদন বিচারের চিৎসমন্বয়, প্রকৃত Patriotism ও Altruism কাহাকে বলে, হৈতুকী ও অহৈতুকী ভক্তি কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে 'তাবৎ কর্ম্মাণি', 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'যস্যাস্তি ভক্তিঃ' ইত্যাদি কএকটি শ্লোকের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন।

গয়াধামে শ্রীগয়া-গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা

ঐদিবস তৃতীয় যামের প্রথমভাগে শ্রীল প্রভুপাদ শুভক্ষণে প্রথমে তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও অনুচরবর্গকে মঠে প্রেরণ করিয়া পরে নিজে তথায়

শুভবিজয় করেন। অদ্য হইতে গয়াধামে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলেন বলিয়া সঙ্কল্পাদরণে বিঘোষিত হয়। মঠভূমটির দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পাহাড়, উত্তরে Electric Power House. পূর্ব্বে কতকগুলি বিশিষ্ট বাঙ্গালীর বাড়ী, পশ্চিমে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও Church। স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও ভজনোপযোগী। মঠের ঠিকানা :—"গয়া-গৌড়ীয় মঠ, চার্চ্চ রোড্, হিল্ সাইড, গয়া"।

সন্ধ্যায় (২৭শে এপ্রিল সোমবার) গয়া-টাউনহলে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় এক পাব্লিক সভায় অধিবেশন হয়। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তলাল দাস বি-এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু হরিবিলাস প্রসাদ মহাশয়ের সমর্থনে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত জয়নন্দনী সহায় বি-এ, বি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয় ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় ঘণ্টাদ্বিকাল এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সেবকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে গয়া-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত রায় হরিপ্রসাদ মহোদয় ভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেশক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী রাগদন্ত মহাশয় সভায় আদি ও অন্তে সুললিত কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ এলাহাবাদ হইয়া কাশী রওনা হন।

তৎপর দিবস (২৮শে এপ্রিল মঙ্গলবার) গয়াধামের সুপ্রসিদ্ধ বিওসফিক্যাল হলে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ আহূত হন। বিওসফিক্যাল স্কুলের সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বি, সাহুজয় সহায় বি-এ, বি, টি, মহাশয় প্রচারকগণকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। ঐ দিবস স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত দশরথ লাল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ইংরাজী ভাষায় ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। রায় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মহোদয়, বিঃ বি, ভাহুজয় বি, এ, বি, টি; শ্রীযুক্ত বসন্তলাল দাস বি, এল্; শ্যামবাবুর কুঠীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় প্রমুখ গয়াসহরের বিশিষ্ট সজ্জনগণ গয়াধামে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

২৯ এপ্রিল, ১৯২৫ শুক্রবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইউনাইটেড্ প্রেস হইতে প্রাপ্ত 'গয়াধামে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা'র যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

GAUDIYA MATH

Branch Established at Gaya.

Gaya, April 24.

A branch of the well-known Gaudiya Math of Bengal has been established here. The President Acharyya of the Calcutta Math with some leading disciples and eloquent speakers arrived here on the 19th instant. Five public meetings were convened at different places of the town and learned lectures were delivered on 'Sanatan dharma' and 'Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu's visit to Gayadham.' 'Mahaprabhu's Leela' was shown by magic lantern.

—United Press.

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

আগামী ৩রা মে সোমবার মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চমের "রজত-জুবিলী" উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৪২ ; ৪ঠা মে, ১৯৩৫ { ৩৮শ সংখ্যা।

গয়াক্ষেত্র

গয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে পরমপবিত্র ও প্রধান তীর্থ বলিয়া হিন্দুগণের নিকট সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে এইস্থান জরাসন্ধের রাজত্বের অধীন 'মগধ'-নামে খ্যাত ছিল। এইস্থান শৈলমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুশোভিত। পিতৃপুরুষ বা প্রেতাদির উদ্দেশে পিণ্ড-প্রধান ও তদনুকূলে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের জন্যই গয়াতীর্থ সমধিক বিখ্যাত। গয়াতীর্থের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য বিবিধ পুরাণশাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। গরুড়পুরাণ ৮২-৮৬ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ (শেঃ বঃ কঃ) ১—৮ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ ১১৪-১১৬ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ২ অং ১৬ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ১৯ অধ্যায়, রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১১১-১১২ ; মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৪, ৮৭ ও ৯৫ অধ্যায় ; অনুশাসনপর্ব্ব ২৫ অধ্যায় ; হরিবংশ ১০৯ অধ্যায় প্রভৃতিতে গয়ার মাহাত্ম্য ও বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যর উইলিয়াম হাণ্টার * প্রভৃতি মনীষিগণের বিচারে গয়া প্রথমে বৌদ্ধতীর্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা বলেন, —বৌদ্ধগণের অধঃপতনের পর হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির উপর বিষ্ণুগয়া স্থাপন করেন। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য মনীষি-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের মতাবলম্বিগণের এইরূপ মত শুনা যায়। আমরা গৌড়ীয়ে ঐ মতের অর্ব্বাচীনতা যুক্তি ও ইতিহাসের সাহায্যে অনেকবারই প্রদর্শন করিয়াছি। এখন গয়া সম্বন্ধে ঐ সকল মনীষি-সম্প্রদায়ের ঐরূপ মতের কিছু সমালোচনা করিব। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের উপর বিষ্ণুগয়া নির্ম্মিত হওয়া দূরে থাকুক, বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্ব

* Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol. I. III., Raja Rajendra Lal Mittra's "Budha Gaya", Sir W. W. Hunter's "Imperial Gazetteer" of India (3rd Edition) Vol. V. P. 47.

হইতেই গয়া যে সনাতনধর্মাবলম্বিগণের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরা বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারতের মধ্যে দেখিতে পাই। বাল্মীকি-রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতিগীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন পরমেষ্ঠেব পিতৃন্ প্রতি॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥

(অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১১-১২)

গয়া বিষ্ণুর ক্ষেত্র বলিয়াই চিরবিদিত। কিন্তু বিষ্ণুর অসুরমোহনাবতার বুদ্ধদেবের আচার-প্রচারে এক শ্রেণীর লোক বিমোহিত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই বুদ্ধকে 'বিষ্ণু' হইতে স্বতন্ত্র নায়ক-বিশেষ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা আপনাদিগকে বিষ্ণুর উপাসক 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে 'বৌদ্ধ' বলিয়াই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতেই বেদ নির্গত হইয়াছে। বিষ্ণুই বেদের উদ্ধারক, সংরক্ষক ও প্রচারক। বুদ্ধমূর্ত্তিতে বিষ্ণু বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহার নিরাস করিয়াছেন; কিন্তু তাহা বুঝিতে না পারিয়া এক শ্রেণীর লোক বুদ্ধ বিষ্ণুকে বেদের নিন্দক ও বেদবিরোধী অবিষ্ণু বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি কালক্রমে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত হইয়া 'বৌদ্ধ' ও 'পাষণ্ডী হিন্দু' নামে পরিচিত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই অবৈষ্ণব বা বিষ্ণুর বিরোধী। 'পাষণ্ডী হিন্দুগণ' মুখে বিষ্ণু ও বেদকে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ বিষ্ণু ও বেদের বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং ঐ সকল বিষ্ণুসেবাবিরোধী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপকেই হিন্দুধর্ম্মের বা সনাতনধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া প্রচার করেন। ইঁহারা 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ', ইঁহাদেরই আর এক শ্রেণী 'নির্ব্বিশেষবাদী' বা 'মায়াবাদী'। পাষণ্ডী হিন্দুগণ কখনও পঞ্চোপাসক এবং কখনও বা পঞ্চোপাসনার ক্রমপরিণতিতে নির্ব্বিশেষবাদী। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, পঞ্চোপাসক, নির্ব্বিশেষবাদী ইঁহারা সকলেই কার্য্যতঃ বিষ্ণু ও শ্রুতির বিরুদ্ধ আচরণকারী এবং বেদ ও বিষ্ণুর প্রতি মৌখিক বা লোকদেখান' সম্মান-প্রদর্শনকারী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাদিগকে স্পষ্ট বৌদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক বলিয়াছেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

বর্ত্তমানে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত ও পরিচিত করাইবার জন্য যে 'বিষ্ণুপদ্ম' ও 'বুদ্ধপদ্ম' নামে দুইটি পৃথক্ পদ্মার অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা পদ্মার অনাদ্যন্ত ও আগন্তুক ঐতিহাসিক পরিচয় মাত্র, বস্তুতঃ সমগ্র পদ্মাই বিষ্ণুতীর্থ।

পুরাণে 'গয়া'নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হয়ত অনেকেরই সুপরিচিত, এজন্য আমরা সেই সকল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিব না।

গয়াতীর্থের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ। (১) অযুর্ত্ত রাজার পুত্র রাজর্ষি 'গয়' একটি যজ্ঞ করিয়া দেবতাগণকে প্রচুর ধনসম্পৎ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া ঐ যজ্ঞক্ষেত্র 'গয়' নৃপতির নাম হইতে 'গয়া' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এইরূপ বরদান করেন। (২) এই স্থানে ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর নিহত হয়। কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গয়াসুর বেদ-বেদাঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, ইহার তপস্যা-প্রভাবে দেবতাগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেবতাগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও বল প্রয়োগ এবং গয়াসুরের মস্তকে 'ধর্ম্মশিলা' নামক একটি শিলা স্থাপন করিয়া উক্ত অসুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবতাগণ কোন ক্রমেই অসুরকে নির্য্যাতিত করিতে পারেন নাই। গয়াসুর কঠোর তপস্যা-প্রভাবে অমিত বল লাভ করিয়াছিল। অবশেষে দেবতাগণ গদাধর বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু গদার আঘাতে গয়াসুরের শরীরকে নিষ্পন্দ করিয়াছিলেন। গয়াসুরের মৃত্যুকালে গদাধর উক্ত অসুরকে বর দিতে চাহিলে গয়াসুর বলিয়াছিল,—'ভগবান্, যেস্থানে আমি আহত হইয়াছি, সেইস্থানেই যেন আমি শিলা হইয়া থাকি।' বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ গয়াসুরের সেই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক সেই শিলার উপর তাঁহার পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন। গয়াসুরের অন্যতম প্রার্থনানুসারে এইস্থানে যে কেহ পিণ্ডদান ও তর্পণ করিবেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ বা

স্বজন সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিবেন, এইরূপও একটি বর গদাধর পরিপূরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই এইস্থান গয়াক্ষেত্র ও কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণের পিতৃতর্পণের প্রধানস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

অসুরগণ প্রস্তরাদি স্থাবরদেহ লাভকেই তাহাদের তপস্যার চরম প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে—ইহা আমরা গৌর-রামানন্দ-সংবাদেও দেখিতে পাই।

মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)

ইহাই নির্ব্বিশেষ গতি। এই নির্ব্বিশেষ গতি দুই প্রকার। দার্শনিকের পরিভাষায় (১) 'অচিন্মাত্রবাদ' ও (২) 'চিন্মাত্রবাদ'। অচিন্মাত্রবাদে একেবারে অচিৎ বা জড় অর্থাৎ প্রস্তরাদির ন্যায় অনুভূতি-রহিত হইয়া যাওয়ার অবস্থা বুঝায়। চিন্মাত্রবাদে অচিৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণ জড়াবস্থা-লাভের কামনা নাই বটে, কিন্তু কেবল-চেতনময় ভাব বা চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। বস্তুতঃ 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' ব্যতীত কেবল-চেতনময় বা জ্ঞানময় অবস্থা অস্বাভাবিক ও নিরর্থক। জ্ঞান বা আনন্দ থাকিলেই জ্ঞানের ও আনন্দের একজন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অবশ্যই থাকিবে। যেখানে কেবল চিন্মাত্রবাদ আকাশ-কুসুমের ন্যায় সিদ্ধির স্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, সেখানে উহা অচিন্মাত্রবাদেরই প্রচ্ছন্ন প্রতীক মাত্র। এজন্যই শ্রীচৈতন্যদেব চিন্মাত্রবাদকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ' অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অচিন্মাত্রবাদ বলিয়াছেন।

গয়ার একটি উপনগর 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিত। এই-স্থান গয়া হইতে ৯মাইল দূরে নিরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। কেহ কেহ এই স্থানের প্রাচীন নাম উরুবিল্ব বলিয়া থাকেন। শাক্যসিংহ যখন শান্তি-লাভের জন্য নিজ রাজৈশ্বর্য্য, প্রিয়তমা পত্নী, আত্মীয়-স্বজন—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কোথাও হৃদয়ের তৃষ্ণা শান্ত হইতেছে না দেখিয়া অবশেষে উরুবিল্ব-গ্রামে আসিয়া উপনীত হন এবং তথায় ষড়্বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতেও তাঁহার শান্তি লাভ হইল না। তখন তিনি নিরঞ্জনা নদীর জলে স্নান করিয়া শ্রান্তি দূর করেন ও সুজাতানাম্নী এক কন্যার হস্তে অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তৎপরে তিনি বোধিদ্রুম-মূলে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"—এই সঙ্কল্প করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন ও তথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই জন্যই উরুবিল্বগ্রাম 'বুদ্ধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"শাক্যসিংহ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়াশীর্ষ পর্ব্বত হইয়া নৈরঞ্জনা নদী-তীরে উপস্থিত হন এবং উহারই অদূরে বোধিতরুমূলে বুদ্ধপদ লাভ করেন।" এই স্থানে শাক্যসিংহ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ছত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে বুদ্ধদেবের একটি বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছেন। মূর্ত্তির অঙ্গ সোণার পাতে মণ্ডিত। বুদ্ধগয়ার মন্দির ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। কেবল-মাত্র মন্দিরের চূড়ার কিয়দংশ উপর বাহির হইতে দেখা যাইত। ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ গয়ানগরী বিধ্বস্ত ও জনমানবহীন মরুপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় বালুকাস্তূপ অপসারিত করিয়া এই মন্দিরের উদ্ধার-সাধন হইয়াছে। এই মন্দিরটি ১৭০ ফিট উচ্চ। মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের দক্ষিণভাগে হিন্দুগণ প্রাচীনকাল হইতে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানাদি করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং এই স্থান যে, শাক্যসিংহের পূর্ব্ব হইতেও হিন্দুগণের তীর্থরূপে পরিচিত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং গয়ানগরীতে আগমন করেন। তখন তথায় প্রায় হাজার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

বুদ্ধদেব নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। 'নিরঞ্জনা' ও 'বিরজা' শব্দ-ভেদ মাত্র; বস্তুতঃ একই অর্থদ্যোতক। যাহাতে অঞ্জন অর্থাৎ কোন প্রকার মলিনতা নাই, তাহাই নিরঞ্জন। যাহা হইতে সমস্ত রজোধর্ম্ম বিগত হইয়াছে, তাহাই বিরজ; নদীর নাম বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'আপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। শাক্যসিংহ বা কপিল প্রভৃতি মনীষিগণের আকাঙ্ক্ষিত স্থান—বিরজা। বিরজার পর চিন্মাত্রবাদিগণের আকাঙ্ক্ষিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের লোক ভেদ করিয়া চিদ্‌বিলাস-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের

পরব্যোম। পরব্যোমের নিম্নার্দ্ধই আড়াই প্রকার রসের সেবিত নারায়ণের বৈকুণ্ঠ, আর উত্তরার্দ্ধেই পরিপূর্ণ বিশ্রম্ভযুক্ত পঞ্চরস-সেবিত অদ্ভুত ব্রজনবযৌবন স্বভাব কৃষ্ণলোক বা গোলোক। ভারতম্য-বিচারে পরব্যোম নিম্নার্দ্ধ বৈকুণ্ঠ ও তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী বিচার সমূহ গোলোকেরই ব্যতিরেকভাব ও অন্তর্গত।

গয়াতীর্থে গয়াসুর প্রস্তরত্বে পরিণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিল। এই আদর্শ অচিন্মাত্রবাদেরই স্বরূপ। এই অচিন্মাত্রবাদের উপরেই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক-গণের ফলভোগবাদ এবং নির্ব্বিশেষবাদীর ফলত্যাগবাদের প্রাদুর্ভাব রচিত হয়। বিমুখমোহনাবতার শাক্যসিংহ তাঁহার বোধিসত্ত্বাদাত্ত বা নির্ব্বাণবাদের মধ্যে গয়াসুরের অচিন্মাত্রবাদের আদর্শেরই দ্বিতীয় পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে চিন্মাত্রবাদের প্রচারক দ্বিতীয় বিমুখমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের ফলত্যাগবাদের মহিমায় এই স্থান প্লাবিত হইয়াছিল। ফলভোগের মধ্য দিয়া ফলত্যাগবাদের আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন এই সময়ে তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর চিত্তকে গ্রাস করিয়াছিল। ইহার পরে গয়ার বিষ্ণুপাদের মন্দিরের সেবকগণ সকলেই অদ্যাবধি মধ্বানুগ আচার ও বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এখনও বিষ্ণুপাদের মন্দিরের দ্বারে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আসন ও শ্রীমাধ্বসিংহাসনসমূহ শোভিত আছে। পরবর্ত্তি সময়ে গয়ার বিষ্ণুপাদের মন্দিরের দ্বারে গণেশ, দত্তাত্রেয়, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মূর্ত্তি বসাইয়া শ্রীশঙ্করানুগ পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতিও প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে।

এই স্থানে মধ্বানুগত্যের এইরূপ প্রবল বিচার ছিল বলিয়াই মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ গয়াক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন এবং বর্ত্তমানকালেও শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণ উত্তর ভারতের মুখ্যতীর্থ বলিয়া গয়া দর্শন করেন এবং একবার শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে আগমন করিয়া একদিকে মধ্বানুগত্যের নামে যেসকল আনুষ্ঠানিক কর্ম্মকাণ্ড পরবর্ত্তি-কালে তত্ত্ববাদি-শাখায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিরাসকল্পে দিব্যজ্ঞান-লাভ-লীলা-প্রকাশের পূর্ব্বে অজ্ঞান কর্ম্মজড়গণের পক্ষে ঐরূপ কর্ম্মকাণ্ডের সাময়িক প্রয়োজনীয়তার কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া * জানাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা গৌরসুন্দরের কর্ম্মমার্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা প্রেরণা-প্রদান নহে, তাহা পদ্মের অবিকৃতরূপ প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও কর্ম্মকাণ্ড-নিরাস-মাত্র। কারণ, এই গয়াই জগদ্গুরু, লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-লীলা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-পরম্পরা আবিষ্কার ও তাহার অব্যবহিত পরেই পদ্মের বিকৃতি ও প্রেমভক্তি প্রকাশের প্রথম প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন। গদাধর বিষ্ণুর পাদপদ্ম স্পর্শে গয়াসুর প্রস্তরত্বে পরিণত হইয়া নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভক্তারিগতিদায়ক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদস্পর্শে এইস্থান প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ঘাবতীয় অচিন্মাত্রবাদের বিচার হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্‌বিলাস-সিদ্ধান্তের দিব্যজ্ঞান-বিচারে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এখানে শাক্যসিংহের দিব্যজ্ঞান লাভের অভিনয় ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের দিব্যজ্ঞান-লাভ-লীলার আদর্শ বিমুখমোহন ও উন্মুখের আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় করিয়াছে। এই সত্যবাণী ঘোষণা ও দিব্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শনের জন্যই গয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থাপনের সূচনা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণ ও অনুকম্পায় গয়ার গৌর-পদাঙ্কিত বিভিন্ন স্থান-দর্শনের বৃত্তান্ত ও তথ্য আমরা 'গৌড়ীয়ে' ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব।

---

* যদ্ বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্। (গীঃ ৩।২৬)

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ

২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত ঢাকার উপকণ্ঠে কমলাপুরে 'শ্রীগোপাল জিউ মঠ' সন্দর্শন করিতে গমন করেন এবং কৃপাপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে কৃতিকোবিদ ভক্তিবোধ মহাশয়ের কমলাপুরস্থ ভবনে পদার্পণ করেন। ভক্তিবোধ দীনেশ বাবু আচার্য্যবন্দনার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি কমলাপুরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের

রাস্তা হইতে তাঁহার গৃহের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রভুপাদের পদচারণ-পথসমূহ রঞ্জিত বস্ত্রের দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং ঐকতানবাদ্য ও সঙ্কীর্ত্তন-নির্ঘোষের দ্বারা প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবোধ মহাশয়ের সুসজ্জিত গৃহে আসন গ্রহণ করিলে ভক্তিবোধ মহাশয় সপরিবারে প্রভুপাদের পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিলেন। ভক্তগণ ভক্তিবোধ মহাশয়ের আর্ত্তি ও সেবোন্মুখতায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উচ্ছিষ্ট 'বৈকালী প্রসাদ' গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত অন্যতম প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী মহাশয়ের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রভুপাদ ভক্তগণসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কমলাপুর হইতে শান্তিনগরে সুপতি বাবুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। ঢাকা 'জগন্নাথ-ইণ্টারমিডিয়েট' কলেজের গণিত-শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র পাল এম্-এ, সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্-এ বি-এল্, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী প্রভৃতি কএকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণের জন্য প্রায় দুই ঘণ্টা কাল হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ কমলাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সুপতি বাবুর গৃহের প্রাঙ্গণস্থ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভুপাদকে বলিলেন, আমি বহুদিন যাবৎ অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত, আমি ছেলেদের স্বভাব-চরিত্র বহুবৎসর যাবৎ অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। উচ্চশিক্ষা-সত্ত্বেও শ্লীলতা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতার অভাব তাহাদের চরিত্রে এরূপ-ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে যে, তাহাদিগকে পরমেশ্বর-ভক্তির কথা বলা দূরে থাকুক, সাধারণ লৌকিক নীতিই শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর। এরূপ স্থলে আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, তাহাদিগকে প্রথমতঃ পরমেশ্বরের কথা না বলিয়া সাধারণ নীতিতে কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়?

অভয় বাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া অতি সুন্দর বিশ্লেষণ-যুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা ইহা পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত করিব। প্রভুপাদের উত্তরের সারমর্ম্ম এই ছিল যে, 'শাখা-পল্লবের আলোচনা অপেক্ষা মূলের আলোচনা-দ্বারাই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে।' এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'বক্তারি ভক্তি-ভগবত্তাকিঞ্চনা', 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,' 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং', 'তস্মাদ্ভক্ত বভঃ', 'মদ্ভাবোদ্ধবলোকে চিত্তে', 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ', 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা,' 'মনসৈতান্ 'বিদন্যান্' 'আরাধিতো যদি হরিঃ', 'যাবানহং যথা ভাবঃ' 'প্রায়েণ বেদ', 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত', 'বেদৈরবিহীনাঃ', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে', 'অন্যাভি-লাষিতা-শূন্যং', 'ভক্তিযোগেন মনসি', 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং', 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং', 'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে', 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' ইত্যাদি বহু শ্লোক ব্যাখ্যা-দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের অতি সুমীমাংসা করিয়াছিলেন। অভয় বাবু স্থান-পরিত্যাগ-কালে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদকে বলিলেন, আমি আজ বিশেষ উপকৃত হইলাম,—আপনি অশেষ শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ।

এই সকল প্রসঙ্গের পর ঢাকা-মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সুর বি-এ মহাশয় সভা-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর একটি কীর্ত্তনের পর সেই দিনের সভা ভঙ্গ হইল। সভা-ভঙ্গের পর সুপতি বাবুর গৃহে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব করিলেন।

২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল বুধবার প্রাতঃকালে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্-এ, বি-এল্, ডক্টর তারাপদ বসু এম্-বি, ডক্টর কালীপদ বসু ডি-এস্ সি (সিএইচ, ডি) প্রমুখ ভ্রাতৃবৃন্দের সকাতর প্রার্থনায় তাঁহাদের ঢাকা-সেওনবাগান পল্লীস্থ ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক পদার্পণ করিয়া হরিকথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহের পরিবারবর্গ সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত আচার্য্যের অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অর্দ্ধঘণ্টার অধিককাল হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ—উভয়েরই পরমার্থবিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতার কথা জানাইয়াছিলেন। গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ—উভয় জীবনেই বৈষ্ণব-সেবার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্" এই শ্লোক-দ্বারা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। 'স

বৈ পুংসাং পরোধর্মঃ" শ্লোক-দ্বারা অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিই গৃহস্থ ও ভাক্ত-গৃহের পরমধর্ম, 'লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং' শ্লোক-দ্বারা কালবিলম্ব না করিয়া হরিভজনে চেষ্টান্বিত হইবার অত্যাবশ্যকতা, 'অনাদরাদ্' ও 'প্রায়শ্চিত্তমতো' বৃদ্ধ্যা' শ্লোক-দ্বারা যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য, বিলাস ও বিরাগের পার্থক্য, 'ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং' শ্লোকের দ্বারা প্রকৃত গৃহস্থ ও গৃহব্রত জীবনের পার্থক্য, গৃহস্থ ও ভাক্তগৃহের মধ্যে পরস্পর কিরূপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হওয়া কর্ত্তব্য এবং 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ', 'ঈশ্বরে তদধীনেষু', 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে'—শ্লোকত্রয়ের দ্বারা গৃহস্থ ও ভাক্তগৃহ জীবনের ত্রিবিধ অধিকারীর বৈশিষ্ট্য এবং 'ঈশাবাস্য' শ্লোকের দ্বারা জগতের সমস্ত উপকরণকে হরিসেবায় ও তদুচ্ছিষ্ট জ্ঞানে গ্রহণ করিবার যোগ্যতায় মানবের মঙ্গল-লাভের কথা শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণন করিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর কালীপদ বসু প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আমরা ভগবানের সেবার পথ দিয়া না গিয়া মানবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ নিবারণের পথ দিয়া আত্মোপলব্ধির পথে গমন করি, তাহা হইলে কি হানি হয়? দীন-দুঃখীর সেবাই যেন পরমেশ্বরের ভজন অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ ও শ্রেষ্ঠ-সেবার পথ বলিয়া মনে হয়।"

ডক্টর কালীপদ বসুর উক্ত প্রশ্নের উত্তর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তাঁহার পরিচিত কোন ভূমাধিকারীর গৃহের একটি প্রত্যক্ষ সত্য উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, উক্ত জমিদার কোন একটি অনাথ ও নিরাশ্রয় বালককে অতি শিশুকাল হইতে নিজ-গৃহে স্থান প্রদান করিয়া তাহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষা ও আইন পাশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ছেলেটি সেই জমিদারেরই কন্যার প্রতি অবৈধ অত্যাচার করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারের গৃহকে কলঙ্কিত করিয়াছিল! এমন কি, উক্ত যুবক অবশেষে আইনের আশ্রয় লইয়া মিথ্যা মোকদ্দমা দ্বারা বহু টাকার দাবী করিয়া জমিদারকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল। জাগতিক পরার্থিতার পুরস্কার অনেক সময় এইরূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য জাগতিক পরার্থীর আদর্শ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখনই কেহ তাঁহার উপকার করেন, তখনই তিনি ভাবেন যে, তিনি কোন কালে ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে কোন উপকার করিয়াছিলেন কি না। পার্থিব উপচিকীর্ষা ধানের, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা মানুষে থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু পরস্পরের আত্মার উপকার করিবার যে চেষ্টা, তাহাতেই মানবজাতির চেষ্টান্বিত হওয়া উচিত। পার্থিব পরোপকার নৈতিকতা-মাত্র। মানবমাত্রই এইরূপ নৈতিক আনুষঙ্গিক ভাবেই হইবেন। কিন্তু পরমার্থ-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানবের বৈশিষ্ট্য—যাহা ভোগকামী দেবতাগণেও দুর্লভ। হরিভক্তি-হীন পার্থিব পরার্থিতা পরস্পরের মধ্যে ভোগের একটা বাটোয়ারা-বন্দোবস্তেরই রূপান্তর মাত্র। অনেক সময় ঐ বাটোয়ারা-ভাবটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে ত্যাগের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় এবং তাহা উদারতার নামে প্রচারিত হয়, তাহা প্রচ্ছন্ন ভোগেরই আদর্শ। পার্থিব পরার্থিতা নাস্তিক ও পশ্বাদি ইতর প্রাণীতেও সুলভ, আর ঐরূপ পরার্থিতার পরমাণুও অপসঙ্গের ও প্রচ্ছন্ন অপস্বার্থ-বিজড়িত। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নিকপট অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সহায়তার জন্য হাসপাতাল, চিকিৎসাগার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পুষ্করিণী-খনন, পথ-ঘাট-নির্ম্মাণাদি কার্য্য কিম্বা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিলে দরিদ্রকে 'নারায়ণ', অমঙ্গলগ্রস্ত বদ্ধজীবকে 'শিব' কল্পনা করিয়া নাস্তিকতা-পরিপুষ্টির ও আত্মার অমঙ্গল-আবাহন-চেষ্টা হইতে জীব উদ্ধার লাভ করিতে পারে এবং সমগ্র মানব-জাতি ও সমাজের ঐকান্তিক স্থায়িমঙ্গল সাধন করিতে পারে। কর্ম্মবাদ বা নাস্তিকতার মধ্য দিয়া প্রকৃত আত্মানুশীলন হয় না। অধোক্ষজে শুদ্ধভক্তি উদ্ভূত করাই আত্মার প্রকৃত অনুশীলন ও আত্মানুবৃত্তির পরিচায়ক। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ণে বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণের জন্য ভূপতিবাবুর ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল

প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মানের কথার মধ্যে তারতম্য, Anthropo-morphism, Zoo-morphism, Phyto morphism, Predominated & Predominating aspect of the Absolute প্রভৃতি বিষয়ে অনর্গল কএকঘণ্টা ব্যাপিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় আদৌ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানে শ্রীগৌড়ীয়মঠকে অন্যরূপ মনে করেন, তাঁহাদের অসংখ্য আক্রমণের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তবসত্যের প্রচার কোনরূপে আক্রান্ত হয় না। ছিপি আঁটা সুরক্ষিত শিশির মধ্যে যদি মধু থাকে এবং সেই স্বচ্ছ কাচপাত্রের বাহিরে যদি অসংখ্য মক্ষিকা বসিয়া থাকে এবং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ব্বোধ লোকগুলি যদি 'মক্ষিকা সমস্ত মধু খাইয়া ফেলিল' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। তিনি জানেন, ঐ সকল অসংখ্য আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বা গণমত বাস্তবসত্যকে গ্রাস করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে না।

২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার অমোকাষ্টমী। প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়ের তারীপল্লিস্থিত ভবনে কৃপাপূর্ব্বক পদার্পণ করেন। ভক্ত্যাশ্রম প্রভু সপরিবারে আচার্য্যের পাদপদ্ম পূজা ও ভক্তগণকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের উচ্ছিষ্ট প্রদান পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃ ৯ ঘটিকার মধ্যেই 'শান্তিনগরে' সুপতি বাবুর গৃহে ফিরিয়া আসেন।

প্রাতঃকাল নয় ঘটিকার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীসাহিত্যের রীডার সর্ব্বজনপ্রিয় দৈন্য-বিনয়-বিভূষিত ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ (কলিকাতা), পি এইচ-ডি (লণ্ডন) তাঁহার সুযোগ্যা বিদুষী পত্নী শ্রীযুক্তা সুধাতা রায় এম্-এ, এম্-ই-ডি (লিড্স্) (প্রিন্সিপাল কে জি ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ, ঢাকা) মহোদয়ার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সুপতি বাবুর ভবনে আগমন করেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদনাদি দ্বারা আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কিছুকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন।

অপরাহ্নে পুনরায় ডক্টর এস্ এন রায় ও মিসেস্ সুধাতা রায় প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় ঢাকার অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের সন্নিধানে উপদেশ-লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অবিশ্রান্তভাবে কএকঘণ্টা ব্যাপিয়া আধ্যক্ষিক মতবাদসমূহ নিরাসপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত পরাৎপর তত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদসমূহের তুলনা-মূলক বিচার, শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিকৃত মতবাদ, তত্ত্ববস্তু-বিচারে নানাপ্রকার ভ্রান্তি, উপাস্যতত্ত্বনির্ণয়ে নানাপ্রকার অবিচার ও তৎসম্বন্ধে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত-মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তরাজি, It-God, She-God ও He-God এর প্রাকৃত ধারণা, জড় নিরাকার ও জড়সাকার বাদ, অজের অন্বিত্ব, মৎস্যাবতার হইতে নৃসিংহাবতার পর্য্যন্ত অবতারাবলির জনকের অভাব, আবার রামাবতারে রামের জনক, কিন্তু সীতার জনকের অভাব, একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রের উপাসনায় Crippled Theism, Hero-worship প্রভৃতি অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেন। 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ', 'নারায়ণপরাঃ', 'ভ্রাজদ্-প্রভো যৎকথাসু', 'নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা', 'স্বয়োপ-যুক্তয়া সদৃশবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ', 'ন সাম্যতোঽয়ং ন রমাদি-পত্যং' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিয়া রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা কাল পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই দিনই অর্থাৎ ২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত্রির ট্রেণে শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহে শ্রীরূপরাঘবগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের আর্ত্তি-আহ্বানে ঢাকা পরিত্যাগ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা-পরিত্যাগের সংবাদ জানিয়া শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সজ্জনবর শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয় সপরিবারে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। যাহাহউক শ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণে তাঁহাদের গৃহে যে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের বন্যা ও গোলোকের প্রেমানন্দ অবতরণ করিয়াছিল, তাহা প্রভুপাদের গমনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রকাশিত হইবে ভাবিয়া তাঁহারা সকলেই

আন্তরিকভাবে দুঃখানুভব করিয়াছিলেন শ্রীল প্রভুপাদকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য তাঁহারা সকলে এবং ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রমুখ সজ্জনগণ ঢাকা-ষ্টেশনে আগমন করিয়াছিলেন।

সুপতিবাবু তাঁহার গৃহ হইতে প্রভুপাদের ময়মনসিংহ গমনের পর প্রভুপাদের নিকট যে একখানি আর্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

Purana Paltan, P.O. Ramna

Dacca, the 12. 4. 1935

শ্রীশ্রীচরণপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম অন্তে নিবেদন এই,

জানিনা, আমাদের কত জন্মের সাধনার ফলে আমাদের মত অধম পরিবারের সেবা আপনার অপার কৃপায় স্বীকার করিয়াছেন। আপনার পরম ভক্ত আমাদের পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজের অনুগ্রহে আমরা এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—নতুবা আমাদের কোনই যোগ্যতা আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা কত ত্রুটীই করিয়াছি; কিন্তু আপনার এবং আপনাদের দেব-চরিত্র ভক্তগণের অসীম অনুগ্রহ আমরা অনুক্ষণ অনুভব করিয়াছি। আমাদের জীবনে এরূপ আনন্দ আর কখনও লাভ করি নাই। আপনার দেবোপম মূর্ত্তি, অমিয়কথা, Charming Personality জীবনে কেহ ভুলিব না। আপনার ব্যবহৃত প্রত্যেক ঘরে এখনও এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় গন্ধ আমরা লাভ করিতেছি। আমাদের ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আপনাদের এরূপ কৃপাপ্রকাশে আমরা কত যে কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। আজও জগতে এরূপ বিমল আনন্দের ধারা প্রবাহিত আছে, ইহা যে অনুভব না করিয়াছে, সে বিশ্বাস বা স্বীকার করিবে না। আমরা এপৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হারাইয়া তাহার বিনিময়ে আপনার পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছি। আমরা বড় দুঃখী, বড় দীন। আপনার দয়াভিন্ন আমরা পথ খুঁজিয়া পাইব না। আমাদের করজোড়ে প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন, যেন আমরা কৃষ্ণ-সেবার যোগ্যতা লাভ করিবার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারি।

আপনার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী

বিনয়াবনত—

শ্রীসুপতি রঞ্জন সান্যাল

ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদ

ময়মনসিংহ-ষ্টেশনে প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা

১৩৪১ চৈত্র, ১২ই এপ্রিল শুক্রবার প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহ ষ্টেশনে উপনীত হইলে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত ও ময়মনসিংহের জনসাধারণ নানাপ্রকার জয়ধ্বনির সহিত ময়মনসিংহ ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। ময়মনসিংহ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের যে স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি বিচিত্র বস্ত্রাদি-দ্বারা মণ্ডিত ও সুশোভিত এবং 'রাজপথে' একটি সুরম্যতোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈদ্যবাচস্পতি এম্-এ, বি-এল, মহোপদেশক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরপ্রিয় ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেত্রমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী, শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে আচার্য্যের পূজা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় প্রভুপাদকে ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্মে পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন। আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু চক্রবর্ত্তী এম্-এ, পাব্লিক প্রোসিকিউটার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্ ডাক্তার বিপিন বিহারী সেন এম্-এম্-এস্, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীবর্ণদাস গুহ বি-এল, মোক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হরিপদ মণ্ডল প্রভৃতি বহু ব্যক্তি প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর উমেশ বাবু বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত মহারাজ শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের ভবন পর্য্যন্ত ("শশীলজ") শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়া সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্যের সুবৃহৎ বাগানবাটী 'শশীলজে' ভক্তগণ-সহ অবস্থান করেন।

ঐ দিবস (২৯শে চৈত্র, ১৩৪১ ; ১২ই এপ্রিল, ১৯৩৫ শুক্রবার) শ্রীরামনবমী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় সাড়ে ৮ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের নামকরণ করিয়াছেন—— "শ্রীবিনোদ-বল্লভ"।

অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তীরে ভ্রমণ করিয়া ময়মনসিংহ-বড়বাজারস্থ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। তথায় একটি সুরম্য সভা-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সভামণ্ডপের বেদীর উপরে আসন গ্রহণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান পূর্ব্বক প্রভুপাদের পূজা করেন। একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তনের পর শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' পত্রটি উক্ত মঠের মঠরক্ষক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বটুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ সহজানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা ও শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় ইংরাজী-ভাষায় রচিত আর একটি কবিতা পাঠ করিয়া আচার্য্যের শ্রীকরকমলে প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল অভিনন্দনের একটি প্রত্যভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তিসংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সভা-মণ্ডপ বিশিষ্ট জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিম্নে আমরা উপস্থিত কএকজন ব্যক্তির নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম :—

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার উকিল এম্-এ, বি-এল, উকিল, অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, মিঃ এস্, কে, দাসগুপ্ত এম্-বি-ই এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, রায় শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, জমিদার; শ্রীবন্ধুবন্ধু চক্রবর্ত্তী এম্-এ, প্রিন্সিপাল; শ্রীপুলিন বিহারী সরকার এম্-এ, প্রফেসার; শ্রীমোক্ষদাচরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, প্রফেসার; শ্রীমুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রফেসার; শ্রীনীলেশচন্দ্র গুহ এম্-এ, বি-এল, উকিল; শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল; শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উকিল; শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জী, মোক্তার; শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী, মোক্তার; শ্রীনিতাইকুমার বিশ্বাস, মোক্তার; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় মোক্তার; শ্রীপ্রসন্নকুমার আইচ্ মোক্তার; শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মোক্তার; শ্রীগিরিজানারায়ণ বসু হেড্ ক্লার্ক, পুলিস অফিস; শ্রীকালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এল, উকিল; শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকিল; শ্রীযতীন্দ্র সাহা উকিল; শ্রীরামমোহন সাহা মোক্তার; শ্রীবিহারীলাল রায় মার্চ্চেন্ট; ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন এল্-এম্-এস্; শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীসন্তোষ রায় ম্যানেজার, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক্; শ্রীবন্ধুবন্ধু আচার্য্য চৌধুরী বি-এল্, উকিল, জমিদার; শ্রীবিজেন্দ্রচন্দ্র রায় হেড্ ক্লার্ক, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স্ অফিস; শ্রীবিজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাব্-রেজিষ্ট্রার।

৩০শে চৈত্র, ১৩৪১ এপ্রিল শনিবার চৈত্র-সংক্রান্তি। প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থিতি-স্থান "শশীলয়ে" প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণের জন্য কএকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে কুরুক্ষেত্র ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বা শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য কি, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তদ্বিষয়ে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সময়ান্তরে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

বৈকালে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "সনকাদির ঘর চরিল সৌরভাদির গুণে" (মধ্য ২৩।৪৬), এইস্থানে 'সৌরভে' বলিতে কোন্ সৌরভ, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং এতৎপ্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর-মুখে অনেক কথা আলোচনা হয়। এই সময়ে রায় সাহেব মিঃ কিরণচন্দ্র দে মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কএকটি বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই সকল বিষয়ের বিস্তৃত প্রসঙ্গ সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ঐ দিবস (৩০শে চৈত্র, ১৩৪১ এপ্রিল শনিবার) ময়মনসিংহ-টাউন-হলে ময়মনসিংহবাসী জনসাধারণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন-পত্র-প্রদানার্থ একটি সভা আহ্বান

করেন। ময়মনসিংহ টাউনহল স্থানীয় জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার উকীল মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বজন-সম্মানিত প্রবীণ নাগরিক ও অবসর-প্রাপ্ত বিচারক শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্প-মাল্য প্রদান করিয়া প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল :—

"সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

অদ্যকার এই অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি নিযুক্ত হওয়াতে আমি নিজকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিলেও আপনাদের সভাপতি মনোনয়নের প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। কারণ, আমি এই কার্য্যের জন্য নিতান্ত অনুপযুক্ত। অনুপযুক্ত ব্যক্তির স্কন্ধে গুরুভার অর্পণ করিলে ত্রুটী ও বিচ্যুতির সম্ভাবনা। তবে, আমার ভরসা এই যে, আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটী ও বিচ্যুতি মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

যে মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অর্থাৎ গৌড়ীয়-মিশনের পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। তাঁহার নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত। তিনি ও তাঁহার মিশন পৃথিবীময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার করতঃ "গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রচার হইবে মোর নাম" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী সফল করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া বহুস্থানে তাঁহাদের মঠের শাখা স্থাপিত করিয়া পরম উৎসাহে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের অমন্দোদয়া দয়ার কথা কহিয়া ও কৃষ্ণ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া মানব-মনকে প্রবোধিত ও শান্তির পথে প্রধাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

যে মহাপুরুষ এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রীভূত, বহুদেশীয় রাজন্য-বর্গ ও নৃপতিবৃন্দ যাঁহার দর্শনার্থ আগ্রহান্বিত, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর যাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণের বার্ত্তা আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন এবং অপর পাশ্চাত্য মনীষী ও দার্শনিকগণ যাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনাদের নিকট তাঁহার স্বল্প-পরিচয় প্রদান করিবার ও আপনাদের পক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম এবং নিজকে ধন্য মনে করিলাম।"

সভাপতির অভিভাষণের পর ময়মনসিংহ পৌরসভার পক্ষ হইতে পৌরনায়ক (Municipal Chairman) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার সভাপতির ইচ্ছানুসারে ময়মনসিংহে জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। এই অভিনন্দনপত্র গৌড়ীয়ের ৩৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর-মুখে একটি প্রভাতিভাষণ প্রদান করেন। তাহা আমরা পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশ করিব। সমবেত ব্যক্তিগণের অনুরোধে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ তাঁহার য়ুরোপে প্রচারকালীন অভিজ্ঞতার কথা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণন করিয়া অনেক শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ নববর্ষারম্ভ ও হরিবাসরে ময়মনসিংহবাসী সজ্জনবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দের পরমসৌভাগ্য-ফলে শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রাতঃকাল হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ ও দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের সুবৃহৎ ভবন ("শশীলজ্") জনতায় সর্ব্বথাই পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ দিবস বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি প্রভু-পাদের কৃপা প্রাপ্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে শ্রীযুক্ত উদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী—এই অনুকম্পিত ভক্তত্রয়ের ভবনে ভক্তগণের সহিত পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই গুরুপূজা ও বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ উদ্ধবদাস প্রভুর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে ভক্তগণের সহিত প্রভুপাদের একটি আলোক-চিত্র গৃহীত হয়।

অপরাহ্ণে "শশীলজে" ময়মনসিংহবাসী ও সমবেত ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুপাদের একটি আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে স্থানীয় 'ব্যায়াম বিদ্যালয়ে' শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় "গীতার উপদেশ" সম্বন্ধে ছাত্রমণ্ডলী ও উপস্থিত জনসাধারণের নিকট একটি পরম শিক্ষাপ্রদ অভিভাষণ প্রদান করেন। সন্ধ্যার পরে মহারাজ শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য মহোদয়ের নিজ-প্রাসাদে মহারাজের সমীপে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

২রা বৈশাখ, ১৩৩১, ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৪ প্রাতঃকালে আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল ও দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদের উপদেশ ও দর্শনপ্রার্থী হইয়া আগমন করিলে প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ সেই দিন বিশ্বসেবার নামে বিশ্বভোগব্রত ও বিশ্ববৈষ্ণব-সেবাব্রতের পার্থক্য বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। ২রা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৩ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদবিহারীজীকে দর্শন করিয়া ময়মনসিংহ সহর পরিত্যাগ করেন। ময়মনসিংহবাসী বহু ব্যক্তি ও ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য ষ্টেসনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ৩রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল শ্রীবলদেবের স্নানযাত্রা দিবস প্রাতঃ প্রায় ৮৷৷০ ঘটিকায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন।

"রজত-জুবিলি"

ইংলণ্ডেশ্বর ও ভারত-সম্রাট্ মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার রাজত্বকালের পঞ্চবিংশতিবর্ষ সমাপন করিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে মহামান্য সম্রাট্-দম্পতি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এজন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তাঁহাদের রাজত্বকালের পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারত-সম্রাটের রাজ্যের সর্ব্বত্র "রজত-জুবিলি"-উৎসবের অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

রজতজুবিলি-উৎসবের সহিত পারমার্থিকগণের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে,—ইহা অনেকের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন,—"ঐকান্তিক পারমার্থিকগণ যখন পার্থিব রাজনীতি বা সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তখন রজত-জুবিলি-উৎসবে কোনপ্রকার যোগদান, কিম্বা রাজভক্তি-প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাও তাঁহাদের সঙ্গত নহে। যাঁহারা একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিকেই 'ভক্তি' বলেন, ভক্ত ও ভগবানের উৎসবই যাঁহাদের ব্রত, তাঁহারা কেনই বা লৌকিক ভক্তি বা রাজ-সম্পর্কীয় কোন উৎসবে যোগদান করিবেন?" একশ্রেণীর ব্যক্তি প্রকৃত বিষয় জানিবার জন্য এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি পারমার্থিকগণকে কটাক্ষপূর্ণ সমালোচনা ও তাঁহাদের হৃদয়ে যেন কাপটিক স্বার্থপরতা বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অভিলাষ আছে,—এইরূপ সন্দেহ বা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া পারমার্থিকগণের ঐরূপ কার্য্যে যোগদান করা উচিত নহে,—এইরূপ অযথা উপদেশ প্রদান করিতে ধাবিত হন।

এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তঃপুর সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত শ্রেণীর পরিপ্রশ্নের মধ্যে বস্তু-বিচারে অজ্ঞতা থাকিলেও প্রশ্ন-বিষয়ে সরলতা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির হৃদয়ে সরলতা নাই। যে-কোন কারণেই হউক, সেই শ্রেণীর ব্যক্তি কোন জাতিবিশেষ, দেশবিশেষ বা রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং সেই অসন্তুষ্টিকে নৈতিকতা ও স্বদেশপ্রেমের কবচে স্থাপন করিয়া কোন দেশ, জাতি বা রাজার প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ ও সকলকে তাঁহার সেই বিদ্বেষভাবের সহিত যোগদানের জন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আহ্বান করেন। যাঁহারা উহাতে নিরপেক্ষ থাকেন, কিম্বা নিরপেক্ষ না থাকিয়া অন্য কোন অধিকতর মঙ্গলময় পরমার্থ-নীতির দ্বারা চালিত হইয়া সাপেক্ষধর্ম্ম প্রকাশপূর্ব্বক পারমার্থিক হইয়াও

জাগতিক চক্ষে লৌকিক ও আধিক অনুশীলনের ন্যায় কোন বিশেষ চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তথাকথিত ধর্ম্মপ্রেমিকগণ বিদ্বচ্চক্ষে দেখিয়া থাকেন কিম্বা তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করেন।

জাগতিক অসৎকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী—উভয় সম্প্রদায়ই পারমার্থিকগণের বিচার ধরিতে পারেন না। পারমার্থিকগণ কোন দিনই প্রাকৃত সৎ ও অসৎ নীতির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। প্রাকৃত নীতির তৌলদণ্ডে বা কষ্টিপাথরে যাহা নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা বলিয়া পরিচিত—যাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া বিচারিত,—তাঁহারা কোন বস্তুই তাঁহারা বহুমানন করেন না বা তদ্দ্বারা কোন-রূপে পরিচালিত হন না। পারমার্থিকগণের মূল নীতি—পরাৎপর বস্তুতে ভক্তি। সেই ভক্তিকে মূল কেন্দ্র করিয়া যেকোন স্থান, কাল ও পাত্র অবস্থিত এবং তাহাদের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য করিবার জন্য যেকোন স্থান, কাল ও পাত্র বিরাজিত, তাহাদিগের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ও মানদান পারমার্থিকগণের হরিকীর্ত্তনেরই অঙ্গ। জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামি-ব্যক্তিগণ ঐ সকল অপস্বার্থ পোষণের জন্য জাগতিক বড় বা ছোটলোকের তোষামোদী ও বিদ্বদ্গারী করিয়া থাকে। আর পারমার্থিকগণ কৃষ্ণের নামপ্রচাররূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের স্বার্থের আনুকূল্যে জাগতিক মানী ব্যক্তিগণকে মান দান করেন। অতএব কর্ণধারের নিকট পারমার্থিকগণের এই চেষ্টা দুর্নীতি কিম্বা সাপেক্ষতার (Partiality) আদর্শ বলিয়া বিচারিত হইতে পারে; কিন্তু যে নিরপেক্ষতা ভগবানের সেবার আনুকূল্যকারিগণের প্রতি সাপেক্ষতা প্রদর্শন না করে, তাহা নির্ব্বিশেষবাদে পরিসমাপ্ত হয়। ঐরূপ নির্ব্বিশেষবাদ ভক্তগণের বিচারে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

যাঁহারা কোন-না-কোন ভাবে হরিসেবার সাহায্য করিবেন, তাঁহারা বড়ই হউন বা ছোটই হউন, তাঁহারাই মাথার মণি। আর যাঁহারা হরিসেবার সহায়তা না করিয়া কেবল পাথিব দয়ার পাত্র, কিম্বা নীচ বা উচ্চ সামাজিক অবস্থানে অবস্থিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের প্রতি নিরপেক্ষ থাকাই পারমার্থিকগণের পরমার্থের প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। এই জন্যই আমরা নিম্নলিখিত একটি উদ্ভট শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য্যের পারমার্থিক বিচার শুনিতে পাই :—

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্তেন বস্তুং কিতিপেন কিঞ্চিৎ
যাচামি বা স্যাৎ নবশর্ম্মা বা স্যাৎ॥"

পারমার্থিকগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণে করিতে পারেন—একমাত্র জগদীশ্বর, আর কিছু পারেন—দিল্লীশ্বর। ভগবদিচ্ছায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দিল্লীশ্বর পৃথিবীতে প্রকাশিত হন। এক সময় যুধিষ্ঠিরাদি কুরুকুলপ্রাণ রামকুলবর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার পর অনেক হিন্দু ও অহিন্দু দিল্লীশ্বর হইয়াছেন। আবার বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডেশ্বরী ও ইংলণ্ডেশ্বর ভারতের সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট্ হইয়া তাঁহাদেরই প্রতিনিধিরূপে গভর্ণর জেনারেলকে দিল্লীশ্বর করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যাপক অর্থে মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জই বর্ত্তমান দিল্লীশ্বর বা ভারতেশ্বর।

এই দিল্লীশ্বর পারমার্থিকগণের মনোঽভীষ্ট ভগবৎ-নাম-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যাহাতে ভগবানের নাম কীর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে নামপ্রচার সুযোগ দান করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় গৌড়েশ্বর বিধর্ম্মী হুসেন শাহ, তদানীন্তন নদীয়ার শাসনকর্ত্তা মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদ-কাজি প্রভৃতি এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী উৎকলেশ্বর মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের শ্রীনাম-কীর্ত্তনযজ্ঞের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগের সেই সেবাচেষ্টাকে আদর করিয়াছিলেন এবং অমানি-মানদ-লীলার শিক্ষক-শিরোমণি তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু পারমার্থিক চেষ্টায় তাঁহারা প্রথম যুগে যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার আদর করেন নাই। তদানীন্তন বিধর্ম্মী দিল্লীশ্বরগণ পরমার্থের প্রতি বিঘ্ন উৎপাদন করায় শ্রীচৈতন্যদেব তৎপ্রতি নিরপেক্ষ ছিলেন। হিংসা, বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের দ্বারা পরিচালিত হন নাই। রাজদ্রোহ বা রাজ-বিদ্বেষ শাস্ত্র পারমার্থিকগণের চরিত্রে নাই। তাঁহারা বদ্ধজীব নহেন। দেহে আত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্ত তাঁহাদের নাই। তাই দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া

নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, কুকুর ও শৃগালতুল্য দেহ যে দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই 'স্বদেশ' বিচারপূর্ব্বক অন্য প্রতিযোগি-জাতির দেহ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই 'দেশ'কে 'বিদেশ' বিচার করিয়া ক্ষণ-ভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল 'ম'-প্রীতিমূলে অপর দেশের প্রতি বিদ্বেষ-আবাহনকে কখনও তাঁহারা 'প্রেম' আখ্যা প্রদান করিতে পারেন না। যে স্বদেশপ্রেম কেবল অপরের অনুকরণ ও প্রতিযোগিতা-দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপর দেশ বা জাতির প্রতি বিদ্বেষবিষ উদ্গীরণ করে ও সেই বিদ্বেষের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সহায়তা করে, তাহা কি কখনও প্রেম?

পূর্ব্বে অনেক তথাকথিত স্বধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী ভারতেশ্বর পরমার্থের বিদ্বেষ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতের অধীশ্বরী মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা হইতে আমরা ভারতের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে নিরপেক্ষতার বাণী শ্রবণ করিতে পারিয়াছি,—ইহাই পারমার্থিকগণের আনন্দ-দায়ক। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "ইংরাজ-রাজগণ যখন ভারতীয় ধর্ম্মগ্রহণ বা ভবিষ্যতে তাঁহাদের নিজ-ধর্ম্মের ন্যায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন আমরা তাঁহাদিগকে কি করিয়া ভারতীয়ধর্ম্মের রক্ষক 'Defender of the Faith' বলিব? তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম্মের রক্ষক।" কিন্তু পারমার্থিকগণ বলেন, "যে রাজা পরমার্থের বিদ্বেষ না করিয়া এবং তৎপ্রচারে বাধা না দিয়া নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করেন, সেই রাজাও গৌণভাবে পরমার্থের রক্ষক ব্যতীত আর কি? কেবল গৌণভাবেই বা বলি কেন, যখন বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বর ও দিল্লীশ্বরগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তিসর্ব্বস্ব-প্রচারে অনুমোদন, সেই সকল কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট হইতে শ্রবণার্থ সময় দান এবং ভারত ও ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বিনা বাধায় সেই সকল কথা প্রচারে মামাভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, পারমার্থিকগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, তখন ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্ ঐকান্তিক পারমার্থিকগণের মনোভীষ্ট শ্রীনাম-প্রচারের ন্যূনাধিক মুখ্য সেবাই করিতেছেন। সেদিনও বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর মহামান্য স্যর জন এণ্ডারসন্ শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান দিল্লীশ্বর মহামান্য লর্ড উইলিংডন একবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের অনুপস্থিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব বন মহারাজের নিকট ও তৎপরে আর একবার শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্যর স্যামুয়েল হোর, মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড, লর্ড আরউইন্ প্রভৃতি রাজানুচরবর্গ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের নিকট বহুবার পরমার্থের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মহামান্য বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরীর দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আর্ক্‌বিশপ অব্ ক্যাণ্টারবারি, আর্ক্‌বিশপ অব্ ইয়র্ক প্রভৃতি একান্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-যাজকগণও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীশ্রবণে সময় দান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের যেসকল ধর্ম্ম-মন্দিরে ভারতীয় কোন ধর্ম্মযাজক পরমার্থের কথা বলিবার অধিকার পান না, সেইরূপ কয়েকটি ধর্ম্ম-মন্দিরেও ইংলণ্ডেশ্বরের অনুগ্রহে বহু বিদ্বান্ শ্রোতার নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ প্রচারের সুযোগ হইয়াছে। অতএব যে সম্রাট্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচারের সহায়তা করেন, তাঁহার দীর্ঘ রাজত্ব কামনা করা বা সেইরূপ উৎসবে পারমার্থিকগণের অনুষ্ঠান-যোগ্য অনুশীলন করা ভগবদ্ভক্তিরই সহায়ক। এই জন্যই পারমার্থিকগণ হরি-কীর্ত্তনের দ্বারা 'গুরুতত্ত্ববিধি'-উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এজন্যই মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারতেশ্বরীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। সজ্জনতোষণী পত্রিকার মঙ্গলাচরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন :—

"আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দশরীরে ও নিরুদ্বিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনকালে আমরা নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আস্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ)

যে বৎসর ভারতসম্রাট্ কলিকাতা মহা-নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়

যে সকল ভক্ত রাজদর্শনের জন্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছিলেন,—

"রাজদর্শন করা ভাল। ইংরাজ-রাজের শাসনে আমাদের নির্ব্বিঘ্নে হরিনাম-গ্রহণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মাচরণের প্রতি নিরপেক্ষ। ইহাই আমাদের সুবিধা।"—("সজ্জনতোষণী-কন্যা" বৈষ্ণব পর্ব্ব, ১ বৈ ১ পৃঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ধর্ম্মরক্ষক রাজার যশোগান ও তাঁহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ আদেশ আছে। আদর্শ নৃপতি পৃথু মহারাজের কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায় হইতে ২৩শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই। পৃথু মহারাজের আদর্শ-চরিত্র-প্রসঙ্গে শুনিতে পাই,—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপত্নীকৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"
(ভাঃ ৪।২১।১২)

পৃথু মহারাজ সপত্নীকপৃথ্বী একচ্ছত্র ভূমণ্ডলাধিপতি সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল; কেবলমাত্র ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।

পৃথু মহারাজ প্রজাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"য উদ্ধরেৎ করং রাজা প্রজা ধর্ম্মেষ্বশিক্ষয়ন্।
প্রজানাং শময়ন্ দুঃখং স ভর্ত্তা নরকাদ্যতি সঃ॥"
(ভাঃ ৪।২৩।২৩)

যে রাজা প্রজাগণকে স্ব-স্ব ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট করমাত্র গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাদিগের পাপভাগী হন এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য সব বিনষ্ট হয়।

"তৎ প্রজা ভর্ত্তৃপিণ্ডার্থং স্বার্থমেবানসূয়তঃ।
কুরুতাধোক্ষজধিয়স্তর্হি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥" (ভাঃ ৪।২১।২৫)

অতএব হে প্রজাবৃন্দ, তোমরা অসূয়ারহিত হইয়া ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজে মনঃসংযোগ কর। আমি তোমাদের ভর্ত্তা। পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানের ন্যায় তোমরা যদি আমার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য স্বধর্ম্মে অবস্থান কর, তাহা হইলেই আমার প্রতি তোমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত রাজাকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুরই অংশ ও তাঁহার সৎকীর্ত্তির রক্ষক বলিয়াছেন। পরমহংসগণের ভৃত্যানুভৃত্য হরিজনপরায়ণ পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের শ্রীগুরুসেবায় অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট শ্রীনাম-প্রচারের সহায়কারী ক্ষত্রিয়গণ ধরিত্রী পালন করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতে পারেন।

নমো বিশুদ্ধসত্ত্বায় পুরুষায় মহীয়সে।
যো ব্রহ্ম ক্ষত্রমাবিশ্য বিভর্ত্যূর্জ্জং স্বতেজসা॥
(ভাঃ ৪।২১।৪২)

যিনি ব্রাহ্মণদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ক্ষত্রিয়গণকে, ক্ষত্রিয়দিগের হৃদয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, উভয়ের মধ্যে যুগপৎ বিরাজিত থাকিয়া এই বিশ্বকে পালন করিতেছেন, আমরা সেই বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ মহীয়ান্ পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে নমস্কার করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব

আগামী ১৬শে বৈশাখ, ১৩৪২; ২৯শে মে, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে বৈশাখ ১২ই মে রবিবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় ঢাকা-জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামস্থ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে ভক্তিগ্রন্থপাঠ, ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ক বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিবেন। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ উক্ত মহোৎসবে যোগদানের জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছেন।

গিরি মহারাজের রেমুণা-যাত্রা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ গত ২৮শে এপ্রিল রবিবার উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিবৈভব, শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীহরিশ্চন্দ্র ও ভক্ত শ্রীঠাকুরদাস প্রমুখ মঠসেবকগণ-সহ প্রাতে ৮ টার সময় কলিকাতা আউটরাম ঘাট হইতে এষ্টীমারযোগে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশে রেমুণা যাত্রা করেন। তাঁহাদিগকে পুষ্পমালিকা দ্বারা অভিনন্দিত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহোপদেষ্টক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভৃতিগণদ্বয়, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেবকগণ আউটরাম ঘাটে গমন করিয়াছিলেন।

[উল্লিখিত সংবাদ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৫ সোমবার তারিখের 'ফরোয়ার্ড' সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।]

চয়ন

গয়াধামে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠা

['অমৃতবাজার-পত্রিকা' ১লা মে, ১৯৩৫ বুধবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH
Branch opened at Gaya
(From our correspondent)

Gaya, April, 29.

A branch of the Gaudiya Math at Gaya, although contemplated for a pretty long time, has at last been opened in a big bungalow on Church Road in the 'Brahmayoni' hill-side, a most respectable quarter of the town, on Monday the 22nd instant. On the occasion of the opening ceremony several lectures were delivered in public places by the highly educated preachers of the Gaudiya Math specially Tridandi-Swami Srimad Bhakti Vilas Gavasti-Nemi Maharaj and Pandit Sundarananda Vidyavinode B. A., Editor of the "Gaudiya" who dwelt at length on the history, significance and importance of the place and of the deity Sree Gadadhar Vishnu in the form of Tribikrama, the relationship of Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu and the process and value of worship of the Supreme Lord.

The opening ceremony was presided over by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President-Acharyya of Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha, who arrived here from Calcutta-Gaudiya Math with a large number of disciples. His lecture was illuminating in such a unique manner that the audience was struck with the height of learning and self-realisation evinced therein of the Paramahansa Maharaj.

In order to understand the significance of the pilgrimage of Gaya it may be noted that after crossing the river Karmanasha, meaning extinction of the desire of fruitive actions, styled as "Falgoo' or unsubstantial, this place of Vishnu or first stage of Theism is reached and as long as devotion to the feet of Vishnu is maintained the demon named Goy, representing the result of mundane actions, cannot raise its head upwards. Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu showed, by taking initiation here from Srila Iswar puri, that devotion is only possible by submission to Sree Gurudeva coming down in preceptorial order. Since then Mahaprabhu gave only theistic interpretation to everything and became saturated with the Love of the Supreme Lord. So this place is highly significant to the Gaudiya Vaishnavas. It is also interesting to note that the worship of Sree Gadadhar here is conducted in a purely devotional form

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচালনায় কলিকাতায় বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের **সিল্‌ভার জুবিলী** উপলক্ষে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকবৃন্দের পরিচালনায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির হইতে আগামী ৩রা মে সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিম্নলিখিত পথসমূহে বিচরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন :—

বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কর্ণওয়ালিস-স্কোয়ার), কলেজ ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোড, সার্ কষ্ট্রীট হগ্ মার্কেটের চতুষ্পার্শ্ব এবং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট হইতে মহাবাজ।

শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাত্রি ৮ ঘটিকায় সমস্ত মঠের 'সারস্বত-শ্রবণ-সদন' মন্দির-প্রাঙ্গণে মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও মহামাননীয়া সম্রাজ্ঞী মেরী মহোদয়ার প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ-বিজ্ঞাপক একটি সম্মিলিত প্রার্থনা ও রাজমুকুটের প্রতি সম্মান ও কর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপক বক্তৃতাদি হইবে।

শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ, অনুগমণ্ডলী, মহানুভূতিকারী এবং এই ব্যাপারে যাঁহারা আগ্রহ-বিশিষ্ট, তাঁহারা সকলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আগামী ৩রা মে সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পূর্ব্বেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সমবেত হইবেন। যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অবিলম্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সম্পাদক-সমীপে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা পাঠাইবেন।

(স্বঃ) **প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর** (মহারাজা)
প্রেসিডেণ্ট, কলিকাতা জুবিলী সেলিব্রেসন্।
(অনারেবল্ স্বঃ) **মন্মথনাথ মুখার্জ্জী**
চেয়ারম্যান্, হিন্দু প্রেয়ার্স কমিটী

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক
গৌড়ীয়মঠ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে গত ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮টা ৪০মিঃ এর দিল্লী-কাল্‌কা-মেলে কলিকাতা হইতে গয়াধামে যাত্রা করিয়া ১৯শে এপ্রিল প্রাতে তথায় উপস্থিত হন এবং ২২শে এপ্রিল সোমবার শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯শে এপ্রিল হইতে ওরা মে পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত গয়াধাম মহাপ্রভুর বাণীতে মুখরিত করিয়া এবং তথায় স্থায়িভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বিহিত ব্যবস্থা করিয়া প্রভুপাদ অদ্য প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিলেন। এস্থানে কএকদিবস অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার কৃষ্ণনগর ও শ্রীধাম মায়াপুর বিজয়ের কথা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌরাব্দ ৪৯, শনিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪২ ১১ই মে, ১৯৩৫ { ৩৯শ সংখ্যা।

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

২৫শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যার পর নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সুপতিবাবুর ভবনে "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ধামের সহিত যখন তত্রত্যস্থলস্থ লিখিত পত্র ডাকঘর হইতে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমরা সর্ব্বত্র বস্তুটিকেই 'পত্র' বা 'চিঠি' বলিয়া থাকি; অথবা যখন শিশির অভ্যন্তরে তরল ঔষধ ঔষধালয় হইতে আনীত হয়, তখন শিশির সহিত তদভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকে সংযুক্ত করিয়াই আমরা 'ঔষধ' বলিয়া থাকি; বস্তুতঃ ধাম ও শিশি প্রকৃত পত্র বা ঔষধ নহে। অনেক সময় আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মাকে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিতে না পারিয়া আত্মার সহিত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অনেক সময় আত্মা ও পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। এইজন্য উপনিষদে "দ্বাসুপর্ণা সযুজা" শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামিগণের আরাধ্য যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রদেবতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামী মানবের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন, যখন তাহা সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন কামনার বস্তু আর কি থাকিল? সুতরাং বিষ্ণুদেবতার স্থান কোথায়? বিষ্ণু কি কামনা পূর্ণ করিবেন? বিষ্ণু—কামনার দেবতা নহেন। তাঁহার স্বয়ংরূপ স্বরূপ স্বয়ংই কামদেব। তিনি কাহারও কাম চরিতার্থ করেন না, সকল জীব, সকল চেতন, নিখিল শক্তি তাঁহার কাম চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত। অপ্রাকৃত কামদেবের দ্বারা জীব স্ব স্ব কাম্য চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা করিলে সেই কামদেব জীবের নিকট সেই সকল আবৃত স্বরূপের মধ্যে

কোন না কোন একটি স্বরূপ অর্থাৎ জীবের কামনানুসারে সূর্য্য, গণেশাদি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ যে বিষ্ণুদেবতার উপাসনা করেন, তাহা পঞ্চোপাসনার বিষ্ণু নহেন বা বাহ্য আদিত্যের অন্তর্যামীও নহেন। বৈষ্ণবগণ যে বিঘ্ননাশনের উপাসনা করেন, তাহা অর্থকামী গণসমষ্টির দেবতা 'গণেশ' নহেন। গণেশ যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় তাঁহার মস্তকে ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক বিঘ্ননাশের শক্তি লাভ করেন, বৈষ্ণবগণ সেই নৃসিংহ দেবের উপাসক।

পঞ্চোপাসনার পঞ্চদেবতার প্রত্যেকেই সমান। তন্মধ্যে যখনই তাহার যদৃচ্ছচিত্ত অভিলাষানুসারে কোন একটি দেবতাকে সাময়িক প্রাধান্য প্রদান করিয়া সেই দেবতার সাময়িক উপাসনা করেন এবং পরে আপনাকে সেই দেবতার সমান কল্পনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ সেই দেবতাই হইয়া যান; ইহা 'ভক্তি' নহে, 'ভক্তি'-শব্দের ব্যভিচার।

সচিব যেরূপ নৃপতির প্রতি ভক্তি করে, বিদ্যার্থী যেরূপ সরস্বতী দেবীকে ভক্তি করেন, সেরূপ ভক্তি শুদ্ধ-ভক্তি বা হরিসেবা নহে, উহা উপাস্যবস্তু (?)-দ্বারা স্ব স্ব কাম চরিতার্থ করাইবার চেষ্টা মাত্র। 'ধনং দেহি বিদ্যাং দেহি' প্রভৃতি ঐহিক আমুষ্মিক প্রার্থনা, ইহজগতে বা পরজগতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ-মূলে যে ভক্তির ভান কিংবা চরমে ভক্তি বিনাশ করিবার জন্য মায়াপথে যে ভক্তির অভিনয়, তাহা 'ভক্তি' নহে।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ ও প্রেম-ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তদ্ব্যতীত জগতের পঞ্চোপাসনা এবং তৎসঙ্গে Crescent ও Cross এর উপাসনা অন্তর্ভুক্ত করিয়া কেহ কেহ সংপ্রোপাসনার স্বরূপ নির্ণয় করেন।

প্রভুপাদ 'অতির্ন মুক্তে' এবং 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বহির্মুখ-সংসারব্রত ও কৃষ্ণ-সংসার-ব্রতের স্বরূপ নির্ণয় করেন। ভগবদ্ভক্তির ছলনা ও কৃত্রিমতার উদাহরণ-স্বরূপ প্রাকৃতসাহজিক-সম্প্রদায়ের তথাকথিত হরিসেবার ভাবুকতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় একটী গল্প বলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে "যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ" এই ভাগবতীয় শ্লোক-ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কপট হরিসেবকেরই হরির করুণা লাভের যোগ্যতা জ্ঞাপন করেন।

তৎপরে প্রভুপাদ 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কর্ম্মবীরত্বের অহমিকা প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করেন। বিশ্বসেবার নাম করিয়া বিশ্বভোগের যে উদ্যম উৎকণ্ঠা, সেইরূপ উদ্যমে ভরপুর ব্যক্তিগণ কখনও ভক্তির স্বরূপ, আস্তিকতার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। যাহারা বিশ্বে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পার্থিব চিন্তাস্রোতের 'ইজারা' গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কোন দিন ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারে না। তাহাদের ইন্দ্রিয় অশান্ত, তাহারা খুবই কল্পনাবীর ও ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখতাকে বাহিরা দিবার চেষ্টা করে এবং তদ্দ্বারা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তত্তই তাহারা অধিকতর বহির্মুখতায় ধাবিত হয়। 'বুঝিয়াও বুঝিব না', 'জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকিব'—এইরূপ সঙ্কল্প-যুক্ত ব্যক্তিগণ সত্য গ্রহণ করিতে পারে না। 'আমার ভোগের জিনিষের মধ্যে যদি ভগবান্ ভাজা খাইতে আসেন, আমি যদি তাঁহার ঘাড়ে চড়িতে পারি, তিনি যদি মালি সাজিয়া আমাকে উত্তম উত্তম পুষ্প আনিয়া দেওয়াইতে পারেন, তবেই আমি তাঁহাকে (আমার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য কল্পনাকে) স্বীকার করিব,'—এইরূপ কপটতাই অধিকাংশস্থলে 'ভক্তি' নামে জনসমাজে ও সাহিত্যে প্রচারিত রহিয়াছে। তাহা 'ভক্তি' নহে। বাহিরের দিকে কপটতা করিয়া আমি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু অন্তরে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা যদি আড্ডা গাড়িয়া থাকে, তবে আমার ত্রিদণ্ড-গ্রহণ হয় নাই।

ইংরাজী ১৮৮৩ সালে 'নিমাই-সন্ন্যাস' অভিনয় দেখিবার জন্য লোকের খুব ঝোঁক হইয়াছিল; কিন্তু 'যাবন্নারীর মুখে নিমাই-সন্ন্যাস কীর্ত্তিত হইতে পারে না', যে সকল মহাত্মা এইরূপ বিচার-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন, এইরূপ 'নিমাই-সন্ন্যাস' অভিনয়ের দ্বারা নিমাইর সন্ন্যাস-লীলার শিক্ষা প্রচারিত হইবে না—তদ্দ্বারা জগতের অপকার ব্যতীত উপকার হইবে না, কপটতা ও কৃত্রিমতা-দ্বারা কখনও ভক্তি-লাভ হয় না।

বর্ত্তমানে Indian Nationalism এর part ও parcel হইয়া পড়িয়াছে—পকোপাসনা ; আর তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে চিজ্জড়সমন্বয়বাদ ও নির্ব্বিশেষ মতবাদ। সংসার যাহাদের ভাল লাগিয়াছে, তাহারা কখনও সংসারের উন্নতি-কামনা ছাড়া অন্য কথা শুনিবে না। তাই আমরা বাস্তবসত্যের কথা শুনিতে চাই না। যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞান ও বহু কষ্টিতে 'Ditto' (সায়) দিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই আমরা 'ধার্ম্মিক' ও 'মহাপুরুষ' বলিয়া থাকি এবং রণমন্ত্রের মুখেই আমরা কাল কাটি। আমরা অনেক সময় ডাক্তার ডাকি বটে, কিন্তু আমরাই রোগযুক্ত রুচির অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে হুকুম দেই। ইহা ডাক্তার ডাকার প্রণালী নহে,—শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুসরণের প্রণালী নহে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যাহারা একেবারে পরম সত্য গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, তাহারা কি প্রণালী গ্রহণ করিবে? তাহাদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"
(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০)

আমরা যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিব। বেশী বিলাসিতার মধ্যে যাইব না, কিম্বা যাহাতে আত্মহত্যা হয়, —এইরূপভাবেও শরীরকে কর্ষণ (পীড়ন) করিব না। আমরা সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের অনুশীলনে তদনুকূল জীবন যাপন করিব। শব্দব্রহ্মের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তাই বেদান্তের চরম সূত্রে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে 'হুঁচোর কীর্ত্তন'কেই লোকে 'হরিকীর্ত্তন' বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। বস্তুতঃ হরিকীর্ত্তনের দ্বারা হরির ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-দ্বারা বাষ্টি ও সমষ্টি কাহারও বাস্তব উপকার হয় না।

২৬শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত ঢাকার নয়াবাজারের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কৃপাপূর্ব্বক পদার্পণ করেন এবং "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ"—এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে চৈতন্যরসের স্বরূপ, চেতনজগতের প্রত্যেক পরমাণুর পরিপূর্ণতা ও ঐকতান, মুক্তজগতের বিচিত্রতা, অপ্রাকৃত জগতে অপবিত্রতার স্পর্শাভাব, 'চেতনজগতের বস্তুনমুষ রাবণ-কালাপাহাড় বা তৎসদৃশ প্রাকৃতব্যক্তিগণের স্পর্শাতীত', কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের ভগবদ্দর্শনের তারতম্য" প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করেন। "কনিষ্ঠ অধিকারী কাঠ, পাথরের দ্বারা মন্দির গড়িয়া থাকেন এবং তাহাতে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। মধ্যম অধিকারীর এই জাতীয় মন্দিরের দ্বারবৃদ্ধি অপসারিত হয়। তিনি হৃদয়মন্দিরে ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করেন, কারণ, কনিষ্ঠাধিকারীর মন্দির সকলসময় খুলিয়া রাখা যায় না ; কিন্তু হৃদয়মন্দির সকল সময়ই খোলা থাকে। হৃদয় হইতে অনর্থ-মলিনতা বিদূরিত হইলে যে দর্শন হয়, তাহাই চেতনময় দর্শন। চেতনময় দর্শন বা বহির্ভাগবতের দর্শনে স্বীদেহবিশিষ্ট দেবদাসী গান করিতেছে বা আমার একটা স্থূলশরীর আছে,—এইরূপ দর্শন বা বুদ্ধি নাই। এই বিচারটি কনিষ্ঠাধিকারীর বোধগম্য নহে। মধ্যমাধিকারে খানিকটা নির্ম্মলরূপে বোধগম্য হয়।" অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ "নামৈকং যস্য বাচি" শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবিধ ব্যবধানের কথা বলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সমীপে আসিয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলা দণ্ডবৎ নমস্কার ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আচার্য্যপূজা করিতে উদ্যত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আমার হাত দুরাচারকে যেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আমরা বর্ত্তমানে যে শরীরে আছি, তাহাকে সর্ব্বদা চাবুক দিয়া শাসন করিতে হইবে, তাহাকে খুলা কাদা মাখাইয়া সর্ব্বদায় ফেলিয়া রাখিতে হইবে। যাহাকে আপনারা নমস্কার করিতেছেন, তিনি ত' নিজেকে

নরকের কীট অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন। তিনি আপনাদের চেষ্টায় বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করেন। তিনি আপনাদের ঐ চেষ্টা দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তিনি কেন এরূপ উচ্চাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি আপনাদিগকে কৃষ্ণের সেবকজ্ঞানে আপনাদের চরণে শতসহস্রবার প্রণত হইতেছেন। আপনারা কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; তিনি তাহাতে অসমর্থ। আবার যাঁহারা তাঁহার পদস্পর্শ করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও আমি আমার গুরুদেবের ভাষায় বলিতেছি—তাঁহারা সাধুর পদধূলি-গ্রহণের জন্য বস্ত্র-প্রসারণে সাহস করিবেন কেন? তাঁহাদেরই বা এমন কি যোগ্যতা আছে, যাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে ঐরূপ যোগ্য ও বড় মনে করিতে পারেন?

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এই সাধারণ নীতি কৃষ্ণভজন-নীতির নিকট বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" যদি আপনারা দূর হইতে দণ্ডবৎ নমস্কারাদি করেন, তবে আমরাও দূর হইতে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে পারি। আর যদি পা ছুঁইবার চেষ্টা লইয়া কাড়াকাড়ি হয়, তবে স্থূল ব্যাপারেই চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইল। বৈষ্ণবের কথা স্মার্তগণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবেরা ভোগী। কেহ হয় ত' গুরুর পায়ে তুলসী প্রদান করিয়াই ফেলে। বস্তুতঃ একমাত্র শক্তিবস্তুরই শ্রীচরণেই তুলসী প্রদান করা যাইতে পারে। পরা শক্তি শ্রীমতীর হস্তে তুলসী দেওয়া যাইতে পারে। এক বৈষ্ণবের ঘাড় ধরিয়া অপর বৈষ্ণবের পায় তাঁহাকে প্রণত করাইবার চেষ্টা পাষণ্ডতা।

যদি বৈষ্ণব গুরুগিরির কার্য্য না করেন, তবে পারমার্থিক বৈষ্ণব-বংশ থামিয়া যায়। আবার যদি গুরুর কার্য্য করেন, তবে অবৈষ্ণব হইয়া যান। গুরু যদি মনে করেন,—'আমি গুরু', তবে গুরুর প্রথমবর্ণের 'উ'কারটা লোপ হয়। প্রকৃত গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে করিতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভুকে "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর"—এই গানটি কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। কীর্ত্তনান্তে পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদ "নামৈকং যস্য বাচি" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে "যস্য নারায়ণং দেবং" ও "অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করিলেন। 'হরি' শব্দের দ্বারা অনেক বস্তু বুঝায়। অতএব কেহ যদি অধোক্ষজ হরিকে না বুঝিয়া অন্য হরির কীর্ত্তন করেন, তবে তদ্দ্বারা হরিকীর্ত্তনের ফলরূপ প্রেমা লাভ হইবে না। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ রামানুজের শিষ্য কুরেশের প্রতি কৃমিকণ্ঠের নির্য্যাতনের কাহিনীটি বর্ণন করিলেন।

প্রভুপাদ বলিলেন,—জড়ীয় সাকার বিচার যেরূপ আমাদের বহু অনুভূতির অন্তর্গত, জড়ীয় নিরাকার বিচারটিও তদ্রূপ আমাদের ভোগ্য বিচারের অন্তর্ভুক্ত। Iconographer ও Iconoclastic অর্থাৎ মূর্ত্তি সৃষ্টিকারী ও মূর্ত্তিভঞ্জকারী উভয় সম্প্রদায়ই অধোক্ষজ তত্ত্বের ধারণা করিতে অসমর্থ। নিরাকার বিচারে যে জড়ীয় আকাশ বা Space লক্ষিত হয়, তাহাও বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার।

বিষ্ণুই বহিরঙ্গা শক্তি—মায়া। সেই বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জগতের মধ্যে বিষ্ণুকে আবদ্ধ করার ন্যায় আর অন্যায় কিছু নাই। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

বিষ্ণু Order supplier নহেন, order supplierগণের প্রভু প্রভু। অন্য দেবতাতে 'ভক্তি'শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, যদিও অন্য দেবতাযাজী মুখে অনুকরণ করিয়া 'ভক্তি'শব্দ বলিয়া থাকেন। অন্য দেবতা-পূজার সময় আমরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, না হয় মোক্ষ চাহিয়া থাকি; কিন্তু বিষ্ণুপূজার সময় বিষ্ণু কি চাহেন, একমাত্র তাহাই attend করিতে হয়। বর্ত্তমানে প্রাকৃত সাহিতে্য 'হরিজন', 'অহরী' প্রভৃতি শব্দের ব্যভিচার Theistic School এর উপর আক্রমণ মাত্র।

হরিনামটি অন্যান্য নামের সঙ্গে সমান নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে 'হরি' ও হরি ব্যতীত অন্য বস্তুর নাম একই Categoryতে স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের পুস্তক 'বৈষ্ণবধর্ম্মের পুস্তক' বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।

জন্মাষ্টমীর উপবাস প্রভৃতিও স্মার্ত্তের নিয়মানুসারেই হইতেছে।

বর্ত্তমান জগৎ, বর্ত্তমান শিক্ষা বহির্মুখ পরিভাষায় আচ্ছন্ন। একজন আমাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইলেন, —"আপনারা যে ভাষা লেখেন, তাহা বুঝিতে হইলে সঙ্গে একখানা অভিধান পাঠাইয়া দিবেন।" কিন্তু এ সকল পরিভাষা ত' সাধারণ অভিধানে কোথাও নাই। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিব। আমরা অন্যান্য সকল বিষয় আলোচনা করিব; কিন্তু ভাগবতের পরিভাষা আলোচনা করিব না, অথচ সমালোচনাকালে সকল দোষ ভগবদ্ভক্তগণের ঘাড়ে চাপাইতে ত্রুটী করিব না। আমরা স্বেচ্ছায় অন্ধ থাকিব, এ দোষও যেন ভগবদ্ভক্তের!

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালি হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

—এই পদ্যাবলী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ এই দেবীধামকে Solid, বৌদ্ধ মতবাদের স্থান বিরজাকে Liquid ও ব্রহ্মলোককে Gaseous regionএর সহিত তুলনামূলে ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ইষ্টব্যোম বা তৃতীয়াকাশের অতীত পরব্যোমের পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধের বিষয়বর্ণন-প্রসঙ্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতারাম ও গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও ভজনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—মধ্বাচার্য্য বালগোপালের উপাসনার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণের মধুর রসের উপাসনায় তাঁহার আপত্তি নাই। কৃষ্ণের মধুর রসের উপাসনার dictation দিয়াছেন সকল আচার্য্যের অধিনায়ক পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব, এইজন্য এখানে 'মাধ্ব-মঠ' মাত্র স্থাপিত হয় নাই, 'মাধ্বগৌড়ীয়মঠ' স্থাপিত হইয়াছে। মহাপ্রভু মাধ্বমাত্র নহেন, তিনি মাধ্বগৌড়ীয়ের ঈশ্বর। "তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।"—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর কাশীতে জানাইয়াছেন।

পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত দুই রকম কথা বলেন নাই। উন্নতাধিকারিগণ—ভাগবত, যাঁহারা ঠাকুর সেবা করেন, তাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক। শত শত জন্ম অর্জ্জন করিবার পর ভাগবত হওয়া যায় অর্থাৎ শ্রীনামে রুচি হয়। পাঞ্চরাত্রিক-গণের মধ্যে যাঁহাদের বিচার বর্জ্জিত লাভ করিয়াছে, তাঁহারা বলেন,—ঠাকুর সেবা কর, ঠাকুরের বন্দিস কর; কিন্তু সারস্বত-শ্রবণ-মনন করিবার দরকার নাই। অনেকে ভবিষ্যতের নাম করিয়া বিষ্ঠামূত্র ভোজন করেন, বস্তুতঃ ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত জাগতিক পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর কোন পারমার্থিক মূল্য নাই। এসকল কথা প্রচার না করিলে লোকে কিরূপে জানিবে? জগতে প্রচারের বিরোধী বহু লোক আছে। মনে মনে জপ, নির্জ্জনে ধ্যান প্রভৃতিকে অনুষ্ঠানকে অনেকে প্রচারের হাঙ্গামা অপেক্ষা মঙ্গলজনক ও নিরাপদ ব্যাপার মনে করেন।

বঙ্গদেশের কোন 'সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব' নামে প্রচারিত ব্যক্তির নিকট আমাদের পরিচিত একজন বৈষ্ণব পত্র লিখিয়া সর্ব্বশেষে নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার সময় 'বরাহ কৃষ্ণদাস' লিখিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু নিজের নাম কখনও 'শ্রীরূপগোস্বামী' বলিয়া সহি করিতেন না। তিনি 'বরাহ রূপ' লিখিতেন। পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধব্যক্তি (বৈষ্ণব নামে প্রচারিত) পত্রোত্তরে শিরোনামায় বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসকে 'বরাহ কৃষ্ণদাস' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি, বৈষ্ণব-নামে সুপ্রচারিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের কতটা অভাব বা দুর্ভিক্ষ আছে, ইহার দ্বারাই অনুভূত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ অমৃতবাজার পত্রিকার অধিবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনারা ফুল-চন্দনদ্বারা পূজা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু এমন নরপশু কে আছে যে, গুরু-বৈষ্ণবের প্রাপ্য সেই সকল বস্তু মায়াপথে গ্রহণ করিতে পারে? এ সকল গুরু-বৈষ্ণবকেই প্রদান করিতে হইবে। গুরু যদি স্বয়ং গুরুমন্ত্র না জানাইয়া দেন, গুরুমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবার বিধি প্রচার না করেন, তাহা হইলে জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। আবার

[illegible]তথাহি ভোগ্যে"—এই শ্লোকানুসারে ইহার অনুকরণ করিয়া নিজ নিজেকে অমরত্বের পথে ধাবিত হয়। এই সকল আচার দর্শন করিয়া কেহ মরে, কেহ তারে' মুকুন্দপ্রিয়াভোজন অপেক্ষাও নিজের সম্মান পাওয়ার আশার অধিকতর ঘৃণ্য ও অমঙ্গলজনক।"

বিবেচ্যের কথার সার এই ছিল—"ভোগীর দর্শনে শুদ্ধভক্ত 'ত্যাগী' ও ত্যাগীর দর্শনে শুদ্ধভক্ত 'ভোগী' বস্তুতঃ শুদ্ধভক্ত 'ভোগী' বা 'ত্যাগী' নহেন; পরন্তু বাস্তবের সেবক। সেদিন প্রভুপাদের বাণীর মধ্যে ভোগ-ত্যাগী ও ত্যাগ-ত্যাগী—এই উভয় কথাটির বিশ্লেষণ ও আলোচনা আমরা বিশেষভাবে শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলাম।

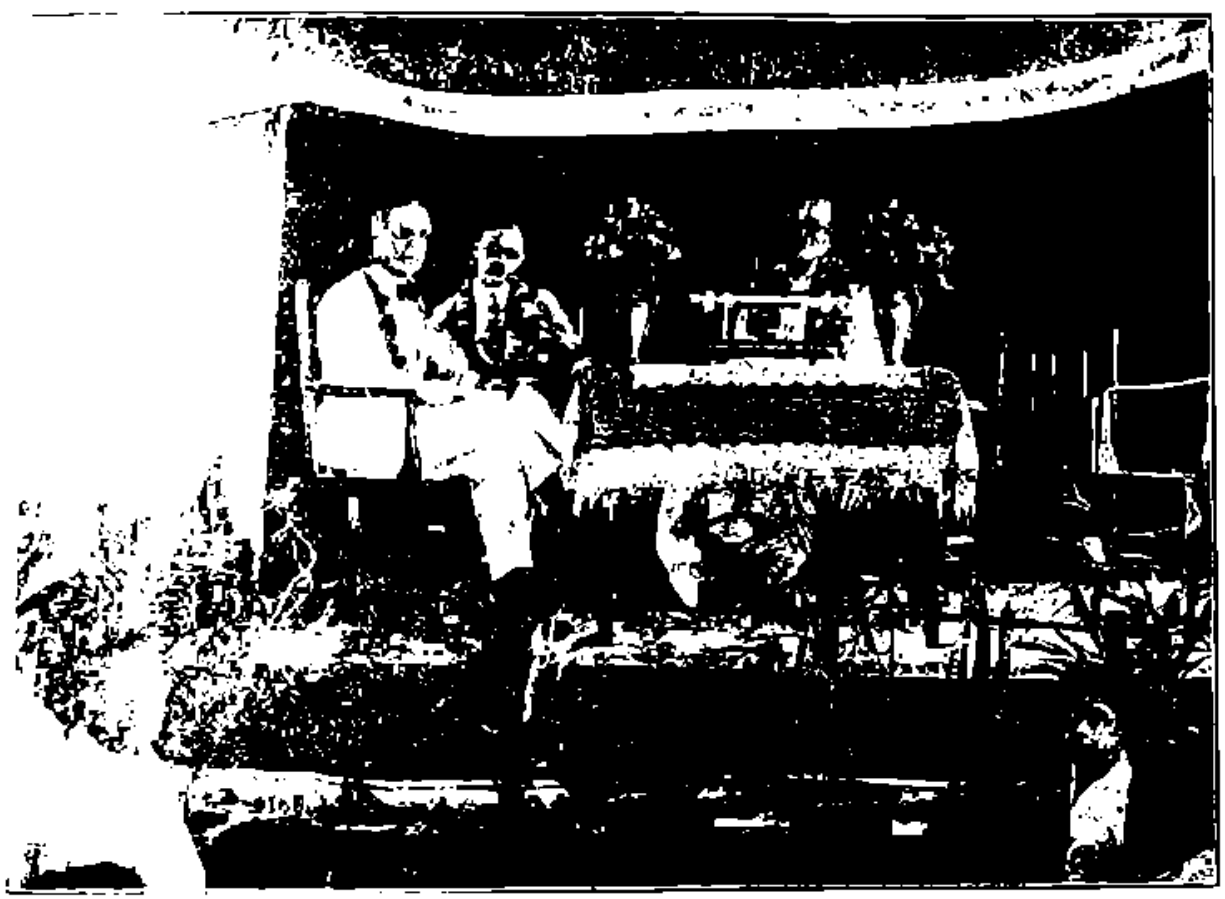

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন জমির সন্নিকটস্থ সভামণ্ডপের বেদীর উপরে মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদ; প্রভুপাদের সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে ঢাকার মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ মিঃ ই, বি, এইচ বেকার, আই-সি-এস্; তৎপরে ঢাকার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর মিঃ জে, আর, রেয়ার আই-সি-এস্। প্রভুপাদের সম্মুখে ঢাকাবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র-সমন্বিত রৌপ্যাধার (কাস্কেট্)।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন জমির নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত সভামণ্ডপের তোরণদ্বারে সংকীর্ত্তনের দ্বারা অভ্যর্থিত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ।

—:০:—

শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৪৯ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

*শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

আচার্য্যপদভাক্ শ্রীমান্ ভক্তিশাস্ত্রীত্যুপাহ্বয়ঃ।
কিশোরীমোহনো ভক্তিবান্ধব ইতি বিশ্রুতঃ॥
বি-এ বি-এলিতি খ্যাতিযুক্তঃ সজ্জনরঞ্জনঃ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্য বিদ্যামন্দিরসংশ্রিতঃ॥
প্রধানশিক্ষকত্বেন পরিষ্ঠাহ্নীপনে।
দর্শয়ত্যতিনৈপুণ্যং শিক্ষবৃন্দে স্ববৎসলঃ॥
ব্রজপরিক্রমারম্ভে শ্রীপ্রভুপাদকীর্ত্তিতাম্।
হরিকথাঞ্চ সংশ্রুত্য সর্ব্বানন্দযুতান্ বুধান্॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যত্বেনৈব প্রার্থয়তে।
'মহোপদেশকা'খ্যোদ্বহনুপাধিরম্য সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমধুসূদনো ভক্তিবিলাস ইতি বিশ্রুতঃ।
চট্টোপাধ্যায়বংশাবতংসোঽসেবগুণান্বিতঃ॥
নিষ্কৈতবনিজকোঽসৌ শ্রীগুরুদেবতাত্মকঃ।
ভক্তিবিনোদসদ্বাণী-প্রচারোৎসাহবান্ সদা॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌষ্ঠবং বিবৃণ্বিতঃ।
'মহোপদেশক'-খ্যাতি-ভূষণেনাত্ত সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রহ্মচারিণঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণকান্তীতি শ্রুতঃ।
ভক্তিশাস্ত্রী চ সন্ ভক্তিকুসুম ইত্যপাহ্বয়ঃ॥
শ্রীনদীয়প্রকাশাখ্য-পত্রিকায়ঞ্চ সেবনে।
নিরতো ভক্তিসিদ্ধান্তকুশলঃ সজ্জনপ্রিয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌষ্ঠবং বিবৃণ্বিতঃ।
'উপদেশক' ইত্যেতদুপাধিনেহ সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমান্ গুরুবিলাসাখ্যো ভক্তিশাস্ত্রীত্যুপাহ্বয়ঃ।
ভক্তিমুখ ইত্যেবংবিশ্রুতো বৈরাগ্যবত্তিতঃ॥
গুরুগৌরসেবৈকনিষ্ঠঃ সাধুজনপ্রিয়ঃ।
ভক্তিসিদ্ধান্তনৈপুণ্যং খ্যাপয়তি সভাং পুরে
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌষ্ঠবং প্রথীয়তে।
'উপদেশক' ইত্যেতদুপাধিনাত্ত মণ্ডিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভাগ্যপুরাগতীর্ণঃ শ্রীরাধাগোবিন্দনামকঃ।
ভক্তিশাস্ত্রী গুরোঃ সেবাপরঃ বিদ্বৎ পরং প্রিয়ঃ॥
সাত্বতশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-পটুরার্জ্জবসন্নিধিঃ।
'উপদেশক' ইত্যেতদুপাধিনাত্ত মণ্ডিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥

রসেন্দু-বসু-তত্ত্বাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বালিয়াটীবিবাসী শ্রীযোড়শীমোহনাহ্বয়ঃ।
ভূমিপরিবৃঢ়ো রায়চৌধুরীত্যুপনামকঃ॥
চাকা-শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠস্য কৃষিধানঃ।
'ভক্তিভূষণ' ইত্যেতদুপাধিনা বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেন্দু-বসু-তত্ত্বাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীযুতীর সিং রাও বাহাদুরঃ সভাপতিঃ।
ভারতসুরবাস্তব্যঃ সি-আই-ই ইতি শ্রুতঃ॥
রাওজীপদবাচ্যশ্চ ধীমান্ সর্দ্দাররাজ ইত্যপি।
শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যো প্রজ্ঞাভিসরস্বান্ সদা॥
শ্রীরাধাকুণ্ডসেবাশ্রমস্থলো বিষয়িতঃ।
'ভক্তিমার্গত' ইত্যেতদুপাধিনাত্ত নামবম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেন্দু-বসু-তত্ত্বাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

যাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীহরিদাসাখ্যো ব্রহ্মচারী সভায়াং প্রিয়ঃ।
কীর্ত্তনকুশলঃ পাত্রঃ শ্রীভক্তগৌরকিঙ্করঃ॥

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীবসিশেখর-ব্রহ্মচারী সদ্‌গুণমণ্ডিতঃ।
উৎকলদীনিবন্ধং যঃ পরমার্থীতি বিশ্রুতম্॥
দেবতে পাক্ষিকং পত্রং ধাক্ষ্যেণ পরিচালনম্।
শ্রীগুরুগৌরপদাব্জ-সমর্পিতাত্মনা সুধীঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদভ্যোঽয়ঞ্চ সমর্পাতে।
'ভক্তিকুমুদ' ইত্যেতন্নামাঙ্ক সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-গুহ্যাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্‌গদাধরো রামানুজদাস-মহোদয়ঃ।
শ্রীএমারমঠাধীশো মহাভাগবতপ্রবরঃ॥
অনুকূলমতিনিত্যং ভক্তিমার্গপ্রবর্ত্তনে।
শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারণে তথা॥
ধামপ্রচারিণীসংসদভ্যোঽয়ঞ্চ প্রদীয়তে।
'সদ্ধর্ম্মসিন্ধু' রিত্যেতন্নামাঙ্ক সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-গুহ্যাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্রাখ্যো দেব ইত্যুপনামকঃ।
চাকা-ইউনিয়নাধ্য-সূত্রাযন্ত্রাধিকারবান্॥
শ্রীমতঃ প্রভুপাদস্য পত্রাবলী-প্রকাশনে।
'জয়শ্রী'-গ্রন্থমধ্যস্থ-চিত্রাবলী-সুমুদ্রণে॥
গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায়াং দর্শয়ন্ রুচিমুত্তমাম্।
'কৃতিকোবিদ' ইত্যেতদুপাধিনা বিমণ্ডিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-গুহ্যাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমতে কৃষ্ণকারুণ্য-মানিনে ব্রহ্মচারিণে।
হরিসেবা-সুনিষ্ঠায় বিশ্বতত্ত্বায় ধীমতে॥
শ্রীভাগবত-সম্মুদ্রাযন্ত্র-সেবাধিকারিণে।
উপাধির্দীয়তে 'ভক্তিমণ্ডপ' ইতি সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-গুহ্যাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে
শ্রীমন্দিরং সুন্দরমুচ্চচূড়ম্।
সচ্চারুকারুক্রিয়য়া সমৃদ্ধং
প্রকাশয়ন্ বিশ্বমিদং পৃথিব্যাম্॥
নবীচরণ-রায়াখ্যঃ শ্রেষ্ঠিকুল-বিভূষণঃ।
শ্রীমান্ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদাব্জার্পিতমানসঃ॥
সদ্‌গুণৈর্মণ্ডিতো ভক্তিবিজ্ঞ ইতি বিশ্রুতঃ।
'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' ইতি বিখ্যাতেনোপনাম্না বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥

রসেষু-বসু-ভ্রাংক-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমান্ সঙ্কেশ্বরানন্দব্রহ্মচারী সদাশয়ঃ।
গুরুগৌরাঙ্গসেবাধামমুরাগ-পরায়ণঃ।
শ্রীহরিকীর্ত্তনে পুণ্যে হরিনামীতত্তে তথা।
প্রকাশয়তি নৈপুণ্যং মধুরচরিতাশ্রয়ঃ॥
তস্মৈ প্রদীয়তে সদ্ভো'রূপদেশক' ইত্যহম্।
উপাধিঃ সাদরং 'রাগরত্ন' ইত্যপি বিশ্রুতঃ॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-ভ্রাংক-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুগৌরচিত্তোদ্ভূতঃ কৃষ্ণকুটীর-সেবকঃ।
অমৃতানন্দদাসাধিকারী শ্রীমান্ সতাং প্রিয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসদ্বন্ধৈরস্তু বিনম্রতে
'সেবাবিলাস' ইত্যেতদুপাধিনাস্তু সাদরম্॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-ভ্রাংক-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমান্ গৌরেন্দুনামায়ং ব্রহ্মচর্য্যপদে স্থিতঃ।
কলিকাতাস্থ-গৌড়ীয়-মুদ্রাযন্ত্রস্য সেবকঃ॥
স্বিষ্ট-গুরুবরঃ সদ্ভ্যঃ শ্রীত্যা সমাগ্ বিভূষিতঃ।
'সেবাব্রত' ইতি খ্যাতেনোপনামাস্তু সাদরম্।
গঙ্গাপুলিনতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥

রসেষু-বসু-ভ্রাংক-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমান্ নিবেদ্রনাথাখ্যো দাসগুপ্তোপনামকঃ।
যো নারায়ণ-গঞ্জাধিবাসী সদ্গুণভূষণঃ॥
নিষ্কপটমতিঃ শ্রীমদ্গুরুগৌরাঙ্গ-সেবনে।
'ভক্তি'-গ্রন্থ-সেবায়ামনুরাগমবর্ণয়ৎ॥
সভ্যানুরাগিণে তস্মৈ সভ্যোমুদা প্রদীয়তে।
'বিদ্যারত্ন' ইতি খ্যাত উপাধিপ্রবরো মুদা॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-ভ্রাংক-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্ভক্তোত্তমানন্দব্রহ্মচারিবরঃ সুধীঃ।
গুরুগৌরাঙ্গসদ্ভক্ত্যা যুক্তো নানাগুণৈরপি॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠং নিত্যং যোঢ়াইপরিসমাপ্তিমৎ।
সেবতে শ্রদ্ধয়া সম্যগৈকান্তিক্যা-হৈমলাশয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্বন্ধৈরস্তৈস্তু প্রদীয়তে।
"ভক্তিকমল" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে॥
রসেষু-বসু-ভ্রাংক-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

দ্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রম্

শ্রীহরিপদদাসাধিকারী হরিপরায়ণঃ।
শ্রীগুরুবিষ্ণুভক্তানাং সেবানিষ্ঠা প্রকাশকঃ।
'ভক্তিবিবুধ' ইত্যেতদুপনামাস্তু সাদরম্।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদ্বন্ধৈঃ সমলঙ্কৃতঃ॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

খালিয়াটীনিবাসী শ্রীরাইমোহন সংজ্ঞকঃ।
কৃষ্ণাব্দিপ্রবরো রায়চৌধুরীত্যুপনামকঃ।
বিষ্ণুবৈষ্ণব-সংপ্রীতিপরো নানাগুণাশ্রয়ঃ।
চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠস্য কৃ-প্রধানঃ।
ধামপ্রচারিণীসভেত্যসৌ মুদা বিরাজতে।
"শ্রেষ্ঠার্য্য" ইতি বিখ্যাতেনোপনামাঙ্কে সত্তমঃ।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গোষ্ঠবিহারী দাসোঽয় শ্রীমতে বিমলাঙ্গনে।
শ্রীরাধাকুণ্ডসেবাধামনুরাগ-প্রকাশিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভোত্তরঞ্চ সমর্প্যতে।
উপাধিভূষণং "ভক্তিবিকাশ" ইতি সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মূলস্থানস্থিতো রায়বাহাদুর মহোদয়ঃ।
শ্রীযদুনন্দনগোপাল-সার্দ্ধানা-সংজ্ঞকঃ সুধীঃ।
শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবায়ামনুকূল্য-প্রদর্শনাৎ।
"ভক্তিভূষণ" ইত্যেতদুপাধিনা বিভূষিতঃ।

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যঃ প্রাগাভিসরোচিতে স্থিরমতিঃ কৃতো
সুপুণ্যে মহান্।
বিদ্যাশৌচসুপাটবাদিভিরতিখ্যাতো ভিষক্‌কর্ম্মণি।
নানাসদ্‌গুণগাভিরাজিতমনা রূপে কৃপালুঃ সদা।
শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপরায়ণেষু চ পরভক্তাগ্রণীঃ শাস্ত্রধীঃ।
তস্মৈ শ্রীবদনাপায় গুণবর্য্যায় সাদরম্।
'ভিষক্‌চূড়ামণি' প্রথ্য উপাধিরয়ং দীয়তে।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমনোমোহনো রায়চৌধুরীত্যুপনামকঃ।
খালিয়াটীস্থলীবাসী কৃষ্ণাব্ধিপ্রবরঃ সুধীঃ।
চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠমন্দিরকাননে।
শ্রীমদ্ গদাইগৌরাঙ্গমঠ-সংযোজনে তথা।
বিষ্ণুবৈষ্ণব-সদ্‌ভক্ত আনুকূল্যমদর্শয়ৎ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্যাপি বিবিধ-সেবনে রতঃ।
ধামপ্রচারিণীসভেত্যসৌ তস্মৈ প্রদীয়তে।
"ভক্তিপ্রকাশ" ইত্যেতদুপাধিভূষণং মুদা।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ-পুণ্যযোগপীঠোত্তমে।
রসেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে বিগতে শুভে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।

স্বাঃ—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
সভাপতিঃ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

"সিল্‌ভার জুবিলী"

গত ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪২ ; ৬ই মে, ১৯৩৫ সোমবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার পর ভারত-সম্রাটের 'সিল্‌ভার জুবিলী' উপলক্ষে সম্রাট্‌-দম্পতির নিত্যকল্যাণকামনায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের "সারস্বত-ভবন-সদন" শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিজামকত্বে এক বিরাট্‌ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। প্রথমে আশাশোটাধারী, তৎপশ্চাৎ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষরে "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" লিখিত বৃহৎ পতাকাধারী, তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিমহোদয়-প্রমুখ মঠের বিশিষ্ট-সেবকগণ, তৎপশ্চাৎ মৃদঙ্গকরতাল-সংযোগে কীর্ত্তনকারি ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য মঠ-সেবকগণ এবং মঠসেবকগণের পশ্চাতে কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় চৌদ্দটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায়। মেসার্স জে বি দত্ত এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের একটি, বড়বাজারের হিন্দুস্থানী-সম্প্রদায়ের দুইটি, বৌবাজারের দুইটি (একটি ছেলিয়া পাড়ার), সেণ্ট্‌জেম্‌স লেন হরিসভার একটি (এইটিই লোক-সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ), ইটালীর একটি, নেড়াগীর্জ্জার উৎকলীয় ভক্তগণের একটি, বিডিরপুর হরিসভার একটি, মানপরের একটি, বেলগাছিয়া ওলাইচণ্ডী রোডের একটি—এইরূপ কলিকাতার বিভিন্নস্থানের কীর্ত্তন-সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মৃদঙ্গকরতালাদি ছিল। শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে বিচিত্রবর্ণের পতাকা-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুশ্রিষ্ট ও সুমিষ্ট পানীয়জলের সরবৎ ছিল। শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, পাটনার উকিল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্যসম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মাহাত্ম্য ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের মধ্যে এক এক সময় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সময়োপযোগী করিয়া রচিত নিম্নলিখিত গীতিটি কীর্ত্তন করা হইয়াছিল :—

"কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণ-কথা-প্রচারণে।
করিলেন আনুকূল্য যিনি সর্ব্বপ্রাণে॥
ভারতে, লণ্ডনে, দেশে, নগরাদি গ্রামে।
যাঁহার সাহায্যে ছিল শুদ্ধ গৌরকামে॥
ভারত-সম্রাট্‌ সেই—দেব-প্রতিনিধি।
'রজত-জুবিলি' যাঁর আনন্দ-বারিধি॥
কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে মিলিত সকলে।
সম্রাট্‌-সম্রাজ্ঞী-কুশল মাগি কুতূহলে॥
প্রভুদেহে শান্তচিত্তে কীর্ত্তনকাল ধরি'।
অতুল সুখ-শান্তি-ভোগ, দুঃখ পরিহরি'॥
ভক্তিবিনোদ বলেন—স্বধর্ম্ম সকলে।
আচরি' প্রচার' সুখে যাঁর রাজ্যকালে॥"

শ্রীমঠ হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইবার সময় সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ অগ্রণী হইয়া কিছুদূর উহার পরিচালনা করিয়া বিদা মোটরযানারোহণে সঙ্কীর্ত্তনবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ময়দান পর্য্যন্ত গমন করেন। শোভাযাত্রা যখন কলেজ-স্কোয়ারে উপস্থিত হয়, তখন মেসার্স ডি, রতন এণ্ড কোং ফটোগ্রাফার ইউনিভার্সিটি চল হইতে উহার একটি আলোকচিত্র তুলিয়া লইয়াছিলেন। বাগবাজার হইতে ময়দান পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা দর্শন ও কীর্ত্তন-শ্রবণের জন্য রাস্তার দুই পার্শ্ব, বাড়ীর ছাদ, বারান্দা এবং কক্ষান্তর লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, অন্তরীণ 'জুবিলী'-উৎসব-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কলিকাতা-মহানগরীর মধ্যে এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় ব্যাপার হইয়াছে।

ময়দানের জনতা-সমুদ্র ভেদ করিয়া শোভাযাত্রার মঠে ফিরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। অনারেব্‌ল্‌ স্যর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু-প্রার্থনা-সমিতির সভাপতি মহোদয় রাত্রি ৮টার পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, ৮টার কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রভুপাদ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সভামুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার সাফল্যের বিষয় বলিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক উৎসবের মূলেই একটি বাস্তব-সত্যানুরাগ আছে, সুগম্ভীর অর্থ আছে, প্রাণ আছে, তাহা নিরর্থক লোকপ্রদর্শনী মাত্র নহে, ইহা তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীগুরু-বন্দনা এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-চরণে হরিভক্তি-প্রার্থনা-সূচক 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' ও 'তুলিয়া তোমারে' প্রভৃতি শরণাগতির গীতি কীর্ত্তিত হইলে প্রায় ৮॥ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ জয়ধ্বনি-মধ্যে সম্রাট্‌ দম্পতির নিত্যকল্যাণ-প্রার্থনা-সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্নের গোস্বামি-মহোদয় প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বক্তৃতার সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি প্রভুপাদের ইঙ্গিতক্রমে প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিমহোদয় মধুরাতী ভাষায় স্বরচিত পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচার-কার্য্যের প্রধান সহায়ক রূপে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ও মহামানবীয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী যাহাতে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে পারেন, এই মর্ম্মে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপদে তদুভয়-প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা-মূলে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতার পর পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রি ৯॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ১০॥ টা পর্য্যন্ত একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের সার মর্ম্ম এই যে,—"প্রেয়ঃপথানুসরণে সময় অতিবাহিত না করিয়া শ্রেয়ঃপথানুসরণে বাস্তবমঙ্গলই মনুষ্যজীবনের একমাত্র মুখ্য বিষয়, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই সেই মঙ্গলের সন্ধান-প্রদাতা; নশ্বরচেতনে নশ্বরোপায়ে অবশ্যম্ভাবি-স্বীকারই বুদ্ধিমত্তার চরম আদর্শ অর্থাৎ তদ্বারাই স্ব-পর-ভেদবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া অকপটে হিংসা-দ্বেষ-বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত থাকিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে ঐকান্তিক মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে; ভগবান্ সঙ্কর্ষণের প্রতি নিরপেক্ষভাবে করুণাময়, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ না করিয়া নিজ নিজ মনোধর্ম্ম-সাহায্যে মঙ্গলামঙ্গল-বিচারের পারম্ভকতা বশে—আত্মবিনাশের রাজকীয় পন্থা প্রস্তুত করা মাত্র; তিনি যোগ্যাযোগ্যের প্রতি উপেক্ষার ভার প্রদান করিয়া আমাদিগকে তাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যে সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, আমাদের সেই সুযোগ সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া ভগবদনুশীলন-মুখে জীবনের সদ্ব্যবহারই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক; মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা নিরিখে যে ভগবদ্ধর্ম্মানুশীলনের সুযোগ পাইয়া আসিতেছি, ইহাই আমাদের পক্ষে পরমলাভ, আমরা তজ্জন্য রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ, ভগবানের নিকট আমরা সেজন্য সম্রাট্ পঞ্চমের নিত্যকুশল কামনা করিতেছি; "কস্তা সুদুর্ল্লভমিদং" ও "তেষ্বেহ্যনুকম্পাং" এই ভাগবতীয় শ্লোকদ্বয় বিশেষরূপে আলোচনার বিষয় হইলে মনুষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা লইয়া কালাতিপাত করিবার বিচার আর বহুমানিত হয় না; যে পরমকরুণাময় ভগবানের প্রত্যেক ব্যবস্থাই আমাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য, তাঁহার সেই ব্যবস্থার প্রতিকূলে অনিত্য স্বদেশ, স্বজন প্রভৃতির প্রতি কাল্পনিক প্রীতির কাপট্য-প্রদর্শন-মূলে রাজবিদ্রোহ কখনই ভগবানের প্রীতিকর কার্য্য নহে, আমাদের নিত্য স্বদেশ, নিত্য স্বজন-প্রীতিতে কোন সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন বা হিংসা-দ্বেষের স্থান নাই।" প্রসঙ্গক্রমে মহাপাদ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", "অনাদি বা বিনাদি বা", "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি", "বিষ্ণুর্ব্বা ভগবান্ বা", "যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে" প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্যও কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চমের প্রতি পুনঃ পুনঃ শুভাশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন-মূলে প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিলে ব্রহ্মচারী প্রণবানন্দ "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু" এই ধ্রুপদটি কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। ধুবড়ী হাইস্কুলের হেড্-মাষ্টার মহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দেবতীর্থ বি-এল্, বি-টি; কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৬ই মে অপরাহ্ণ ৩। ঘটিকা হইতে ৩৷৷ ঘটিকা পর্য্যন্ত ১৫ মিনিট কাল কলিকাতার রেডিও ব্রডকাষ্টিং সেণ্টারে মহামহোপদেশক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত সম্রাটের সিল্‌ভার-জুবিলী উৎসবের কি পারমার্থিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহার শাস্ত্রীয় সদ্যুক্তিমূলক "রজত-জুবিলী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ('গৌড়ীয়' ৫৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত) সর্ব্বসাধারণের আলোচনার সুবিধার জন্য পাঠ করেন। প্রবন্ধটির ভাব ও ভাষা সর্ব্বজন-প্রশংসিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে "সিল্‌ভার জুবিলী"

(তারযোগে প্রাপ্ত)

ঢাকা, ৭ মে, ১৯৩৫

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগ্রহে শুদ্ধ-গৌড়ীয়-মিশনের বিখ্যাত প্রচারক (যিনি বর্ত্তমানে ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতেছেন) ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অধিনায়কত্বে গত ৬ই মে সোমবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে মহামান্য ভারতসম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয় ও মহামানবীয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী মেরী মহোদয়ার 'সিল্‌ভার জুবিলী' উপলক্ষে প্রাতে সম্রাট্ মহোদয়ের নিত্যকল্যাণকামনা-মূলে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন এবং অপরাহ্ণে মঠসেবকগণ ও সহরের বিশিষ্ট সজ্জনগণ-সমভিব্যাহারে মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। পুষ্পমালা পতাকাদি-দ্বারা মঠগৃহ অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ৭ই মে তারিখে মঠমন্দিরকে বিচিত্র আলোক-মালায় বিভূষিত করা হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুরে "সিল্‌ভার জুবিলী"

গত ২৩শে বৈশাখ, ৬ই মে সোমবার শ্রীমায়াপুরের অধিবাসী, প্রবাসী, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত ভারত-সম্রাটের সিল্‌ভার-জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত সম্রাটের নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের জন্য ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করেন। তৎপর তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্বাহ্ণ ৮—৩০ মিনিট হইতে ১০—৩০ পর্য্যন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দের একটি সভা হইয়াছিল। সভায় রাজভক্তির প্রয়োজনীয়তা ও মহামহিমান্বিত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। ইন্‌ষ্টিটিউটের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত গণেশন সাহা বি-এ মহাশয়ের সমর্থনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর ভাগবত মহারাজ সভাপতিপদে বৃত হন। ভেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণতীর্থ সভাপতি মহোদয়কে পুষ্পমালা প্রদান করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতান্তে ছাত্রগণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রার্থনা-গীতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর যথাক্রমে উপদেশক ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম মহোদয় (বঙ্গভাষায়), ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মহারাজ (ঐ), শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইংরাজী ভাষায়) এবং কএকজন ছাত্র (কেহ ইংরাজীতে, কেহ বাঙ্গালায়) বক্তৃতা করেন; সর্ব্বশেষে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব মহোদয় তাঁহার ইংরাজীভাষায় লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। এই অভিভাষণটি এবং সম্রাটের প্রশস্তি-সূচক একটি সংস্কৃত কবিতা ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর সভাপতি মহোদয় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভা-ভঙ্গ হয়। ১০—৩০ মিনিট হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ দরিদ্রদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৪—৭টা পর্য্যন্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের খেলার মাঠে ছেলেদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইয়াছে। তৎপরে আলোক ও অগ্নিক্রীড়া হয়। অতঃপর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে বিবিধ মিষ্টান্ন প্রদান করেন। তৎপরে রাত্রি ৮—৯-৩০ পর্য্যন্ত পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

—'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ'

কৃষ্ণনগরে দরিদ্রগণকে প্রসাদ-বিতরণ

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যাশ্রিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও নিয়ামকত্বে মহামহিমান্বিত সম্রাট্, সম্পত্তির কল্যাণ-কামনায় গত ৭ই মে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর সহর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের প্রায় সাড়ে তিনশত দরিদ্র ব্যক্তিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ রন্ধন ও পরিবেশনাদি কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কতিপয় ছাত্র ও শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক প্রসাদ-পরিবেশনাদি কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান প্রধান সেবকগণ-সহ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের এস্‌-ডি-ও মিঃ চারুচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় যাহাতে কার্য্যটি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্‌ কে গুপ্ত, এক্‌সাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্কল অফিসার এবং ডেপুটিগণও উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের সাফল্যবিষয়ে প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গয়া-গৌড়ীয়মঠ হইতে গত ৩রা মে, ১৯৩২ রাত্রিতে মেরাহন এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া ৪ঠা মে প্রাতঃ ৬টা ৯ মিঃএ হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হন। প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মঙ্গলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী। গয়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সিংহ এম্‌ এস্‌-এল্‌-সি রাইস্‌ মহোদয় তাঁহার নিজের মোটরে করিয়া প্রভুপাদকে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বাবু, গয়া ষ্টেসনের চীফ্‌ ওড্‌স্‌ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চক্রবর্ত্তিমহোদয় ও আরও কএকজন বিশিষ্ট সজ্জন ষ্টেসনে প্রভুপাদকে তাঁহাদের হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। হাওড়া ষ্টেসনে মহামহোপদেশক আচার্য্য-

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ৬ই মে রাত্রি ৮টা ৫৫ মিনিটে ট্রেণে এবং মহামহোপদেশক আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ বিভাভূষণ প্রভু ৭ই মে ১২ টার ট্রেণে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ৮ই মে বুধবার প্রাতে কৃষ্ণনগর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ৬ই মে রাত্রি ৮টা ৫৫ মিনিটে ট্রেণে বালিয়াটি শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনার্থ কলিকাতা হইতে বালিয়াটি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ৮ই মে রাত্রিযোগে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ৯ই মে ত্রিপুরা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ যাত্রা করেন।

গয়াগৌড়ীয়মঠের প্রচার

গত ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ গয়া-গৌড়ীয়-মঠে সমবেত বহু উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করেন। টিকারীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী, গয়াধামের প্রেসিডেন্ট, রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহ, স্থানীয় জেল প্রেসের সমুদয় কর্ম্মচারী এবং আরও বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। রায় বাহাদুর কাশীনাথ বাবু প্রভুপাদের কথা-শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া বলিতে থাকেন—"আজ আমরা শ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীমুখে যে অমৃতময়ী বাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম, এরূপ বাণী জীবনে আর কখনও শুনিতে পাই নাই, প্রভুপাদ শুভক্ষণে গয়াধামে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন-লাভ এবং শ্রীমুখ-বিগলিত পরম-ব্রহ্ম-শ্রবণের সৌভাগ্য একবারও যাহার হইয়াছে, তিনি তাঁহার পাদপদ্মে না লুটাইয়া থাকিতে পারেন না।" কাশীনাথ বাবু অতঃপর প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবককে তাঁহার গৃহে লইয়া হরিকথা-শ্রবণের জন্য তাঁহার মোটর পাঠাইতেন। প্রভুপাদের আদেশে পণ্ডিতপ্রবর ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তাঁহার গৃহে গিয়া কএকদিন হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল রবিবার কাশীনাথ বাবু বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান এবং আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রভুপাদ তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ভাষণ প্রদান করেন। গত ৩রা মে তারিখেও কাশীনাথ বাবু স্বয়ং আসিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রভুপাদকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান এবং মহাপুরুষের পদার্পণে ও তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন। কাশীনাথ বাবু ধনাঢ্য, অমায়িক-স্বভাব সজ্জনব্যক্তি। তাঁহার সৌজন্য শতমুখে প্রশংসাই। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধার-পাদপদ্মের নিত্যাশীর্ব্বাদ-লাভে তাঁহার জীবন ধন্য হউক, তিনি শ্রীগয়াধামে মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার-বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করুন, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু চীফ্ ওভার্সিয়ার ক্লার্ক শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও উদ্যোগে 'গয়া ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে' "The Divine Love" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ মঠসেবকগণ ও বহু শিক্ষিত রেলওয়ে কর্ম্মচারী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের (মাল বাবুর) হৃদয়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষা, গয়াক্ষেত্রে সর্ব্বত্র যাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার হয়। এজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সৌজন্য, ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মানুরাগাদি সদ্‌গুণ সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদার্হ। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনে তাঁহার উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ১৮ই মে, ১৯৩৫ { ৪০শ সংখ্যা

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

গত ২৬শে চৈত্র (১৩৪১), ৯ই এপ্রিল (১৯৩৫) মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া ঢাকার অগ্রণী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রবীণ গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র পাল এম্-এ, সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ ও গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্-এ শান্তিনগরস্থ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের ভবনে আগমন করেন। তৎপরে ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী বি-এল, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত জানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার উপকণ্ঠস্থিত কমলাপুর হইতে সুপতিবাবুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুল বাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বলিলেন,—"আমি বহুদিন যাবৎ শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি, তদ্বারা আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, আধুনিক শিক্ষার্থিগণের অধিকাংশই এতদূর শিষ্টাচার, নীতি ও সৎনীতি বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে যে, তাহাতে তাহাদের নিকট ঈশ্বরভক্তির কথা ত' উপস্থিত করা যায়ই না, বরং হাস্যাস্পদ হইতে হয়; এমন কি, সৎনীতির কথাও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া একরূপ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় আমার জিজ্ঞাস্য—তাহাদিগকে ঈশ্বরোপাসনার কথা না বলিয়া সর্ব্বাগ্রে কিরূপে নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? আপনি এ বিষয়ে কিছু বলুন।"

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শাখা-পল্লবের পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করা অপেক্ষা মূলের আলোচনা করাই ত' সমীচীন। ভগবদ্ভক্তিনীতির আলোচনাই মূলবস্তু, সৎনীতি ত' তাহারই অন্তর্গত।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁ'র নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, সৎ-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁ'তেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাঁ'র কেবলা ভক্তি নাই। মনোরথের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত, তাঁ'তে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

মূলটা ঠিক ক'রে ধরতে পারলে সবই ঠিক থাকবে। সকল নীতি ও অখিল সদ্‌গুণের আকর স্থানে কেন্দ্র ঠিক না হ'য়ে বিপথে চলে গেলেই হ'বে। মূল পদার্থ ঠিক থাকলে মানুষের সকল আলোচনা ঠিক হ'বে। ভগবদ্-বিমুখতা হওয়ার দরুণই জীবের যে সকল অসুবিধা। ভগবান্ কি জিনিষ, তাঁ'র অনুশীলনের অভাবে নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত, এমন কি, অখিল সদ্‌গুণের আকরের অস্তিত্বের অস্বীকার পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। মূল কেন্দ্র ঠিক হ'লে কেবল যে কোন শ্রেণীবিশেষ বা কোন নীতি-বিশেষের উপকার হ'বে, তা' নয়, তদ্দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র, অধ্যাপক-অধ্যাপিত, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভারতীয় ও ভারতের বহির্ভূত সকল শ্রেণীর জীবেরই পূর্ণমঙ্গল লাভ হ'বে।

কেহ কেহ বলেন,—গান্ধী-মুভমেণ্ট বিফলভাব ধারণ করুল। গান্ধীজীর কথা ত' অনেকের বিচারেই মন্দ কথা নয়। কিন্তু সেই সকল প্রস্তাবিত ভাল কথা থাকুল না। ভগবদ্‌ভক্ত জগতে প্রতিমুহূর্ত্তেই একটা আপাত সুবিধার সহিত শতসহস্র অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। এক ব্যাধির প্রতিকার করতে গিয়ে অন্যান্য ব্যাধিগুলি বেড়ে যায়, না হয়, নানাপ্রকার নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

মেদিনীপুরের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মেদিনীপুর-স্কুল-সূত্রে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করতে দিলেন না। আমরা অনেক আশা ভরসা করছি,—স্কুল-কলেজের ছেলেদের, কিম্বা বিভিন্ন বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদের চিত্তবৃত্তি ভাল হউক; কেননা, তাঁ'দের চিত্ত কমনীয় ও নমনীয়। প্রথম-সূত্রে যদি ঈশ্বর-বিষয়ের আলোচনা হয়, তবেই ভাল হ'বে। নীতি প্রভৃতি গৌণ বিষয়। শিক্ষা লাভের প্রথম থেকেই যদি মনে করি যে, আমাদের কোন নিয়ামক নাই—পরমেশ্বর নাই, তা' হ'লে নীতিশিক্ষা নিরর্থক ও উচ্ছৃঙ্খলতাতেই পরিণত হ'বে। কেবল নিজের সুবিধাবাদটুকু অর্জ্জনের জন্য কৃত্রিম ও আগন্তুক নীতি ও তাৎকালিক নিয়ামকের অস্তিত্ব স্বীকার করলে নীতিপালন-কার্য্যটিও সাময়িক ও সুবিধাবাদ অর্জ্জনের ওতপ্রোত হ'বে। এই নিরীশ্বর নীতি শিক্ষার বিষময় ফলই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বত্র মহামারীর ন্যায় সংক্রামিত হ'য়েছে। তাই স্কুল-কলেজের ছেলেরা মূল অন্তর্য্যামী নিয়ামকের প্রতি সন্দিহান হ'য়ে মর্ত্ত্য নিয়ামক, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতিও শিষ্টাচার বর্জ্জিত হ'য়ে পড়ছে—নানাপ্রকার দুর্নীতি তাঁ'দের জীবনসঙ্গিনী হচ্ছে। বহুরূপিণী যথেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা, সামাজিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক নীতির নামে সুবিধাবাদের ধর্ম্ম গড়ে তুলে নাস্তিকতার মহামারীকে আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ ক'রে তুলছে।

আমাদের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময় প্রিন্সিপাল শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলাপ হ'য়েছিল। তিনি বললেন,—"ঈশ্বরের কথা আলোচনা না ক'রেও আমরা নৈতিক জীবন যাপন করতে পারি।" আমি এ বিষয়ের প্রতিবাদ ক'রেছিলাম। নিরীশ্বর নৈতিকতা সুবিধাবাদ বা ভোগবাদ মাত্র, তদ্দ্বারা কা'রোও ব্যক্তিগত বা সামাজিক মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না।

আমরা আর এক সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে তাঁ'র নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমাদিগকে বললেন,—"দেখ, যখন আমার ঈশ্বর-বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নাই, তখন প্রকৃত ঈশ্বর কিরূপ, তা' যদি অপর কা'রো নিকট শুনি, আর যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে ঈশ্বর থাকিয়াই থাকেন ও যদি তিনি আমার বিশ্বাসমত না হইয়া অন্যরূপ হন, তা' হ'লে আমার মৃত্যুর পর সেই ঈশ্বরের নিকট আমার বহু জুতো খেতে হ'বে। এজন্য আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে কা'রো নিকট কিছু আলোচনা করি না, বা কোন লোকের কোন কথা শুনাও উচিত মনে

করি না। আমি লোককে সাধারণ নৈতিক উপদেশই দিয়ে থাকি, যে কথা আমি প্রত্যক্ষ দেখি ও বুঝি।" আমরা যে মহাপুরুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে গিয়েছিলাম, তিনি বল্‌লেন,—"তা' হ'লে আপনি আপনার 'বোধোদয়' পুস্তকে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ —এ কথা লিখ্‌লেন কেন? আপনি কি পরমেশ্বর বস্তুকে সাক্ষাৎ ক'রে একথা লিখেছেন?—না কোন প্রচলিত মতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এরূপ উক্তি করেছেন?"

আধুনিক-সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে আজকালও এরূপ বিচার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাঁ'রা এদিকে বলেন,—ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন তাঁ'রা কিছু জানেন না, তখন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন কর্‌বেন না, অথচ তাঁ'রা না জেনেও ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত! বলি, যে বিষয় আমরা না জানি, সেই বিষয়ের কথা ত' অভিজ্ঞগণের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন কর্‌ব? কিন্তু শ্রবণ কর্‌ব না, কোন প্রকার অনুশীলন ত' কর্‌বই না, অথচ 'সেই বস্তুর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর্‌তে প্রস্তুত নহি' ছল ক'রে আমার মনগড়া মত প্রচার কর্‌ব!—এরূপ একটা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বহির্ম্মুখ মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে। মানবজাতির নির্ব্বিশেষবাদের দিকে এরূপ স্বাভাবিক ঝোঁক, ঈশ্বরের কোন অনুশীলন বা আলোচনা না ক'রেও পরম পণ্ডিত হ'তে মূর্খ পর্য্যন্তের মধ্যে ঈশ্বরকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ কর্‌বার চেষ্টা যেন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভগবানকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ কর্‌তে পার্‌লে কার্য্যতঃ আমরা নিয়ামকহীন হ'তে পারি। নির্ব্বিশেষ করা মানে—পরমেশ্বরের নিত্য নিয়ামকত্ব অস্বীকার করা। আমাদের চোখ, মুখ, কাণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই থাক্‌বে, নাম-রূপ-গুণ থাক্‌বে, কিন্তু পরমেশ্বরের উহা থাক্‌বে না, তাঁর ঐসকল থাক্‌লেই আমাদের মত হ'য়ে যেতে হ'বে! "'মায়া মিশাইয়া' তিনি এ জগতে আসেন, কিন্তু তাঁর নিত্যস্বরূপে তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ, তাঁর অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা নাই।"—এরূপ ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে উপরওয়ালা বা নিয়ামককে অস্বীকার করা মাত্র।

কেহ উপরওয়ালা নাই, নিয়ামক নাই,—এই বিচার হ'তেই উচ্ছৃঙ্খলতা এসে যায়। নিয়ামকহীন নীতি অর্থাৎ নিরীশ্বর নীতির কোন মূল্য নাই। নির্ব্বিশেষবাদীর সন্ন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি আত্মকর্ষণের নানাপ্রকার চেষ্টা জগতের লোকের চোখ ঝল্‌সাইয়া দিলেও তা'র অন্তরে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা নিহিত।

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা 'ব্রেকি'র 'সেল্‌ফ্ কাল্‌চার' পড়েছিলাম। তা'তে এরূপ একটা কথা লিখিত আছে, —রাজাকে অবজ্ঞা ক'রে রাজ্যে বাস করা যেমন, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রে নীতি পালনও তদ্রূপ। আর যাঁ'রা পরমেশ্বরে স্বাভাবিক প্রীতিবিশিষ্ট, তাঁ'রা বাহিরের দিকে বহির্ম্মুখ লোকের নিকট দুরাচার প্রতিভাত হ'লেও প্রকৃত সদাচারী। সমস্ত নীতি তাঁ'দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত ভগবদ্ভক্তের মধ্যে অবস্থান করে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

মূল বস্তু পরিত্যাগ ক'রে ডালপালায় সেবা বৃথা। মূলকে কেটে যদি গাছের ডালপালায় খুব ক'রে জল সেচন করা যায়, তা' হ'লে তা'র কোন সুফল লাভ করা যায় না। আর ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ নীতিপালনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টান্বিত না হ'য়েও যদি ভগবৎসেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা' হ'লে সমস্ত সৎনীতি ও সদ্‌গুণ আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—এরূপ ক্রম নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে। ভগবদ্ভক্তি পরমা নীতি। ভগবদ্ভক্ত স্বপ্নেও দুর্নীতি-পরায়ণ হন না।

জগতের লোক কিন্তু ঠিক উহার বিপরীত বিচার ক'রে রেখেছে। তাঁ'রা পরমেশ্বরের সেবাকে সকলের শেষে—হ'লে হ'লো, না হ'লে না হ'লো, আর হ'লেও গৌণভাবে হউক,—এরূপ বিচার করে রেখেছে। অনেকে

নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুখে ভগবানকে স্বীকার করেন, ভগবান যেন তাঁদের সুবিধাবাদজননী-নীতির সহযোগিতাকারী খানসামা! নীতির জন্য ভগবান্, ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্ নহেন। নীতির জন্য ভগবান্ জিনিষটা আমার খিদ্‌মদ্‌গার। আমি সুনৈতিক হ'য়ে জগতে নীতি ভোগ করতে পারব, আমি সাধবী, পবিত্রাত্মা ব'লে প্রতিষ্ঠা নিতে পারব বা ঐ পবিত্রতাকে ভোগ করতে পারব, এজন্যই আমার মার্গপথে সাময়িক ও মৌখিক ভগবান্ স্বীকার; চরমে কিন্তু আমি তাঁ'কে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক'রে রেখেছি! আর ভগবদ্ভক্তের ভগবান্—নিত্য অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্—ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ভগবান্। যাঁ'রা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁ'দের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে কেন্দ্র ক'রে যত প্রকার দুর্নীতি বা নিরীশ্বর নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁ'দের মধ্যে নাই; নিখিল সৎনীতি, পবিত্রতা, সাধুত্ব, সদাচার, তিতিক্ষা অমানি-মানদত্ব ও সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁ'দের সেবা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্রহ্মন্ভবাদৃশ্যেষাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

(স্কন্দপুরাণ)

হে ব্রহ্মন্, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হ'য়েছে, তা' অদ্ভুত নয়, কেন না, যাঁ'রা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁ'রা অন্যের ক্লেশপ্রদ হন না।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৪৮)

[যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই হরিপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।]

এরূপ একটী দিক নয়, অসংখ্য দিক থেকে যেখান যেতে পারে যে, নিরীশ্বর নীতি বা নীতির অধীন ঈশ্বর-কল্পনা মানসিকতা মাত্র। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের দ্বারা তাড়িত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, তাঁ'দের তিনজনের তিন প্রকার গুণের উপযুক্ত ভোগ পাওয়া দরকার। ভোগ বা সৎ ব'লে যে জিনিষটা বলা হয় অর্থাৎ যা' সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, তা'কে রজঃ ও তমোগুণের সংখ্যাগরিষ্ঠ-দল ব'লে থাকেন, ঐ ভাগকে বঞ্চনা ক'রে ঐ ভাগ প্রভুত্ব স্থাপন করবে, ইহা কিছুতেই সহ্য করা যা'বে না। তখন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ এক তৃতীয়াংশের প্রতি কা'রো কা'রো করুণার উদ্রেক হয়। এঁরা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তখনই শাক্যসিংহ, কপিল বা তাঁ'দেরই প্রচ্ছন্ন বন্ধু শঙ্কর তাঁ'দের সেই মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হন।

পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে সব ভাল হ'য়ে যা'বে যখন ইহা কলি শুনতে পেল, তখন সেও তা'র কিছু ভাগ আদায় করবার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কাতর প্রার্থী হ'লো,—

অন্যাবিতন্নমা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
উত্তরেণ হ্যতানি ভবসৎ ত্রিদেশকৃৎ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪০)

দ্যূত, পান প্রভৃতির Exchange value আছে জাতরূপে। সেই জাতরূপ পাঁচটি সন্তান প্রসব করলে—(১) মিথ্যা, (২) অসত্যতা, (৩) কাম, (৪) ক্রোধ ও (৫) শত্রুতা।

যদি আলাদা ক'রে দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করবার চেষ্টা হয়, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। এদের মূল কোথায়? মূল মালিকের সঙ্গে পরিচয়ের দরকার। All-pervading (বিভু) মূল মালিক ভুল হ'য়ে গেলেই যত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তখনই আমরা ন্যূনাধিক নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতের কৃষ্টি সাধন করি এবং মনে করি যে, আস্তিকতার কথা ত' একঘেয়ে কথা। যে-কাল-পর্য্যন্ত "যত বা ইমানি ভূতানি"—এই শ্রুতিমন্ত্র স্বীকৃত না হয়, সেকাল-পর্য্যন্ত সুবিধা হয় না।

পরমেশ্বর বস্তুই সত্যবস্তু। বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য পরস্পর বিদ্যমান থাকার ফলে উত্তরমীমাংসা প্রকাশিত হ'লো। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সেই উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

তাপ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

আমাদের অনুশীলনের পদার্থ হউক—পরমেশ্বর বস্তু। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ও পূর্ণ আনন্দময় নিত্যবস্তু।

জ্ঞানং যে পরমগুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ (ভাঃ ২।৯।৩০)

এক শ্রেণীর লোক একপ্রকার গুণতাড়িত হ'য়েছে, আর এক শ্রেণীর লোক অন্যপ্রকার গুণতাড়িত হ'য়ে কাজ করছে। যেখানে পাঁচজন মিলে পঞ্চায়িত্তি কাজ হচ্ছে, সেখানে লোকপ্রিয়তাই পরমেশ্বর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। পাঁচজনে পঞ্চদেবতা সৃষ্টি করছে। এই সকল বারোয়ারী মতবাদ 'বারজন মহাজনের স্রোতসিদ্ধান্তই কেন একচেটিয়া হ'বে?' —এরূপ এক সন্দেহ ও কুতর্ক আমদানি ক'রেছে। বহু-পঞ্চায়েৎ, বহুবারোয়ারী—পরমমুক্ত নিত্যশুদ্ধ শ্রীচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব বা ভগবৎপার্ষদ দ্বাদশ মহাজনের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না; কেন না, উহা তা'দের বহুরুচির সহিত খাপ খায় না। আধ্যক্ষিকতা—রাবণের সিঁড়িবাঁধার প্রণালী।

অনেকে বলেন,—নীতিশাস্ত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মূল কোথায়? নীতি কোথা হ'তে এসেছে? নীতির 'ডগ্‌মা' (dogma), ডিক্টেট্‌স্‌গুলি (dictates) অসুবিধা করবে—যদি নীতির মূল থালিকের অনুসন্ধান না হয়। মূলবস্তুর অনুসন্ধান না করার দরুণ জগৎসর্ব্বস্ববাদীর বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

অধোক্ষজ বিচারে পূর্ণত্ব, অপ্রাকৃতত্ব ব'লে কথা আছে। প্রকৃতির অন্তর্গত অধোক্ষজ এক প্রকার, আর প্রকৃতির অতীত স্থানে অধোক্ষজ আর এক-প্রকার। চতুর্থ-মানের বিষয় বর্ত্তমানে জ্ঞাতব্য নহে। পুরুষোত্তমবাদ স্বীকার না করলে প্রত্যেকে নিজেরাই পুরুষোত্তম লাভ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'বে। স্বরাট্‌ লীলাপুরুষোত্তমের সহিত জীবের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত না হ'লে এবং সম্বন্ধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় ও প্রয়োজনের নিত্যত্বের বিচার না থাকলে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হ'বে। যা'রা অভিধেয় বিচার ও ফলবিচার করে না, যা'রা সকল অভিধেয় ও ফলকেই একাকার করতে চায়, তা'রা নির্ব্বিশেষ বিচারে ধাবিত হ'য়ে থাকে। হাজার লোক হাজার ধরণের প্রস্তাব এনে ফেলেছে। মূল আকরবস্তুর প্রতি প্রীতির অভাব থাকলে হাজার লোকের হাজার প্রস্তাবের প্রতি যে আদর হয়। পরমেশ্বরের প্রীতি-সন্ধানের নামই ভক্তি, বহুজীবের প্রীতি-সাধন নহে। মূল আকরবস্তুর প্রীতি-সাধন কর্ত্তব্য হ'লে অসংখ্য জীবের অসংখ্য কামনা-পরিতৃপ্তি অধিক কর্ত্তব্য ব'লে মনে হয় না এবং ভগবৎপ্রীতি সাধনের দ্বারাই সমস্ত জীবের প্রকৃত কামনার তৃপ্তি হয়,—এ কথা বুঝতে পারা যায়।

ব্রিলীশ্বরো বা ভগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অজেন হরং ক্ষিতিপেন ভিক্ষিং
যাচায় বা স্যাৎ ভবদায় বা স্যাৎ॥

আমরা যদি অপূর্ণ বস্তুকে চাই, তা' হ'লে সেই জিনিষ পেলেও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করবে, কেন এরূপ অপূর্ণ জিনিষই যাচ্ছেতাই চেয়েছিলাম? এজন্য সর্ব্বাগ্রে গভীর প্রয়োজন নির্ণয় করা আবশ্যক। অনেকে ব'লে থাকেন,—"যেমন ক'রে হউক, অগ্রসর হও না, এত বিচার ভাবনার দরকার কি? প্রয়োজন ত' সকলেরই এক।" প্রয়োজন এক হ'লে ত' সব ঠিকই হ'তো। চেতনের প্রয়োজন এক বটে, কিন্তু যেখানে অচেতন আবরণ ক'রেছে, সেখানে অভিধেয় ও প্রয়োজন সবই ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তথাকথিত সমন্বয়বাদী সেগুলিকে একাকার করতে চাচ্ছে!

যেখানে আদৌ বাস্তববস্তু নাই, সেখান হ'তে বাস্তব-বস্তুর সৃষ্টি হ'বে না। জল হ'তে ঘই হয় না, দুধ থাকলেই অম্ল-সংযোগে ঘই হ'তে পারে। সচ্চিদানন্দ বস্তুর অনুশীলন হ'লেই সকল মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথাই ব'লেছেন।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

আমাদের যেটা নিত্য প্রয়োজন সেটা—Something positive, আর সেই অভাবের বা অত্যতিরিক্ত প্রয়োজনগুলি—negative. তবে কয়বিধ থেকে ছুটি পাওয়াটাই প্রয়োজন নয়। ছেড়ে গেলেই কি positive হ'বে? মুক্ত হ'লেই কি চল্‌বে? মুক্ত হওয়ার পরে কথা কি? যে মুক্তিতে ভগবৎসেবাই চরম প্রয়োজন হ'য়ে দেখা দেয়, সেই মুক্তির মূল্য কি? সেরূপ মুক্তি কতক্ষণ আমাদিগকে মুক্ত রাখ্‌তে পারে!—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ॥

(ভাঃ ৪।২০।২৪)

হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহত্তম ভগবদ্‌গণের অন্তর্হৃদয় হ'তে মুখমার্গ-দ্বারা বিনিঃসৃত তদীয় পাদপদ্মসুধার পানোপায় লাভ কর্‌বার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ কর্‌বার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না।

যাঁ'রা যে স্তরে আছেন, তা'তেই তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে,—যদি তাঁ'রা সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ কর্‌বার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। যাঁ'রা অভিধেয় ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে বিচার ভুল ক'রেছেন, হরিকথা-শ্রবণে তাঁ'দেরও মঙ্গল লাভ হ'তে পারে,—

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্বোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥

(ভাঃ ৪।২০।২৫)

হে উত্তমশ্লোক, মহাজনগণের মুখনিঃসৃত তদীয় পাদপদ্মমকরন্দকণাস্পৃক্ত অনিল কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদন ক'রে থাকে। অতএব আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন কি?

হরিমায়ার জিনিষগুলি মানুষকে ভোগ ও ত্যাগ শিক্ষা দেয়। ভোগী কুযোগী কখনও লোভে কখনও ভয়ে তাকে ধর্‌তে যায়। যখন তাকে আক্রমণ করে, তখন সে কখনও ত্যাগ কর্‌তে চায়। কিন্তু সে ত্যাগ কর্‌তে চাইলে কি হ'বে? কখনও তাকে ছাড়ে না। হরিসম্বন্ধি-বস্তুজ্ঞান হ'লে সেরূপ ভোগ ও ত্যাগ কিছুই কর্‌তে হয় না, হরিসম্বন্ধি-বস্তুর সেবার চেষ্টা হয়—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
(ভঃ রঃ সিঃ)
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

গৃহে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে তা'ই ভাল। আর গৃহ ছেড়ে যদি হরিসেবা না হয়, তবে সেরূপ গৃহ ছাড়ারও মূল্য নাই—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
(নারদপঞ্চরাত্র)

ধীর ব্যক্তি নিজের শ্রেয়ঃ প্রার্থী। শ্রেয়ঃ প্রার্থনা আমাদের প্রত্যেক বহির্মুখ হৃদয়েই রয়েছে। আমরা প্রেয়তে লুব্ধ হ'য়ে দাঁতাকলে প্রাণ হারাই। যা'তে ক'রে নিত্য-মঙ্গল হ'বে, এখন তা' শুন্‌তে গা দিচ্ছি না। যে-কাল-পর্য্যন্ত পার্থিব চিন্তাস্রোত বহু মানন কর্‌বার প্রবৃত্তি রয়েছে, সেকাল পর্য্যন্ত হরিকথা কাণে যায় না।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্ব্ব ত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

বৈনিত্যাদি ঋষিগণের যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবের পুষ্পিত পথ গ্রহণ কর্‌লে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। যে জিনিষটা পরিবর্ত্তিত হ'বে, তা'র উপর দাঁড়িয়ে কি মীমাংসা হ'তে পারে?—"পঙ্কে গৌরিব গীলতি।"

আমরা কতটা আশ্বস্ত হ'য়েছি ভগবানের এই বাণীতে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

স্বয়ং পুরুষোত্তম বল্‌ছেন,—হে পুরুষসকল, তোমরা

সমস্ত দেহধর্ম, মনোধর্ম, আত্মধর্ম, বেদধর্ম, লজ্জা, আত্মসুখ—সমস্ত পরিবর্জন ক'রে একমাত্র আমি যে নির্বিশেষ বস্তু, সেই আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কর।

লোকে শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী বুঝতে না পারায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে দালাল সেজে বল্‌ছেন,—"কৃষ্ণকে ভজনা কর।" শ্রীচৈতন্যদেবের পাঁচরকম ভক্ত। যাঁ'রা সংসারে স্ত্রী-পুরুষ-বিচারে বাস করেন, তাঁ'রা যদি এই প্রাকৃত হেয় প্রতিবিম্বিত রূপের অপ্রাকৃত পরমোপাদেয়, অখণ্ড বিগ্রহের অনুসন্ধান করেন, তবে তাঁ'রা অপ্রাকৃত কান্তরসে ভগবানের ভজনা করতে পারেন। আর যাঁ'রা জগতে ছেলেপিলে নিয়ে ঘরকন্নার আসক্ত, তাঁ'রা যদি অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসে অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদার অনুগত্য আত্মবৃত্তিতে অনুশীলন করতে পারেন, তা'হ'লে তাঁ'দের অনিত্য, হেয় ও খণ্ড বাৎসল্যের জন্য সময় নষ্ট করতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মানবজাতির একমাত্র পরম শিক্ষক। কৃষ্ণভজন না ক'রে যখন জীব অন্য পথ গ্রহণ ক'রেছে, তখন তাদের সম্বন্ধে তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন—পরমেশ্বরের উপাসনা।

তখন জিনিষটি ধার করা ব্যাপার নয়, ইহা অনুকরণও নয়। স্বরূপের উদ্বোধন হ'লে তবে ভজন হয়। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের বিনাশ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে বিনাশ, আবার সত্ত্বগুণের বিনাশ ক'রে নির্গুণ অবস্থায় অধোক্ষজ তত্ত্বের অনুভূতি হয়। সেই অধোক্ষজ-সেবাই ভক্তি—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি। (ভাঃ ১।২।৬)

অধোক্ষজ জিনিষটা অপরোক্ষ নয়। মূল কথায় আস্‌লে সকলেরই মঙ্গল হ'বে—ছাত্রের ও শিক্ষকের উভয়েরই মঙ্গল হ'বে। সকল শিক্ষকের শিক্ষক তাঁ'র শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষাই সকল শিক্ষার সার। মোটকথা, "কাজ ছাড়া আর রীতি নাই।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আপনি যা' বল্‌লেন,—তা'ই প্রকৃত কথা, খুব উচ্চ কথা। আপনি বহু শাস্ত্র আলোচনা ক'রেছেন। এ সকল কথা অনুশীলন কর্‌লেই লোকের মঙ্গল হ'তে পারে।

প্রভুপাদ—হাঁ, অনুশীলন চাই। মায়ার অনুশীলন নহে—মনোধর্মের অনুশীলন নহে,—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। আমরা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অনুশীলনের জন্য বাস্ত নই। চতুর্থবর্গেরও অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হয় ভগবৎপ্রেমার কাছে। ভগবানের সুযোগ হচ্ছে কি না, ইহাই মূল অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া আবশ্যক—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে। (ভঃ রঃ সিঃ)
ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে। (ভঃ রঃ সিঃ)

যে কয়দিন বেঁচে থাকব, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক হস্তসঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করতে পারি। অনুশীলনটা সেবা পুরুষের সেবার জন্য করছি, না নিজের দেহমনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসা'বার চেষ্টা করছি,—এ বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি। (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুর প্রসঙ্গ থেকে এক মুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হ'লে অনুশীলন হ'বে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর প্রণালী—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্।

আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশ—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০)

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। (গীতা)

মুখে বল্‌ছি বড় বড় কথা, কিন্তু কার্য্যে যে তিমিরে, সে তিমিরে থাক্‌লে চল্‌বে না—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখ্‌লে চল্‌বে না, অনুশীলন কর্‌তে হ'বে। অনুশীলন অর্থে—কৃষ্ণানুশীলন, আর কৃষ্ণানুশীলন অর্থে—অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামানুশীলন। অনুশীলন কর্‌তে হলে

হ'তে হবে সুনীচ, তরু হ'তে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ'তে হবে—কৃত্রিমভাবে নয়। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে—শ্রবণের পথের ব্যবধান দূর হবে। শ্রীগৌরসুন্দর পুরী হ'তে প্রত্যাবর্তন ক'রে নবদ্বীপবাসীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষার সারকথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচারিত হউক, সকল বিদ্যাপীঠে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সেই বাণী প্রচারিত হউক, তা' হ'লে শিক্ষক ও ছাত্রের মঙ্গলোদয় হবে, ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষিত ও শিক্ষকগণ প্রকৃত শিক্ষক হ'তে পারবেন

প্রেরিত পত্র

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট লিখিত)

পিতৃপ্রসাদ,

পোঃ—বেওয়ার, জেলা দাঁওতাল পরগণা

৮।৩।২৫

শ্রীভক্তিবিনোদাসনেষু,—কয়েক বৎসর হইল আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনারা সকলেই কুশলে আছেন। আজ প্রায় ৪৫ বৎসর হইল পরমপূজনীয় ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয়ের নিকট গীতা-পাঠের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। তাঁহার এবং পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রাধাগোবিন্দ রায়চৌধুরীর একান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা-কীর্ত্তন ইউরোপে করা হয়। ইহা আপনার দ্বারায় সাধিত হওয়ায় পরম আনন্দের বিষয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইবেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনের সংবাদ কাগজে পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। অভ্যর্থনা-সমিতির একজন প্রধান সভ্য নদীপুরের রাজা ভূপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠের একজন পরম উৎসাহী সভ্য কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাক্ এম, এ, মহাশয় আমার বিশেষ হিতৈষী অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উত্তরবঙ্গদেশে অর্থাৎ রামকেলি গমনের সময় হইতে আমরা তাঁহার আশ্রিত। আমার পিতামহ পরলোকগত মতিলাল অধিকারী মহাশয়ের অনেক ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন। আমরা শ্রীশ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য-সন্তান। সুতরাং মহাপ্রভুর বৈষ্ণবী আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। নিবেদন ইতি—

কৃপাপ্রার্থী

(স্বাঃ) **শ্রীহেমচন্দ্র সরকার** *

পুনশ্চ নিবেদন, আমাকে একখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-উৎসব-পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের প্রত্যভিভাষণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশে সুদূর ইংলণ্ডদেশে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারের জন্য গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-উপলক্ষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্‌এর শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ গত ২৭শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'অবিদ্যা-হরণ শ্রবণ-সদনে' এক মহতী সভায় তীর্থ মহারাজকে ইংরাজীতে ও বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। তাহার উত্তরে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—]

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, সভ্যবৃন্দ শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ।

বিলাতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া আমার শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন-উপলক্ষে আজ আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে

* গভর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অধুনা বার-এট-ল ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্ প্রেসিডেন্সী ডিভিসন।

অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সঙ্গ আমার নিকট যত প্রীতি, এমন আর কিছুই নহে। সুদূর পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান করিলেও আমার চিত্তভৃঙ্গ সর্ব্বদা আপনাদের পাদপদ্ম-মধুপানে রত থাকিত।

ইংলণ্ডে আমি দুই বৎসর অবস্থান করিয়া অনেক নূতন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। তদ্দেশীয় অধিবাসিগণ জড়বিজ্ঞান ও বাহ্যিক সভ্যতার উন্নতির চরম সোপানে পৌঁছিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় সহস্র সহস্র মিউজিয়ম্ ও পুস্তকাগার আছে। ঐ সকল মিউজিয়ম্ ও গ্রন্থাগারে প্রত্যহ সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাহাতে বিনা ব্যয়ে যোগ্য অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা আছে। তথায় দৈনিক (তন্মধ্যে কতকগুলি দিনে দশবার করিয়া মুদ্রিত), সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সহস্র সহস্র সংবাদ-পত্র স্বল্প মূল্যে বিতরিত হইয়া জনসাধারণকে জাগতিক সর্ব্ববিধ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সুতরাং তথাকার বালক-বালিকারাও আমাদের দেশের বালক-বালিকা—এমন কি, শিক্ষিতাভিমানিগণ হইতেও জাগতিক অভিজ্ঞান-সম্পদে সমৃদ্ধিমান, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গৌড়ীয় সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে উদিত হন ও পশ্চিমদিকে অস্ত যান। চিন্ময়-শ্রীনাম-সূর্য্যও পূর্ব্ব-গগনে উদিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি অস্ত যান না—চিরকাল অবিদ্যা-তিমির-তপন-রূপে সকল জীবের হৃদয়-গগনে প্রকাশিত থাকেন। এই চিন্ময়-শ্রীনাম-সূর্য্যের প্রকাশবিগ্রহই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ—শ্রীচৈতন্যবাণী। শ্রীচৈতন্য-বাণী নিত্য—তাঁহার সেবকবৃন্দও নিত্য। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী আচার-মুখে প্রচার করেন। সুতরাং সেই বাণীবীজ যেখানেই উপ্ত হউক না কেন, উহা অচিরেই মূল কলে শোভিত বিশাল তরুতে পরিণত হইয়া জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন। কেবলমাত্র শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অনুপ্রেরণাতেই আমার মত একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য জীবের পক্ষে পাশ্চাত্যদেশে গমন ও তথায় শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে।

ইংলণ্ডের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্বাধীন ও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের অবাধমিলনে কোন প্রতিবন্ধক নাই। তদ্দেশে সকলেই নির্ভয়ে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। তথায় কাহারও চিন্তাস্রোত রাজনীতির গণ্ডিদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহাদের সামাজিক চিরন্তনী আচার-পদ্ধতিসমূহ রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠবলে আবদ্ধ। তাঁহারা কোন অপরিচিত ব্যক্তির ধর্ম্ম গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সুপরিচিত ব্যতীত আলাপ করিতেও প্রস্তুত নহেন। এহেন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করা যে কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃবর্গ ও রাজন্যবর্গ হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া গিয়াছিলাম; সুতরাং বিলাতের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে কিছুমাত্র বাধা-প্রাপ্ত হই নাই। তিনটি কারণে তাঁহাদের চিত্ত আমাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল :—(১) অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন; (২) দীক্ষিতদ্বারা পাশ্চাত্য শ্রীভগবদ্বৈভব-সন্ধান ও (৩) দেশীয় চতুর্থাশ্রমোচিত সামান্য পরিচ্ছদ-দ্বারা শরীর সংরক্ষণ। তাঁহারা প্রায়ই আমাদের মঠে শুভাগমন করিতেন এবং আমাদের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। এই সকল সদাশয় ব্যক্তির বিশেষ সহানুভূতিতে এবং মহামান্য **Marquess of Zetland**এর সভাপতিত্বে আমরা লণ্ডনে 'গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি' সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে সনাতন-ধর্ম্ম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ধর্ম্মের মূলে চিন্ময় বিজ্ঞান নাই, যে ধর্ম্ম চিন্ময় যুক্তির কবচে সুরক্ষিত নহে, যে ধর্ম্ম বাস্তব সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা মনোধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। আবার যে দর্শন ভগবৎ-প্রতিমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে, যে দর্শন শুষ্ক নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে পর্য্যবসিত, তাহা নাস্তিকতারই প্রকারান্তর মাত্র; কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সকল ধর্ম্মেরই তুলনামূলক গবেষণা করা কর্ত্তব্য। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত এই সার্ব্বজনীন পরমধর্ম্ম, যাহা জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম—শ্রীনামসংকীর্ত্তন

আচার্য্যমুখে প্রচার করিয়াছেন। আমরা সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীনামসংকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞার ভৃত্যস্বরূপে তাহা পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিয়াছি। জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম এই বৈষ্ণবধর্ম্মেরই হয় সোপান, না হয়, বিকৃত রূপান্তর।

আমাকে জনৈক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদের কি নূতন কিছু বলিবার আছে? না,—আপনারা নিষ্কারণে কল্পনা বহনের পণ্ড পরিশ্রম করিতে আসিয়াছেন?" তদুত্তরে আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই আমাদের অনেক নূতন কথা আছে, যে কথা এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে কেহ কীর্ত্তন করেন নাই বা এতদ্দেশীয় কাহারও শ্রবণের সুযোগ হয় নাই; যে রাজ্যে জাগতিক স্ত্রী-পুরুষের ধারণা পৌঁছিতে পারে না, বা লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে, যেখানে ভগবানের নামরূপগুণলীলা ভগবান্ হইতে অভিন্ন, সেই অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামের অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণীর বাহকরূপে আমরা আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীভগবান্ যেমন এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমধর্ম্মও সেইরূপ এক এবং অদ্বিতীয়। সেই প্রেমধর্ম্ম একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-মুখে অধিগম্য। আপনারা দয়া করিয়া ধৈর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সেই অপ্রাকৃত-চেতন-বাণী শ্রবণ করিলে আমাদের ও আপনাদের উভয়েরই যুগপৎ চরম উপকার হইবে। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ অতিমর্ত্ত্যবাণী শ্রবণের জন্য ৫০ মিনিটের বেশী সময় ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-কীর্ত্তন-মুখে প্রচার করিয়া তৎপ্রতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমাদের সাফল্যের একমাত্র কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা—তিনি আমাদের যেমন নাচাইয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ নৃত্য করিয়াছি। তিনি যেমন বলাইয়াছেন, আমরাও তেমন বলিয়াছি। তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। আপনারা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজকে জানেন—তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বাগ্মী, কিন্তু তাঁহাকে তুফান-মেলের ন্যায় এত দ্রুতভাবে বক্তৃতা শেষ করিয়া ফেলিতে হইত (কারণ, সময় মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা) যে, অধিকাংশ শ্রোতাই তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মার্থগ্রহণে অক্ষম হইয়া পুনরায় মঠে আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ও আমি তাহা প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের সংশয় দূর করিয়া দিতাম। এইরূপে তাঁহাদের চিত্ত আমাদের মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী আমাদিগকে তাঁহাদের রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী সন্ন্যাসীর ভাগ্যে এরূপ সম্মান-লাভ ঘটে নাই।

"এমন দিন আসিতেছে, যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পতাকার নীচে সম্মিলিত হইয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিবেন ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবেন।"—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইবে—ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় জড় প্রতিষ্ঠান নহে। বর্ত্তমানে শিক্ষার ভিতরে যে-সমস্ত নাস্তিক্যভাবের দূষিতপঙ্ক প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তদ্দূরীকরণার্থ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীধাম-মায়াপুরে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষার বিষময় ফল সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন। শিক্ষার অমৃতময় ফল যে ভগবদ্তত্ত্বলব্ধিমূলে ভগবৎপ্রেম-আস্বাদন, তাহাতে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। নিষ্ঠাসিক্ত আচার্য্যের নিয়ামকত্বে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার-হৃদয়ে শুদ্ধ পারমার্থিক শিক্ষার বীজ বপনের চেষ্টা কেবল এই প্রতিষ্ঠানেই আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা-জগতের অগ্রণীস্বরূপে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিতরণ করিয়া জগতের নিত্য কল্যাণ বিধান করিবেন। জীবন্ত মনুষ্য তৈয়ার করাই এই জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের আদর্শী ও আদর্শ-চরিত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে শিক্ষা দ্বারা জীবের স্বরূপ-বিস্মরূপ অবিদ্যা কখনও দূরীভূত হয় না, সেই শিক্ষা শিক্ষাই নহে।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা-শিক্ষা, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যাহা স্থির করে মন॥"

মহারাজা Marquess of Zetland এই প্রতিষ্ঠানের

কথা শ্রবণ করিয়া উহার সর্ব্বোত্তম ছাত্রদ্বয়কে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাঁহার প্রধান শিক্ষকতায় এই প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে চালিত হইতেছেন, তিনি আমাদের শ্রীযুক্ত ভক্তিবান্ধবপ্রভু। তিনি সত্য সত্যই ভক্তের বন্ধু এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন। "He is the right man in the right place."

এই সভায় যিনি সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছেন—আমার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভাগবত মহারাজ, তিনি একজন পরম ভাগবত মহাপুরুষ। আমি তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অদ্য যে দুইজন ব্রহ্মচারী তাঁহাদের উপস্থিতিদ্বারা এই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আমার পরমপূজ্য শিক্ষা-গুরু মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু ও শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আপনারা আমাকে আজ য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সম্বন্ধে কীর্ত্তনের দ্বারা যে সেবা করিবার অধিকার দিলেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি চিরকাল শ্রীগুরুদেবের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত চেতনময়ী স্বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর সুশীতল শ্রীচরণচ্ছায়ায় আশ্রিত থাকিয়া নিখের চেতন অচেতন জীব-বৃন্দের নিকট তাহা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

"সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার ত্রিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
যেখানে তোমার যাত্রা কীর্ত্তনোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥"

প্রচার প্রসঙ্গ

রেঙ্গুণে প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ৬ জন ব্রহ্মচারী-সহ গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে 'এরা' নামক জাহাজে দ্বিতীয়বার ব্রহ্মদেশে প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন। রেঙ্গুণের তার মে তারিখের বিমানডাকের পত্রে প্রকাশ, স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ গত ৩০শে এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় তথায় নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের রেঙ্গুণ-নিবাস-বার্ত্তা অবগত হইয়া ব্রহ্মদেশের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বচর অ্যাসিস্টেণ্ট মিঃ টি, আর, ডি, শর্ম্মা মহোদয় ষ্টেসনে স্বামীজীর অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরযোগে 'ডাল্ হাউসী' ষ্ট্রীটস্থ মিঃ সি, আই, বেটা নামক সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলারের প্রাসাদোপম এক গৃহে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার বাসস্থান প্রদান করেন। স্বামীজী উক্ত স্থানে সমাগত শ্রদ্ধালু জনগণের নিকট মহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতির সাহায্যেও শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইতেছে। রেঙ্গুণে প্রচারের পর ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানেও স্বামীজী প্রচারে যাইবেন। স্বামীজীর প্রথমবারে ব্রহ্মদেশে প্রচার-কালে যে-সকল ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তি নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবারও স্বামীজীর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ভক্ত্যনুকূল সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল :—

স্বামী প্রণবানন্দ; ডাক্তার রমেশচন্দ্র চৌধুরী; রায় বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন ঘোষ; মেজর ডি, সি, মৈত্র; শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর; ডাক্তার এম্, এল্ কুণ্ডু; ডাক্তার এস্, আর; মিষ্টার ডি, এম্, আর নাইডু; শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়; কবিরাজ জে, এম্ সেনগুপ্ত বি-এ বৈদ্যশাস্ত্রী; রায়বাহাদুর হরিহর প্রসাদ সিং; ভিরজী ঘাইয়া; নানজী দামজী; মগনলাল প্রাণজীবন; ব্যারিষ্টার এন্, সি সেন; শেঠ মদনগোপাল বাগ্‌লা; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চেটী; শ্রীযুক্ত রমণ চেটী; টি, আর, ডি শর্ম্মা প্রভৃতি।

ঢাকায় প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন ও ঢাকানগরীর সজ্জনবৃন্দের হৃদয় শুদ্ধভক্তিকথা-মন্দাকিনীতে পরিপ্লাবিত করিয়া যাইবার পরমসুযোগ সেবক-বৃন্দ অধিকতর উৎসাহভরে এইস্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ৮ই বৈশাখ রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তি-শাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় "শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

৯ই বৈশাখ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তিস্থাপনা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১০ই বৈশাখ স্বামীজী মহারাজ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে ঠাকুর হরিদাসের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছিলেন। ১১ই, ১২ই, ও ১৩ই বৈশাখ স্বামীজী মহারাজ ঢাকা নয়াবাজারবাসী জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল-উপাখ্যান পাঠ করেন। ১৪ই বৈশাখ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ দাস বাহাদুর এম্-এল-সি মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধের হিরণ্যকশিপুর উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৫ই বৈশাখ স্বামীজী মহারাজ ঢাকার গেণ্ডারিয়া পল্লীতে শ্রীযুক্ত চারুকুমার সেন মহাশয়ের ভবনে বহু শ্রোতার সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৬ই বৈশাখ সোমবার অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা গেণ্ডারিয়ার উক্ত সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ কাঁচাতিলচৈতন বিক্রেতা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ ডি, ঘোষ মহাশয়ের ভবনে তাঁহার একান্ত প্রার্থনা ও আগ্রহে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৭ই বৈশাখ গেণ্ডারিয়ার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, মিঃ ডি, ঘোষ মহাশয়ের ভবনে গীতা পাঠ ও ঢাকা-জেলের জেলার মহাশয়ের ভবনে তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই বৈশাখ রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিদ্যারত্ন বি-এ মহোদয়ের প্রশ্ন—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ও সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?" এতৎসম্বন্ধে শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদ হইতে অমৃতপ্রবাহভাষ্য, অনুভাষ্য ও শ্রৌত-সিদ্ধান্তাবলম্বনে ইষ্ট-গোষ্ঠী করেন। সভায় শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল মহাশয় সপরিবারে ও অন্যান্য কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রয়ী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনার্থ ঢাকায় শুভবিজয়কালে তাঁহার সমভিব্যাহারে ঢাকানগরীতে আগমন করিয়া-ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ও আদেশে ময়মনসিংহে সহরে হরিকথা প্রচারের পর ঢাকাবাসী সজ্জন-বৃন্দের সকাতর আহ্বানে তিনি পুনরায় ঢাকা নগরীতে শুভাগমন করিলে ঢাকাবাসী সজ্জনবৃন্দ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ একত্র সম্মিলিত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর প্রচারকবর স্বামীজী মহারাজকে একটী অভি-নন্দনপত্র প্রদান করেন।

এতদুপলক্ষে গত ২৭শে বৈশাখ (১৩৪২) শুক্রবার সন্ধ্যার পর ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভক্তিবিনোদবাণী-শ্রবণ-সদনে একটি বিশেষ সভা আহূত হইয়াছিল। ঢাকার অনেক গণ্যমান্য, সুশিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিবিনোদবাণীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, নয়াবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ এম্-এ, বি-এল, বাকলীর জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন

নাগ এম্-এ, বি-এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এম-এ; শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় বি-এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসাক, শ্রীযুক্ত রমানাথ বসাক; নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিদ্যারত্ন বি-এ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এবং এতদ্ব্যতীত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতা মহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপামহিমাসূচক একটী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করিয়া শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের করকমলে অর্পণ করেন। এই অভিনন্দন-পত্রটি যথাস্থানে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইবে।

উক্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যভিভাষণে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বলেন,—"আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক-গণের অভিনন্দনপত্রটি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদেরই পূজার অর্ঘ্য জানিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতেছি। আমি তাঁহাদেরই একটি নগণ্য ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অযোগ্য ভৃত্যমাত্র, তাঁহারা প্রভু। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের স্নেহ নির্ব্বাপিত-প্রায় মাটিয়া প্রদীপকে আজ ভক্তিবিনোদবাণীর আরতি করিবার জন্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, এই আশা-বন্ধই আজ আমার পরমাদরের বিষয় হইয়াছে। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর আমাকে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীচৈতন্যবাণীর পদাঙ্কিত ঢাকানগরীতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদানের অব্যবহিত পরের দিবসই প্রেরণ করিয়া ঢাকাকে উন্মুক্ত করিবার ছলে আমার প্রতি মহতী কৃপা-বর্ষণ করিয়াছিলেন। যদিও আমাকে শ্রীচৈতন্যবাণীর পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে বিতরণকালে নানাভাবে প্রত্যাখাত ও নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল, তথাপি আমি এখানে কএকটি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক উজ্জ্বলরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রভায় এই প্রদীপের কীণদীপ্তি প্রোজ্জ্বলতর হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরতি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য-বাণী পূর্ব্বদেশ হইতে ক্রমে পশ্চিম ও সুদূর পশ্চিমে সাতসমুদ্র তেরনদীপারের পশ্চিমদেশে আমাকে বৈষ্ণব-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

ইহার পর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কালে তাঁহার নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার কথা অতি প্রাঞ্জল ও সুমধুর ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে শিক্ষাপূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং উপসংহারে ঢাকাবাসিগণের প্রতি একটি বিশেষ আর্ত্তি-পূর্ণ আবেদন জানাইয়া সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিবার উদ্বুদ্ধ হওয়াই পরম বুদ্ধিমত্তার কার্য্য—ইহা বলিয়াছিলেন।

আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ও শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্নমোহন রায় প্রমুখ মঠসেবকগণের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। তুষ্টচিত্ত ভক্তপালী মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে করিতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের দৈন্য ও উদারতার কথা "শাস্ত্রবশাসন" পত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে বলিতেছিলেন।

ঢাকা বারলাইব্রেরীতে শ্রীপাদ তীর্থ-মহারাজের বক্তৃতা

ঢাকাবাসী কতিপয় সজ্জন ব্যক্তির আগ্রহে ও উদ্যোগে গত ২৮শে বৈশাখ (১৩৪২) শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ঢাকা বারলাইব্রেরীহলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের একটি বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় বারের উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল প্রমুখ বারলাইব্রেরীর কতিপয় সভ্য শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক "Philosophy of Sree Krishna Chaitanya" বিষয়ে একটি বক্তৃতার কথা সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এল মহাশয়ের সমর্থনে বার এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী প্রবীণ ও সজ্জন উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"সভামাত্রেই সভাপতি নির্ব্বাচন করা একটি সাধারণ রীতি। সেই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আমি সভাপতিরূপে বৃত হইলেও আমিকার সভায় আমার

ভার সভাপতির কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আজ শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে সভাপতির কোন কার্য্য নাই। যদি সভাপতির কার্য্য বক্তার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্যেও আমিকার বক্তা সম্বন্ধে কিছু পরিচয় প্রদানে আমার যোগ্যতা খুবই কম। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্ববিশ্রুত প্রচারবার্ত্তা ও প্রচারক-গণের পরিচয় আমি আর নূতন করিয়া কি দিব? আজিকার বক্তা তাঁহার গুরুদেবের আদেশে যে কেবল স্বদেশে প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা নহে, তিনি সুদূর পাশ্চাত্যদেশেও সেই কথা প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কমবেশী সকলেই দু'চার কথা জানি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ধার্ম্মিক শিক্ষা-সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি, কিছু জানি বলা ধৃষ্টতা-মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের সর্ব্বত্র যে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা যদিও সময় সময় লুপ্ত বা বিকৃতভাবে ধারণ করিয়াছে, তথাপি তাহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—বিলুপ্ত হইতে পারে না। গৌড়ীয়মঠের উদ্‌যোগে শ্রীচৈতন্যের সেই ভাবের বন্যা এক নূতন উজ্জ্বলভাবে দেশে দেশে প্রচারিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের এই প্রেমের বাণী দেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়া যে মিলন ও ঐক্যের স্থায়ী সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয় এবং সকলের সঙ্গেই আদর ও গৌরবের কথা।

আমি স্বামীজীকে তাঁহার মধুরবাণী শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি

সভাপতির আহ্বানের পর শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যের দর্শন ও শিক্ষা সম্বন্ধে অতীব মধুর, পরিমার্জ্জিত ও প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকা বারলাইব্রেরীর সুবৃহৎ হল বারের সভ্যবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এতদ্‌ বিপুল জনতা-সত্ত্বেও বক্তৃতা-কালে হলমধ্যটির নিস্তব্ধ নিঝুম ভাব সকলেরই অনুভবের বিষয় হইয়াছিল অর্থাৎ সকলেই বিশেষ মনোযোগী হইয়া, কেহ কেহ বা চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া স্বামীজী মহারাজের মধুবর্ষিণী ওজস্বিনী বাগ্মিতাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বলেন,—"আজকার বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তাহা ধারণা করা খুবই শক্ত; বিশেষতঃ আমার মত লোকের। তবে সুযোগ্য বক্তা তাঁহার ওজস্বিনী ভাষার সাহায্যে অথচ অতীব প্রাঞ্জলভাবে আমাদিগকে বুঝাইবার যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা লভ্য হইতে পারে, তাহা নহে, হৃদয়ের গভীর উপলব্ধি এবং ভগবানের কৃপা না হইলে এরূপ প্রাণময়ী কথা কেহ এতটা আবেগের সহিত প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি যেরূপ সুমধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় নীরস দার্শনিক কথাকেও সরস করিয়া বুঝাইয়াছেন এবং আমাদিগকে সেই শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, তিনি আজ আমাদিগের ভিতরে দার্শনিক ভাবধারার ও ধর্ম্মের একটা নূতন ও মৌলিক বিচার প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। উহা আমরা চিন্তা করিব, আলোচনা করিব এবং ক্রমে ক্রমে সেই পথে চলিতে অভ্যস্ত হইব। স্বামীজী আজ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া যে-সকল বিষয় আলোচনা করিলেন, তাহাতে আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত, আপ্যায়িত হইলাম ও তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম।"

সভাপতির অভিভাষণের পর ঢাকা বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন এম্‌-এ, বি-এল মহাশয় ঢাকা বার এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিঃস্বার্থ-পরতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—"আজ আমরা যে পরম লাভজনক মধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম, তদ্‌বিষয়ে কোন মতভেদই থাকিতে পারে না। স্বামীজী মহারাজ নিজের জন্য নহে, আমাদের জন্য আজ যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত এবং বারের পক্ষ হইতে স্বামীজী মহারাজের প্রতিষ্ঠানের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা তাঁহার বক্তৃতায় যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছি ও মুগ্ধ হইয়াছি। "আমরা তাঁহার বাণী শুনিয়া সেই পথে চলিবার চেষ্টা করিব,"—স্থানীয় সভাপতি মহোদয়ের এই

উক্তি আমিও স্বীকার করিতেছি। আমি পুনরায় বাবের পক্ষ হইতে স্বামীজী মহারাজকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মাননীয় সভাপতি মহোদয়কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

সভার পরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ উকিল স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে বিশেষ প্রস্তাবের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কেহ কেহ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া পুনরায় এই সকল কথা শ্রবণ করিবেন,—এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলের নাম সংগ্রহ করা অসম্ভব। নিম্নে কতিপয় শ্রোতার নাম উদ্ধৃত হইল।

ঢাকা বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন এম্-এ, বি-এল; অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্-এ; ঢাকা বারের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল; সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, সহকারী পাব্লিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল; মোক্তার বারের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার গুপ্ত; মোক্তার বারের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার রক্ষচারী বি-এল; শ্রীযুক্ত সুরথলাল দাস এম্-এস্-সি, বি-এল; এ্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, ঢাকার সব্রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী; শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ; 'সোণার বাংলা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ; 'স্বাস্থ্য-সাগরে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র সেন ভক্তিবিনোদ, ভক্তিবোধ; 'স্বাস্থ্যসমাচার-পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন সেন ভক্তিভূষণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

চয়ন

গয়ায় আনন্দভবনে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

["ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ২২এ মে, ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

(From our own correspondent)

Gaya—April, 30

A meeting of the members of the local Satya Sangha was held on the 28th April in the evening at the 'Ananda Bhawan' the residential house of Rai Bahadur Kashi Nath Singh, President of the Sangha. A large number of members attended the meeting. Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Gaswami Maharaj, the present Acharyya of the Goudiya Math of Calcutta, was specially invited by Rai Bahadur Kashi Nath Singh to address the members of the Sangha. The Acharyya Maharaj accompanied by some of His learned disciples and the Kirtan Singers arrived after the termination of the formal business of the Sangha. He delivered an impressive lecture in Bengali quoting numerous texts from the Sanskrit scriptures and emphasised that the path of "Bhakti" was the best route for mankind. The lecture was preceded and followed by Kirtan which was much appreciated.

[উক্ত সংবাদটি ওরা মে, ১৯৩৪ শুক্রবার তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা"তেও প্রকাশিত হইয়াছে।]

['আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪২, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৫; মঙ্গলবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

"গয়াধামে গৌড়ীয়মঠের শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠা"

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ১২শে এপ্রিল তারিখে সপার্ষদে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে ১নং মাদ্রাজ ট্রেণে গয়াধাম যাত্রা করেন। এই পবিত্র তীর্থে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি শাখা-মঠ স্থাপিত হইবার সঙ্কল্প দীর্ঘকাল হইতে চলিতেছিল।

গত ২২শে এপ্রিল তারিখে পরমহংস মহারাজ তদীয় বহু শিষ্যমণ্ডলী, স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ ও বহু তীর্থযাত্রী-সমক্ষে চার্কঘোড় ব্রহ্মযোনি হিলসাইডে শ্রীমঠ-স্থাপন-কার্য্যাদি সমাপন করেন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ব্রেঙ্গুণ-যাত্রা

['আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল ১৯৩৫]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি মহারাজ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ ভক্তিনিধেয়, শ্রীযুক্ত সত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ২৮শে এপ্রিল প্রাতে "এপ্রা" ষ্টীমার-যোগে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত বিমল প্রেমধর্ম্ম-কাহিনী প্রচারার্থই তাঁহাদের এই শুভ-যাত্রার কারণ। ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও বহুসংখ্যক ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দসহ রেঙ্গুণ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় কতিপয় শিক্ষিত সজ্জনব্যক্তি তারযোগে স্বামীজী মহারাজকে উক্ত বিষয় পুনঃপ্রচারার্থ আহ্বান করিয়াছেন।

রজতজুবিলীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

[রবিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪২ ;
'দৈনিক বসুমতী' হইতে উদ্ধৃত]

শোভাযাত্রা সঙ্কীর্ত্তনসহ ময়দান অভিমুখে অগ্রসর হয়। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি কার্য্য সমাপন হয়। পরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও আত্মকল্যাণ-উদ্দেশ্যে শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীমঠের সাধারণ সেক্রেটারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ উক্ত জুবিলী উৎসব সম্বন্ধে বেতার বার্ত্তায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

"THE AMRITA BAZAR PATRIKA"

Tuesday, May 14, 1935.

MAYAPUR SCHOOL

Mayapur (Nadia), May 10.

The teachers and the students of the Thakur Bhakti Vinode Institute, Mayapur, Nadia, celebrated the Silver Jubilee of Their Majesties on the 6th May last with great eclat. Early in the morning, they assembled before the Temple of the Supreme Lord and with joined hands prayed for long life and prosperity of Their Majesties and then proceeded through the town in a big sankirtan procession.

A meeting presided over by Srimad Bhakti Sambal Bhagabat Maharaj, was attended by guardians and local gentlemen. Prayer-songs were sung in chorus with the accompaniment of mridanga and kartala. Speeches were made by teachers, respectable gentlemen and students

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ; ২৫শে মে, ১৯৩৫ { ৪১শ সংখ্যা

আলেখ্য

[মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ]

শ্রীগুরুপদাশ্রিত অর্চ্চনকারীর অষ্টপ্রকার ভগবন্মূর্ত্তি-পূজার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লেখ্য-মূর্ত্তি অন্যতমা। লিখন বা অঙ্কনের দ্বারা যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হন, তাহাই লেখ্য-মূর্ত্তি ; আর লেপনের দ্বারা যে মূর্ত্তি প্রকটিত হন, তাহাই লেপ্য-মূর্ত্তি।

প্রাচীনকাল হইতেই নানাপ্রকার চিত্রকলার নিদর্শন পৃথিবীর বক্ষে বিরাজিত রহিয়াছে। জলবর্ণচিত্র, তৈলচিত্র প্রভৃতি চিত্রসমূহ আলেখ্য-নামে কথিত হইয়া থাকে। আধুনিক বাহ্যিক সভ্যতার কল্যাণে ফটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়ার পর ঐরূপ আলোকচিত্র-সমূহও 'আলেখ্য' নামে পরিচিত হইয়াছে এবং মুদ্রাযন্ত্র ও তৎসম্পর্কীয় মুদ্রণকার্য্যের নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফ হইতে লাইন ব্লক্, ইলেক্‌ট্রো ব্লক্, হাফ্‌টোন ব্লক্, ট্রাইকলার ব্লক্ বা মাল্‌টিকলার (বহুবর্ণের) ব্লক্ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী আলেখ্য-বিজ্ঞানকে উত্তরোত্তর মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য-কৃষ্টির পথে পরিচালিত করিয়াছে। আধুনিক ছায়াচিত্র-জগতে ফটোগ্রাফি এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চিত্র, বৃষলীপতি ও বারবনিতার নানাপ্রকার ভাবভাব বায়স্কোপের চিত্র-জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, প্রচ্ছদ পটে, প্রাচীরগাত্রে, পুস্তক-পুস্তিকাতে, হাটে বাটে বাজারে জাগতিক নায়ক-নায়িকাগণের চিত্রসমূহ প্রচারিত হইতেছে।

আত্মসৌন্দর্য্যগর্ব্ব, আত্ম ও পর-রূপভোগ-লালসা, আত্ম-পূজার আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রচারের পিপাসা, দেহাত্মবোধজনিত বহুরূপী প্রজ্ঞার বিবর্ত্তনা অনেকেরই ফটোগ্রাফি-বিজ্ঞান বা চিত্রবিদ্যার কারাগারে আত্মনিক্ষেপ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলিতেছে। মুখমণ্ডলের ভঙ্গী ও হাবভাবকে চিত্রের পিঞ্জরের মধ্যে সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্যক্তিগত,

ভাবকগত, স্বজনগত ও প্রীতিভাজনগত প্রবল চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

নামকপূজা ও বীৎপূজার মধ্যেও ঐরূপ পৌত্তলিকতা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মেও ঐরূপ পৌত্তলিকতা, আবার শঙ্করোপাসকদিগের মধ্যেও ঐ জাতীয় পৌত্তলিকতা তথা নির্ব্বিশেষবাদী ও নিরাকারবাদী নানাপ্রকার তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐরূপ পৌত্তলিকতার প্রতিযোগিনী ব্যতিরেক-পৌত্তলিকতা তত্তৎধর্ম্মের মজ্জায় অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র অপ্রাকৃত বিচারপরায়ণ অদ্বোক্ষজ কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়ই এইরূপ কোন প্রকার পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা প্রতীকের উপাসক নহেন—স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগ্যচিত্র বা ভোগ্যআলেখ্যের আরাধক নহেন। তাঁহাদের উপাসনা মন্ত্রময়ী—নামময়ী।

এখন জিজ্ঞাস্য,—অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ কি কখনও নিজের বা পরের ভোগ্য আলেখ্য নিজের বা পরের ভোগের জন্য প্রচার করিবেন? ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ কিম্বা ভগবানের নিত্যপার্ষদ আচার্য্য বা গুরুবৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ কি জীবভোগ্য-মূর্ত্তি বা আলেখ্যবিশেষ? তাঁহাদের দ্রষ্টা কে? সেই সকল অপ্রাকৃত অর্চ্চাবতার কি বহির্ম্মুখের ভোগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছেন? মাংসদৃক্ ভোগী বদ্ধজীব ঐসকল অর্চ্চাবতারকে মাপিয়া লইবে, ভোগ করিবে, মুখে 'অর্চ্চা' বলিয়া কার্য্যতঃ শিলা-বুদ্ধি কিম্বা জল, কাষ্ঠ অথবা চিত্রকরের চিত্রকলা-প্রসূত ভোগ্য সামগ্রীবিশেষ মনে করিবে, সেই জন্যই কি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের আলেখ্য জগতে প্রকাশিত? যদি তাহাই হয়, তবে তদ্দ্বারা জীবের কি মঙ্গল হইবে? ভোগীর চক্ষু যে ইন্ধন চাহে, তাহা সরবরাহ করাই কি তৎপ্রতি কৃপা? তবে সেব্য, সেব্য প্রভৃতি অর্চ্চাবতারসমূহের প্রাকট্যের কারণ কি?

যাঁহারা অর্চ্চনের মূলকথা জানেন, তাঁহারা বলেন, জীবের হৃদ্‌শুদ্ধি লাভ করিবার পর যদি পরমকৃপাময় অর্চ্চাবতারসমূহ মন্ত্রময়ী বা নামময়ী উপাসনার দ্বারা অর্চ্চিত হন, তবে সেই নামরূপী ভগবদ্‌বিগ্রহ আমাদের অনর্থময় কুরূপ বিদূরিত করিয়া চেতনময় স্বরূপের উন্মোচন করেন এবং আমাদের মাংসদৃক্ ও কুপীদৃক্ (ভাঃ ১০।৮৭।১৮) অপসারিত করিয়া কৃষ্ণসেবা-জ্ঞানময় চক্ষু প্রদান করেন। তখন সেই চক্ষুর্দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, আমার যে শুদ্ধ নির্গুণরূপ অর্চ্চাবস্তু ভালবাসেন, সেই নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগত স্বরূপ প্রকাশিত হইলেই অর্চ্চামূর্ত্তির স্বরূপও আমার নিকট প্রকটিত হন। অর্চ্চামূর্ত্তি আমার হৃদ্‌শুদ্ধি বিধান করিয়া থাকেন, অর্চ্চামূর্ত্তি আমার ঘ্রাণবৃত্তি নিরাস করিয়া আমাকে নামময়ী উপাসনায় দীক্ষিত করেন, অর্চ্চামূর্ত্তি আমাকে 'শিলা-বুদ্ধি' করিতে নিষেধ করেন, অর্চ্চামূর্ত্তি আমাকে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে 'নমঃ' শব্দযোগে আত্মসমর্পণ শিক্ষা দেন, অর্চ্চামূর্ত্তি আমাকে মন্ত্রদ্বারা মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন, অর্চ্চামূর্ত্তি প্রত্যেক বস্তুই যে অধিষ্ঠাতৃ অর্চ্চ্যের ভোগ্য, তৎসহ আমার ইন্দ্রিয়, আমার দর্শনশক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, মাপিয়া লইবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধি সমস্তই যে অর্চ্চাধারার নিত্য—ইহাই শিক্ষা দেন, অপ্রাকৃত অর্চ্চামূর্ত্তি তাঁহার গোলোকস্থ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের কথা জানাইয়া দেন, অর্চ্চামূর্ত্তি ভগবৎ-পার্ষদগণের সেবা, তদ্রূপ-বৈভব ভগবদ্ধামের সেবা, ভগবানের রূপ ও নামের সেবা শিক্ষা দেন। অতএব অর্চ্চাবতার এই জড়জগতের বদ্ধজীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পরম-কারুণিক অবতার। যখন অর্চ্চাবতারের সেবা-দ্বারা আমার ঐরূপ মঙ্গলোদয় না হয়, তখন জানিতে হইবে, আমি অর্চ্চাকে সেবা করিতে পারি নাই, ভোগ করিতে চাহিয়াছি! আমি অর্চ্চাকে 'অর্চ্চা' করিতে পারি নাই, ভোগ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি!

শ্রীগুরুদেব জগতে এই অর্চ্চাবতার প্রকাশ করেন। অপরে ইহা প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা কামার-কুমারের কার্য্য নহে, চিত্রকরের কলাবিদ্যার আস্পর্দ্ধা নহে। শ্রীগুরুদেব যেরূপ কৃষ্ণমন্ত্র ও গৌরমন্ত্র প্রদান করেন, তদ্রূপ লোক-কল্যাণের জন্য তিনি গুরু-মন্ত্রও প্রদান করেন। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব **তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা** স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি নিজে কখনও আপনাকে গুরুবুদ্ধি করিয়া শিষ্যকে নিজ-মূর্ত্তি-পূজায় প্ররোচিত করেন না; অর্থাৎ **শ্রীগুরুদেব নিজেই নিজ-মূর্ত্তি-প্রচারের দালাল সাজেন না।** কিন্তু **সুবুদ্ধি শিষ্য অপ্রাকৃত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের আচরণ হইতে গুরুপূজা** শিক্ষা করিয়া থাকেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অর্চ্চা-মূর্ত্তির পূজা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু

তাঁহার মঙ্গলময় আদর্শে তাঁহার নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের মূর্ত্তি-পূজার জন্য কোন প্রয়োচনা পূর্ণাক্ষরেও কেহ দেখিতে পান নাই। আবার তিনি লোক-কল্যাণের জন্য **গুরুপূজা-বিধিকেও বিপর্য্যস্ত করেন না।**

শ্রীগুরুদেব—নিত্যসিদ্ধভক্তি-বিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব—শিষ্যের নিকট অনর্থযুক্ত প্রপঞ্চমুগ্ধ মধুর-রসনে অভিন্ন-ব্রাহ্মণবী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন অঙ্গ—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; তিনি সাধক-জীব নহেন।

গুরুদেবের অর্চ্চা-মূর্ত্তি জগতে পূজিত বা প্রচারিত হয় বলিয়া অনর্থযুক্ত সাধকের কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য-দেহের চিত্র বা আলোকচিত্র প্রভৃতি যদি সমভাবে বা তদনুকরণে প্রচারিত হয়, তবে তদ্দ্বারা **গুরুদেব ও ভক্তিদেবীর চরণে ভীষণ অপরাধ** হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিবার অনুকরণজনিত অপরাধ, দ্বিতীয়তঃ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা-জনিত উপশাখা সাধককে ভক্তি-রাজ্য হইতে পাতিত করিয়া দেয়।

নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদপদ্মের আলেখ্য পূজিত ও প্রচারিত হয় বলিয়া বদ্ধজীবের আলেখ্য পূজা ও প্রচারের চেষ্টা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের বীর-পূজা বা বিভিন্ন মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার পৌত্তলিকতা-জাত অবৈষ্ণবতার প্রচার-চেষ্টারই অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন—'গুরুপাশ্রিত দীক্ষিত ও নামভজনকারী সাধকের মূর্ত্তি ত' সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় নহে, বিশেষতঃ শ্রীগুরু-দেব যে বপুকে কৃপা করিয়াছেন, সেই বপুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন শ্রীগুরুদেবের প্রতিই ভক্তির একরূপ নিদর্শন।' এরূপ যুক্তিও কপটতাময়ী। যিনি গুরুভক্তির প্রচারক হইবেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত সেবক বৈষ্ণবগণেরই শ্রীমূর্ত্তি বা আলেখ্যাদির পূজা-প্রচারে যত্নবান্ হইবেন। নিজের মূর্ত্তি বা চিত্র-প্রচার গুরুসেবা-প্রচার নহে, **গুরুর দোহাই দিয়া কপটতা-মূলে আত্ম-প্রচার।** গুরুসেবার পরিবর্ত্তে গুরুনাম-বলে নিজ সেবা করাইবার চেষ্টা। **কৃষ্ণনাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি হইতেও গুরুনাম-বলে ভোগপ্রবৃত্তি আরও ভয়াবহ অপরাধ।** আচার্য্যের 'পার্ষদবপুতে' গণ্য হইবার জন্য আচার্য্যের সহিত আপনাকে প্রচার করিবার ছলনায় নিজ ভোগমূর্ত্তি-প্রচারের বাসনা ও প্রতিষ্ঠাশার প্রতীক।

শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রকটকালেই তাঁহার ঐকান্তিক শিষ্যবর্গ আচার্য্যের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল আচার্য্যের প্রকটকালে কোন শিষ্যনামধারী অসিদ্ধ ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিই স্বয়ং গুরুদেব বা আচার্য্যের আসন বরণ করিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করেন নাই।

আচার্য্যের অপ্রকটলীলার পরেও প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ ও অপরাধী শিষ্যক্রব ব্যতীত কোন অনর্থযুক্ত সাধক-জীবেরই নিজের আলেখ্যাদির প্রচার কিংবা নাম-মন্ত্রাদির প্রদান-রূপ কার্য্য করিবার আদর্শ গুরুবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না। প্রতিষ্ঠাপরায়ণ পতিত সাধক জীব নিজেকে 'মুক্ত' (?)-অভিমানে ঐরূপ কার্য্য করিতে ধাবিত হইলে তাহার দুর্ব্বলতা ও পাতিত্য—অপরাধে পর্য্যবসিত হয়। অতএব এবিষয়ে কনিষ্ঠ সাধকের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'জন্যাপকল্পতরু'র এই মঙ্গলময়ী গীতির শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হবে অভিমান তার
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥

"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—এই উক্তিকে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রচ্ছন্ন অস্ত্র করিয়া লইয়া স্বয়ং নিত্যসিদ্ধভক্তির গুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ প্রকটকালেই **অনর্থযুক্ত সাধকের নাম-মন্ত্রাদি প্রদান করিবার অভিনয়ে—নামাপরাধ-বিষদান, নিজ-আলেখ্যের পূজা-প্রচার, কিংবা শ্রীগুরুদেবের আসন অনুকরণ করিবার** কোন প্রকার চেষ্টাই "না লইব পূজা কা'র"-বুদ্ধি নহে—তাহা লাভ-পূজা-প্রাপ্তির দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র।

অনর্থযুক্ত সাধকজীবের নিজেরই শুদ্ধ হরিনামকীর্ত্তন হয় না; সুতরাং সেরূপ ব্যক্তি আচার্য্য ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ-বাক্যের ছল করিয়া নামাচার্য্যের পদবী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে অপরাধে পতিত হইবেন

এবং তাঁহার ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎমঙ্গলের পথও চিরতরে রুদ্ধ হইবে। আমার হৃদয়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনা আছে কি না, তাহা আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য অনেক সময় শ্রীগুরুদেব আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই পরীক্ষামূলক বাক্যের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠাশা ও তাহা হইতে উত্থিত অপরাধের যূপকাষ্ঠে বলি দিলে নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করা হইবে। কোন ভাগ্যদোষে বা অজ্ঞতাক্রমে সদ্‌গুরুর পদাশ্রিত ও অনুমোদিত ব্যক্তিজ্ঞানে কোন সাধকজীবের নিকট হইতে শ্রীনামগ্রহণের অভিনয়ে নামাপরাধ গ্রহণ করিলেও তিনি যদি শ্রেয়ঃপ্রার্থী হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নামাপরাধ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় জগদ্‌গুরু নামাচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহারই কৃপা তুলসীমালিকায় শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিবেন,—ইহাই সদাচার-বিধি। গুরুপাশ্রিত সাধকজীবও এই কথা নিষ্কপটে সকলকে জানাইয়া দিবেন।

শ্রীগুরুদেবের আসনের অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা কোন গুরুদাস বৈষ্ণবই সহ্য করিবেন না। যদি তিনি তাহা সহ্য করেন, তবে জগতে অপরাধ ও পাষণ্ডতার বৃদ্ধি হইবে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কৃ—নামক এক শিষ্যাভাস ছিল। তাহার ভাবক-সম্প্রদায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধির পার্শ্বেই উক্ত কৃ—র মৃত্যুর পর তাহার সমাধি (?) প্রদান করিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের নিকট একদিন উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"এরূপ পাষণ্ডতার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আপনি আমাকে আপনার নিকট আমার গচ্ছিত সেই কএকটি টাকা দিন, আমি ঐ স্থানটি ক্রয় করিয়া উক্ত পাষণ্ডের সমাধিটিকে অপসারিত করিব এবং আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সমাধি-স্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ করিব।" কিন্তু মায়াদেবীর রঙ্গস্থল এই পৃথিবীতে মায়ার মৃত্যুকে চিরজীবী রাখিবার জন্য কতিপয় মায়ার কিঙ্কর ঐ স্থানের অধিকার কিছুতেই ছাড়িল না। তখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত একবাক্যে বলিলেন যে, "গুরুপাদপদ্মের প্রতিযোগী পাষণ্ড-সম্প্রদায় ও তাহাদের ভাবক-সম্প্রদায় নিজেরাই আপনাদিগকে গুরুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজ শিষ্য বলিয়া জাহির করিবার জন্য ভোগ্য-বিচারে যে-কিছু ঘৃণ্য চেষ্টা প্রদর্শন করুক না কেন, তাহা সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণের বুদ্ধি বিমোহিত করিতে পারে না। বদ্ধ জীব কখনও পরমেশ্বরের সমান হইতে পারে না। অনুক্রমণ—শ্রেয়ঃপন্থা যাজ্ঞ, আর অনুসরণ—প্রেয়ঃপন্থা। দাস্যবুদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রভুত্ব-বুদ্ধির কামনা হৃদয়ে জাগরূক হইলেই এইরূপ নানাপ্রকার অনর্থ ও অপরাধের উদয় হইয়া থাকে।"

আচার্য্যগণের আলেখ্যাদির স্থাপন-সম্বন্ধেও আর একটি বিচার আবশ্যক। লৌকীন ও ধনীব্যক্তির গৃহে যেরূপ নানাপ্রকার চিত্রপট শোভিত থাকে, শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণের আলেখ্য সেইরূপভাবে অর্থাৎ বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য নিযুক্ত থাকিলে, আচার্য্যগণের প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধিজনিত অপরাধ ঘটিয়া থাকে।

শুদ্ধবৈষ্ণবাচারে বা আচার্য্যগণের আদর্শ-শিক্ষায় কোথাও ঐরূপ উদাহরণ নাই। আচার্য্যগণের আলেখ্য অপরাধশূন্যভাবে অঙ্কিত হইবার জন্যই স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের নিত্য-মন্ত্র-রূপ ও কীর্ত্তন-যুক্ত পূজা বিধেয়। অনেক সময় গৃহস্থগণ তাঁহাদের শয়নঘরে, এমন কি, যেখানে তাঁহারা পতিপত্নীরূপে একত্র বাস করেন, সেইরূপ স্থানেও হরিগুরুবৈষ্ণবের আলেখ্যাদি সংস্থাপন করিয়া থাকেন। ইহাতে নানাপ্রকার অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ আমাদের চতুষ্পার্শ্বে থাকিলে অর্থাৎ আমরা সর্ব্বক্ষণ সেই আবেষ্টনের মধ্যে থাকিলে আমাদের হৃদয়ে কোনওপ্রকার অসৎচিন্তা ও অসদ্ভাব উদিত হইতে পারে না; অধিক তদ্দ্বারা সাধুসঙ্গই লাভ হয়।

কিন্তু অর্চ্চাস্বরূপ আলেখ্যাদি যদি অর্চ্চন-রহিত হইয়া অবস্থিত থাকেন, কিংবা সাধারণ গৃহে ঐসকল শ্রীমূর্ত্তি সংরক্ষিত থাকার ফলে অর্চ্চনের অপরাধসমূহ যদি অজ্ঞাতসারেও অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হইয়া পড়িবে। এজন্য অর্চ্চনে রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হরি-গুরুবৈষ্ণবের চিত্রপট বা আলেখ্যাদিও যেখানে সেখানে রাখিবেন না। আমরা আলেখ্য সম্বন্ধে আরও আলোচনা যথাস্থানে করিব।

ময়মনসিংহ-শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠের প্রাঙ্গণে মহতী সভায়

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[গত ২৩শে চৈত্র (১৩৪১), ৬ই এপ্রিল (১৯৩৫) শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে যে একটি বিরাট্ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে যে-সকল ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত অভিভাষণটি প্রদান করেন।]

সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর চরণে প্রণিপাত। শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এবং অন্যান্য যাঁ'রা আমার ন্যায় তুচ্ছবৎ সেবাবিমুখ জীবের প্রতি স্নেহসুচক বাক্য প্রয়োগ ক'রে আমাকে উৎসাহিত ক'রেছেন, তাঁ'দের কথাগুলি গ্রহণ অথবা তা'র প্রতিবাদ কর্‌বার যোগ্যতা আমার নাই। আমি সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। মোর এরূপ জিনিষ যে, তা' অযোগ্যের প্রতি বর্ষিত হয়।

কএক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ ক'রে আমাদের বাসনা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার যা'তে সকল জীবের হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে, তজ্জন্য এখানকার কএকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যস্ত হ'য়েছেন। আমার এরূপ ভাষা নাই—দ্বারা আমি তাঁ'দিগকে আমার সমুচিত কৃতজ্ঞতা জানা'তে পারি।

আমরা মানুষ। 'মানুষ' ব'ল্‌লে আমরা যা' বুঝি, তা'তে একদিকে মানুষের অভাব যে-সকল প্রাণীতে আছে, তদপেক্ষা উন্নত জাতিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ ব'লে মনে করি। অপর দিকে 'মানুষ' ব'ল্‌লে 'দেবতা' প্রভৃতি বুঝায় না। আমরা তাঁ'দের চেয়ে কমশক্তিবিশিষ্ট শ্রেণীবিশেষ মনে করি।

এই মানুষের কৃত্য-বিচারে আমরা লক্ষ্য করিবে, তাঁ'রা স্থান, কাল ও পাত্রের বিষয়ে আলোচনা অধিক করেন। জাগতিক অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের তুলনামূলক আলোচনায় দেখ্‌তে পাই যে, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা অধিক। আবার দেবতাগণের সহিত মানুষের তুলনামূলক আলোচনায় দেখ্‌তে পাই, দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে বাস করেন, তাঁ'রা অধিক দিন ভোগ ক'র্‌তে পারেন; কিন্তু সেই দেবতাগণের যে-সমস্ত অসুবিধা আছে, তা' অপেক্ষাও মানুষের আবার বিশেষ সুবিধা আছে। দেবতারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সেই সকলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হন। তাঁ'রা মানুষ অপেক্ষা অধিক ভোগ সমৃদ্ধ করেন ব'লে আমরা তাঁ'দিগকে বড় মনে করি, কিন্তু মানুষের একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁ'রা দেবতার ন্যায় অতি বড় না হওয়ায় ফলে তাহাদিগের মঙ্গল চিন্তা করিবার অধিকার লাভ ক'রেছেন। মানুষও দেবতার অনুকরণে জন্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাক্‌লে নিজের মঙ্গলের চিন্তা ক'র্‌তে পারেন না।

তা' হ'লে কি ঐ সকল অর্থাৎ জন্মৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগের দ্বারাই সুবিধা হ'বে? বীর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ এমন একটা পরমমঙ্গলজনক লাভে লাভবান্ হ'তে পারেন—যে লাভ একমাত্র মনুষ্যজীবনেই বিশেষরূপে সম্ভব।

মনুষ্যজীবনে নানাপ্রকার অসুবিধা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে জাগতিক লাভের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা জানিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন ভোগময় জীবনে এই সকল ক্ষণভঙ্গুরতা সহজে উপলব্ধি হয় না। এরূপ মনুষ্যজীবন লাভ ক'রে আমাদের যথেষ্ট অবকাশ হ'য়েছে, যা'তে ক'রে আমরা নিজের মঙ্গল বিধান ক'র্‌তে পারি—কোন্‌টি মঙ্গল, কোন্‌টি অমঙ্গল, তা' জান্‌তে পারি।

ঐকান্তিক মঙ্গলের স্বরূপ না জানায় সকলেই মহত্তের উপস্থিত হয়। যাঁ'রা আগন্তুক ও সাময়িক মঙ্গলের জন্যই রুচিবিশিষ্ট, তাঁ'রা ঐসকল সাময়িক মঙ্গলকে কখনও ঐকান্তিক মঙ্গল মনে ক'রে বাস্তব পরমমঙ্গল হ'তে দূরে থাকেন, কখনও বা ঐকান্তিক মঙ্গলের সন্ধানকে সঙ্কীর্ণতা মনে ক'রে ভ্রান্ত হন।

এ স্থান অভাবের রাজ্য। এখানে অভাব-পূরণের জন্য ব্যস্ত স্বাভাবিক। যখন অভাব-পূরণের সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা ব্যস্ত হই, তখন নানাস্থান হ'তে বহু প্রস্তাব এসে উপস্থিত হয়। নিজ নিজ বহির্ম্মুখ রুচির নিকট সেই সকল প্রস্তাবের যেগুলি সহজসাধ্য হয়, আমরা সেইরূপ কোন

একটি প্রস্তাবকে সমর্থন করি। কিন্তু বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানবজাতির এখন জানা দরকার যে, কেবল অভাব-পূরণের দ্বারাই অভাবের প্রকৃত পূরণ হয় না। অভাব পূরণের পরও আরও কিছু প্রয়োজন আছে। সেই অভাবটি পরিপূরিত না হ'লে অভাবের প্রকৃত পূরণ হ'তে পারে না। ত্রিতাপের ক্লেশ, জগতের নানাপ্রকার অসুবিধা, শারীরিক ও মানসিক শান্তির অভাব পূর্ণ হ'লেই সব শেষ হ'ল না—ত্রিতাপমুক্তি হ'লেই সবকথা শেষ হ'য়ে গেল না। ঐসকল অভাবমুক্তির পরেও পরম প্রয়োজন আছে, সেই বাস্তব প্রয়োজনের অনুসন্ধান আবশ্যক।

ভারতীয় ধর্ম-সাধনে আধ্যক্ষিকগণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান বা চেষ্টার কল্পনা ক'রেছেন, তা'দিগকে বলা যায়—বুভুক্ষা বা ভোগাসক্তিধর্মা। কর্মের কর্ত্তা যদি ভাল কাজ করেন, তবে তিনি সুবিধা পাবেন। সেই কর্ত্তা আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, যা সে, তাহারা হ'তে পারে। এক জনের বিচারের সহিত আর একজনের বিচারের মিল নাই। বুভুক্ষা হ'তে যে-সকল প্রস্তাবিত মত হ'য়েছে, তা'তে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও তা' হ'তে হিংসা, মৎসরতা নিয়তই প্রকট হ'চ্ছে।

ধাঁ'রা এই হিংসার রাজ্য প্রবর্দ্ধন ক'রে ধর্মবীরত্বের চাপরাস গ্রহণ করতে প্রস্তুত হ'য়েছেন, তাঁ'দের ও তদনুগামিগণের ভোগের ইচ্ছা দিন দিন বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। যখন তাঁ'রা সেই ভোগে অকৃতকার্য্য হন, তখনই তাঁ'দের মনে হয় নিজেন্দ্রিয়তর্পণ আর ক'রব না। তখন তাঁ'রা পরার্থিতার আবশ্যকতা অনুভব করেন। সেই পরার্থিতা অপর জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের সন্ধানে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসু আমিত্বের বিস্তার মাত্র। তা' অপরের ইন্দ্রিয়-তর্পণের মুখোসে প্রচ্ছন্ন নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির কর্ম্মকীয়ত্ব মাত্র।

আমরা অপর ব্যক্তির নিকট পর বা অপর। এজন্য পরার্থিতার প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে উদ্ভূত হয়। আমি যখন অপরের নিকট পর, তখন অপরের অর্থী হ'লে অর্থাৎ অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণ ক'রলে অপরেও আমাকে পর জেনে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রবে। আমিত্ব স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে অপরের পরার্থিতা-দ্বারা সেবিত হ'তে পারে। এই পরার্থিতার মুখমণ্ডলের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেখলে পরস্পরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভোগের বাটোয়ারা বন্দোবস্ত বা চুক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য ও মূলমন্ত্র—মানুষের শারীরিক ও মানসিক হিতসাধন। কিন্তু ইহা দ্বারা দু'টি অসুবিধা বা স্বার্থপরতা উপস্থিত হ'তে পারে। কেবল মানুষের হিতসাধন ক'রতে গিয়ে আমরা পশুকুল বা অন্যান্য প্রাণীর অমঙ্গল করি। আবার কেবল অন্যান্য প্রাণীর শারীরিক মঙ্গল ক'রতে গিয়ে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অমঙ্গল ক'রে থাকি। যেমন মানুষের শরীর পুষ্টির জন্য ছাগলাদি পশু প্রস্তুত ক'রতে গিয়ে ছাগলের শারীরিক অমঙ্গল বিধান করি; আবার জৈনগণের ন্যায় 'খাটমল খিলা'তে গিয়ে অর্থাৎ মানুষের রক্তের দ্বারা ছারপোকার শরীরের পুষ্টি সাধন ক'রতে গিয়ে মানুষের শারীরিক অমঙ্গল বিধান ক'রে থাকি। যদিও কর্ম্মের ফলাফলের মধ্যে খাটমল খিলা'বার জন্য মানুষকে তা'র প্রাপ্য বেতন বা ভাড়া দিয়ে সন্তানীতি অবলম্বন করি, তথাপি উহা দ্বারা মানুষের বা ইতরপ্রাণীর কা'রও কোন প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না।

ভাগবতিক পরার্থিতার দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, অপর মানুষের দৈহিক ও মানসিক উপকার ক'রতে গিয়ে আমরা নিজের ও অপরের চেতন বা আত্মার নিত্যমঙ্গলের প্রতি উদাসীন হই। নিজের বা অপরের কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল হ'বে, তার আলোচনা করি না। দেহ ও মনের স্থূল আবরণই আমাদের চিন্তারাজ্যের উপর রাজত্বের ভাণ চেপে বসে। ঐ দুই আবরণে আবৃত হ'য়ে ও সেই মাদকতায় মত্ত হ'য়ে আত্মমঙ্গলের পথকে রুদ্ধ করি। সময় সময় বুঝে আত্ম-মঙ্গলের বুলি আওড়া'লেও সাধারণ নৈতিকধর্ম্ম এবং খুব জোর নির্ব্বিশেষ-গতি পর্য্যন্ত বিচার আমরা বুদ্ধিবলে ভেবে উঠ্‌তে পারি। কিন্তু এই নির্ব্বিশেষগতি যে আত্মহত্যা ও অপর জীবহত্যারূপ হিংসার কার্য্য, তা' বুঝ্‌তে পারি না। অপরের নিকট হ'তে পরার্থিতা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আমরা পরার্থী হই বটে, কিন্তু এরূপ পরার্থী হ'য়ে পরঘাতক ও আত্মঘাতক হ'য়ে থাকি। বুভুক্ষার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি কিরূপভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা ক'রে আমাদিগকে নি'য়ে ছিনিমিনি খেলছে, তা' মায়াদেবী বুঝতে দেয় না।

তাগতিক ক্ষণভঙ্গুরতা-ধর্ম্মে প্রবোধিত হয়ে পরার্থিতা, সৎকর্ম্ম, জগতের উপকার প্রভৃতির আবাহন অপেক্ষাও অনেক উন্নততর কার্য্য হ'তে পারে। কোন কোন সময় কিছু কিছু লাভজনক বা আলোকময় ব্যাপার উপস্থিত হ'লেও বহির্ম্মুখতা নিত্য ও অনিত্য বিচারের মধ্যে বিবাক্ত বিচার-প্রাপ্তির বীজ সঞ্চারিত ক'রে দেয়। তখন বিচিত্রতা শুদ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করি, যত কিছু জ্ঞেয় বিষয় আছে, তা'র পরিসমাপ্তি প্রয়োজনীয় মনে হয়। যেরূপ চাকের বাদ্য থামলেই মঙ্গল, অথচ মাঝপথে কিছুটা চাক বাজাইয়া নষ্ট। অতএব পূর্ণতা ও জ্ঞানের নিত্যতার কথা যখন হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন অখণ্ডকালের দ্বারা মঙ্গল লাভ হ'বে মনে করি। এই অখণ্ডকালের ধারণা ক'র্‌তে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মহাকালের মধ্যে বিলীন ক'র্‌তে চাই,—ইহাই আমাদের ন্যায় আধ্যক্ষিকগণের বিচার।

শাক্যসিংহ বা নিরীশ্বর কপিল যেখানে শূন্যত্বের সাম্যাবস্থা বা যেখানে প্রকৃতিতে লীন হ'য়ে যাওয়ার ভূমিকা, সেই স্থানই প্রাপ্য ভূমিকা হউক ও তথায় চেতনধর্ম্মের অভাব সমস্ত সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে শুদ্ধ ক'রে দি'ক—এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে থাকেন। কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন ক্লান্তি উপস্থিত হয়, তখন বোধরাহিত্য অবস্থাকেই আমরা কাম্য মনে করি।

বাসনা থাকা-কাল-পর্য্যন্ত গতিশীলধর্ম্ম নানাপ্রকারের কার্য্যে নিযুক্ত করায়। তাই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান শুদ্ধ হ'লে আর বাসনার উদয় হ'বে না; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-জ্ঞান একীভূত হ'লে কার্য্যসিদ্ধি হ'বে—এরূপ কল্পনা ক'রে থাকি। আমার অপূর্ণ অনুভূতি, আমার অজ্ঞতার যোগ্যতায় যখন ঐ সকল আলোচনা করি, তখন আমার বিচারে যে মহাভ্রান্তি এসে উপস্থিত হ'য়েছে, তা' ধারণা ক'র্‌তে পারি না। আমার এই সকল প্রস্তাবের প্রতিবাদে ভাগবতের তিনটি শ্লোক এসে উপস্থিত হন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।" (ভাঃ ১০।১৪।৩-৪)
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

ইহজগতের ধন ও ইহজগতের যশ একত্রিত হ'লে শূন্য ব'লে একটা জিনিষ থাকবে। তা'তে নিরবচ্ছিন্ন নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও চেতনত্বের আরোপ ক'রে যা'রা উহার সমুন্নীন হ'বার চেষ্টা করে, তা'দের এপ্রকার চেষ্টা দ্বারা বাস্তব মঙ্গল লাভ হয় না। এজন্য ভীষ্মপর্ব্বের গীতার গানে শুনি,—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

গীতার এই প্রারম্ভিক গান ও গীতার চরম গান একই রাগিণীতে বাজিতেছে। গীতার চরম গান এই—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অজ্ঞতার দ্বারা যে ব্যাঘাত উপস্থিত হ'য়েছে, সেই ব্যাঘাতের দ্বারা চালিত হ'লে অজ্ঞতাই লাভ হ'বে।

গীতার আর একটি গানে শুন্‌তে পাই,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত প্রাকৃত পুরুষোত্তম ন'ন। যে সময় আমরা জানি, প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অধোক্ষজ শব্দ অপেক্ষাও পরিস্ফুট বিচারে অপ্রাকৃতত্ব বিরাজিত, তখনই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পারি,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

তখন মহাদেবের মহীয়সী বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

তখন আমরা বিচার করি,—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

অনর্থযুক্তের রুচির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে আমরা যে-সকল ধর্ম বা পথ গ্রহণ করি, তা' বুদ্ধ্যধর্মেরই অন্তর্গত হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যাপারই হচ্ছে—ভজনীয় বস্তুরই সেবা,—যে বস্তু জগতের কোন প্রকার ব্যাপারে স্পৃষ্ট ন'ন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু। তিনি অবতারমাত্র ন'ন, তিনি অবতারী। যে বিগ্রহ যেখান হ'তে অবতীর্ণ হন, তাঁকে ইহজগতের বস্তুবিশেষ মনে করা উচিত নয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

ইতরতাবদুষ্ট চক্ষুর দ্বারা তাঁ'কে দর্শন ক'রতে যাওয়া উচিত নয়। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই চারপ্রকার অভাব বা দোষ আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ব'সে আছে। এসকলের হাত হ'তে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে—যদি অমলপুরাণ ভাগবতের কথা আমাদের কাণে পৌঁছে।

আত্মপ্রসাদো মৎকল্পাঃ নির্ব্বৈরঃ সর্বকর্মসু।
যেন দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপানীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃযোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদ্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

দুঃখ প্রসব ক'রবে যে জিনিষ, তা'র বাধ্য থাকা-কাল পর্য্যন্ত এ জগৎ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। মনোধর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি ক'রতে নিষেধ ক'রেছেন ভাগবতধর্ম—শ্রীচৈতন্যের বাণী। মানবের যুক্তি ও মানবের প্রত্যক্ষ বিচার অতি ক্ষুদ্র। সেই বুদ্ধি, বিবেচনা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে সত্যবস্তুর সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এজন্যই ভাগবত "শ্রেয়ঃ স্রুতিং" শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন। মূল মালিকের উপর নির্ভর ক'রলেই সকল মঙ্গল। আমরা যে বস্তুটা যতক্ষণ অনুধাবন করি, সে বস্তুটাই ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের হস্তামলক। কৃষ্ণ আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আসেন নাই। আমরা নিজের কর্তৃত্বেই নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি। তাঁ'র মঙ্গলময়ীবাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হয়; তখন আর আমরা কর্ম্মবীর সাজ্‌তে ধাবিত হই না, তাঁ'র বাণী শ্রবণের জন্য তাঁ'র শ্রীচরণে শরণাগত হই,—

তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

শরণাগত হ'লেই আমরা বুঝ্‌তে পারি,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৯।৫।২৪)

তখন আমরা কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও অন্যাভিলাষের আবরণে আবৃত ভক্তি হ'তে মুক্ত হ'য়ে কেবলা ভক্তির অনুশীলন ক'রতে পারি। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ, পূর্ণ অচেতনে বা পূর্ণ চেতনে প্রবেশরূপ অচিন্মাত্রবাদ বা চিন্মাত্রবাদ—এই সকল অভক্তি। এই অভক্তি হ'তে উদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষে দুই প্রকার শাস্ত্রে ভক্তির কথা বলা হ'য়েছে—(১) ভাগবত, (২) পঞ্চরাত্র। পঞ্চরাত্রের 'রাত্র' শব্দের অর্থ—জ্ঞান। পঞ্চোপাসকের বিচার-প্রণালীর সত্ত্বোপাসনা, নির্গুণের উপলব্ধি বা ব্রহ্ম-শব্দকে ভগবৎশব্দ হ'তে পৃথক্ ক'রে অন্যরূপ ধারণা ভগবদ্ভক্তির কথা নহে, তা' আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বড়ই আনন্দের বিষয়,—শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠ শ্রীমদ্ভাচার্য্যের যে-সকল বাণী কীর্ত্তন ক'রছেন, তা'তে জান্‌তে পেরেছি,—শ্রৌতপন্থার পূর্ণ আনুগত্যই মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়—

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের পরে আমরা শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে এসেছি। বিশুদ্ধসত্ত্বেই জগন্নাথ-দর্শন হয়। ইহা শুনে' কেহ হয়ত' ব'ল্‌বেন,—আপনারা কি জগন্নাথকে একচেটে ক'রে রেখেছেন? রজোগুণ, তমোগুণ কিম্বা মিশ্র সত্ত্বগুণের দ্বারা কেন জগন্নাথ দর্শন হ'বে না? জগন্নাথ কি আংশিক দেবতা? তিনি কি কেবল ভক্তেরই একচেটিয়া? আমরা যখন সগুণবাদের পঞ্চায়েৎকে সালিশ ডাকি, তখন তাঁ'রা বলেন,—সত্ত্বগুণের এক তৃতীয়াংশ আপনাদের প্রাপ্য, নির্গুণের কথা ত' তাঁ'রা ব'ল্‌তেই পারেন না।

ভগবদ্বস্তুর অচিৎশক্তি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা—এই দুইটি শক্তি প্রকাশ ক'রেছে,—

"যয়াং বৃদ্ধত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥"

চিচ্ছক্তিকে অচিৎশক্তির সহিত এক ক'রে ফেলার দরকার নাই। যাঁ'রা চিদচিদ্‌বিবেকরহিত, সদসদ্‌বিবেক-রহিত ও আনন্দানানন্দবিবেকরহিত, তাঁ'রা ইহজগৎ-সর্ব্বস্ববাদী আধ্যক্ষিক হ'য়ে আধ্যক্ষিকতার গণ্ডির মধ্যে অপ্রাকৃতকে টেনে আন্‌তে চান।

"লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।"

ইন্দ্রিয়জজ্ঞান—প্রত্যক্ষ। অনুমান—তদন্তর্গত জ্ঞান। এই জ্ঞানটি প্রসূত হ'চ্ছে জড়জগতের অস্তিত্বতা-জ্ঞান হ'তে।

অপ্রাকৃত শব্দ শব্দীর সহিত এক—অন্বয়জ্ঞানযুক্ত। ভোগ-জগতের শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ভগবদ্ভক্তি কর্ম্মের অন্তর্গত নয়। কর্ম্মের ফল কর্ম্মী গ্রহণ বা ত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তের অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার ফল ভজনীয় বস্তু পান,—কর্ম্মীর ন্যায় ভক্ত তা' চান না। ভক্ত ভোগী ন'ন।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ যে-সকল কথা আলোচনার জন্য স্থাপিত হ'য়েছে অর্থাৎ "মঠন্তি বসন্তি জনা যত্র যস্মিন্ ইতি মঠঃ", সেই পুরুষোত্তমের কথা এই মঠের অধিবাসিগণ আলোচনা করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোহভীষ্ট কৃষ্ণসেবার কথা যা'তে আলোচিত হয়—যা' বিকৃতভাবে প্রচারিত হ'য়েছে, তা' নিরাস ক'রে যা'তে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তির সেবাদ্বারা আমাদের হরিনাম-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয়,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠ এপ্রদেশের ব্যক্তিগণকে এই সুযোগ দিয়েছেন। যাঁ'রা হরিনামে জীবকে আকর্ষণ করেন, তাঁ'দের ন্যায় বান্ধব ও উপকারী জগতে আর কেহ নাই। কোটি কোটি দাতাকর্ণের দান হরিনাম-প্রচারকারিগণের মহা-বদান্যতার নিকট অতি সামান্য ও তিরস্কৃত। যাঁ'রা জীবকে এই সুযোগ দিয়েছেন, তাঁ'রা যেন এক মুষ্টি অন্ন ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনে সকলে যেন তাঁ'দের নিকট সদুপদেশ লাভ কর্‌বার জন্য অন্ততঃ শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে মঠে আগমন ক'র্‌তে পারেন, এরূপই ভগবদ্ভক্তির প্রাকট্য। কর্ম্মবীর, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁ'দের ব্যবহারিক জীবন যা'তে মঙ্গলময় ক'রে যাপন ক'র্‌তে পারেন, তজ্জন্যই অর্চ্চাবতার জগতে প্রকাশিত হন। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে, পরস্পর বাক্যালাপে, প্রত্যেক কার্য্যে যা'তে মূল আকরবস্তুর সহিত মানুষ সংশ্লিষ্ট থাক্‌তে পারে, তজ্জন্যই পঞ্চরাত্রের উপদেশ প্রচারিত হ'য়েছে। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত একই কথা গান ক'র্‌ছেন।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ ক'র্‌লাম, তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ছি। কিন্তু এসকল কথা আমাদের সকলেরই মঙ্গলদায়িনী। ভগবানের কথায় জাগতিক কথার ন্যায় কাহারও মঙ্গল নাই, কাহারও আছে বা একের মঙ্গলে অপরের অমঙ্গল ও স্বার্থের ক্ষতি হ'য়ে থাকে, তা' নয়। আমরা এই যেপে নেওয়া জগতের কথা দ্বারা কে কত বেশী সময় বিনষ্ট কর্‌তে পারি এবং তাই নিয়ে বাহাদুরী ক'র্‌তে পারি, এরূপ চেষ্টার ন্যায় কোন দুষ্টি পরমার্থ-কথায় নাই। আমরা জন্মে জন্মে এই যেপে নেওয়ার জগতের কথায় অভিনিবিষ্ট ছিলাম, কিন্তু মানবজীবনে আমরা ঐসকল কার্য্যে আর ব্যস্ত থাক্‌ব না। আমরা আত্যন্তিক মঙ্গলের অনুসন্ধান ক'র্‌ব। কেবল অনুসন্ধান নয়, সেই মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হ'ব।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরাঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদ্যমুনূথা ধাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

কৃষ্ণের অনুকূল সেবা-দ্বারাই সকল মঙ্গল হ'বে। জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ভগবৎ-প্রেমঃ আনয়ন ক'রতে পারে। জগতের যাবতীয় সর্ব-সম্প্রদায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ঐসকল কপটতা-রহিত কৃষ্ণপ্রেমার কথা ব'লেছেন। সেই কৃষ্ণপ্রেমাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্নপত্র

গৌড়ের সম্পাদক মহাশয়,

আপনার শ্রীপত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর সন্নিবেশিত করিলে বাধিত হইব।

১। একাদশ্যাং প্রপ্রোয়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
যদ্যপ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
পবিত্রায়ং ন চাপ্নোতি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥
(পদ্মপুরাণ ২৩৪ অঃ)

কেহ কেহ উক্ত বচনের অর্থ করেন যে, উহা কেবল বৎসরান্তে শ্রাদ্ধের উদ্দেশে কথিত। তাহা যদি হয়, তবে "পিতরশ্চ" এই স্থানে "চ" শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? প্রেতাত্মার কি একাদশী অর্থাৎ উপবাসদিনে অন্ন গ্রহণীয়? আর বৈষ্ণবগণ ত' প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। "একাদশ্যাং" এই স্থলেই বা "চ" শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা কি?

২। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় দোষ কি? কেনই বা অনেকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না? শাস্ত্রে আছে,—শ্রাদ্ধে একজন বৈষ্ণব ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বৈষ্ণব পতিত হইলেন, তাহারই বা উদ্দেশ্য কি বা প্রত্যবায় কি?

কেহ কেহ বলেন যে,—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যদ্বাং দেবান্তরস্য তু।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ বিষ্ণুর নিবেদিতান্নদ্বারা পিতৃ ও পাত্রের প্রসাদান্ন প্রস্তুত হইলে আর শ্রাদ্ধের কোন বৈগুণ্য থাকে না। ঐ রকম প্রণালীকৃত শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-গ্রহণে দোষ নাই। একটু বিস্তৃতভাবে বিচার করতঃ ইহার উত্তর দিলে সুখী হইব।

৩। গৃহী বৈষ্ণবগণের পক্ষে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ নিষেধ কেন? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ না করিলে কেবল ত্রিদণ্ড বৈষ্ণবদ্বারা শ্রাদ্ধশ্রাদ্ধ করায় শ্রাদ্ধের অঙ্গহানি-দোষ হয় কি?

৪। "অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি পাপানি হরিবাসরে"—'অন্ন' শব্দে আটা বা ময়দা বুঝায় কি?

৫। "ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতাভোক্তা পরেতকঃ"

ইহা কাহাকে কাহাকে বুঝায়, বিশেষভাবে উত্তর দিলে সুখী হইব। আশা করি ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

দীনাতিদীন
শ্রীসারদাচরণ গোস্বামী
পোঃ উখী, গ্রাম উখী, জেলা ময়মনসিংহ

উত্তর

১। পদ্মপুরাণের যে বাক্যটিতে একাদশীতে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবল বৎসরান্তের শ্রাদ্ধের উদ্দেশে কথিত,—যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের ঐ সিদ্ধান্ত কোথাও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

শ্রীভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাসের ২৯শ সংখ্যায় পদ্মপুরাণের ঐ শ্লোক উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধ-নিষেধ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উপবাস-দিনে যে কোথাও কোথাও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবৈষ্ণবপর। যাঁহারা প্রেত বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধাদিতে অভিনিবিষ্ট, তাঁহারাই ভগবন্মায়ায় বিমোহিত হইয়া উপবাস-দিনে পিতৃলোকদিগকে পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া থাকেন। নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয়বিধ শ্রাদ্ধই উপবাস-দিনে বর্জনীয়।

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৯)

অর্থাৎ পদ্মপুরাণের পুষ্করখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে, হে রাম, একাদশীতে যদি নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দিন শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে।

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥
(ঐ)

অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, নিত্যা একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিবসে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে।

"একাদশ্যাং প্রপ্রোয়াং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন,—"বৈষ্ণবপিণ্ড পাষণ্ডি শ্রীবিষ্ণুদিনে

শ্রাদ্ধগ্রহণযোগ্যাদিতি দিক্।" বৈষ্ণব পিতৃ-পিতামহগণ হরিবাসরে কোন দিনই শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করেন না। কাজেই যাঁহারা পদ্মপুরাণের উক্ত বাক্যকে কেবল বৎসরান্তের শ্রাদ্ধের উদ্দেশে কথিত সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা হরিবাসর লঙ্ঘনকারী, ইন্দ্রিয়াসোদী, কর্ম্মজড় ও নিরয়পথের যাত্রী। শ্রীহরিভক্তিবিলাস শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং তেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৯)

অর্থাৎ—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—হে মহীপাল, একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত—তিন জনই নরকগামী হয়।

একাদশী বা হরিবাসরে উপবাস-ব্রতপালন নিত্যবিধি, উহা কাহারও পক্ষে কোন দিনই লঙ্ঘনীয় নহে। হরিভক্তিবিলাস বহু শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া ইহা পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন।

একাদশ্যাং যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ।
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১০)

একাদশীতে যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।

অতএব এই বাক্য-দ্বারাও জানা যায় যে, পরলোকগত আত্মা এমন কি, বিষ্ণুধামগত আত্মার উদ্দেশেও তাঁহাকে বিষ্ণুধাম হইতে চ্যুত করিবার উদ্দেশে কোন অধস্তনের একাদশীতে পিণ্ডাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা শ্রাদ্ধ অর্থাৎ পিতৃপুরুষগণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন নহে, বরং অপরাধ ও পাষণ্ডতা।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলিয়াছেন,—

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি বদনেষ্বয়াঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরেদিনে॥
(ঐ ১২।১৪)

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—হে মহাদেবি, হরিবাসরে ভোজন করিলে যমদূতগণ সেই পাপীর বদন-বিবরে লোহিতবর্ণ তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

কোন পুত্র-পরিজনের পক্ষে পিতৃপুরুষগণকে ঐরূপ যমদূতগণের দ্বারা নির্য্যাতিত করাইবার জন্য শ্রাদ্ধের ছলনায় হরিবাসরে পিণ্ড-প্রদান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে কি?

ব্রহ্মঘ্না সুরাপশ্চ তেষামেতে গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্যৈর্ন্দিষ্টাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যুপভোজিনঃ॥
এক এব নরঃ পাপী নরকে যাতি মজ্জতি।
একাদশ্যুপভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

ভুঙ্‌ক্তে ভুঙ্‌ক্তে তু যো ভ্রাতঃ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
গোব্রাহ্মণং স্ত্রিয়ঞ্চাপি জঘ্নিহি যদতি কচিৎ।
যস্য পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥
পুরেদ্যোঃ সোঽপি যামোঽস্ত সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চারণক্রিয়া॥

সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং চ ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্রবিগ্ময়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ১৪-১৮)

শ্রাদ্ধে ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, চোর, গুরুদারগামীর নিষ্কৃতির বিধান আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে আহার করে, তাহার পরিত্রাণের জন্য কোন বিধান নাই। পাপী ব্যক্তি একাকী নরকে গমন করে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্নভোজন করে, সে পিতৃগণের সহিত নরকগামী হয়। হরিবাসর উপস্থিত হইলে যে "আহার কর, আহার কর" এই কথা উচ্চারণ করে, তাহার সেই বাক্যের সহিত "গোবধ কর, বিপ্রহত্যা কর, নারীবধ কর" এই সকল বাক্যোচ্চারণ সমান। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অধোগতি লাভ করে। একাদশী উপস্থিত হইলে তদ্দিনে যখন পুরোডাশও (যজ্ঞীয় হবির্বিশেষ) অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্ন-পাকের বিষয় আর কি বলিব?

এই সকল বাক্য হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আত্মমঙ্গলকামী এবং যাঁহার পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার লেশমাত্রও আছে, সেরূপ কোনও ব্যক্তি—কখনও হরিবাসরে পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ডদানাদি করিতে পারেন না। একাদশীতে মহাপ্রসাদও গ্রহণ করিতে নাই বলিয়া মহাপ্রসাদান্নের দ্বারা শ্রাদ্ধও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

গ্রন্থকর্ত্তার "একাদশ্যাং" পাঠ স্থানে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "একাদশ্যাদ্য" পাঠ দৃষ্ট হয় এবং এই পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "পিতরশ্চ দিবৌকসঃ" এই স্থানে চ শব্দের প্রয়োগদ্বারা পিতৃমাতৃগণ ও দেবতাগণ। কেবল দেবতাগণই যে একাদশীতে প্রদত্ত নিষিদ্ধ অন্ন গ্রহণ করেন না, তাহা নহে; পিতৃমাতৃগণও তাহা নিষিদ্ধ অন্ন বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

ভোগাকাঙ্ক্ষী, পাপপ্রবণ প্রেতাত্মা একাদশী দিবসও অন্নের বাহা করিতে পারে; কিন্তু মঙ্গলকামী কখনও ভোগলোলুপকে ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহাকে অধিকতর ক্লেশকর নরকগমনে সাহায্য করেন না। বৈষ্ণব—প্রেতাত্মা নহেন, তিনি বিষ্ণুসেবার উন্মুখ আত্মা। তিনি কখনও একাদশী লঙ্ঘন করেন না।

২। বৈষ্ণবগণ প্রেতশ্রাদ্ধভোজী হবিষ্যাশী কর্ম্মজড়গণের ন্যায় ভোগ-লোলুপ হইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক কোনও বৈষ্ণব-গৃহে মহাপ্রসাদ সম্মানের উদ্দেশে গমন করিতে পারেন এবং তথায় একান্ত মঙ্গলপ্রদায়িনী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। তাঁহাদের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ-গ্রহণ ভোগের

উদ্দেশ্যে নহে, গৃহস্থের মঙ্গলবিধানেরই জন্য। তাঁহারা পতিতপাবন। পতিতকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেরা পতিত হন না অর্থাৎ অবৈষ্ণব বা বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন না। হরিসেবোন্মুখ ব্যক্তির গৃহে হরিকীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে গমন ও তথায় স্বেচ্ছায় মহাপ্রসাদাদির সম্মান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন। তাহা বহির্ম্মুখ সামাজিক নিমন্ত্রণ বা দক্ষিণার লোভে নিমন্ত্রণ-স্বীকারের ন্যায় অবৈষ্ণবতা ও অপরাধ নহে।

এইরূপ একজন শুদ্ধবৈষ্ণব-ভোজনের দ্বারাই কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হয়। তবে এইরূপ শুদ্ধবৈষ্ণব বিষয়ী বা অন্যাভিলাষীর শ্রাদ্ধ-বাসরে ভোজনলোভী হইয়া কখনও গমন করেন না। বর্ত্তমানে শ্রাদ্ধাদিতে যে তথাকথিত বৈষ্ণব-ভোজনের প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা প্রকৃত বৈষ্ণব-ভোজনের ফল-লাভ ত' হয়ই না বরং পরস্পর ঐরূপ অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার একটা চুক্তির দ্বারা দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই পাতিত্য ঘটে ও বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পায়।

বৈষ্ণব সর্ব্বদা বিষ্ণুর নিবেদিতান্নের দ্বারাই পিতৃপুরুষ ও অন্য দেবতাগণের পূজা করিবেন। যাহাতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবৎপ্রসাদাদি দ্বারা পিতৃদেবতার্চ্চনের ব্যবস্থা নাই, সেরূপ শ্রাদ্ধ 'রাক্ষস শ্রাদ্ধ' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কোন শুদ্ধবৈষ্ণবই তাহাতে যোগদান করেন না।

এই জন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাপ্তান্ন ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

হরিশেষং হবির্দ্দদ্যাৎ পিতৃপ্রীত্যক্ষয়ং ভবেৎ।
ন পুনঃ পিতৃশেষন্তু হরয়ে তু কদাচিদপি তদ্গুরোঃ॥

অন্যত্র চ—

দক্ষাদয়শ্চ পিতরো হৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
অতস্তদুচ্ছিষ্টশেষন্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েৎ॥ ইতি॥
এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥

তথাচ প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রে—

স্বভাবৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বক্তুন্ ব্রহ্মাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে—

হরের্নিবেদিতং কিঞ্চিদ্ ভক্ষ্যাদ্যং কল্পিতঞ্চ যৎ।
অভক্তেভ্যঃ সদা দেয়ং যদ্দত্ত্বা নিরয়ং ব্রজেৎ॥

(৮ঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০১—১০৪)

টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন :—

"শ্রীযতো ভগবতঃ। যদ্বা শ্রীমদ্ভগবন্নিবেদিতত্বেন পরম শোভিষ্ণুত্বং তদুচ্ছিষ্টত্বেন চ মহাপ্রসাদরূপত্বমস্য॥ ১০২॥ স্বভাবৈঃ স্বতএব বর্ত্তমানৈঃ অনিবেদিতৈরিত্যর্থঃ॥ ১০৩॥ সদা লোকেভ্যো বিষ্ণোপবাসিভ্যঃ কর্ম্মজড়েভ্য ইত্যর্থঃ।"

উপরি-উক্ত প্রমাণাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বদা মহাপ্রসাদের দ্বারাই সম্বর্দ্ধিত করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ প্রেতশ্রাদ্ধের ভোজন করেন না, তাঁহারা মহাপ্রসাদই সম্মান করেন। যাঁহারা বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করেন, যাঁহারা স্বভাবতঃ কর্ম্মজড়, তাঁহাদিগকে কখনও মহাপ্রসাদ প্রদান করিতে হইবে না। তাঁহাদিগকে অর্থাদি প্রাকৃত বস্তুর দ্বারাই বঞ্চনা করিতে হইবে।

৩। বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপার শুদ্ধ-বৈষ্ণববিধান নহে। তাহা রাক্ষসশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মজড়ার্জ্জনের আনুষ্ঠ ও বিষ্ণুবিমোহন রাজস-তামস শাস্ত্রের ব্যবস্থিত বিধি। ঐকান্তিক গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ত' দূরের কথা, একান্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থেরও শ্রাদ্ধাদি কৃত্যেরই প্রয়োজন ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্ম্মে স্বীকৃত হয় নাই। কেবল যাঁহারা একান্ত ভগবদুপাসনায় আস্বাবান্ হইতে পারেন নাই, যাঁহাদের এখনও কর্ম্মফল চিত্তবৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ বিষ্ণুপর বা কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিপর করাইবার জন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি সাবত-স্মৃতিশাস্ত্রে পিতৃপুরুষগণের প্রতি মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা শ্রদ্ধা-প্রদর্শনাদির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তাঁহাদের সেই অর্চ্চনের মধ্যেই আনুষঙ্গিক ভাবে পিতৃপিতামহের পূজা বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়—শুধু নিজ পিতৃপিতামহ নহে, নিখিলজীবের পিতৃগণের আত্মার তৃপ্তি তদ্দ্বারাই অনুক্ষণ সাধিত হয়। আর যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীনামানুশীলন করেন, তাঁহাদের ত' কথাই নাই। তাঁহাদের নামাভাসফলেই অনন্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যদি আবার পৃথক্ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদি অনুশীলনের জন্য চেষ্টান্বিত হন, তবে একমাত্র ভগবদুপাসনা বা শ্রীনামে আস্থা না থাকায় অর্থাৎ এক ভগবানের অর্চ্চন বা ভজনের দ্বারাই সকল দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চন ও সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, এবিশ্বাস হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় সেবাপরাধ ও নামাপরাধ দোষ ঘটিয়া থাকে। * অতএব

* যথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু-কৃত সারার্থ-দর্শিনী গ্রন্থে —"শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রাদীক্ষিতবর্ণাশ্রমাদি-বৈষ্ণব-শাক্ত-সৌর-গাণপত্যাদি-ব্যক্তিভেদেন পাষণ্ডপাল-বর্ণাশ্রম-সঙ্করাজ্ঞানীনাং গৃহস্থ-ভক্তানাং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ক্বাপি ক্বেত্র লোকে বর্ণপাল্লাধমস্মৃতিপুরাণাদৌ চ নাস্তি। এতেষামেবভক্তিম্ কৃতে সত্যপি সেবাপরাধোপরাধো ভবতে।"

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমস্থিত শৈব-শাক্ত সৌর-গাণপত্যাদি ব্যক্তিগণ অবশ্যকরণ (একান্ত গোবিন্দোপাসক) বর্ণাশ্রমী, সঙ্কর ও অজ্ঞানাদি গৃহস্থ ভক্তগণের পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম বেদশাস্ত্র, বর্ণশাস্ত্র, আগম, স্মৃতি, পুরাণাদিতে ও লোকব্যবহারে (বা লৌকিকশাস্ত্রে) কোথাও বিহিত হয় নাই। বরং পিতৃদেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য-পালগণের সেবাপরাধাপরাধ ঘটে।—(সঙ্ঘ সাঃ টীঃ ৯ম সংখ্যা)

ঐকান্তিক ভগবদ্ভূপাদকমলের জন্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদিরও আবশ্যকতা নাই। বৈষ্ণব-সদ্গুরুপদাশ্রয়ের পূর্ব্বে উক্তরূপ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র অসৎকর্ম-প্রবৃত্তি হইতে সৎকর্মপ্রবৃত্তিতে আনয়ন করিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার জন্যই লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভিনয়ের পূর্ব্বে গয়ায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের অভিনয় করিয়াছিলেন।

৪। "অন্নমাশ্রিত্য" শ্লোকে 'অন্ন' বলিতে ভোজ্য বস্তুমাত্রকেই বুঝায়। একাদশীতে ভোজন সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র নিতান্ত অসমর্থের পক্ষেই ফলমূল-পয়আদি অনুকল্পের ব্যবস্থা। এমন কি একাধিকবার জলপানও উপবাস-দিবসে নিষিদ্ধ। যথা—

"অনেকজলপানাচ্চ সকৃৎ তাম্বূলভক্ষণাৎ।
উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ॥"
"স্নানভোজনতাম্বূলদিবা-স্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ।
অনেকজলপানাচ্চ নোপবাসফলং লভেৎ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১৩শ বিঃ ২২)

অর্থাৎ একাধিকবার জলপান, একবারমাত্র তাম্বূল ভক্ষণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত দ্বারা উপবাস দূষিত হইয়া থাকে।

দন্তধাবন, তাম্বূল-ভোজন, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও একাধিকবার জলপান—এই সকলের দ্বারা উপবাস নষ্ট হয়।

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমূল-ফলৈর্ব্বাপি ন নির্ব্বাশিকো ভবেৎ॥
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিক্যশরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ৩৬, ৩৭)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, তাহাদি প্রতিনিধির অভাবে বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি রাত্রিতে একবার মাত্র আহার কিংবা দুগ্ধ ও ফলমূল সেবন করিয়া দিন অতিবাহিত করিবে।

যাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত, যাঁহারা পিত্তপ্রবলধাতু ও যাঁহাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে, তাঁহারা রাত্র্যাদিতে অনুকল্প করিতে পারেন।

কিন্তু অনুকল্পের ছলনায় বৃহৎকল্প অর্থাৎ মুখ বদলাইবার গুপ্ত অভিসন্ধিতে লুচি ভোজন বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন কর্ত্তব্য নহে।

'আটা', 'ময়দা' প্রভৃতি 'ক্ষার' জাতীয় পদার্থ একাদশীতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যথা—

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংস-ভক্ষণম্।
বরং হত্যা সুরাপানং নৈকাদশ্যান্তু ভোজনম্॥
তিলমুদ্গান্নতে শক্তং শমী-গোধূম-কোদ্রবাঃ।
চণকং দেবধান্যঞ্চ এষ ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৩শ বিঃ ৩৪)

বরং নিজমাতৃগমন, গোমাংস ভক্ষণ, হত্যাকরণ বা সুরাপান ভাল, তথাপি একাদশীতে আহার করিবে না। একাদশীতে সর্ব্বতোভাবে ক্ষার দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। 'ক্ষার' কি কি, তাহা বলিতেছেন,—তিল ও মুগ ব্যতীত শক্ত, শমীধান্য, গোধূম, কোদ্রব, চণক (ছোলা), দেবধান্য (দেধান) এই সকল 'ক্ষার' পদার্থ। অতএব একাদশী-তিথিতে অনুকল্পের মধ্যেও আটা ময়দা প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।

৫। "ত্রিহস্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ"
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ২৯ সংখ্যা ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য)

এখানে 'দাতা' বলিতে যে ব্যক্তি একাদশীতে পিণ্ড দান করে, 'ভোক্তা' বলিতে যে ব্যক্তি সেই শ্রাদ্ধে ভোজন করে বা দক্ষিণাদি কিছু গ্রহণ করে আর 'পরেতক' বলিতে 'প্রেত' যাহার উদ্দেশে পিণ্ড দান করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর পতাকাবাহী ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের পর ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন-পত্র

হে ভক্তিবিনোদ-বাণীর প্রচারকবর, য়ুরোপে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শুদ্ধহরিকীর্ত্তন প্রচার করিয়া প্রভুপাদের আদেশে আপনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনোপলক্ষে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ঢাকায় পদার্পণের সঙ্গে তাঁহারই অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের অন্যতমরূপে আপনার শ্রীচরণ-দর্শনও আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা ও আদিম ইতিহাসের সহিত আপনার, ভক্তিবিনোদ-বাণীর সেবায় অদ্বিতীয় আদর্শ ও স্মৃতি বিজড়িত। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবমহারাজ শ্রীল প্রভুপাদ লোকশিক্ষার্থ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিলে আপনিই সর্ব্বপ্রথমে সেই লোকশিক্ষক আচার্য্যবরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যের নামহট্টের রাজকবিপণি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালে (ইং ১৯৩০ সালের ১লা নভেম্বর) শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস লাভ করেন। এই সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরের দিনই আপনি শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর প্রচারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন কে জানিত, ঢাকায় আপনার সেই শুভাগমন ঢাকার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রতিষ্ঠার এক নবযুগের সূচনা করিবে?

হে পরিব্রাজকাচার্য্য, প্রভুপাদের আদেশে ঢাকায় আগমন করিয়া আপনি সেই সময় যে অক্লান্ত ও অপ্রতিহত হরিকীর্ত্তনময় আদর্শ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার বিধ ও মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়, বাহ্যার্থী ধর্ম্মপ্রচারক ও বহুবিধ অন্যাভিলাষি-ব্যক্তিগণের সম্মিলিত বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আপনি নির্ভীক-কণ্ঠে বহুদেবের বিরুদ্ধে যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে অন্যাভিলাষী ও পাষণ্ডগণের হৃদয় বিকম্পিত হইয়াছে। অন্যদিকে অনেক শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবাণীর পরমধর্ম্ম-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আপনি অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া, রৌদ্র-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, নানা বহির্ম্মুখ লোকের নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও গঞ্জনা অতিক্রম করিয়া সরলতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতার সহিত যেরূপভাবে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠার জন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসন টলিয়াছিল। ইংরাজী ১৯২০ সালে মুদ্রিত "ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন," শ্রীগৌরসুন্দরের "শিক্ষাষ্টক" ও শ্রীরূপের "উপদেশামৃত" ভক্তিবিনোদ-বাণীর ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তের সহিত "সাধনপথ" নামক পুস্তক প্রচার এবং "আচার ও আচার্য্য" পুস্তকে শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন প্রভৃতি প্রারম্ভিক সেবাকার্য্যসমূহ শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত হইয়াছিল। আপনি ভক্তিবিনোদ-বাণীর কৃপা সরল করিয়া সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরীতে বিদ্ধ ও অপধর্ম্মের আগাছাগুলি উৎপাটিত ও তথায় বহুপূর্ব্বে (ইংরাজী ১৮৮৮ সালে) ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকল্পতরুর বীজ শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে রোপণের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎফলেই ইংরাজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণ এবং ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তৃতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকায় শুভবিজয় ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে যেরূপ—

"প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

—এই বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির প্লাবন আনয়ন করিয়াছিলেন, আপনিও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সেইরূপ দৃশ্যের অবিকার করিয়াছিলেন।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই মঠের প্রধান প্রচারকরূপে আপনি তখন মঠবাসিগণের গুরুসেবাময় আদর্শ-জীবন যাপন ও ভক্তিবিনোদবাণীর অনুসরণকারিণী শিক্ষার জন্য যে বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ নিজ-জীবনে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি আজও অনেক নিষ্কপট সেবককে সর্ব্বক্ষণ নিয়মিত করিতেছে। আমরা যে মুহূর্ত্তে সেই শিক্ষা ভুলিয়া যাই, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত হইবার যোগ্যতা লাভ করি। মঠবাসিগণের দ্বারমুখরী শিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন ও বিষণ্ণী হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্নিকটে "তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে"—ভক্তিবিনোদ-বাণীর এই শিক্ষানুযায়ী নিষ্কপট শরণাগতিময় জীবনযাপনের জন্য আপনি অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর সেবায় আপনার সরলতার অদ্বিতীয় আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের তথা পৃথিবীর সকল স্থানের বহু সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি প্রধান মনোঽভীষ্ট ছিল—পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার। শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকেই সেই ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-কীর্ত্তনের প্রধান বাদকরূপে পরিণত করিয়া পাশ্চাত্যদেশে শুদ্ধভক্তির বাদল আনয়ন করিয়াছেন। আপনি অদ্ভুতকর্ম্মবন্ধের নানা প্রকার কৃত্রিমতার আবেষ্টনের মধ্যে দুই বৎসরকাল অবস্থান

করিয়াও তথায় "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। শ্রীসঙ্গী এক অদ্বিতীয়,—কৃষ্ণভক্ত আর।"—এই শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবী প্রচারকবর্গের শিক্ষার স্থল হইয়া রহিয়াছে। আপনি শ্রীবার্ষভানবীর করুণাঘনতায়ার আনুগত্যে আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা বিধান করুন। আপনার শ্রীচরণে আমরা অনন্ত প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, চাকা।
২৭শে বৈশাখ, ১৩৩২ সাল

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাভিলাষী
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

চয়ন

["অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৭ই মে ১৯২৫ শুক্রবারের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH
JUBILEE THANKSGIVING AND
PRAYER SERVICES.

An interesting and striking feature of Silver Jubilee day's celebrations was the huge procession gradually gathering strength of about 10,000 Hindus, organised and led by the devotees of the Gaudiya Math headed by the President Acharyya Paramahansa Sree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, who marched in orderly rows through the main streets of Calcutta up to the maidan carrying gorgeous maces, flags and festoons attended with auspicious "Sankirtan" music singing glory of Their Majesties. It was a spectacular pageant of the day's celebrations that exercised enormous influence all around and left an abiding impression on all.

On return of the procession at the Gaudiya Math Temple, which was tastefully decorated and nicely illuminated, at about 8-40 p. m., congregational prayers were conducted by the Acharyya Dev invoking blessings on Their Majesties. Speeches were also delivered by the Acharyya Srila Prabhupad and the Secretary Mr. A.C. Banerjee.

প্রচার-প্রসঙ্গ

গয়ায়—গত ৩১শে বৈশাখ, ১৩৩২, ইং ১৪ই মে, ১৯২৫ মঙ্গলবার শ্রীএকাদশী তিথিতে গয়ার ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিংহ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে গয়াগৌড়ীয়মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রায়দয় মহাশয় কএকজন মঠসেবক-সহ তাঁহার ভবনে শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১৮ই মে, শনিবার ফুলদোল দিবসেও ব্রহ্মচারীজী কালীনাথ বাবুর গৃহে নামসংকীর্ত্তন করিয়াছেন। কালীনাথ বাবুর প্রকৃত আচারবান্ সাধুমুখে গৌরবিহিত কীর্ত্তন-শ্রবণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে শুক্রবার গয়ার রেলওয়ে হেড্ওভার্সিয়ার্স শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসাবাটীতে উপদেশক ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। রমণীবাবুর শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণের নিকট শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণে নিজের আগ্রহ যেরূপ প্রবল, অপরকেও শুনাইবার জন্য যত্ন ও উৎসাহ ঠিক তদ্রূপই প্রশংসার্হ। তিনি ঐ দিবস তাঁহার গৃহে বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলাকে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে মাত্র কএকজনের নাম উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীপ্রিয়গোপাল মজুমদার, শ্রীশিবরুক্ষ দে, শ্রীকণীন্দ্রলাল মজুমদার, শ্রীহরিদাস বসু, শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীঅজয়রঞ্জন বসু, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

রেঙ্গুনে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশগিরি মহারাজের ব্রহ্মদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য গত ১২শে মে, ১৯২৫ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ যাচক মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ও শ্রীমান্ রাধারমণ 'এগ্রো' নামক জাহাজে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীপাদ অবিদ্যারণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত ও শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ আউটরামঘাটে প্রণামী পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার সেবক-বাৎসল্য-হেতু মোটরযোগে আউটরাম ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বিশেষ উৎসাহের সহিত রেঙ্গুণে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। তথায় বহু কৃতবিদ্য সজ্জন স্বামীজীর প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। মিঃ বি. ঘোষ (এজেন্ট, ব্যাঙ্গোসিয়েটেড্ প্রেস্ রেঙ্গুণ) মহোদয় এবং রেঙ্গুণ গেজেট, রেঙ্গুণ ডেইলী নিউজ, রেঙ্গুণ মেল, রেঙ্গুণ টাইম্‌স্, বার্ম্মা সমাচার, স্বদেশ-পরিপালিনী ও অন্যান্য দামরিকপত্রের সম্পাদকগণও তাঁহাদের সভ্যমধ্য দিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠ-সেবার সুবর্ণ সুযোগ

গত ৪ই মাঘ, ১৩৪১ ও তৎপূর্ব্বে 'গৌড়ীয়' পত্রে উল্লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় ৩য় মাসিক অর্থানুকূল্য-কারিগণ ব্যতীত গত ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪২ পর্য্যন্ত যে সকল সজ্জন ও ভদ্রমহিলা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ মাসিক অর্থানুকূল্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সকল বদান্য সজ্জন ও ভদ্রমহিলার আচরণ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের নামও বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া প্রকাশ' নামক পত্রদ্বয়ে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা বরণ-দ্বারা মানব-জীবন ধন্য করিবার এই মহাসুযোগ উপস্থিত।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী সেবাকোষাধ্যক্ষ)
সম্পাদক—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
শ্রীমায়াপুর পোঃ (নদীয়া)

শ্রীযোগপীঠের মাসিক আনুকূল্যকারিগণের নাম

১। শ্রীলালচাঁদ মাইতি, নাদুয়াগোড়া (মেদিনীপুর) —১৲ টাকা।
২। শ্রীমুরলিবিহারী দে, খর্পরা (মেদিনীপুর) —৷৹ আনা।
শ্রীবৈষ্ণব চৌধুরী, বাঁওদুনতী (গঞ্জাম) —১৲ টাকা।
৪। শ্রীউপেন্দ্রনাথ হুই চৌধুরী, পল্লবাহিরদিয়া (খুলনা) —১৲ টাকা।
৫। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী, বালোয় (হাওড়া) —১৲
শ্রীমতী জাহ্নবীরাণী দেবী, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া) —৷৹ আনা
শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, জামগ্রাম (হুগলী) —১৲ টাকা।
শ্রীনিত্যগোপাল দে.ধ, জামগ্রাম (হুগলী) — ১৲ টাকা।
৯। শ্রীরসিকলাল বসাক (ঢাকা) —১৲ ,,।
১০। শ্রীপঞ্চানন সাহা, ছাতরা (যশোহর)— ১৲ ,,।
১১। শ্রীজয়গোপাল দে, (কলিকাতা) —১৲ ,,।
১২। ডাকার শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রাসবিহারী পুরকাইত প্রমুখ ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত গুরুদেবপুর ও মন্দিরবাজারস্থ ভক্তবৃন্দ —২৲ টাকা
১৩। শ্রীঅধিকাচরণ নাথ, বজ্‌বজ্ (২৪ পরগণা)—১৲।
১৪। শ্রীপ্যারীমোহন রায় সরকার, দড়িপত্তনী (কুচবিহার)—১৲ টাকা।
শ্রীভূপতিচরণ পড়িয়া, জ্যোৎস্নগ্রাম (মেদিনীপুর) —১৲ টাকা।
১৬। শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (কলিকাতা) —১৲ ,,।
১৭। শ্রীনীতানাথ দাসাধিকারী, (কলিকাতা)—৷৹ আনা
১৮। শ্রীমতী নিত্যবালা দাসী, খণ্ডদাগর (মেদিনীপুর) ১৲
১৯। শ্রীইন্দুভূষণ গোল, খণ্ডদাগর (মেদিনীপুর) ৷৹ আনা
২০। শ্রীতারাদাস রায়, কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগণা)—১৲
২১। শ্রীকৃষ্ণদাসঅধিকারী, বরাহনগরী (নদীয়া)—৷৹ আনা
২২। শ্রীযশোদালাল বসাক, (ঢাকা) —৷৹ ,,।
২৩। শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া) —১৲ টাকা।
২৪। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ, কাঁদি (মুর্শিদাবাদ) —৹৲ ,,

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ১লা জুন, ১৯৩৫ { ৪২শ সংখ্যা

অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪২), শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ৪১নং থিয়েটার রোডে আগমন-সময়ে মোটরযানে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। থিয়েটার রোডের ভবনে পৌঁছিয়াও রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত এই দুইটি শব্দের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই সকল বাণী আমরা যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহারই দিগ্‌দর্শন এই প্রবন্ধে প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে 'প্রত্যক্ষ', 'পরোক্ষ', 'অপরোক্ষ', 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দ-পঞ্চকের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ইহারও বহু পূর্ব্ব হইতে প্রভুপাদ 'অপ্রাকৃত' ও 'অধোক্ষজ' শব্দদ্বয় সম্বন্ধে অনুক্ষণ অনর্গল উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দের তাৎপর্য্যকে প্রত্যেকের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করাইবার জন্য প্রভুপাদ তাঁহার প্রত্যেক উপদেশ, অভিভাষণ, বক্তৃতা ও হরিকীর্ত্তনে এই শব্দদ্বয়ের উল্লেখই পুনঃপুনঃ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শুনিবার মত কাণ হইয়াছে—যাঁহারা সেবোন্মুখতায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা এই 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত'-শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণযুক্ত নব নব তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং প্রত্যেক-বারই নূতন সেবার আলোকে আলোকান্বিত হইয়া থাকেন। 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দদ্বয়ই যেন শ্রীচৈতন্য-বাণীর যথার্থস্বরূপ,—ইহাই তাঁহার বাণীর মূল উপকরণ। অধোক্ষজই ধ্যান, অধোক্ষজই জ্ঞান, অধোক্ষজই মন্ত্ররূপ, অধোক্ষজই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় বিষয়। এই অধোক্ষজ-শব্দদ্বয়টাই জীবনের জীবন। এই অধোক্ষজের

অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে করিতে 'অধোক্ষজ'-নাম সঙ্কীর্ত্তনে মূর্ত্ত হইয়া অধোক্ষজ-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রভবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের বাহ্য, বিদ্ধ ও বিমুখ বা বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের নিকট যাহা আত্মসমর্পণ করে, তাহাই প্রত্যক্ষ। চার্ব্বাকাদি ভারতীয় দার্শনিক, ইয়াঙ্কু, এপিকিউরাস্ প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য প্রমাণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেহ কেহ নিজ-প্রত্যক্ষ ব্যতীত সমজাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন আকবর বাদশাহকে আমি বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ না করিলেও এক বা বহু অপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি। ইহাকে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলে। পরের বা অপরের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপনের নাম 'পরোক্ষ জ্ঞান'। 'প্যারাডাইস্', 'বিহিস্তা', 'ইন্দ্রপুর', 'স্বর্গ' প্রভৃতি যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হয়, তাহা সকলই পরোক্ষের অন্তর্গত।

যাহা 'প্রত্যক্ষ'ও নহে, 'পরোক্ষ'ও নহে, তাহাই 'অপরোক্ষ'। 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষে'র অতীত বস্তুই 'অপরোক্ষ'। যে বস্তু আমি স্বয়ং বা আমার ন্যায় অপর এক বা বহু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা জীবেন্দ্রিয়ের অধীন বস্তু। এজন্য ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু 'অপরোক্ষ' নামে কথিত হইয়া থাকে। 'অপরোক্ষ' শব্দের অর্থ কেহ কেহ 'প্রত্যক্ষ' (ন+পরোক্ষ='প্রত্যক্ষ') বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু বিচারে যে 'অপরোক্ষ' শব্দের প্রয়োগ, তাহাতে যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকেই বুঝায়। কিন্তু সত্তার কেবল ইন্দ্রিয়াতীতত্ব হইলেও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়, বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। যাহা আমি বা অপরে প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহার স্বরূপ কি? তাহার বিশেষত্ব কি? তাহার পরিচয়ই বা দিবেন কে? ঐরূপ বস্তুর অস্তিত্বমাত্র স্বীকার অন্যান্য সম্যক্ পরিচয়ের অভাবে নিরর্থক হইয়া যায়। এই জন্য 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বিশেষ মতবাদে পর্য্যবসিত হয়।

'অপরোক্ষ'-শব্দের প্রতিশব্দ-প্রতিম 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ বস্তু বা তত্ত্বের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ না করিতেও পারে, কিন্তু 'অধোক্ষজ' শব্দের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহা কেবলমাত্র যে জীবের অক্ষজাত (ইন্দ্রিয়জ) জ্ঞানকে তিরস্কৃত করেন, তাহা নহে; তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন। জীব নিজে নিজ তাবার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিতে গেলে বহুত্ব-পরিণতি দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও কপট-আবরণ তাহার অজ্ঞাতসারে আনিয়া ফেলিতে পারে বা আনিয়া ফেলিতেই বাধ্য হয়। মুখে 'অতীন্দ্রিয়' বা 'অপরোক্ষ' বলিয়া কার্য্যতঃ তত্ত্ববস্তুকে ইন্দ্রিয়াধীন বা অক্ষজ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষকে প্রয়োজন বোধ করিয়া বদ্ধজীব যে সকল কুহক বা কপটতার আহ্বান করে ও তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহাই আবরণ।

যাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মহীন করিয়া তাঁহাকে 'অতীন্দ্রিয়' বা 'অপরোক্ষ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তুর উপর তাঁহাদেরই ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্বের প্রয়াস করিয়া থাকেন। 'অপরোক্ষ' শব্দের কেবল-অতীন্দ্রিয়-বাদ নিরাস করিবার জন্য তত্ত্ববস্তুর স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-ব্যঞ্জক 'অধোক্ষজ'-শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় বস্তু নির্ব্বিশেষ হইতে পারে; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু ইন্দ্রিয়ভোগ্য না হইয়াও বিশেষবিশেষ।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু দশমস্কন্ধের টীকায় 'অধোক্ষজ' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"স্বনিয়ম্যত্বেন অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যং যেন সঃ" (ভাঃ ১০।১৪।১২) অর্থাৎ যে লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, তিনিই বস্তুতঃ অধোক্ষজ হৃষীকেশ। তিনি হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন বা ইন্দ্রিয়ের অতীত মাত্র নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রভুত্ব বিস্তারকারী পরমেশ্বর। হৃষীক-শূন্য সত্তার প্রতি 'ভক্তি'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। পূর্ব্বচিহ্নিত হৃষীকেশের অধিপতিকে সেবোন্মুখ হৃষীকের দ্বারা সেবাই ভক্তি। 'অধোক্ষজ'-শব্দে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ব্যতীত ব্যক্তিত্বধর্ম্মও পরিস্ফুট। অধোক্ষজ-বস্তু পুরুষোত্তম; কেবল অচিদ্ভাব বা অচিৎসত্তামাত্র নহেন; তিনি মূর্ত্তবিগ্রহ—যে বিগ্রহ অচেতন নহেন কিংবা অচেতন-প্রায় নহেন বা নির্ব্বিশেষমাত্র নহেন; কিন্তু পূর্ণ-

চেতনের স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে নিরস্ত ও তাহার উপর প্রভুত্ব ও পূর্ণনিয়ামকত্ব বিস্তার করেন, এইরূপ সবিশেষ বস্তু।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।১২ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় হরিবংশের বাসুদেব-মাহাত্ম্যের নারদ-বাক্য উদ্ধার করিয়া 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন :—

'অধোঽনেন শকটাস্তরচারিণা।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেষধারিণী॥
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে॥
যদ্ভূনিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ।
পুনর্জ্জাতোঽবিত্যাহুরুরুক্তস্মাদধোক্ষজঃ॥'

—ইতি ব্যাখ্যাতৃক্ত স্বামীটীকাকারৈঃ অধঃ শকটস্যাঙ্কে পুনর্জ্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ।

শকটাসুরূপ ইন্দ্রিয়ভারবাহিতা বালকৃষ্ণকে তাহার অধোভাগে স্থিত মনে করিয়াছিল। শকট বা শকটের ঘুর 'অক্ষ' বলিয়া কথিত। শকট ভারবাহিতার প্রতীক। ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ ভারবাহিতা যখন বালকৃষ্ণকে নিজের আয়ত্ত বা অধীন বস্তু মনে করে, যখন তাঁহাকে মাপিয়া লইতে চাহে, তখন বালকৃষ্ণ নিজস্বরূপকে আবৃত রাখেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণ স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া সেই শকটের ঘুর ভাঙ্গিয়া দেন, অর্থাৎ বদ্ধ জীবের অক্ষজ জ্ঞানকে নিরস্ত করেন, তখনই অধোক্ষজ-তত্ত্ব আত্ম-প্রকাশিত হন। এজন্যই সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—'অধঃ শকটস্যাঙ্কে পুনর্জ্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ॥'

শ্রীব্যাসদেব যখন ভক্তীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাধিত করিয়া পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখনই তিনি অধোক্ষজে ভক্তিযোগের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ', 'পরোক্ষ'—এমন কি অপরোক্ষে অভক্তিযোগের যোজনা হইতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজে ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন যোগ সম্ভব নহে; কেননা অধোক্ষজ কাহারও ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি হৃষীক(ইন্দ্রিয়)-বস্তু নহেন। অধোক্ষজের অপর নাম বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা জীবের ইন্দ্রিয়-তোষণ। অর্থাৎ অক্ষজ ধর্ম্ম, অক্ষজ অর্থ, অক্ষজ কামরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিষয় এবং অক্ষজ-ব্যতিরেক তাবাপন্ন অপরোক্ষ-মোক্ষের সন্ধান প্রদান করেন। মোক্ষ-কামনা পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের শেষ সীমা। বিষ্ণু ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা জীবের ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিষয় সরবরাহ করিবার কর্ত্তা নহেন বলিয়া বিষ্ণুর নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার জন্য কোন প্রকার অভক্তিযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিষ্ণু বিশ্বরূপ 'কার্য্য' নহেন, তিনি বিশ্বের কারণের কারণ।

'অধোক্ষজত্ব' ও 'বিকুণ্ঠত্ব' একই পর্য্যায়ভুক্ত তত্ত্ব। অহৈতুকী ভক্তিই অপরভাবায় 'অধোক্ষজ-ভক্তি'। এই ভক্তিতে ভক্তের বিজ্ঞান স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট বিষ্ণুদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুরুষোত্তমের যাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, তাহাই 'অধোক্ষজ-ভক্তি'; আর পুরুষের যাহা তৃপ্তিকর, তাহাই 'অক্ষজ ভক্তি' বা 'অভক্তি'। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যাহাকে তাহাদের 'স্বারসিকী' ভক্তি বলিয়া মনে করে, তাহা 'অক্ষজভক্তি' বা 'অভক্তি'। আর 'স্ব' অর্থ, যেখানে 'বিষ্ণু' বা 'অধোক্ষজ' পুরুষোত্তম, সেখানে সেই স্বতঃ-কর্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারিণী যে ভক্তি, তাহাই 'অধোক্ষজ-ভক্তি'।

'অধোক্ষজ'-শব্দের সহিত 'অপ্রাকৃত'-শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, 'অপ্রাকৃত'-শব্দে 'অধোক্ষজে'র ন্যায় স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্মের পরিচালনা পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও 'অধোক্ষজ'-তত্ত্বে উপনীত হইলেই অপ্রাকৃতের বিজ্ঞান লাভ হয়। অপ্রাকৃত-শব্দ-দ্বারা কেবল যে প্রাকৃত-নিষেধ বা প্রাকৃতের ব্যতিরেক সূচনা করে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা 'অপ্রাকৃতা প্রকৃতি' অর্থাৎ 'পরা প্রকৃতি' বা চিচ্ছক্তির বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে—'অপ্রাকৃত'-শব্দের দ্বারা প্রাকৃত বৈচিত্র্য, প্রাকৃত বিশেষ, প্রাকৃত ধর্ম্ম-সমূহ যে অপ্রাকৃতেরই হেয়, খণ্ড, বিকৃত, অস্ফুট প্রতিফলন, তাহা নির্দ্দেশ করে। সুতরাং অপ্রাকৃতের দ্বারা চিদ্বিলাসের পূর্ণতা বা বিচিত্রতার সমগ্রতা অধিক প্রকাশিত হয়। অধোক্ষজ হইতে অপ্রাকৃত-শব্দের বৃত্তি অধিকতর প্রগতি-শালিনী ও উন্নতা। 'অধোক্ষজ'-শব্দের দ্বারা সাধারণী শুদ্ধভক্তি বুঝাইলে 'অপ্রাকৃত'-শব্দ-দ্বারা অসাধারণী পরম শুদ্ধা 'প্রেমভক্তি' বুঝাইয়া থাকে।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

—এই বাক্য লইয়া বিচার করিলে 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত-বিচিত্রতা-দুষ্ট এবং 'অপরোক্ষ' 'বিচিত্রতাহীন' কল্পনা করিয়া বিষ্ণু-কলেবরকে (?) বস্তুতঃ 'প্রাকৃত' বলিয়াই স্বীকার করে। কিন্তু জীবের এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে নিরাস করিয়া যখন তত্ত্ববস্তু তাঁহার পূর্ণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরিচালনা করেন, তখনই 'অধোক্ষজ-তত্ত্ব'-রূপ সম্বন্ধ ও 'অধোক্ষজ'-ভক্তি-রূপ অভিধেয় প্রকাশিত হয়। এই অধোক্ষজ-বিজ্ঞান যখন অধিকতর চিদ্‌বিলাসরূপ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তখনই অপ্রাকৃত-জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। 'অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব' হইতে 'অপ্রাকৃত-শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বে'র অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত রসময়ী। অপ্রাকৃত-শব্দ চেতন বা অধোক্ষজ-সেবানুভূতির প্রত্যক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ প্রাকৃত নহে, ইহা জানাইবার জন্যই 'অ-প্রাকৃত' শব্দের আবিষ্কার। অধোক্ষজ শব্দে ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ মাধুর্য্যভাবপ্রচুর। প্রত্যক্ষের অতীত পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত অধোক্ষজ নহেন। অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত।

"আকাশাদির গুণ যেন পর পরভূতে।
এক দুই তিন চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩২)

বিচারের ন্যায় অপ্রাকৃতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দ্দোষ-ভাবে বিরাজিত এবং অধোক্ষজতত্ত্বও তদন্তর্গত।

গয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ

নববর্ষের (১৩৩২ সন) গত ৬ই বৈশাখ (৩রা ক্রাইষ্টে) শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গৌর-পদাঙ্কিত গয়ায় গৌরবাণী-প্রচারের জন্য নিজ ভক্তগণের সহিত শুভবিজয় করেন। 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের অবিদিত নাই যে, গৌরসুন্দর তাঁহার অধ্যাপক-লীলাকালে ১৪২৭ শকাব্দা বা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মক্কায় ও পুনঃপুনস্তীর্থ হইয়া গয়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য প্রভুপাদ মক্কারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-স্মৃতিপূজা নিত্য সজীবিত রাখিবার জন্য মন্দার পর্ব্বতের পাদদেশে ইংরাজী ১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর গৌর-পদাঙ্ক স্থাপন ও তদুপরি মন্দির রচনা করাইয়াছেন।

ই, আই, আর, মেন্-লাইনস্থিত পাটনা-জংসন হইতে পাটনা-গয়া ব্রাঞ্চলাইনের মধ্যে পাটনার ঠিক পরবর্ত্তী পুনঃপুন ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানেই পুনঃপুনানদী বা পুনঃপুনা তীর্থ। এই স্থানই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের দেবদুর্লভ পাদ-পদ্মাঙ্কের দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য ভগবান্ গৌরসুন্দর পুনঃপুনাতীর্থে স্নান ও পিতৃদেবার্চ্চন করিয়া গয়াতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। গয়াতীর্থরাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই গৌরসুন্দর যুক্তকরে তীর্থের প্রতি নমস্কারলীলা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া স্নান ও যথোচিত পিতৃদেবার্চ্চন করেন। তৎপরে মহাপ্রভু চক্রবেড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুপাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া তদুপরি ও পার্শ্বে পুষ্পমালা প্রদান করিয়াছেন এবং গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বস্ত্র-অলঙ্কারাদি উপকরণের দ্বারা শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিতেছেন ও নানাবেশে সজ্জিত হইয়া বিষ্ণুপাদপদ্মের প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া প্রেমানন্দে আবিষ্ট হন। প্রভুর নয়নকমল হইতে অশ্রুধারা নির্গত ও শ্রীঅঙ্গে ভাব-লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মের সম্মুখেই নিমাই পণ্ডিত প্রেমভক্তিপ্রকাশের লীলা আরম্ভ

করিয়াছিলেন। দৈববোগে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গয়াধামের পাদপদ্মের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত দণ্ডবৎপ্রণাম-লীলা প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরপুরী গৌরসুন্দরকে মহানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রুবারিতে স্নাত হইলেন। মহাপ্রভু ঈশ্বর-পুরীকে বলিলেন,—"আজ আমার গয়াযাত্রা সফল হইল। যেহেতু আমি আজ এই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন পাইলাম। তীর্থে পিণ্ডদান করিলে কেবল যাঁহার উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া যায়, সেই পূর্ব্বপুরুষ নিস্তার লাভ করেন। কিন্তু তদ্দ্বারা ভববন্ধন মুক্ত হওয়া যায় না, প্রেতাদি যোনি হইতে কোন উচ্চযোনিলাভের সুযোগ মাত্র ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আপনার ন্যায় বৈষ্ণবসদ্গুরুর দর্শনমাত্রেই কোটি কোটি পিতৃগণ সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। অতএব গয়াদিতীর্থ আপনার ন্যায় অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের সমান নহে। আপনি তীর্থেরও মঙ্গলবিধানকারী।"

প্রভু বলে,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৩)

বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পাদপদ্ম-দর্শনের পূর্ব্বে জীবের কিরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি বা কর্ম্মমার্গাদিতে শ্রদ্ধা থাকে এবং একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদাশ্রয়ের দ্বারাই যে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, পিতৃদেবার্চ্চনাদি-দ্বারা উহা সম্ভবপর নহে,—তাহা জানাইবার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষাগুরুর লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—"কর্ম্মমার্গে অধোক্ষজ পরাৎপরতত্ত্বে আত্ম-সমর্পণ নাই। কাজেই কর্ম্মবীরত্বই জীবকে সংসার-সমুদ্রের ঘূর্ণিপাকে সুখ ও দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত রাখে। বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীব কৃষ্ণে অহৈতুক আত্মসমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন গুরুপাদপদ্ম শিষ্যকে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভেলায় আরোহণ করাইয়া সংসারসমুদ্র হইতে ত্রাণ ও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তিলাভের উপযোগী সেবো-মুখতা প্রদান করেন।

সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার' আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমাকে করাও তুমি—এই চাহি দান॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৪৪, ৪৫)

নিমাই পণ্ডিতের এই সকল কথা শুনিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইকে ঈশ্বরজ্ঞানে নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য্য ও চরিত্রৈশ্বর্য্য যে লোকাতীত, তাহাও ঈশ্বরপুরীপাদ জানাইলেন। পূর্ব্ব রাত্রে পুরীপাদ স্বপ্নে গৌরসুন্দরকে দেখিয়াছিলেন। পরদিন মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শনে স্বপ্নের ফল প্রাপ্ত হইলেন,—ইহাও পুরীপাদ গৌরসুন্দরের নিকট ব্যক্ত করিলেন। পুরীপাদ শ্রীগৌর-সুন্দরকে আরও বলিলেন,—"পণ্ডিত, তোমাকে সত্য বলিতেছি, তোমার দর্শনে আমি সর্ব্বক্ষণ পরানন্দ-সুখ লাভ করি। যে সময় হইতে তোমাকে নদীয়াতে দেখিয়াছি, সে সময় হইতেই আমার চিত্তে তোমা ছাড়া অন্য কোন কথাই জাগরূক নাই,—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাতে কিছুমাত্র কপটতা নাই। তোমাকে দেখিলেই আমি কৃষ্ণদর্শনানন্দ লাভ করি।"

এইরূপ নানা প্রকার পরস্পর সম্ভাষণের পর শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়ার কোন্ কোন্ স্থানে পিতৃদেবার্চ্চন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) ফল্গুতীর্থে করি' বালুকায় পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে (২) প্রেতগয়া স্থান॥
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি' শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণাবে যাত্রা তুরিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উত্তরিয়া পিতৃগণ সম্ভরিয়া।
(৩) ব্রাহ্মণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥

সবে চলিলেন প্রভু (৪) শ্রীরামগয়ায়
রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥
এথো অবতারে সেই স্থানে শ্রদ্ধা করি'।
তবে (৫) যুধিষ্ঠিরগয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন যথায়।
সেই প্রীতে। তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করাইল সবে পড়ান বচন॥
শ্রাদ্ধ করি' প্রভু পিণ্ড ফেলে সেই জলে
ঘৃতান্ন-ব্রহ্মণ সব ধরি' ধরি' গিলে॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে-সব বিপ্রের ঘর খণ্ডিল বন্ধন॥
(৬) উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি'।
(৭) ভীমগয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
(৮) শিবগয়া, (৯) ব্রহ্মগয়া আদি যত আছে।
সব করি' (১০) ষোড়শগয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ডাদ্রব্যযুক্ত থৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু (১১) ব্রহ্মকুণ্ডে করি' স্নান।
(১২) গয়াশিরে আসি' করিলেন পিণ্ডদান॥
দিব্য মালা-চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৬৫-৭৮)

বিভিন্ন পুরাণে গয়ার বিভিন্ন তীর্থ-পূজার ক্রম দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীগৌরসুন্দর অদীক্ষিত অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে সৎকর্ম্মে প্রয়োচিত করিবার জন্য বোধ হয় সেইরূপ কোন স্মৃতির ক্রম অবলম্বন করিয়া গয়ার তীর্থসমূহ পদাঙ্ক-রঞ্জিত করিয়াছিলেন।

গৌরজনের অনুগমনে গৌরপদাঙ্কিত স্থানের যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল।—

(১) **ফল্গুতীর্থ**—'গয়া-মাহাত্ম্যে' লিখিত আছে, নাগকূট, গৃধ্রকূটের উত্তরবাহন—এই সকল স্থানের মধ্যবর্ত্তি-স্থানকে গয়াশিরঃ বা ফল্গুতীর্থ বলে। অগ্নিপুরাণের (১১৫।২৬) মতে—গয়াশিরঃই ফল্গুতীর্থ। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বতের নিম্নস্থানে ফল্গুতীর্থ বিরাজিত। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ এবং গয়াশিরঃ একক্রোশ; ইহার মধ্যেই ত্রিলোকের সর্ব্বতীর্থ

পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ।
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী॥
নগাঙ্কনার্দ্দনাদ্যৈশ্চ কূপাদ্যোত্তরমানসাৎ।
এতল্লয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে॥
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ।
ফল্গুতীর্থং গমিষ্যন্তি বারমেকং দিনে দিনে॥"

এই ফল্গুতীর্থ বা নদীর দক্ষিণদিকে গয়াক্ষেত্র অবস্থিত। ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা। বালুকা সরাইলেই জল পাওয়া যায়। বিষ্ণুপাদ-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে যে সকল মন্দির ও দেবায়তনসমূহ আছে, তাহা এই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর উচ্চতটসীমা পর্ব্বতের উপরই নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল উচ্চপ্রদেশ হইতে ফল্গুনদীতে অবতরণ করিবার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত সুবিস্তৃত সোপানাবলী রচিত আছে। শুনা যায়, এই সকল সোপান অহল্যাবাইএর অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় ফল্গুনদী বালুকাপূর্ণ মরুভূমির ন্যায় দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে অপরিসর নালার ন্যায় জলপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং বহু স্থানেই জল আহরণের জন্য বালুকা অপসারিত গর্ত্তের অস্তিত্বও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। গর্ত্তের চতুর্দ্দিক হইতে যেন বালুকা পতিত হইয়া গর্ত্তকে বদ্ধ করিয়া না ফেলে, এইজন্য কূপচক্রের ন্যায় লৌহচক্রের দ্বারা চতুর্দ্দিকের বালুকা রক্ষা করিয়া স্বচ্ছ জল আহরণের ব্যবস্থাও বিষ্ণুপাদের মন্দিরের পাদদেশে দৃষ্ট হইল। প্রায় একহস্ত-পরিমিত নিম্নপ্রদেশের বালুকা অপসারিত করিলেই উত্তম স্বচ্ছজল দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ার কিছু দূরে সোননদী প্রভৃতিও এই জাতীয় অন্তঃসলিলা নদী। বর্ষাকালে বালুকাময় স্থানসমূহ জলপ্লাবিত হয় এবং গয়াতীর্থ ও রামশিলার পর্ব্বতের পাদদেশে ও উপরে জল আরোহণ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে এই স্থানে একপ্রকার অদ্ভুত জলযান ব্যবহৃত হয়। বাঁশের মাচার সহিত সংলগ্ন করিয়া বহু মৃন্ময় কলস বাঁধিয়া রাখা হয়। এই কলসগুলি বাঁশের মাচাগুলিকে জলযানরূপে সাহায্য করিয়া থাকে। বিষ্ণুপাদের মন্দিরের দক্ষিণে ফল্গুতীর্থের

বালুকারাশির উপরে স্নানান দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন দেশীয় বহু ব্যক্তি এই কন্তুতীর্থে বালুকায় পিণ্ড প্রদান করিতেছে,—ইহাও নয়ন-পথে পতিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর এই কন্তুতীর্থে বালুকাপিণ্ড-দানের লীলা প্রকাশ করিয়া কর্ম্মমার্গীয় লোকানুকরণ করিয়াছিলেন ও তৎপরে প্রেতশিলার গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রেতগয়া তীর্থকে পদারপুত করিয়াছিলেন।

২। প্রেতগয়া—৮ই বৈশাখ (১৩৪২), ২১শে এপ্রিল (১৯৩৫—শুভ্রবারে) ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুগমনে গৌরপদাঙ্কিত প্রেতশিলা-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেতশিলার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদও প্রায় চারিশত সোপান অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। পর্ব্বতের পাদদেশে পঞ্চানন মহাদেবের একটি মন্দির রহিয়াছে। উত্তরদিকে ব্রহ্মকুণ্ড নামক একটি দীর্ঘিকা। চতুর্দ্দিকের ঘাট বাঁধান হইলেও জল পান-যোগ্য নহে। মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে একটি প্রস্তর-ফলকে ঐ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারক রাজ সূর্য্যমল শিবপ্রসাদ বাহাদুরের নাম ও মন্দির-সংস্কারের তারিখ লিখিত রহিয়াছে। প্রস্তরফলকে এইরূপ কএকটি কথা লিখিত আছে :—

শ্রী

শ্রীবিষ্ণু ভগবান্ কী কৃপাসে
শ্রীপ্রেতশিলাকে শ্রীমহাদেবজীকে
মন্দির ইত্যাদিকা জীর্ণোদ্ধার
করায়া রাজ সূর্য্যমল শিবপ্রসাদ
বাহাদুরনে সম্বৎ ১৯৬৫।

তুলসী গিরি নামক স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা জানাইলেন যে, এই ব্রহ্মকুণ্ড ও প্রেতশিলার সমুদয় সিঁড়ি কলিকাতার মদনমোহন বাবু প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। কান্যকুব্জ হইতে আগত বাদিসমাজপতি শ্রীপুরুষোত্তমের বংশে এই পুণ্যশ্লোক মদনমোহন দত্ত মহাশয় ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মদনমোহন কলিকাতার গোবিন্দপুর গ্রামপত্তনকারী গোবিন্দশরণ বাবুর চতুর্থ অধস্তন। গোবিন্দশরণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দশরণের পৌত্র রামচন্দ্রের সময় ইংরাজগণ রামচন্দ্রকে গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে সুতানুটির অন্তর্গত 'হাটখোলা' নামক স্থান প্রদান করেন। তথায় তিনি একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পৌত্র মদনমোহন কলিকাতার 'ব্ল্যাকমার্কেট' বলিয়া ইংরাজগণের নিকট পরিচিত ছিলেন। নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম রদ করিবার জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল, মদনমোহন সেই আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারিগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি গয়ার প্রেতশিলার সোপানাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তীর্থযাত্রিগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। চন্দ্রনাথের পাহাড়ের সোপানাবলীও তাঁহারই সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মদনমোহনের পুত্র রামতনু, তৎপুত্র রাজবল্লভ ও তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র। এই আনন্দচন্দ্রের পুত্ররূপেই বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অবতীর্ণ হন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে প্রেতপর্ব্বতে আরোহণ করিবার মুখেই আমরা তিনটি কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে একটি ষড়্ভুজ, আর একটি—চতুর্ভুজ এবং অন্যটি—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। ইহা দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে দ্বাদশ সোপানে আরোহণ করিলে তথায় সোপানের মধ্যে খোদিত "শ্রীমদনমোহন দাস দত্ত" নাম দৃষ্ট হইল। আর কএক সোপান অতিক্রম করিবার পর একটি বটগাছের নিম্নে শ্রী ও ভূশক্তিযুক্ত চতুর্ভুজ প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তির দর্শন হইল আরও কএকটি সোপান অতিক্রম করিবার পর একটি সোপানে অস্পষ্টভাবে খোদিত "শ্রীমুরারিদত্ত, রামপুর"—এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হইল। এইরূপে আরও কএকটি সোপান অতিক্রম করিবার পর সোপানের প্রস্তরে খোদিত "শ্রীমদনমোহন দাস দত্ত" নাম দেখা গেল। আরও কিছু উপরে একটি সোপানে খোদিত শ্রীজগন্নারায়ণ দাস, শ্রীনারায়ণ দাস ঘোষ—এই নাম দুইটি একসঙ্গে দৃষ্ট হইল। বোধ হয়, ইহারা মদনমোহন বাবুর সোপান-নির্ম্মাণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইবেন। প্রেত পর্ব্বতে আরোহণের সময় দুইদিকে যাত্রে মাত্রে শ্রী ও ভূশক্তিসংযুক্ত প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখা যায়।

চারিদিকে স্থানে স্থানে পাণ্ডারা বিষ্ণুকে অনন্ত বিষয়ক লোভিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ সোপানাবলী আরোহণ করিতে করিতে তাঁহার বালোচ পর্বত ও রৈবতক পর্বত আরোহণের প্রাচীন ইতিহাসসমূহ বলিলেন এবং প্রেতশিলাতে ও গয়াধামে মহাপ্রভুর আগমনের সংবাদ ইতিপূর্বে বলিতে বলিতে গিরিশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশৃঙ্গের উপরে একটি উন্মুক্ত চূড়াহীন মন্দিরে ঐরূপ কএকটি প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ-দিকের নিম্ন হস্তে—পদ্ম, দক্ষিণদিকের উর্দ্ধ হস্তে—

বামদিকের উর্দ্ধ হস্তে—চক্র ও বামদিকের নিম্ন হস্তে—শঙ্খ শোভিত রহিয়াছে অর্থাৎ সিদ্ধার্থসংহিতার বিচারে ইহা ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি। এই উন্মুক্ত মন্দিরের পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ঐ সকল শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর বালুকারাশি গিরিশৃঙ্গ হইতে মরুভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ৩৯৪টি সোপান অতিক্রম করিবার পর এই পর্ব্বতশৃঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায়। সোপানগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ ফুট, সোপানের দুইদিকে বেষ্টনীও প্রায় ১॥ ফুট করিয়া দুদিকে ৩ ফুট বিস্তৃত হইবে। নিম্নভাগের সিঁড়ি অপেক্ষা পাহাড়ের উপরের ভাগের সিঁড়ির বিস্তৃতি ও উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক। যেখানে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুবিগ্রহসমূহ আছেন, সেই মন্দিরেরই জগমোহন অতিক্রম করিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত আর একটি নাট্যমন্দিরের ন্যায় স্থানে পাণ্ডাগণ সুবর্ণরেখার চিহ্ন দেখাইয়া যাত্রিগণের নিকট হইতে দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানে সুবর্ণের পাহাড় ছিল, এখানে তাহারই চিহ্ন রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। যেস্থানে 'সুবর্ণরেখা'র উপরে নাট্যমন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে, সেই নাট্যমন্দিরের বহির্দ্দেশের গাত্রে এক পার্শ্বে দুইটি কৃষ্ণপ্রস্তর-ফলকে কতকগুলি অক্ষর খোদিত রহিয়াছে এবং কএকটি স্থান অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ বহু যত্ন সহকারে এই সকল স্থান পাঠ করিতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে লিখিয়া লইতে বলিলেন। ইহা এই—

'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশিবদুর্গা শরণং। ওঁ রামঃ। এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে। সবংশে কুশলে রাখ মদনমোহনে॥ দুষ্টা কষ্টং নরাণামতিবিষমপথারোহণাখ্যেষ্টকানাং প্রেতাদ্রেরিষ্য-সোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায়। কৃতা তাপোপ-শান্ত্যা গুরুনরসনুসংখ্যাসাকেহব্দে সোঽপি শ্রীনাথ-শ্রীযুতে শ্রীমদনপরস্তবমোহনাখ্যোঽকার্ষীৎ॥'

এই সকল সংস্কৃত শ্লোকের পরে তদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ কএকটি কথা লেখা আছে,—'শ্রীমদনমোহন বর সাং কলিকাতা। গোমস্তা—শ্রীজগন্নারায়ণ কর সাং উড়িষা (উড়িষ্যা)। গ্রাম—গোপালপুর, পরগণে—বালুবিদি, সরকার—কটক। তহবিলদার—কালীচরণ চৌধুরী, সাং সিহলাগড়ি, পরগণে পাণ্ডুয়া। আরম্ভ শকাব্দ—১৬৯৬ সাল ১৬৯৬ সন ১১৮২ সাল। মোহরার—রামনারায়ণ রায় সাং চাপাহাটি (?) চাকলে বর্দ্ধমান। হাজির নবিশ—শ্রীনারায়ণ ঘোষ সাং রঘুনাথপুর, উড়িষা।

১৬৯৬ শকাব্দার বঙ্গাব্দ সন ১১৮২ সালে প্রেতশিলার সোপানাবলীর নির্ম্মাণ আরম্ভ ও কার্য্য সমাপ্তি হইয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রস্তরফলকে এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রীগদাধরায় নমঃ

ধরণীধরধরী-প্রবর্ত্তিত-শকাব্দা • • রাকাপনৌ,
প্রেতাদ্রৌ বিপুলে গয়াসুরশিরে সৌধক সোপানকম্।
বিপ্রাণ্ডৈত্য সমুপাগমং বিধবতাম্ নৃণাং যথা বাঞ্ছিতং,
দাসঃ শ্রীযুত মোহনাভিধনো ব্যতোপনামাকরোৎ।

এই প্রস্তরফলকের খোদিত লিপিসমূহ এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণের পক্ষে ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব।

শুনিতে পাওয়া গেল, এই প্রেতশিলার মালিক সার্ত্ত-শত ঘর 'ধাবী বা প্রেতিয়া পাণ্ডা' ছিলেন। এখন সেই সকল পাণ্ডা মাত্র ২০।২৫ ঘরে পরিণত হইয়া সাহেবগঞ্জ ধাঙ্গিটোলা মুঙ্গারপুর বহরায় বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে দশরথ পাণ্ডা, রামলালি পাণ্ডা, মঙ্গল পাঁড়ে, ছেদি পাঁড়ে, দীনা পাঁড়ে প্রভৃতি কএক ব্যক্তির নাম আমরা 'প্রধান' বলিয়া শুনিতে পাইলাম। স্থানীয় এক সংবাদ-দাতা বলিলেন,—যখন এই স্থানের সার্ভে হইতেছিল, তখন জমু মিঞা ওরফে চন্না নামক একজন মুসলমান এই প্রেত-শিলার মালিক বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু পাণ্ডাগণের সহিত মোকদ্দমায় চন্নামিঞা হারিয়া যান।

কতিপয় ব্যক্তিকে এই প্রেতশিলায় পূর্ব্বদেশে পিণ্ড-প্রদান ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা গেল। শুনা যায়, এই স্থানে অপমৃত্যুগ্রস্ত পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হয়। এই প্রেতশিলা গয়া-ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল হইবে।

৩। দক্ষিণমানস—গয়ার ৪৫টি প্রসিদ্ধ বেদীর (তীর্থের) অন্যতম এই দক্ষিণমানস। প্রেতশিলা পর্য্যন্ত-রক্ষিত করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর এই দক্ষিণমানসে আসিয়া-ছিলেন। গয়ার কনখল তীর্থের দক্ষিণে দক্ষিণমানস নামক কূপ বা তীর্থ বিরাজিত।

৪। শ্রীরামগয়া—বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে ও পরপারে অর্থাৎ ফল্গুনদীর পূর্ব্বপারে রামগয়া অবস্থিত। ইহা একটি পর্ব্বতের ক্রোড়ে বিরাজিত। রামশিলা ও রামগয়া দুইটি পৃথক্ বেদী বা স্থান বলিয়া কথিত হয়। উত্তরে রামশিলার পর্ব্বত, আর পূর্ব্ব দিকে রামগয়া পর্ব্বত অবস্থিত, এই দুই স্থানের ব্যবধানও অনেক দূর। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীরামগয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীরামচন্দ্র লোকানু-করণ করিয়া শ্রীরামগয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদ-মন্দির হইতে রামশিলা প্রায় ৩ মাইল দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত। রামশিলায় উঠিবার জন্য টিকারীর রাজা রণবাহাদুর সিংহ ৩৪৭টি সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রামশিলার পাহাড়ের উপর পাতালেশ্বর শিব ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মন্দির আছে।

রামগয়ার পাহাড়ের নিকটে কিছু উপরে উঠিলেই হনুমানের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় এবং তৎপরে রাম-গয়া বেদী ও বেদীর সংলগ্ন স্থানে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী রাম ও সীতার মূর্ত্তি, বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গসমূহ বিরাজিত আছেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে পদ্ম, ঊর্দ্ধ হস্তে গদা, বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র ও নিম্ন হস্তে শঙ্খ অর্থাৎ পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খধর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

৫। যুধিষ্ঠিরগয়া—রামগয়া হইতে মহাপ্রভু যুধিষ্ঠির গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই স্থানে মহা-রাজ যুধিষ্ঠির পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। সেই প্রীতিতে গৌরসুন্দরও তথায় শ্রাদ্ধ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। স্থানীয় অনেক ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরগয়ার নির্দ্দেশ আমাদিগকে দিতে পারিলেন না। এমন কি, যাঁহারা স্থানীয় বিশিষ্ট পুরো-হিত, তাঁহারাও 'যুধিষ্ঠির গয়া' কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে জানাইতে সমর্থ হইলেন না। বোধ হয়, এই স্থান এখন লুপ্ত হইয়া থাকিবে।

৬। উত্তরমানস—সাহেবগঞ্জ সহরের নিকট উত্তর-মানসকূপ অবস্থিত। উত্তরমানসের রাস্তা চক হইয়া রাম-শিলার দিকে গিয়াছে। এই স্থানকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু পবিত্র-রক্ষিত করিয়াছিলেন।

৭। ভীমগয়া—অক্ষয়বট হইতে কিছু পূর্ব্বদিকে মঙ্গলাগৌরীর মন্দির একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। প্রায় দেড়শত সিঁড়ি অতিক্রম করিবার পর মঙ্গলাগৌরীর স্থানে যাওয়া যায়। ঐ পাহাড়ে উঠিবার পথে বামদিকে একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থান "ভীমগয়ার বেদী" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত ভীমের একটি মূর্ত্তি আছে। শুনা যায়, এই স্থানে ভীম পিণ্ডদান করিয়া ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর 'উত্তরমানস' হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তৎপরে শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া প্রভৃতি স্থান পবিত্রক্ষিত করিয়া ষোড়শগয়ায় আগমনপূর্ব্বক ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মালা, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন ও রজত —এই ষোড়শপ্রকার দ্রব্যদ্বারা ষোড়শ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

৮। ষোড়শগয়া—'ষোড়শগয়া' বলিতে গয়ার ষোড়শ বেদী বুঝায়। গয়ায় যে প্রসিদ্ধ ৪৫টি বেদী আছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা উদ্ধার করিলাম। কাহারও মতে গয়ায় ৪৫ বেদী প্রসিদ্ধ, কাহারও মতে ৪৫ বেদী, কাহারও মতে ১৬ বেদী, আর কোনও মতে ৫ বেদী বিশেষ প্রসিদ্ধ। (১) প্রেতশিলা, (২) ব্রহ্মকুণ্ড, (৩) রামশিলা, (৪) রামকুণ্ড ও (৫) কাগবলী,—ইহাই পঞ্চবেদী।

৪৫ বেদী; যথা—(১) পুনপুন, (২) ফল্গু, (৩) ব্রহ্মকুণ্ড, (৪) প্রেতশিলা, (৫) রামশিলা, (৬) রামকুণ্ড, (৭) কাগবলী, (৮) উত্তরমানস, (৯) উদীচী, (১০) কনখল, (১১) দক্ষিণ-মানস, (১২) জিহ্বালোল, (১৩) গদাধরজউ, (১৪) সরস্বতী, (১৫) মাতঙ্গবাপী, (১৬) ধর্ম্মারণ্য, (১৭) বোধগয়া, (১৮) ব্রহ্মসরোবর, (১৯) ধেনুবলী, (২০) ব্রহ্মপদ, (২১) বিষ্ণুপদ,

(২২) ব্রহ্মপদ, (২৩) কার্ত্তিকপদ, (২৪) দক্ষিণাগ্নি, (২৫) গার্হপত্যাগ্নি, (২৬) আহবনিয়াগ্নি, (২৭) সূর্য্যপদ, (২৮) চন্দ্রপদ, (২৯) গণেশপদ, (৩০) সভ্যাগ্নিপদ, (৩১) অবস্থাগ্নিপদ, (৩২) দধীচিপদ, (৩৩) কপদ, (৩৪) মাতঙ্গপদ, (৩৫) ব্রেণকপদ, (৩৬) ইন্দ্রপদ, (৩৭) অগস্ত্যপদ, (৩৮) কণ্বপদ, (৩৯) গজকর্ণ, (৪০) রামগয়া, (৪১) সীতাকুণ্ড, (৪২) সৌভাগ্যপদান, (৪৩) গয়াশির, (৪৪) গয়াকূপ, (৪৫) কুণ্ডবৃটী, (৪৬) আদিগয়া, (৪৭) ধৌতপদ, (৪৮) ভীমগয়া, (৪৯) গৌপ্রচার, (৫০) গদালোল, (৫১) দুগ্ধকর্পণ, দীপদান, (৫২) বৈতরণী, (৫৩) অক্ষয়বট, (৫৪) গায়ত্রীঘাট।

এই সকল বেদীর সর্ব্বোপরি বিষ্ণুপাদ বা শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম। পূর্ব্বে গয়ায় বিভিন্ন বেদীতে পিণ্ডদান করিতে হইলে সমগ্র একবৎসর লাগিত। বর্ত্তমানে ৪৫টি বেদী ব্যতীত অন্যান্য বেদীসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে গৃহস্থগণেরই পিণ্ডদানের অধিকার। ভিক্ষু বা গৃহত্যাগিসন্ন্যাসীদিগের গয়ায় পিণ্ডদানের অধিকার নাই। গয়া-মাহাত্ম্যে কথিত আছে,—ভিক্ষু গয়াতে পিণ্ডদান না করিয়া দণ্ড প্রদর্শন করিবেন। দণ্ডদ্বারা বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিলেই তিনি পিতৃলোকের সহিত আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।

দণ্ডং প্রদর্শয়েদ্ভিক্ষুর্গয়ায়াং গত্বা ন পিণ্ডদঃ।
দণ্ডং স্পৃষ্ট্বা বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সহ মোদতে॥

(গয়ামাহাত্ম্য ১।২২)

শ্রীগৌরসুন্দর ৫৪ বেদীর অন্যতম প্রথম পুনঃপুনঃ তীর্থে আসিয়া তথায় পুনঃপুনঃ নদীতে স্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধার্জ্জন করিয়াছিলেন,—ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণানুসারে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গয়াতীর্থরাজে প্রবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক তথায় পিতৃদেবের পিণ্ডদান এবং চক্রবেড়ের ভিতরে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মকুণ্ড, চক্রবেড় ও গদাধরের পাদপদ্ম সম্বন্ধে গৌরজনের অনুগমনে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৯। ব্রহ্মকুণ্ড—বিষ্ণুপাদ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে ব্রহ্মকুণ্ড নামক প্রসিদ্ধ একটি সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্ব ও উত্তরঘাট বাঁধান'। পশ্চিমঘাটেরও কিয়দংশ বাঁধান' আছে। এখানে গদাধরের একটি গয়া পতিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। পাণ্ডাগণ এই স্থানে একটি গদার অস্তিত্বও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান ভগবদ্ভক্তমাত্রেরই পরম পূজ্য তীর্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিম তীরে সূর্য্য ও মহাবীরের মন্দির আছে। এই সকল মন্দির পরবর্ত্তিকালের রচিত বলিয়াই মনে হয়।

১০। চক্রবেড়—গদাধরের মন্দিরের পাণ্ডা ও পূজারী-সম্প্রদায় এবং গয়াবাসী অনেক মনীষিব্যক্তির নিকট চক্রবেড়ের কথা জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও অনেকে এই স্থানের সঠিক সংবাদ বলিতে পারিলেন না। তবে বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের পশ্চিমে অহল্যাবাইর মন্দির বা যে ধর্ম্মশালা আছে, তাহারই প্রাঙ্গণে কৃষ্ণপ্রস্তরে গোঁথিত একটি সুন্দর চক্র বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত ও পূজিত হইয়া থাকে। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এই স্থানকে 'চক্রতীর্থ' বলেন। কেহ কেহ ইহাকেই 'চক্রবেড়' বলিয়া অনুমান করেন; এই স্থান গদাধরের পাদপদ্মের অতি সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

১১। গদাধরের পাদপদ্ম বা বিষ্ণুপাদ—একখণ্ড প্রস্তরের উপর বাহু পরিমাণে দীর্ঘে ১৩ ইঞ্চি একটি চরণচিহ্ন শ্রীগদাধরের পাদপদ্মরূপে কল্প ও মধুস্রবা নদীর তীরে অবস্থিত আছেন। এই চরণের অঙ্গুলিসমূহ উত্তরাভিমুখে শোভা পাইতেছেন এবং পাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে এক ফুট উঁচু পাথরের বেষ্টনী দেওয়া আছে। ঐ বেষ্টনী রৌপ্যমণ্ডিত। এই পাদপদ্মের উপরে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত আছে। মন্দিরের উপরে স্বর্ণ পতাকা ও স্বর্ণ চূড়া শোভা পাইতেছে। মন্দিরের সংলগ্নই নাটমন্দির। নাটমন্দিরটিও অতীব সুন্দর। গদাধরের পাদপদ্মের মন্দিরে প্রবেশের দ্বারেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দুইটি আলেখ্য শোভিত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গয়ালি ব্রাহ্মণগণ মধ্বানুগত ছিলেন এবং এইস্থানে শ্রীমধ্বের বিচারই প্রবল ছিল। তাই মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে ভীম ও হনুমানের শ্রীমূর্ত্তিসমূহ নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীমধ্বও হনুমান ও ভীমের অবতার। এখানে ধর্ম্মসিংহাসনসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরবর্ত্তিসময়ে গয়ায় বিষ্ণুপদের মন্দিরের দ্বারে গয়েশ্বরী, গজাননের, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মূর্ত্তি বসাইয়া

শ্রীগয়রাপ্রণ পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। এখনও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ ভারতীয় মুখ্য তীর্থ বলিয়া গয়া দর্শন করেন।

মন্দিরের খুব নিকটে প্রবেশে দক্ষিণদিকে ত্রিবিক্রমবিষ্ণুর মন্দির। ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী অহল্যাবাই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। গদাধরের পাদপদ্ম ও মন্দির এবং তৎসংলগ্ন মন্দির-সমূহ একটি উচ্চস্থানে পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত,—ইহা স্থানে স্থানে পর্ব্বতের অংশ ও চিহ্ন হইতেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রস্তর গলিত হইয়া পদপল্লবের চিহ্ন যেন তাহাতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শনে এইরূপই মনে হয়।

গদাধরের পাদপদ্মের মন্দিরে যাইতে হইলে প্রথমেই ধরেশ্বরী নামক দেবীর মন্দির পাণ্ডাগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অহল্যাবাইর মন্দির বা ধর্ম্মশালার মধ্যে চক্রতীর্থ। এই অহল্যাবাইর মন্দিরে শ্রীনারায়ণ, তাঁহার বামে লক্ষ্মী ও দক্ষিণে অহল্যাবাইর মূর্ত্তি আছেন। ইন্দোরের রাজষ্টেট হইতে বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের সেবার জন্য ১০০৲ করিয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু স্থানীয় পাণ্ডাগণ ঐ বৃত্তির জন্য বিশেষ যত্ন না করায় ইন্দোর-রাজদরবারেই এই টাকা জমিতেছে, অহল্যাবাইর মন্দিরের এক পূজারী ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ইহা বলিলেন। বিষ্ণুপাদের মন্দিরের যাত্রিগণের নিকট হইতে যে সকল অর্থাদি পাওয়া যায়, তাহা পাণ্ডাগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই স্থানের পাণ্ডা-সংখ্যা ১৪৮৪ ঘর ছিল, এখন প্রায় ১০০ ঘর পাণ্ডা আছে ও গয়ালির সংখ্যা প্রায় ৩০০ ঘর। ইহা হরিহর মিশ্র নামক শ্রীমন্দিরের একজন ব্রাহ্মণ আমাদিগকে জানাইলেন। গয়ালি ও পাণ্ডাগণের মধ্যে প্রভেদ আছে। পাণ্ডাগণ পুরোহিত-শ্রেণীর ব্যক্তি। তাঁহারা শ্রাদ্ধাদি করাইয়া থাকেন ও তজ্জন্য দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গয়ালিগণ তাঁহাদিগকে স্বয়ং গদাধরেরই অংশ বা তদ্জ্ঞাতীয় বলিয়া মনে করেন। তীর্থযাত্রিগণ গদাধরের পাদপদ্ম-পূজার ন্যায় গয়ালিদের সপূজা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে রজত-কাঞ্চনাদি দক্ষিণা প্রদান করেন। গয়ালিগণ ধনে, মানে এক একজন রাজন্যের ন্যায়।

বিষ্ণুপাদের মন্দিরে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ ও ভোগারতি এবং সন্ধ্যায় ধূপার ও সন্ধ্যারতি ও রাত্রে শিঙ্গার, পুরী প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। সকালে আরতি বা পূজার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি পালার বন্দোবস্ত নাই, কিন্তু রাত্রের পূজা ও আরাত্রিক পালাক্রমে হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় ১০টার পরে বিষ্ণুপাদের মন্দির বন্ধ হয়।

বিষ্ণুপাদের মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে সাক্ষীগোপাল নামে বিগ্রহ বিরাজিত। বিষ্ণুপাদের মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বকোণে গদাধরের মন্দির। এই গদাধর কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী শ্রীমূর্ত্তি, ভক্তগণের নয়নতৃপ্তিকর অতীব সুন্দর বিগ্রহ। এই চতুর্ভুজমূর্ত্তির দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে পদ্ম, ঊর্দ্ধস্থ হস্তে গদা, বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে চক্র ও নিম্নস্থ হস্তে শঙ্খ অর্থাৎ সিদ্ধার্থসংহিতার মতে ইহা ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি। গয়ার সর্ব্বত্রই এই ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তিরই অধিকা দেখিতে পাওয়া যায়। গদাধরের দুইদিকে 'শ্রী' ও 'ভূ'শক্তিদ্বয়। দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে শিব।

বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দিরের প্রাকার অতিক্রম করিয়া বাহিরেও কএকটি বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পাদপদ্মের মন্দিরের অভ্যন্তরে, নাটমন্দিরে ও অন্যান্য মন্দিরে—সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপাদের মন্দিরে সকল শ্রেণীর হিন্দুই স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন।

বিষ্ণুপাদের মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে কিছু দূরে প্রায় একচতুর্থাংশ মাইলের মধ্যে বৈতরণীকুণ্ড।

বিষ্ণুপাদের মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরে ব্রহ্মযোনি পাহাড়। এই পাহাড়ের দৃশ্য অতীব সুন্দর ও স্থানটি বড়ই শান্তরসাস্পদ। পাহাড়ে যাইবার পথে সানুদেশে অনেকগুলি সিজের গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের নীচে সাবিত্রীকুণ্ড ও সাবিত্রীদেবীর মন্দির। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার জন্য ৪২৪টি সোপান আছে। এই সোপানাবলী ইন্দোরের মহারাণী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ১৭০টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মহাবীরের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের সোপানগুলি খুব সুন্দর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত। পাহাড়ের উপর দুইটি সঙ্কীর্ণ গুহা আছে। ইহাকে মাতৃযোনি ও ব্রহ্মযোনি বলা হয়। উঠিবার মুখে প্রথম মাতৃযোনি, তৎপরে শিখরদেশের প্রায় সমুখীন হইয়া

ব্রহ্মকুণ্ড নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ব্রহ্মকুণ্ড শুষ্ক, বর্ষাকালে ইহা বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। পর্ব্বতের প্রায় শিখরদেশে ব্রহ্মযোনি। কিংবদন্তী এই যে, এই দুইটি গুহার মধ্য দিয়া পার হইলে মনুষ্য সংসারের গমনাগমন হইতে মুক্ত হইতে পারে। আরও প্রবাদ এই যে, যে বর্ণসঙ্কর হইবে, সে এই গুহা পার হইতে পারিবে না। পর্ব্বতের শিখর-দেশে একটি মন্দির আছে, তাহাতে ব্রহ্মার চরণ ও সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তি আছে পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন। গোয়ালিয়রের মহারাজ এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

এই ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের অনতিদূরে হিল্‌সাইড্‌ চার্চ্চ-রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গয়া-গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

আলেখ্য

(২)

[মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ]

গত ৪১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে', শুনিতে পাইয়াছি,'আলেখ্য'-শীর্ষক যে প্রবন্ধটি শ্রৌতপন্থানুসরণে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রই আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন; তবে উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে ৬৬১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ক—নামক যে শিষ্যক্রবের বিষয়টি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনবধানতা বশতঃ একটুকু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। ঐস্থানে এইরূপ হইবে—"ক—র মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধি-প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছিল।" অর্থাৎ ক—র স্তাবক সম্প্রদায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধির পার্শ্বে ক—র সমাধি (?) প্রদান করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে ঐরূপ মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের কার্য্য না হয়, তজ্জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠকগণ ঐ বিষয়টি সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। বাস্তব ঘটনা বা ইতিহাসের বিপর্য্যয় না ঘটে, এজন্যই আমি ইহা পাঠকবর্গকে জানাইলাম। গৌড়ীয়-পাঠকগণ ঐ স্থানটি সংশোধন করিয়া রাখিলেই ভাল হয়।

আলেখ্য সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। "আলেখ্য" প্রবন্ধ পড়িয়া যেন আমরা নিরাকারবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী না হইয়া পড়ি। নিজের কুকুর-শূকর-তুল্য দেহের আলেখ্য প্রচারের প্রচ্ছন্ন বাসনা সাজাই অন্যায় ও অপরাধ; কিন্তু তাই বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের আলেখ্যের পূজা বা আদর করিতে হইবে না, তাহা নহে।

আলেখ্য বা শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীনামে যখন প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত বস্তু বা আভিধানিক শব্দমাত্র বুদ্ধি হয়, তখন আলেখ্য-অর্চ্চা ও শ্রীনাম ঐরূপ অস্বচ্ছ আবরণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাঁহার স্বরূপ অপ্রকাশিত রাখেন। নামাপরাধের বিচারে যেরূপ দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড রূপ প্রতিবন্ধকের কথা শ্রুত হয়, আলেখ্য বা অর্চ্চা সম্বন্ধেও সেইরূপ বিচার। আলেখ্যে অর্চ্চাবুদ্ধি না হইয়া যদি তাহাতে হাড় মাংসের দেহবুদ্ধি কিংবা মানবে ঈশ্বরত্ব আরোপরূপ পৌত্তলিকতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আলেখ্য বা অর্চ্চা দর্শন হইল না, সেখানে হাড়মাংসরূপ অস্বচ্ছ প্রাকৃত স্থূলতা আলেখ্য-দর্শনকে আড়াল করিয়া ফেলিল।

আলেখ্য জিনিষটি বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে স্থূল হইতেও স্থূলবস্তু। কোন স্থূল দেহের ছায়া বা স্থূলদেহের চিত্রই আলেখ্য। সেইরূপ স্থূলবুদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধক বা দেহরূপ অস্বচ্ছ যবনিকা কখনও আমাদের চিন্ময় বুদ্ধির উদয় করাইতে পারে না।

মহাভাগবত বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ আচার্য্যগণের আলেখ্যাদি দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ড-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তদ্দ্বারা অর্চ্চনাপরাধ হয়—আলেখ্য অর্চ্চনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কারণ মহাভাগবতের আলেখ্য ও সাধকজীবের আলেখ্য এক জাতীয় নহে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কথা বলিয়াছিলেন,

মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গ সম্বন্ধে সেই বিচারই পোষণ করিতে হইবে, অর্থাৎ অচ্যুতাত্মা মহাভাগবতের দেহ অপ্রাকৃত, চিদানন্দময়, তাহা কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'।
দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯১-১৯৩

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

—ভাঃ ১১।২৯।৩৪

মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গে আমাদের যে প্রাকৃত বুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ জীবের দেহের ন্যায় তাঁহাকে স্থূল ও নানা দোষযুক্ত বলিয়া প্রতীতি, তন্মূলেও আমাদের দেহাত্মবুদ্ধিরূপ পাষণ্ডতাই অচ্ছন্ন আবরণ রূপে প্রতিবন্ধকের কার্য্য করে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুয়নার অভিনয় কিংবা মহাভাগবতশিরোমণি মাধবেন্দ্রপুরী পাদের শ্রীঅঙ্গের অন্তর্দ্ধানের প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন সাধক জীব বা সাধারণ ব্যক্তিগণ সেই সকল অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গকেও সাধারণ দেহের ন্যায় বিচার করিয়া থাকে। এমন কি, কতকগুলি পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বপুর অন্তর্দ্ধান-লীলাকে সাধারণ কর্ম্মফলযাত্রা জীবের ন্যায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ঐরূপ বিচারে মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের আলেখ্যাদি-পূজার যে অভিনয়, তাহা দেহ ও পাষণ্ড-(চিজ্জড়-সমন্বয়-বুদ্ধি) মধ্যে নিক্ষিপ্ত বিচার-বিশেষ। দ্রবিণ অর্থাৎ দ্রব্যাদি লোভে, লোভ অর্থাৎ নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়, জনতা অর্থাৎ বহুলোকের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ বা বহুজন-সংগ্রহের চেষ্টায় কিংবা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অনুকরণরূপ পাষণ্ডতা-প্রচারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলেখ্যাদি-প্রচারের চেষ্টা অথবা ঐ সকল বৃত্তি ও বৃত্তিরূপ অচ্ছন্ন প্রতিবন্ধক হরি গুরু-বৈষ্ণবের আলেখ্য বা অর্চ্চার সম্মুখে স্থাপন করিয়া আলেখ্য বা অর্চ্চাপূজার অভিনয়ে কখনও কেহ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। তদ্দ্বারা অপরাধই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ যাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া আত্মসম করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণে শরণাগত, ঐরূপ মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গই অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়, তাঁহার বপুগত কোন দোষ দর্শন করিতে হইবে না। তাঁহার আলেখ্যই, দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ ও পাষণ্ডবুদ্ধি-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি-রহিত হইয়া নিত্য আরাধনা করিতে হইবে। কৃষ্ণে নিবেদিতাত্মা মহাভাগবতের পূজার অনুকরণ করিয়া নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য সাধকজীব নিজের আলেখ্যাদির পূজা জগতে প্রচার করিলে তদ্দ্বারা পাষণ্ডতারই বৃদ্ধি হইবে **আপনাকে 'বৈষ্ণব' জ্ঞান করাই সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা; আর ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুর অকপট সেবক-সম্প্রদায়কে 'বৈষ্ণব' জ্ঞান করাই বৈষ্ণবতা।** আত্মসেবায় বা বহির্ম্মুখসেবায় অভিনিবেশ অবৈষ্ণবতা আর বৈষ্ণবসেবায় অভিনিবেশ বৈষ্ণবতা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ তাঁহার ৩৫০নং ডালহাউসী ষ্ট্রীটস্থ বাসস্থানে গত ১৪ই মে হইতে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর ধাচক মহারাজ, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী গত ১২শে মে, ১৯৩৫ রবিবার প্রাতঃ ৮টায় কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া গত ২১শে মে মঙ্গলবার রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়াছেন। রেঙ্গুণের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা প্রকাশিত হইতেছে। রেঙ্গুণ করপোরেশনের মেয়র U. Kyaw Zan, রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলার

U. Sci প্রভৃতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

গত ১লা মে হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ও শ্রীমান্ সত্যসোবিন্দ ব্রহ্মচারী বেহ্রুণের মৌবিন্ সহরে দিবসচতুষ্টয় হরিকথা প্রচার করেন। এই যে মৌবিন্ হইতে জলপাথে চারেলা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দুই দিবস নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করেন। এই যে অক্লান্তকর্ম্মা দিবসে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার লাহিড়ী ম্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। চারেলা হইতে জলপথে ৭ই মে পিয়াপন (Pyapon) বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় দিবসচতুষ্টয় প্রচার কার্য্য করেন। প্রচারফলে ১০ই মে পিয়াপন হইতে রওনা হইয়া ১১ই মে রেঙ্গুনে নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় হিন্দু-মন্দির-ভবনে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

পুরীতে—গত ২২শে মে, ১৯০৫ বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের কতিপয় সেবক সমভিব্যাহারে পুরীর সমুদ্রোপকূলে মহাসমারোহে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের 'কমলকুটীরপ্রাঙ্গণে' ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। পরদিবসও তথায় স্বামীজী ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গয়ায়—গত ২০শে ও ২১শে মে, ১৯০৫ (৬ই ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ) দিবসদ্বয় উপদেশক রায়বাহাদুর শ্রীযুৎ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ২২শে মে সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারীজী রেলওয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল মজুমদার মহাশয়ের বাসাবাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন।

বোকালে—গত ২৪শে মে, ১৯০৫ শনিবার অপরাহ্ণে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীব্রজগোপাল ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীযোগ ব্রহ্মচারী, শ্রীবহামহেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী ভক্তিবিনয় ও অন্য শ্রীউপেন্দ্র প্রভৃতি মঠসেবকগণ সহ বোকালে শান্তিপ্রদায়িনী সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, পাঠের আরম্ভে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

সুরোপে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিজয় বন মহারাজ গত ২৫শে মে শুক্রবার ডাঃ উইজাটের সাদর আহ্বানে বার্লিনগৌড়ীয়-মঠ-কার্য্যালয় হইতে তাঁহার 'ক্লাডো'স্থিত ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী গত ৩০শে মে বার্লিন হইতে যাত্রা করিয়া ৩১শে মে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

বোম্বাইতে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ তাঁহার সঙ্গিগণসহ ধানবাদ হইতে গত ২৮শে মে প্রাতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া সহরের নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

মধ্যপ্রদেশে—গত ১৮ই মে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ দৌতী মহারাজ ঝাঁসী জেলার অন্তর্গত ললিতপুর মহকুমার স্থানীয় বীরপ্রতাপ অয়েল মিলের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুত অমরনাথ পাঠক বি-এ (পাঞ্জাবের অধিবাসী) মহাশয়ের ভবনে সাধ্য-সাধন-বিষয়ে হরিকথা বলেন। স্বামীজী 'শ্রবণ'ভক্তাঙ্গের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়তা-বর্ণন-প্রসঙ্গে গীতার 'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-দ্বারা ভক্তাঙ্গ-সাধন ও অঙ্গ সাধনের পার্থক্যপ্রদর্শনমুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়া নাম-সংকীর্ত্তনেরই একান্তিক সাধ্য-সাধনত্ব নির্দ্দেশ করেন।

স্বামীজী গত ২০শে মে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত 'সাগর' নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। উহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা এবং Sea level হইতে ১৯৪০ ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য স্থান। এখানে 'সাগর' নামে একটি হ্রদ আছে।

২১শে মে স্বামীজী সাগরপ্রবাসী উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তৎপরদিবস স্থানীয় জানকীরমণ-কীউর মন্দিরে ছায়াচিত্রে ভগবানের লীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন।

আসামে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সম্ভোগ গৌড়ীয় মঠে অবস্থানপূর্ব্বক আসামের নানা-স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন। গত ১৯শে মে স্বামীজী কামরূপ জেলায় তেরতেরী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মহাদেব দাসাধিকারীর আহ্বানে উক্ত গ্রামের প্রান্তভাগে

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন।

২৬শে মে রবিবার স্বামীজী সরভোগ বাজারে শ্রীভবগাওবুচার বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপালের উপাখ্যান পাঠ করেন।

গত ২১শে ও ২৩শে মে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বিটি মহোদয় খুরুড়ী-নিবাসী শ্রীযুক্ত পলাশচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

দিল্লীতে—গত ১৪ই মে অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবন্ধু তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ ইউনাইটেড্ প্রেসের রিপোর্টার মিঃ এ, এম্ দাস বি-এ মহাশয়ের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন।

১৭ই মে প্রাতঃ ৭৯ ঘটিকা হইতে দুইঘণ্টাকাল মিসেস্ লেডি সরকারের নিকট (ল মেম্বর মিঃ এন্ এন্ সরকারের সহধর্ম্মিণী) তাঁহার পরিপ্রশ্নক্রমে অবতার ও অবতারী, ভক্তি কি প্রকারে লভ্য হয়, শাক্ত ও বৈষ্ণবের পার্থক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে হরিকথা বলেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই মে হইতে ৩০শে মে (১৯৩৫) বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতার ৪১নং থিয়েটার রোডে অবস্থান-পূর্ব্বক বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পুনরায় ৩১শে মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা ৪০ মিনিটের দার্জ্জিলিং মেলে দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। থিয়েটার রোডের বাটিতে তাঁহার নিকট মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বল্লবর দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্; গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ; শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ অবস্থান করিতেছিলেন। দার্জ্জিলিংএ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত আশুবিহারীলাল কপুর এম্-এ (বিকানীর হাইস্কুলের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ হেড্ মাষ্টার), মহোপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড্ মাষ্টার), মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বল্লবর দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ, শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী (মহারাজ) ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণ করিয়াছেন। কলিকাতার মেসার্স ও-এন্-মুখার্জ্জী এণ্ড্ সন্স কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ ধন্বন্তরিচিকিৎসক ডাঃ বি রায়, শ্রীযুক্ত কিরোদ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত ভিষকচূড়ামণি, মহোপদেশক শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণবিদ্যালঙ্কার, আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন, শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ভক্তিবিভূষ, শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অজগোপাল ভক্তিশাস্ত্র প্রমুখ বহু সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, যামিনী বাবু ও ডাঃ রায় প্রভুপাদের গলদেশ সুগন্ধি পুষ্পমালো বিভূষিত করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন-প্লাট্‌ফর্ম্ম মুখরিত হয়। ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইলে উপস্থিত সকলেই একে একে প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহাদের হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২২শে মে রবিবার প্রাতে ঢাকা হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া ২৭শে মে সোমবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী,

শ্রীমঠের উদ্ধারণী ও ভক্ত শ্রীনন্দলাল প্রমুখ মঠ-সেবকগণসহ ত্রিবেণী প্রচারার্থ দুচিবেহারে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে বেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঢাকা-শ্রীআজগৌড়ীয় মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-প্রমুখ মঠসেবকগণের সেবা-চেষ্টায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীগোরকুণ্ডের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীপুরীধামে চটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ হইতেছে।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী গত ২৬শে মে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়া গত ২৯শে মে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২৯শে মে হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ২৮শে মে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর ক্যাথলিক চার্চ্চের বিশপ The Right Revd. Monsignor S. Ferrando D. D, বিশপের সেক্রেটারী ও কৃষ্ণনগর প্যারিস্-প্রিষ্ট Revd. Father J. Farasino S. C., D. D এবং ডিপুটী কালেক্টর মিঃ এন্, এস্ সেন মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ গমন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত বৈকুণ্ঠবস্তু ও পৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুক্ষণ আলাপ হয়। তাঁহারা কাজীর সমাধি, বল্লালঢিবি প্রভৃতি দর্শন করিয়া ১-৩০ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযুক্ত মুরারি গুপ্ত-ভবনে সম্প্রতি একটি নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা ৩-এ তালতলা লেনস্থিত পরলোকগত পরমচন্দ্র ঘোষের ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী উর্ম্মিলাবালা দাসী উহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

'রেডিও'-যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা ও কীর্ত্তন

ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেট্ ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস্ তাঁহাদের ১নং গার্ষ্টিন প্লেস্ কলিকাতাসেণ্টার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় রেডিও যন্ত্র দ্বারা সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপনার্থ আগামী ২রা জুন রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠকে তাঁহাদের অফিসে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ দিবসের প্রোগ্রামে স্থির হইয়াছে,—রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৮-২০ মিনিট পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে এবং তৎপর রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৪০ মিনিটকাল শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় ও মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিজ্ঞানরত্ন মহোদয়ের মূলগায়কত্বে কীর্ত্তন হইবে।

শ্রীসিদ্ধবকুল মঠ-সংস্কারে সাহায্য-প্রার্থনা

(প্রাপ্ত)

শ্রীশ্রীপুরীধামস্থ শ্রীসিদ্ধবকুল মঠ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান এবং সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীচরণকমল-চর্চ্চিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার পাবন-স্মৃতি বহন করিতেছেন। শ্রীসিদ্ধবকুল বৃক্ষ আজিও অত্যাশ্চর্য্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মঠের শ্রীমন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদির বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজন। কোন কোন গৃহ ও নাটমন্দির একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য গৃহগুলি ও সমাধিমন্দিরের ছাদ স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মঠের আয় হইতে এই সমস্ত সংস্কার-কার্য্য সম্ভবপর নহে। সেই জন্য শ্রীমৎ বলভদ্রদেব গোস্বামী মহোদয় ও তাঁহার শিষ্য শ্রীমান্ গৌরমোহন রায় ভক্তজনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দিরাদি-সংস্কারের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদের অনুরোধ, ভক্তজনসাধারণ এই সংস্কার-কার্য্যে যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিয়া এই পবিত্র পুণ্য-তীর্থের গৌরব রক্ষা করুন। পুরীধামের ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার জি, সি, রায় মহোদয় সংস্কারকার্য্যে ২৫০০৲ হাজার টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রাচীন মন্দির-সংস্কার-কার্য্য মূল বস্তিরাদি প্রতিষ্ঠা হইতেও শতগুণ পুণ্যজনক ও শ্রীভগবল্লোক-প্রাপক।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ; ১৫ জুন, ১৯৩৫ { ৪৩শ-৪৬শ সংখ্যা

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ৩১শে মে রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে দার্জ্জিলিং মেলে শ্রীল প্রভুপাদ দশজন ভক্তের সহিত কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত বি রায় প্রভৃতি বহুজন ব্যক্তিগণ বিচিত্র পুষ্পমালিকা ও পুষ্পগুচ্ছাদি উপায়নের সহিত শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয় কলিকাতা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। সেবাকার্য্যের জন্য তাঁহাকে শ্রীধামমায়াপুরে যাইতে হইল বলিয়া তিনি তথায় অবতরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত মদনকিশোর দাসাধিকারী রাণাঘাটে উপস্থিত হইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন।

তৎপর দিবস ১লা জুন প্রাতঃকালে প্রায় ৭ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং মেল শিলিগুড়িতে পৌঁছে। তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগভক্তবৃন্দ মোটর যানে প্রায় ১০॥ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং "আরমাডেল্" (Armadale) নামক ভবনে আসিয়া পৌঁছেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, বিকানীর হইতে আগত শ্রীযুক্ত আউধবিহারী কপুর এম্ এ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ বিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী

ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিং শৈলের প্রাকৃতিক শোভা ও বিবরণ সাধারণের নিকট নূতন নহে। এখানে ধনী ও বিলাসী স্বাস্থ্যান্বেষিগণ প্রতিবৎসরই শ্রীঘ্রতাপ শান্তির জন্য আগমন করিয়া থাকেন। ইহা বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস।

ত্রিতাপের অন্তর্গত অসংখ্যতাপের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকাজনিত তাপের সাময়িক শান্তির অনুসন্ধান-তৎপর থাকিয়াও মনুষ্য অন্যান্য বহুবিধ তাপের হস্ত হইতে উপশান্তি লাভ করিতে পারেন না। দার্জ্জিলিং শৈলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকারী নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও বিবিধ প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেকে দুর্জ্ঞেয়-লিঙ্গ শিবের আরাধনা করিয়া শিবত্ব-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এখানে নির্ব্বিশেষবাদের নানাপ্রকার চেষ্টা ধার্ম্মিকতার নামে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ত্রিদণ্ডিস্বামী ব্যক্তিগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক এবং তাঁহারা অধিকাংশই বৌদ্ধ। ইঁহারাও ভোগ ও তৎপ্রতিযোগী ত্যাগমূলক নির্ব্বিশেষ বাদের আরাধক। ইঁহাদের মধ্যে নায়কপূজা ও 'অহিংসা পরমধর্ম্ম'—এই নীতির নামে প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট হিংসার চরম আদর্শসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও বা বেদান্ত আলোচনার ছলে নির্ব্বিশেষবাদের নানাপ্রকার কুহক ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের নানাপ্রকার কপটতা ভোগবিলাস-নিকেতন দুর্জ্জিলিঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে, কেহ ভোগে, কেহ ত্যাগে বিষয়ভোগ ও চরমে রুদ্রের প্রলয়লীলায় আত্মবিনাশ করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন। জীবের নিত্যস্বরূপের বিজ্ঞান, নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন, নিত্য প্রয়োজনের বার্ত্তার অকৈতবদন্যানুসন্ধিৎসুর একান্ত দুর্ভিক্ষ এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে যে স্থান পদাঙ্করঞ্জিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দার্জ্জিলিংএর কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই। যে যে স্থানে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুগ মহাভাগবতগণ তত্তৎস্থানে গমন করিয়া তত্তৎস্থানের মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন। আমার যে স্থানে ভগবৎপরায়ণ-বিগ্রহের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে পতিত হয় নাই, সেই সকল স্থানেও গৌরপ্রেষ্ঠ জনগণ আগমন করিয়া তীর্থীভূত করিয়া থাকেন। মলিনজনগণের সম্পর্কে দূষিতপ্রায় তীর্থস্থানকে পুনরায় তীর্থরূপে প্রকাশ এবং অতীর্থস্থানকে তীর্থীভূত করাই হরিকীর্ত্তনরত আচার্য্যগণের নিত্য স্বভাব ও জগতের প্রতি কৃপা।

নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণই অপ্রাকৃত ভাবনামার্গে স্বারসিকীসেবা ও সঙ্গে হরিকীর্ত্তন প্রচার করিয়া লোক-কল্যাণ করিতে পারেন। সাধকজীব তাঁহার অনুকরণ করিলে ভোগী প্রাকৃত সহজিয়া, না হয় নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগীর ন্যায় প্রচ্ছন্নভোগী হইয়া পড়ে। অবশ্য সাধারণ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহা ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া এখানে ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। স্বার-সিকী সেবার নামে দেহারামতা ও প্রাকৃত সহজিয়াবাদের বহুল বিস্তার হইয়াছে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপী-নাথের সেবার জন্য ক্ষীরের স্বাদ-গ্রহণের অভিনয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ভোগিসম্প্রদায়কে সতর্ক করিবার জন্য নিজের দৈন্য, গ্রীষ্মকালে মলয়জ চন্দন আহরণের জন্য অতি বৃদ্ধ বয়সেও বহুদূর গমন প্রভৃতি ব্যাপার স্বারসিকী সেবার আদর্শ; কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকে ভোগী হইয়া পড়িয়াছে, কিম্বা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্যক্রব রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় 'মহাপ্রভুর উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যে লোভ আছে এবং তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন নাই' রূপ দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অপরাধী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে। নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতের উত্তমদ্রব্য-ভোজন কিম্বা তাপ-নিবারণের চেষ্টা প্রভৃতির অন্তরালে যে স্বার-সিকী নিরাভীষ্ট-সেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, অথবা সেই ভজন-বিজ্ঞ মহাপুরুষ লোকবুদ্ধির নিকট নিজ-ভজনের লৌকর্য্যার্থ যাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তি সেবো-মুখ হইয়া যদি তাঁহার হরিকীর্ত্তনের অনুগমন করেন, তবেই মহাভাগবতের চিত্তবৃত্তির বিপূর্ণন লাভ ও তাঁহার কৃপায় উদ্ভাসিত হইতে পারেন। মহাভাগবতের দেবদুর্নীত্রগুহ্য ক্রিয়ার অনুকরণ না করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণীর অনুসরণ ও হরি-কীর্ত্তন-শ্রবণমুখে অনুশীলন করাই জীবের পক্ষে কল্যাণকর।

শ্রীমতাপ নিবারণের জন্য দার্জিলিং শৈলে আগমন করিয়াও আমাদের ন্যায় ত্রিতাপগ্রস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়কে অশান্তির বহ্নি নিয়ত কিরূপ দগ্ধ করিতেছে, তাহার সাক্ষ্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে বলিয়া আমরা সেই দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের শান্তিময় উপদেশ উদ্ধার করিলাম।

১লা জুন অপরাহ্নে নৈহাটীনিবাসী বাঙ্গিপাত্তা বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সপরিবারে আম্রমাঙ্কেলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় জামশেদপুর টাটা-কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারিং ওভারসীয়ার। তাঁহার দুইটি উপযুক্ত সন্তান উপর্য্যুপরি ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় অহরহ ভীষণ অশান্তিতে পরিপূর্ণ। প্রবীণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্নীর হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দার্জিলিং শৈলে আগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া পত্নীর হৃদয়ের অশান্তিজনিত স্বাস্থ্য-হানির কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং যাহাতে পত্নীর হৃদয়ে পুনঃ শান্তিলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশের প্রার্থনা জানাই-লেন; অর্থ এবং পরিজনবর্গেও তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকারে শান্তি হইতেছে না—ইহাও জানাইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে যে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

ভগবান্—এক। মানুষ প্রকৃতি জীব বহু। বহু বিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় একের সঙ্গে সম্পর্ক কম হ'য়ে গেছে। একটা পুরো জিনিষ হ'তে যদি কিছু কিছু ভেঙ্গে নেওয়া যায়, তা'হলে পুরো জিনিষের প্রকাশ আমাদের নিকট কম হ'য়ে পড়ে। পুরো জিনিষে যে সুবিধা পাওয়া যায়, অংশে সে সুবিধা পাওয়া যায় না। বাঁটোয়ারা হ'য়ে গেলে নানাপ্রকার ভেদের বিচার এসে যায়। সেখানে পক্ষ-প্রতিপক্ষ, অনুকূল-প্রতিকূল বিচার উপস্থিত হয়। সেজন্যই নানাপ্রকার অসুবিধা দেখতে পাওয়া যায়।

চেতনময় জগতে ও দর্শনে সবই তিনি। সেখানে অপর বিরোধিনীশক্তির বিক্রম নাই। তিনি একমাত্র বন্ধু, প্রভু, একমাত্র পতি, একমাত্র পুত্র। আমাদের এখানে যে সকল পুত্র হয়, তা' বেশীদিন থাকে না। নিত্যপুত্রের সেবার অভাবে এখানে অনিত্য পুত্রের বিয়োগজনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। তাঁকে না পাওয়ার দরুণ পুত্রৈষণা, আবার তৎসঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শোক-ভয়-মোহ উপস্থিত হয়। তিনিই আমা-দের একমাত্র প্রভু—ইহা বিস্মৃত হওয়ার দরুণই নানা অসু-বিধা হ'চ্ছে। এখানে পতিপত্নী-সম্বন্ধ, পিতাপুত্র-সম্বন্ধ, বন্ধুর সম্বন্ধ, দাসপ্রভু-সম্বন্ধ ও নিরপেক্ষ সম্বন্ধ উপস্থিত হ'চ্ছে। তিনি আমাদের পত্নী হ'তে পারেন না। আমাদের স্বরূপ-জ্ঞানের উদ্বোধনে যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধা মধুর রতি থাকে, তা' হ'লেই তিনি যে আমাদের একমাত্র নিত্য পতি, তা' উপলব্ধির বিষয় হয়। কাল তাঁকে ধ্বংস ক'রতে পারে না। ঐ পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ একমাত্র নিত্য অধ্বয়জ্ঞানের সঙ্গে থাকলেই শোক-ভয়-মোহ হয় না—অশান্তি আসে না। একের দ্বৈত ছাড়া বহুর বহুত্ব-বুদ্ধির জন্যই অশান্তি, শোক, ভয় ও মোহ। একের অধিক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের জন্যই এই অসুবিধা। নিত্য একের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'লে এ অসুবিধা হয় না।

জীবনটা শেষ হ'য়ে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের এ সকল বিষয়ে শিক্ষা হওয়া দরকার। পশুরা ত' ঐরূপ পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ নিয়ে ব'সে ক'রছে। মানবের ঐরূপ পশুতুল্য জীবনযাপন কোন দিন তাঁর শান্তিদায়ক হ'তে পারে না। একমাত্র অধ্বয়জ্ঞানের সঙ্গে ঐ পাঁচপ্রকার সম্বন্ধের কথা আলোচনা ও অনুশীলন করবার সুযোগ মনুষ্যজীবনেই উপস্থিত হয়।

চেতনজগতে আমাদের সকলেরই স্বরূপ উদ্বুদ্ধ। সেখানে আগন্তুক শান্তি বা অশান্তির কথা নাই। যা'কে আমরা শান্তি বা অশান্তি মনে করি, এই দু'টোই আমাদের ভোগপিপাসাজনিত উপলব্ধি। ভোগের সাময়িক অভাবের নাম অশান্তি; আর সাময়িক ভোগলাভকেই আমরা 'শান্তি' ব'লে থাকি।

এ' জগতে মৎসরতা আছে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও মদ—এই পাঁচটি একত্রিত হ'য়ে মৎসরতার উদয় করায়। চেতনজগতে প্রত্যেক ব্যক্তি এক অদ্বয় জ্ঞানের স্বার্থের জন্য তাঁর সেবা ক'রছেন। সেখানে মৎসরতাপূর্ণ দাসত্বভাব নাই।

মানুষ যেরূপ কার্য্য ক'রেছে, সেরূপ ফল পাবে। এক মানবের কর্ত্তৃত্বের ফল অপরে পায় না। আমি আমার

স্বতন্ত্রতা পরিচালনা ক'রে তাঁর হাত আমি নিজেই পাই।

অনেক সময় ধর্মজীবন গ্রহণ ক'রতে পিপাসান্বিত হই, গ্রহণ ক'রেছি ব'লে মনেও ক'রে থাকি; কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা অসৎ-জীবনকেই বরণ করি। আমাদের রূপণতা-দোষ এসে উপস্থিত হয়—ব্রাহ্মণত্বটা বিনষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, তিনি এই সমস্ত সংসারের হাবামা বা ভোগ-জগতের বহুচর্চ্চী ধর্মধ্বজিতা পরিত্যাগ ক'রে মানুষকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু বাঙ্গালা দেশের লোকের জন্য নয়—দু'চার জনের জন্য নয়, সর্ব-দেশের সর্বলোকের চিরস্থায়ী মঙ্গলের বাণী তিনি ব'লেছেন। তাঁর কথার মধ্যে সহজ-সরল হওয়ার কথাটি বিশেষ-ভাবে র'য়েছে।

অনেক সময় মনে করি,—আমি কি এমন অন্যায় কার্য্য ক'রেছি, যা'তে আমার এ অসুবিধা এসে উপস্থিত হ'ল? কিন্তু আমরা অনেকেই এ অসুবিধার মূল অনুসন্ধান করি না। কখনও ভগবান্‌কে দোষারোপ করি, কখনও বা অপরকে দায়ী করি; কখনও কর্ম্মফল ও অদৃষ্টের গতানু-গতিক দোহাই দিয়ে আবার কর্ম্মের ফাঁদে প'ড়ে যাই। কিন্তু ঐ অসুবিধার মূল অনুসন্ধান ক'রলে জান্‌তে পারি, একমাত্র হরিবিস্মৃতির জন্যই আমাদের এই অসুবিধা। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন, মানুষ যতটা সহজসরল হ'তে পা'রবে, ততটা অধিক আত্মহিতের চিন্তা তা'র আস্‌বে।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েৎ আত্মনো হিতম্" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যে যে আত্মহিতের কথা শুন্‌তে পাই, সেই আত্ম-হিতচিন্তার অভিনয় ক'রেও যদি অসহিষ্ণু হই, তবে আত্ম-হিতের পরিবর্ত্তে অহিত হ'বে। স্বরূপের জ্ঞানের অভাবে অনাত্মজ্ঞান আমাদের অমঙ্গল ও অশান্তি ঘটায়। অনাত্ম-জ্ঞানই হ'চ্ছে—প্রত্যক্ষজ্ঞান, পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান। অপরোক্ষজ্ঞানে কেবল অনাত্মজ্ঞানের বাহ্যিকেজ্ঞান থাকায় অর্থাৎ আত্মানুশীলনের জ্ঞানের অভাব থাকায় তা'কে অনাত্মজ্ঞানই বলা যায়। অধোক্ষজ-সেবার জ্ঞানই জীবের প্রকৃত মঙ্গলদায়ক। যদিও আমরা মুখে বলি যে, আমরা আত্মসেবক; কিন্তু কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানেই মেতে আছি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ কিম্বা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন—এদের প্রত্যক্ষজ্ঞানেই আবদ্ধ হ'য়ে—এদের মুখে ঝাল খেয়ে আমরা বাস্তব সত্যকে অনাদর ক'রছি। পরোক্ষজ্ঞানে আবদ্ধ হ'য়ে স্বর্গসুখ, পারলৌকিক অভ্যুদয় প্রভৃতির জন্য ব্যস্তবান্ হ'চ্ছি। অপরোক্ষ জ্ঞানে আকৃষ্ট হ'য়ে আত্মার অনুশীলনের শুষ্কভাব বা আত্মহত্যাকেই শাস্ত্রিরাজ্যের শেষ সোপান বিচার ক'চ্ছি। কিন্তু এগুলি সকলই আমার আত্মহিতের প্রতিরোধক—এগুলি সকলি আমাকে ভোগা দিচ্ছে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

যে কোন জন্ম, যে কোন অবস্থাই পাইনা কেন, সেখানে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান পা'ব। যে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইনা কেন, সে সকল অভাবের পূরণ বা অভাবের অপূর্ত্তি থাকবেই। বর্ত্তমান সময়ে ঘটনাচক্রে মানুষ হ'য়েছি—পুরুষ বা স্ত্রী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ হ'য়েছি; এসকল অবস্থাও আবার দু'দিন পরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। শান্তি ও অশান্তি, সুখ ও দুঃখ—দু'টোই পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার। দুঃখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় সুখের উপলব্ধি, আবার সুখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় দুঃখের অনুভব। অনেকে এই সুখ ও দুঃখের ক্রীড়নক হ'য়েও, সুখের অন্তরালে দুঃখ আছে জেনেও "তাৎকালিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটাই ভোগ ক'রে নিই"—এইরূপ কামনাপ্রেরিত হ'য়ে দুঃখ বা অশান্তির যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি দিয়ে থাকি। এইরূপ অদূরদর্শিতা ও ধৈর্য্যহানি আমাদের নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটাচ্ছে।

আমাদের ধৈর্য্যশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হ'ক, মনে খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করা দরকার। রাস্তায় যেতে যেতে একটা মদের দোকান দেখ্‌তে পাওয়া গেল। অমনি মদের দোকানে দৌড়ান' কিম্বা খুব ধনবান্ দেখে বা ধনীর ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে ধনবান্ হওয়ার জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন, রূপ দেখে রূপভোগের প্রতি ধাবিত হওয়া, পাণ্ডিত্য দেখে পণ্ডিত হওয়ার জন্য অমানুষী উৎসাহ-উদ্যম প্রভৃতি অধৈর্য্যের

দৃষ্টান্ত। জগতে ঐরূপ অধৈর্য্যের উপদেষ্টা অনেক আছে। কিন্তু 'সহগুণ-সম্পন্ন হও'—এইরূপ উপদেশ জগতে পাওয়া বড় কঠিন। অনেকে হয়ত মৌখিক উপদেশ দেবে, কিন্তু সেরূপ পরোপদেশে পণ্ডিতের দ্বারা আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। যিনি নিজে হরিকীর্ত্তন না করেন, তিনি কখনও নিজে সহিষ্ণু হ'তে পারেন না; অপরকেও সহিষ্ণু হ'বার উপদেশ দিতে পারেন না। হরিকীর্ত্তন-ব্যতীত সহগুণসম্পন্ন হওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদেশ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কৃত্রিম সহিষ্ণু হ'বার উপদেশ কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদির পথে যে সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ, তা' কৃত্রিম। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনের কথা তা'তে নাই। তাৎকালিক হরি-কীর্ত্তনের অভিনয়ের দ্বারা নিত্যসহিষ্ণুতাধর্ম্ম উপস্থিত হয় না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

অলাপ্যুদার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ (ভাঃ ৩।১৫।১০)

জগতে লোকপ্রিয় অসংখ্য অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু এঁরা কেহই ভগবানের সেবার কথা ব'ল্‌ছেন না—কপটতার কথাই ব'ল্‌ছেন—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-কামনার কথাই ব'লছেন। সংস্কৃতির উন্নতির জন্য লোভ দেখাচ্ছেন। দেবতারাই পতিত হ'য়ে ঋষি হন, আর ঋষিগণ পতিত হ'য়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হ'য়ে থাকেন। তাঁরা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাসনার কথা বলেন, অধোক্ষজ কৃষ্ণের অহৈতুকী সেবার কথা কা'রও মুখে নাই। ইঁহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ।

ভাগবত প্রশ্ন ক'রছেন—এঁরা কি করেন? দিবাভাগে নানাপ্রকার ক্লেশকর বা সাময়িক সুখকর কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, হয় মুটেগিরি করেন, না হয় বাদ্‌শাগিরি করেন, চোখ কাণ নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় খাটিয়ে দিবাভাগের পর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন; নিশাকালে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা'তেও কি তাঁদের শান্তি? "নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ"। নিদ্রাদেবীর প্রয়াসকালেও দিবাভাগের নানাপ্রকার ক্লান্তি ও সমস্ত-বিকল্পেরই চর্ব্বিতচর্ব্বণ ক'রে থাকেন। অসংযত মন নানাদিকে ধাবিত করিয়ে তাঁদের নিদ্রায় ব্যাঘাত উপস্থিত করে। জগতের এই শ্রেণীর লোকের আদর্শ হ'তে দূরে থাকা দরকার। আমাদের মনোবল আবশ্যক; কিন্তু কি প্রকারে মনোবল হ'বে? কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কৃত্রিম সহ্যে কোন দিন মনোবল লাভ হ'তে পারে না। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই—সাধুর নিকট ভগবানের বীর্য্যসংপৃক্ত কথা অনুক্ষণ শ্রবণের দ্বারাই দুর্জ্জয় মনোবল লাভ হয়।

দেবতার জন্ম থেকেও মনুষ্যজন্ম ভাল। দেবতারা এত সুখস্বচ্ছন্দে থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে তাঁ'দের জন্য দুঃখ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে, তা' তাঁ'রা বিশেষ চিন্তাই ক'র্‌তে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশায়ই তাঁ'রা মত্ত থাকেন। দেবতা ত' কিছু সময়ের জন্য। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"

মনুষ্যজন্মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার কি? কেহ ব'ল্‌ছেন—এজগতের রাজা হওয়াই সবচেয়ে বড় কাম্য বিষয়। কেহ ব'ল্‌ছেন—সবচেয়ে বড় তপস্বী হওয়াই বড় কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল কোন দিন মানব-জন্মের সদ্ব্যবহার ও আদর্শ হ'তে পারে না। শতবর্ষ এ জগতে বাস ক'রেও কোন প্রকার মঙ্গল হয় না। কেবল ধাক্কাই খেতে হয়—কখনও সুখের ঢেউএ ভাস্‌তে ভাস্‌তে ধাক্কা, কখনও দুঃখের ধাক্কা।

যাঁরা অধোক্ষজ হরির কীর্ত্তন করে না, তাঁরা যতই ধর্ম্মজীবন যাপন কর্‌বার অভিনয় করুক না কেন, তা'র সঙ্গে অধর্ম্মজীবনের একটা বিভ্রম ক'রে নেবে। ব্রহ্মচারিগণ সংসারে প্রবিষ্ট হন না। সংসারে প্রবিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ দেখে তাঁরা পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'য়ে যান। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করে—"আমাকে বেঁধে রেখে কে? যা'হোক্ সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ি, সুখ ও দুঃখের মধ্যে জীবনটা একরূপ কেটে যাবে।" এইরূপ বিচার ক'রে এরা সংসারে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু ঐরূপ সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে বা সংসারে প্রবেশ ক'রেও কোন সুবিধা হবে না। যে-পর্য্যন্ত না আমরা কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হ'ব, সে পর্য্যন্ত বাহ্যতঃ সংসারে প্রবেশ না ক'রলেও সংসার আমাদিগকে ছাড়্‌বে

না। আমি ভাগ্যকর্ত্রী ভবতা
কিন্তু কখন যে আমায় ছাড়ে না।

দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি, তিনি পরামর্শ দেন যা'তে ক'রে দেবতাদের বেশ ভোগবৃদ্ধি হয়। বৃহস্পতির যুক্তির প্রধান ও মূলের উপদেশ—ভোগবৃদ্ধির জন্যই। মনুষ্য-জাতির মধ্যেও অনেক ভাল ভাল লোক পরামর্শদাতা আছেন। কুলপুরোহিত, সমাজপতি, দেশপতি প্রভৃতি যে সকল পরামর্শ দেন, তা' কেবল মানবজাতির ভোগ-বর্দ্ধনের জন্য। আবার বশিষ্ঠের ন্যায় কুলগুরুও আছেন, তিনি নিত্য জীবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সদ্গুরু পরামর্শ দেন একমাত্র হরিভজনের জন্য। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মার্গ তাঁর উপদেশের শেষ সীমা নয়। তিনি প্রত্যেক জীবের চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপদেষ্টা। একটী ছেলে খুব মিষ্টি খেতে ভালবাসে, কিন্তু তা'র শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক চিকিৎসার জন্য, পিত্তনাশ পাবার জন্য প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য দিয়েও বালকের মঙ্গলকামনা করেন। এগুলি বালকের প্রতি হিংসা নয়। কিন্তু যে বালককে অধিক মিষ্টি খাওয়ার সহায়তা করে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বালকের হিংসা ক'রে থাকে। শ্রুতিতে এজন্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথের কথা আছে। প্রেয়ঃপথটা অনেকে বা সকলেই গ্রহণ করে, কিন্তু শ্রেয়ঃপথের গ্রাহক জগতে একরূপ নাই বল্লেই হয়।

জগতের লোকের পরামর্শ হ'চ্ছে—এখনকার যে সকল প্রয়োজন প'ড়েছে, আগে সে সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। কিন্তু তা'তে হিতে বিপরীত ফল হয়। প্রয়োজনের মাত্রা পৌনঃপুনিক ঘনফলের মত কেবল বেড়ে যেতে থাকে। কেউ স্নান ক'রতে গেল, স্নিগ্ধ হ'য়ে ফিরবে ব'লে; কিন্তু পা পিছ্‌লে প'ড়ে গেল—জলে ডুবে গেল। সাময়িক প্রয়োজন মিটা'তে গিয়ে অনেক কিছু প্রয়োজনের মধ্যে—অনেক কিছু অভাব অসুবিধার মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

যাঁরা সংসারের বড় হ'য়েছেন, তাঁ'রাই ভগবান্‌কে একেবারে ভুলে গেছেন। তাঁ'রা নিজেরা ভগবানের সেবার কথা আলোচনা করা দূরে থাকুক, অপরে ভগবৎসেবায় কিছুমাত্র শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'চ্ছে দেখ্‌লে তা'তে নানাপ্রকারে বাধা দিচ্ছেন; আমি তাঁ'দের নাম ক'রতে চাই না। এরূপ বহু বহু লোককে জানি, যাঁ'রা খুব বড় বড় চাকুরী করেন, বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, বড় উকিল, বড় অধ্যাপক, বড় জ্ঞানী, সাহিত্যের ডক্টরেট পেয়েছেন, খুব বড় দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বহু ভাষাবিৎ; কিন্তু অত্যন্ত বহির্ম্মুখ। তথা-কথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথায় তাঁ'দের আদর আছে। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ তাঁ'দের 'নাস্তিক' সংজ্ঞা হ'তে রক্ষা ক'রে 'ধার্ম্মিক' সংজ্ঞায়ও ভূষিত ক'রেছেন; কিন্তু ঐসকল ব্যক্তি অধোক্ষজ হরিসেবাবিমুখ ও তৎপ্রতি বাধা প্রদানকারী। এঁ'রা জানেন না যে, শেষ নিশ্বাসের সময় তাঁ'দের ঐরূপ ধার্ম্মিকতা, আত্মনির্ভরতা, 'ধার্ম্মিক' বা 'পরার্থী' নামের প্রতিষ্ঠা কোন কাজে আস্‌বে না। মনুষ্যজাতির সাময়িক মঙ্গলকামনা যাঁ'রা ক'রছেন, তাঁ'রা পরার্থী ব'লে পরিচিত। কিন্তু তাঁ'রাও মরণশীল, অধীর। তাঁ'রা ন্যূনাধিক অজ্ঞানান্ধ-বাদী, না হয় নিবৃত্তির উপদেশকের নামে প্রচ্ছন্ন-ভোগবাদী ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। অধোক্ষজ হরিসেবার উপদেশকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশক।

কোন কোন উপদেষ্টা অমঙ্গলের মধ্যে মানবজাতি যা'তে কিছুতেই প্রবেশ না করে, তজ্জন্য অহৈতুকভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, আর কতগুলি অপরার্থপর লোক মনে করে—আমি যা'তে' ঢুকেছি, অপরেও তা'তে ঢুকুক। ওল খেতে গিয়ে আমার মুখ লেগেছে, চুপ ক'রে থাকি, অপরেরও মুখ লাগুক ও কষ্ট পাক্। কেবল আমিই একা কষ্টের ভাগী হ'ব কেন?

আত্মহত্যা করা বা সংসারের মধ্যে ডুবে যাওয়ার দরকার নাই। আসক্তির সহিত বাস বা আসক্তিরহিত হ'য়ে অতি-বৈরাগ্য-প্রদর্শন কোনটিই মঙ্গল আনয়ন ক'রবে না। জগতে যে সকল ঠক সাধুর সজ্জায় আছে, যারা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-কামনায় জীবকে প্রলোভিত ক'রে ধার্ম্মিক করবার জন্য ব্যস্ত, সে সকল ঠকের হাত হ'তে নিষ্কৃতিলাভ ক'রে চতুর হওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন। নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়? যাদের আত্মীয়-স্বজন ব'লে মনে হ'চ্ছে, তা'দের মাঝে মাঝে এগপ্ হ'তে দু'দে নিয়ে ভগবান্ আমাদিগকে মায়ার কুহক বুঝ্‌বার জন্য একটু সময় দেন। আমাদের সমস্ত আসক্তি, আমাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি যা'দের প্রতি কেন্দ্রীভূত ক'রেছিলাম, যে সকল বহু অনিত্যকে

নিত্যজ্ঞান ক'রেছিলাম, কিন্তু এক পরমাত্মীয়—এক নিত্য অমর বস্তুর সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'চ্ছিলাম, ভগবান্ সে সকল কথা জগতে অভাব অসুবিধা প্রভৃতি পাঠিয়ে জানিয়ে দেন।

পথপ্রদর্শক হ'লেই যে তিনি অকৃত্রিম হ'বেন, তা'র কিছু কথা নাই। ধর্মার্থকামমোক্ষকামী সম্প্রদায়ের উপদেশকগণ পথ-প্রদর্শকের ও উপদেষ্টার কার্য্য ক'রেও জীবজগৎকে বিপথে চালিত ক'রছে। কএকবৎসর পূর্ব্বে প্রয়াগ হ'তে আড়াইল গ্রামে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে তখন ইউ, পি'র Retired Sessions Judge মনোমোহন সান্যাল মহাশয় ছিলেন। আড়াইল গ্রাম হ'তে ফিরবার সময় সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছিল, রাস্তায় একজন পথপ্রদর্শক জুটে গেল। আমরাও রাত্রি সমাগতপ্রায় দেখে তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য একজন পথপ্রদর্শক খুঁজ্‌ছিলাম। পথপ্রদর্শকটি আমাদিগের প্রতি খুব সহানুভূতি দেখিয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। আমার ধারণা ছিল—ডা'ন দিকে গেলে নদী পা'ব, কিন্তু সে লোকটা বামদিকের পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি ব'ল্‌লাম—এদিকে কিছুতেই গঙ্গা পাওয়া যা'বে না। প্রবীণ মনোমোহন বাবু ব'ললেন, এরা স্থানীয় লোক, রাস্তাঘাট আমাদিগের চেয়ে ভাল জানে, এদের কথা শোনা ভাল। আমি ব'ললাম—'এরূপ পথ-প্রদর্শকের কথা আমি শুনতে প্রস্তুত নই।' কিছু দূরে আমাদিগকে নিয়ে গিয়ে পথ-প্রদর্শক আর এক মোড় ফিরলে, সেটাও বাঁদিকে। তখন আমি সান্যাল মহাশয়কে ব'ল্লাম—আপনি বিচক্ষণ বিচারক হ'য়ে একটা ঠক পথপ্রদর্শকের কথায় আস্থা স্থাপন ক'রছেন?" আমি উহার কথা না শুনে আমার ধারণানুযায়ী ডানদিকের রাস্তা ধ'র-লাম। সামান্য কিছুদূর অতিক্রম কর্‌বার পরই আমরা গঙ্গা দেখ্‌তে পেলাম।

ঐরূপ ঠক 'গাইড' (Guide) সেজেছিল বটে; কিন্তু তা'র চেষ্টা ছিল—misguide করা। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামের উপদেশকগণও খুব গলাবাজী ক'রে ব'ল্‌ছে যে, তা'রা ধর্ম্মের উপদেশক। অথচ তা'রা মানুষকে কতটা misguide ক'রছে! ঐ চারটি পুরুষার্থ কেবল ভোগ্য দেওয়ার কথা। যদিও এগুলি হিন্দুদের মধ্যে—কেবল হিন্দুদেরই বা বলি কেন, জগতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপে পুরুষার্থ ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জানিয়ে দিয়েছেন—ঐ গুলি ঠকামির কথা, কপটতার কথা। ঐ সকল জীবের নিত্য প্রয়োজন নয়। হিন্দুগণের মধ্যে বা অন্যান্য জাতির মধ্যে অনেকে ধর্ম-অর্থ-কামকে কতকটা অনিত্য ধর্ম বা নিত্যধর্ম্মের সোপান মনে ক'রলেও মোক্ষ-কামনাকেই তা'রা সব চেয়ে বড় কথা মনে করেন। কিন্তু ধর্ম-অর্থ-কাম যে কখনও নিত্য ধর্ম্মের সোপান নয়, মোক্ষ-কামনার প্রয়োজনা যে সব চেয়ে বড় ঠকামী, এ কথা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত আর কেহ জগজ্জীবের নিকট উচ্চ কণ্ঠে ব'লে জীবের শ্রেষ্ঠ উপকার কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হন নাই।

'আমি বৃদ্ধকালে এই সকল কথা আলোচনা ক'রব'—তা' নয়। প্রহ্লাদ অতি অল্প বয়সে এই সকল কথার আলোচনা ক'রেছিলেন—মোক্ষ-কামনা যে, সব চেয়ে বড় কপটতা, এই কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং দৈত্যপুত্র-গণকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আমাকে রক্ষা ক'রব এই বিচার আস্‌লেই আমি আমার নিজের পন্থা গ্রহণ ক'রলাম, তাঁ'র উপদেশ হ'তে পৃথক্ হ'য়ে গেলাম। ভগ-বানের কথায় উদাসীন হ'লেই সংসার-প্রবৃত্তি।

সুখে বা জাগতিক সাময়িক শান্তিতে তাঁকে ভুলে যাওয়া, আর দুঃখে বা অশান্তিতে তাঁর কাছে কিছু চাওয়া—উভয়ই প্রকৃত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক। তাঁর কাছে কি চাইতে হ'বে, আমি কি জানি? আমি ত ছাই পাঁশ চাইব। যা চাইলে ভাল হয়, সে ত তিনিই জানিয়ে দেবেন। এজন্য আমি নিজে কিছু চাইব না। আমার কার্য্য কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করা।

অলাভে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অধিকৃত্য মতিং ধীমা হরিমেব বিচিন্তয়েৎ॥
(ভাঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৫২ পদ্মপুরাণবচন)

[হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদনের দ্রব্য-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও প্রাপ্ত না হইলে অথবা সঞ্চিতসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবেন।]

যাঁ'রা এ সকল কথা ধারাবাহিকক্রমে অনুশীলন করেন, তাঁ'রা এ সকল কথা বেশ ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারেন।

এ সকল বিষয় শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুশীলনের অভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশেই দার্শনিক বিচারক-সম্প্রদায় নানারকমের অজ্ঞতা পোষণ ক'রছেন। কেহ কেহ ঈশ্বর-বিদ্বেষের আলোচনা করাই জাতির অধঃপতনের কারণ মনে করেন। এই সকল চিন্তাস্রোত ভারতবর্ষেও এসে প'ড়েছে। পাশ্চাত্যদেশের জাতিসমূহ নিজদিগকে যতটা অধিক বুদ্ধিমান্ ও বড় মনে ক'রছেন, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি প্রদর্শন ক'রে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট যতটা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রছেন, তা' অপেক্ষাও অনেক বেশী বুদ্ধিমত্তা ভূবনভূমিতে বাস ক'রে—এমন কি অনিকেত থেকে মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ অন্নাংশপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে ভগবৎসেবকগণ প্রদর্শন ক'রেছেন। শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের বুদ্ধিমত্তা, তাঁ'দের অতিমর্ত্য-বিজ্ঞানে নিত্যসিদ্ধ-নৈপুণ্য সমগ্র-মানবজাতির পরমার্থের পথ আবিষ্কার ক'রেছে। বিষ্ণুভক্তি-দ্বারাই জগতের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে'—এই সকল বিচার ঘোর প্রকৃতির পরিচয়। এইরূপ প্রকৃতির অনুকরণ ক'রে ভারতে ও বঙ্গদেশে কিছুদিন পূর্ব্বে কএকজনব্যক্তি রজোগুণের প্রয়োজনাকেই ধর্ম্মের আপরূপ এবং উপনিষদ্বাক্য—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উপদেশের আদর্শ, এমন কি 'বেদান্তের ধর্ম্ম' ব'লে প্রচার ক'রেছে। বস্তুতঃ ইহা 'প্রেয়ঃপন্থা', অবৈদিক পথমাত্র। বিষ্ণুসেবার পথই 'শ্রেয়ঃপন্থা' বা বৈদিক পথ।

দার্জ্জিলিংএ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১লা জুন দার্জ্জিলিং শৈলে পদার্পণ করিবার পর শঙ্খ-হরিকীর্ত্তন-তূর্য্যনিনাদ-প্রতীক্ষিত এতৎপ্রদেশবাসীর অনুপম হরিকীর্ত্তন-শ্রবণের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। গত ৮ই জুন (১৯০৮) তারিখের 'The Darjeeling Times' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক—Mr. W. J. Kyad.

Darjeeling Blessed

His Divine Grace Paramahansa Parivrajakacharyya Sree Sreemad Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj President-Acharyya of the Gaudiya Mission, has been pleased to bless Darjeeling by his kind visit. His Divine Grace is staying with a party of preachers of the Gaudiya Math at Armadale on the Cart Road.

This great saint and true benefactor of mankind is ever impatient to communicate to the people all over the world the Divine Message of Love which alone can do real good to all afflicted souls. It is a blessing and rare fortune to associate with such a person and listen to his discourses. His Divine Grace has sent some of his disciples to the West and their preaching has drawn the attention of many of the best minds of Europe to the higher truths of Hinduism.

His Divine Grace gives his discourses usually between the following hours.

7 A. M.	to	9 A. M.
3 P. M.	to	5 P. M.
7 P. M.	to	9 P. M.

No one should miss this rare opportunity of receiving real spiritual enlightenment.

প্রথমদিবসের বক্তৃতা

গত ৮ই জুন রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্-এ, বি-এল প্রমুখ দার্জ্জিলিং-প্রবাসী সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে "নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলে" গৌড়ীয়সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজী অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় "The Message of Sree Chaitanya" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্যার যদুনাথ সরকার Kt. C. I. E. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদান্তভূষণের কথা

দিনাজপুরের কুমার রাওসাহেব শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ, বেদান্তভূষণ, ভুবনমঙ্গল মহাশয় সভাপতি-

নির্ব্বাচনের প্রস্তাব ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তার পরিচয় প্রদানমুখে বলেন—"আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন যে, দার্জ্জিলিংএর এই প্রসিদ্ধ স্থলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচারিত হইবে। এই স্থান আজ তীর্থস্থানে পরিণত হইতে চলিল। কারণ যিনি বর্ত্তমান যুগের যুগাচার্য্য, যিনি অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্লাবন আনয়ন করিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরু ও বিশ্বপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর দার্জ্জিলিংএ স্বয়ং পদার্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ তাঁহারই বাণী প্রচারের জন্য কৃপাপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। আমার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও শ্রীল প্রভুপাদের চরণ আশ্রয় করিবার, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমি তাঁহার শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছি এবং 'বকল্‌মা' দিয়াছি। আমার যত কিছু সকলই তাঁহার। তাঁহারই অনুজ্ঞায় আমি কার্য্য করি।

অদ্যকাল জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ যে ভাগবতের বাণী আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল প্রভুপাদের জগতের প্রতি কৃপার কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-ব্যক্তি আর কি বলিবে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যেরূপ "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী যৈছে চুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১০০) প্রভৃতি উক্তি আছে, সেইরূপ প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য করুণার কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কিছুই বর্ণন করিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত তথা-কথিত ধর্ম্মের মতবাদের বিরুদ্ধে যিনি বর্ত্তমানযুগে প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়া একমাত্র সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তাঁহার করুণা মানব-জাতির পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও যাহারা আমার মতাবলম্বী নহেন, তাঁহারা ইহাকে অতিরঞ্জিত উক্তি মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি চাটুকারী করিয়া কিম্বা কল্পনামূলে কোনকথা বলিতেছি না। আমার হৃদয়ের যাহা সরল বিশ্বাস ও অনুভব, তাহাই আমি অকপটে ব্যক্ত করিতেছি।

এই জগদ্‌গুরু কিরূপে 'মূকং করোতি বাচালং' বাক্যের আদর্শ, তাহা আমরা প্রভুপাদেরই একজন শিষ্য ও বক্তার মধ্যে সাক্ষ্য পাইয়াছি। পূর্ব্বে এই বক্তার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইত না; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তিনি বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক বক্তা হইয়াছেন। আগামী সোমবার তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দিবেন, তখনই আপনারা তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। অদ্য ইংরাজীতে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য প্রভুপাদেরই শিষ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুরূপচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বক্তৃতা করিবেন।

আমাদের মত লোকের আর সময় নাই। আমাদের সম্মুখে এক বিরাট্ পরিবর্ত্তন অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের জন্য warrant আসিয়া গিয়াছে। আমাদের এখন 'one foot in the grave'; এরূপ সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহাপুরুষ আমাদের কর্ণের নিকট নিত্য চেতনের বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন

"মনশ্চেতনমং নৃণাং পৃথিণাং ধীনচেতসা।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"

"মহাতের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই, তবু যান তার ঘর॥"

প্রভুপাদ তাঁহার অসুস্থ শরীরেও কত কষ্ট সহ্য করিয়া, অর্থব্যয় করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য এই স্থানে আসিয়াছেন। কারণ আমাদের ন্যায় ভোগবিলাসী দেহা-রামী অনেকে এ সময়ে এইরূপ স্থানে আসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করি। এসময় যদি তিনি আমাদিগকে কিছু মঙ্গল-জনক কথা শ্রবণ করাইতে পারেন, তবে আমাদের ন্যায় জীবেরও নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে—একথাই তাঁহার আমা-দের ন্যায় একজন লোক সাজিয়া আমাদের মধ্যে এখানে আসা। জীবের নিত্যমঙ্গল-সাধনই তাঁহার ব্রত। তিনি বলেন—পৃথিবীর অনুরূপলোক, আমাকে যতই মন্দ বা ভাল বল, আমাকে যতই নানাভাবে নির্য্যাতন কর, তোমরা সত্যের বাণী শ্রবণ কর। "Strike but hear." আমি জানি বহু ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার বাস্তবিকই ঘটিয়াছে। তথাপি এই জগদ্‌গুরু জীবের মঙ্গলদায়িনী সত্যবাণী-কীর্ত্তনে বিন্দু-মাত্রও পরাঙ্মুখ হন নাই।

আমাদের সকলেরই মরিতে হইবে। কাজেই আর বৃথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দার্জ্জিলিংএ আসিয়া আমরা নানাভাবে সময় নষ্ট করি। কিন্তু ইহার মধ্যেও যদি একটু সত্যকথা শুনিতে পারি, তবে আমাদের

সেই সময়টুকুরই যথার্থ সদ্ব্যবহার হইল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা যতটা লোক সভায় আশা করিয়াছিলাম, তত লোকের সমাগম হয় নাই। তবে যোগ্যতম বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তির উপস্থিতি স্বল্পই হইয়া থাকে।

সভাপতি মহোদয়ের কথা আর কি বলিব। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ইংরাজী অনুবাদ পূর্বে করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল, তিনি আদি ও অন্ত্যলীলারও অনুবাদ করিয়াছেন, শুনিলাম। তিনি আমার মাননীয় অধ্যাপক, তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত ঐতিহাসিক। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে এই সভায় সভাপতিত্ব করিবার তাঁহার যোগ্যতার কথা আমি বলিতেছি না; তাঁহার যোগ্যতা এই যে, তিনি শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে চর্চা করিয়াছেন।

আমি সর্বান্তঃকরণে প্রস্তাব করি—এই সভার স্থাবহুনাথ সরকার মহোদয় কৃপাপূর্বক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন।"

রায়সাহেব কুমার প্রাণ্ড মহোদয়ের এই প্রস্তাব রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করিলে স্যার যদুনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বক্তাকে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য আহ্বান করেন।

ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর বক্তৃতা

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যময়ী ওজস্বিনী ভাষায় অতি-সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সেই ইংরাজী বক্তৃতা "হারমনিষ্ট" পত্রে যথাকালে প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতার অন্তে ইংরাজী ভাষায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল।

স্যার যদুনাথের অভিভাষণ

ভদ্রমহোদয়গণ! এরূপ বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য ও অত্যুচ্চ আবেগপূর্ণ অভিভাষণের পর আমার কিছু বলা আদৌ সঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ করি না। আমি ইহা বিশেষ-ভাবে অনুভব করি যে, এরূপ বিষয়ে কিছু বলার যোগ্যতা আমার নাই। যেহেতু আমি এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করি নাই। আমি একজন সাধারণ ব্যক্তিরূপে শ্রীচৈতন্য-দেবকে বঙ্গদেশের একজন প্রধান মহাপুরুষ হিসাবে সাধারণভাবেই তাঁহার চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। কোন ব্যক্তিকে বিচার করিতে হইলে মানবজাতির চরিত্রের উপর তাঁহার প্রভাব, মানবজাতির ভবিষ্যৎকে গঠন করিবার তাঁহার শক্তি ও তাঁহার ব্যক্তিত্ব—সাধারণতঃ এই কএকটি বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি—যেমন, সার্বভৌম-ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তি, যাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ ছিলেন, তাঁহা-দিগকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেজন্যই তিনি দেবতারূপে পূজিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকিবেন! কিন্তু ইহা অকাট্য যুক্তির সহিতই বলা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি তাহার সমসাময়িক কতিপয় ব্যক্তিকে ধাপ্পা দিতে পারিলেও যুগের পর যুগে তাহা চালাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যের পবিত্র প্রভাব যুগের পর যুগ ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তিনি ভারত ও ভারতের বাহিরে লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয়ে শান্তির সুশীতল ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব গোস্বামিগণ—যাঁহারা ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় দর্শনাদিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন বক্তৃকের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই। আবার অন্যদিকে অতি সাধারণ ব্যক্তি শ্রমজীবী, ধীবর প্রভৃতি সামাজিক অতি নিম্নস্তরের ব্যক্তির নিকটও তাঁহার বাণী পৌঁছিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সত্য ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার আর একটি সাক্ষ্য এই যে, তাঁহার ধর্মের লোক-সংখ্যা ক্রমশঃই ম্লান হইয়া পড়ে নাই। ইহা আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যুগে যুগে ইহাতে নবজাগরণের ভাব আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার শিক্ষা এত সরলভাবে প্রচার করিয়াছেন যে, যে কোন সাধারণ ব্যক্তি তাহাদের জীবনে ইহা প্রতিপালন করিতে পারে। তিনি ধর্মের জটিল ও বিবদমান বিষয়গুলিকে অতি সরল করিয়া দিয়াছেন।

কবি কালিদাস বলিয়াছেন যে, অসংখ্য নদীনালা নানাপথে গিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ নানাপ্রকার মত ও পথের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানপথ নির্ভরযোগ্য সাধনপ্রণালী নহে। কেবল-

শুষ্কজ্ঞান আমাদিগকে পরমেশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যাইতে পারে না। জ্ঞানালোচনায় পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হয়। এমন কোন ঋষি নাই, যাঁহার মত অপর ঋষি হইতে ভিন্ন নাই। আবার কেবল আনুষ্ঠানিক কর্ম্মও আমাদিগকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইতে পারে না। উহা কেবল ধর্ম্মের বাহ্যচিহ্ন মাত্র।

মহামতি যীশু পরমেশ্বরকে পরমপিতা বলিয়া জীবের নিকট জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ—পুত্র ও পিতার সম্বন্ধমাত্র। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব পরমেশ্বরের সহিত জীবের স্বতন্ত্র এক সম্বন্ধের কথা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্পূর্ণ মিলন ও সর্ব্বতোমুখ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে—একমাত্র কান্তভাবে। ইহাই তিনি রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন। এই কান্তরসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সরল প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষায় মানুষ কেবল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া নিষ্ক্রিয় থাকিবে—তাহা নহে। তিনি বলিয়াছেন—"নামে রুচি ও জীবে দয়া"। মানুষ হরিনামে রুচিবিশিষ্ট হইবে এবং হরির জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইবে। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ইহার সরলতা ও সার্ব্বজনীন উপযোগিতাদ্বারা কি ভারতে বা তাহার বাহিরে সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়ে অতি পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরী বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের জটিলতার দ্বারা তদানীন্তন সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার কৃত্রিম প্রয়াস করেন নাই। তিনি নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের জটিলতাকে সরল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কেবল ধর্ম্মকে অতি সরল করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ ও পথ্য তিনি রোগীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে প্রত্যেক মানবের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার বাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমানযুগে যে ইহার উপযোগিতা কিছু কম, তাহা নহে। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীতে তাঁহার প্রেমধর্ম্মের অধিক প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ত্তমানে যেরূপ পৃথিবীময় অসাধ্য সমস্যা, সংঘর্ষ ও বহুমুখী আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের মত একটি সরল, বাস্তব ও সার্ব্বজনীন প্রেমময় ধর্ম্ম একান্ত প্রয়োজনীয়। মানবজাতির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী পরমমঙ্গল-দায়ক এবং আমার বিশ্বাস, ইহাদ্বারা সমগ্র পৃথিবীর আত্মরক্ষা সম্ভবপর হইবে।

• •

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সভাপতির অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে মিঃ আশুবিহারীলাল কপূর এম্-এ সভাপতি মহাশয় ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সকলকে এই সুদুর্ল্লভ সুযোগ অর্থাৎ দার্জ্জিলিংএ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের বাণী শ্রবণের সুযোগ-বরণের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

উপস্থিত জনসাধারণ

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, দার্জ্জিলিংএর সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ নারায়ণ এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এল; মিঃ পি, কে, পণ্ডিত এম্-এ, বি-এল; ডাঃ কে, পি, সিংহ রায় এম্-এম্-পি; ডাঃ এস্, কে রায় এস, এম্, এস্; মিঃ ডি, এন সেন-গুপ্ত; শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত একড়ি কর; মিঃ কে, এম, সরখেল; শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রকর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা

গত ১০ই জুন অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় দার্জ্জিলিং 'নৃপেন্দ্র-নারায়ণ সাধারণ হিন্দু হলে' শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সাধারণের পক্ষ হইতে কলিকাতা ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রবীণ উকীল রায় বাহাদুর রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগত স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য জামাতা কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। ডাঃ ডি, এন, মৈত্র প্রস্তাবিত সভাপতি-মহোদয়ের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া

সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কবিশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সেই গৌরব-প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তিনি বলেন, "শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই এখন ন্যূনাধিক বুঝিতে পারিতেছেন যে, এখন বাঙ্গালীজাতি ধ্বংসোন্মুখ। তাহার সমাজশরীরে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়াছে, এই ক্ষয়রোগের মূলকারণ—অজ্ঞানতা। বর্ত্তমানে স্কুলকলেজের উচ্চশিক্ষা ও নানাভাবে অনেকে জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অজ্ঞানতা রাজত্ব করিতেছে। আমরা অনেকেই বাল্যকাল হইতে ইতিহাস পাঠ করি। কিন্তু তাহা কিসের ইতিহাস? তাহা আমাদের লজ্জা ও কলঙ্কের কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের ভিতরে যে গৌরবের বস্তু আছে, তাহার সন্ধান আমরা রাখি না বলিয়াই আমরা অজ্ঞান। যে মহাপুরুষের কথা আজ আমরা শুনিব, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারই বাণী শুনিবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি।"

বক্তৃতার মর্ম্ম

সভাপতির প্রস্তাবনার পর গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিজ্ঞাবিনোদ হরি-গুরু-বৈষ্ণব বন্দনা করিয়া বলেন—"শুধু বঙ্গদেশ কেন, পৃথিবীর সকলদেশের সকল জাতির মধ্যে যে ভাবদস্যুরোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার মূলীভূত কারণরূপ যে অজ্ঞানতা ঐ রোগকে অধিকতর ব্যাপক ও সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছে, যাহাতে সমগ্র জৈব-জগৎ—একা বাঙ্গালী নহ—ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে, সেই অজ্ঞানতাটি কি, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। সেই অজ্ঞানতাই অচৈতন্যতা বা জড়-সর্ব্বস্বতা অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্যবিস্মৃতি। [বক্তা প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উদাহরণ-সমূহের দ্বারা এই অজ্ঞানতার স্বরূপ বিবৃত করেন।]

ধ্বংসোন্মুখ মানবজাতির জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজের দ্বারা হরি-কথা-সুধাপরিপ্লুত অবিশ্রান্ত পানের যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা মরণোন্মুখকে অমর করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা অনেক সময় কেবল বাঙ্গালী বা ভারতবাসীকে ধ্বংসোন্মুখ মনে করিয়া জাগতিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, তথাকথিত বাস্তিক সভ্যতার অনুগত পাশ্চাত্যজাতিকে সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ ও শক্তিশালী মনে করি এবং ন্যূনাধিক সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হই। কিন্তু তাহাদের সেই সাময়িক স্বাধীনতা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান তাহাদেরই ধ্বংসের অনুরূপে কিরূপভাবে পরিণত হইতে পারে, তাহা কি গত মহাসমর প্রমাণিত করে নাই? সেই মহাসমরের পরেই কি ধ্বংসোন্মুখতার উপশান্তি হইয়াছে? আজও তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। অস্ত্রনিয়োগ-বৈঠক সেই প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য দিতেছে। সমগ্র পাশ্চাত্য জাতি কেবল বিশ্ব-শান্তির আকাশ কুসুমই দেখিতেছেন; কিন্তু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অভ্যুত্থানের মধ্যেও তাঁহাদের হৃদয়ে অশান্তির দাবানল ও শান্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার বহ্নি লহরিছটায় জ্বলিতেছে। 'শান্তি' বলিতে তাঁহারা ভোগ, অধিকতর ভোগকেই অজ্ঞাতসারে ও জ্ঞাতসারে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। সেই ভোগসর্ব্বস্বতা বা তাহারই প্রচ্ছন্ন প্রতীক বা প্রতিক্রিয়ারূপ সাময়িক ত্যাগের দ্বারা কখনও ব্যষ্টি বা সমষ্টির হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। ব্যষ্টি হইতেই সমষ্টির গঠন। যেখানে ব্যষ্টিগত জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি নাই, সেখানে জাতীয়তার ধ্বংস অনিবার্য্য। চেতনের বিজ্ঞানে ক্ষয়রোগ নাই। অচেতনেরই ক্ষয়রোগের আবাস-স্থান। সেই চেতনধর্ম্মে ব্যষ্টিকে উদ্বোধন করিয়া তাহা সমষ্টিতে সঞ্চারিত করাই শ্রীচৈতন্যের বাণী। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির অজ্ঞানতা-অন্ধকার দূর করিবার প্রণালী—নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণবসেবা নামে কথিত। বৈকুণ্ঠ-স্বভাবতাই—নাম; তাহা এই জগতে পূর্ণ চেতনের অবতার। সেই চেতনতার মহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়া প্রথমে নিজের প্রতি দয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সকল অচৈতন্যগ্রস্ত জীবে তাহা বিতরণ করাই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট প্রণালী। সেদিন স্যার যদুনাথ সরকার শ্রীচৈতন্যের "জীবে দয়া" সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় দিয়াছিলেন। সেইরূপ 'জীবে দয়া'র বৃত্তি পক্ষপক্ষী প্রভৃতি সাধারণ জীবেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ত' আনুষঙ্গিকভাবে প্রত্যেক মনুষ্যে থাকিবেই। না থাকাই' পশুত্ব। কিন্তু শ্রেষ্ঠ 'জীবে-দয়া' বলিতে শ্রীচৈতন্যদেব জীবের চৈতন্যতা সম্পাদন অর্থাৎ স্বরূপের উদ্বোধন ও স্বরূপের ক্রিয়ার কথাই জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব-সেবার দ্বারা এই 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা লাভ করিতে পারে। 'বৈষ্ণব'

বলিতে—যিনি পূর্ণচেতনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাকেই বুঝায়—যাঁহার দর্শন ও যাঁহার বাণীশ্রবণমাত্রে আমাদের চেতনরাজ্যের দ্বার স্বাভাবিক ভাবে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। সঙ্কীর্ত্তন-প্রণালী সমষ্টিগঠনের অর্থাৎ সমষ্টিকে অচেতনতা হইতে—অজ্ঞানতা হইতে চেতনের রাজ্যে উন্নত করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

জাগতিক কোন উপায় ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে ধ্বংসোন্মুখতা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তথাকথিত স্বাধীন জাতিসমূহ কি প্রকৃতির অধীন নহে? তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যতই আত্মরক্ষার নব নব প্রণালী, দুর্ভেদ্য দুর্গ ও অস্ত্র কবচ রচনা করিতেছে, ততই তাহাদের ঐ সকল চেষ্টা অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। প্রকৃতির চপেটাঘাতে এক মুহূর্ত্তে আমাদিগের সমস্ত স্বাধীনতার স্বপ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। জাপান স্বাধীন বলিয়া সেখানে কি ভূমিকম্পের প্রকোপ হইবে না? জার্ম্মাণী হিট্‌লারের ইঙ্গিতে যতই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিবার চেষ্টা করুক, তাহার পরমায়ু কতক্ষণ স্থায়ী হইবে আর কতটুকুই বা কি করিতে পারিবে? রাবণের শেষ পরিণতি কি হইয়াছিল? জাগতিক অভ্যুত্থানের শেষ সীমা ধ্বংস। কোচেটা-বাসী সম্প্রতি যে প্রবল ভূমিকম্পের আহুতি হইয়াছেন, তাঁহারা এক সেকেণ্ড পূর্ব্বেও কি তাঁহাদের ঐ ধ্বংসের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন? ইহা কি কেবল তাঁহাদের জন্যই ব্যবস্থিত হইয়া আছে হইবে? এই মুহূর্ত্তেই সমগ্র বঙ্গদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ কিম্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনজাতিসমূহ যেই যেই দেশে বাস করেন, তত্তৎস্থানে কি প্রকৃতির কোন রৌদ্রলীলা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না? প্রকৃতির বিবিধ বিক্রম হইতে রক্ষা পাইবার বহুবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় হয়ত আবিষ্কৃত হইতে পারে; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে যে তত্তোধিক বিপজ্জনক অজ্ঞানতার ভূমিকম্পের কবলে কবলিত হইতে হইতেছে এবং সেই অজ্ঞানতার মূলীভূত যে ভগবদ্ বিস্মৃতি, ইহা আমরা কয়জনই বা শুনিতে ও জানিতে চাহি? শুনিয়া জানিয়াও বা কয়জন সতর্ক হই? এজন্য শ্রীচৈতন্যের বাণী জাগতিক কোন উপায়ে বিশ্বশান্তিরূপ আরোগ্যের সন্ধান করিবার পরামর্শ দেন নাই। অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনই—আমাদের অজ্ঞানতা ও অচেতনতা বিদূরিত করিবার একমাত্র উপায় ও উপেয়। যিনি সমস্ত অচেতনতাকে হরণ করেন, তিনি হরি এবং যিনি সমগ্র চেতন বা চেতনতাকে আকর্ষণ ও কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। সেই হরির, সেই কৃষ্ণের কথা নিজে অনুক্ষণ শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন করিলে পৃথিবীর সমস্ত জীব তাহা শ্রবণ করিতে পারে। ইহাই জীবে দয়া। যখনই ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে এই চেতনতার বিজলী সঞ্চারিত হয়, যখনই গুরু হইতে শিষ্যে, শিষ্য হইতে প্রশিষ্যে অর্থাৎ পরম্পরায় এই চেতনতার মহামন্ত্র বিস্তারিত হইতে থাকে তখনই জীবের মরণ ব্যাপকতা লাভ করে। শ্রীচৈতন্য দেব এইরূপ পারমার্থিক জাতীয়তা গঠন করিয়াছেন। জড়-সর্ব্বস্বতার জাতীয়তা ধ্বংসেরই প্রস্তাবনা মাত্র। পূর্ণচেতনের সেবায় বা অনুশীলনে যে পরম্পরায় ব্যাপ্তি, তাহাই চেতনের জাতীয়তা।

দেশাত্মবোধ প্রভৃতি কথা জড়দেশে প্রযুক্ত হইলে উহা দেহাত্মবোধেরই ন্যায় ধ্বংসের হেতু হয়। যে দেশ এক মুহূর্ত্তের জলপ্লাবনে, ভূমিকম্পে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, যে দেশ হইতে পর মুহূর্ত্তে আমি বা আমরা আমাদের অবস্থান স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা প্রকৃতির নিয়তিহেতু বাধ্য হইয়া পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলি, সেইরূপ দেশাত্মবোধ জড়াত্ম-বোধের বা সসীম অজ্ঞানতারই পরিচায়ক। বৈকুণ্ঠদেশে আত্মবোধ হইলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তখন এই জড়জগতের বা জড়দেশের সামান্য তৃণও আমি নহি, তাহা হইতেও আমি সুনীচ অর্থাৎ আমার স্বরূপ সেই পূর্ণচেতনের অণু অংশমাত্র—ইহা উপলব্ধি হয়। অণু তখন বৃহতের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং সেই আশ্রয়ের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকরূপ অজ্ঞানতা আছে, তাহা বিদূরিত করিয়া থাকে। বৃহতের আশ্রিত হইয়া—বৃহতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চেতনের যে ক্রিয়াশীলতা, তাহারই নাম 'ভক্তি'। জড়ের কর্ষণীয়ত্ব বা ক্রিয়াশীলতা ধ্বংসেরই পতাকাস্বরূপ। কামে, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইলে খুবই তৎপরতা ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু সেইরূপ তৎপরতা অজ্ঞানতা ও অচেতনতারই প্রকাশমাত্র। জড়ের ক্রিয়াশীলতাই 'কাম', আর পূর্ণচেতনের অনুশীলনের জন্য অণুচেতনের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতাই 'প্রেম', সেই প্রেমের বার্ত্তাই—শ্রীচৈতন্যের বাণী।

সভাপতির অভিভাষণ

বক্তৃতার অন্তে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল :—

আমরা এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে যাহা শুনিলাম, তাহা শিক্ষা, চিন্তা ও অনুশীলনের সামগ্রী, ইহা সমালোচনার বিষয় নহে। বক্তা যে সোপান হইতে এই সকল কথা বলিলেন, সেই সোপানে উঠিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এইরূপ উচ্চ অধিকারের অধিকারী নই। তবে যাহা শুনিলাম, তাহাতে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং নূতন আলোক ও প্রেরণা পাইয়াছি। যদি কাহারও এই উচ্চস্তরে পৌঁছিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তিনি এই সকল বিষয় বিচার ও অনুশীলন করিবেন। আমি নিম্ন-হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কিছু বলিতেছি। চৈতন্য-দেবের স্বরূপ বুঝা অত্যন্ত কঠিন। তিনি যে কি বস্তু ছিলেন, কত বড় ছিলেন, জগতের ধর্মপ্রবর্ত্তক নীতিশিক্ষক ও উপদেশকগণের কত উর্দ্ধে তাঁহার স্থান—তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিলে আমরা তাঁহার পথে চলিতাম না। যীশুখৃষ্ট নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রচারকগণও জগতে অনেক নৈতিক শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। মার্টিন লুথার ধর্ম্মের সংস্কার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালী ছিল—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ লিখিবার প্রয়াস করেন নাই। তিনি স্বাভাবিকভাবে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই অপরে গ্রন্থাকারে বা তাঁহার শিক্ষার আকারে প্রচার করিয়াছেন, তিনি একমাত্র তাঁহার ভক্তিজীবন প্রদর্শন করিয়া সকলকে তাঁহার অনুগামী করিয়াছিলেন। তাঁহার আকর্ষণ করিবার একমাত্র বস্তু ছিল—হরিকীর্ত্তন; তিনি তাহাদ্বারাই সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম এই তিনটি প্রদেশকে (শ্রীচৈতন্য পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশও হরিকীর্ত্তনে প্লাবিত করিয়াছিলেন) কেবল হরি-কীর্ত্তনের দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন। এই জয়ে বিন্দুমাত্র রক্তপাত হয় নাই। তাঁহার জিগীষাবৃত্তি ছিল না। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রচারকগণ জিগীষাবৃত্তির পরিচয় দিয়া-ছেন। যদিও শ্রীচৈতন্যদেব সময় সময় নানাপ্রকার মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা জিগীষাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া নহে, কেবল দয়া প্রদর্শনের জন্য, প্রেমের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিকৃতি, তান্ত্রিকধর্ম্মের ব্যভিচার ও বৌদ্ধধর্ম্মের কু-পরিণাম একত্র সম্মিলিত হইয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনকে কিরূপ কলুষিত করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গ-দেশের সামাজিক জীবনকে উন্নত করিবার জন্য একবার আদিশূরের সময়, পরে আর একবার বল্লাল সেনের সময় চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা, পারমার্থিক উন্নতি দূরে থাকুক—সামাজিক জীবনের নৈতিক উন্নতিও কতটা করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ আছে। কেবল কৌলিকতার গর্ব্ব জাতীয় জীবনকে অধিকতর অজ্ঞানা-ন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

জাতীয়তাজ্ঞানের দুইটি মূল উপাদান ধর্ম্ম ও দেশ-জ্ঞান। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন জিনিষের পরিচয় ছিল না। গ্রাম্য-ধর্ম্মই ধর্ম্মের আসন অধিকার করিয়াছিল। ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের গণ্ডিও ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। যে সমাজে জাতীয়-তার মেরুদণ্ডস্বরূপ ধর্ম্ম পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সে সমাজে দেশ-জ্ঞানের গৌরবও অনুভবের বিষয় হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব জাতীয়তার মেরুদণ্ডস্বরূপ ধর্ম্মকে যে সর্ব্বোচ্চশিখরে নূতনরূপে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে Renaissance বা জাতীয় জীবনের পুনর্জ্জন্ম বলে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের ও পরের বঙ্গদেশ এক নূতন বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইল। কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি দর্শন, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—সমস্তদিক্ দিয়াই বঙ্গদেশ এক নূতনরূপ ধারণ করিল। দুঃখের বিষয় প্রকৃত ইতিহাস পাঠের অভাবে আমরা তাঁহার কথা জানি না, তাঁহার বাণীতে আকৃষ্ট হইতে পারি নাই। তাঁহার কথায় আকৃষ্ট না হইলেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়কে তিনি কোন না কোন ভাবে স্পর্শ করিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালীজাতি আজ শ্রীচৈতন্যের পরিচয়ে পরিচিত হইয়া গৌরব অনুভব করেন। আমরা আমাদিগকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিই। কিন্তু 'হিন্দু' বলিয়া কোন ধর্ম্ম নাই। আমাদিগের ধর্ম্মের 'হিন্দু'

নামকরণ করিয়াছে—বিধর্মী ও বিজাতীয় ব্যক্তিগণ। ব্রহ্মণ্যধর্ম বলিয়া যাহা বলি, তন্মধ্যেও দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে মাত্র ছয়জন (শতকরা ছয়জন) ব্রাহ্মণ আছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশকে এবংবিধ একজাতিতে গঠন করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যদেব।

আমি নিম্নস্তর হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম। বক্তা উচ্চস্তরের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমাদের হৃদয়ে আজ একটা নূতন ভাবের প্রেরণা পাইয়াছি এবং তাহাতে অনেক কিছু শিক্ষা করিয়াছি এবং আনন্দিত ও তৃপ্ত হইয়াছি। আমি সকলের পক্ষ হইতে গৌড়ীয়মঠের বক্তাকে এই জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সভাপতির প্রত্যভিভাষণের পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মঃ মঃ শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু সভাপতিকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে—'যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন'—শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া হরি-সেবারূপ মূল বিষয়ের অনুশীলনে আনুষঙ্গিক সকল মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রদর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে বিভিন্নলোক তাঁহাদের বিভিন্ন অধিকার ও সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে যে যে রূপে দর্শন করেন, তাহা আংশিক ও অসম্পূর্ণ সত্য বটে; কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের একান্ত আশ্রিত, শ্রীচৈতন্যই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের নিকট হইতেই শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ ও তাঁহার করুণার কথা সম্পূর্ণ-ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব নশ্বর জাতীয়তা গঠন করেন নাই বা অনিত্য ধর্ম্মের কোন প্রচার বলেন নাই:— একমাত্র অদ্বিতীয় পারমার্থিক জাতীয়তা ও নিখিল চেতনের নিত্য ধর্ম্মই তিনি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

উপস্থিত জনসাধারণ

সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল:—রাওপাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাক্ত, বেদান্ত-ভূষণ, ভুবনমঙ্গল; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এল; ভূতবিহার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সেন গুপ্ত এম্-এ, স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার কারকরমা এম্-এ; কলিকাতা করপোরেশনের ম্যাসেঞ্জর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্-এ; বার-এট-ল'এর সহকারী উকিল শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্-এ, বি-এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রমোহন ঘোষ, এম্-এ, বি-এল প্রভৃতি।

নির্য্যাণ

গত ২৪শে বৈশাখ ১৩৪২ মঙ্গলবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বর্ত্তমান্ সেবক শ্রীযুক্ত বিহারীদাস ব্রজবাসীজী ব্রহ্মত্বঃ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার গৃহ সূর্য্যকুণ্ডের নিকটে অবস্থিত ছিল এবং ইনি গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে স্কন্ধে করিয়া ভক্তিভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট লইয়া আসিতেন ও নানাস্থানে লইয়া যাইতেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকটলীলার পরও তিনি বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহামহোৎসব প্রতিবৎসরই বিশেষ যত্নের সহিত সম্পাদন করিতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের প্রতি ব্রজবাসীজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। গত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সময় ব্রজবাসীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিক্রমাসঙ্ঘের জন্য ঘর করিয়াছিলেন। ব্রজবাসীজী অতি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং তিনি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সেবাস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া ব্রজধাম লাভ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাবনায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা ও ফরিদপুরের নানাস্থানে প্রচার-কার্য্য সমাপন করিয়া গত ২৩শে মে পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া সাধুপল্লে উপস্থিত হন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় স্থানীয় হাইস্কুলে একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু দাস বি, এ হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও টেপাখোলানিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে বাদ্যপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হন। প্রথমে সভাপতি মহাশয় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের গুণকীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৭শে মে সোমবার স্বামীজী শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৮শে মে নাকালিয়া গ্রাম হইতে নৌকাযোগে বেলা ১টায় বেড়া নামক বন্দরে উপস্থিত হইয়া বনমালী মহেশ্বরকুমার সাহা মহাশয়ের গদীতে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

২৯শে মে উক্ত বেড়া বন্দরস্থ হরিসভায় স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্ম্মসভা আহূত হয়। তাহাতে স্বামীজী 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। পরদিবসও উক্ত বেড়াগ্রামে একটি সভা হয়। স্বামীজী তাহাতে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ব্রহ্মচারী পতিতপাবন ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন।

৩১শে মে স্বামীজী প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় বেড়াবন্দর হইতে রওনা হইয়া বেলা ১ ঘটিকায় হাটুরিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে উপস্থিত হন।

মধ্যপ্রদেশে—গত ২রা মে রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ সাগরের ম্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ কমিশনার মিঃ এস্ ঘালন্, অবসর-প্রাপ্ত জজ আর এন্ ত্রিবেদী ও উকীল শ্রীযুক্ত বি এন্ শ্রীবাস্তব মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী অতঃপর সাগর হইতে কাটনী যাত্রা করেন। ২৮শে মে মঙ্গলবার কাটনীতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি, এন্ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর কাটনী হইতে স্বামীজী সম্বলপুর যাত্রা করেন। তথায় অদ্য (৮ই জুন শনিবার) এবং আগামী ১ই জুন রবিবার স্থানীয় মহানদীর ঘাটে ও ভিক্টোরিয়া হিউইট্ হলে 'মহাপ্রভুর শিক্ষা ও গীতার কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবার কথা।

কোলাঘাটে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় মঠসেবকসহ গত ৩রা জুন সোমবার কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া (পোঃ মাহু)-প্রসাদপ্রামে উপস্থিত হন। তথায় কএকদিন প্রচারকার্য্য করিয়া স্বামীজী মেদিনীপুর জেলায় খাকুই (পোঃ কোলাঘাট) গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন।

খুলনায়—গত ৩রা জুন সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত খুলনা সহরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের গদীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীরাধাদামোদর দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতময় উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অনেক ভক্ত এই পাঠকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে—গত ২০শে মে দিল্লীগৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারী সহ দিল্লীসহরের অন্তর্গত করোলবাগনিবাসী ডাঃ এ, সি, গুপ্ত এল্-এম্-এস্ মহাশয়ের ভবনে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পাটনায়—পাটনা-গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাসপূর্ণিমা গত ২৮শে মে সন্ধ্যায় গর্দ্দানীবাগস্থ শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এবং ৩১শে মে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময়কুমার নিয়োগী মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ১লা জুন তারিখে ব্রহ্মচারীজী মিঠাপুকুর মিল্ মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসাদ বর্ম্মণ মহাশয়ের গৃহে হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীচৈতন্যের বাণী

['গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের এই বক্তৃতাটি গত ৯ই জুন রাত্রি ৮ ঘটিকায় ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস্, কলিকাতা ১নং গার্ষ্টিন্ প্লেস্ কেন্দ্র হইতে বেতার-যোগে সর্ব্বত্র প্রচারিত (Broadcast) হইয়াছিল।]

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে।
শ্রীবার্ষভানবীদেবী দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥

আমাদের আজ বক্তব্য বিষয়—'শ্রীচৈতন্যের বাণী'। শব্দ-বিজ্ঞান বিশ্বের নরনারীর কর্ণের সহিত বাণীর যে যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রেছে, তা'তে আমরা শ্রীচৈতন্য-বাণীর পসরা মাথায় নিয়ে বিশ্বদরবারের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পেরেছি। বাণী-মন্দিরের দ্বার আজ সমগ্র বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত। এই মুহূর্ত্তে বাণীর মধ্য দিয়েই বিশ্বমানবের চেতনের সঙ্গে আমাদের মিলন হ'য়েছে—বপুর মধ্য দিয়ে নয়। আমরা পরস্পরকে দেখ্‌ছি কাণ দিয়ে—চোখ দিয়ে নয়।

শ্রীচৈতন্যের বাণীও তাই ব'লেছেন। যে পুরুষোত্তম বস্তু তাঁর স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সব জীবের ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক হ'তে পারেন, তাঁ'কে আগে চোখ্ দিয়ে দেখ্‌তে যে'য়োনা, তা'তে এক দেখ্‌তে আর এক দেখে ফেল্‌বে। অতিমর্ত্যবাণী যখন কাণের ভেতর দিয়ে চেতনের মরমে পৌঁছ'বে, তখন কাণ যে দিব্যচোখ ফুটিয়ে দেবে, সেই চোখ্ দিয়ে দেখ্‌লে দেখা সব ঠিক হ'বে। আজ আমরা এটা প্রত্যক্ষই অনুভব ক'রছি যে, শব্দের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হ'তে পারে। যাঁ'কে কখনও দেখি নাই, আর যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের ধরা ছোঁয়ার অনেক উপরে, তাঁ'র সন্ধান দিতে পারে একমাত্র শব্দ।

বৈজ্ঞানিকগণ এই যুগকে 'যান্ত্রিক যুগ', আর দার্শনিকগণ এই যুগকে 'তর্কের যুগ' ব'লেছেন। তর্কের প্রতিশব্দ—'কলি'। তাই পৌরাণিকগণ এই যুগের নামকরণ ক'রেছেন—'কলিযুগ'। এই যুগের যতই দোষ ও গুণ থাকুক, সবচেয়ে বড় গুণ হ'চ্ছে,—এ যুগে শব্দশক্তির সর্ব্বোচ্চ মহিমা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। রেডিও প্রভৃতি যন্ত্র শব্দ বা বাণীর বাহন হ'য়ে বিশ্বমানবের বিস্ময়োৎপাদন ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

সমগ্র জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্য কি বাণী প্রচার ক'রেছেন? শ্রীচৈতন্যের নিজের ভাষায় ঐ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হ'লে বল্‌তে হয়—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিই একমাত্র কীর্ত্তনীয়, আর বিশ্বের যাবতীয় চেতন ও অচেতন উপকরণ—সকলই সেই কীর্ত্তনের বাহন,—ইহারই নাম—'ভক্তি-বিজ্ঞান'। জড়-বিজ্ঞান ভক্তি-বিজ্ঞানেরই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব। যে জড়বিজ্ঞানের একটার বিভূতি প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বমানবের মহাচমৎকারিতা উৎপাদন ক'র্‌ছে, তা' অখণ্ড চিদ্‌বিজ্ঞানেরই অতি অস্পষ্ট ও বিকৃত ছায়া। এই ছায়ার মায়ায় সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ। এই মোহ হ'তে জাগরণের বাণী এবং জাগরণের পরে প্রেমের যোগসূত্র আবিষ্কারের বাণীই 'শ্রীচৈতন্যের বাণী'। এই প্রেমের যোগসূত্রও হ'চ্ছে—হরিকীর্ত্তন। হরিকীর্ত্তন বল্‌তে আমাদের কাণের যা' রুচিকর, তা' নয়,—যা' হরির কাণে সুখদায়ক, হরির প্রীতিবর্দ্ধক, তা'রই নাম—'হরিকীর্ত্তন'। উপনিষদ্ যাকে 'প্রেয়ঃ' ব'লেছেন, তা' আমাদের কাণে বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিকট বড়ই মধুর ও আরাম-দায়ক, কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলজনক; আর উপনিষদের পরিভাষায় যা' 'শ্রেয়ঃ', তা' আমাদের কাণে বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিকট আপাত অরুচিকর ও তিক্ত বোধ হ'লেও পরিণামে কল্যাণদায়ক।

শ্রীচৈতন্যের বাণীই সেই শ্রেয়ের বাণী, শ্রেয়ঃ হ'তেও শ্রেয়ঃ—জীবের চরম শ্রেয়ের বাণী। এই চরম শ্রেয়ঃই—'কৃষ্ণপ্রেম'। কৃষ্ণপ্রেমে নিজের ইন্দ্রিয়সুখকামনা বিন্দুমাত্রও নাই—কৃষ্ণপ্রেমে আত্মভোগ বা ত্যাগের কোন অভিসন্ধি নাই। শ্রীচৈতন্যের নিজের ভাষায় তা' এই—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আমি নিজের ভোগের জন্য ধন, জন, সুকবী কামিনী, কবিতা—এমন কি, জগতের ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় যে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তা' কিছুই চাই না। হে জগদীশ, আমি চাই তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। তোমায় যেন-আমা সুখ পা'তে হয়, আমাকে তা'রই ইঙ্গন ক'রে নেও- তোমার সুখেই আমার সুখ হ'ক। তোমায় সেবা ক'র্‌তে গিয়ে যদি জগতের দৃষ্টিতে অসংখ্য দুঃখ এবং অসুবিধা ও আমাকে বরণ ক'র্‌তে হয়, তা'তেই আমার সুখ। সর্ব্বক্ষণ সকল ইন্দ্রিয়ে তোমার সুখের অনুসন্ধান ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব নেই, আমার আত্মসুখকে যেন আমি তোমার সুখ ব'লে মনে ক'রে আত্মবঞ্চনা না করি;—ঐ প্রকার মনে করার নাম কৃষ্ণ বা কপটতা। জীবের চেতনে যখন এই রকম অকপট ও অকৃত্রিম ভাবের উদয় হয়, তখনই তা'কে বলে—'প্রেম'।

অনেকে বাহ্য বৈরাগ্য বা ত্যাগকে খুব বড় মনে করেন। অত্যন্ত শ্রান্তির পর বিশ্রাম বা নিবৃত্তির ইচ্ছাই হ'চ্ছে বিরাগ। কর্ম্মের ক্লান্তির পরে বিরাগের পিপাসা আছে; কিন্তু সেবানন্দে বা প্রেমানন্দে নিবৃত্তির অভিলাষ নাই। 'প্রেম' জিনিষটি একঘেয়ে বা ক্লান্তিজনক নয়,—কামে সে-সকল দোষ আছে। জীবের নিকট ত্যাগের যাথার্থ্য আছে; কিন্তু প্রেম জিনিষটি স্বতন্ত্র, তা' এ'জগতের যাথার্থ্যের জিনিষ নয়।

আত্মবিদ্যো যদি হরিভক্তিস্তত্ঃ কিম্।
নাত্মবিদ্যো যদি হরিভক্তিস্তত্ঃ কিম্।
অন্তর্জ্জিতির্যদি হরিভক্তিস্তত্ঃ কিম্।
নান্তর্জ্জিতির্যদি হরিভক্তিস্তত্ঃ কিম্।

শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রেমের পূর্ণতম বিষয়। তাঁ'তে সকল রসের সমন্বয় আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রকম মুখ্যরস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক—এই সাত প্রকার গৌণরস একাধারে সমন্বিত কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, একমাত্র কৃষ্ণে ছাড়া। শ্রীচৈতন্যদেব একথা বিশেষ বিশ্লেষণ ক'রে জগতে জানিয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সে-সকল কথা বলা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর বা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঈশ্বরবাচক বিভিন্ন নামসমূহ বিশেষণ-জাতীয় অর্থাৎ গুণবাচক শব্দ; কিন্তু কৃষ্ণনাম বিশেষণ মাত্র নয়,—তিনি বিশেষ্য। তাঁ'র পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি পূর্ণতম ব্যক্তি। তিনি শক্তিমান্—নিঃশক্তিক ন'ন, বা কেবল শক্তিজাতীয় ন'ন। 'কৃষ্ণ' ব'ল্‌তে আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাত্রা-থিয়েটারে, ছায়াচিত্রে, পটিপত্রে, কাব্যে-সাহিত্যে, সাধারণ লোকের মুখে শু'নে যে সব ধারণা ক'রে রেখেছি, কৃষ্ণ সেই ধারণা হ'তে অনেক উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে। এ জগতে তাঁ'র ধারণা নাই। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, কল্পক কৃষ্ণ, আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, অলৌকিক কৃষ্ণ, কর্ম্মবীর কৃষ্ণ, প্রাকৃত দুর্নীতিপরায়ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ নয়, এরূপ কৃষ্ণকে 'অধোক্ষজ' বলা হয়; কেননা তাঁ'তে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্বধর্ম্ম আছে। তিনি জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নিয়ামক, ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে তিনি নিজে initiative নিয়ে স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মে পরিচালনা ক'রে নিয়ন্ত্রণ ক'র্‌তে পারেন। তাঁ'কে 'অপ্রাকৃত' বলা হয়; কেন না তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত; প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ দূরে থাকুক, তিনি অপরোক্ষ জ্ঞানেরও অতীত অধোক্ষজ বস্তু। আবার অধোক্ষজতত্ত্ব হ'তেও তিনি আরও উন্নত। তিনি লীলা-পুরুষোত্তম, তিনি স্বরাট্, তিনি অপ্রাকৃত, তিনি নন্দথ-মন্মথ নবীনমদন, অধোজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। রাজনৈতিক পরিভাষায় ব'ল্‌তে গেলে তিনি Despot—Transcendental Despot—তিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়। তিনি সমগ্র অপ্রাকৃত কাব্য ও সাহিত্যের অধিষ্ঠান অদ্বয়োর্দ্ধ নায়ক। জগতের কাব্য ও সাহিত্য—তাঁ'র পদনখচ্ছটায় যে কাব্য আছে, তা'রই অতি ক্ষুদ্র, অস্ফুট, বিকৃত ছায়া।

এই কৃষ্ণের সঙ্গে নিখিল চেতনের নিত্য সম্বন্ধ আছে। এই কৃষ্ণের প্রতি চেতনের স্বাভাবিক অনুরাগই—ভক্তি, সেই ভক্তিই পরিণতাবস্থায়—প্রেম। ইহাই প্রত্যেক চেতনের প্রয়োজন; সুতরাং কৃষ্ণের কথা বা চৈতন্যের বাণী যে কেবল বাঙ্গালাদেশের কতকগুলি সাম্প্রদায়িক লোকের জন্য বা শুধু ভারতের জন্য, তা' নয়—নাস্তিকের এতে প্রয়োজন নাই, অন্তর্দ্বাবলম্বীর এতে আবশ্যকতা নাই, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা আধুনিকতাবাদিগণের এ সকল কথা কোন প্রয়োজনে আসবে না, তা' নয়। বিশ্বের প্রত্যেকেরই যে নিত্যস্বরূপ আছে, তাঁ'দের যে নিত্য আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁ'র মধ্যে এই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির সেবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা নিহিত র'য়েছে। কিন্তু

বর্ত্তমানে আমরা মায়ার উপাধিতে আচ্ছন্ন ব'লে 'অনর্থ'কে 'অর্থ' ও প্রকৃত অর্থ বা প্রয়োজনকে 'অনর্থ' মনে ক'র্‌ছি।

আত্মবেধ এই ব্যাপক ও সাক্রামক আত্মবিস্মৃতি—এই অচৈতন্য-সর্ব্বস্বতা হ'তে জাগরণের মহামন্ত্র-সঞ্জীবনী-সুধা কাণে ঢেলে দিবার জন্য এই বাঙ্গালাদেশে ৪৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে অপ্রাকৃতপ্রেম মূর্ত্ত হ'য়ে এসেছিলেন পরার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে। তাঁর সেই বাণী ও শিক্ষা কালের কুটিলগতিতে কিছুদিন পরে বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। লোকে সেই বিকৃত ভাবকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতীক মনে ক'রে তা'র সহিত নৈতিকতা, নীচতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার উপরে খড়্গহস্ত নিক্ষেপ ক'র্‌ছিল। নেড়ানেড়ী ও বাউলের ব্যভিচার, কপটভাবকেলির তাণ্ডব, রসকলি ও অর্কফলার প্রদর্শনীকে 'চৈতন্যের ধর্ম্ম' ব'লে ভুল ক'রছিল। এদিকে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির ভনিতা সংযোগ ক'রে অনেক সহজিয়ার গান, ব্যবসাদার কীর্ত্তনীয়ার মুখে রাইকানুর কীর্ত্তনের অভিনয় হাটে বাজারে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের বাণী সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন ক'রেছিল—কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ উদরভরণের যন্ত্র হ'য়ে প'ড়েছিল। এমন সময় বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমির সন্নিকটে অবতীর্ণ হ'লেন—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যিনি শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্তির স্রোতঃ জগতে পুনরায় প্রবাহিত ক'রলেন। যাঁর মূলমন্ত্র ছিল আচার ও প্রচারের এক-তৎপরতা, মনে ও মুখে সর্ব্বপ্রকার কপটতা পরিহার। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে শতাধিক গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন। এই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পুনরুদ্ধার ক'রে বিশ্বনরবাসের সম্মুখে প্রচার-কার্য্যে যে মঙ্গল উদ্বোধন ক'রে গেছেন, তা'রই পূর্ণবিকাশ যিনি ক'রেছেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর—তিনিই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্য ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ। ইনি ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের কেন্দ্র এবং ভারতের বাহিরেও ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে প্রচারক প্রেরণ ক'রে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার ক'রছেন। দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপন, বিশ্ববৈষ্ণবসাহিত্য প্রচার, নানাভাষায় পারমার্থিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ, পারমার্থিক শিক্ষা-মন্দির সংস্থাপন, অনুকূল ভগবদ্বিষয়ের আলোচনা ও সানুষঙ্গে অনুশীলনের সুযোগদানের জন্য মঠাদিভবনসমূহ প্রতিষ্ঠা, পারমার্থিক স্বাস্থ্যভবনসমূহ বিস্তার, সৎশিক্ষাপ্রবর্ত্তনী উদ্বোধন প্রভৃতি বহু প্রকারে বিশ্বমানবের প্রতি চিরস্থায়ী উপকারের ব্রত আচার্য্যের নিয়ামকত্বে গৌড়ীয়মঠ বরণ ক'রেছেন। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে—দেশ, কাল, পাত্র নির্ব্বিশেষে অভিমর্ত্য শব্দবিজ্ঞানের সাহায্যে এই চিকিৎসা-প্রণালী বিশ্বমানবের যাবতীয় ব্যাধির বীজ চিরতরে বিনাশ ক'রছে।

অনেকের ধারণা,—বিজ্ঞানের অবদানসমূহ কেবল ভোগের ইন্ধন ও অবিদ্যে হিংসা ও বাহ্যধর্ম্মময়ী কৃত্রলীলার উপায়ন। 'কৃত্রলীলা' ব'লতে আমরা জাতি বা সমাজের ধ্বংস উদ্দেশ ক'র্‌ছি। তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহ তা'দের জাগতিক ভিত্তি অভিন্নতা হ'তে বৈজ্ঞানিক সম্ভারগুলির প্রতি রোষোদ্গার ক'রে কখনও ত্যাগ, কখনও বা কপটতার সঙ্গে ভোগের চেষ্টা ক'র্‌ছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদানকে শ্রীচৈতন্যের বাণীর বাহনরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন। তাই আজ 'রেডিও'কে আমরা বিজাতীয় বা বিলাসের উপকরণ না ক'রে চৈতন্যবাণীর বাহন ক'র্‌তে পেরেছি। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, এ্যারোপ্লেন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি যতকিছু আধুনিক বা পৌরাণিক বৈজ্ঞানিক অবদান, সেই সকল যে, কেবল ভোগবাসনের জন্য সর্ব্বস্ব সংরক্ষিত ক'র্‌বে, তা' নয়; সে সকল চেতনবাণীর উপকরণ হ'লেই বৈজ্ঞানিক জগৎ ও যান্ত্রিক-সভ্যতা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্ব্বজনীন উপকার অর্জ্জন ক'র্‌তে পারবে; নতুবা বিলাস বা ভোগ, কিংবা ত্যাগ বা প্রচ্ছন্ন ভোগ চরম পরিণামে বিশ্বমানবকে ধ্বংসের যূপকাষ্ঠে টেনে আনবে, না হয় বৈজ্ঞানিক উপায়নগুলিকে নিরর্থক ক'রে রেখে। গত মহাসমর, মহাসমরের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অস্ত্রনিরোধ বৈঠকের কৃত্রিম প্রস্তাবসমূহ কি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে নাই ও ক'র্‌ছে না?

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূল কথা শব্দ-বিজ্ঞান-প্রচার। যান্ত্রিক সভ্যতার কল্যাণে যতপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তা'র মধ্যে 'রেডিও'ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চকণ্ঠে লোকে আকুল দিয়ে শব্দশক্তির মহিমা প্রচার ক'র্‌ছে; কিন্তু প্রকৃতির

অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞানের পদবিন্যাস এক অতিমর্ত্য অভিনব ব্যাপার। ভূতীয়ানের বাক্য অতিক্রম ক'রে তুরীয়ের অতীত প্রদেশে পঞ্চমের বেণুধ্বনি শুনতে হ'লে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের উপাসনা ক'রতে হ'বে। শব্দব্রহ্ম এবপতে অবতীর্ণ হন, পরব্যোম হ'তে প্রকৃতির যোগে এদেও প্রকৃতির অস্পৃষ্টভাবে নিজের স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। পঞ্চমের বেণুগীতে যাঁর জীবন পরিপূর্ণ হ'য়েছে, তিনিই বিশ্বমানবের কর্ণে এই শব্দাবতারকে সঞ্চার ও বিস্তার ক'রতে পারেন। যদি সেই মহাপুরুষের বাণী ও আমাদের কাণের মাঝপথে কোন Non-Conductor এর যবনিকা না থাকে, তা' হ'লেই সেই উদ্গান আমাদের জীবনকে মধুময় ক'রে দিতে পারে। এই শব্দবিজ্ঞানই প্রকৃত বিশ্বশান্তি, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমঙ্গল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপ্রয়োজনের মূল প্রস্রবণ। মহাপুরুষের নিকট হ'তে শব্দশক্তি সঞ্চারিত হ'য়ে জীবনপথের যাত্রী হ'লেই জীবনের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে—ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী।

ভোগবাদ ও ভক্তি

শ্রীমদ্ভাগবত নানাস্থানে ভগবদ্বস্তুর স্বরূপবর্ণনে মুখ্য বিচারমুখে যে "অধোক্ষজ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই শব্দটির সম্যক্ বিশ্লেষণ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদের সন্দর্ভে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা এই প্রধান লক্ষিতব্য বিষয়টির কৃপা লাভ করেন নাই, তাঁহারা স্বীয় অনর্থময় ভোগপরতায় ন্যূনাধিক আবদ্ধ আছেন।

যাঁহাদের সুনির্ম্মল আত্মা ভক্তিবিরোধী জড়লাভের-মতবাদপূর্ণ বিচারের প্রণালীতে ন্যূনাধিক কলুষিত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পরম নির্ম্মল চরিত্র আলোচনা করিবার যতই না কেন প্রয়াস করুন, হঠাৎ ঈশানকোণের ঝঞ্ঝাঘাতে তাঁহাদের হৃদয়ের সুকোমল সেবা-প্রবৃত্তি চিরতরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবে—ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। ভোগপরতাই যাঁহাদের মূল্য মূল, তাঁহারা ত্যাগপরতাকে প্রতিপক্ষ জ্ঞানে ভোগোদ্দিষ্ট ব্যাপারকে 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন। এজন্যই পরমকরুণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে ভক্তি-সংজ্ঞা শিক্ষা দিবার কালে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনময়ী আত্মবৃত্তিকে 'উত্তমা ভক্তি' বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীরূপের অনুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যেন্দ্র আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সুলেখনী হইতে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ-সমূহের যে সুগভীর তাৎপর্য্য অবগত হই, তাহা পরিণামে ন্যূনাধিক ভোগপরতার একান্ত আদরের বিষয় হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দার্দ্দার বুদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীধামমায়াপুর-নিবাসী জনৈক বিদ্যার্থী গোপীজনের কথা বুদ্ধিতে প্রয়াস করিয়াছিল। তৎকালে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপুল ক্রোধলীলা নানা সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পরকালের উন্নতির ব্যাঘাত-স্তম্ভ হইয়াছিল। এই বিদ্যার্থীর অপরাধের মাত্রা অতি অল্প—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের অধিকারভেদের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সর্ব্বোত্তমতা, মধ্যমতা ও কনিষ্ঠতা—এই তিন প্রকার আধিকারিকতা এক নহে। এজন্যই শাস্ত্র ভগবদ্বিগ্রহাদির ও ভগবদ্ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। এই আপাত-কনিষ্ঠাধিকারোচিত উপদেশকেই অন্তিম উপদেশ মনে করিয়া যাঁহারা বুদ্ধির দুষ্টকারিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিচারদৌর্ব্বল্যের ক্ষয় সাধন করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ ভজনের বাধার বিরুদ্ধে উপদেশকের অতিমর্ত্যত্বভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণ অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় তাহাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-দ্বারা বিচার করিলে বিদ্যার্থীর অপরাধের মাত্রা অল্প বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। এইরূপ বিচারের অনুকরণকারী অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগপরতাহেতু গোপাল চাপালের অপরাধসীমার পরতমতা লক্ষ্য করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেই তাঁহাদের স্বরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচারে ধরা পড়িয়া যায়। অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিসকল ভগবৎ প্রসঙ্গবিমুখ হইয়া সংসার-সুখে প্রমত্ত হন এবং তাহাতে বিচরণ করাই তাঁহাদের গবেষণার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

গোপাল চাপাল উক্ত বিদ্যার্থী অপেক্ষাও অধিক অপরাধী। বিদ্যার্থী শ্রীগৌরসুন্দরকে আক্রমণ করিতে যায়

নাই; পরন্তু বিদ্যার্থীই শ্রীগৌরসুন্দরকর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গোপাল-চাপাল শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণাধিক ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতকে কায়ভোগপর কুশিয়াসী পাষণ্ড ও নবদ্বীপাধিপ ভক্তিবিরোধী জনগণের সহিত সমভাবুক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য জাতসারেই চেষ্টাপরায়ণ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল অপবিত্র দ্রব্য —যাহা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য শুদ্ধভক্তের স্পর্শমাত্র হইতেও সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিত—সেই সকল দ্রব্য 'হাড়ি' ডাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার কথা বর্ণনা ভগবদ্ভক্তের ভজনে যে একমাত্র আনুষ্ঠানিক ত্রুটা—ইহা জনপ্রিয়তা-ধর্মে আবদ্ধ জনগণের দৃষ্টির বৈষম্য-বিধানকারী।

যাঁহারা নিজে অন্যাভিলাষী বলিয়া অন্যাভিলাষিতার সর্ব্বতোভাবে সহিতকে অনুমোদন করেন না, তাঁহারা অপ্রিয় সত্য গোপন করিয়া প্রিয় বাক্যদ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা হাসনে তৎপর হন। তাঁহারা কোনও দিনই উত্তমা ভক্তি যাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন না। তাই বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, ভক্তিবিরোধিজনগণের শাস্তিবিধান-কল্পে অচিৎ পক্ষ ভাষায় তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা উচিত।

শ্রীকবিরাজগোস্বামী পরমনিপুণ ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপাভাজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল রূপেরই অনুগত। সুতরাং তাঁহার লিপি-নৈপুণ্য-সন্দর্শনে যাঁহাদের যোগ্যতা হয় নাই, তাঁহারাই "হানি"-রোগ-দুষ্ট চক্ষে কাপ্তেনা দেখার ন্যায় মনে করিতে পারেন যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীতে অন্যাভিলাষিতা প্রবেশ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ উহা কবিরাজ গোস্বামীর লেখা নহে।

জড়শক্তিপরিণামবাদী ব্যক্তি চিচ্ছক্তিপরিণামবাদের কথা ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং তিনি শাস্ত্রের মতবাদের কোনপ্রকার অপ্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইতে দেখিলে সেই মতবাদ সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তির দাস্য করিতে সমুৎসুক হইয়া পড়েন।

প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে—শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু ভবানীপূজার দ্রব্যগুলি হাড়ির দ্বারা পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থার সত্যঘটনাটি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপে বর্ণন করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীল কৃষ্ণদাসের জনৈক তৃতীয়শ্রেণীর ভক্ত বলিতে চাহেন যে, ভগবদ্ভক্তের প্রতিকূলা-চরণ করিবার উদ্দেশ্যে অমেধ্য ও অযোগ্য বস্তু সকল অন্যান্য বস্তুর সংযোগে পরিষ্কারের নামে চালাইয়া দিয়া বিষ্ণু সম্বন্ধে ঘৃণাগর্ভ মিশ্রণে পরিণত করিবার যে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা ভক্তশাস্ত্রবিচারপরায়ণগণ করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত সাধারণের চক্ষে অর্থাৎ ভোগপরদৃষ্টিতে তত অধিক দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না; বিষ্ণু বস্তুশক্তিজ্ঞানের প্রধান প্রতিপক্ষরূপ যে অপরাধকে অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই অপরাধটুকুও অন্যাভিলাষীর উত্তমভক্তিবিজ্ঞানে যাহাতে বাধা দিতে না পারে, তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১৭শ অধ্যায়ে গোপালচাপালের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া স্বীয় অহৈতুকী অদীম দয়ারই পরিচয় দিয়াছেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। জনপ্রিয়তা-হানির আতঙ্কে পীড়িত হইয়া যাহাতে অন্য দেবতার ভক্তগণের কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ না হয়, তজ্জন্য সত্যঘটনাকে আবৃত করিবার চেষ্টা কোনওরূপেই ন্যায্য নহে। যদি আচার্য্যপ্রবর শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রভু মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় ভক্তিসদাচারে অনিপুণ জনগণের নিকট হইতে প্রশংসা লাভের আশায় মল্লিক মহাশয়ের অভিনব প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেন, তাহা হইলে আমরা হয়ত মতবাদ ভিন্ন ভবানীপূজার জন্য দ্রব্যগুলি শ্রীবাসের দ্বারে রাখিবার পক্ষপাতী হইতাম এবং শাস্ত্রের-মতবাদ-বিচারপর এক্ষণের দ্বারা ঐপূজা করাইয়া শ্রীবাসের চরণে ন্যূনাধিক অপরাধগ্রস্ত হইতাম। শুদ্ধভক্তিসংরক্ষণের জন্য শ্রীরূপানুগ কবিরাজ-গোস্বামীর যে লিপিনৈপুণ্য, তাহাতে কেন দোষ প্রদর্শন করিতে গেলে আমরা শিহরিয়া উঠি। ভগবদ্ভক্ত নিন্দনের তুল্য অপরাধ আর নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আগামী ২৩শে জুন দার্জ্জিলিং হইতে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

নূতন ভারত সচিব

গত ৭ই জুন (১৯৩৫) তারিখের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, মহামান্য মারকুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড (Marquis of Zetland) G. C. S. I., G. C. I. E. ভারতসচিবপদে বৃত হইয়াছেন। মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর সভাপতি। গত ১৯৩৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে Caxton Hall (ক্যাক্সটন্‌হলে) গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতি ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিমন্ত্রণক্রমে লণ্ডনে গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ উক্ত সমিতির চেয়ারম্যান্ (Chairman)। মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড ভারত-সচিবপদে নিযুক্ত হওয়ায় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী ও ভারতীয় গৌড়ীয়-মিশনের সভ্যবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি বা বাক্য যে কোনও উপায়ে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা করেন, তিনিই পারমার্থিকমাত্রের বিশেষ ধন্যবাদার্হ—এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিশেষতঃ লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রাক্‌কাল হইতে মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

লর্ডজেট্‌ল্যাণ্ড ও লণ্ডনগৌড়ীয়-মিশন

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ তাঁহার "Firstyear in England" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"We had several very earnest and important discussions with His Lordship who had from the very beginning of our activities in London encouraged and helped us in all possible ways. His Lordship has presided over several of our lectures and has very kindly become the President of the Society we have recently started in England with its headquarter in London. His Lordship has also taken, very kindly a good deal of trouble in going through the manuscript of my "Lectores" and has kindly consented to write a 'Foreword' to it. We have received many letters from His Lordship and in most of those letters he assured me of his perpetual sympathy, in such encouraging words as "I need hardly assure you, that you have my continual good wishes for your work in this country."

লর্ডজেট্‌ল্যাণ্ডের আচার্য্য-সম্মান ও সৌজন্য

আচার্য্যের ষষ্টিপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে গত বৎসর (১৩৩৪ সন) ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে যে বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড সেই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বলিতে কি, ষষ্টিপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথির বিশেষ উৎসব ও সাধারণ অধিবেশন কোন বিশেষ অনিবার্য্য কারণে সে বৎসর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। লণ্ডনে সেই আচার্য্যপ্রকট-তিথির বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মহামান্য লর্ডজেট্‌ল্যাণ্ড সেই সভায় আচার্য্যের অবদান ও মহিমার কথা শ্রবণ ও আচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহার অভিভাষণও বিশেষ আদরের বস্তু হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে ১৯৩৫, ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের রয়টারের সংবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

"The 60th. anniversary of the birth of the President of the Gaudiya Math, Calcutta, was celebrated at a reception at Grosvenor House, given by Bhaktibridoy Bon and members of his Mission in London.

The Marquess of Zetland, offering the Misson his best wishes, commented on the fact that India had always been the home of Spiritual movements and expressed the opinion that in times like the present, when the minds of men were distracted by a multiplicity of material considerations, it was a matter for congratulation that, whether from India or any other country, there should still be this great spiritual force.

The Maharaja of Burdwan hoped that the advent of the Mission would result in continued goodwill and good fellowship between India and Britain, of which there was a very great need at present."

ইহার পরে মহামান্য জেট্‌ল্যাণ্ডের উপদেশ ও উৎসাহে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী স্থাপিত ও তথা হইতে গৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা পাশ্চাত্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়েছে। সেই সমিতি তাঁহারই সভাপতিত্বে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সভায় অধিবেশন, আলোচনা, বক্তৃতা ও গ্রন্থাদি প্রচার করিতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এবং মহামান্য মার্কুইস্ অফ্ জেট্‌ল্যাণ্ড

মহামান্য মার্ক্ত জেট্‌ল্যাণ্ড্ যে সময় বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন (Lord Ronaldshay), সে সময়েও ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রে তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মের তথা জানিবার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রচলিত প্রতিষ্ঠানসমূহে গমন করিতেন। কিন্তু লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ উপস্থিত হইলে তিনি আরও অধিকতর আগ্রহান্বিত; আগ্রহ ও অবকাশের সহিত ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞান--

বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার যথেষ্ট আদর করিয়াছিলেন।

মহামান্য লর্ড লেট্‌ল্যাণ্ড্ একজন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। শুনা যায়, একসময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সাধারণ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণপুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে যে ছাত্র প্রবেশিকা-পরীক্ষায় মোটের উপর শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, তিনি সেই কৃতী ছাত্রকে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতিরূপে প্রতিবৎসর স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান করিবেন, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয়, এইরূপ সময়বিশেষে এক সুযোগ্যব্যক্তি ভারতসচিবপদে নিযুক্ত হইলেন। আমরা আশা করি, তাঁহার ন্যায় যোগ্যতম ব্যক্তির অধিকতর সহানুভূতি ও আনুকূল্যে ভারতে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর বহুল বিস্তার হইবে। তাঁহার এই পদপ্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীমদ্ বন মহারাজের লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন

গত ৩০শে মে শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বার্লিন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় হইতে যাত্রা করিয়া ৩১শে মে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সোসাইটীর বাৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্যই তিনি জার্ম্মাণীতে প্রচারকার্য্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া লণ্ডনে আসিয়াছেন। আবার মাস দুই পরে তিনি বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জার্ম্মাণীতে পুনঃ প্রচারকার্য্য করিবেন।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির

মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। ভিজাগাপত্তম্ জেলার অন্তর্গত জে-পুরের (Jeypore—Vizag) শ্রীশ্রীল রাজা বিক্রম দেব বর্ম্মণ ডি-লিট্ হরিজনাশ্রম বাহাদুরের আনুকূল্যে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিয়ামকত্বে শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রীধর মহারাজ উক্ত নব-নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মন্দিরটি দেখিতে ঠিক কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দিরের ন্যায় এবং সেইরূপই উচ্চ। এই শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে, আশা করা যায়।

রাজসম্মান

মহামান্য ভারতসম্রাটের জন্মদিনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পৃষ্ঠপোষক ও আনুকূল্যকারী যে সকল ব্যক্তি মহামান্য সম্রাটের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রীল বীরবিক্রমকিশোর দেব বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্, আই।

২। মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের সম্পূর্ণ আনুকূল্যকারী মহারাজ শ্রীশ্রীল রাজা বিক্রম দেব বর্ম্মণ্ বাহাদুর ডি-লিট্ হরিজনাশ্রম।

৩। লক্ষ্ণৌর অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ রায়।

৪। রাইগঞ্জ (পোঃ সাকরাইল, জেলা হাওড়া) অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল।

গৌড়ীয় মিশনের সভাপতির মহামান্য ভারতসচিবের প্রতি তার

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সমিতির সভাপতি ডি মার্কুইস্ অব্ লেট্‌ল্যাণ্ড মহামান্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক 'ভারতসচিব' পদে নিযুক্ত হওয়ায় গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতি-সূত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর একটি কেব্‌ল-গ্রাম (Cablegram) ও বিমানডাকে গত ১২ই জুন তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন :—

My Lord Marquess,

It is with feelings of great joy that I, on behalf of the members of the Gaudiya Mission in India, do hail this opportunity of conveying our hearty and most respectful congratulations to Your Lordship for kindly accepting a prominent position in the British Cabinet as the "Secretary of State for India." Being purely and thoroughly religious people, although we are not much Conversant and very keenly concerned with

political issues, we may make bold to state this much that Your Lordship is perhaps the only person in the whole of Great Britain who enjoys the most unflinching confidence of the vast people of this country and who can most ably guide their destinies in this critical moment and we are sure many of their legitimate aspirations will be fulfilled so as to tighten more closely the silken tie of friendship and goodwill between the British and the Indians.

So far as we are concerned, Your Lordship being the most distinguished patron and President of our London Gaudiya Mission Society, it is a proud occasion of great importance and honour to us to express our most heart-felt felicitations for the significant appointment. May the Supreme Lord, grant Your Lordship a long life and glorious succes in Your Lordship's mission and may He bestow His choicest blessings on Your Lordship.

With the kindest regards to Your Lordship,
I am, in the service of the Supreme Lord,
(Sd) Sri Bhakti Siddhanta Saraswaty.

প্রত্নবিদ্যাবিশারদের সন্দর্ভ

প্রত্নবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ, ভক্তি-শাস্ত্রী দুই বৎসর কাল যাবৎ গবেষণা করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লিখিতেছিলেন, গত এই জুন তারিখে তিনি উক্ত সন্দর্ভ লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণসমীপে পেশ করিয়াছেন।

"জীবে দয়া"

গত ৮ই জুন মাননীয় স্যর যদুনাথ সরকার সি, আই, ই মহাশয় শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা বিষয়ে বলিতে গিয়া "জীবে দয়া" সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত আরও কএকটি বিশেষ বিচার্য্য বিষয় আমাদের প্রণিধানযোগ্য। বদ্ধজীবের দৈহিক বা মানসিক সাময়িক দুঃখের লাঘব করিবার চেষ্টামাত্র মহাপ্রভুর কথিত "জীবে দয়া"র আদর্শ নহে। জীবের সকল দুঃখ ও অভাবের মূল কারণ যে অবিদ্যা বা ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ দুর্নিবারব্যাধি, তাহা বিদূরিত করাই প্রকৃত "জীবে দয়া"।

মনুষ্যজাতি যখন কোন বদ্ধ মানবের কেবল দৈহিক বা মানসিক উপকারকেই একমাত্র পরাধিষ্ঠা বলিয়া বিচার করে, তখন তাহাতে প্রচ্ছন্ন অপরার্দ্ধাবস্তা অন্তর্নিহিত থাকে। কোন ব্যাধিগ্রস্ত মানবের দৈহিক উপকার করিতে গিয়া ছাগলাদ্য যূষের যে প্রয়োজন হয়, তাহাতে ছাগল জাতির প্রতি নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং তথাকথিত পরার্থিসম্প্রদায় যাহাকে 'জীবে দয়া' বলেন, তাঁহাদেরই বিচারানুসারে এক জীবের প্রতি দয়া করিতে গিয়া আর এক জীবের প্রতি নির্দ্দয় হইতে হয়। এইরূপ "পর মারিয়া স্বত্ব ধনের" নীতি প্রকৃত "জীবে দয়া" পদবাচ্য হইতে পারে না। আবার জৈনধর্ম্মাবলম্বি-গণের কেহ কেহ মানুষের রক্ত দিয়া "ধাটমল মিলাইয়া" ছারপোকার দৈহিক উপকার করিয়া থাকেন। মনুষ্যের প্রতি নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া ইতর জীবের প্রতি এইরূপ দয়া-প্রকাশের উদাহরণও প্রকৃত 'জীবে দয়া' নহে। ইহা ভোগবাদেরই একটা প্রচ্ছন্ন আদর্শ। যাহারা নৈয়ায়িক, তাঁহারা জীবের অবিদ্যানিবৃত্তি ও স্বরূপ উদ্বোধনের আনুকূল্যকেই "জীবে দয়া" বলিয়া জানেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই জন্য "জীবে দয়া"র পূর্ব্বে 'নামে রুচি' বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। অপ্রাকৃত হরিনামে রুচি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই জীবে দয়া অর্থাৎ জীবকে হরিনামোদ্দেশে প্রদান করিয়া তৎপ্রতি প্রকৃত দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন। জীবে দয়ার পরেই 'বৈষ্ণবসেবা' কথাটী শুনিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সেবাবিহীন জীবে দয়া নাস্তিকতা বা অহমিকাপূর্ণ প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ভোগবাদ মাত্র। বৈষ্ণবসেবা-প্রভাবেই নামে রুচি ও অপর জীবের নিকট হরিকীর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তিরূপ দয়ার উদয় হয়। বৈষ্ণবসেবা দ্বারা হরিকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ হয়।

চরিতামৃতের গোপাল চাপাল

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নারায়ণ মল্লিক এম, এ, বি, এল, "The Philosophy of Vaishnava Religion Vol I" পুস্তকের ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার ১৭শ পরিচ্ছেদের যে স্থানে গোপাল চাপালের ভবানীপূজার উপকরণ দ্বারা শ্রীবাস-

ভবনের বহির্ভাগে কলুষিত ভক্তিবার প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গটী গিরীন্দ্রবাবু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। অধ্যাপক মল্লিক মহাশয় ইহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার অনুমানের মূলে কেবলমাত্র জড় শাক্তের মতবাদের প্রতি অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ের বিশেষ সমালোচনা ও শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ "ভোগবাদ ও ভক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে এবং অতঃপর আরও কতিপয় নিবন্ধে অচিরেই বিভিন্ন পারমার্থিক পত্রিকার স্তম্ভে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

গৌরসুন্দরের প্রতি প্রীতি-প্রদর্শনের ছল করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি অনাদর গৌরানুসরণ নহে। গৌরনাগরী-মতবাদে অনেকটা ঐরূপ গৌরভোগ-চেষ্টা বা জড়শাক্তের মতবাদ ও পৌত্তলিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই বিষয়ের বিশেষ সমালোচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

প্রভুপাদ-সমীপে রাজর্ষি শরদিন্দুনারায়ণ

গত ৯ই জুন অপরাহ্ণে রাওলাহের রাজর্ষি কুমার শরদিন্দু নারায়ণ দেবাভূষণ কুলমঙ্গল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনের প্রায় এক ঘারমাডেল্ ভবনে আসিয়াছিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টারও অধিককাল শ্রীল প্রভুপাদ আবেগময়ী ভাষায় যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যথাসময়ে "গৌড়ীয়ে"র স্তম্ভে প্রকাশিত হইবে। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আধুনিক জগতের অনেক সমস্যার বাস্তব ও পূর্ণ সমাধানের বাণী বলিয়াছিলেন। তবে সে সকল কথা বিশেষ স্পষ্টভাবে জগতের কাছে বলিলে জগতের বহির্মুখ লোক কতটা ধারণা করিতে পারিবেন বা সেই পরম মঙ্গল বরণ করিতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না। এজন্য আমরা হয়ত সকল কথা সেইরূপ নির্ভীক স্পষ্টভাষায় বলিতে পারিব না।

রেডিওতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

গত ৯ই জুন কলিকাতার সময়ের আট ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ রেডিও যোগে যে শ্রীচৈতন্যবাণী ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা দার্জ্জিলিঙ্গস্থিত ভক্তবৃন্দ স্পষ্টভাবেই শুনিতে পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী বক্তৃতাটি গোলযোগশূন্য ও সুস্পষ্টভাবেই শ্রুত হইয়াছিল। প্রচারবিস্তারকার। প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর বিজ্ঞপ্তি-কীর্ত্তনটিও সুস্পষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কীর্ত্তনের প্রথম ভাগ সুস্পষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু বায়ুমণ্ডলের সাময়িক বিঘ্ন হেতু শেষাংশ সুস্পষ্ট হয় নাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

"ভাগবতস্পিচ"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'Vagawat Speech' এর একটি পরিশিষ্ট গ্রন্থ রচিত হইতেছে। আশা করা যায়, তাহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

প্রভুপাদপদ্ম-সমীপে সেবকবৃন্দ

গত ১০ই জুন ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীসুপ্রসন্ন দাসাধিকারী এবং কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ হইতে ম: ম: শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও আচার্য্য উপদেশক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম দার্জ্জিলিঙে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও স্যর উড্‌হেড্

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ম: ম: শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু দার্জ্জিলিঙে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অবস্থান করিয়া তাঁহার বাণী-ধারায় সমগ্র দার্জ্জিলিংবাসীর চিত্তকে অভিষিক্ত ও সরস করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি গত ১১ই জুন বেলা প্রায় ১০ঘটিকার সময় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের Executive Councilএর Vice-President ও ভূতপূর্ব্ব এডিটর অনারেব্‌ল স্যর জে, এ, উড্‌হেড্ কে, সি, আই, ই মহাশয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। অনারেব্‌ল স্যর উড্‌হেড্ বিশেষ আগ্রহের সহিত গৌড়ীয়ের প্রচার্য্য বিষয় ও ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে

বিশেষ ব্যগ্রতা ও মনোযোগের সহিত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" এই—শ্লোক ব্যাখ্যা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে গুরুতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম, ভাগবত-পরমহংস-জীবন, হরিনাম ও প্রেম সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। গোস্বামীজীর সহিত ইতঃপূর্ব্বেও তত্ত্ব উদ্দেশ্যের আলাপ ছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত বন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট ও তত্ত্ব উদ্দেশ্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেক কথা অনেকবারই শ্রবণ করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএ শ্রোতৃবৃন্দ

গত ১১ই জুন বেলা ৯ঘটিকার সময় মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি,এল মহাশয়ের সহপাঠী কুচবিহার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সেন গুপ্ত এম, এ ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের পণ্ডিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার কারফরমা এম, এ আয়ুর্ব্বেদ ভবনে আগমন করিয়া কিছুকাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে বলিয়াছেন, "তোমরা আশ্রমজাতীয় বিভিন্নাংশ, আশ্রমজাতীয় অংশ নহ"। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ" শ্লোকটির কিছু ব্যাখ্যা করেন এবং আচার্য্য শঙ্করের বিদ্যাদ্বৈত-মতবাদ হইতে শ্রীধর স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের, বিদ্যা ভক্তি হইতে শুদ্ধা ভক্তির পার্থক্য প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। 'দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা'-শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে এই সকল বিষয় বিবৃত হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু দার্জ্জিলিংএর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসব

শ্রীপুরুষোত্তমে চটকপর্ব্বতের উপরে "চটকচটীর" নির্ম্মাণের কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এবৎসর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব চটকপর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হইবারই সম্ভাবনা। চটকপর্ব্বতে ২৪টি বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হইবেন। আগামী ১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন) বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই) ৬ দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১২ই আষাঢ় রবিবার গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব এবং ১৭ই আষাঢ় শ্রীল জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভুর বিরহ-মহামহোৎসব।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছা করিয়াছেন যে, এ বৎসর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিথি অর্থাৎ বিজয়দশমীতিথি কিম্বা তাহার কএক দিবস পূর্ব্ব হইতে পুনরায় ব্রজমণ্ডলপরিক্রমার অনুষ্ঠান করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ীয়মঠের নিয়ামকত্বে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও সকলের প্রশস্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। যাঁহারা এই শুভব্রতী ভক্তগণের অনুগমন আচার্য্যের অনুগমনে করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে বিশেষ ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা গোপদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও আচার্য্যসঙ্গে হরিকীর্ত্তনরঙ্গে ব্রজবন-ভ্রমণের লালসা অধিকতর তীব্র হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ ইচ্ছা যে, এ বৎসর "শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভা"র উদ্যোগে ব্রজের লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার ও জীর্ণতীর্থের সংস্কার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্করঞ্জিত বিভিন্ন স্থানে গৌরপাদপীঠ স্থাপিত হন। "শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা"র বিশেষ বিবরণী, পত্রী ও বিজ্ঞাপনাদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধ

শ্রীবার্ষভানবীদয়িত ও শ্রীরূপানুগ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বের কথা, যখন শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সেই সময় কতকগুলি প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষী কপটব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসরণের ছলনা করিয়া মঠের প্রচারের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহাদের ধারণা ছিল—শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতের অন্যান্য অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় বা বিশেষ উদীয়মান প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগী অন্যতম সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ। কিন্তু যখন তাঁহারা ক্রমাগত শুনিতে পাইলেন,—শ্রীগৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানযুগে শ্রীচৈতন্যের রূপানুগ-শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, "গৌড়ীয়"ই একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র, তখন "একমাত্র"এই কথাটি যেন তাঁহাদের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিল। ঐ সকল কপটব্যক্তিগণের কেহ কেহ কিছু দিন পরে খুলিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন,—"সত্য কি একমাত্র গৌড়ীয়মঠেই আবদ্ধ? জগতে আর কোথায়ও কি পরম সত্য নাই?" তাঁহারা এই প্রশ্নের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উত্তরে আরও অধিকতর সুদৃঢ়-ভাবে শুনিতে পাইলেন যে, বাস্তব পরম সত্য বর্ত্তমানযুগে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই প্রচার করিতেছেন। জগতের অন্য কোথায়ও যদি এইরূপ বাস্তবসত্যের প্রচার থাকিয়া থাকে, তবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত তাহার মিলন ও সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী। বাস্তব সত্য এক অদ্বিতীয়, তাহা কখনও বিচ্ছিন্নভাবে বা প্রতিযোগিরূপে অবস্থান করিতে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই বাণী তাঁহাদের চিন্তা-রাজ্যে এবং বহুকালপুষ্ট সংস্কারে তথা তাঁহারা যে আবেষ্টনের মধ্যে ধর্ম্মের ধারণাকে লালিতপালিত ও সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই পারিপার্শ্বিকতার মনোভাবে বিপ্লব আনয়ন করিল। সত্য কি করিয়া কোন একটি বিশেষ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারে—এই সমস্যা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ যুক্তি-তর্ক এবং পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান কিছুই ভঞ্জন করিয়া দিতে পারিল না।

আবহমান কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ ধর্ম্মের প্রচ্ছদপট পরিয়া বার্ষিকতার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের বিচারও এইরূপ। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের মতেও সত্য কখনও কোন এক বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে না। পরম সত্য কোন বিশেষ সেবকসম্প্রদায়ের একচেটিয়া গুহ্য সম্পত্তি হইয়া পড়িলে সত্যের নামে উচ্চ মূলতা বা মৌনধর্ম্মজীবি-গণের সমন্বয়বিরোধাত্মক ধর্ম্ম ও সংস্কারসমূহের কোন মূল্যই থাকে না। এরূপ সৎসম্প্রদায়প্রণালীকে উৎপাটন করাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিক চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ও মনোধর্ম্মজীবিগণের একমাত্র আসুরিক তপস্যা। পৃথিবীতে তাহাদের মতবাদই প্রাবল্য লাভ করিয়া থাকে ও করিবে। কিন্তু শ্রুতির দ্বারা অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তব পরমসত্যের ভাণ্ডার চিরদিনই তাহার সর্ব্বস্ব সংরক্ষণ করিয়াছে, তাহা শ্রৌত গুরুপাদপদ্মের একচেটিয়া সম্পত্তি—অশ্রৌত-গণের মনঃকল্পনার সামগ্রীবিশেষ নহে।

বাস্তবসত্যের বক্তা একমাত্র নারায়ণ—যিনি অধোক্ষজ। শ্রুতি কোনও দিনই বহুলোক বা গণমতকে বাস্তবসত্যের বক্তারূপে স্থাপন করেন নাই। নারায়ণ একমাত্র দেবোত্তম ব্রহ্মার কর্ণে সেই বাস্তবসত্যের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। তখন সেই গুরুপরাশ্রিত ব্রহ্মাই পরম বাস্তব সত্যের একমাত্র সংরক্ষক হইয়াছেন। পরম সত্য সেই গুরু-পরাশ্রিত ব্রহ্মার একচেটিয়া সম্পত্তি বলিলে বিরোধাদি অসুরের পক্ষে উহাকে অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক

ও অনুদার মনে হইতে পারে ; কিন্তু বাস্তব সত্যকে শুদ্ধ-ধারায় সংরক্ষণের জন্য ঐরূপ সংকল্পদার্ঢ্য-সেবাপ্রণালীর আবশ্যকতা আছে। পতিব্রতা একমাত্র একপতিব্রতের পতির একচেটিয়া যোষিৎ—ইহা না বলিয়া বহুলোকের ভোগ্যা বলিলে অসুর-সম্প্রদায়ের আনন্দের বিষয় হইতে পারে এবং তাহারা উহাকে 'উদারতা' বলিয়া আখ্যাও প্রদান করিতে পারে। কেন না বহুলোকের অন্তর্গত যে কোনও লোকের দুর্ভাগ্যবশে বহুলোকের করলে আসিলে ভোগ সুলভ হইতে পারে। ভক্তিদেবী একমাত্র অধিতীয় পরমতত্ত্ব বিষ্ণুর একচেটিয়া যোষিৎ। তাঁহাকে যদি যে-কোন লোকের মনোধর্ম্মের হস্তামলক করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মব্রহ্মিদম্প্রদায় ভক্তিদেবীকে তাহাদের ভোগ্যা অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনারূপ ভোগের যন্ত্র করিয়া তুলিতে পারে! বিষ্ণুর ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ উপাসকসম্প্রদায় ইহাতে বাধা প্রদান করেন বলিয়াই পরমতের নিকট তাঁহারা অনুদার ও সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক! ভক্তিদেবী একমাত্র বিষ্ণুপাদপদ্মেই আবদ্ধ থাকিবেন—শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত দ্বাদশ মহাজনের হস্তেই শুদ্ধভক্তির গুহ্য ভাণ্ডার তাঁহার সর্ব্বস্ব সংরক্ষণ করিবেন, এইরূপ কথা আসুরিক পরমত কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরিত্রে দেখিতে পাই—তিনি যেখানে যেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও অকৃত্রিম কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাইতেন, সেখানে সেখানেই প্রেম-কল্পতরু প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিতেন। মাথুরমণ্ডলে ভ্রমণকালে তিনি যখন মাথুর ব্রাহ্মণের বিপ্রের অকৃত্রিম প্রেম দর্শন করিলেন অথবা যখন আড়াইল গ্রামে শ্রীরঘুনাথ ভট্টের ভবনে রঘুপতি উপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তশ্লোকসমূহ শ্রবণ করিলেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক আছে—ইহা মহাপ্রভু জানাইলেন।

> "কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
> মাধবেন্দ্রপুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি"॥
> কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ'।
> তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ"॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৭২-১৭৩)

যাঁহারা সত্য সত্য নিষ্কপটভাবে ভক্তিসিদ্ধান্ত-রাজ্যে ও নির্ম্মলভজনে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে, ভারতে ও পৃথিবীর বহুস্থানে অনেকেই ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত, তাঁহার লীলা ও চরিত্র, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবের আচার প্রচারাদি বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন ; নানাপ্রকার আলোচনা, গবেষণা, বক্তৃতাদিও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা ও জাগতিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভাদ্বারা কতকগুলি কথা আপাত-দৃষ্টিতে আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের ন্যায় বলিয়াও এমন কতকগুলি কুসিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিরোধপূর্ণ "বেতাল" কথা বলিয়া ফেলেন যে, তাঁহাদের ঐরূপ অর্ব্বাচীনতার কথা তাঁহাদিগকে কিছুতেই বুঝান' যায় না। শ্রীস্বরূপরূপানুগবর ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের চরণ একান্তভাবে আশ্রয় না করিলে সেই 'সম্পর্কে' সুদৃঢ়-ভাবে সম্পর্কিত না হইলে কিছুতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথা বলা যায় না—এই কথা তাঁহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন না। বঙ্গদেশের এক প্রাকৃত কবি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করিয়া যে কিরূপ তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাসদোষের আবাহন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীস্বরূপপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক কবিকে বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,—

> যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
> একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
> চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
> তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
> তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
> কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥
>
> (চৈ চঃ অ ৫।১০১-১০৩)

'একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে' বা 'চৈতন্যভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ'—এই সকল কথা শুনিয়া আধুনিকতাবাদী ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষতার হানি আশঙ্কা করিবেন। চৈতন্য-ভক্তগণের প্রদত্ত চশমা দিয়া দেখিলে দর্শনে নিরপেক্ষতা থাকিবে না, তাঁহাদেরই মতে মত দিতে হইবে—এরূপ আশঙ্কা করিয়া অনেকে মনোধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খল চশমা পরিয়া নিরপেক্ষ

সমালোচক থাকিয়া থাকেন; কিন্তু গুরুপাদপদ্মের আচার্য্য ও তাঁহার সিদ্ধান্তবাণীগণ যাঁহাদের কর্ণে কিঞ্চিৎমাত্রও আশ্রিত হইয়াছে, তাঁহারা ঐ সকল মনোধর্ম্মজীবীর তত্ত্ববিরোধ ও ধর্ম্মাভাস-দোষসমূহ অতি সহজেই ধরিতে পারেন। সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের নিকট তালভঙ্গ যেরূপ যন্ত্রণাদায়ক, তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক অসহ্য যন্ত্রণা মনোধর্ম্মসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বিরোধ হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ততত্ত্ববিদ্‌গণ অনুভব করিয়া থাকেন।

আমরা যখনই ভক্তির আলোচনার সর্ব্বত্র অটুট সুসিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, তখনই তাহার সহিত ভক্তিবিনোদবাণীর সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি এবং সকল ক্ষেত্রেই আমাদের এই অনুমান সত্য হয়। আবার যখনই কোন কোন ব্যক্তি অনেকগুলি সৎসিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াও তন্মধ্যে তত্ত্ববিরুদ্ধ একটি কথা বলিয়া ফেলেন, তখনই বুঝা যায়, ভক্তিবিনোদবাণীর সহিত ইঁহাদের কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই বা নাই। কোন কোন কপটব্যক্তি কিছুকাল-এর জন্য ভক্তিবিনোদবাণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের অভিনয় করিয়া যখন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়া ফেলে, তখন ভক্তিবিনোদবাণীর অনুকরণে তাহারা যে সকল কথা প্রচার করে, তাহার মধ্যে অসংখ্য তত্ত্ববিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহাদের সহিত ভক্তিবিনোদবাণীর কোন সম্বন্ধ নাই। আবার কেহ কেহ ভক্তিবিনোদবাণীর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের অভিনয়কালেই যখন নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ এবং বিপরীত চিত্তবৃত্তি ও মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখনও তাঁহাদের সহিত ভক্তিবিনোদবাণীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, পূর্ব্বজীবনের নানাপ্রকার অসদভিলাষ ও মনোধর্ম্মের উপদেষ্টৃগণের সহিতই তাঁহাদের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—ইহা বুঝা যায়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণোত্তম বিপ্রের দেহে অকৃত্রিম কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণরূপ কার্য্য হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সম্পর্করূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ বর্ত্তমানকালেও যাঁহাতে অকৃত্রিম ও অবিচ্ছিন্ন শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তরূপ কার্য্য দৃষ্ট হইবে, তাঁহারই সহিত ভক্তিবিনোদবাণীর সম্বন্ধরূপ কারণ সংরক্ষিত রহিয়াছে, জানিতে হইবে।

নতুবা যদি ভক্তিবিনোদবাণীর সহিত সম্বন্ধের অভিনয়মাত্র দেখিতে পাই অথচ তাঁহার বাক্যে ও আচরণে নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও তত্ত্ববিরোধ এবং ভিন্ন চিত্তবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কেবল কারণপ্রতিম অভিনয় মাত্র দেখিয়া তাহার সহিত ভক্তিবিনোদবাণীর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, বরং তাহা ভগবদ্ভক্তির বাধক হইবে। এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু "সদ্ভক্তিস্থিরসিদ্ধয়ে" শ্লোকের অবতারণা করিয়া ভগবদনুশীলনের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের একান্ত আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন।

কৃষ্ণের সহিত নরকাসুরের, পুলস্ত্য ঋষির সহিত রাবণের, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর সহিত গৌরবিমুখ তদীয় সন্তানক্রবগণের কিম্বা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত রামচন্দ্রপুরীর পুত্র বা শিষ্য-সম্বন্ধের অভিনয় 'সম্বন্ধ'পদবাচ্য নহে। যাঁহারা ভগবান্ বা ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকরণ না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের সেবার পথের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই গুরু ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যাহে ভক্তিবিনোদবাণীর সম্বন্ধের পরিচয় দিয়াও হয়ত অনেকে তাঁহার চিত্তবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে নিবিষ্ট থাকিতে পারেন; সেইরূপ চিত্তবৃত্তি কখনও ভক্তিবিনোদবাণীর সম্বন্ধের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভক্তিবিনোদবাণীর সম্বন্ধ ব্যতীত—ভক্তিবিনোদধারা ব্যতীত কোথায়ও অকৃত্রিম ও অটুট রূপানুগ সিদ্ধান্ত নাই—এই কথা কৃষ্ণের অস্তিত্বের ন্যায় পরম বাস্তব সত্য। ইহা যিনি যতটা হৃদয়ে ধারণা করিতে অসমর্থ, তিনি ততটা কৃষ্ণসেবাবিমুখ—ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিব।

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
নহু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ॥"

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে যখন শ্রীল প্রভুপাদ মালদহ সহরে একটি অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর পাদাশ্রয় ব্যতীত কোন দিনই কাহারও প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে না, তখন এই কথা শুনিয়া কতিপয় আধ্যক্ষিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "ইহা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের গোঁড়ামি

মাত্র। শ্রীরূপগোস্বামীই কি প্রেমভক্তির একচেটিয়া মালিক ?"

যাহারা প্রেমভক্তিরাজ্যের বহির্দেশে অবস্থিত, তাঁহাদের মুখে ঐরূপ উক্তি শোভা পায়। বস্তুতঃ শ্রীরূপই প্রেমভক্তিভাণ্ডারের মূল মহাজন এবং বর্ত্তমানযুগে রূপানুগবর ভক্তিবিনোদবাণী ভক্তিতত্ত্বসিদ্ধান্তের একমাত্র সংরক্ষক।

"নামানকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"
—ইহাই শ্রীরূপানুগ ভজন-বিজ্ঞের ঐকান্তিকতা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ব্রহ্মদেশে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ যাচক মহারাজ ব্রহ্মদেশের বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১৬ই মে, ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার উপদেশক শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় মহাশয় ও শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী রেঙ্গুন হইতে বেলা ২টার সময় মাক্কালের এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী পিন্‌তাজা নামক স্থানে উপনীত হন এবং তথায় স্থানীয় ইউনাইটেড্ রাইস্-মিলে দিবসত্রয় অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করেন। তথা হইতে তাঁহারা পেগু জেলার অন্তর্গত নিয়াংলেবিং মহকুমায় উপনীত হইয়া তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে দিবসত্রয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তথা হইতে তাঁহারা রেঙ্গুন হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্ত্তী 'ফিউ' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারাদির কীর্ত্তন করেন। ২২শে মে বুধবার তাঁহারা ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ টাঙ্গু' সহরে উপনীত হন এবং তথাকার উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বসুমজুমদারের বাসভবনে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচার করেন। তথা হইতে তাঁহারা ২৩শে মে রওনা হইয়া উত্তরব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুন হইতে ৩২৫ মাইল দূরবর্ত্তী 'পিন্‌মানা' নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, এল মহাশয়ের বাসভবনে অবস্থানপূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

প্রচারকদ্বয় ২৪শে ও ২৫শে মে উত্তর ব্রহ্মের অন্তর্গত পিন্‌মানা (Pyinmana) সহরে হরিকথা প্রচার করিয়া ইমেথিন (Yamethin) নামক স্থানে গমন করেন। তথায় ২৬শে হইতে ২৮শে মে দিবসত্রয় অবস্থানপূর্ব্বক তত্রত্য বাঙ্গালী প্রবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া পিয়াবে (Pyawbwe) নামক-স্থানে গমন করেন। তথাকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তথায় কয়েকদিন হরিকথা প্রচার করিয়া প্রচারকদ্বয় উত্তর ব্রহ্মের অন্তর্গত থাজি (Thazi) জংসনে গমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহাদিগের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করেন।

ঢাকায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে অবস্থানকালের প্রচার-পঞ্জী এইরূপ :—১১ই মে ঢাকা ব্যার লাইব্রেরীতে (বক্তৃতা), ১৩ই ও ১৪ই মে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে, ১৫ই ও ১৬ই মে রমণা আনন্দময়ীর প্রাঙ্গণে, ১৭ই মে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীতে শ্রীমঠে (শ্রীনৃসিংহস্তবাবলী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ), ১৮ই মে কমলাপুরে শ্রীযুক্ত কিশোর দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে, ১৯শে মে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী রিটায়ার্ড সাব্‌জজ মহাশয়ের বাটীতে, ২২শে মে রায় বাহাদুর আর, বি মুখার্জ্জি রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট্ সেসন্স্ জজ মহোদয়ের বাটীতে, ২৩শে মে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু তালুকদার রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটীতে, ২৪শে ও ২৫শে মে শ্রীযুক্ত সুপতি রঞ্জন নাগ মহাশয়ের বাটীতে, ২৬শে ও ২৭শে মে শ্রীমঠে (শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ), ২৮শে

মে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র ঘোষ রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়ের বাটীতে, ২৯শে মে শ্রীমঠে (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ), ৩০শে মে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন সেন রিটায়ার্ড ফাষ্ট্ কোর্টের জজ মহাশয়ের বাটীতে, ৩১শে মে শ্রীমঠে (শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ), ১লা জুন বনগ্রামে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ), ২রা জুন শ্রীমঠে শ্রীরায় রামানন্দ-মিলন পাঠ ও ব্যাখ্যা), ৩রা জুন কলাটের অন্তর্দিনে নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে (শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা), ৪ঠা জুন শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র উকিল (ইহার ভ্রাতা মিঃ পি, কে দত্ত নূতন-প্রবাসী নূতন-গৌড়ীয়মঠের জনৈক সভ্য। ইহার ভ্রাতাও বিশেষ ভক্তিমতী) মহাশয়ের বাটীতে, ৫ই জুনমঠে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ), ৬ই জুন হাটারী বাজারে শ্রীযুক্ত চুণীলাল পাল মহাশয়ের বাটীতে, ৭ই জুন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বসুমহাশয়ের গৃহে এবং ৮ই জুন শনিবার শ্রীযুক্ত জ্ঞান ঘোষ এম-এ, বি-এল ডুনিভেব গভর্ণমেণ্ট প্লীডার মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ এবং বক্তৃতাদি মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ৯ই জুন প্রাতে শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায় (ব্যাঙ্কার) মহোদয়ের সহিত ঢাকা হইতে নারিন্দিং যাত্রা করেন এবং ১০ই জুন দার্জ্জিলিংএ আসিয়াছেন শুনিয়া প্রভুপাদের পরার্থিকে উপস্থিত হন।

উত্তরবঙ্গে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মহোপদেশক শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রমুখ কতকজন মঠসেবক সহ গত ২৭শে মে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ২৮শে মে প্রাতে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে অবতরণ করেন। শ্রীযুক্ত রাধা-চরণ গোস্বামী মহাশয় সঙ্কীর্ত্তন-দলসহ স্বামীজীকে উক্ত ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া তথা হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী দেওয়ানগঞ্জে লইয়া যান। ঐদিবস একাদশী তিথি; স্বামীজী 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি'তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। ২৯শে মে মহোপদেশক ব্রহ্ম-চারীজী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

৩০শে মে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার হলদীবাড়ীতে একটি বিরাট্ সভায় প্রথমে মহোপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী, তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হিন্দু ও মুসলমান প্রায় দুইসহস্র শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। ৩১ শে মে দেওয়ানগঞ্জ মডেল স্কুল-প্রাঙ্গণে উক্ত ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যলীলা-বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১লা জুন হলদীবাড়ী থানার ইন্‌চার্জ্জ অফিসার শ্রীযুক্ত আকাশকলি বাবুর আগ্রহে স্থানীয় থিয়েটার হলে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ২রা জুন প্রচারবৃন্দ রংপুর জেলার নীলফামারীতে উপস্থিত হন। তথায় ৩রা ও ৪ঠা জুন দুই দিবস স্থানীয় থিয়েটার হলে তাঁহারা 'মানবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই জুন বুধবার অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ ওয়াকিল মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ৬ই জুন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন ভক্তিবান্ধব, মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরপ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাতীমোহন ব্রহ্মচারী কাঞ্চ-কোষিদ দার্জ্জিলিং হইতে টাইগোলা নামক স্থানে ভারতী মহারাজের সহিত যোগদান করিয়াছেন।

গয়ায়—শ্রীগয়া-গৌড়ীয়মঠ-সেবক উপদেষ্টক রায়বাহাদুর শ্রীনরেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৬শে মে ও ২রা জুন সন্ধ্যায় স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের গৃহে, ২৭শে মে সন্ধ্যায় গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে, ৩রা জুন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে, ১১ই জুন সন্ধ্যায় একসাইজ সাবইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার বসু মহাশয়ের গৃহে এবং ১৩ই জুন সন্ধ্যায় জেলখানার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। গয়ার বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইতেছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের 'অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত' প্রবন্ধের ৬৫৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩১শ পংক্তিতে 'হৃষীকেশের অধিপতিকে' স্থানে 'হৃষীকের অধিপতিকে'; ৬৫৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩৫শ পংক্তিতে 'বিষ্ণু' শব্দের পর ',' (কমা) চিহ্নের পরিবর্ত্তে '।' পূর্ণচ্ছেদ এবং ৬৬৭ পৃষ্ঠার 'মধ্যপ্রদেশে' প্রচার-প্রসঙ্গের ৭ম পংক্তিতে 'প্রসঙ্গ'-স্থানে 'প্রসঙ্গে' হইবে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক উক্তস্থানত্রয় সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন, নতুবা অর্থব্যত্যয় ঘটিবে।

শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কসের (স্থান পরিবর্ত্তন)

গত ১লা জুন হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'শ্রীগৌড়ীয়প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' নামক মুদ্রাযন্ত্রালয় ২৪৩২ নং আপার সার্কুলার রোড্ হইতে মঠের ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে ১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটস্থ 'নিত্যনিকেতন' নামক ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্রেসের এই স্থান পরিবর্ত্তনে এবার 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪২ ; ২৯শে জুন, ১৯৩৫ { ৪৭শ-৪৯শ সংখ্যা।

দার্জ্জিলিংএ হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দার্জ্জিলিং শৈলে অবস্থান করিয়া অবিশ্রান্তধারায় হরিকথামন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন।

১লা জুন তারিখের শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ "দার্জ্জিলিং শৈলে প্রভুপাদ" শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। ২রা জুন তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আত্মজীবনী-প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের জন্য দার্জ্জিলিংএ অক্‌ল্যাণ্ড্ রোডের উপরে যে নূতন জমি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রদান করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ ২রা জুন মধ্যাহ্নকালে সেই জমি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, লেখকের পোষ্টমাষ্টার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয় এবং শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ছিলেন।

নূতন জমিটী বেশ নির্জ্জনস্থানে অবস্থিত এই জমির খুবই নিকটে Fir Grove Language School. জমির দুই পার্শ্বদীমাতে দুইটি ঝরণা প্রবাহিত। জানিতে পারা গেল—এ প্রদেশে ঝরণার জমিতে খুবভাল বড় এলাচি জন্মে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই জমির পরিমাণ এক একর। জমির নীচে Cart Road এবং খুবই নিকটে D. H. রেলওয়ের West point ষ্টেশন।

এই জমিতে অচিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যে মঠোপযোগী গৃহনির্ম্মাণেরও পরিকল্পনা হইতেছে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম্-এ, বি-এল তাঁহার লিখিত একটি ইংরাজী পুস্তকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ অধ্যায়ের গোপালচাপাল-প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অধ্যাপক মল্লিক মহাশয়ের ঐরূপ অনুমান করিবার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু গোপালচাপালের প্রসঙ্গে কিছু অশ্রীতিকর সত্য কথা বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ ভবানী-পূজার তামসিক উপকরণ মদ্য-মাংস প্রভৃতিকে অস্পৃশ্যবিচারে শ্রীবাসের গৃহের বাহির দুয়ার হইতে হাড়ি ডাকাইয়া পরিষ্কার করাইবার কথা যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলেন। এই সকল কথা গত ৪৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে "ভোগবাদ ও ভক্তি" প্রবন্ধে কিছু কিছু বলা হইয়াছে, অতঃপর "শাক্তের মতবাদ" প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধেও উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এতৎ প্রসঙ্গে "ভক্তি-বিনোদ-প্রবন্ধ"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধও গত ৪৪শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"র স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে।

যেখানেই বাস্তবসত্যের সহিত মনোধর্মপর ভোগবাদের মৌতামিল দিবার সুযোগ থাকে না, আমরা সেখানেই অপ্রিয় সত্যকে প্রক্ষিপ্ত এবং ভ্রমপ্রমাদবিমুক্ত অভিমর্ত্য লেখককে আমাদেরই ন্যায় ভ্রমপ্রমাদাদিদুষ্ট সাধারণ মর্ত্যলোক বলিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করি। ইহাই প্রাকৃতসাহজিক ভোগবাদের আপাততঃ আত্মরক্ষার কবচ।

রাবণতি ভায়রত শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সংসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। একসময় নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে, যিনি যতই বলুন না কেন, তিনি কিছুতেই ঠাকুর বৃন্দাবনের "তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপর"—এই কথাটিকে ভাল কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ কথাটি পড়িয়া ঠাকুর বৃন্দাবনকে "ক্রোধে কিপ্ত" বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আমার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কোন ব্যাখ্যাতা এক্ষুল ওকুল দুইকুল রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ তথাকথিত বৈষ্ণবকুল ও অবৈষ্ণবকুল উভয়ের মন রক্ষার নিমিত্ত নানা মনঃকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐরূপ খোঁজামিল-দেওয়া ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের বাণীর প্রতি যে দৃঢ়শ্রদ্ধা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপনে অকাট্য যুক্তি উত্তম ভাগবতে দুই হয়, তাহার দুর্ভিক্ষই প্রমাণিত করে।

• •

৩রা জুন দার্জিলিংএ অধিষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছিল। সেদিন প্রাতঃকালে অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভু ও বিকানীর হইতে আগত শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীপাদ আদিকেশব দাসাধিকারী এম্-এ (অক্সফোর্ড কপর) মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের লিখিত "What Hinduism can offer towards world-fellowship" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ শ্রীল প্রভুপাদকে পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রবন্ধের কতিপয় স্থান পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন করিবার উপদেশ দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—বেদে Henotheismএর (পক্ষোপাসনার) প্রচারক নহেন। বেদে কিছু কিছু Polytheism এর কথা পাওয়া যায়। অনাদৃত পুরাণসমূহে Henotheism বা পক্ষোপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে Henotheism ও Polytheism এর আদর নাই, তাহাতে এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-মাধুর্য্যবিজ্ঞান আছে।

৩রা জুন মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ "বৈষ্ণবসম্পুটে"র সমাহরণ-প্রণালী-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে নিজ মনোঽভীষ্টের অনেক কথা বিশেষ হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বহুদিন হইতে "বৈষ্ণবসম্পুট" প্রকাশনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সভার ও সেবকসম্প্রদায়ের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই একাকী বিপুল পরিশ্রম-সহকারে মহুয়ার উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতেছিলেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে একদিন অমৃতবাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট বলিয়াছিলেন—"আপনি আমাদের জন্য বৈষ্ণবপরিভাষার একটি অভিধান রচনা করুন। বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়িবার কালে

এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহার কোন অর্থই আমরা সাধারণ অভিধানে পাই না। আপনিই আমাদের এই অভাব দূর করিবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।" তদুত্তরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশিরবাবুকে বলিলেন—"আমি এখন বৃদ্ধ। ঐরূপ অভিধান-প্রণয়ন বৈষ্ণবশাস্ত্র-পারদর্শী উৎসাহী যুবকের পক্ষেই সম্ভব।" শিশিরবাবু ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐরূপ কথোপকথন-কালে শ্রীল সরস্বতীঠাকুর তথায় উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতীঠাকুরের ভক্তিসিদ্ধান্তে অগাধ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বতোমুখী নিত্যসিদ্ধ-প্রতিভা ও আদর্শতম চরিত্র তখন হইতেই ভাবী বৈষ্ণব-জগতের আশা-ভরসার স্থল হইয়াছিল। সরস্বতী ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি এ ভার গ্রহণ করিলাম। এইরূপ একটি অভিধান যাহাতে জগতে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" সেই সময় হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ অভিধানের বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহায়কারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। স্বর্গীয় ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুরের নিকট সরস্বতী ঠাকুর ঐ কথা এক সময় প্রকাশ করিলে তিনি সরস্বতী ঠাকুরকে বৈষ্ণবজগতের ঐরূপ মহোপকারের কার্য্যে আত্মনিয়োগের সুযোগদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য-প্রবেশে সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং মধ্বমত সম্বন্ধে অনেক মৌলিক ও মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইহার অনেক পরে শ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজারের মহারাজ স্বর্গীয় পরলোকগত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট তাঁহার মনের ভাব জ্ঞাপন করিলে মহারাজ বাহাদুর আংশিক আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু.....তিনি তাহা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

যাহাতে প্রত্যেকে জীবন্ত গৌড়ীয়মঠ হইতে পারে—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত অভিলাষ। ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল অর্থাৎ সেবাপথের প্রতিকূল। বাহ্যবৈভব বা ঐশ্বর্য্যাদির বিস্তার-কার্য্যও গৌণ। স্বয়ং আচরণ করিয়া অপরকে কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত করাই আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের সেতু। যদি অকপট আদর্শ চরিত্র ও অকৈতব হরিকীর্ত্তনের দ্বারা একটি জীবকেও সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনে রুচি-বিশিষ্ট করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম লাভ। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অভক্ত দাস ব্যতীত মায়ার দাস করিতে গেলেই সমস্ত বুদ্ধি-শুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করাইয়া লওয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা নহে। জীবের ঐরূপ চেষ্টা থাকিলে হরিগুরুবৈষ্ণবের অকপট কৃপা কখনও পাওয়া যায় না। "নাত্মানং ন গৃহস্থিং বিনা মৎসেবনং জনাঃ"—হরিগুরুবৈষ্ণব ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিলেও অভক্ত সেবক তাহা গ্রহণ করেন না।

* * *

ওরা দুন রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "চিৎ"-অর্থে—ভগবৎসেবোন্মুখতা ও ভগবানের ভক্তবাৎসল্যলীলা আর "অচিৎ"-অর্থে—ভগবৎ সেবাবিমুখতা, বদ্ধজীবের ভোগ বা ত্যাগ।

* * *

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ শুকবিলাস প্রভু অনেক ব্যক্তির এক প্রশ্নপত্র গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-সম্পাদককে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিড-ভাষা সংস্কৃতাধ্যাপক ডক্টর বার্ণেটের ধারণানুযায়ী যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তৎসম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহারও কিয়দংশ শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণন করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কারক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ সংস্কার-চেষ্টা হইতে বহু বহু দূরে অবস্থিত। আধুনিক অনেক জড় পণ্ডিত ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সংস্কারক' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা কর্ম্মজড়ীয় অবৈধ বর্ণাশ্রমের সহিত কিছু প্রতিযোগিতা নহে।

অস্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ মনে করেন,—বোধ করি, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্ত উচ্চ পদবীর জন্য লালায়িত হইয়া ঐরূপ এক অভিনব চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বস্তুতঃ বিষয় তাহা নহে। অশ্রৌতপথ শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছেন না; সজ্জনশ্রেষ্ঠগণই কৃপাপূর্ব্বক নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। বর্ণাশ্রমাতীত বৈষ্ণব লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাই জানাইতেছেন,—ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হন, অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইতে পারে না। যিনি বৈষ্ণব, তিনি অব্রাহ্মণ নহেন। ব্রাহ্মণতা তাঁহাতে আনুষঙ্গিকভাবে, ক্রোড়ীভূতভাবে আছেই। বৈষ্ণব যে আপনাকে বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করেন, পারমার্থিক ব্রাহ্মণরূপে বা ত্রিদণ্ডিপ্রভৃতি আশ্রমি-রূপে পরিচয় দেন—ইহা ও তাঁহার অত্যন্ত দৈন্য—তিনি কৃপা করিয়া অনেক নীচে নামিয়া আসেন। এরূপ দৈন্য সকল বৈষ্ণবচরিত্রে সকল সময়ে দেখা যায় নাই। Vaishnavas condescend to come down when they say that they are Tridandins. বৈষ্ণবের পদবী অনেক উন্নত। বর্ত্তমানে এইরূপ দৈন্য করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে, যেহেতু শ্রীসনাতন শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভু প্রভৃতি জগদ্গুরুবর্গকে নীচজাতি বা শূদ্রজাতি মনে করিয়া পাষণ্ডসম্প্রদায় ভ্রান্ত হইতেছে; ঠাকুর হরিদাসকে 'যবন' মনে করিতেছে, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী প্রভুকে সাধারণ কর্ম্মবাগীর 'ব্রাহ্মণ' মনে করিতেছে। ব্রাহ্মণ কেবল নিজের পোষণ করেন; কিন্তু বৈষ্ণব অপর হরিসেবক বৈষ্ণবগণকে পোষণ করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষা-সংগ্রহ কেবল ব্রাহ্মণবৃত্তি নহে—তাহা বৈষ্ণব-বৃত্তি। ব্রাহ্মণেরা স্বয়ংবৃত্তিজীবী। কিন্তু বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণব-গণকে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন ও বৈষ্ণবগণকে সেবা করিতে প্রবৃত্ত।

গৌড়ীয়মঠ যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃস্থাপন-কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত তথাকথিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। এজন্যই "বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবের কার্য্য—অবৈষ্ণবের প্রতি দয়া, বৈষ্ণবের সেবা ও নামে রুচি।

বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-প্রণালী ব্যক্তিগত—তাহা চ্যুতদন্তিতে সম্যবর্ত্তিত জাতিকুলের ন্যায় বংশগত নহে। ইহাতে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিচার আছে। "আম্নেয়ী স্ত্রীলোকে বলিয়া শ্রুতিপাঠে অনধিকারিণী, আহবনীয়াতা স্ত্রীকুলে অবতীর্ণ বলিয়া 'গুরু' হইতে পারেন না"—তাহা নহে। কিন্তু ইহা আম্নেয়ী ও আহবনীয়াতা সম্বন্ধেই বিশেষ বিচার। স্ত্রীজাতিমাত্রেই আম্নেয়ী বা আহবনীয়াতার দোহাই দিয়া বেদপাঠ বা গুরুর কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে সভ্যের ব্যভিচার হইবে। শূদ্রগণ তদ্বংশকুলে জাত হইয়া বৈষ্ণবের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেই যে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীরামানন্দ বসু, শ্রীল রামানন্দ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বা শ্রীরসিকানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির স্বগোত্রিক হইবে, তাহা নহে। বৈষ্ণবের পুত্র যে বৈষ্ণবই হইবে, অযোগ্য হইয়াও বৈষ্ণব পিতার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে—তাহা নহে।

• • •

৪ঠা জুন শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবজগতের অনেক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করেন। সে সকল প্রসঙ্গ "জয়শ্রী"র "শ্রী" পত্রে ভগবদিচ্ছা হইলে প্রকাশিত হইবে।

শুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বারা জাগতিক সুবিধা, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চরিতার্থ করিয়া লইবার চেষ্টা সেবারাজ্য হইতে পতন। ভবিষ্যতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা করিব, এই আশা দিয়া আমরা যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে স্ব স্ব জাগতিক সুবিধা বা 'আখেরের বন্দোবস্ত' করাইয়া লইতে চাহি, তবে অমূল্য রত্নখনির নিকট আসিয়া ছাইপাঁশই চাহিলাম। এইরূপ অনেক কথা শ্রীল প্রভুপাদ নানা-ঘটনা-ব্যপদেশে আমাদিগকে উপদেশ দিলেন।

• • •

৫ই জুন প্রাতঃকালে ৯টার সময় গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব Vicechancellor স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী কীর্ত্তন করেন। স্যর যদুনাথ কটক রেভেন্‌শ কলেজে এক সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়ের সহ-কর্ম্মী ছিলেন। তিনি অধ্যাপক সান্যাল মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" গ্রন্থের বিষয় অবগত আছেন—বলিলেন।

• • •

৫ই জুন সন্ধ্যাকালে দার্জ্জিলিংপ্রবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশজীবন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত

জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুস্তৌফি, শ্রীযুক্ত মণ্ডলায়ত্ত তেওয়ারী এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র থানাধিকারী প্রমুখ বহুত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ আমুমাত্তেল ভবনে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রভুপাদ আবার ১ ঘণ্টারও অধিককাল নিজজনগণের নিকট হরিভজনের একান্ত আবশ্যকতার কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে রজোগুণদ্বারা তমোগুণ-নিরাস, সত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বগুণ-নিরাসের কথা শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে আধুনিক জনপ্রিয়মতের অর্থাৎ রজোগুণের আস্ফালনপূর্ণ মতবাদের অর্বাচীনতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, আধুনিক বহির্মুখ জগৎ এতদূর তমোগুণাশ্রিত হইয়াছে যে, সেখানে রজোগুণের দাম্ভিকতাই 'পরম ধর্ম' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এইরূপ রজোধর্ম্মের দুই একজন বক্তা বর্ত্তমানযুগে জনপ্রিয়-ধর্ম্মের নায়ক ও প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা পাশ্চাত্যদেশের রজোগুণের আদর্শে অনুরঞ্জিত হইয়া এবং ভারতীয় মনোধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্যদেশীয় রজো-গুণের আদর্শকে মিশ্রিত করিয়া জনপ্রিয় মতবাদ প্রচার করিয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সত্ত্বগুণের দ্বারা এই রজোগুণকে নিরাস এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বকে নিরস্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

রজোগুণোদ্ভূত প্রবৃত্ত-ধর্ম-প্রচারকগণ পরার্থিতা বা altruism-এর প্রচারক হইয়া মানবজাতির খেয়ালের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু মানবজাতির পায়ে জুতা পরাইতে গিয়া তথাকথিত পরার্থিসম্প্রদায়কে 'গরু মারিয়া জুতা দান' করিতে হইয়াছে। জগতে যাঁহারা দারিদ্র্য, মূর্খতা, কিম্বা অবাস্তব-পীড়িত জন, তাঁহাদের ঐ সকল সাময়িক ক্লেশ শান্তির জন্য পরার্থিসম্প্রদায় নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান উদ্ভোচন করিয়াছেন। পরার্থিগণ এই প্রবৃত্তধর্ম্মে প্রণো-দিত হইয়া বহুত 'পাস্তুর চিকিৎসালয়' (Pasteur Institute) উদ্ভোচন করিলেন। এই কার্য্য প্রশংসাকর সন্দেহ নাই। কিন্তু গবেষণাগারে কোন একটি ঔষধের সাফল্য নিরূপণ করিতে গিয়া বহুত অনেকগুলি প্রাণীকে হত্যা করিতে হইল। রুগ্ন ব্যক্তির জন্য chicken broth এর ব্যবস্থা করিতে গিয়া অনেকগুলি প্রাণীকে হত্যা করিতে হয়। মানুষের উপকারের জন্য monkey gland লইতে গিয়া বানরের প্রতি অত্যাচার করা হয়। আবার ইহাদের বিচারের প্রতিযোগী অপর এক বিচারে কোন কোন ধর্ম-সম্প্রদায় ইতর প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া মনুষ্যজাতির প্রতি নির্দ্দয় হইয়া থাকেন। তাঁহারা ছাড়-পোকাকে খাদ্য জোগাইবার জন্য 'খাটমল খিলাইবার' ব্যবস্থাকে 'পরোপকার ধর্ম' বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ utility বা প্রয়োজনীয়তার তারতম্য-বিচার প্রদর্শন করিয়া বলিতে পারেন যে, একটি গরুকে মারিয়া যদি অনেকগুলি লোকের জুতা প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে অনেক-গুলি শ্রেষ্ঠজীবের উপকার বা ভোগ হয়, তাহা হইলে সেরূপ গো-হত্যা কিছু অসমীচীন নহে। এজন্য শ্রীবর্ষা-বলম্বিগণের মতবাদ-বিশেষে ইতর প্রাণীর আত্মা স্বীকৃত হয় নাই। মানবজাতি অপস্বার্থপর হইয়া পশুজাতির প্রতি এবং পশুজাতি অপস্বার্থপর হইয়া মানবজাতির প্রতি যদি এরূপ শাস্ত্রবাধক ও ভোগ্যভোক্তা সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সেই পরস্পর অপস্বার্থপরতাকে পরার্থিতার প্রলেপ-দ্বারা মসীয়ান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ পরার্থিতা অন্তদিকে নিরীশ্বর শিক্ষা বা নীতিরই পক্ষ সমর্থন করিল। যাঁহারা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে সন্তুষ্ট নহেন, যাঁহারা ন্যূনাধিক ভোগবাদে রত, যাঁহারা ভগবৎসেবকগণের সেবাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচার করেন না, তাঁহাদের মধ্যে পরার্থিতার নামে ঐরূপ নাস্তিকনীতি 'ধর্ম' নামে স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ এই পরার্থিতা পরস্পর রক্ষা-রক্ষি করিয়া সুবিধাবাদের অনুসন্ধান মাত্র।

তথাকথিত পরার্থিতার আর একটি অসুবিধা এই যে, তাহা স্ব স্ব স্বামী মণ্ডলের জন্য আমাদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি হইতে বাধা প্রদান করে। পরার্থিগণ theistic education এর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে। যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা খুব আস্তিক, তথাপি তাহাদের সেই আস্তিকতার মুখোস কেবল ইন্দ্রিয়সেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য। যাঁহারা শ্রীভগবদ্বস্তুকে নির্ব্বিশেষ বিচার করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবানের সেবকগণের কেবলমাত্র

যায় তখন করিয়া জীবনধারণের যোগ্যতা আছে, হরিসেবার জন্য বিশ্ব-নীতিরের যোগ্যতা নাই—এরূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাই হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবার বিমুখ হইয়া বহির্মুখ জীব বা মানবজাতির বহুভাবের সেবা অর্থাৎ তাহার ভোগবর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত। হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবা তাঁহাদের বিচারে অনাবশ্যক, বহির্মুখ জীবের ভোগবর্দ্ধন বা ভোগের অভাবপরিপূরণই তাঁহাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও পরম ধর্ম্ম। কিন্তু বহির্মুখতার এই অভাব-পূরণের দ্বারা নিজের ও পরের কতটা মঙ্গল হইতে পারে?

গত অর্দ্ধোদয়যোগ-স্নানের সময় কোন এক ব্যক্তি একটি ইংরাজী সাধারণ সংবাদ-পত্রে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান হইতে অর্দ্ধোদয়যোগের স্নানার্থী জনগণের সহায়তা-কল্পে স্বেচ্ছা-সেবকগণ গঠিত হইয়াছিল কিন্তু গৌড়ীয়মঠের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইতে একটিও স্বেচ্ছাসেবক দেওয়া হইল না কেন? হিন্দুধর্ম্মের এরূপ পুণ্যকার্য্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহায়তা কি বাঞ্ছনীয় ছিলনা?

মণ্ডলগ্রন্থিক ধর্ম্মের ধারণা ও শিক্ষা এত সঙ্কীর্ণ যে, তাঁহাদিগকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। উহাকে ঠিক পরিপ্রশ্ন বলা যায় না। কারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ কার্য্যে সহায়তা না করিয়া অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন, এইরূপ মনোভাব উহার অন্তরালে ন্যূনাধিক নিহিত ছিল। পুণ্য ও পবিত্রতা সংগ্রহ করিবার যোগ্যতা যাহাদের আছে, সেই অধিকারের কার্য্য আমাদের নহে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত মনে করিলেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের একশ মণ সোনা আছে। তাহার বাড়ীর কাছে ৫০০ ফিট একটি গর্ত্ত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি কিরূপ মূর্খ যে, তাহার একশ মণ সোনা সেই গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া উহাকে ভরাট করিতেছে না। আমরা সোনা দিয়া গর্ত্ত-পূরণের প্রণালী গ্রহণ না করিয়া সোনার অতি সামান্য অংশ-দ্বারা তামার পয়সা কিনিয়া তদ্দ্বারা মাটি কিনিয়া ঐ গর্ত্ত ভর্ত্তি করিব। আমরা আমাদের হরি-ভজনের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নষ্ট করিতে পারি না। পাপ ও পুণ্যকার্য্য করিবার সময় আমাদের নাই। আমাদের পূজ্য গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, কৃপাসাগর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি বা বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন করিবার সময় তাঁহাদের নাই।

• •

জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন যে, তাঁহাদেরও সাত্ত্বিক প্রকৃতি-বিশিষ্টের ন্যায় প্রত্যেকের একতৃতীয়াংশে অধিকার আছে, কেবল সাত্ত্বিক প্রকৃতিরই প্রাবল্য হইতে পারে না। তথাকথিত সাত্ত্বিক প্রকৃতি যে অবিমিশ্র, তাহা নহে। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে নিরাস করিয়া আবার সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নিরাস করিতে হইবে। সত্ত্ব-অর্থে অধিষ্ঠান বুঝায়। সত্ত্বের অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল নহে। আর রজস্তমোগুণ পরিবর্ত্তনশীল। যাহারা রজস্তমোগুণাধিষ্ঠিত, তাহাদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

"নূনং নানামদোদ্রিক্তাঃ শান্তির্নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"

ভাঃ ১০।৬৮।৩১

• • •

'কীর্ত্তন' জিনিষটি শ্রবণের উপর নির্ভর করে। কেবল সুর-তাল-মান-লয়ের কসরৎ—যাহা লোকের ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্ত করে—তাহা 'কীর্ত্তন' নহে। কীর্ত্তন ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রত্যেক তন্ত্রীতে আপনাকে ঐকতানে বদ্ধত করিবে। যিনি সব ভেজাল জিনিষগুলিকে চুরি করিয়া মানুষের মঙ্গল করেন, তিনিই হরি। সেই হরির কীর্ত্তনেরই জগতে দুর্ভিক্ষ। তথাকথিত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এই হরির কীর্ত্তন নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—হরির কীর্ত্তনই cent per cent education. পরা বিদ্যার মূল মালিক অপরা বিদ্যার বরণকারী। হরির কথা যত শুনা যাইবে, ততই সুবিধা হইবে। ভগবানের নিজস্ব শক্তি কি, আর তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াই বা কি, তদ্বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে। হরি কখনও অনিত্য বস্তুকে হরণ অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন না। তিনি ভেজালজিনিষকে সরাইয়া দিয়া নির্ম্মল চিদানন্দ-সত্তাকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন।

• •

Platform Speaker অপেক্ষা যিনি প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত উপদেশ প্রদান করেন, তিনি অধিক ব্যক্তিগত উপকার করিতে পারেন। Platform-Speaker সাধারণভাবে যে কথা কীর্ত্তন করিয়া যান, তদ্দ্বারা সকলের সকল সমস্যার সমাধান বা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মঙ্গল অনেকসময় হয় না। কলেজে বা স্কুলে সাধারণভাবে বক্তৃতা শুনা অপেক্ষা coaching class বা private tutorial classএ ব্যক্তিগত defect অধিকতর ভাবে সংশোধিত হয়। এজন্য ব্যক্তিবিশেষকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাঁহারা উপদেশ প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা অধিক স্থায়ী মঙ্গল এবং বোধ হয় অধিক লোকের প্রকৃত-মঙ্গল করিতে পারেন।

• • •

একটা কাঠিকে যে কেহ সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। দুইটি কাঠি একত্রিত হইলে তাহাতে আরও একটু শক্তি হয়। অনেকগুলি কাঠি একসঙ্গে থাকিলে তাহার শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। যিনি একাকী নির্জ্জন ভজন করেন, তিনি সহজেই নানাবাধাবিঘ্ন-দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন। তাঁহার চঞ্চলতা-প্রকাশে অধিক যোগ্যতা আছে। কিন্তু যখন বহুলোক মিলিয়া ভজন অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন হয়, তখন তাহার যে একটা Congregational effect হয়, তাহার শক্তি অনেক বেশী। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।" এজন্য সাধারণ দুর্বল জীবের পক্ষে নির্জ্জন ভজন অপেক্ষা শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনাচার্য্যের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদানে অধিক সেবা-শক্তি লাভ হইতে পারে। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা। ইহারই আদর্শ শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"একাকী আমার, নাহি পায় বল
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' প্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে॥"

• •

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া তাহার সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোক তিনটি গয়া হইতে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্লোক তিনটি এই,

"জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥"
—ভাঃ ২।৩।১২

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো ন যতোঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"
—ভাঃ ৪।২২।৩৯

"কর্ম্মাণি পরিণাময়ন্নবিদ্যাদয়ন্নলম্।
বিপক্বিষয়বন্ন পক্ষেদৃষ্টমপি দূষিবৎ॥"
—ভাঃ ১১।১৯।১৮

• •

আগন্তুক ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের অতীত ইতিহাস-সমূহ আলোচনা করিতে করিতে ভক্তিবিলাসঠাকুরের ন্যায় বিচার অনুভব করিতেছেন। ভক্তিবিলাস ঠাকুর বলিতেন যে, তিনি তাঁহার জীবনকে re-scrutinise করিতেছেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজন আজন্ম নিষ্কপাটিক ভগবৎসেবানুশীলন-রত শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষার জন্য দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বজীবন আলোচনা করিতে করিতে দেখিতে পাইতেছেন যে, তাঁহার এত সময় কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু তিনি ভগবানের ভজন করিতে পারেন নাই। আমাদের সম্ভোগময় চিত্ত-বৃত্তিকে শাসন করিবার জন্য অহৈতুক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভজনপরায়ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দৈন্যমুখে আরও বলিলেন—আপনাদের ত' অনেক জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, আমার ত' আর অধিক সময় নাই। আমি ত' কিছুই করিলাম না। আপনারা ঐকান্তিকভাবে অনুক্ষণ ভগবদ্ভজন করুন। মুহূর্ত্তের জন্যও হরিভজন হইতে অন্যমনস্ক হইবেন না। হরিভজন কি করিয়া হয়, তাহা কৃপাপূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু জানাইয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ-তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ।
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দরহিতং লীলাস্থলং পরম্॥
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃপ্রকটিতা নিষ্ঠাঙ্কিতং ধাম্না।
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকেরই মর্ম্মে তাঁহার "শরণাগতি"র গীতির মধ্যে গাহিয়াছেন,—

রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনগিরি বামুনতীর॥
কুসুম-সরোবর মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুল-তরঙ্গা॥
বংশীবট গোকুল বীরসরীর।
বৃন্দাবনতরুলতিকাক নীর॥
খগমৃগকুল মনস্ত বাতাস।
মধুর ভ্রমর মুরলী-বিলাস॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন রেখমালা।
বসন্ত পঞ্চম শব্দ করতালা॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলাবিলাস-উদ্দীপক মানি॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়লু পরাণ হারাউ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক আমার পরাণ॥

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বহুবর প্রভুকে এই সংগীতটি কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিলে বহুবর প্রভু কীর্ত্তনের সুরে ইহা গান করিলেন।

* * *

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"সচ্চিদানন্দের বিচিত্রবিলাসের নাম 'লীলা'। আর অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের ইন্দ্রিয়-বিলাসই—ক্রিয়া। লীলা—নিত্য আর ক্রিয়া—অনিত্য। তাহা 'কুকর্ম্ম' ও 'বিকর্ম্ম'-পদবাচ্য। লীলার বিচারটি ভাল করিয়া আলোচনা করুন। লীলার কথা আলোচনা না করিলে সুবিধা হইবে না।" ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'ভাগবতার্কমরীচিমালা' হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলা-কথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

ভাঃ ১২।৪।৪০

"ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য"—এই পদের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য" এই ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষা "ওরে গোষ্ঠে" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিলেন—আমাদের মনকে রোজ দু'শ ঘাঁটপেটা করিতে হইবে। কেননা—আমাদের মন তৃণাদপি সুনীচ হইতেছে না। ইহার মূলকারণ—আমরা সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে চাহি না।

"লীলার অন্তর্গত পরিকর-বৈশিষ্ট্য"—এই কথাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন। পরিকরবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কৃষ্ণে পরিকররূপ বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য না থাকিলে তাঁহার পাঁচপ্রকার আশ্রয় না থাকিলে লীলা হয় না। এজন্য লীলার অন্তর্গত পরিকর। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ—লীলার অন্তর্গত পদার্থ। লীলাই পূর্ণ। লীলার প্রবেশেই পূর্ণবিচার। লীলার অনুকূল কি কি? রাধা-কুণ্ড, কুঞ্জকুটীর, গোবর্দ্ধন, কলিন্দনন্দিনী, মানসগঙ্গা প্রভৃতি। মনুষ্যজীবনের চরম তাৎপর্য্য ও সার্থকতাই এই যে, ঐসকল বস্তুকে লীলার অনুকূলরূপে দর্শন। সেই দর্শন বঞ্চিত হইলেই সংসার। রাধাকুণ্ড, কুঞ্জকুটীর, গোবর্দ্ধন, যমুনা প্রভৃতি লীলানুকূল, সেবানুকূল বস্তুসমূহকে যখনই সংসারের জিনিষ বলিয়া ভুল হয়, তখনই সংসার আসিয়া গ্রাস করে। বস্তুবৈরাগী সাজিলেই ঐ সকলে ভোগবুদ্ধি হয়। যদি আমাদের যুক্তবৈরাগ্য হইত তাহা হইলে, ঐ সকল বস্তুতে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি না হইয়া তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত লীলার অনুকূল বুদ্ধি হইত।

* * *

৬ই জুন সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের "শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহেন" প্রবন্ধের বিষয় কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কএকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই শ্রীমন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। ভগবান্ আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা বা মনঃকল্পনার যেখানে সেখানে আছেন—তাহা নহে; তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। অনেকে আপনা-দিগকে ভগবদ্ দর্শনের জন্য লালায়িত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-দর্শন হইতেই

ভগবদ্দর্শন হয়। ভগবদ্ভক্তদর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হইবে না—যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়-বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন—

এবং গুরূপাসনৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥"

(ভাঃ ১১।১২।২৪)

"বিদ্যাকুঠার" অর্থে এখানে "সাধনভক্তি", গুরূপাসনাই "কৈবল্য"।

ভগবান্ জগতে তাঁহার দুইটি স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীনাম ও শ্রীঅর্চ্চা। শ্রীনামের দ্বারা অর্চ্চার পূজা হয়। যিনি অর্চ্চা ও শ্রীনামের পূজা শিক্ষা দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। কেবল লম্পটের সহিত ঘুরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না। বিগ্রহের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। যেমন শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব কর্ম্ম-সদাচার ও জ্ঞান-সদাচার পরিত্যাগ করাইয়া ভক্তিসদাচার শিক্ষা দিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীরূপ-সনাতনের শিক্ষা।

• • •

শ্রীপাদ বঙ্কর প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর স্বামী বিজ্ঞানকে 'অপরোক্ষজ্ঞান' বলিয়াছেন। ইহা কিরূপ?" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—অপরোক্ষজ্ঞান বিজ্ঞান ব্যতীত আর কি? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ বা চিন্মাত্র ও' মস্ত কথা। শান্তরসকে 'অপরোক্ষ জ্ঞান' বলা যাইবে। 'অপরোক্ষ' হইতেই শান্তরস আরম্ভ হইল। দাস্যরস আরম্ভ হইলে 'অধোক্ষজজ্ঞান'। তটস্থ বিচারে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে অধোক্ষজজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে, রৌপ্য একটি বহু মূল্যবান্ বস্তু, তদ্দ্বারা সত্যতার কিছু হানি হয় না; কিন্তু স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের সহিত তুলনায় অনেক বেশী। কোনও একটি ছাত্র প্রবেশিকা-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে, তখন যে সে সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষার দিকে অভিযান করিতেছে না, তাহা নহে। অপরোক্ষজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইলে অধোক্ষজের দিকেই অভিযান হয়। এজন্য অপরোক্ষজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি অপরোক্ষজ্ঞানকে প্রগতিশীল না করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাই নির্ব্বিশেষজ্ঞানে পরিণত হয়। তাহা বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান নহে। আমাদের কথা অপরোক্ষজ্ঞানে মাত্র আবদ্ধ হইয়া থাকা উচিত নহে। অপরোক্ষজ্ঞানের কথা আমরাও বলি। অধোক্ষজ-জ্ঞানের অন্তর্গত অপরোক্ষজ্ঞান। অপ্রাকৃতজ্ঞানে অপ্রাকৃত প্রত্যক্ষ, অপ্রাকৃত পরোক্ষ, অপ্রাকৃত অপরোক্ষ ও অপ্রাকৃত অধোক্ষজজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে।

বঙ্কর প্রভু বলিলেন—"নির্ব্বিশেষবাদিগণ 'বিজ্ঞানঘন অপরোক্ষজ্ঞান' অর্থের সুযোগ লইয়া শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁহাদের দলে টানিতে চাহিবেন।" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, "শ্রীধরস্বামী 'মূকা অপি বাচালা বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে', 'বস্তুনঃ অংশঃ জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎসর্ব্বং বস্তুত্বে' প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধান্ত তাঁহার শ্রীভাগবত-টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বিদ্যাবৈভববাদিগণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরকে কিছুতেই তাঁহাদের দলে টানিয়া আনিতে পারিবেন না।"

• • •

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন—Henotheists বা একোপাসকগণ প্রথম মুখে তাঁহাদের অভীষ্টদেবতার নিকট যোড়হাত করিয়া থাকেন, পরে গায়ে একটু জোর হইলেই তাঁহারা অভীষ্টের "pull the ears and take his seat" অর্থাৎ স্বয়ংই অভীষ্টের সহিত একীভূত বা ব্রহ্ম হইয়া যাইতে চাহেন।

• • •

"মহাপ্রভুকে বাদ দিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য কখনই উপলব্ধি হইতে পারে না।"—এই কথা শুনিয়া বঙ্কর প্রভু বলিলেন—"অপরপক্ষ ইহা শুনিয়া বলিবেন যে, মহাপ্রভুর পূর্ব্বে কি কেহ শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন নি বা তাহার অর্থ বোঝেন নি?" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"যাঁহারা মহাপ্রভুকে বাদ দিয়াছেন, তাঁহারা ভাগবত পড়িয়াছেন কোথায়? পূর্ব্বে কেন, এখনও ত' পড়িতেছেন না। তাঁহারা জড়বিদ্যা বা অনুস্বার-বিসর্গ-মাত্র পড়িয়াছেন। মহাপ্রভু

ও' অনিত্য মায়াসিদ্ধ নহেন। তিনি অনাদি ও নিত্য বস্তু। শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত হইয়াই ভাগবত পড়িয়াছিলেন। এই জন্যই মহাপ্রভু তাঁহাদের ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়াছেন।"

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ গৌরপার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম-বিবর্ত্ত হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। "সেবাসেবার ছল করি' বিধর নাহি কয়", "গ্রাম্য কথা গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে কাণে"—এই সকল পদগুলি পুনঃপুনঃ পাঠ করিলেন।

• • •

৭ই জুন প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—জীবনের শেষভাগে ব্রজধামের কথাই আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার দুইটি বিভাগ হওয়া প্রয়োজন—একটি "শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা," অপরটি "শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভা"। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় ৬১নং থিয়েটার রোডে অবস্থানকালে গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আগামী বিজয়াদশমী তিথি অর্থাৎ শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা যাহাতে এবৎসর পুনরায় বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে ৭ই জুন তারিখে অনেক উপদেশাদি প্রদান করেন।

• • •

৭ই জুন রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দকে "অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত" প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলেন এবং ঐ প্রবন্ধের প্রত্যেক অংশ স্বয়ং ব্যাখ্যা করিতে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—ভগবদ্ভক্তি কখনই হইতে পারে না যদি Personality of Godhead ignored হয়—Personality of Godhead is the indispensible factor of 'ভক্তি'। মনুষ্যের হৃদয়ের অনিষ্টানুর যখ হইলেই তাহার কৃষ্ণানুশীলনে যোগ্যতা হয়—তদ্ভাবে তখন শ্রীরাধাদাস্য করিতে পারেন।

• •

'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে'—এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি—অধোক্ষজসেবায় অনর্থ-নিবৃত্তি। এই জন্য অধোক্ষজ—চতুর্ভুজ। তিনি তাঁহার সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা জীবের অনর্থ নিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ বস্তুতে মর্য্যাদাবিচার আছে। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই; সম্যক্ অনর্থোপশান্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃত—দ্বিভুজ-মুরলীধর। তিনি বিশ্রম্ভের সহিত সেব্য। 'পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা'—এই বিচারে পরতত্ত্ব—একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। পরতত্ত্বেই 'অপ্রাকৃত' শব্দ প্রয়োজ্য। ব্যূহ ও বৈভব তত্ত্বে—অধোক্ষজ-শব্দ, অন্তর্যামি তত্ত্বে—অপরোক্ষশব্দ এবং অর্চ্চাতত্ত্বে—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ-শব্দ প্রয়োজ্য।

• •

হৃষীকেশ-নাথ—Predominating Agent, আর কর্ণ predominated agent অর্থাৎ হৃষীকেশ-নাথ নিয়ামক বা প্রভু, আর কর্ণ নিয়ম্য বা ভৃত্য। কর্ণ যেখানে নিয়ামক বা প্রভু হইতে চাহে, সেখানে নাম-শ্রবণ বা কীর্ত্তন-শ্রবণ হয় না। হরিকীর্ত্তনকে যে কর্ণ ভোগ করিতে বা মাপিয়া লইতে চাহে, সেইরূপ কর্ণের বৃত্তির দ্বারা হরিকীর্ত্তন বা হরিনাম শ্রুত হয় না। সেই বৃত্তির নামই—"অপরাধ"। এজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। ভগবদ্দর্শন-কথার অর্থ—cent percent engagement of the senses in the service of the Divine Personality or Absolute.' 'আমরা সেব্য'—এই বিচারই অচিন্ত্য জ্ঞান। আর 'আমরা অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের সর্ব্বতোভাবে ভোগ্য'—এই উপলব্ধিই চিন্ময় জ্ঞান।

• • •

৮ই জুন প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ" শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মুমুক্ষু ছিলেন। যদিও তিনি গৃহস্থ ছিলেন, তথাপি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া পুরীধামে অবস্থান পূর্ব্বক মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য হইয়াছিলেন এবং

মায়াবাদী পারমহংস্য জীবন যাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন – ভাগবত পারমহংস্য জীবনেই প্রকৃত পারমহংস্য লাভ হয়। "ত্যক্তেহন্যকম্পাং" শ্লোক জীবের কর্ম্মময় জীবনের অবসান করাইয়া থাকে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতাপরুদ্র উদ্ধার—কর্ম্মি-উদ্ধার-লীলা, আর সার্ব্বভৌম-প্রকাশানন্দাদির উদ্ধার—জ্ঞানি-উদ্ধার-লীলা।

• •

মহাপ্রভু গোপীর নাম জপ করিতেছিলেন দেখিয়া আধ্যক্ষিক পড়ুয়ার তাহাতে ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, কৃষ্ণনাম-জপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ কেন গোপীর নাম জপ করিতেছেন? আশ্রয়বিগ্রহের নাম-কীর্ত্তন ব্যতীত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন হয় না,—ইহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের "রাধারসসুধানিধি" হইতে কতকটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমতের অনুভাষ্যধৃত প্রেমরত্নীতা ও মহিষীগীতার পদ্যানুবাদের কথা বলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আত্মধৈন্য প্রকাশ করিয়া সাধকের গ্রন্থ-রচনা ও লীলা-প্রবিষ্ট মহাভাগবতের গ্রন্থরচনার মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—নিজের অনুভবের কথা, নিজের স্বাভাবিক আর্ত্তির কথা নিজে জ্ঞাপন করা, আর অপরের আর্ত্তির কথা শুনিয়া বা অপরের হইয়া তাহা বলা—ভিন্ন কথা। যে নিজের case নিজে plead করিতে পারে, সে যেরূপ সকল কথা অকৃত্রিম ও সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারে, অপর ব্যক্তি বা উকিল সেরূপ পারে না। শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রভু শ্রীবার্ষভানবীর নিকট তাঁহার নিজের case নিজে plead করিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণ করিয়া যদি তথাকথিত সাহিত্যিক বা সাধক জীব ঐরূপ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা অবশ্যম্ভাবী।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—যখন তিনি পদ্মপুরাণ মুদ্রিত করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়াছিলেন, material বা 'মাটিয়া' বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা বুঝা যায় না। জগতের লোক যে কৃষ্ণ-লীলার (?) কথা বুঝিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সেই ধারণা সব 'মাটিয়া'।

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাকে এই কথাটি বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন যে, জগতের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, পাপ ও পুণ্য সমস্তই কৃষ্ণ-স্মরণের নিকট নিরর্থক। তিনি যখন গোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জের একপ্রান্তে একটি কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নদীয়ার জেলাপুলিশসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মধুসূদন শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আমার শ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। বাবাজীমহারাজের নিকট এক চৌকিদার গিয়া জেলা-পুলিশ-সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন বলিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—আমি কাঙ্গাল, আমার নিকট তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কোন প্রয়োজন নাই। দফাদার ও দারোগা-বাবু প্রভৃতি পর পর গিয়া বাবাজী মহারাজকে জানাইলেন, যেন তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদানে কুণ্ঠা প্রদর্শন না করেন। অথচ যিনি তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা, যাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহারা বাবাজী মহারাজকে নানাভাবে অসুবিধায় ফেলিতে পারেন, সেইরূপ ব্যক্তি আজ উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহারাজের দর্শন যাচ্ঞা করিতেছেন, এরূপক্ষেত্রে তাহা প্রত্যাখ্যান করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে! কিন্তু বাবাজী মহারাজ ত' কিছুতেই দেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং বলিলেন, আমি কাঙ্গাল আমার সহিত জাগতিক বড় লোকের কোন প্রয়োজন নাই।

• • •

ভাগবত পরমহংসের চরিত্রের মধ্যে পরস্পর আপাতপ্রতীয়মান অসামঞ্জস্য দেখিয়া, আপাত-বিরোধী বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধারণ ব্যক্তি, এমন কি, ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট-অভিমানকারী অনেকেই, বঞ্চিত হইয়া থাকেন। একদিকে বাবাজীমহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, অপরদিকে তিনি সময় সময় যে সকল কথা বলিতেন, তাহা শুনিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত কেহ কেহ—আমি কেন এরূপ বাবাজীমহারাজের সঙ্গ করি, তদ্বিষয়ে অনুযোগ দিতেন। কিন্তু আমি

বলিতাম—বাবাজীমহারাজের বকনা বুঝিতে তোমাদের অনেক দেরী আছে এক সময় বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিলেন—"আপনি ঘট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গোস্বামী-গ্রন্থসমূহ প্রচার করুন। আপনি জগদ্‌গুরু।" আবার আর এক-দিন বলিলেন—"জগতের লোকে মঙ্গলের কথা গ্রহণ করিবে না। তাহাদের জন্য সময় নষ্ট করিবেন না। গ্রন্থাদি সেবা ও প্রচারের ভার গৌরভাগণের উপর দিয়া আপনি হরিভজন করুন।" তাঁহার এই পরস্পর বিরোধী বাক্য থাকে। অনেকেই বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু তাঁহার অকপট দাস্যাভিমান থাকিলে আমরা বঞ্চিত হইব না।

• • •

যখন আমি কাশিমবাজারে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীখণ্ডের ঠাকুরগণ জানিতে পারিলেন যে, আমি অপর কাহারও হস্তে কিছু গ্রহণ করি না, স্বহস্তে ভগবন্নৈবেদ্য পাক করিয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহা আমার শ্রীগুরুদেবের আদেশ। ইহা শুনিয়া শ্রীখণ্ডের ঠাকুরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার শ্রীগুরুপাট কোথায়? আমি বলিলাম—তিনি অনিকেত, তাঁহার শ্রীপাট শ্রীদেবীর—বার্ষভানবীর পাদপদ্ম; তিনি সম্প্রতি কুলিয়ায় থাকেন। তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া আমার শ্রীগুরুদেবের নিকট কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন এবং গৌরনাগরী মত সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমার শ্রীগুরু-দেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আমি ওসকল বুঝিনুঝি না। মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া একান্ত গৌর-ভক্তের অনুগত হইয়া কৃষ্ণভজন করিতে হইবে, এই মাত্র বুঝি। ঐ সকল আধুনিক কাল্পনিক কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—স্বহস্তে বা অপরের হস্তে ভগবন্নৈবেদ্য-গ্রহণের কালে আমাদের এই বিচার থাকা উচিত যে, যাহারা বিষয়-বিষ মিশ্রিত করিয়া দিবে না, তাহাদিগের হস্তেই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। বিষয়ীর অন্ন—মন্নাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বীর পাপপুণ্যমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিলে হরিভজন হয় না। অপরের প্রদত্ত ভোগে বা বিষয়-বিষে লুব্ধ হইয়া গেলে কখনও ভগবদ্ভজন হইবে না। অপরে যে সেবা করে, পাখার বাতাস করে, তাহা তাহারা বার্ষভানবীর অঙ্গেই প্রদান করিতেছে, আমি বার্ষভানবীর উচ্ছিষ্ট-ভোজী, বার্ষভানবীর সেবানুখেই আমার সুখ—এই বিচার না থাকিলে বৈষ্ণবের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ইহা অহংগ্রহোপাসনা নহে। দেহারামী বা অহংগ্রহোপাসক এই বিচারের অনুকরণ করিলে অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবে।

• • •

যখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল, সেই উৎসবে আমি ভক্তিতীর্থ সীতানাথদাস মহাপাত্র মহাশয়কে বলিলাম—আপনি যাঁহাকে গুরু বলিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি বুঝিয়াছেন—তাহা আজ কিছু বলুন। তিনি তখন সভায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি বিশেষ ও সুন্দর উক্তি বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি ভক্তিবিনোদঠাকুরের নিকট ইহা শুনিয়াছেন যে, বৈষ্ণব কখনও শিষ্য করেন না; তিনি সর্ব্বত্রই গুরু করিয়া থাকেন।

• • •

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যাহাকে একান্ত আত্মীয় অর্থাৎ আসনযোগ্য শিষ্য জ্ঞান না করিতেন, তাহাকে কোন শাসনবাক্য বলিতেন না, প্রশংসা করিয়া বিদায় দিতেন। তাঁহার নিকট আগত বা তাঁহার অনুগত কিম্বা স্নেহ-ভাজন প্রত্যেকেই মনে করিত—"ঠাকুর আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন"।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—যখন বাবাজী মহারাজের পাদপদ্ম-সন্নিকটে আসিলাম, তখন সেই দিব্য-জ্ঞানদাতা জগতের স্ত্রীনীতি, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য প্রভৃতি বিচারের প্রতি এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, সে সময় হইতে বহু বৎসরাবধি জড়জগতের প্রতি অচেতনপ্রায় ছিলাম। কিরূপে রাত্রি-দিন চলিয়া যাইতেছে—কিছুই জ্ঞান ছিল না। তিনি যে শক্তিসঞ্চার করিয়া দিলেন, তাহাতেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রহিলাম।

শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের পত্র

ALL GLORY TO SHREE GURU-GAURANGA

Sree Madhwa Gaudiya Math

May 23, 1935.

My Dear Kunjada,

Permit me to offer my humble prostrated obeisances to your Lotus Feet and to those of other Mahamahopadeshakas, Mahopadeshakas, Upadeshakas, Desbikas and Tattwakovidas that are always intoxicated with drinking the nectarine honey of the Lotus Feet of our Divine Master, Om Vishnupad Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj.

Your kind and affectionate note of the 19th instant is to hand and has not only given me intense delight but has made an indelible impression in my mind that Kunjada who, being nearest and dearest in the inner circle and hence reserve and conservative in the extreme, is also liberal and graceful to those in the outer circle. Truth to tell, never had I been blessed before with such benedictory counsels as form the keynote of your kind note. There is a tone of deepest sympathy for this poor fellow running throughout this thrice-welcome note. It has, therefore, come to me as a Divine Grace at a time when I was in sore need of such inspiration and immensely delightful benediction. May I, therefore, hope to be favoured with such infallible spiritual tonic more often than not, from your holiness, world-diseased as I am?

Now then, Kunjada, is it possible for a tiny earthy creature like myself to transcend Kanak, Kamini and Pratistha, the triple offspring of Maya, unless there is full submission to the five-fold confidential services of the Mahamahopadeshakas and other bonafide devotees of His Divine Grace, who are really Tridandi-Goswamins, though not with Triple-Staff? Is it possible, Kunjada, for an enfeebled creature like myself who has forgotten his real self, to mix freely with worldly-people without being contaminated by their contagious disease? Is it possible, Kunjada, for an enfettered soul like myself whose current of thought is stagnated within the four banks of time and space, to form any conception of any Entity in the transcendental Realm, not to speak of the Divinity Whose Body, Soul and Word are identical i. e. one and the same, Whose Voice is the Voice of God, Whose Immanent Manifestation is meant for the eternal well-being of all beings and Whose Veritable Existence cannot be comprehensible by any human intellect, however colossal it may be, unless and until He reveals Himself to him whom He kindly favours? Is it possible, Kunjada, to render any kind of service to the Supreme Lord and His Devotees, ignoring the infallible guidance of the Spiritual Guide Who has, out of His Infinite Mercy, made known to the world, by example and precept, the eternal connecting tie of Divine Love between Godhead and ourselves? Is it possible, Kunjada, to make the right use of our free-will which is the most precious gift that God has ever given to man, when we forget our real nature and abuse it by lording it over the phenomenal world with our perverted ego? Is it possible, Kunjada, to attain transcendental knowledge when our mental exploitations are bamboozled with monstrous monuments of shams? Is it possible, Kunjada, to taste Kirtan-Rasa for a 'Gokhara' like myself with mundane senses? Is it possible, Kunnjada, for a material bulb like myself to burn, however well-fitted it is, unless it is in touch with the main Power-House, the Fountain-Head of All-Light? Is it possible, Kunjada, for a neophyte like myself to play with venomous serpents without being cognizant of the hidden secret (Mantra) with which to tackle them? Is it not a master-piece of tom-foolery on the part of a bald-man to lay barehead in the hair-dresser's saloon? Is it not sheer end of silliness, nay fool-hardiness to lay the axe at the root of the very same tree under the cool shade of which the hewer has

taken shelter ? Is it expedient for a convalescent or radically-cured patients to mix freely with T. B. or Cholara patients, though all, being admitted into the same Hospital, are under medical treatment of a Doctor Whose Doctrine of Medicine and Diet serve as a Panacea to all World-Disease ? Is not T. B. ward set apart from other wards, though they all belong to the same compound ? Can there be collision if all the Trains run with equal speed on the same parallel lines having the same Destination ? Real service aims at pleasing God and not people. It enters into no arithmetic. It expects no eulogy or rewards. It knows no jealousy or despondency. It is Divine. It loses its Divinity if it hankers after worldly pursuits. Kunjada, what a responsible task His Divinity has devolved upon us. If I am negligent or careless, I am undone like a hare in between the hound and the hunter. Under the circumstances, I have no other course left than to submit myself with all humility to your super-human Self and earnestly beseech your non-evil-producing Mercy that I may render an infinitesimal service to His Divine Grace and His inseparable Associates in accordance with your most valuable words of advice. Kunjada, my days are numbered. Pray that I may ever remember the Sloka "তৃণাদপি সুনীচেন" etc. Kunjada, I have been pondering over the matter for some years past which has now engrossed your attention but found myself on the contrary in a labyrinth of inextricable dilemma which has struck me dumb. Now that your kind note has let in a free passage, I have disclosed the inmost recesses of my heart, not to a Balisha, but to a Bhagabatratna, who is the most intelligent servitor among the disciples of His Divine Grace Sreela Prabhupad, hoping that His Holiness will, some day, in near future, cast a Merciful Glance on this vile wretch and plead on his behalf to His Divine Grace, Om Vishnupad Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, for his release from this vortex of bewilderment.

Kunjada, please excuse me for troubling you with these plethora of interrogations. I have given my long pent-up sorrowing wounds ventilations to get some relief at your hands. If thereby I have done wrong, I again crave your pardon, kind-hearted as you are.

Please convey my most humble prostrated obeisances to the Lotus Feet of our Divine Master Sreela Prabhupad with His Paraphernalia. I shall be glad to know that His Divine Grace is keeping good health now.

Despite my ill health, I have been delivering lectures in different quarters of the town as a result of which distinguished person (Rai Bahadurs) like Anathbandhu Talukdar (Retd. Dist. Mag.), Revati mohan Mukherjee (Retd. Dist. and Session Judge), Manomohan Neogi (Retd. Sub Judge) Etc, pay their kind visits to the Math and hear Hari-Katha from me both morning & evening.

Rai Bahadur Jogesh Chandra Ghose, an octogenarian, who, in his halcyon days of youth, did leave no sins undone, listened to my discourses for some days and was inclined to accept Hari-Nama from His Divine Grace when his friends and relatives stood on the way of following Vaishnava-Sadachar. One night he and I had to wait till 11-30 P. M. In a Telephone office to ring you up to request His Divine Grace to send a Japa-Mala per parcelpost, but alas! we returned broken-hearted since the line was still engaged. Next day I went to his house again and had to fight the battle out against tremendous odds, I mean those 'Swajanakhya Dasyus' being vanquished, sought for truce for a fewdays more till his recovery from brain paralysis. Two young men of Mymensingh District (Sj Pulin Behari Chakravarti and Jitendra Nath Chandra) who appeared in the last B. A. degree Exam. will shortly take shelter in the Lotus Feet of Sreela Prabhupad. Amen.

I am, affly yours,

(Sd) B. P. Tirtha.

(অর্চ্চনানুবাদ)

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ—
২৩শে মে, ১৯০৪

স্নেহময় কৃষ্ণদা—

আমাদের অতীষ্টদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মের অমৃত-রসপানে সতত মত্ত আপনার ও অপরাপর মহাবদান্যোপদেশক, বদান্যোপদেশক, উপদেশক, সৈনিক ও তত্ত্বকোবিদগণের পাদপদ্মে আমার বিনীত দণ্ডবৎপ্রণতি নিবেদন করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।

আপনার ১৯শে তারিখের স্নেহপূর্ণ কৃপালিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা যে কেবল আমাকে পরম আনন্দ দান করিয়াছে, তাহা নহে; অধিকন্তু ইহা আমার মনে এক সুদৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছে যে, শ্রীল কৃষ্ণদা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অন্তরতম ও প্রিয়তম বলিয়া অতীব গম্ভীর প্রকৃতির ও নিষ্ঠাপরায়ণ (conservative) হইলেও বহিরঙ্গগণের প্রতিও উদার ও কৃপাপরায়ণ। সত্যই বলিতেছি—আপনার পত্রের মূল সূত্র হইতে মদনোপদেশদ্বারা যেরূপ অনুগৃহীত হইয়াছি, ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কখনও সেরূপ কৃতার্থ হই নাই। আপনার এই বহুধা অভিনন্দনীয় পত্রের সর্ব্বত্র এই অধমের প্রতি আপনার গভীর করুণার সুর বিরাজ-মান। সুতরাং এইরূপ প্রেরণা ও পরমানন্দপ্রদ আশীর্ব্বাদের একান্ত প্রয়োজন-সময়ে আপনার পত্রখানি ভগবৎকৃপারূপেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি কি আশা করিতে পারি যে, মাদৃশ ভবরোগগ্রস্ত জীব আপনার নিকট হইতে প্রায়শঃ এইরূপ অব্যর্থ পরমার্থ-রসায়ন-লাভে অনুগৃহীত হইবে?

ভগবৎকৃপাবতার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ জন মহা-মহোপদেশকগণ ও অপর সেবকগণই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ ব্যতিরেকেও বাস্তব ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী। ইহাদের পঞ্চবিধ বিশ্রম্ভ-সেবার পূর্ণ আত্মনিবেদন ব্যতীত মায়ার প্রলয়ত্রয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে অতিক্রম করা আমার মত ক্ষুদ্র আগন্তুক জীবের পক্ষে সম্ভব কি? ইহা কি সম্ভব, কৃষ্ণদা যে, মাদৃশ আত্মবিস্মৃত দুর্ব্বল জীব জগতের লোকের সঙ্গে অবাধে মিশিয়া তাহাদের সংক্রামক ব্যাধিতে কলুষিত হইবে না? আমার মত মায়াকবলিত জীবের পক্ষে—যাহার চিন্তা-স্রোত দেশকালের চতুঃসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ—অপ্রাকৃত জগতের কোন বস্তুর ধারণা করা কখনও সম্ভবপর কি, কৃষ্ণদা? যে অপ্রাকৃত পুরুষের আত্মা, দেহ ও বাণী অভিন্ন, যাঁহার বাণী সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী, সকল জীবের নিত্যকল্যাণের জন্য জগতে যাঁহার প্রকাশ, অনুকম্পিত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং আত্মপ্রকাশ না করিলে যাঁহার বাস্তবস্বরূপ জগতের অতি মহতী মনীষার নিকটও অজ্ঞেয়—তাঁহার সম্বন্ধে আর কি বলিব? যে সদ্গুরু নিজ অপার করুণার আচার ও প্রচার দ্বারা ভগবান্ ও জীবের মধ্যে অপ্রাকৃত প্রেমের নিত্য সম্বন্ধ জগৎকে জানাইয়াছেন, তাঁহার অভ্রান্ত শাসন উপেক্ষা করিয়া ভগবান্ ও ভাগবতগণের কোন প্রকার সেবা সম্ভব হইতে পারে কি কৃষ্ণদা? ভগবান্ যদি কোন সর্ব্বোত্তম বস্তু মানবকে দিয়া থাকেন,—তাহা স্বাধীনতা। কিন্তু যখন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বভাব ভুলিয়া যাই এবং আমাদের বিকৃত অস্মিতায় ভগবান্ জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ঐ স্বাধীনতার প্রয়োগ করিয়া থাকি, তখন সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হয় কি? আমাদের মানস গবেষণা-সমূহ অবাস্তবতার সমুচ্চ স্তূপ লইয়া জগৎকে বিড়ম্বিত করিলেও তাঁহাতে অধোক্ষজ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় কি? কৃষ্ণদা! মাদৃশ গোখর জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও কীর্ত্তন-রূপ আস্বাদন করিতে পারে কি? মাদৃশ জড় প্রদীপ সুসজ্জিত হইলেও সকল আলোকের মূল প্রস্রবণ তড়িদ্-গৃহের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া জ্বলিতে পারে কি? বিষধর সর্পের সহিত ক্রীড়া করিবার নিগূঢ় রহস্য অজ্ঞাত হইয়া আমার মত নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্পক্রীড়া সম্ভবপর কি? কেশবিহীন মসৃণ মস্তক লইয়া নরসুন্দরের প্রসাধন-বিপণিতে প্রবিষ্ট হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা নহে কি? বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সেই বৃক্ষমূলে কুঠার-পাতন বুদ্ধিহীনতার বা অবোধের দুঃসাহসিকতার চরম-সীমামাত্র নহে কি? যে ভিষকের ভেষজ ও পথ্য-বিধান সর্ব্ববিধ ভবরোগের অব্যর্থ পরমৌষধি, সেই ভিষকের চিকিৎসাধীনে সর্ব্ববিধ রোগী গৃহীত হইলেও সদ্যঃ রোগ-মুক্ত বা পূর্ণরোগমুক্ত রোগীর, কলেরারোগী বা বসন্তরোগীর

সহিত অবাধ মিশ্রণ সমীচীন কি? হাসপাতালের একই সীমার অন্তর্ভুক্ত হইলেও বসন্তরোগি-গৃহ অপরাপর রোগি-গৃহ হইতে দূরে পৃথক্ অবস্থিত থাকে না কি? সকল ট্রেণ সমগতিতে সমান্তরাল পথে একই গন্তব্যে প্রধাবিত হইলে কেমন করিয়া সংঘর্ষ হইতে পারে? প্রকৃত সেবা ভগবৎপ্রীতিতেই লক্ষ্য করে—লোকরঞ্জন নহে। ইহাতে প্রাণতের হিসাব নাই; ইহা প্রশংসা বা পুরস্কারের প্রত্যাশা করে না; ইহাতে মাৎসর্য্য বা নৈরাশ্যের অভিজ্ঞান নাই। ইহা অপ্রাকৃত। জড় বিষয়ের অনুসন্ধানে লোলুপ হইলে ইহা অপ্রাকৃতত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। কৃপাময়, শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের উপর কি বাহিরপূর্ণ কথাই না ন্যস্ত করিয়াছেন! যদি অনবধানতা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমরা ঘাৎ ও কুক্কুরের মধ্যবর্ত্তী শশকের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব।

উভয় অবস্থায় আপনার প্রতি মূল্যবান্ উপদেশ-বাক্যানুসারে যাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় অভিন্ন পার্ষদবর্গের কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য আপনার অভিমানব স্বরূপের নিকট সর্ব্বতোভাবে বিনীত হইয়া আত্ম-সমর্পণ এবং কাতরে আপনার অযাচিতদয়া প্রার্থিকা করা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর নাই। কৃপাময়, আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। প্রার্থনা করি, যেন "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক সর্ব্বদা আমার স্মৃতিপথে থাকে।

যে বিষয়ের চিন্তা সম্প্রতি আপনার মনকে অধিকার করিয়াছে, তদ্বিষয়ে গত কএক বৎসর যাবৎ আমি চিন্তা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু অসহায়ের সমস্যাব্যূহ আমাকে মূক করিয়া দিয়াছে। এখন আপনার কৃপালিপি মূকপথ রচনা করিয়া দেওয়ায় আমি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ সেবক "ভাগবতরত্নের" নিকট—কোন "বালিশের" নিকট নহে—আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি,—এই আশায় যে, সেই সজ্জনবর অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন এই অধম হতভাগ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন এবং কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার দুর্বিপাক হইতে তাহার উদ্ধারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন করিবেন।

কৃপাময়! এই সকল প্রশ্নরাশিতে আপনাকে বিরক্ত করিলাম বলিয়া আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। আপনার হস্তে কিছু প্রতিকার পাইব আশা করিয়া আমার দীর্ঘকালের আবৃত পীড়াপ্রদ ক্ষতগুলিকে মুক্ত বায়ুতে উন্মুক্ত করিলাম। যদি ইহাতে আমার অন্যায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি করুণ-হৃদয়, আপনার নিকট পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তিপূর্ণ অনাধ্য দণ্ডবৎ প্রণতি দয়া করিয়া জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কুশল জানিতে পারিলে আমি পরমানন্দ লাভ করিব।

অসুস্থতাসত্ত্বেও আমাকে সহরের নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিতে হইতেছে। ফলে অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়া থাকেন।

* * *

দুইটি যুবক এইবার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছে। তাহারা শীঘ্রই শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ওঁ শান্তিঃ। ইতি—

আপনার কৃপাভাজন

(স্বা) ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে বিবাহ

গত ২৯শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ) বুধবার ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরেশ্বর দেবশর্ম্মা মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত চিদানন্দ ব্রহ্মচারী হোম ও অর্চ্চনাদি কার্য্যে সহায়তা করেন।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥

শ্রীচৈতন্যের নাম অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু তিনি জগতে কি বাণী প্রচার ক'রেছেন, সেই বিষয়ের খবর ঠিক ঠিক ভাবে খুব কম লোকই রাখেন।

শ্রীচৈতন্যের বাণী—জীবের নিত্য স্বভাবের বাণী। শ্রীচৈতন্যদেব কোন অস্বাভাবিক কথা—কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়া-মুদ্রা বা কঠোর ও কৃত্রিম অনুষ্ঠানের কথা বলেন নাই। তিনি ব'লেছেন—"হে জীব! তুমি আগে তোমাকে জান। তুমি কে? তুমি কা'র? তোমার সঙ্গে কা'রই বা নিত্য সম্বন্ধ? তোমার স্বভাব কি? তোমার মূল প্রয়োজন কি?—এ সকল কথা আগে শুনে বিচার ক'রে তুমি জীবন-পথে চ'লতে আরম্ভ কর। তা' হ'লেই তোমার জীবন—শুধু এ জীবন নয়, তোমার অনন্ত জীবন—সার্থক হ'বে, মধুময় অমৃতময় হ'বে।"

"তুমি কে? বা আমি কে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—"হে জীব! তুমি কতকগুলি হাড়-মাংসের পিণ্ড বা আকার নও। মানুষ ম'রে যাওয়ার পরও এই আকার বা দেহটা প'ড়ে থাকে এবং কিছু-দিন পরেই তা' বিকৃত হ'য়ে যায়, প'চে যায়। তুমি যা' দিয়ে চিন্তা ক'রছ, সেই মন-বুদ্ধি প্রকৃতিও তুমি নও। কেননা, ওগুলি প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হ'য়ে যা'চ্ছে। তুমি হ'চ্ছ—জীব। 'জীব' ব'লতে—যা'র জীবন আছে অর্থাৎ চেতন আছে। তুমি সেই চেতন বস্তু। তোমার ন্যায় এরূপ অসংখ্য চেতন আছে। তা'রাও তোমার ন্যায় অসংখ্য জীব। বহুরূপীর ন্যায় এ চেতনগুলি নানারকমের পোষাক প'রে নানা আকার বা রূপ ধারণ ক'রেছে। কা'রও মানুষের আকার, আবার মানুষের ভিতরেও নানারকম মানুষ, কা'রও পশুর আকার, কা'রও পক্ষীর আকার, কা'রও বা গাছপালার আকার ইত্যাদি ইত্যাদি। যত রকমের ভিন্ন চেহারা দেখ্‌তে পাচ্ছ, এগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোষাক। আর এ পোষাক প'রেছে—যত ঘুমন্ত চেতন। তা'রা যেন এক এক জন কয়েদী। যে যেরূপ অন্যায় ক'রেছে, তা'কে সেই শ্রেণীর কয়েদী ক'রে এই দুনিয়ার জেলখানায় রাখা হ'য়েছে।

এই সকল চেতন কোথা হ'তে আস্‌ল? এক পরম চেতন থেকে এসকল চেতন প্রকাশিত হ'য়েছে। সেই পরম চেতনই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চেতনের মালিক। যেমন আগুনের কুণ্ড থেকে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বা কণা বেরিয়ে থাকে, যেমন অতি বৃহৎ এক সূর্য্য থেকে অসংখ্য কিরণের কণা প্রকাশিত হয়, তোমরাও সেইরূপ এক পরম চেতন থেকে বেরিয়েছ। এই ক্ষুদ্র অসংখ্য চেতনগুলিকে সেই পরম চেতনের শক্তি বলা হয়। আর এই সকল শক্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্র চেতন সেই পরম চেতনের অধীনে আছে ব'লে সেই পরম চেতন—শক্তিমান্। সেই পরম চেতন কিন্তু শক্তি নহেন,—তিনি সকল শক্তির আধার ও প্রভু, তিনি শক্তিমান্। সেই পরম চেতনের আকর্ষণে এই সকল ক্ষুদ্র চেতন বা শক্তি সকলেই আকৃষ্ট। যেমন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে, সেইরূপ পরমচেতনের যে নিজস্ব শক্তি—মুখ্য-শক্তি, তা'দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেতন বা শক্তিসকল আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। সেই পরমচেতন অনুক্ষণ সকলকে আকর্ষণ ক'র্‌ছেন ব'লে—তিনি কৃষ্ণ। সব চেয়ে বড় ব'লে তিনি পরম ব্রহ্ম। এই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণের সঙ্গেই জীবের নিত্য সম্বন্ধ হ'য়েছে। কিন্তু তুমি যখন এই সম্বন্ধ ভুলে' যাও, তখনই তোমার উপর একটা আবরণ এসে উপস্থিত হয়। যেমন চোখের সাম্‌নে এক খণ্ড মেঘ এসে প'ড়লে তুমি সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাও না, তেম্‌নি তোমার সাম্‌নে অর্থাৎ তোমাতে তোমের বাসনা আস্‌লে মায়া তোমার কৃষ্ণ দেখ্‌তে দেয় না। তুমি তখন মায়ার ছলনায় প'ড়ে এম্‌নি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড় যে, তুমি যে চেতন বস্তু, তা' একে-বারে ভুলে' যাও। তখন তুমি তোমার পোষাক গুলিকেই তোমার নিজের সঙ্গে এক ক'রে ফেল; শরীরটাকেই 'তুমি' অর্থাৎ চেতন ব'লে ভুল কর। দেহে বদ্ধ হ'য়ে সেই দেহেরই অভিমানে সুখদুঃখে—এক কথায় ব'লতে গেলে—দেহেরই ব্যবসায় নিয়ে এই দুনিয়ার বাজারে ব্যস্ত হ'য়ে

পড়। তা'তেই এত মত্ত হ'য়ে যাও যে, তুমি যে চেতন, একথা কেউ জানিয়ে দিলেও তুমি তা' বিশ্বাস ক'র্তে চাও না, বরং তাঁ'কে শত্রু ভাব।"

জীব যখন এরূপ আপনহারা হ'য়ে যায়, তখন তা'রা এজগতের ভোগের পথকে এবং ভোগের ফলে সংসারে যে নানাপ্রকার ক্লেশ ঘটে, তা'র হাত থে'কে রক্ষা পাওয়ার জন্য ত্যাগের পথকে বরণ ক'রে নেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ব'লছেন—এই ভোগ বা ত্যাগ কোনটাই জীবের প্রকৃত স্বভাবে নাই, তা' জীবের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ভোগ জিনিষটা যদি জীবের স্বভাবগতই হ'ত, তা'হ'লে ভোগের পেছনে এত ক্লেশ থাকত না। স্বভাব যা থাকে, কোন ক্লেশ নাই। ত্যাগ জিনিষটাও জীবের পক্ষে স্বাভাবিক,—সেটাও কৃত্রিমভাবে চেষ্টা ক'রে আয়ত্ত ক'র্তে হয় এবং বেশীদিন থাকেও না। ভোগের পর ত্যাগ, ত্যাগের পর ভোগ অর্থাৎ পাপের পর পুণ্য, পুণ্যের পর পাপ নাগরদোলার মত ঘুর্তেই থাকে। খুব বেশী মিষ্টি খাওয়ার পর পেটের অসুখ হ'লে লঙ্ঘন বা উপবাসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই উপবাস ভবিষ্যতে বেশী ক'রে মিষ্টি খাওয়ার জন্যই যদি একটা সাময়িক চেষ্টা হয়, তা'হলে সেটাও ত্যাগের ছদ্মবেশে ভোগমাত্র।

শ্রীচৈতন্যের বাণী এই উভয় প্রকার কৃত্রিম পথকে পরিত্যাগ ক'রে, জীবের সঙ্গে কৃষ্ণের অর্থাৎ চেতনের সঙ্গে পরম চেতনের নিত্য সম্বন্ধ স্থির ক'রে চেতনের স্বভাবের পথে চ'ল্তে বলেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—কৃষ্ণই সকল চেতনের একমাত্র মালিক এবং তাঁর সমান বা বড় আর কেউ নাই। তিনি এক—অদ্বিতীয়, তিনি সমস্ত শক্তির একমাত্র আধার—সর্বশক্তিমান্। তিনি সমস্ত রসের মূল আকর বা খনি—তিনি রসময়, এই জগতে যতপ্রকার রস দেখ্তে পাওয়া যায়, কাব্যে সাহিত্যে যতপ্রকার রসের কথা শুন্তে পাওয়া যায়, সেই সকল রস এক জনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে একই সময়ে থাক্তে পারে না; আর সে রসগুলি কিছুসময় পরেই বা সঙ্গে-সঙ্গেই বিরস এনে দেয়। এখানকার রসগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়, প'চে যায়, তা'তে দুর্গন্ধ উপস্থিত হয়। এখানকার স্বামী-স্ত্রী ম'রে যায়, পরস্পরের মধ্যে অবিল অপ্রীতি হয়, বিশ্বাসঘাতকতা হয়। এখানকার পিতা-পুত্র কালের দ্বারাই হোক্ আর ঘটনাচক্রেই হোক্,—বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। উভয়েই ম'রে যায়। এখানকার বন্ধুবন্ধুতে অপ্রীতি হয়, বিদ্বেষ হয়—বন্ধু শত্রু হ'য়ে পড়ে। এখানকার চাকর ও মনিবের মধ্যে শুধু টাকার সম্বন্ধ। চাকরও ঘটনাচক্রে মনিব হয়, মনিবও আবার ঘটনাচক্রে চাকর হ'য়ে যায়। এই জন্য এখানকার যত সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধের মধ্যে পরস্পরের যে রস অর্থাৎ প্রীতি আছে, সেগুলি সব দু'দিনের ও বিকৃত। কিন্তু কৃষ্ণ এমন জিনিষ যে, তাঁ'র সঙ্গে চেতনের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে বা প্রকাশিত হ'লে তখন চেতনের স্বভাবে যে রস বা প্রীতি প্রকাশ পায়, তা' এরূপ বিকৃত ও অস্থায়ী নয়। প্রত্যেক চেতনের স্বভাবে যে যে ভিন্ন ভিন্ন রস আছে, সে সবগুলি রসের দ্বারাই একই সময়ে কৃষ্ণের সেবা করা যায়। কেননা, তিনি সকল রসের আধার। একমাত্র তিনিই সকলের সকল রসের সেবা একই কালে একাই গ্রহণ ক'র্তে পারেন।

সেই রসময় কৃষ্ণের সেবাই জীবমাত্রের একমাত্র ধর্ম। জগতে নানা ধর্ম, নানা মত, নানা পথের কথা শুন্তে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীচৈতন্য ব'লেছেন—চেতন জীব যখন তার বাহিরের আবার অর্থাৎ অচেতনের রূপ নিয়ে মেতে থাকে, নিজের প্রকৃত চেতনস্বরূপকে ভুলে' থাকে, নিজের নিত্য প্রভু কৃষ্ণকে ভুলে' যায়, তখনই জীবের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যরূপ ও রুচি হ'তে নানাপ্রকার ধর্ম, নানামত ও নানাপথের সৃষ্টি হয়। জীব যখন নিজকে সত্যসত্য জান্তে পারে, তখন তা'র স্বভাবের ধর্ম এক। সেইটি হ'চ্ছে—কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি।

কৃষ্ণভক্তি ব'ল্তে আমরা অনেক সময় এ জগতের লোকের কাছ থেকে শুনে যে ধারণা ক'রে রেখেছি, তা' প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি হ'তে অনেক তফাৎ। অনেকে মনে করেন যে—মানুষের ন্যায় কৃষ্ণের যদি নাক-চোখ-কাণ-হাত-পা প্রভৃতি থাকে, তা'হ'লে তিনিও বুঝি মানুষেরই ন্যায় একটিবিশেষ হ'বেন—তিনি জীবেরই ন্যায় জন্ম ও মরণের অধীন হ'বেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বেই ব'লেছেন যে—কৃষ্ণ পরমচেতন, তিনি আমাদের ন্যায় অনন্ত চেতনের মালিক, তিনি সর্বশক্তিমান্—তাঁ'র অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি একই সময়ে বহুস্থানে থাক্তে পারেন—বহুস্থানে কেন, সর্বস্থানে সকলেরই হৃদয়ে

বিরাজ ক'রতে পারেন। তাঁর চেতনের চক্ষু, চেতনের কর্ণ, চেতনের নাসিকা, তাঁর হাত-পা সব চেতনের। তিনি যেখানে থাকেন, সেটাও চেতনের দেশ। সেই পূর্ণচেতন কৃষ্ণের সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেতনসকলের যে স্বাভাবিকী ও সর্বতোমুখী চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা, তা'রই নাম—সেবা বা ভক্তি। আমাদের অর্থাৎ ক্ষুদ্র চেতনসকলের এই সেবাচেষ্টা যখন শাসন বা শাস্তির ভয়ে, নরকের ভয়ে, কৃতজ্ঞতার খাতিরে, সেবার বিনিময়ে কিছু লাভের উদ্দেশ্যে না হ'য়ে কেবল স্বাভাবিক প্রীতি-ভালবাসা, অনুরাগ ও রুচির দ্বারা অবিরামভাবে হৃদয় হ'তে পরমচেতন কৃষ্ণের প্রতি প্রকাশিত হয় এবং শত শত বাধাবিঘ্নে না থেমে গিয়ে আরও বেড়ে যায়, তখনই হ'ল—প্রীতির অবস্থা। এই প্রীতির অপর নাম—প্রেম।

এই সেবার ফল পুণ্য বা ভোগ নয়; সেবার ফল—জগতের টাকাকড়ি, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, এমন কি—মুক্তিপর্য্যন্তও পাওয়া নয়। সেবার ফল—প্রীতি। তাই শ্রীচৈতন্য তাঁর নিজমুখে একটি শ্লোক ব'লেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে পরমেশ্বর! আমি তোমার কাছে টাকাপয়সা, লোকজন, উত্তমভোগের বস্তু, বিদ্যা,—এমন কি সংসারের অশান্তি-জ্বালা-যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পর্য্যন্তও চাই না। যদি আমাকে অসংখ্যবার জন্ম-মরণের ক্লেশও স্বীকার ক'রতে হয় এবং শতসহস্র অশান্তির মধ্য দিয়েও যেতে হয়, তা'তেও দুঃখমাত্র নাই। কিন্তু কেবল তোমার সুখ যা'তে হ'তে হয়, সে জন্যই আমার সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে সর্ব্বক্ষণ নিঃস্বার্থভাবে যেন চেষ্টা করি—তা'হ'লেই আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'ল। তোমার সুখেই আমার সুখ।

এটা শুকসারীর বুলির মত কেবল মুখে আওড়ালে হ'বে না। যখন আমাদের অন্তরে এরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত সব সময়ের জন্য জাগরূক থাকে, তখনই তাকে 'ভক্তি' বলা যায়। ইহা যখন আরও তীব্রতরভাবে সর্ব্বক্ষণ অন্তরে বেদীস্থাপন থাকে, তখনই তা'কে বলে 'প্রেম'।

জগতে আমরা যে সকল প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে ও শুন্‌তে পাই, সেগুলি প্রেম নয়। সেগুলি ভোগবাসনা মাত্র—সেগুলি কাম। দুগ্ধফেননিভ শয্যা, নয়না-নয়নু, রোমিও-জুলিয়েট—অধিক কি পতিপত্নী, মাতাপুত্র, বন্ধু-বন্ধুতে যে সকল ভালবাসা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'দের অন্তর খুঁজে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, তা'তে কোন না কোন স্বার্থের গন্ধ র'য়েছে; এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন যে—কৃষ্ণ ছাড়া আর কোথাও প্রেম হ'তেই পারে না। এতাদৃশ নিঃস্বার্থ না হ'তে পার্‌লে এত বড় কথাটা বুঝ্‌তে পারা যায় না। যেমন আখের রস যতই পরিষ্কার বা refined হ'তে থাকে, ততই তা'র থেকে গুড়, চিনি, মিছ্‌রি, আরও উত্তম মিছ্‌রি পরপর প্রস্তুত হয়, সেইরূপ প্রেম যত গাঢ় হ'তে থাকে, তা' ততই ক্রমে ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের রূপে প্রকাশিত হয়। প্রেমের এই চরমসীমা অর্থাৎ মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আরাধনা কথা থেকে রাধা-নামটি হ'য়েছে। অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আরাধনা বা সেবা করেন, যাঁর প্রেম—যাঁর সৌভাগ্যের কণামাত্র পেলে যেখানে যত কৃষ্ণের শক্তি অর্থাৎ সেবক-সেবিকা আছেন, তাঁদের সকলেরই হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত হ'তে পারে—তিনিই শ্রীরাধা। এই শ্রীরাধার অন্তরের ভাব ও দেহের কান্তি নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে ৪৩৯ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলাদেশে নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন।

কৃষ্ণের ভজন কি ক'রে করতে হয়, একথা কৃষ্ণ স্বয়ং না জানালে মানুষ নিজে নিজে তা' জান্‌তে বুঝ্‌তে পারে না। মানুষ তা'র নিজ কল্পনা বা রুচি নিয়ে যে সকল ধর্ম্ম বা সাধন সৃষ্টি করে, সেরূপ কোন ধর্ম্মের দ্বারা কৃষ্ণের ভজন করা যায় না। কৃষ্ণ কি ভাল বাসেন, কোন্ জিনিষে তাঁর সুখ হয়, তাঁর কি রূপ, তাঁর কি ভাব, তাঁর কি স্বভাব, তাঁর কি গুণ, তাঁর কি কাজ, তিনি কোথায় থাকেন, কা'দের সঙ্গে থাকেন,—এ সকল কৃষ্ণ স্বয়ং যখন জানিয়ে দেন, তখনই জীব জান্‌তে পারে। স্বয়ং কৃষ্ণ মানব রূপে এসে এসকল কথা অনেকটা জানিয়ে দিলেও পরে লোকে মনে ক'রল যে, যে ভগবান্ কেবল নিজের কথা নিজে

জাহির করেন, তাঁকে আবার কি ভজন ক'র্‌ব ? কলিযুগের লোক অত্যন্ত তার্কিক ও অবিশ্বাসী ব'লে এবার কৃষ্ণ স্বয়ং আস্‌লেন বটে, কিন্তু আস্‌লেন ছদ্মবেশে—কৃষ্ণ-ভক্তের পোষাকে ; তিনি সেই ছদ্মবেশে থেকে তাঁর সেবা তিনি নিজেই আচরণ ক'রে জানিয়ে দিলেন। মানুষের জন্য এত বড় দয়া ভগবান্ আর কখনও কোন যুগে দেখান্ নাই। এবারে তিনি আমাদের মত হ'য়ে আমাদের সঙ্গে মিশে, আমাদেরই ভাষায় কথা ব'লে জীবের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানিয়ে দিলেন।

শ্রীচৈতন্যের বাণী হ'চ্ছে—কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু সেই কৃষ্ণপ্রেম কি ক'রে পাওয়া যায় ? শ্রীচৈতন্য ব'ল্‌লেন—হরিকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেম-লাভের একমাত্র ও প্রকৃষ্ট উপায়। শুধু উপায় নয়—হরিকীর্ত্তন জিনিষটীই সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেম। আমরা যাঁকে অত্যন্ত ভালবাসি, আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃই তাঁরই কথা ব'ল্‌তে চায়, তাঁরই ভাবনা ভাব্‌তে চায়। আমাদের প্রাণের অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু যদি আমাদের নিকট হ'তে দূরে থাকে, তা' হ'লে সর্ব্বক্ষণ তাঁরই কথা বলি, আন্‌মনা হ'য়ে তারই কথা ভাবি। আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যখন কোন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত আমাদের হৃদয়ে আমাদের নিত্য প্রাণপ্রভুর কথা জাগিয়ে দেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের চির সম্বন্ধের কথা আমাদের চেতনের মধ্যে মোটর start দেওয়ার মত উদ্দীপ্ত ক'রে দেন, তখন আমরা কৃষ্ণের বিরহ অনুভব ক'রে সর্ব্বথা পাগলপারা হ'য়ে তাঁকে কেবল ভাব্‌তে থাকি, তাঁর কথা ব'ল্‌তে থাকি, তাঁর ভাবনা ভাব্‌তে থাকি। যতই তাঁর কথা বলি, ততই তাঁর ভাবনা আরও গাঢ় হ'য়ে ওঠে। তখন তিনি আমাদের একান্ত ব্যাকুলতা দেখে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। কৃষ্ণনাম এমন একটা জিনিষ যে, সে নাম কৃষ্ণ হ'তে পৃথক্ নয়। এই কথাটি এ জগতে বুঝা যায় না। কারণ এ জগতের প্রত্যেকটি নাম বা শব্দ ঠিক সেই বস্তুটি নয়। যেমন জল-শব্দটি তরলপদার্থ জল নয়, অগ্নি-শব্দটি অনন্ত কোন বস্তু নয়। কিন্তু চেতনের জগতে শব্দ ও বস্তুর মধ্যে কোন ভেদ নাই।

বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের যুগে আমরা সকলেই শব্দশক্তির মহিমা খানিকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমরা এই যে রেডিওতে কথা ব'ল্‌ছি বা শুন্‌ছি—এই জিনিষটা শব্দ-শক্তিরই মহিমা প্রচার ক'র্‌ছে। শব্দ কতদূরে কতলোকের কাণে গিয়ে ছড়িয়ে প'ড়্‌ছে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে শব্দের ভিতর দিয়ে দেখ্‌ছি। অনেক দূরের জিনিষ নাক্, চোখ্, জিভ্ ও ত্বক্—এ চা'রটা ইন্দ্রিয়ের কোনটার দ্বারাই আমরা নাগাল্ পেতে পারি না। কিন্তু পারি—একমাত্র শব্দের দ্বারা। এটা আমরা এখন প্রত্যক্ষ অনুভব ক'র্‌ছি। কৃষ্ণ এখন আমাদের চোখের অন্তরালে আছেন। আমরা এখন তাঁকে হাত দিয়ে, চোখ দিয়ে বা জিভ্ দিয়ে অনুভব ক'র্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু তাঁর কথা যখন তাঁরই একান্ত ভক্ত আমাদের কাছে ব'ল্‌ছেন, তখন সে শব্দের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে একটা বাধা আস্‌তে পারে। এই কৃষ্ণ-শব্দের বা কথার মাঝপথে যদি কোন প্রতিবন্ধক অর্থাৎ কোনরূপ ভোগবাসনা এসে দাঁড়ায়, তা'হ'লে শব্দ উচ্চারিত বা ধ্বনিত হ'তে থাক্‌লেও সেটা আমাদের কাণে পৌঁছে না বা বিকৃতরূপে পৌঁছে। যেমন খুব জল-ঝড় বা কোন non-Conductor জিনিষ মাঝখানে যদি আসে, তা'হ'লে আমরা রেডিওর শব্দ ভাল ক'রে শুন্‌তে পাই না বা একেবারেই শুন্‌তে পাই না। অথচ যিনি রেডিওতে কথা ব'ল্‌ছেন, তিনি ত' তাঁর কথা ব'লেই যাচ্ছেন। আবার যেখানে সেরূপ বাধা নাই, সেখান হ'তে সকলে শুনে ফেলেন। এই হরিকীর্ত্তন বা নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও কতকগুলি বাধা আছে। তা'কে বলে—'অপরাধ'। এই বাধা বা অপরাধ বাদ দিয়ে হরিকীর্ত্তন করবার কথাই শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবকে জানিয়েছেন। বেদান্ত অস্ফুটভাবে যে কথা ব'লেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেকথাই বিশেষ ক'রে খুলে ব'লেছেন্। বেদান্ত এই শব্দশক্তি বা নাম-মহিমার কথাই পুনঃপুনঃ ব'লেছেন।

শ্রীচৈতন্যের এই বাণী কেবল বাংলাদেশের জন্য নয় বা শুধু ভারতের জন্য নয়, কেবল পণ্ডিতের জন্য নয় বা কেবল মূর্খের জন্য নয়, কেবল স্ত্রীলোকের জন্য নয় বা কেবল পুরুষের জন্য নয়। তাঁর বাণী সকল সময়ের, সকল দেশের, সকল জীবের জন্য। 'আধুনিক যুগে তাঁর কথা চল্‌বে না—অচলমুদ্রার ন্যায় কেবল গ্রন্থশালীতে সাজিয়ে রেখে ভোগ করবার জিনিষ'—তা' নয়। তিনি এমন কথা

ব'লেছেন—যা' সকল লোকের, সকল কালের ও সকল দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। কেন না, তিনি নিত্য ও পূর্ণ চেতনের বাণী ব'লেছেন। তিনি কেবল মানুষ বা পশুর কথা বলেন নাই। তিনি ব'লেছেন—সকল চেতনের স্বভাবের কথা।

শ্রীচৈতন্যের বাণী কালক্রমে বিলুপ্ত ও বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছিল। আমরা ঘাটে-ঘাটে-বাটে, যাত্রা-থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে-ছায়াচিত্রে, আধুনিক প খিপত্রে কাব্যে সাহিত্যে, ছবি ও গানে শ্রীচৈতন্যের কথার নামে যে সকল কথা শুনতে পাই বা দেখ্‌তে পাই, সেইগুলি একরূপ সবই কম-বেশী বিকৃত। অনেকে নেড়ানেড়ী সহজিয়ার ব্যভিচারকে 'শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম' ব'লে মনে ক'র্‌ছিল। শিক্ষিত সমাজ ছোটলোকের ধর্ম্ম মনে ক'রে একে ঘৃণা ক'র্‌ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহার বাণী ঐরূপ বিকৃত ধর্ম্মের বহু উর্দ্ধে—এগুলির কিছু বিসর্গও শ্রীচৈতন্যের বাণীতে নাই—একথা জানিয়ে দিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনি শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধসুনির্ম্মল ধর্ম্মের কথা নিজে আচরণ ক'রে শিক্ষিত সমাজে প্রচার ক'রেছিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ওপিঠার নকল ক'রে বহু যত সহজিয়ার গান বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে জগতে প্রচারিত হ'চ্ছে। তিনি জানিয়ে দিলেন—রাইকানুর গান যে সে লোক শুনতে ও গাইতে পারে না। জাগতিক কাম-পিপাসা থাকতে এসকল কথা বুঝা যায় না। এগুলি সিদ্ধ অবস্থার ভজনের কথা। তিনি জানিয়ে দিলেন—বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যবসা'র জিনিষ নয়। তিনি যে সকল কথার প্রথম সূচনা ক'রে গিয়েছিলেন, তা'রই বিস্তার বর্ত্তমান যুগে ক'র্‌ছেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর, তিনি গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য। তিনি বর্ত্তমান যুগে বিদ্বদ্‌সমাজের সম্মুখে অকৃত্রিমভাবে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার ক'র্‌ছেন। কেবল বাঙ্গালার নয়, কেবল ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি নানাদিকে প্রচারক পাঠিয়ে, মঠ স্থাপন ক'রে, নিজে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ ক'রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে, প্রদর্শনী খুলে, নানা ভাষায় সাময়িক পত্র ও পুস্তক প্রকাশ ক'রে, ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্যবাণী নানা-ভাবে বিস্তার ক'র্‌ছেন। 'শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনের অনুগত হ'য়ে নিজে আচরণ কর ও সকলকে আচরণ করাও'—ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর,—করি' পর-উপকার॥
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী।

বর্ত্তমানযুগে ও ভবিষ্যৎযুগে বা অতীতযুগে বিশ্বের যে সকল জটিল সমস্যা এসে প'ড়েছে, সকলেরই সমাধান হ'তে পারে—প্রকৃত বিশ্ব-শান্তির মূল-নিদান পাওয়া যেতে পারে,—যদি আমরা অকপটে শ্রীচৈতন্যের বাণীকে জীবনের ধ্রুবতারা ক'র্‌তে পারি। জগতের অন্যান্য প্রস্তাব-গুলি যতই না কেন মনীষা ও প্রতিভার ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে আসুক, সেগুলি কেবল আলেয়ার মত সাময়িক আশার আলো দেখিয়ে শেষে ছলনা ক'র্‌বে। তাই শ্রীগুরু-দেবের আদেশ নিয়ে আমার বিশ্বের ভাই-ভগ্নী সকলকে শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবাব্রতে আমন্ত্রণ ক'র্‌ছি।

কএকটি প্রশ্নের উত্তর

বীরভূম হইতে জনৈক জিজ্ঞাসু কতিপয় ব্যক্তির সন্দেহে পরিচালন হইয়া "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে"র সম্পাদক-সঙ্ঘের নিকট কএকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নগুলি সকলই পুরাতন প্রশ্ন এবং জীবের বহির্ম্মুখতা হইতে উত্থিত সন্দেহেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভে ও বিবিধ প্রবন্ধে ঐসকল প্রশ্নের উত্তর বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইলেই এই জাতীয় প্রশ্ন স্বতঃই মীমাংসিত হইয়া যায়।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, "ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ, পঞ্চসংস্কারের অন্যতম তৃতীয় সংস্কার অর্থাৎ ভগবদ্দাসত্বসূচক নাম ও পারমার্থিক উপাধি, পরীক্ষা-লব্ধ

উপাধিসকল গ্রহণ করিবেন কেন?" প্রশ্নকর্ত্তা ঐসকলকে সাধারণ প্রতিষ্ঠাকামী বহুজীবের উপাধির সহিত এক মনে করেন এবং আরও বলিতে চাহেন যে, মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তগণ এইরূপ উপাধি (?) গ্রহণ করিতেন না।

ভগবন্নামের স্বরূপের অজ্ঞতা হইতে এইরূপ সন্দেহ ও বিতর্ক উপস্থিত হয়। যাঁহারা সদ্গুরুর পদাশ্রয় ও পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহারা ভগবন্নামসূচক নাম ও গুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদকে সাধারণ নাম ও উপাধির ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিতে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিম্নলিখিত পঞ্চ সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে।

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ অর্থাৎ যাহাতে অঙ্গে হরিনামাঙ্কের অঙ্কিত হয়, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ভগবন্নামসূচক নাম, মন্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারা শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয়। ইহা ঐকান্তিক ভক্তির হেতুস্বরূপ। ভগবন্নাম বা সেবাপর নাম—যাহাকে প্রশ্নকারী 'সাধারণ উপাধি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করিলে কখনও ঐকান্তিকী পরমা ভক্তির উদয় হইবে না। অথচ ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণে এইরূপ বিমুখতা-প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে ভীষণ অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। ভগবদাশীর্ব্বাদ-গ্রহণে বিমুখ হইয়া জাগতিক বা বহির্ম্মুখ সামাজিক অভিমান কিংবা কপটতা করিয়া উপাধি-নির্ম্মুক্ত নিষ্কিঞ্চনতার অভিনয় অত্যন্ত ভগবদ্বিমুখতা। 'আমি নীচজাতি বা উচ্চজাতি, আমি অমুক পিতার সন্তান বা অমুকের পিতা, ভ্রাতা অথবা আমি সর্ব্বত্যাগী কিম্বা আমি সর্ব্বভোগী'—এই সকল অভিমানই বহির্ম্মুখতার উপাধি গ্রহণে প্রবল পিপাসা। বহির্ম্মুখতার উপাধির ব্রত হইতে মুক্ত করিবার জন্যই বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে শ্রীগুরুদেব দীক্ষিত শিষ্যকে ভগবন্নামসূচক নাম ও ভগবৎসেবায় অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া থাকেন।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

—গীতোক্ত এই শ্লোকানুযায়ী প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণই ভগবৎপ্রসাদ ও আশীর্ব্বাদকে সাধারণ উপাধির সহিত সমান মনে করিয়া প্রকৃতির উপাধিতে অভিনিবিষ্ট হন। পারমার্থিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণব্যক্তিগণ যে-সকল উপাধি প্রাপ্ত হন, তাহাও তাঁহাদের হরিসেবায় উদ্দীপক। তাহাতে প্রকৃতির কর্ত্তা বা ভোক্তার অভিমান-মূলক কোন প্রকার কথা নাই বা তত্তৎ উপাধিদ্বারা সেরূপ উদ্দীপনাও হয় না, বরং সাধকের কখনও হরিসেবায় অন্যমনস্কতা আসিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ঐ সকল আশীর্ব্বাদ সাধককে ভগবৎ-সেবায় পুনরুদ্দীপিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিজের স্বরূপজ্ঞান-লাভে সাহায্য করে।

গৌড়ীয়মঠাশ্রিত ত্রিদণ্ডিগণের নাম যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকটি নাম কেবল ভক্তিসূচক। অন্যত্র অনেক উপাধি থাকা সত্ত্বেও ত্রিদণ্ডিগণ তাঁহাদের সেই ভক্তিসূচক নামের পশ্চাতে সে সকল জাগতিক উপাধির প্রয়োগ করেন না। যথা কোন ত্রিদণ্ডিপাদই তাঁহার ভক্তিসূচক নামের পরে 'বি-এ', 'এম্-এ' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন না। এমন কি, পারমার্থিক উপাধিপরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধিসকলও যথা—'ভক্তিশাস্ত্রী', 'সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য' ইত্যাদি ব্যবহার করেন না। কিন্তু যাঁহারা বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কিঞ্চনের অভিমানে যদি অন্তরে কপট বাস্তিকতা পোষণ করিয়া ভগবদাশীর্ব্বাদ-গ্রহণে বিমুখ হন, তাহা হইলে তাঁহারা পারমার্থিক আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে কোনওনা কোনপ্রকার (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) ভক্তউপাধি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ পারমার্থিক আশীর্ব্বাদ পরিত্যাগ করিয়া বহির্ম্মুখ স্মার্ত্ত-সমাজের উপাধি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা বা প্রাকৃত অভিনিবেশই বৃদ্ধি পাইবে। 'আমার কোন উপাধি নাই—আমি নিরুপাধিক, এমন কি, আমি ভক্তিসূচক নাম ও গুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগকারী'—এইরূপ অভিমানী চিন্তাস্রোত অপরাধী—মায়াবাদী ও হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। ইহা বাহ্যে প্রতিষ্ঠা-পরিত্যাগের সজ্ঞায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা-পিপাসার প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞাপন।

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥"

—এই মহাজন-বাক্যানুসারে জানা যায়, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদকে সাধারণ 'উপাধি' জ্ঞান করিয়া তাহা পরিত্যাগের প্রয়াস,—নিজেকে নিরুপাধিক বৈষ্ণব বলিয়া কল্পনা ও তাহা লোকে প্রচার করিবারই চেষ্টা। ঐরূপ বিচার উপস্থিত হইলে "আমি বৈষ্ণব"—এইবুদ্ধি আসিয়া গেল। কৃত্রিমভাবে অমানী হইবার ছলনায় অধিকতর অভিমানী হইয়া পড়িলাম। তখন প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা আসিয়া আমার হৃদয়কে দূষিত করিল, আমি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় কেহ ভক্তিসূচক উপাধি গ্রহণ করিতেন না,—এরূপ কল্পনা বৈষ্ণব-ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা মাত্র। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু ব্যক্তিকে তাঁহাদের ভগবৎসেবোন্মুখতা ও হরিসেবায় আনুকূল্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপাধি-আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আগরিয়া
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥
"রত্নবাহু" বলি' প্রভু থুইল তাঁ'র নাম।
(চৈঃ চঃ আ ১০।৬৪-৬৬)

যিনি পরবর্ত্তিকালে "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" রচনা করিয়াছিলেন, সেই শিবানন্দাত্মজকে মহাপ্রভু 'পুরীদাস' নাম দিয়াছিলেন,—

ছোটপুত্রে দেখি প্রভু নাম পুছিলা।
পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইলা ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যে হইবে কুমার।
"পুরীদাস" বলি' নাম ধরিও তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তা'র ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—পরমানন্দ দাস।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস ॥
(চৈঃ চঃ অ ১২।৪৫-৪৯)

এই পরমানন্দদাস বা পুরীদাসই "কবিকর্ণপুর" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং 'শাকরমল্লিক' ও 'হরিদাস'কে 'শ্রীসনাতন' ও 'শ্রীরূপ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় অনেক বৈষ্ণব 'আচার্য্য', 'আচার্য্যরত্ন,' 'গোসাঞি' বা 'গোস্বামী' প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য 'আচার্য্যরত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ 'কণ্ঠাভরণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ আ ১২।৮০ ও গৌঃ গঃ ১৯৩সং দ্রঃ)। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী 'মামুঠাকুর' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অনেক বহুসংখ্যক বৈষ্ণব 'পণ্ডিত'-উপাধিতে ভূষিত হইতেন; যেমন গদাধর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি। কেহ কেহ 'বৈষ্ণব' ও 'ঠাকুর' উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন,—যেমন মঙ্গল বৈষ্ণব, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি। ঠাকুর হরিদাস বিধর্ম্মিকুলে আবির্ভূত হইয়াও বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে 'হরিদাস' নাম ও 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পদবী 'পুরন্দর' ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বরাহ-নগরবাসী অনেক ভাগবত-পাঠক রঘুনাথ ব্রাহ্মণকে 'ভাগবতাচার্য্য' উপাধি দিয়াছিলেন—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪র্থ গঃ)। পুণ্ডরীক গঙ্গোপাধ্যায় 'বিদ্যানিধি', 'প্রেমনিধি' ও 'আচার্য্যনিধি' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থের বর্ণনানুসারে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণের দ্বারা 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'কবিরাজ' উপাধি গোস্বামিগণের প্রদত্ত। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুও শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের দ্বারা 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের নিকট হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পাইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস', 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তিকালের বৈষ্ণবগণও অসাধ্য পারমার্থিক উপাধিতে (শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে) ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভক্তিবিনোদ' নাম বা আপনাকে 'শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক'

অভিমান লঙ্ঘিত তাঁহার তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদত্বেরই সাক্ষাৎভাবে আদর্শ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে সহস্র সহস্র ভগবৎসেবোপযোগিক উপাধি ও পারমার্থিক নাম দৃষ্ট হয়। এক শ্রীরামানুজেরই কত উপাধি দৃষ্ট হয়। শ্রীশৈলপূর্ণ শ্রীরামানুজকে—'লক্ষ্মণ-মুনিক', শ্রীবরদরাজ—'যতীন্দ্র', শ্রীরঙ্গনাথ—'উদয়বাবার', শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ—'যদুবাক্যধানার', শ্রীসারমাদেবী—'ভাষ্যকার', শ্রীমহাপূর্ণ—'শ্রীরামানুজাচার্য্য' নাম ও উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সদ্গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইলে হরিসেবাপর বা হরিসেবার উদ্দীপক নাম, পদবী ও গুরুগৌরাঙ্গীর্ব্বাদ-সমূহকে প্রাকৃত জগতের 'রায় বাহাদুর', 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি অসংখ্য পদবীর ন্যায় মনে করিয়া জড় উপাধিতে অভিনিবিষ্ট থাকিতে রুচিবিশিষ্ট হইবেন না।

৫। প্রশ্নকারীর আর একটি প্রশ্ন এই যে, "বৈষ্ণবগণ যখন জীবহিংসা করিবার পক্ষপাতী নহেন এবং তাঁহারা নিরামিষাশী, তখন তাঁহারা উদ্ভিদ্‌জাতীয় শাক কিরূপে গ্রহণ করেন? উদ্ভিদ্‌ও ত' মৎস্যাদির ন্যায় প্রাণবিশিষ্ট জীব, দুইই বা কি করিয়া নিরামিষ হইল?"

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবার অনুকূল জীবনযাপনের জন্য সেবোপকরণ বিচারে ভগবৎপ্রসাদ চিন্ময় বুদ্ধিতে নির্গুণ বস্তুসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা **আমিষ বা নিরামিষ গ্রহণ করেন না**—হিংস্র-জন্তুর ন্যায় মৎস্য-মাংসাদি বা মর্কটবানর বা কামুক ছাগাদির ন্যায় উদ্ভিদাদি গ্রহণ করেন না। ভগবান্ বিষ্ণুর যাহা নৈবেদ্য, সেই নৈবেদ্যাবশেষই তাঁহারা সেবানুকূল্যক্রমে ভগবৎসেবার শরীর পোষণার্থ গ্রহণ করেন। ভগবৎপ্রসাদবুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ না করিলে আত্মহত্যার ভাগী হইতে হয় ও মলমূত্র-সদৃশ ত্যাজ্যবস্তুই গৃহীত হয়। **আত্মহত্যারূপ নরক হইতে জীবের আত্মরক্ষা ও প্রলয় জয়ের জন্য ভগবৎপ্রসাদের অবতার হইয়াছে।** ভগবদ্ভক্তগণ বৌদ্ধ ও জৈন বিচারপরের ন্যায় আত্মঘাতী নহেন। 'মৎস্য-মাংস ও উদ্ভিদ্—উভয়ই যখন চেতনবিশিষ্ট, তখন বাহ্য ভক্ষণ করিয়া থাকা যাউক'—এইরূপ বিচার অবলম্বন করিলেও বাহ্য-দর্শনগত অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিয়া আত্মহত্যার ভাগী হইতে হয়; এইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ ভোগী বা তপস্বী উভয় সম্প্রদায়ের বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারপরের ন্যায় হবিষ্যান্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুও গ্রহণ করেন না; নির্গুণ মহা-প্রসাদই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিকতর মহামহাপ্রসাদনিষ্ঠ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন-পিপাসু। কোন বস্তু সত্য সত্যই ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন কি না, উত্তম বৈষ্ণব গ্রহণ করিলেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল কথা ভোগোন্মত্ত বা ত্যাগোন্মত্ত মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি-গণের মাথায় সহজে প্রবেশ করে না; কিন্তু একান্ত সত্যান্বিত ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় ধরিতে পারেন।

৬। প্রশ্নকারী ব্রত ও উপবাসের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ব্রতাদির দ্বারা নিজের বিরূপভাব পোষণ হয়। ভোগী কর্ম্মিগণ অনেক সময় ব্রতাদি তপস্যা করিয়া অধিকতর ভোগ-সঞ্চয় কিম্বা পাপযুক্ত দুষ্কৃতভোগের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য—পাপ ও পুণ্য হইতে পৃথক্ থাকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সমীপে বাস। কিন্তু ভোগী ও ত্যাগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় উপবাসাদি শারীর তপস্যাকে তাঁহাদের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ভাবী ভোগের রুচিকে শান্ত করিবার যন্ত্রেই পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে অধিকতর ভোগে লিপ্ত হইবার জন্য উপবাস বা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত-রূপে উপবাসাদি গ্রহণ করেন। উপবাস ও ব্রত-বিশেষ। এত একটি ব্যাপক শব্দ, উপবাসাদি তদন্তর্গত। একাদশী, জন্মাষ্টমী গৌরপ্রকট-পূর্ণিমা বা বিষ্ণুর অবতারাবলীর আবির্ভাব-দিবসে উপবাসাদি কৃত্য, হরিবাসর, জন্মাষ্টমী ব্রতাদি পালন ভক্তির অনুকূল ও আত্মার মঙ্গল-বিধায়ক। কিন্তু অন্যান্য ফলভোগপর বা ফলত্যাগপর ব্রত-উপবাসাদি গৃহব্রত বা নাস্তিকব্রতের সোপান। কৃষ্ণব্রত হইবার জন্যই বৈষ্ণবগণ ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ব্রত-উপবাসাদি স্বীকার করেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্রত-তপস্যাদি অনেক অসুরের চরিত্রে এবং নাস্তিক ও পাষণ্ডগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিককালে দেশাত্মবোধ বা দেহাত্মবোধ হইতে যে ব্রত-উপবাসাদির অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জাগতিক প্রতিষ্ঠা ও জড়স্বার্থ লাভের অনুকূল হইলেও

আত্মার অধঃপাতকর। তাহা জীবকে গৃহব্রত ও দেহব্রত করাইয়া রেখে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে প্রায়োপবেশন-ব্রত করিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণসেবাব্রত এবং প্রত্যেক জীবের আত্মমঙ্গল-বিধানকারী।

৪। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিয়াছেন—পারমার্থিক পত্র 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ে' নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও দেশের সংবাদাদি প্রদত্ত হয় কেন? এই কথার উত্তরও গৌড়ীয়ে কএকবারই প্রদত্ত হইয়াছে। এ কথার সহজ, সরল ও অকপট উত্তর হয়ত' আমাদের অনেকেরই অতৃপ্তিকর হইবে। আমাদিগের বহির্মুখতার গভীরতা কত অধিক, তাহা জানাইবার জন্য—আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে লজ্জিত হইয়া আত্মশোধন করিবার জন্য—আমাদিগের অবস্থাকে বিকৃত করিবার জন্য 'নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ে' সাধারণ বিজ্ঞাপন ও সংবাদাদি প্রকাশিত হয়। আমরা অবিমিশ্র হরিকথা শুনিতে চাহি না বা শুনিবার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি না—আমরা জিলেটিনের আবরণ না হইলে রোগ-নিবারক তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহি না—সদ্বৈদ্য, মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেও তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিই; এমন কি, বমনের সাহায্যে পাকস্থলী হইতে তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে চাহি! আমরা আমাদের সমস্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের প্রচারের জন্য প্রদান করি না, অথচ অনিত্য ভোগবর্গের বিলাস-সম্ভারের জন্য, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর গ্রাম্যবার্ত্তাবহসমূহ ক্রয় করিবার জন্য আমাদের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থের রুচি অনুযায়ী অপব্যয়কেই সদ্ব্যয় মনে করি—এই সকল কথা আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া জানাইবার জন্য—লজ্জা দিয়া ও ধিক্কার দিয়া জানাইবার জন্য গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশের প্রচ্ছদপটে—বহিরঙ্গ আবরণে সাধারণ বিজ্ঞাপন ও সাধারণ সংবাদ প্রচারিত হয়। ইহা হরিকথায় আমাদের ঔদাসীন্য ও রুচির অভাবেরই বিজ্ঞাপন—আমাদের কলঙ্কেরই বিজ্ঞাপন। যেদিন দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের সহস্র সহস্র সংস্করণ হইবে, বাংলার ও ভারতের প্রত্যেক নরনারী এই পারমার্থিক পত্রের সেবায় তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি নিয়োগ করিবেন, যেদিন তাঁহারা একমাত্র অনাবিল পরমার্থ-কথা শ্রবণ ব্যতীত কোনও অবাঞ্ছিতাদের কথায় রুচিবিশিষ্ট থাকিবেন না, যেদিন তাঁহাদিগের হাতে নিম্নীয় লাভ বা ভেলে ভুলান' ছোঁয়া প্রদান করিয়া মঙ্গলকর ঔষধ-সেবনে তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিতে হইবে না, সেই দিন দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের স্তম্ভে বহির্মুখ জীব-জগতের কলঙ্কের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করা আর আবশ্যক হইবে না।

অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে পারমার্থিক-সংবাদপত্রে ঐরূপ সাধারণ সংবাদ ও নানাপ্রকার বিজ্ঞাপনাদি-প্রকাশের সার্থকতা আছে। পারমার্থিক সন্দেশের পাশাপাশি অপারমার্থিক সংবাদ, বৈকুণ্ঠ-সংবাদের পাশাপাশি মায়িক-সংবাদ, নিত্যসংবাদের পাশাপাশি অনিত্যসংবাদ আমাদের নিকট পরমার্থ ও নিত্যজগতের ঔজ্জ্বল্যই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া দেয়। কোকেটার কুমিতল্প, অবলার প্রতি ইন্দ্রিয়-পরায়ণের অত্যাচার, অন্ননিরোধ-বৈষ্ঠকের পুষ্পিত প্রস্তাবসমূহ মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, ইন্দ্রিয়লালসার পরিণাম, ভক্তদ্বেষোন্মুখবোধ ও জাতীয়তা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী কুফল সজীব ও সদ্যঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা উপলব্ধি করাইয়া সত্যানুসন্ধিৎসুকে নিত্যজগতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

পারমার্থিক সংবাদপত্রের বহিরঙ্গের সাধারণ বিজ্ঞাপনগুলি যদি পারমার্থিক পত্রের সামান্য বহিরঙ্গ সেবাও করিতে পারে, পরোক্ষভাবেও পরমার্থ-বার্ত্তা-প্রচারে আনুকূল্য করে, তবুও তাহাদের পক্ষে মঙ্গল। বিষ্ণু এমন বস্তু, ভক্তি এমন জিনিষ যে, সকল বস্তুই তাহাদের যোগ্যতানুসারে ও তাহাদের যথাযথ প্রণালীতে সদ্গুরু ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের আনুগত্যে কোনও না কোনভাবে আনুকূল্য করিবার যোগ্যতা লাভ করে। কেহ বহিরঙ্গ সেবা, কেহ ব্যতিরেক সেবা, কেহ বা সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবা ও অন্তরভাবে সেবা করিতে পারে। যাঁহারা সেবা-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা সেবারাজ্যের বাহিরে থাকিয়া এসকল কথা বুঝিতে পারেন না, অনেক সময় প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া স্ব স্ব মূর্খতা প্রমাণিত করেন।

৫। প্রশ্নকারীর পত্রের প্রশ্নগুলি অন্তর্জাতীয় ও সাধারণ কৌতূহল নিবারণোদ্দেশে পরিকল্পিত। "শিখা রাখিবার উদ্দেশ্য কি?"—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত, শ্রীচৈতন্যশিখার সহিত মস্তক বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত ও নামাশ্রিত

ব্যক্তিমাত্রেই শিখা রাখিয়া থাকেন। শিখার অপর নাম —শ্রীচৈতন্যশিখা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্য বা কল্পিত ব্যাখ্যা ভোগমূলক।

৬। প্রশ্নকারীর আর একটি প্রশ্ন—"মালিকায় হরিনাম গ্রহণকালে তর্জনী বাহিরে রাখিবার উদ্দেশ্য কি? এবং মালিকাতে তাহা স্পর্শ না করাইবারই বা কারণ কি?"

তর্জনী ইহজগতের বস্তুসমূহ-নির্দেশক। আমরা ঐ অঙ্গুলিটি দ্বারা ইহজগতের ভালমন্দ, পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম সর্বদা দেখাইয়া থাকি। যাহা প্রাকৃত ভাল-মন্দ নির্দেশ করে, তাহা অপ্রাকৃত হরিনাম বা অপ্রাকৃত তুলসীকে স্পর্শ করিতে পারে না—ইহা সর্বক্ষণ আমাদিগের হৃদয়ে দেদীপ্যমান রাখিবার জন্যই—নামগ্রহণকালে প্রাকৃতের অসৎসঙ্গ-বর্জনের জন্যই তর্জনীটিকে বাহির রাখা হয়। তিলকাদি-রচনাকালেও তর্জনী স্পর্শ করাইবার বিধি নাই। তর্জনী খাড়া রাখিবার কারণ এই যে, তাহা শুরুদেবই বলিয়া দিয়েছে,—

অহ্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা-মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥ (ভাঃ ৩।৯।১০)

যদি অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে সুমেরুলঙ্ঘন হইয়া পড়ে, তবে বৈষ্ণবী তুলসী ও বিষ্ণুভক্ত শ্রীনামপ্রভুর নিকট স্বীয় লঙ্ঘনযোগ্য অপরাধের সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে। কৃষ্ণপ্রিয়া বৈষ্ণবী তুলসী আমাদের নামভজনের সাক্ষী। তাঁহারই আনুগত্যে অর্থাৎ বৈষ্ণবের আনুগত্যে—বৈষ্ণবের সঙ্গেই শ্রীনাম-গ্রহণ কর্তব্য। সেই সাক্ষীকে লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবকে অতিক্রম করিয়া কখনও নাম হয় না। অজ্ঞানতঃ লঙ্ঘন হইলে তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক সকাতর ক্ষমা প্রার্থনা করাই একান্ত কর্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫শে জুন (১৯৩৫) মঙ্গলবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় দার্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুপাদের অনুগমন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মঃ মঃ আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ ব্রজবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ ভবব্যতিচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবাহুব, শ্রীহরিপদ ভক্তিবিবুধ, শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনটবর দাসাধিকারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদি-সহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রভুপাদপদ্মকে সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রভুপাদ কএকদিন কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া অদ্য (১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন) বোম্বে গৌড়ীয়-মঠে যাত্রা করিতেছেন। তথায় আগামী ৮ই জুলাই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদন করাইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ২৪শে জুন তারিখে দার্জিলিং হইতে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া শান্তাহারে অবতরণ করেন। বগুড়া হইতে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাঞ্চকোবিদ শান্তাহার ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে লইয়া বগুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামীজী সম্প্রতি বগুড়ায় প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহনজী ২৬শে জুন বুধবার প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ বহুতর প্রভু শ্রীযুক্ত মুক্তপ্রসন্ন দাসাধিকারী মহাশয়কে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের দার্জিলিং হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবার দুই একদিন পূর্ব্বেই চাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম মহোদয় গত ৯ই জুন রবিবার দার্জ্জিলিং মেলে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ১০ই জুন সোমবার 'আর্য্যাভেল্' ভবনে উপস্থিত হন এবং ২৪শে জুন প্রভুপাদের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ১৬ই জুন দার্জ্জিলিং হইতে যাত্রা করিয়া গত ১৪ই জুন প্রাতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপনীত হন এবং ঐদিবসই রাত্রির ডাকা-মেলে আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রীজী ও শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে যাত্রা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌতী মহারাজ গত ১৪ই জুন শনিবার সম্বলপুর হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গমন করেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ভক্তিবিলাস মহোদয় গত ১৪ই জুন প্রাতে রাঁচী হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া ১৫ই জুন সন্ধ্যায় রাঁচী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শান্তাহার অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনিও শান্তাহার ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ বগুড়া হইতে শান্তাহারে আসিয়া প্রভুপাদের সহিত মিলিত হন এবং ২৫শে জুন প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া ঐ দিবসই সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারীসহ পুরী যাত্রা করেন।

গত ২২শে জুন শ্রীযুক্ত আউধবিহারী কপূরজী দার্জ্জিলিং হইতে এবং শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বগুড়া হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দার্জ্জিলিংএ কুচবিহারের মহারাণী-সমীপে হরিকথা

গত ২৪শে জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় মাননীয়া কুচবিহারের মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী মহোদয়ার দার্জ্জিলিংস্থ 'কলিংটন প্যালেসে' মহারাণী মহোদয়ার নিকট বেলা ২৪০টা হইতে ৪টা ১৫ মিঃ পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন; মহারাণীর গুরুদেবতা শ্রীশ্রীমদন-মোহন দেব। "সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, দীক্ষা ও মন্ত্র-রহস্য, বিদ্যা অবিদ্যা ও শুদ্ধা ভক্তির বৈশিষ্ট্য, 'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন', 'কামাদীনাং কতি ন কতিধা', 'আশো ভক্তা', 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্' প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্যবর্ণন মুখে জীবের অনর্থনিবৃত্তি-ক্রমে শুদ্ধভক্তি-লাভ, শুদ্ধভক্তিই জীবাত্মার স্বরূপবৃত্তি ঠাকুর হরিদাসের কৃপাক্রমে অত্যন্ত কদাচার-রতের ও ভক্তিসদাচার-নিষ্ঠা, জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা ও নাম-মাহাত্ম্য" প্রভৃতি বহু কথা আলোচিত হয়। মহারাণী মহোদয়া বিশেষ ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হন এবং পুনরায় শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি শীঘ্রই যখন কলিকাতা যাইবেন, তখন একবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন ও শ্রীগুরুমহারাজের নিকট হরিকথা-শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে কুচবিহারের মহারাণী

গত ২৮শে জুন, ১৯৩৫ শুক্রবার বেলা প্রায় ১০৪০ ঘটিকার সময় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শন ও মঠাচার্য্য-বর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদসমীপে ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণার্থ কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী তাঁহার কন্যা মহা-রাজকুমারী ইলা দেবী ও মহারাজকুমারী গায়ত্রী দেবী এবং পুত্র মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর এবং এ-ডি-কম্ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় সমভি-ব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। মহারাণী সাহেবার সহিত হায়দ্রাবাদের নিজামের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নবাব খসরুজঙ্গের অল্পবয়স্কা কন্যাও ছিলেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজী মহারাণী মহোদয়াকে তাঁহার প্রাসাদ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া আসিলে মঠরক্ষক মহামহোপ-দেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহাকে মঠের দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমন্দিরসমীপে

লইয়া যান। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করান। শ্রীনামহট্ট-শ্রবণ-সমন্বিত নাটামন্দিরে তাঁহাদের জন্য বিচিত্রবস্ত্রাস্তরণমণ্ডিত উপবেশনস্থান রচিত হইয়াছিল। সময় অল্প থাকায় তাঁহারা তথায় অধিককাল অপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীমঠের প্রকোষ্ঠান্তরে উপবেশনপূর্বক বিবিধবিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ-সেবনকালে প্রভুপাদের নিকট প্রায় ৪৫ মিনিট কাল হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে "আমাদের Non-Absolute অবস্থায় অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধহীনাবস্থায় থাকার অপ্রয়োজনীয়তা ও Absolute-এর (স্বয়ং ভগবানের) সহিত সর্ব্বতোভাবে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ণনপ্রসঙ্গে 'তূর্ণং যতেত' 'নাহং বিপ্রঃ' প্রভৃতি শ্লোকার্থ কীর্ত্তন পূর্ব্বক জীবের স্বরূপ-পরিচয় এবং যে কোন অবস্থা হইতে সেই স্বরূপোপলব্ধির যত্ন সম্ভব," ইহা বুঝাইয়া দেন। মহারাণী মহোদয়া এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করেন এবং সময়ান্তরে এই সকল কথা আরও অধিকক্ষণে শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাণী সাহেবার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বর্ত্তমানে বিলাতে। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শনার্থ ২।১ দিনের মধ্যেই বিলাত যাত্রা করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে তিনি বিনয়াবনত-মস্তকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্যাশীর্ব্বাদস্বরূপ তাঁহাদিগকে ভগবৎপ্রসাদী নির্ম্মাল্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা বিদায়-গ্রহণকালে সপার্ষদ প্রভুপাদপ্রতি পুনঃপুনঃ সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। মিঃ কে, কে, সেন ব্যাড্‌ভোকেট হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত আশুবিহারী কপুর এম্-এ, মাঃ মঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ শ্রীবৃন্দাবনদাসাধিকারী বি-এ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

— —

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ফরাসী মহিলা

গত ১৮ই জুন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ বি-এল মহাশয় Maximiani Portas. Ph. D. নাম্নী একটি বিদুষী ফরাসী মহিলাকে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে হরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য লইয়া আসেন। উক্ত মহিলা বাঙ্গালী হিন্দুরমণীর ন্যায় বেশে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভূপতিতভাবে পঞ্চাঙ্গ দণ্ডবৎ করেন এবং তৎপরে বৈষ্ণবগণের নিকট যুক্ত-করে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া হরিকথা-শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তিনি পাশ্চাত্য-দর্শন-শাস্ত্রে ডক্টরেট্ উপাধি পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ রায়গুপ্ত বি-এ বিদ্যারত্ন মহাশয় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার নিকট প্রভুপাদের বাণী বলেন। তিনি তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করেন এবং সর্ব্বপ্রকার অন্যাভিলাষ-বর্জ্জিত ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অহৈতুক আত্মসমর্পণ ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হয় না—ইহা অনু-মোদন করেন। তিনি কএকদিন পরে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া ছন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত কএকখানি ইংরাজী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র পাইয়া আপনাকে বিশেষ উপকৃত জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আরও কএকজন বিলাতের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফরাসীমহিলা
ম্যাক্সিমিয়ানি পোর্টাস্

গত ২৮শে জুন শুক্রবার বেলা প্রায় ১২টার সময় অর্থাৎ কুচবিহারের মহারাণী মহোদয়া বিদায় গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্তা ম্যাক্সিমিয়ানি পোর্টাস্ (পিএইচ ডি) নাম্নী জনৈকা ফরাসী দেশীয়া বিদুষী যুবতীরমণী মহিলা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের কথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। মহিলাটির প্রভুপাদসমীপে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও করযোড়ে ভগবৎকথা-শ্রবণাভিলাষ-জ্ঞাপন এবং অতীব বিনীতভাবে পরিপ্রশ্নসহকারে প্রভুপাদের কথা-শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রভুপাদ তাঁহার সহিত বেলা ২॥টা পর্য্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ঐ কথোপ-কথনের সারাংশ লিখিয়া লইয়াছেন, তাহা যথাসময়ে 'হারমণিষ্ট্' পত্রে লিপিবদ্ধ হইবে। প্রভুপাদ "দেহ, মন ও আত্মতত্ত্ববিচার-প্রসঙ্গে আত্মার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়; 'অভিধাবৃত্ত

প্রণামিত হইয়া চিদ্ধারণায় লইয়া যায়'—এইরূপ মতের ভ্রান্তি-প্রদর্শন ; 'Sacred,' 'Holy' প্রভৃতি কথা আপেক্ষিক, ইহার পরিণাম নির্ব্বিশেষ ; কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডের বিষময় ফল ; ভাগবতীয় 'নৈষ্কর্ম্ম্য'-ধারণার সহিত অন্যান্য 'নৈষ্কর্ম্ম্য'-ধারণার পার্থক্য ; সদ্গুরু-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ; Non-absolute গুরু নহেন, Absoluteই গুরু ; প্রভুত্ব ও ভক্তি বা অভক্তি ও ভক্তির বিচার ; আত্মাকে দেহ ও মনোধর্ম্ম হইতে স্বাধীনতা দান করিয়া ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-ক্রমে ভক্তিলাভ, অসদ্ব্যবহারে অভক্তি ; 'ভক্তি' অর্থে কিছু চাওয়া নয় ; পাশ্চাত্যদার্শনিকগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বুঝিয়া ফেলিবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়াও এসকল বিষয়ে অজ্ঞ, রসশব্দবিচার ; শব্দরসের অপব্যবহারেই ভোগ বা ত্যাগময় জগদ্দর্শন, উহা অভক্তি, ঐকান্তিকতাই মহাপ্রভুর কথা ; নাম-নামীর অভিন্নত্ব ; আমাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়াই ভাগবতীয় নৈষ্কর্ম্ম্য, কেবল কর্ম্মশূন্যতা নৈষ্কর্ম্ম্য নহে ; পশুদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার বিচারের সহিত গৌড়ীয়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য ; যুক্তি ও যুক্তি, আত্ম ও পরমাত্ম তত্ত্ব ; জড়মন ও চেতন আত্মা এক নহে ; আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নহে, জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস, ইহাতে কোন অনুপাদেয়তা নাই, যখন এই দাস্য-ভাবে কৃষ্ণ-সেবার পরিবর্ত্তে আমরা অন্যকর্ত্তৃক সেবিত হইতে ইচ্ছা করি, সেইটিই দাস-মনোভাব ; পৌত্তলিকতা ও চিন্ময়-শ্রীবিগ্রহদর্শন-বিচার-বৈশিষ্ট্য, মনঃসংযমের নিমিত্ত যোগাদি কৃত্রিমপন্থা অনুসরণীয় নহে, অপূর্ণ ধারণা সমস্তই defective, এখানকার বিশেষত্বের সুবিধা বা অসুবিধা-বিচার লইয়া সেখানকার বিশেষত্বের বিচার করিতে হইবে না ; আরোহ-পন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' বিচারই সর্ব্বতোভাবে বরণীয়, বক্তৃশিষ্যের জন্য ভগবৎ-সেবাকে 'সেবা' বলে না ; ভোগ-ত্যাগ, পাপ-পুণ্য, নীতি-দুর্নীতি—সর্ব্বাবস্থায়ই বিষয়ভোগ, পরা ও অপরা বিদ্যা, মনোধর্ম্ম থামাইয়া গুরুপাদাশ্রয়ে নামানুশীলন-মূলে চিদ্ধর্ম্মানুরাগের প্রয়োজনীয়তা, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, সরলতা, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বিচার-বৈশিষ্ট্য" প্রভৃতি বিষয়ে বহু নিত্য মঙ্গলপ্রদ উপদেশ কীর্ত্তন করেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রথমমুখে তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। মহিলাটি বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে নানা প্রশ্নের অবতারণা-মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে বিদায় গ্রহণ করেন।

অদ্য ও (২৯শে জুন) প্রাতঃ ৮৷৷০ ঘটিকায় তিনি মঠে আসেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। [আমরা এই সকল কথা সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।] শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে মঠের সর্ব্বত্র দর্শন করান।

বিশিষ্ট কর্ম্মীকর্ত্তৃক ব্রহ্ম

শ্রীধাম মায়াপুরে—বরদাপুরের সাধুজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন এম্-এ, বি-এল ; কাশিমবাজার ষ্টাম-এষ্টেটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর মুখার্জ্জী এম্-এ, বি-এল। উকীল শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সান্যাল এম্-এ, বি-এল প্রমুখ ১৫।১৬ জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা গত ২রা জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে গমন করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় তাঁহাদিগকে শ্রীধামের দেবালয়সমূহ প্রদর্শন এবং তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক স্থানের তথ্য ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ-মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ এবং শ্রীভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিয়া রাত্রি ১০৷৷০ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—গত ১৯শে মে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (৯ নং লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জ্জী লেন) ; ২৩শে মে মেসার্স রামায়ণরী এণ্ড কোম্পানীর মিঃ এ, টি মণ্ট্‌গোমারী (Mr. A. T. Montgomery—১নং লী রোড্), ২২শে জুন শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন লাহিড়ী (২৫ বি চাউনি-মেণ্ড্ রোড, ভবানীপুর), ২৩শে জুন সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট), রায় বাহাদুর তারকচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই (অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার, আই, জি), রায় বাহাদুর অনুকূলচন্দ্র মিত্র (অবসর-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার) এবং ২৭শে জুন পাটনা বি-এম্ কলেজের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার প্রমুখ মহোদয়গণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণে প্রীতি প্রদর্শন করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে নলকূপ

খনামখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে একটি নলকূপ স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে নলকূপ দান

হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সত্যবতী দেবী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের (মহাপ্রভুর বাটীর) প্রবেশ-দ্বারে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় একটি নলকূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। যদিও কতিপয় নলকূপ, টাঙ্কারা ও পুষ্করিণী শ্রীধামের বিভিন্ন স্থানে আছে, তথাপি শ্রীধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবকালে অগণিত যাত্রিসংখ্যার তুলনায় তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। গত গৌর-জন্মোৎসব সময়ে উক্ত ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা শ্রীধামমায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব

মেদিনীপুর জেলার চিকলিয়া গ্রামস্থ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের ১০ম বার্ষিক মহোৎসব গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন, ১৯৩৪) বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজের তত্ত্বাবধানে পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

স্নানযাত্রায় কীর্ত্তন

গত ১লা আষাঢ়, ১৬ই জুন স্নানযাত্রার সময় পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ মঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-সহ শ্রীজগন্নাথের স্নানবেদীর সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন। অশীতিবর্ষেরও অধিক প্রবীণ শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয়ের নৃত্যকীর্ত্তন সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

পুরীক্ষেত্রের বিভিন্নস্থানে পাঠকীর্ত্তন

সম্বলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুরীস্থিত ভবনে গত ১৫ই জুন শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জনৈক সেবক ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ও বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্নানযাত্রার পর হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার রায় বাহাদুর মতিলাল তাপড়িয়া মহাশয়ের বাটীতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ কএকদিন প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শিমলায়— দিল্লীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী গত জুনমাসের প্রথম হইতে দুই সপ্তাহকাল শিমলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ৬ই জুন কলিকাতার সেসন্স্ জজ শ্রীযুক্ত শিবচরণ মহোদয়ের বাসায়, ৭ই জুন কন্ট্রোলার-পলিটিক্যাল অফিসার রায় শ্রীযুক্ত এস্ বিশ্বাস বাহাদুর মহাশয়ের শিমলাস্থ বাসভবনে এবং রায় সাহেব বি, সি ঘোষ ও এন্, কে ঘোষ মহাশয়গণের নিকট, ৯ই জুন শ্রীযুক্ত শিবগোবিন্দ মাথুর, ওয়ৎ সিং প্রভৃতি সজ্জন-বৃন্দের নিকট; ১০ই জুন রায় বাহাদুর এস্, এস্ ঘোষ মহাশয়ের নিকট এবং ১২ই জুন পূর্ব্বাহ্নে শিমলা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এন্, কে বর্ম্মা বি-এ মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

যুক্তপ্রদেশে—সীতাপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শেঠ মহাশয়ের ভবনে গত ৬ই জুন অপরাহ্ণে নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠ-সেবক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী 'নামাপরাধ' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ জনসাধারণের বোধ-

গৌরবার্থ শ্রীযুক্ত রামদাস চৌবে এম্-এ, বি-এল মহাশয় ব্রহ্মচারীজীর উক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন।

পাটনায়—পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগমুখর গত ১০ই জুন রাত্রিতে আরার রায় বাহাদুর ডাঃ তারকনাথ মিত্র অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। ১২ই জুন সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারীজী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কৈলাসবিহারী পরল মহাশয়ের বন্ধে স্থানীয় 'মুখার্জ্জী কোম্পানীর দুর্গাবাড়ী'তে 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। ১৩ই জুন ব্রহ্মচারীজী রায়বাহাদুর ডাঃ তারকনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারবিষয় কীর্ত্তন করেন।

সম্বলপুরে—গত ৮ই জুন অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ সম্বলপুর ভিক্টোরিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হলে উৎকলবাসী স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেহেরা মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গীতায় কর্ম্মযোগ' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় উৎকলভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। ৯ই জুন স্বামীজী স্থানীয় অবসর-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার (ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড) শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১২ই জুন মঙ্গলবার স্বামীজী সম্বলপুর সৎসঙ্গাশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ হইতে 'ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?' এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মদেশে—উপদেশক শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তি-মৈত্রেয় ও শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী গত ১লা জুন বেলা ৮ ঘটিকায় থাজি (Thazi) জংসন হইতে সাদার্ণ সান্ ষ্টেট্ (Southern Shan State) ট্রেণে যাত্রা করিয়া বেলা ২ ঘটিকায় সময় সাউদার্ণ সান্ ষ্টেটের অন্তর্গত কালে' (Kalaw) ষ্টেশনে অবতরণ করেন এবং তথায় নবীন কৃষ্ণনগরনিবাসী মিঃ বি, কে, কালদার হাড্‌ভোকেট মহাশয়ের পর্ব্বতশিখরস্থ 104 Arcadia নামক বাসভবনে অবস্থান করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। প্রচারকদ্বয় তথায় দুই দিবস অপেক্ষা করিয়া টাঙ্গি (Tawnggzi) অভিমুখে যাত্রা করেন। টাঙ্গি দক্ষিণ সান্‌ষ্টেটের প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার ফিট উচ্চ। গত ৩০া ও ৩১ই জুন উক্ত নগরের প্রসিদ্ধ রেলওয়ে সোসিয়েশন ক্লাবে শ্রীযুক্ত ভাবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভাপতি মহাশয় গৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার-কার্য্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। তত্রত্য মিঃ এন্ এল বসু উকীল, মিঃ বি বসু মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী, মিঃ এস্ পি মজুমদার সেক্রেটারী অব্ বেঙ্গল ক্লাব, শ্রীনিবারণচন্দ্র দে মার্চ্চেণ্ট, মিঃ জে সি রায় পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করেন। প্রচারকদ্বয় অতঃপর মোটরযানযোগে টাঙ্গি হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী লয়লেম (Loilem) নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। পর্ব্বতমালা ও ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া তাঁহারা উক্ত স্থানে বেলা ২টার সময় উপস্থিত হন। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মে, সি, দত্ত; ডাক্তার এস্, কে, রায়, এস্ বসু কণ্ট্রাক্টর প্রমুখ সজ্জনগণ তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসী ব্যতীত মিঃ এন্ ডব্লিউ কেলি, মিঃ পি, এ প্রানকেট; মিঃ লোডার, মিঃ গিল এস্-ডি-ও প্রমুখ সজ্জনগণও তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। লয়লেম সহরের প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা পুনরায় ১২ই জুন টাঙ্গি সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে—গত ১৩ই জুন সন্ধ্যায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইটাখোলায় (নীলফামারী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত) ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। তত্রত্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। নীলফামারী রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্ম্মচারি-গণের আগ্রহে উক্ত ষ্টেশনেই ১৪ই জুন রাত্রি ৮॥ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের 'অম্বরীষ' উপাখ্যান পাঠ করেন। নীলফামারীর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ গুহ নিয়োগী ও তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ নিয়োগী প্রচারকগণকে নিজ গৃহে বাসস্থান দিয়া নানা ভাবে তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। ১৬ই জুন তাঁহাদের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

আসামে—গত ৮ই জুন বিজনী অন্তরাপুরী রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজার সাহেবের আমন্ত্রণে আসাম-সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ঐ দিবস বেলা ১টায় সরভোগ হইতে রেলপথে যাত্রা করিয়া বরাইগাঁও ষ্টেশনে অবতরণ করেন। তথা হইতে হস্তিপৃষ্ঠে ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন। মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্, বি-টি মহোদয় তাঁহার পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৯ই জুন বিষ্ণুপুর, তানা, ভাটীপাড়া, বৈটামারী, চক্রাবাউসী, সরভোগ, দক্ষিণগণপাড়ী, করেয়া,

বড়খোলা, গোয়ালপাড়া, ভেরভেরী, প্রভৃতি স্থান হইতে ছইশত ভক্ত আসিয়া নগরসংকীর্তনে যোগদান করেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত নগরসংকীর্তন হয়। বেলা ২টায় স্থানীয় দেবীমন্দিরের নাটশালায় এক বিরাট্ সভা হয়। প্রথমে সেবাতীর্থ মহোদয় 'শ্রীচৈতন্যদেবের অযাচিতদয়া দয়া' সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল এবং তৎপরে স্বামীজী 'শ্রীসনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতান্তে বিজনী রাজষ্টেটের হেড্ক্লার্ক শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমবাসীর প্রতি প্রভুপাদের কৃপাবিধান-বর্ণনমুখে প্রচারকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কামরূপে—গত ১৭ই জুন শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ বিংশতিজন ভক্তসহ পরমোপগৌড়ীয় মঠ হইতে কামরূপ জেলার অন্তর্গত বড়পেটায় গমন করিয়া তথায় অপরাহ্ণে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

বোম্বাইয়ে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত-নেমি মহারাজ বোম্বে নগরীতে কিছুকাল প্রচার করিয়া পুণায় গমন করেন। তথাকার 'সকাল', 'তেজ', 'জ্ঞানপ্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে স্বামীজীর প্রচার-বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজী ২৫শে জুন তারিখে পুণা হইতে বোম্বাইগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের আয়োজন করিতেছেন। আগামী ৮ই জুলাই প্রভুপাদ তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য (১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন শনিবার) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বোম্বে যাত্রা করিতেছেন।

পাবনায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ৩১শে মে সন্ধ্যায় হাটুরিয়া অমরনাথপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বাগ্চী মহাশয়ের ভবনে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১লা জুন স্বামীজী উক্ত হাটুরিয়া অমরনাথপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার বাগ্চীর আলয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠের পর ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত হয়। ২রা জুন উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত বল্লভনাথ ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতার উকীল শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভৌমিক এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্ম্মসভা আহূত হয়। সভাপতি মহাশয় প্রচারকের পরিচয় প্রদান করিবার পর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসাধিকারী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-কার্য্যের প্রগতি-সূচক একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলে স্বামীজী প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২০শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন) তথা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণে সাহাজাদপুর গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া ৪ঠা জুন স্বামীজী রায়বাবুর গৃহে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে এবং ৭ই জুন শ্রীযুক্ত প্রাণচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে 'দীক্ষা'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৮ই জুন স্বামীজী কুমিল্ল বোয়ালিয়া গ্রামবাসী ভক্ত শ্রীসুখময়বাবুর মহাশয়ের গৃহে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শিত হয়। অতঃপর স্বামীজী পাবনা টাউনে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ কুমার দত্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক ৯ই জুন টাউনহলে "মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন।

বগুড়ায়—গত ১৭ই জুন মহোপদেশক শ্রীপাদ বিশোষীমোহন ভক্তিবান্ধব (বি-এল) ও শ্রীপাদ প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী নীলফামারী হইতে রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় বগুড়া সহরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত ব্যাড্-মিন্টোকেট শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। পরদিবস শ্রীপাদ ভারতী মহারাজও মহোপদেশক শ্রীমৎসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী সহ রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় তথায় উপস্থিত হন। ১৯শে জুন তারিখে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ বগুড়ায় আসিয়াছিলেন। ১৭ই জুন তারিখে তিনি বগুড়ায় শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসু মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'সনাতনশিক্ষা' পাঠ করেন। ১৮ই জুন সন্ধ্যা ৭ টায় বগুড়ায় 'হিন্দুধর্ম্ম-সভাগৃহে' উক্ত সভার সভাপতি উকীল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু 'শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রয়োজন বিষয়ে, ও পরে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯শে জুন সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় উক্ত হিন্দুধর্ম্মসভা-হলে বগুড়ার সিনিয়র ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বসন্তচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২০শে জুন বগুড়া টাউনহলে উপরি উক্ত হিন্দুধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় মহোপদেশক ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপজী 'জীবের পরম প্রয়োজন' সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিলে। ২১শে জুন প্রাতে ৬টা হইতে ৮॥ টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্তন হয়। ঐ দিবস হিন্দুধর্ম্ম-সভায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে আষাঢ়, ১৩৪২ ; ৬ই জুলাই, ১৯৩৫ { ৪৭শ সংখ্যা।

দৈব-বর্ণাশ্রম

অকপট ও ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবার প্রতি বহির্মুখ ভোগপর সাধারণ তথাকথিত বর্ণাশ্রম হইতে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত করিবার জন্য সাধত শাস্ত্রসমূহ বৈষ্ণবাচার্য্য-শাসনানুগত বিষ্ণুসেবাপর বর্ণ ও আশ্রমকে 'দৈব-বর্ণাশ্রম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীপদ্মপুরাণ প্রভৃতি সাত্বতশাস্ত্রে বিষ্ণুভক্ত-সম্প্রদায় 'দৈব-সর্গ' ও বিষ্ণু-বিদ্বেষী বা বিষ্ণুবিমুখ সম্প্রদায় 'অদৈব-সর্গ' বা 'আসুরসৃষ্টি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

"বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

মনুষ্যের আত্মবৃত্তি বা স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বর্ণ ও আশ্রম-নিরূপণের সুবৈজ্ঞানিক প্রণালী যে অতি সুপ্রাচীনকাল হইতে সনাতনধর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহার সাক্ষ্য বেদ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র প্রচুরপরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল প্রমাণ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিবার প্রয়োজন এখানে নাই। বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই-উদ্ধবপুর গ্রামে ভারতের বিশিষ্ট স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব পণ্ডিতমণ্ডলিমণ্ডিত-সভায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত"-নামক যে একটি ক্রমিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সকল প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত আছে। বর্ত্তমানে ঐ গ্রন্থের ("ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব") দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' 'গৌড়ীয়' 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক পত্রে এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিভিন্ন গ্রন্থে বহু প্রমাণ, যুক্তি ও বহু আলোচনা দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে সম্পুটিত রহিয়াছে।

যুক্তি বা স্বভাবানুসারে বর্ণ ও আশ্রম-নিরূপণের প্রণালী কেবল যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তাহা নহে, তাহা যুক্তি ও

বিজ্ঞান-সম্মত বিচার। যাঁহার চিত্ত শম-দমাদি গুণে বিভূষিত, যাঁহাতে ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবার স্বাভাবিকী রুচিই স্বতঃলক্ষণ এবং সত্য, দান, অক্রোধ, অনিষ্ঠুরতা, হরিসেবাবিমুখ-বিষয়ে লজ্জা, ইতর বিষয়ে ঘৃণা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত যুদ্ধ-কার্য্যে কিংবা বণিগ্‌বৃত্তিতে অথবা শূদ্রতুল্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিসমাজগত বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে,—ইহা যুক্তিবাদিগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষাত্র-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে কৃত্রিমভাবে নিযুক্ত করিলে তদ্দ্বারা হিতে বিপরীত ফল হইবে। আশ্রম সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। যাহার স্বভাব অত্যন্ত তমোগুণান্বিত, যে কাম-ক্রোধ-লোভাদিতে আচ্ছন্ন, দাম্ভিক ও দুষ্কার্য্যপরায়ণ, সেইরূপ শূদ্রস্বভাবতুল্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-স্বভাবের অবর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের ছল করিলে সে কোনদিন সন্ন্যাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। সেরূপ ব্যক্তি পণ্ডিত ও বাস্তাশী হইয়া পড়িবে অথবা বেশোপজীবী কিম্বা গোপনে নানা-প্রকার ব্যভিচারসম্পন্ন হইবেই হইবে।

অনেক বারই কএকজন জিজ্ঞাসুর প্রাণে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, আচার্য্যের দৈব-বর্ণাশ্রমের আশ্রয়গত ব্যবহার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিপ্রকার আশ্রমীর যেরূপ স্পষ্টবিভাগ ও আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, দৈব-বর্ণ-সম্বন্ধে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—এই চারিপ্রকার বর্ণের বিভাগ সেরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? দৈব-বর্ণাশ্রমের মধ্যে কি কেবল আশ্রমেরই চারিপ্রকার বিভাগ থাকিবে, আর বর্ণ কি এক পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-মাত্রেই পরিসমাপ্ত হইবে? পারমার্থিক ক্ষত্রিয়, পারমার্থিক বৈশ্য বা পারমার্থিক শূদ্র কি থাকিবেন না?

চারিপ্রকার আশ্রমের ন্যায় বিষ্ণুভক্ত সাধকগণের মধ্যে চারিপ্রকার বর্ণও আছে এবং সেই চারিপ্রকার বর্ণের নির্দ্দেশ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" (ভাঃ ৭।১১।৩৫) শ্লোকানুসারেই হইয়াছে। যাঁহাদের স্বাভাবিক রুচি বা বৃত্তি একমাত্র অন্যাভিলাষশূন্য বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতিই গতিবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেছেন; যাঁহাদের হৃদয় হরিসেবাময়ী সরলতা ও আত্মসমর্পণ বা শরণাগতির ভাবে পরিপ্লুত; যাঁহারা একান্ত সত্যব্রত; যাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী আচার-প্রচারে স্বাভাবিক বুভুক্ষু ও স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট; যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাহীন হইয়া বাণীর সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। সরলতার সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বাণীর সেবায় স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার লক্ষণ। 'ভট্টাচার্য্য', 'আচার্য্য', 'উপদেশকা'দি পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিত পদবী। পারমার্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-লব্ধ পরমার্থ-ধনের পরমার্থের যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জগতে হরিকথা দান ও বৈষ্ণব-সেবার জন্য প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ ও আর্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আর্থিক বিপ্র নিজের বা নিজ ভোগ্যগণের জন্য অর্থ-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পারমার্থিক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণের বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ মহামহোপদেশকগণের যে প্রতিগ্রহ, তাহা বৈষ্ণবসেবার জন্য,—আত্মসেবার জন্য নহে। পারমার্থিক ব্রাহ্মণকুল-ভূষণ মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ-পূর্ব্বক বাণী ও লেখনীর দ্বারা "শ্রীচৈতন্যবাণীর দান" জগতে দান করিতেছেন। তিনি কখনও নিজের জন্য বা নিজের ভোগ্য-বিচারে কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও প্রতিগ্রহ করেন না। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের গুরুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য যে ভিক্ষা বা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা নির্ভুল বৃত্তি বা প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের বৃত্তি। কথিত হয় যে, রাজদরবার 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিকে একমাত্র ব্রাহ্মণের জন্যই সংরক্ষণ করিয়াছেন, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যথা যে না হয়, তাহা নহে। পারমার্থিক রাজ্যেও পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণই প্রৌঢ় পারমার্থিক পাণ্ডিত্য-লাভের ফলে বৈষ্ণব-জগতের সম্রাট্‌স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে 'মহামহোপদেশক' আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্তির অধিকারী।

আর যাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে বাণীর সেবায় নৈষ্ঠিকী রুচি

অপেক্ষা সেবা-প্রতিষ্ঠানেরই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের হরিজনের সৌকর্য্যার্থ বিধি-ব্যবস্থাদি করিবার প্রতি অধিকতর যোগ্যতা বা রুচিসম্পন্ন, যাঁহাদের স্বভাবে শাসন, নিয়মন বা পালনাদি করিবার রুচি বা যোগ্যতারই অধিক প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা পারমার্থিক ক্ষত্রিয়। তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির জন্যই শাসন, নিয়মন, পালন, নানাপ্রকার সুব্যবস্থাকরণ, প্রতিষ্ঠানের রক্ষার্থ সাম-দানাদি নানাপ্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। 'মঠরক্ষক'-আদি পদবী পারমার্থিক ক্ষাত্রোচিত।

যাঁহারা অর্থাদি আনুকূল্যের দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবানিকেতন মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা অর্চ্চনাদি কার্য্যের সহায়তা কিম্বা ভগবৎসেবকগণকে আংশিকভাবে পালন ও পোষণে অধিকতর যোগ্যতা ও রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা পারমার্থিক বৈশ্য। ইঁহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণে সমর্থ না হইলেও নিজেদের ভোগ্যবিচারপর অর্থের অংশবিশেষ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করিয়াছেন। 'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' (শ্রেষ্ঠী + আর্য্য) প্রভৃতি উপাধি পারমার্থিক বৈশ্যোচিত।

আর যাঁহারা পরমার্থ-বিষয়ে দীক্ষিতের অভিনয় করিয়াও কি অর্চ্চনাদিকার্য্যে অর্থানুকূল্য, কি ভগবৎসেবা-প্রতিষ্ঠানের রক্ষা, কি আচার্য্যের হরিকীর্ত্তনময় আদর্শ-জীবনের আচার-প্রচার করিবার উপযোগিতা লাভ বা তাহাতে রুচি প্রকাশ করিতেছেন না, যাঁহাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার কপটতা, অন্যাভিলাষ, ভোগ্যভাব ও গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অকপট শ্রদ্ধার অভাব তথা হরিকথায়, হরিকার্য্যে ক্রমশঃই শ্রথভাব দৃষ্ট হইতেছে, অথচ যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডও নহেন, কিন্তু সময় সময় যাঁহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষযুক্ত পরিচর্য্যার ভাবও দেখা যায়, তাঁহারা পারমার্থিক শূদ্রতুল্য। যদি ইঁহারা তাঁহাদের ঐরূপ কপটতা, অন্যাভিলাষাদি অচিরে পরিত্যাগ করিতে যত্নবিশিষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারা অতি শীঘ্রই 'দৈব-শূদ্র' পদবী হইতেও পতিত হইয়া অন্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভক্তিসদাচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন। ঐরূপ শূদ্রতুল্য ব্যক্তিগণ প্রায়ই পতিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই পারমার্থিক ত্রিবর্ণের যে সাময়িক পরিচর্য্যা-বৃত্তিটুকু প্রদর্শন অথবা যে সাময়িক ভক্তি-সদাচারাদি পালন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা হইতে অচিরেই পতিত হইয়া সমস্ত সদাচার বর্জ্জিত, অধিকতর অমোঘাশ্রিত, বিকৃ-বৈষ্ণবে আস্থাহীন, কখনও বা বিদ্বেষী পাষণ্ড হইয়া পড়েন।

বর্ণ ও আশ্রমের অতীত অবস্থার নাম—পারমহংস্যাবস্থা। দৈব ও অদৈব-ভেদে পরমহংসও দুই প্রকার। বস্তুতঃ দৈব-পরমহংসই প্রকৃত পরমহংস, ইঁহারই অপর নাম—ভাগবত-পরমহংস বা মহাভাগবত। অদৈব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যেসকল পরমহংসের চিত্র বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই আনুকরণিক 'পরমহংস'-নাম ও আদর্শের নিরর্থকতা প্রতিপাদনের জন্যই অদৈব-পরমহংসরূপ একটি ভেদ পরিকল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অদৈব-পরমহংস-শব্দের আদর্শটি "মাটির সোণার বাটী"র ন্যায় নিরর্থক। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ও নানা-প্রকার নাস্তিক ও পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সকল আনুকরণিক পরমহংসের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা অদৈব পরমহংস (?)। অনেক সময় ইঁহারা অনুকরণ ও কপটতা করিয়া ভাগবত-পরমহংসের ক্রিয়া-মুদ্রার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও প্রকৃত ভগবৎসেবকগণ ইঁহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারেন। কিন্তু জগতের অন্যাভিলাষী সম্প্রদায় দৈব-পরমহংসকে চিনিতে পারেন না, আসুর পরমহংসেই তাঁহাদের নিকট 'পরম-সাধু' বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, ঐরূপ কৃত্রিম সাধুত্ব জগন্মতের বহির্ম্মুখতার ও মনোধর্ম্মের তৃপ্তি বিধান করে।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিভাগের কথা শুনিয়া আমরা যেন মনে না করি যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির উদ্দেশ্যে বা তাঁহাদের আদেশে সেবা-প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণাদি কিম্বা অর্চ্চনাদি-বিষয়ে বা হরিকথা-প্রচারে নানাপ্রকার অর্থানুকূল্য প্রভৃতি পারমার্থিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যস্বভাবোচিত সেবাকৃত্য করিলে আমরা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হইতে নিম্ন হইয়া গেলাম ; অতএব আমরা ঐসকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেই প্রচারক, লেখক, উপদেশক বা বক্তা হইয়া যাইব। আমরা ইহাও যেন মনে না করি,—'আমরা পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণকে কেন রক্ষা করিব? তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-

হস্ত পূর্ণ করুন,—ইহা আমরা কেন করিতে যাইব, আমরা পরমহংসবর্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় কেন সাহায্য করিব ?'—এইরূপ বিচার করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। আমাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক রুচি দর্শন করিয়াই শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রত্যেকের অধিকারোচিত সেবা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'স যেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।'

অধিকার লঙ্ঘন করিলে কোনদিন মঙ্গল হইবে না। তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিধান-লঙ্ঘনজনিত অপরাধ উপস্থিত হইবে। অনুকরণ ও প্রতিযোগিতা বৈষ্ণবতা নহে, তাহা মৎসরতা। মৎসরতা ও কপটতা থাকিলে কখনও ব্রাহ্মণতা আসিবে না।

দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আরও কএকটি বিশেষ প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা এই,—

১। পারমার্থিক বর্ণ-বিধান কি প্রচলিত স্মার্ত্ত-বিধানের সহিত প্রতিযোগিতা বা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত সমকক্ষতা লাভের পিপাসা নহে ?

২। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম-বিধি কি সমষ্টি বা সমাজগত বিধান, না ব্যক্তিনিষ্ঠ বিধি ?

৩। যদি ব্যক্তিনিষ্ঠ বিধিই হয়, তাহা হইলে উহা কি কখনও সমাজ-গত ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে ? ব্যক্তি-গত বিধিদ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে ?

৪। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম জগতে ব্যবহারোপযোগী বা কার্য্যোপযোগী (practical) কিনা ? অথবা উহা আদর্শবাদ মাত্র (idealism) ?

৫। দৈব-বর্ণাশ্রমের সকল অঙ্গ পালনোপযোগী কি না ? আমরা উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত উত্তর দিবার প্রয়াস করিতেছি :—

১। পারমার্থিক বর্ণ-বিধান প্রচলিত স্মার্ত্ত-বিধানের সহিত কোন মতেই প্রতিযোগিতা নহে। তাহার প্রধান কারণ, পারমার্থিকগণের সমস্ত কার্য্যই ভগবদ্ভক্তি বা পরমার্থের অনুকূল প্রতিকূল বিচারের দ্বারা শাসিত। আর কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের যাবতীয় বিধি ও অনুষ্ঠান ভোগ বা স্বার্থ-কামাদির অনুকূল বা প্রতিকূল বিচারের দ্বারা অনুশাসিত। স্মার্ত্তগণও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও পরমার্থ, এমন কি, বিষ্ণুভক্তিমূলেই সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদের পরমার্থ বা বিষ্ণুভক্তির যৌক্তিক প্রতিষ্ঠা সাময়িক ও ব্যবহারিক। তাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষের উপাসক ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ-বাসনাতীত বিষ্ণুভক্তি অর্থাৎ অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপাসক।

মহাভাগবত অর্থাৎ পরমহংস বৈষ্ণব যখন লোকশিক্ষার্থ আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য ত্রিদণ্ডাদি আশ্রম-বেষ গ্রহণ বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণাদি বর্ণের দ্বারা পরিচিত হইবার অভিনয় করেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক অনেক নীচে নামিয়া (?) আসিয়া সেই পরিচয়ের অভিনয় প্রদর্শন করেন। কাজেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত সমকক্ষতা লাভ করিবার চেষ্টা তাঁহাতে আরোপ করা ত' কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। সকল যুগে আচার্য্যগণ এইরূপ কৃপা প্রদর্শন করেন না। কোন বিশেষ যুগে আচার্য্যের এইরূপ কৃপা দৃষ্ট হয়। এই কৃপারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যখন বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবকে দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মজড়গণ বর্ণ বা আশ্রমসামান্যবুদ্ধিতে দর্শন করেন অর্থাৎ মহাভাগবত বা ভগবৎপার্ষদাদিকে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্যান্য জাতির অন্তর্গত, কিম্বা সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী এই আশ্রমীর অন্তর্গত বা তদ্বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারী মনে করেন, তখন তাঁহাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিবার জন্যই স্বয়ং পরমহংসশ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন বিশেষ যুগে ভগবদিচ্ছায় আচার্য্যাবতার নিত্যে পরমহংসশিরোমণি গুরুগণের দাসাভিমান করিয়া পূর্ব্ব গুরুপাদপদ্মগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি জানান যে, যখন গুরুপাদপদ্মগণের দাসগণেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অনুভূত, তখন শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভু, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভু প্রমুখ জগদ্গুরু ভগবৎপার্ষদগণের কথা আর কি ? তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অসমোর্দ্ধ।

২। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম-বিধি যখন ব্যক্তিগত বা গুণগত, তখন তাহা যে ব্যক্তিনিষ্ঠ, একথা আর পৃথগ্-ভাবে বলিবার আবশ্যকতা কি ? পিতা বৈষ্ণব বলিয়া যে পুত্র বৈষ্ণব হইবেন, তাহার কোন দায়াবাধ্য নিয়ম নাই। আবার পুত্রের বৈষ্ণবতার কারণ যে পিতা, তাহাও নহে।

তবে পিতার বৈষ্ণবতা পুত্রের হরিভজনের অনেক সুযোগ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু সেই সুযোগ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিলে সেইরূপ স্বতন্ত্র পুত্র পিতৃ-সম্মান লাভ করিতে পারে না। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর গৌরবিমুখ সন্তানগণ শ্রীঅচ্যুতানন্দের ন্যায় **পারমার্থিক** সম্মান দাবী করিলে তাহা পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ কখনও প্রদান করেন না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রাপ্ত **পারমার্থিক** সম্মানের দাবী করিলে তাহা বৈষ্ণবজগতে গৃহীত হইবে না। পারমার্থিক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সন্তান হরিভজনের স্পৃহা প্রদর্শন না করিল, তাহাকে 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে না। হয়ত' বৈষ্ণব পিতার সম্মান বা অন্যান্য সুবিধাগুলিকে স্বভোগে লাগাইবার জন্য পুত্র কপটতা করিয়া বৈষ্ণব-পিতৃভক্তি বা বৈষ্ণবসেবাপরায়ণতার অভিনয় দেখাইতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষ সত্য সেইরূপ কপটতাকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না।

অনেক সময় বৈষ্ণব-গৃহস্থপিতার পুত্র গুরুগৃহে গুরুসেবার্থ বাস না করিয়াও আপনার পরিচয় প্রদানকালে "আমি অমুক ব্রহ্মচারী"—ইহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীর সর্ব্বপ্রধান কৃত্য যে বিশ্রম্ভসহকারে গুরুসেবা, এমন কি দীক্ষা, সদাচার, ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত বেষাদি-গ্রহণ, তাহা উক্ত বৈষ্ণব-পুত্রে সকল সময় দেখা যায় না। বস্তুতঃ অকপটে গুরুপদাশ্রয় ও একমাত্র গুরুসেবার্থ গুরুগৃহে বাস ও সদাচার পালন না করিয়া কেবল পিতার বৈষ্ণবতার পরিচয়ে পুত্রের অধিবাহিতকাল পর্য্যন্ত 'ব্রহ্মচারী' পরিচয় ও পরবর্ত্তিকালে সমাবর্ত্তন (?), অথবা ঐরূপ 'ব্রহ্মচারী'র পরিচয়-প্রদানকালের অবস্থাতেই নানাপ্রকার বিলাসাদির আবাহন করিয়া তাহাকেই 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া ঘোষণা করিলে ন্যূনাধিক বংশ-পরম্পরায়ই অবৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টায় প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না কি? এ বিষয়ে নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-বিধি ব্যক্তিনিষ্ঠ বটে, কিন্তু উহা ঐরূপ সদাচার-পরায়ণ গোষ্ঠী বা বহু ব্যক্তির সংযোগে সমষ্টিগত বা সঙ্ঘগতও হইতে পারে। ঐরূপ ব্যক্তিগত বিধি যতই ক্রমে অকৃত্রিমভাবে বিস্তারিত হইবে, ততই তাহা পারমার্থিক-সমাজ-গঠনে সহায়তা করিবে। তবে ব্যক্তিগত নির্ম্মল স্বভাবের পরিবর্ত্তে তাহাতে কোনপ্রকার কপটতা প্রবেশ করিলে এবং সমষ্টির মধ্যে তাহা গোপনে পুষ্ট হইতে দিলে তদ্দ্বারা মঙ্গলময় সমাজ-গঠনের পরিবর্ত্তে গুরুপারমার্থিকতাধ্বংসকারী সংঘবদ্ধ বৃদ্ধি করিবে।

সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়,—হরিভজননিষ্ঠ পারমার্থিক বর্ণাশ্রম শৌক্রবংশ-ধারায় প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিলে বা অধিকতর সমষ্টিগত করিতে চাহিলে তাহা কোনদিনই মঙ্গলজনক ফল প্রসব করে না। যিনি অকপটভাবে হরিভজন করেন বা করিবেন, একমাত্র সেই ব্যক্তিগত দেশ-কাল-পাত্রনিষ্ঠ হইয়াই বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মঙ্গলময় আদর্শ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐরূপ অকপট সদাচার-পরায়ণ আচার্য্য-শাসনানুগত ব্যষ্টির সন্মিলনে যে সমাজ, তাহাকেই 'পারমার্থিক-সমাজ' বলা যাইবে। কিন্তু বৈষ্ণব পিতা, অবৈষ্ণব সন্তান; বৈষ্ণবী পত্নি, ভগবৎসেবা-বিমুখী পত্নী; বৈষ্ণবী পত্নী, বৈষ্ণববিদ্বেষী পতি; বৈষ্ণব ভ্রাতা, অবৈষ্ণব ভ্রাতা প্রভৃতি লইয়া যদি পারমার্থিক-সমাজের সভ্যমণ্ডলের তলে 'পারমার্থিক গোষ্ঠী' নাম ঘোষণা পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন, অথচ বৈষ্ণববিদ্বেষী ও বিদ্রোহিগণের সেবাবিমুখতা সম্পূর্ণভাবেই যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করেন, তবে সেইরূপ সমষ্টির দ্বারা কখনও পারমার্থিক সমাজ গঠিত হইতে পারে না।

৪। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম আদর্শবাদ অর্থাৎ আকাশ-কুসুম-মাত্র নহে; তাহা জগতে সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী ও কার্য্যোপযোগী। বর্ণাশ্রম যদি বিষ্ণুসেবা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে উহা কেবল নিরীশ্বর ব্যবহারিকতায় পর্য্যবসিত হয়। বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যেই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।২৬)

৫। বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমের সকল অঙ্গই পালনোপযোগী হইতে পারে,—যদি ঐ সকল ভোগের অঙ্গ না হইয়া পারমার্থিকতার অঙ্গ হয়। কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্ব বর্ণে যিনি যে-কুলেই উদিত থাকুন না কেন, গুরুপদাশ্রয় করিবার পর

যখন তিনি বা তাঁহারা বৈষ-বর্ণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলেন, তখন সেইরূপ ব্যক্তিগণের দীক্ষিতাবস্থার পূর্ব্ব বর্ণের বিভিন্নতা তাঁহাদের সন্তানাদির বিবাহাদি ক্রিয়া-কলাপে বিঘ্নকারক হইবে কি? অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত এতজ্জন দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত নীচ শূদ্রকুলে উদ্ভূত কোন দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের (সামাজিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ না হইলেও) কন্যার বিবাহাদি হইবে কি? এই প্রশ্নের ঠিক এক কথায় মীমাংসা হয় না। কারণ, ইহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিচার্য্য বিষয় আসিয়া পড়ে। পারমার্থিক দিক্ দিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, অকৈতব পরমার্থ-চেষ্টাই যাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি, তাঁহারা বিবাহাদি পুণ্যজনক কর্ম্মভোগপর কার্য্যে লিপ্ত হন না, হরিসেবার প্রতিকূল বর্জ্জনার্থ কথঞ্চিৎ ব্যবহারিক ভাবেই পুত্র কন্যার বিবাহের চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা নূতন করিয়া সংসারপত্তন বা বহির্ম্মুখ সামাজিকতা ও ব্যবহারিকতার প্রশ্রয় দান, কিংবা পুত্র-কন্যাকে বিবাহাদি করিবার জন্য প্ররোচনা দিয়া পারমার্থিকভাবে পুণ্য-কর্ম্মকে আলিঙ্গন করেন না। পুত্র-কন্যার কর্ম্মাধিকার ও যোগ্যতা-দর্শনে তাহাদিগের প্রতিকূল্য-বর্জ্জনের জন্যই পারমার্থিক বিচারে তাহাদিগের সঙ্গত্যাগের জন্যই পুত্র-কন্যাকে বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিজে সঙ্গ ত্যাগ-পূর্ব্বক হরিভজনের সুযোগ লাভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ পারমার্থই যাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য, তিনি কখনও চিরন্তন বহির্ম্মুখ সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে বৃথা আলোড়িত করিয়া নিজের হরিভজনের সময় নষ্ট করেন না। যাঁহারা একান্তভাবে হরিভজন করিবেন না, তাঁহাদিগের অধিকারে যে-সকল বহির্ম্মুখ সামাজিক ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাঁহারা স্বতঃই তাহাতে বাধিত হইলে সঙ্গত্যাগ-জন্য একান্ত হরিভজনকারীর হরিভজনের সুযোগ লাভ হয়।

আর একটি কথা এই যে, পারমার্থিকের সন্তানমাত্রেই পারমার্থিক নহেন; সুতরাং তাঁহারা অপারমার্থিক অবস্থায় জাগতিক কর্ম্মকাণ্ডে যে রুচি প্রদর্শন করেন, তাহাতে বাধা দিলে হয়ত' সৎকর্ম্ম হইতেও তাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়া পাপকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পড়িতে পারেন। কোন বৈষ-বর্ণাশ্রমী হয় ত' পূর্ব্ববর্ণে সামাজিক ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রকে কোন শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া দিলেন বা নিজ পুত্রকে ঐরূপ কার্য্যে বাধ্য করিলেন। পুত্রের আত্যন্তিক পরমার্থে রুচি না থাকায় উক্ত পুত্র আপনাকে বহির্ম্মুখ সামাজিক ব্রাহ্মণ অভিমান করিয়া পত্নীর প্রতি বীতরাগ হইয়া শ্বশুরকে শূদ্রজাতিসামান্য বুদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিতে করিতে সৎকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত পাপাসক্ত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ কামিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষের ফলে নাস্তিকতার চরমসীমায় উপনীত হইলেন। প্রশ্ন হইতে পারে,—সাধারণ সমাজে যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ত' সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ অসুবিধা দেখা যায় না? তদুত্তর এই যে, বহির্ম্মুখ-সমাজে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহাদি পরস্পর ভোগমূল-রুচিপর। সেখানে দম্পতী পরস্পর ভোগমূলা প্রেরণা ও উত্তেজনায় বশবর্ত্তী হইয়াই অসবর্ণ বিবাহাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিকতার মধ্যে সেইরূপ ভোগপরতার কুহক না থাকায় যুবক-যুবতী যদি কেবল পারমার্থিক অনুশাসনের বিভীষিকাদ্বারা শাসিত হইয়া অসবর্ণ-বিবাহের আনুকরণিক সংস্করণকে বৈষ-বর্ণাশ্রমের ভাবনা দিয়া সমাজে প্রচলিত করিতে চাহে, তবে বিষে বিপরীত ফল হইবে। পারমার্থিকসমাজেও তাহার স্থান অধিকদিন হইবে না, বহির্ম্মুখ-সমাজও তাহাকে পারমার্থিকতার অভিনয়ের উচ্ছিষ্ট জানিয়া অধিক আদর করিবে না।

আবার আর একদিক্ হইতে ইহাও বিচার করা আবশ্যক যে, যিনি সত্যসত্য পারমার্থিক হইবেন, তিনি নিজ-সন্তানাদির বিবাহাদি কার্য্যের জন্য পূর্ব্ববর্ণীয় বহির্ম্মুখ-সামাজিকগণের সহিত আপনাকে অধিক সম্পর্কিত ও বাধ্যবাধ্য না করিয়া ফেলেন; তাহা হইলে তাঁহার পারমার্থিক অভিমানের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক অভিমানই অধিক প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। মোটকথা, হরিসেবার প্রতিকূল বর্জ্জন ও অনুকূল স্বীকারের মূল উদ্দেশ্যে সন্তান-সন্ততির বহির্ম্মুখ সঙ্গ হইতে যতটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ততটাই সন্তানাদিকে পুণ্যজনক বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিবার যোগ্যতা আছে। বস্তুতঃ পারমার্থিক পিতার

আদর্শ দেখিয়া পুত্রও যাহাতে গুরুদেবারত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সেরূপ আদর্শ প্রদর্শন করাই পারমার্থিক পিতার কর্ত্তব্য। বলিতে কি, ব্যক্তভাবেই হউক বা অব্যক্তভাবেই হউক, কায়মনোবাক্যে প্রকৃত ত্রিদণ্ড-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করাই পারমার্থিক সোপানে আরোহণ। দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভোগ বা ত্যাগের কথা নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই তাহার মেরুদণ্ড।

আর একটি প্রশ্ন এইরূপ উত্থাপিত হইতে পারে,—"কোন পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনকালে অবরকুলোদ্ভূত কোন দীক্ষিতব্যক্তির (পারমার্থিক ব্রাহ্মণের) দীক্ষিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন কি না? অথবা তাঁহার দীক্ষিতাবস্থার পূর্ব্বকালীন বহির্ম্মুখ বর্ণের কোন দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন?" ইহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে, পরিনিষ্ঠিত গুরুসেবারূপ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সমাবর্ত্তনের অভিলাষ মানবে যখনই দৃষ্ট হয়, তখনই তাহাতে ন্যূনাধিক পুণ্যময় কর্ম্মের ফলভোগ-পিপাসা ও একান্ত-পারমার্থিকতা হইতে বিচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে আচার্য্যের আনুগত্য অপেক্ষা জীবের স্বতন্ত্রতার চেষ্টাই যখন প্রবল, তখন যাহাতে জীব পরমার্থ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইয়া না পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে পরমার্থ-সোপানে পুনরায় আরোহণে তাহার সুযোগ হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থা করা উচিত। তৎসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলেও জীবের রুচিই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকে আপনাদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহাদের ঐ পরিচয়ের মধ্যে একটি পরিচয় এইমাত্র পাওয়া যায় যে, ব্যয়সংকোচের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যমাত্র বৈষ্ণব-বিধানে করিবার অভিনয় করেন। আবার কেহ কেহ বহির্ম্মুখ-সমাজের মন রক্ষা করিয়া একূল ওকূল দুকূল রাখিবার জন্য পারমার্থিক সামাজিকগণের সংক্ষিপ্ত বিধিরও সম্মানের অভিনয় করেন। বৈষ্ণবাচারসম্মত শ্রাদ্ধকৃত্য ব্যতীত তাঁহারা অন্যান্য কৃত্যাদিকে সেরূপভাবে পালন করিবার সমীচীনতা বোধহয় মনে করেন না বা তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ হয় অর্থাৎ শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের বাণী অকপটে শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও তাহাতে তাহা নিজ চরিত্রে আচরণে রুচির উদয় হয়, তজ্জন্যই সাধ্য-মোৎসাহ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। দৈব-বর্ণের অন্তর্গত হইয়া শূদ্রবর্ণে অধিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ কপটতা ও ভজনবিমুখতা সংরক্ষণ করিলে যাহে কোন কোন সুবিধাজনক অনুষ্ঠান-বিষয়ে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের আচারবিশেষ পালনের অভিনয় করিয়াও—একমাসকাল শোকচিহ্নধারণের পরিবর্ত্তে শোকচিহ্ন পরিত্যাগের অভিনয়ে একাদশ দিবসে পূর্ব্ব-পুরুষের অর্জ্জন করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার পথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে দৈব-বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত গৃহস্থের পরিচয় প্রদান করিয়া অদৈব শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতির সম্মান কর্ত্তব্য ত' নহেই, বরং তাহা নামাপরাধ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

দৈব-বর্ণাশ্রমান্তর্গত গৃহস্থের পক্ষে অর্জ্জন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তবে অর্জ্জন যেন কীর্ত্তনের বিঘ্ন-কারক না হয়—কীর্ত্তনে প্রবেশাধিকারের জন্যই অর্জ্জন আবশ্যক আবার অর্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া কপট পারমহংস্যাচার প্রদর্শনেও কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম মঠাদি-প্রতিষ্ঠানের সেবাবিমুখ হইয়া অর্জ্জনাদর বা অর্জ্জন-বিমুখতা কোনটিই দৈব-বর্ণাশ্রমের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ণাশ্রমের অতীত ব্যাপার। তবে বর্ণা-শ্রমের বিপর্য্যয় বা উচ্ছৃঙ্খলতা-বিধায়ক নহে। অধিকার লঙ্ঘন করিয়া বর্ণাশ্রমের অতীতাবস্থার অভিনয় দেখাইলে মূলতঃই বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ বৈষ্ণবতা লাভ ত' হইবেই না, সাধারণ মনুষ্যোচিত সদাচার হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হইবে। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় আমরা ক্রমে ক্রমে যথাসময়ে আলোচনা করিব।

মহামান্য ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের দুইখানি পত্র

( )

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তারের উত্তরে]

INDIA OFFICE
Whitehall,
13th June, 1935.

Yours sincerely,
Sd. Zetland.

(অনুবাদ)

ইণ্ডিয়া অফিস, হোয়াইটহল,
১৩ই জুন, ১৯৩৫

প্রিয় মহাত্মন্!

আমার ভারতসচিবপদ-প্রাপ্তিতে আপনি আমাকে শুভিবার্ত্তাযোগে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি ইহা অনুভব করিতে বড় আনন্দ পাই যে, আমার পুরাতন প্রদেশ ভারতের সকল লোকই আমার এই নবপ্রাপ্তিকে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনার অকৃত্রিম
(স্বাঃ) জেট্‌ল্যাণ্ড

(২)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের পত্রোত্তরে]

INDIA OFFICE,
Whitehall, S. W. I.

My dear Tridandi Swami,

I was very glad to receive your letter of the 8th June and your congratulations upon my appointment as Secretary of State for India. I have had many friendly messages on my appointment, but none that I value more than the message which you send on behalf of the Gaudiya Mission Society.

I shall certainly look forward to seeing you before long, though I fear that at the moment, owing to the number of my engagements, I am not in a position to suggest a date. I shall hope to write to you again a little later on.

With kind regards,
Yours sincerely,
Sd. Zetland.

ইণ্ডিয়া অফিস, হোয়াইট হল,
এস্, ডব্লিউ ১

প্রিয় ভিনসিয়াস্,

আমি আপনার ৮ই জুন তারিখের পত্র ও আমার 'ভারতসচিব' পদ-প্রাপ্তির জন্য আপনার অভিনন্দন লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের এই পদ-প্রাপ্তিতে আমি বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে অসংখ্য অভিনন্দনপত্র লাভ করিয়াছি; কিন্তু (লণ্ডন)-'গৌড়ীয়মিশন সোসাইটী'র পক্ষ হইতে আপনি আমাকে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা আর কোনটিকেই আমি অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিচার করি না।

আমি অবশ্য অচিরেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া আশা করিতেছি; কিন্তু আমার এই যে, বর্ত্তমানে আমাকে এত অধিকসংখ্যক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে যে, আমি কোন তারিখ নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না। পরে আপনাকে পুনরায় পত্রদ্বারা কিছু নিবেদন করিব।

আপনার অকৃত্রিম
(স্বাঃ) জেট্‌ল্যাণ্ড্

দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

১০ই জুন (১৯৩৪) প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদ 'আরমাডেল' ভবনের দ্বিতলের বারান্দায় শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছিলেন, এমন সময় আমরা উপরে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে প্রভুপাদ বলিলেন,—পাঁচের অল্প সঙ্গ হইলেই জীবের মঙ্গল হইবে, নতুবা জীবের মঙ্গলের উপায় আর নাই।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।১২৫-১২৬)

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

তৎপরে আবার উচ্চারণ করিতে করিতে বলিলেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

(শিক্ষাষ্টক)

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—মনুষ্যজীবন বৃথা যাইবে, যদি রূপানুগ-প্রণালীর অনুশীলন না করা হয়। এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

গৌর-লীলা-দ্বারাই কৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশ হইবে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ—শ্রীচৈতন্য-লীলা আলোচনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমীব্রত পালন করা হয়।

• • •

শ্রীধামে (শ্রীমায়াপুরে) অনেকের মাটিবুদ্ধি হইয়াছিল, এইজন্য সেই মাটিবা বুদ্ধি ভেদ করিয়া অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ শ্রীযোগপীঠে প্রকটিত হইলেন। এই অধোক্ষজ বিগ্রহের উপাসনা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে ছিল।

• • •

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপর থিসিস্ (Thesis—সন্দর্ভ বা গবেষণামূলক রচনা)

লিখিয়াছেন। শ্রীল সনাতন—বৃহদ্ভাগবতামৃত; শ্রীরূপ—লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু; শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু—সঙ্কর্ষণসমূহ; শ্রীল কবিরাজগোস্বামী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—সারার্থদর্শিনী; শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ—সিদ্ধান্তরত্ন, সিদ্ধান্তদর্পণাদি; শ্রীল ভক্তিবিনোদ—ভাগবতার্কমরীচিমালা প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

•

কোন এক নীচ-প্রকৃতির ব্যক্তি গেরুয়া-বেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচিত ও পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা অনেক পাপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ—

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥"
(ভাঃ ১২।৩।৩৮)

—এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—ব্রাহ্মণোত্তমই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ না হইয়াও বৈষ্ণব বলা শতমুদ্রার অধিপতি না হইয়াও কোটিপতি বলার ন্যায় হাস্যাস্পদ।

অতঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধিং শ্রৌতীং প্রযোজয়েৎ॥

ব্রাহ্মণোত্তমগণ বিষ্ণুর উপাসক। তাঁহারা পঞ্চম পুরুষার্থ সাধনে যত্নবান্। আর নিম্নশ্রেণীর তথাকথিত ব্রাহ্মণ অন্যদেবতার পূজক, চতুর্ব্বর্গাভিলাষী।

১১ই জুন প্রাতঃকালে কুচবিহার কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সেনগুপ্ত এম্, এ এবং কলিকাতার স্কটিস্‌চার্চ্চ কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার কারকরমা এম্, এ শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করেন। তন্মধ্যে কুচবিহার কলেজের সংস্কতাধ্যাপক মহাশয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ-হলে' পূর্ব্বদিবসের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে কথিত "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত শ্লোকে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আপনাকে সাধারণ জীবের ন্যায়ই কৃষ্ণের দাসানুদাস বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চেতনতা বিতরণের জন্য জানাইয়াছেন যে, তোমরা কখনও অংশপ্রকাশাভিমানী হইও না। জীব কখনও ব্রহ্ম নহে, এই কথা তোমাদের যেন ভুল না হয়। কুলশেখর আচার্য্যও এইরূপভাবের একটি শ্লোক বলিয়াছেন,—

"মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর নিজে বিষয়জাতীয় ভগবদ্বস্তু হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভগবানের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বক্তব্য বিষয় এই—হে জীব, তোমরা আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশ, তোমরা আশ্রয়জাতীয় অংশ নহ। জীব ভেদাংশজাত। ভেদাংশে মায়াবশ-যোগ্যতা আছে। কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের কখনও মায়াধীনতা নষ্ট হয় না। ভগবদ্ভক্তের স্বরূপের অভিব্যক্তি কিরূপ, তাহা যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলায় জানাইতেছেন, তখন ভগবান্ নিজেকে 'ভক্ত' বলিয়া pose করিতেছেন। অন্যাভিলাষিতাশূন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়া জীব অধঃপতিত না হয়, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আশ্রয়-জাতীয় অভিমান করিয়াছেন। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা প্রভৃতি পড়িয়াও অনেকের ধারণা ভ্রান্ত-পথে প্রবাহিত হইয়াছিল অর্থাৎ অনেকেই জীব-ব্রহ্মৈক্য-বাদ গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়াও অত্যন্ত করুণাময় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন—আপনাকে ভগবানের দাসানুদাসরূপে প্রচার করিয়াছেন। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ অর্থাৎ অণুচৈতন্য। জীব শ্রীচৈতন্য নহেন, শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাস। আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ব হইতেও বিদ্যাদ্বৈতবাদ জগতে প্রচারিত ছিল। কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদে সংশোধিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিদ্যাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈত-বাদের সকল কথার মধ্যে যেসকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহার পরিপূরণ করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-দেশেও Mystical Pantheism প্রচারিত হইয়াছে।

হেগেল, ডয়েসনপ্রমুখ, এমারসন, পলিনাস্ প্রভৃতি মনীষিগণ নানা আকারে Pantheismএর ওকালতি করিয়াছেন। খৃষ্টি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'ঈশ্বরই' প্রভৃতি কথা চলিয়াছিল। ইওরোপ, বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু ভারতীয় এবং উত্তরভারতের বহু ব্যক্তি যাঁহারা সাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া ব্যস্ত, যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী ও অনুমানবাদী, যাঁহারা নিজের খেয়াল অনুসারে বেদ পড়িয়াছেন বা পড়ান, যাঁহারা শ্রৌত শব্দকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দিয়া মাপিয়া লইতে চাহেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে *tabularasa* মনে করেন—পাছে শব্দ শুনিতে গিয়া তাহা দ্বারা অভিভূত হইয়া যাইতে হয়, এই আশঙ্কায় যাঁহারা সর্ব্বদা শঙ্কিত, যাঁহারা শোট-বিচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বহির্বিচারের ভাব ও ভাষার আবদ্ধ, তাঁহারা ন্যূনাধিক মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদেরই পক্ষ সমর্থন করিবেন। এইজন্যই মায়াবাদ সমর্থকের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত ঐসকল মনীষীর বিচার-পদ্ধতির মধ্যে যে আধ্যক্ষিকতা আছে, তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচার-প্রণালী লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, প্রভু কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। অধিক কি, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের শ্রীধরের টীকা আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা নিরূপিত হয়। ঈশ্বরবস্তুর সঙ্গে নির্ব্বিশেষবাদীদের কখনও সাক্ষাৎ হয় না। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুস্বার, বিসর্গ বুঝিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। যেমন ধানার ভিতর ছাতী পুরা যায় না, তেমনি আধ্যক্ষিকতার কবলে বাস্তবসত্য কবলিত হন না। আমরা তৃতীয়মানের রাজ্যে বাস করিতেছি। আমরা এখানে সাধারণ গণিতশাস্ত্র আলোচনা করি মাত্র। ডক্টর আইন্‌ষ্টাইন চতুর্থমানের গল্প বলিতে বসিয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান, কাল ও পাত্র অতি সঙ্কীর্ণ। পঞ্চমমানের বংশীধ্বনি যখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, তখন চতুর্থের অধোক্ষজত্ব উপলব্ধি হইবে। এখানে যে ষষ্ঠ ও সপ্তমের কথা—বৈষ্ণব ও নিষাদের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ!

Impersonal School 'অপ্রাকৃত' শব্দটি বুঝিতে পারেন না। এজন্যই তাঁহাদের ধারণা ভাল হইতেছে না। তাঁহারা অপ্রাকৃতকে অপরোক্ষানুভূতির অন্তর্গত বা তদপেক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চায়েতী ভক্তি—যেমন পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, দেশভক্তি, রাজভক্তি প্রভৃতির ন্যায় ভগবদ্ভক্তি নহে। জগতে 'ভক্তি' সম্বন্ধে ধারণা এত বিকৃত হইয়াছে যে, এখন 'ভক্তি ও ভক্ত'-কথাটি বলিতে তৎপূর্ব্বে বহু গায়ন ব্যয় না করা পর্য্যন্ত লোককে ভুল বুঝিবারই সম্ভাবনা করা হয়। গিরীশ বাবুর চৈতন্যলীলা নাটকে, আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে 'ভক্তি'-শব্দের ভয়াবহ বিকৃত অর্থ হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে ও লোকের ধারণায় অভক্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া ধারণা হইয়াছে।

১২ই জুন অপরাহ্ণ প্রায় এগারটার সময় শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক 'লেবং'এর পোষ্ট আফিসের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসায় সপার্ষদে গমন করেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত। লেবং দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় ৩৭ মাইল নিম্নে অবস্থিত। দার্জ্জিলিং হইতে লেবংএর পোলোগোলার মাঠ পর্য্যন্ত সুন্দর পীচের রাস্তা আছে। ঘোলার মাঠ অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে গেলেই লেবংএর পোষ্ট অফিস। পোষ্ট-অফিসের সংযুক্তই পূর্ণ বাবুর বাসা। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে পূর্ণবাবুর পরিবারবর্গ শঙ্খধ্বনি করেন এবং পূর্ণবাবু অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত প্রভুপাদকে বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ণবাবুর বাসায় পদার্পণ ও আসন গ্রহণ করিলে সপরিবারে পূর্ণবাবু পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা আচার্য্য-পূজা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবেশে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং উপদেষ্টক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম মহাশয় "তবে ধ'রে বল সেদিন আমায়"—এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা।
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।

ওজঃ সহো বলযুতং সুধ্যতত্ত্বং গদাং বদৎ।
অপাং তত্ত্বং হরিবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্॥
(ভাঃ ১২।১১।১৩, ১৪)

অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণই শঙ্খস্বরূপ। যথা—ওজঃ, সহঃ ও বলযুক্ত প্রাণতত্ত্ব, শঙ্খ—জলতত্ত্ব, সুদর্শন—তেজস্তত্ত্ব।

• • •

অপরোক্ষ পূর্ণ ও উত্তরার্দ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। অপরোক্ষের পূর্ণার্দ্ধে মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদে গতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু অপরোক্ষের উত্তরার্দ্ধ গ্রহণ করিলে অধোক্ষজ-বিচার বুঝা যায়। শ্রীধর অপরোক্ষের উত্তরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অপরোক্ষকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপরোক্ষ ত্রিবিধটি তটস্থ বা মধ্যবর্ত্তী। ইহার একদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অপরদিকে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত।

• • •

Pessimism হইতে নির্ব্বিশেষবাদ বা মুক্তিকামনার উদয় হয়। ভগবদ্ভক্তির বিচার Pessimism হইতে উত্থিত নহে। ভগবদ্ভক্তি নিজের কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চাহে না, তাহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৯শে জুন, শনিবার রাত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৮টা ১০ মিঃএর ই-আই-আর বোম্বে মেলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বোম্বে যাত্রা করিয়া ১লা জুলাই প্রাতে বোম্বাই নগরে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মঃ মঃ শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ পাঞ্চালীমোহন ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসাধিকারী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত ভিষক্‌চূড়ামণি এবং দেরাদূন ও এন মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বহু সজ্জন হাওড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়া

প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করেন।

ধর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্তং সত্ত্বং পঞ্চবিধোচ্যতে॥

তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা এবং পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। বোম্বে টেলেনেও শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীজী সহরের বহু বিশিষ্টব্যক্তিসহ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান। প্রভুপাদের অবস্থানের স্থান 'Hughes Road' স্থিত সুপ্রসিদ্ধ 'মণিভবন' নামক প্রাসাদের দ্বিতল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভুপাদ আগামী ৮ই জুলাই বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সম্পাদন করাইবেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ এবং অপ্রাকৃত প্রভু বোম্বে সহরের নানাস্থানে ইংরাজী ও হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদিমুখে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণের অভিলাষী হইয়া মঠে আসিতেছেন।

শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃত্তিরত্ন মহোদয় এই দিবস শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণ বন্দনা করিয়া পুরী রওনা হন।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গত ১লা জুলাই সোমবার শুদ্ধিচামন্ত্রির-মার্জ্জন-রহস্য পাঠ এবং তৎপর দিবস হইতে মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তনলীলা, মহারাজ প্রতাপরুদ্র-প্রতি কৃপা, গুণ্ডিচামন্দির, শ্রীজগন্নাথের শুদ্ধিচাবিজয় প্রভৃতি পাঠ হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ গত ৩রা জুলাই রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন এবং পরদিবস অপরাহ্ণে বি-এন রেলওয়ের বোম্বে মেলে যাত্রা করিয়া অদ্য (৬ই জুলাই) বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধিতে উপস্থিত হন

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধের মুদ্রণ সমাপ্ত

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধের মূল শ্লোক, অন্বয়, অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি, তথ্য, প্রতি অধ্যায়ের কথাসার ও অধ্যায়সূচী-সহ মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশের শুদ্ধিপত্র, শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, স্থান, কাল ও পাত্রসূচী বর্ত্তমান আছে, উহাও যাহাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ

আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই শুক্রবার শয়ন-একাদশীর উপবাস এবং ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার পূর্ণিমা, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি। স্মার্ত্তস্মৃতিবিধানানুসারে পদ্মপুরাণপক্ষে আগামী ২৮শে আষাঢ় হইতে এবং পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে আগামী ৩১শে আষাঢ় হইতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ। অরণ্য, গ্রাম ও দ্বাদশবনাদি যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্থান। ঐসকল স্থানের পারিপার্শ্বিকতা জীবের চিত্তের উপর ক্রমশঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে ভগবদ্ভজনের বিচার হইতে অবসর প্রদান করে। এইজন্য আত্মার নিত্য-কল্যাণকামী বুদ্ধিমন্ত জনগণের পক্ষে শাস্ত্র নাস্তিকগণ-প্রভাব-নির্ম্মুক্ত শ্রীচৈতন্যসারস্বতশ্রবণসদন শুদ্ধ-ভক্তিমঠাদি নির্গুণনিকেতনে শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে নিখিল কালযাপনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত অন্ততঃ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক —এই চারিমাস কাল সাধুসঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনমুখে যাপনের বিশেষ বিধি প্রধান করিয়াছেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত "ভক্ত্যনুষ্ঠানে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, অভীষ্টলাভ-বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন ও কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জ্জন, যোষিৎ সঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গত্যাগ এবং সাধুগণানুষ্ঠিত সদাচারানুসরণ"—এই ষড়্বিধ ভক্ত্যানুকূল বিচারে দৃঢ়তা লাভ হয় না। যদিও শাস্ত্র শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে রাজমাষাদি এবং চারিমাসেই কন্দ, শাক, পটোল, শিম, বরবটী প্রভৃতি এবং দিবানিদ্রা, উত্তমশয্যা, স্ত্রী-তৈলাদিভোগ-বিলাস বর্জ্জন ও নখরোমাদি রক্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তথাপি মুখ্যবিধি **সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন** পরিত্যাগ করিয়া এ সকল গৌণ বা মুখ্যবিধির আনুষঙ্গিক তটস্থ বিধি-সংরক্ষণ-দ্বারা আদৌ ব্রতপালন হয় না। 'ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার, ভক্তি-প্রতিকূল কার্য্যের বর্জ্জনাঙ্গীকার'ই মূল বিধি ও নিষেধ। কৃষ্ণপ্রীতি-মূলে ভোগ বা ত্যাগ-বিচারকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে ভুক্তি বা মুক্তি-পিশাচীর কবলে কবলীকৃত হইয়া অবশ্যই আত্মবিনাশ বরণ করিতে হইবে। তাই বলিয়া শাস্ত্রোক্ত আহার-বিহারাদির নিয়ম পরিত্যাগও করিতে হইবে না, উহা মুখ্য-বিধি 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে'র অনুকূলে পালিত হইলেই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাচরণের প্রয়োজনীয়তা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমেরই আছে। স্বয়ং লোকশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য-পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন হইতে ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত পুরী-শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব

চটকপর্ব্বতে প্রাতাহিক বিবিধ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান, নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি-পালন, ভক্তিচারুকির মার্জ্জন, রথাগ্রে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ও আশ্রমে মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিগণের সেবা-নৈপুণ্যে অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ৩০শে জুন রবিবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথি উপলক্ষে শ্রীচটকপর্ব্বতে চটকগিরিপ্রাঙ্গণে একটি মহতী সভা আহ্বান করিয়া প্রচারকগণ শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বর্ণন এবং সভায় সমবেত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

ফরাসী মহিলা-সমীপে প্রভুপাদের হরিকথার সংক্ষিপ্ত সূত্র

গত ৪৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন, ম্যাদ্মোয়াজেল পোলিন্ নাম্নী জনৈকা বিদুষী ফরাসী মহিলা গত ২৮শে জুন শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২৯শে জুন পূর্ব্বাহ্ণেও তিনি মঠে আসিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। কথা ইংরাজী ভাষায় হয়, আমরা তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম সূত্রাকারে প্রকাশ করিলাম :—"কৃষ্ণ জগতের কোন বস্তু নহেন, 'কৃষ্ণ' শব্দ Theos, God প্রভৃতি শব্দের সহিত সমান নহে, এই সকল শব্দ পূর্ণতা-বাচক নহে, 'কৃষ্ণ' শব্দই সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণবস্তু', কৃষ্ণশব্দ-দ্বারাই আমরা কৃষ্ণস্বরূপ-জ্ঞানের নিকট অগ্রসর হইতে পারি, জড়পাণ্ডিত্যাভিমানী জ্ঞানীরা সেই শব্দকে নিঃশক্তিক বিচার করে; কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট আমরা হাত বাড়াইতে পারি, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির নিকট পৌঁছাইতে পারা সম্ভব নহে; সেবোন্মুখ হইয়া আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র উপায়; ক্ষুদ্র rationalism দ্বারা তাঁহার উদারতার কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি সম্ভব নহে, তাঁহার কৃপা-গ্রহণের জন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা আবশ্যক; 'ভক্তি'র প্রতিপদ Transcendental devotion, ফলভোগ বা মুক্তি ও ফলত্যাগ বা মুক্তিপদ-দ্বারা 'ভক্তি' সংজ্ঞিত হইতে পারেন না; Absoluteএ বৈচিত্র্য finitudinal reference আছে, কিন্তু তাহা জাগতিক নহে, জাগতিক জড়মিশ্র চিন্তার দ্বারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায় না; Absolute আমাদিগকে দর্শন দান করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট—যদি আমরা তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আমাদের অন্য প্রকার যাবতীয় কার্য্য স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত হই, আমরা সকল প্রকার অশুদ্ধ ইচ্ছা হইতে বিরত না হইলে তাঁহার নিকট যাইতে পারি না, সুতরাং 'Give us our daily bread' প্রভৃতি প্রার্থনা দ্বারা আমাদের 'প্রয়োজন'-বিচার লক্ষিত হয় না, তিনি না জানাইয়া দিলে আমরা আমাদের কি প্রয়োজন, তাহা জানিতেও পারি না, তিনিই জানাইয়া দিবেন; কৃষ্ণ আকর্ষণ, আমাদের তাঁহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবার ইচ্ছাই 'সাধন' বা 'কর্ত্তব্য', যদি তাঁহা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে সন্দেহ বা চেষ্টার ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলেই অসুবিধা ঘটিবে, জাগতিক শিক্ষা পরমার্থচেষ্টার বিরুদ্ধরূপ; একমাত্র পূর্ণ-বস্তুই আমাদের প্রয়োজন, অপূর্ণ জগতের বহির্ম্মুখ চিন্তা-স্রোতের দ্বারা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, কোন অপূর্ণ বস্তুই আমাদের প্রয়োজন হইতে পারে না; ভক্তিই একমাত্র পন্থা, (জড়) কর্ম্ম কিম্বা (অসৎ) জ্ঞান আদৌ পন্থা নহে, বরং তাহারা পরমার্থপথের বাধা" ইত্যাদি অনেক কথা আলোচিত হয়। মহিলাটি ঐসকল কথা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আপনাকে বিশেষ উপকৃত জ্ঞান করেন। আগামী জুলাইমাত্রা হইতে মাসাধিককাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠান-কালে তাঁহাকে হরি-কীর্ত্তনোৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ করা হয়, তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ এবং একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীমায়াপুর-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশনের উদ্যোগে স্বামী বন আগামী ১৮ই জুলাই তারিখে অপরাহ্ণ ৪-০০ মিনিটের সময় ক্যাক্সটন হলে The Philosophical back ground of Hinduism (হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। লর্ড লামিংটন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য বক্তৃতার বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে।

বার্লিন গৌড়ীয়-সোসাইটী

বর্ত্তমানে বার্লিন নগরে স্বামী বনের অনুপস্থিতি-কালে বার্লিন-শাখা-সম্বন্ধীয় তাঁহার নামীয় চিঠিপত্র ও প্রব্লাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইবে।

Regierungsrat Herr Dr. Martin
Weigert, Ph. D., L. L. D.
Honourary Secretary,
Gaudiya Society, Berlin W. 30
Eisenacherstrasse 29, Deutschland

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের জনৈক শিষ্য হার্ণ আর্থার, বর্ত্মা মুলুক শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ জার্ম্মাণীর একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে এযাবৎ ছিলেন; এক্ষণে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহমহোৎসব

শ্রীযোগেন্দ্রমে—গত ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে তাঁহার অনুকম্পিত ভক্তবৃন্দ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীআনন্দ-সুরধুনীকূলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২১শ বার্ষিক বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীঅধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূদেব দাসাধিকারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী (বি-এ), কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীরাধাগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ), শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণকরুণা ব্রহ্মচারী এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসরল ভাগবত মহারাজ, শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব (বি-এল), শ্রীসুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর, পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী (কাব্যপুরাণতীর্থ), স্টেটসেক্রেটারী দাসাধিকারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দগোপাল ভক্তি-মধুর, শ্রীসুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামসুন্দর দাস প্রমুখ বহু ভক্ত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা দেবী প্রমুখ কয়েকজন গোদ্রুমবাসী পুরুষ ও মহিলা ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ভক্তবৃন্দ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সরস্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত গিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীসুরভিকুঞ্জে বসিয়া অনেক-ক্ষণ কীর্ত্তন করিবার পর উপদেষ্টক শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় একটি বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীআনন্দসুরধুনীকূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'হরি ব'লে মোদের গৌর এল' এই গীতিটি কীর্ত্তিত হইলে 'শ্রীভক্তিবিনোদদশকম্' (সংস্কৃত শ্লোক) কীর্ত্তন করা হয়। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী দৈনিক নবীনা-প্রকাশ (১০১ ও ১০২ সংখ্যা) এবং শ্রীসুদর্শন সনাতন দাসাধিকারীজী 'গৌড়ীয়' (৪র্থ সংখ্যা) হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। অনন্তর যোগপীঠিক কীর্ত্তনের পর বেলা ১২টা হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমবেত ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বার্ষিক মঠে ও শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। **কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে**—'শ্রীমাধব-ভবনমন্দির' নাট্যমন্দিরে উচ্চ মঞ্চোপরি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য বিচিত্রবস্ত্র ও পুষ্পাভরণ মণ্ডিত করিয়া তৎসম্মুখে সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটি সভার অধিবেশন হয়। উহাতে গুরুষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী (বি-এ) শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) এবং মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর (এম্-এ) শ্রীল ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনী ও কৃপাবদান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে 'যে আনিল প্রেমধন' এই বিশ্বমঙ্গল-গীতিটি কীর্ত্তনের পর সভা-ভঙ্গ হয়। **ঢাকায়**—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা উচ্চমঞ্চোপরি পুষ্প-মাল্যাদি বিনির্ম্মিত করিয়া তৎসম্মুখে শ্রীল ঠাকুরের রচিত ও তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীপাদ শিবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বি-এ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার 'ঠাকুরের দয়া' সম্বন্ধে, দুইটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপ-দেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় জানাইয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বিধান করেন। বক্তৃতার পর কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বহু-বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(য়ুরোপে)

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজগত ৩রা জুন অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় লণ্ডনস্থ "ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে"র এক সভায় একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে শীঘ্রই পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান (Federal Constitution) স্থাপিত হইবে; স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—ঐ প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মের স্থান সংরক্ষণ। ঐ সভায় মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লুথিয়ান্ সভাপতি ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন মিঃ হুগ মলসন্ এম্-পি (Mr. Hugh Molson); কিন্তু উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব ও পরমার্থ সম্বন্ধে যে অবস্থা, তৎসম্বন্ধে স্বামীজী বেশ আলোকপাত করিয়াছিলেন।

লর্ড ল্যামিংটনের গৃহে—স্বামীজী লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিসন-সোসাইটীর অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় লর্ড ল্যামিংটন জি-সি-এম্-জি, কি-সি-আই-ই মহোদয়ের আলয়ে গত ২৮শে জুন মহাপ্রভুর উপদেশ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। মাননীয় লর্ড ল্যামিংটন হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি ও ভিত্তি এবং পঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দপ্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মে বহু দেবতার কথা আছে কেন, হিন্দুগণ বহুঈশ্বরবাদী, কি পরিমাণে একেশ্বরবাদী প্রভৃতি বিষয়ে তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

স্যার ফ্রেডারিক সাইক্সের সহিত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ বোম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক্ সাইক্স সি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, কি-সি-ই, কে-সি-বি, সি-এম্-জি মেজর জেনারেল মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কি সম্বন্ধ, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মানসিক-চিন্তাস্রোত-জাত আত্মোৎকর্ষের সহিত যুক্ত শুষ্ক জীবাত্মার উপাসিত বাস্তব সত্যের পার্থক্য বর্ণন করিয়াছেন।

ফ্রান্সোপীতে Paganism (মিথ্যা দেবতা-স্বীকারবাদ) বলিয়া যে ব্যাপার আছে, তৎসম্বন্ধে মেজর জেনারেল প্রশ্ন করিলে স্বামীজী বলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে, Bonn বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Hauer যে কথা বলিতেছেন, তাহা খৃষ্ট-সঙ্ঘের বিচার হইতে তদ্বাৎ। কারণ তাঁহার বিচারে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই। অধ্যাপক Hauerএর সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার ফলে স্বামীজী আরও বিবেচনা করেন যে, উক্ত অধ্যাপক হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষতঃ উপনিষদের অনেক গ্রন্থ তাঁহার নিজের বিচার অনুযায়ী পাঠ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত মায়াবাদ-ভাষ্য আলোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আংশিক ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সোপার্জ্জিত ভারতীয় ধর্ম্মের ধারণাকে নিজের দেশের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া উক্ত অধ্যাপক প্রকৃতিপূজায় প্রশ্রয় দিয়াছেন। অধ্যাপক মহোদয় বাহ্য ধর্ম্মে যে জাতীয়তার অত্যাসক্তি ও অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক নাজী-জার্ম্মাণীর মনোধর্ম্ম-বিজ্ঞানের আন্দোলন হইতে পৃথক্ করা যায় না।

(ভারতে)

মেদিনীপুরে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৯শে হইতে ২৩শে জুন কোলাঘাট অঞ্চলের জোতঘনশ্যাম গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে তিন দিবস এবং ২৪শে ও ২৬শে জুন উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী ভোড়দহগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ মহাশয়ের গৃহে দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়া-চিত্র-যোগে মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। ২৭শে জুন তারিখে স্বামীজী জোতঘনশ্যাম বাজারে বৈষ্ণব বেদান্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর শর্ম্মা মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার দৈন্য ও নম্র ব্যবহারে স্বামীজী সন্তুষ্ট হন এবং তৎসহ কিছুক্ষণ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐদিবস মাড়োতলা গ্রামনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মাজী ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সী মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ উৎসাহে উক্ত গ্রামস্থ শিব-মণ্ডপে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর শর্ম্মা মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন হয়। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও গৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ ও বৈষ্ণবধর্ম্মে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভিমর্ত্ত্য মহত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং বক্তা স্বামীজীর বাগ্মিতার বহুল প্রশংসা করিয়া তৎপর দিবস ছায়া-চিত্র-যোগে স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যেন। তদনুসারে ৩০শে জুন তারিখে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা হয়। প্রথমদিবস লোক-সংখ্যা প্রায় সাত, আট শত এবং দ্বিতীয় দিবস প্রায় সহস্রাধিক হইয়াছিল। প্রচারের ফলে সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হন। ১লা জুলাই স্বামীজী পুনরায় জোতঘনশ্যামে ভূপতিবাবুর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ঐ অঞ্চলের মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী ও ভক্ত রাজেন্দ্র মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। উঁহাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

পাবনায়—শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ পাবনায় ডাঃ বিহারীলাল সাহা মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে ১০ই জুন সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করেন। ১০ই জুন সন্ধ্যায় পাবনা-সহরের নিকটবর্ত্তী শালগাড়িয়া নামক স্থানে শ্রীযুত রাজেন্দ্র সাহা মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রে গৌরলীলা প্রদর্শিত হয়। স্বামীজী অতঃপর বগুড়া সহরে যান, তথায় প্রচার-কার্য্য করিয়া ২১শে জুন সন্ধ্যায় শান্তাহারে উপস্থিত হন। ২২শে জুন রেলওয়ে ক্লার্ক শ্রীযুত গিরিজা-প্রসন্ন পাঠক মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাসায় সম্মুখে স্বামীজী 'মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। ২৩শে জুন শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের রথখোলাস্থিত গৃহে 'জীবের কর্ত্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪২ ; ১৩ই জুলাই, ১৯৩৫ { ৪৮শ সংখ্যা

পরলোক *

(১)

পরলোকের কথা শ্রবণ করিতে ন্যূনাধিক সকলেই কৌতূহলী। আমাদের জীবনান্তে কে কোথায় নীত হইব বা যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বেই এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, তাঁহারাই বা কে কোথায় যাইবেন ও যাইতেছেন, ইহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়া থাকে।

দেশীয় ও বিদেশীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ঋষি ও মনীষিগণের বাক্যে, বেদ, পুরাণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণে এই পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা ফলাভিসন্ধিযুক্ত হইয়া সাধনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোক-রহস্য জ্ঞাত হইবার জন্য অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হন।

কেহ কেহ পরলোকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার, কেহ বা তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকার অনুসারে পরলোক সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা ও উহার বিভিন্ন-স্থান নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী ও পরলোকে অবিশ্বাসী, তাঁহাদিগকে পরলোকবাদিগণ 'নাস্তিক' বলিয়া থাকেন। চার্ব্বাক্ বলেন,—

"পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥

* শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা-অবলম্বনে।

ঋণমাদায় ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহ-সমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাদি ন হ্যন্যদিহ্যতে ক্বচিৎ॥"

—(সায়নমাধবের সংগৃহীত চার্ব্বাকদর্শন ২২-২৭)

"হে পরলোকবাদিন্, তোমরা বলিয়া থাক, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে সকল পশু বধ করা যায়, তাহারা স্বর্গে গমন করে। যদি তাহাই হইবে, তবে তুমিও কোন যজ্ঞ করিয়া তোমার পিতাকে বলি দাও না কেন? তাহা হইলে ত' তিনি অনায়াসেই স্বর্গলোকে গমন করিতে পারেন।

আর মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিলেই যদি সেই মৃতের তৃপ্তি হয়, তবে কোনস্থানে গমন করিবার সময় পাথেয়ের প্রয়োজন কি? তোমার বাড়ীতে আহারের জন্য অন্ন পাক করিয়া নিবেদন করিলেই ত' তোমার ভোজন-সিদ্ধি হইতে পারে। শ্রাদ্ধ যদি পরলোকগামীর তৃপ্তি-জনক হয়, তবে স্বগৃহস্থিত ভোজনীয় দ্রব্য তোমার তৃপ্তি সাধন করিবে না কেন?

পিতা যদি স্বর্গলোকে অবস্থান করেন ও তাঁহাকে দান করিলে যদি তাহাতে তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার নিজ প্রাসাদের উপর পিতৃস্থান-কল্পনা করিয়া দান কর না কেন?

এই সকল কারণে জানা যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পরলোক সকলই মিথ্যা। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন ইন্দ্রিয়ের সুখ করিয়া যাও, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর। এই দেহ ভস্মীভূত হইলে এই দেহের পুনরাগমন হইতে পারে না।

যদি কেহ এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া পরলোকে গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুবর্গের স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় আগমন করে না কেন?

ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব জীবিকার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ডে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য ও পরলোক কল্পনা করিয়াছে। বস্তুতঃ স্বর্গ নরকাদি বিষয়সকল ধূর্ত্তের প্রণীত।"

চার্ব্বাকমতের সমালোচনা আমাদের প্রবন্ধের বিষয় নহে। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, ফলকামি-কর্ম্ম-কাণ্ডিগণের নিকটই চার্ব্বাক্ তাঁহার চাকচিক্যের গল্প করিতে পারেন। চার্ব্বাক্ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না।

শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য চার্ব্বাককে নিরাক্ করিয়া বলিয়াছেন, যদি প্রত্যক্ষই তোমার মতে প্রমাণ হয়, তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই বা প্রত্যক্ষলোক ব্যতীত পরলোক নাই, এই বাক্য যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাও যে 'শব্দ'। তোমার ঐরূপ উক্তির প্রমাণ আছে কি? যদি বল আছে, তাহা হইলে ত' তুমি শব্দ-প্রমাণই স্বীকার করিলে। আর যদি বল নাই, তাহা হইলেও ত' তোমার বাক্যই সেখানে প্রমাণ। গুরু ও শিষ্য উভয়েই ত' প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। 'পরলোক নাই'—তুমি তোমার শিষ্যকে এই যে উপদেশ প্রদান করিতেছ, ইহা কি তুমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছ? আর তোমার এই উপদেশও ত' শব্দের আশ্রয় লইয়াই তুমি দিতেছ। তাহা হইলে তুমি শব্দ-প্রমাণই স্বীকার করিলে। নতুবা তোমাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হয়। তুমি মানস প্রত্যক্ষ অনুমানও যখন স্বীকার কর না, তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে, তাহাই বা কিরূপে বলিবে? কারণ চক্ষুর গোলকাদি ব্যতীত তুমি ত' অন্তশ্চক্ষু দর্শন করিতে পারিতেছ না। বৈদ্য আসিয়া যদি তোমাকে ঘৃত পানের ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে তুমি ত' বৈদ্যের বাক্যকে প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিতে পার না, কারণ তাহা যে শব্দ। তখন তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নহে কি?

কুকর্ম্মিগণকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করিবার জন্য তাহাদের অধিকারোচিত যে সকল শাস্ত্র স্বর্গাদি পরলোকের স্তুতি গান করিয়াছেন এবং বেদে যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকেই চার্ব্বাক্, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিক-সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা শ্রুতি বা সনাতনশাস্ত্র আক্রান্ত হয় নাই। কর্ম্মি-গণের প্রাপ্য পরলোক যে নশ্বর, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন। স্বয়ং বেদই বলিতেছেন,—

প্লবা হ্যেতেঽদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ (মুণ্ডক ১।২।৭)

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐসকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম ভগবদ্বিদ্বেষে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরমকল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে। (মুণ্ডক ১।২।৯)

অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্মী, কর্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্মফলে যে স্বর্গাদিকে লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেইস্থান হইতে চ্যুত হয়।

শ্রীগীতায়ও দেখিতে পাই,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য, সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব। কিন্তু যিনি কেবলা ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতিং কামকামা লভন্তে॥ (গীতা ৯।২১)

কর্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মফলে স্বর্গ লাভ করে। তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই,—

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্॥
(ভাঃ ১১।১০।২৩)

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! বর্ণাশ্রমরূপ কর্মযোগে অনুষ্ঠিত নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহিবেধীয় যজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তথায় কর্মফলানুসারে দেবতাদিগের ন্যায় দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিতে থাকেন।

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কাল-চালিতঃ॥
(ভাঃ ১১।১০।২৬)

যে পর্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাল-প্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত কএকটি বিশেষ উপদেশ-দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।২১।১২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাতে নিষ্ঠাই 'গুণ' বলিয়া পরিকীর্তিত। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যে কাল পর্যন্ত কর্মফলভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্যন্তই কর্মফলের অনুষ্ঠান কর্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, ইহাই তাৎপর্য।

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম ধর্মার্থ-কামরূপ ত্রৈবর্গিক-ধর্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই কর্ম ভগবদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আর সেই বৈরাগ্য যদি তীর্থপদ শ্রীহরির সেবায় প্রীতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত।

ভাগবতধর্মে পরলোকরহস্যের সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব পরলোক-রহস্যের যে তুলনামূলক বর্ণনা শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীল সনাতন প্রভু তাঁহার শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী এবং বিভিন্ন-

প্রকার ভক্তগণ পরলোকে যে কোথায় গমন করেন, তাহার অতীব সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অন্যাভিলাষী, কুকর্মী ও ভোগকামী পুণ্যকর্ম্মিগণের বিভিন্নশ্রেণী মৃত্যুর পর যে কোন্ স্থানে নীত হন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের বর্ণনানুসারে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার পরে অন্যান্য প্রবন্ধে জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্য লোক এবং বিভিন্নপ্রকার ভক্তগণের প্রাপ্য লোকসমূহের কথা প্রকাশিত হইবে।

	সাধক	সাধন	সাধ্য	প্রাপ্য লোক	যে যে লোকে যে যে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন
অভক্তিময় সাধক	বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মহীন স্বেচ্ছাচারী	ভোগার্থ নানাপ্রকার পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বেচ্ছাচার		বিবিধ নরক—তাম্রিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহা-রৌরব, কুম্ভীপাক, কাল-সূত্র, অসিপত্রবন, সূকর-মুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তমূর্ত্তি, বজ্র-কণ্টক, শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, অয়-কর্দ্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, অম্বরীষ, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন, সূচীমুখ (ভাঃ ৫।২৬।৩)	
ভক্তিময় পুণ্যকর্ম্মী সাধক	সকাম পুণ্যকর্ম্মী গৃহী (বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপরায়ণ)	অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ব্রতাদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান	পুণ্যফল (ঐহিক ও পারত্রিক)	ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক	দ্বিপরার্দ্ধে—ভগবান্ শ্রীনারায়ণ; পূজক—ইন্দ্র
	পুণ্যকর্ম্মী অমৃতী—(ক) ঊর্দ্ধপুরীষ ব্রহ্মচারী (যাঁহার শুক্রাবর্ত্তন করিয়া মৃতী হন)	কর্ম্মিগুরুমুখে বাস, কর্ম্মি-গুরুসেবা ও অল্পমূল্যে বেদোক্ত স্বধর্ম্ম আচরণ	পুণ্য পবিত্রতাই মানসিক শান্তি ও প্রাণাপত্য সুখভোগ	মহর্লোক	ভগবান্—যজ্ঞেশ্বর, পূজক—দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ
	(খ) নৈষ্ঠিক বা আজন্ম ব্রহ্মচারী (বৃহদ্ব্রতী)	কর্ম্মিগুরুর মুখে বাস ও আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান	ঊর্দ্ধপুরীষ ব্রহ্মচারী সাধক হইতে কিঞ্চিদধিক সুখভোগ	জনলোক	যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু
	(গ) বানপ্রস্থ	পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধে বা তৎপূর্ব্বেই সস্ত্রীক অথবা একাকী বনে গমনপূর্ব্বক বৈদিক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলন	প্রাজাপত্য সুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক সুখ-ভোগ, অণিমাদি সিদ্ধি-লাভ, আত্মারামতা ও পূর্ণকামতারূপ চিত্তপ্রসাদ, যোগীন্দ্র-পদ লাভ	তপোলোক	ভগবান্—চিত্তাবিরাজ বাসুদেব, পূজক—সনৎকুমার
	(ঘ) ভক্তি	সজ্ঞান-কৃত শুদ্ধ ভক্তি-যুক্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান	লোক, সন্ত্রাস ও দুঃখহীন পরমবিভূতি ও আনন্দ-প্রাপ্তি	সত্যলোক	ভগবান্—শেষনাগের উপর শায়িত ও লক্ষ্মী দ্বারা শ্রীচরণসেবিত; পূজক—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্রহ্ম

'ভূর্লোক'—আমাদের এই পৃথিবী।

ভুবর্লোক—যেখানে গ্রহ ও উপগ্রহসকল অবস্থিত। ভুবর্লোক ভূর্লোককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

স্বর্লোক—স্বর্গ তিনটি—(১) বিল-স্বর্গ, (২) ভৌমস্বর্গ ও (৩) দিব্যস্বর্গ। আমাদিগের এই পৃথিবীই জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত সপ্ত সপ্ত (পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল) নামক সাতটি স্তরের নাম "বিল-স্বর্গ"। জম্বুদ্বীপ অষ্টবর্ষে বিভক্ত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষাতিরিক্ত অপরাপর বর্ষসকল ও প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপসকল "ভৌম স্বর্গ"।

ভুবর্লোকের পর স্বর্লোক বা দিব্যস্বর্গ। দিব্যস্বর্গে দেবতাগণ বাস করেন। ইহা মহাভোগ-সুখের স্থান। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম করিলে এই স্থান পাওয়া যায়। এই দিব্যস্বর্গে অদিতি-নন্দন লক্ষ্মীনাথ শ্রীবিষ্ণু উপেন্দ্রই সকলের পূজিত ভগবান্। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও ইন্দ্রের দ্বারা অর্চিত হন। এখানে নন্দনবন, অমৃত, পারিজাত, রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি কামিনীগণ আছেন। বিষ্ণুর আজ্ঞা-প্রভাবে ও দেবগুরু বৃহস্পতির অনুপ্রেরণাপ্রভাবে দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্র 'দেবরাজ' পদে অভিষিক্ত হন। কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করিবার পর ইন্দ্রের পতন ঘটে। কোন কোন সময় ইন্দ্র বলপূর্বক মুনিপত্নীগণের সতীত্ব হরণ করিয়া শাপগ্রস্ত ও লজ্জায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। মোট কথা, যাঁহারা ভাগবতিক সুখভোগের পরমাণু-জ্ঞান বর্জিত ও কণিকিৎ নিষ্কণ্টক করিতে চাহেন, তাঁহারাই পুণ্যকর্মের দ্বারা দিব্যস্বর্গ প্রাপ্ত হন।

মহর্লোক—দিব্য স্বর্গের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত। মনুষ্যগণ স্বর্গপ্রাপক কর্ম হইতে নশ্বর ও ক্ষুদ্রতর যাগ-যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মরাত্রি অর্থাৎ কল্পাবসানে ভূ-ভুবঃ-স্বঃ এই ত্রিলোকের প্রলয়েও মহর্লোক নষ্ট হয় না। এখানে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ বহু বিস্তার করিয়া প্রাজাপত্যলোকে অধিষ্ঠিত আছেন। সাম্রাজ্য-সুখ হইতে ঐন্দ্রপদে কোটিগুণ সুখ, আবার ঐন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্যপদে কোটিগুণ সুখ; এখানে ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বররূপে বিরাজিত আছেন। এখানে প্রতি গৃহেই যজ্ঞকুণ্ড অগ্নিহোত্র, এখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ অবস্থান করিতে পারেন না। এই মহর্লোকেও মধ্যে মধ্যে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সহস্র চতুর্যুগ প্রমাণ এক ব্রহ্মদিনের অন্তে ত্রিলোক দগ্ধ হয়, সেই তাপে ত্রিলোকের সন্নিহিত ও উপরিস্থিত মহর্লোকও তাপিত হয়। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন।

জনলোক—মহর্লোক ও জনলোক প্রায়ই অভিন্ন, সামান্য কিছু বিশেষ আছে। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে ধরাশায়ী হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্রি উপস্থিত হইলে ভগবানের সহিত ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন। তখন জনলোকে যজ্ঞ নিবারিত হয়। সেই সময়টি 'রাত্রি' বলিয়া গণিত। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনে তখন হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তাহা ত্রিলোক-দাহক তাপ হইতেও উৎকট ও কষ্টকর।

তপোলোক—জনলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত। একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-বলে এই লোক লাভ হয়, এখানে ঊর্দ্ধরেতাগণই বাস করেন। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন এখানে অবস্থান করিতেছেন। ধ্যান ও সমাধি-ব্যতীত এইখানে লাভ হয় না। প্রাজাপত্য-সুখ হইতে এখানে কোটিগুণ সুখ আছে। অণিমাদি সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া আত্মারামগণের সেবা করিতেছে। এখানে অর্চামূর্ত্তির অধিষ্ঠান নাই, চিন্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব মুনিগণের দ্বারা মানসধ্যানের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। তপোলোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ-নারায়ণ (নর-নারায়ণ) পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে গন্ধমাদনপর্ব্বতে শ্রীবিগ্রহরূপে বাস করিতেছেন।

সত্যলোক—চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোক। এই লোক ব্রহ্মাণ্ডশীর্ষের সর্ব্বশেষভাগে অবস্থিত। শতজন্ম-কৃত শুদ্ধ সঞ্চিত স্বধর্ম্মের দ্বারা এই লোক লাভ করা যায়। এখানে শোক, সন্ত্রাস ও দুঃখ নাই; সর্ব্বত্রই পরমবিভূতি ও আনন্দ পরিব্যাপ্ত; এখানে ভগবান্ তাঁহার একটি বৈকুণ্ঠলোক—যথায় তিনি সহস্রশীর্ষ পুরুষরূপে প্রকটিত থাকেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শেষনাগের শয্যায় লক্ষ্মী-দ্বারা সেবিত হইয়া বাস করিতেছেন। গরুড় কৃতাঞ্জলি

হইয়া আছেন। তুলোলোক অপেক্ষা এখানকার সুখ সর্ব্বতোভাবে অধিক। চতুর্যুগসহস্র-পরিমিত ব্রহ্মদিন অতীত হইলে এখানে রাত্রি হয়, তখন লোকত্রয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শেষনাগের উপর শয়ন করেন এখানেও **বৈভ্যতন্ত্র** আছে। বৈভ্যের ভয়ে ব্রহ্মা পলায়ন করেন, তখন ভগবান্ বৈভ্যকে বধ করিয়া অপর কোন যোগ্য পুরুষকে ব্রহ্মার পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার কর্ত্তব্য এক বিরাট্ ব্যাপার, ব্রহ্মাকেও চিন্তাতুর হইতে হয়। **ব্রহ্মার আয়ুঃ** বিপরার্দ্ধকাল হইলেও তাঁহাকে **কালভয়ে ভীত** থাকিতে হয়।

[যাঁহারা সকাম স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, তাঁহারা ভোগক্ষয়ে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, আর যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা দেহাবসানে ক্রমান্বয়ে মহর্ষি লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত ভোগ করিতে করিতে অবশেষে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। ব্রহ্মা যতকাল মুক্ত থাকেন, ততকাল তাঁহারাও মুক্ত থাকিতে পারেন, অতএব ইঁহাদেরও **পুনরাবৃত্তি** আছে। অতএব সকামই হউন আর নিষ্কামই হউন, বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মমার্গ-অবলম্বনকারী জীব নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারেন না। তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত পাপাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ নরকাদি ক্লেশদ্বারা দণ্ডিত হন আর বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপরায়ণগণ অধিকারানুসারে উক্ত সপ্তলোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই **পুণ্যকর্ম্মিগণের গতি মন্দের ভাল**। এই উভয়বিধগতির সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"কেহ যাগে, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৭৬)]

[আগামী সংখ্যায় কুরুক্ষীয় প্রাপ্যলোক 'নরক'-সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য বর্ণিত হইবে।]

—:০:—

কৃপা কি বঞ্চনা ?

'কৃপা' ও 'বঞ্চনা'—এই দুইটি পরস্পর বিপরীতার্থক পরিভাষা। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের যে প্রসাদের দ্বারা আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই 'কৃপা' বা 'দয়া'; আর যে অনুগ্রহ আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল হইতে বঞ্চিত করে, তাহাই 'বঞ্চনা'।

বিভিন্ন অধিকারে কৃপা-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অত্যন্ত দেহসেবাসক্ত, তাঁহারা ঐহিক লাভকেই দয়ার দৃষ্টান্ত মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবাসনার পুষ্টি—এই ত্রিবর্গ বা মোক্ষবাসনা-চরিতার্থতারূপ চতুর্থ বর্গ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে দয়ার উদাহরণ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। আবার কোনও বিশেষ অধিকারে ঐগুলি দয়ার অন্তরায় বা বঞ্চনা বলিয়াই বিচারিত হয়।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুই প্রকার কৃপার কথা শাস্ত্র-দ্বারা হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন,—একটি **"কপট-কৃপা,"** আর একটি **"অকপট-কৃপা"**। ধন, দারা, পুত্রাদির আরোগ্য প্রাপ্তি বা স্বর্গসুখাদি লাভ, অথবা সাযুজ্যমুক্তি প্রভৃতি বরগুলি কৃষ্ণমায়ার কপট কৃপা। সেই কপটকৃপাদ্বারা জীবের সংসারচক্রে ভ্রমণ হয়; আর কৃষ্ণশক্তির অকপট কৃপায় সংসারক্ষয় ও কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী সেবা-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপাকে **'অমন্দোদয়া'** অর্থাৎ যাহা অমন বা মঙ্গলফল উদয় করায় এবং **'মন্দোদয়া'**—যাহা মন্দ বা অমঙ্গল উদয় করায়—এইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া কৃপা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার অভক্তমাত্রের প্রদত্ত বর বা দান ভোগ-বৃত্তির সহিত গ্রহণ করাই তাঁহার মন্দোদয়কৃপা বরণ।

বদ্ধজীবের যাহা রুচির অনুকূল বা প্রেয়ঃ, তাহাই কৃষ্ণের কপট-কৃপা বা মন্দোদয়-দয়া, আর যাহা জীবের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই কৃষ্ণের অকপট-কৃপা বা অমন্দোদয়-দয়া। এই কপট-কৃপা বা মন্দোদয়-দয়াই—বঞ্চনা। বদ্ধজীব স্বভাবতঃ জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ঐরূপ কপট কৃপা বা বঞ্চনার প্রতি রুচিবিশিষ্ট।

আমরা অনেক সময় ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয়

করিয়াও এবং মৌখিক ভগবানের নিষ্কপট কৃপা চাহিয়াও কার্য্যতঃ কপট কৃপাই গ্রহণ করিতে অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাকি। গুরু, বৈষ্ণব, ভক্তি ও ভক্তকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হইতে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই আমাদের নিকট অধিকতর কৃপার পরিচয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাদিগকে জাগতিক কোন ভোগ্য বস্তু (যথা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা) দান করিয়াছেন, ইহা আমরা সময় সময় মুখেও বলিয়া ফেলি, আবার অধিকতর চতুর হইলে মৌখিক স্বীকারে সতর্ক হইয়া কার্য্যতঃ ঐসকল বস্তু 'হজম' করিয়া থাকি।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু-স্বীকার যদি হরিসেবার অকপট ও অকৃত্রিম আনুকূল্য করে, তবেই তাহা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে; আর যদি তাহা না করিয়া ব্যক্তিগত বা দৈহিক স্বজনগত জাগতিক কোন সুবিধা আনয়ন করে এবং অন্তরে অন্তরে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার বাসনাই অধিকতর বাড়াইয়া তুলে, তবে তাহাকে গুরু-বৈষ্ণবের অকপট-কৃপা-বরণ বা শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠা বলা যাইবে কি?

অনেক সময় একটি প্রবল যুক্তি বা 'অজুহাত' দেখাইয়া বলিয়া থাকি যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব স্বয়ং উপযাচক হইয়া যদি আমাকে কোন ভোগ্যবস্তু বা কোন না কোন-ভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার সামগ্রী প্রদান করেন, তখন তাহা ভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ না করিয়া বর্জ্জন করিলে অপরাধ ও 'কন্থবৈরাগী'র ন্যায় অভক্তিই হইয়া যাইবে। তাবের ঘরে চুরি না করিয়া আমরা যদি গুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুকে ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবৎসেবানুকূল বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে সুফল কথা। কিন্তু তাহাতে কোন-না-কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি আসিয়া পড়িলে আমরা কি গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব না? দ্বিতীয়তঃ ইহাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ যে, অতীতের একমাত্র সেবামুখ ব্যতীত আশ্রয়বস্তু নিজের সুখের জন্য কিছুই গ্রহণ করেন না, এমন কি, হরি-গুরু-বৈষ্ণব উপযাচক হইয়া কোন বস্তু প্রদান করিতে আসিলেও শুদ্ধ সেবক তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিলেন,—আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাদিরূপ), সামীপ্য (নৈকট্য), একত্ব (সাযুজ্য) আমি প্রদান করিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার নিত্যসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

যখন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন—

ভক্তিযোগস্য তং সর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ॥
"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাত্মা সুদুর্ল্লভম্।
ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্যসে নিজশক্তিভিঃ॥
যথা হ্যবিদ্যাদয়ো যত্র ন সন্তি ক্ষপয়ন্তি চ।
ভক্তা যস্মিন্ ভগবতি ভগবান্ সর্ব্বনাশনঃ॥
স ভবান্ মে হৃষীকেশস্তবেশ ভগবন্ যদি।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥"
(ভাঃ ৭।১০।১-৭)

"শ্রীনারদ কহিলেন,—বালক প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহ-কথিত ঐ সকল বর ভক্তিযোগের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ভগবন্, স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে ঐসকল বরের দ্বারা লুব্ধ করিবেন না, আমি কামসঙ্গভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

হে প্রভো, আপনি ভক্তের লক্ষণ-জিজ্ঞাসু হইয়া স্তবের গ্রন্থি এবং সংসারের বীজস্বরূপ কামে আমাকে প্রেরণা করিয়াছেন।

মনুষ্যে অধিশ্বরো, করুণাময়, আপনা কর্ত্তৃক অন্য প্রকার সম্ভব নহে। **আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।**

স্বামীর নিকট কল্যাণকামী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে যাঁর প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও প্রভু নহেন।

আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিষ্কপটিক স্বামী, অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্যপ্রকার প্রয়োজন নাই।

হে বরদর্ষভ, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কামবাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা করি।"

প্রহ্লাদের ঐসকল বাক্য হইতে জানা যায় যে, কখনও কখনও ভগবান্ উপযাচক হইয়া ভক্তকে দ্রবিণাদি প্রদান করিতে চাহেন, কিন্তু শুদ্ধভক্ত তাহা স্বভোগার্থ গ্রহণ করেন না; কারণ, একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত নিজের জন্য কিছু গ্রহণ ভক্তিযোগের অন্তরায়।

গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কিংবা কোনপ্রকার স্নেহপরবশ হইয়া আমাদিগকে কোন-প্রকার বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেও আমরা একান্ত মঙ্গল ইচ্ছা করিলে একমাত্র তাঁহার সেবা-ব্যতীত আন্তরিক-ভাবে আর কিছুই চাহিব না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার "ন ধনং ন জনং" শ্লোক বা যামুনাচার্য্যের "নাথং বন্দে তব পদকমলদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ" প্রভৃতি শ্লোক কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেই আমি শুদ্ধভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। কার্য্যকালে, নিজ আচরণে, অন্তরের অন্তস্তলে সর্ব্বদা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।

আবার "আমার সত্তাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া বা গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া আমি তাঁহাদের কিছু গ্রহণ করিব না, প্রাকৃত নিরপেক্ষতা-মাত্র প্রদর্শন করিব,"—এরূপ বুদ্ধিও অভক্তি। সর্ব্বদা শরণাগতিময় জীবনই শুদ্ধভক্তির অনুকূল। গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইয়া তাঁহাদের সেবা করাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব এইরূপ শরণাগত ব্যক্তিকে কখনও কপট কৃপা দ্বারা বঞ্চিত করেন না।

অকপট শরণাগত জীবনে যে "দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি" অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবকে কোন বস্তু প্রদান বা তাঁহাদের দত্ত বস্তু গ্রহণ, তাহাতে প্রচ্ছন্ন আত্মভোগ-পিপাসা নাই। আর 'শরণাগত না হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের কিছু গ্রহণও করিব না, তাঁহাদিগকে কিছু সমর্পণও করিব না'—এইরূপ বুদ্ধি প্রাকৃত নীতি হইলেও সম্বন্ধজ্ঞানহীন অভক্তির লক্ষণ। আবার শরণাগতের ছলনা করিয়া বা শরণাগত না হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের দ্রবিণাদি ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন পিপাসা বা তদ্দ্বারা কোনপ্রকার নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া অভক্তিরই পরিচয়।

আমরা অনেক সময় একান্ত শরণাগত মঠবাসী না হইয়াও শরণাগত মঠবাসিগণের প্রাপ্য সুবিধাগুলি ভোগ করিতে চাহি; এমন কি, সেইসকল সুবিধা-লাভে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটিলে আমরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। অনেক সময় বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ না করিলেও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ক্রোধবহ্নির তাণ্ডবে মুহ্যমান হইয়া থাকি। আমরা অতীতকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্য করিবার অভিনয় করিয়াছি, বা বর্ত্তমানে করিতেছি, কিংবা ভবিষ্যতে করিব; সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা মঠ-প্রতিষ্ঠান আমাদের দৈহিক, এমন কি, জাগতিক ও সামাজিক সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য—আমরা এরূপ মনে করিয়া থাকি। কোন কোন সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা মঠপ্রতিষ্ঠানাদির সাহায্যে বা তাঁহাদের নামের বলে ভাল চাকুরী, লাভজনক ব্যবসায় বা জাগতিক সুখ-সুবিধা আহরণ করা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা মঠ-প্রতিষ্ঠানের সেবারই সাহায্যকারক বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং আমার সেই সিদ্ধান্তকে পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্ত-সমূহ-দ্বারা সমর্থন করিবারও চেষ্টা করি। যদি সেরূপ জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা মঠাধিষ্ঠান আমাকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে নজির দেখাইয়া বলি,—"অমুক ব্যক্তিকে, অমুকের আত্মীয়-স্বজনকে, অমুকের বংশ-পরম্পরাকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব নানাভাবে জাগতিক সুবিধা প্রদান করিতেছেন; তাঁহাদিগের জাগতিক সুবিধার জন্য সুপারিশপত্র প্রদান, অকাতরে দ্রবিণাদি ব্যয়, কতপ্রকার চিন্তা-ভাবনা, প্রতিষ্ঠানের

নানাবিধ শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, কিন্তু আমার বেলায় অন্যরূপ কেন? এই সকল কথা মুখে প্রকাশ করিতে না পারিলেও আমার অন্তর ঐসকল চিন্তার গুপ্ত আগ্নেয় উপর্দ্রব পোষণ করিয়া থাকে। সময় সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলি,—সকলেই সকল সুবিধা করিয়া লইল, কেবল আমিই ঠকিলাম।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঠকিল কে, আর জিতিলই বা কে, তাহা বুঝিতে চাই না। কারণ, আমার ভোগবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবলা। এই সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে পূর্ব্বের সেই প্রবন্ধগুলির আলোচনাই আবার আসিয়া পড়ে। সেই "ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি?", সেই "বেণু ও বপু", সেই "সেবার খতিয়ান", সেই অনেক পূর্ব্বের "আমি চাই আত্মবঞ্চনা" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির অপ্রীতিকর পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে।

যেখানে কেবল বপু-দর্শন, সেখানেই বঞ্চনার সহস্র নাগপাশ চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; আর যেখানে আমরা শ্রীগুরু-দেবের বাণী শ্রবণ করি, বাণীর কষ্টিপাথরে মেকি ও আসল যাচাইয়া লই, সেখানে আত্মবঞ্চিত হইবার কোন প্রলোভন আসিতে পারে না। এখানে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তাহা হইলে কি গুরু-বৈষ্ণবের কথা ও কাজ,—এদুইটি ভিন্ন? আর কথার দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া কার্য্যে অন্যরূপ আদর্শ দেখান, তাহা হইলে প্রকৃত জীব কিরূপেই বা সেই সিদ্ধান্তবাণীকে ধরিয়া থাকিতে পারে?

এই কথার উত্তর একান্ত ভজন-পিপাসুগণের হৃদয়েই শ্রীগুরুকৃপাবলে প্রকাশিত হয়। অন্যকে জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কি অকৃত্রিম মঙ্গল চাহ? তুমি কি গুরুবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী সেবা চাহ?—না আপাত সুবিধাপূর্ণ অমঙ্গল অভিলাষ কর?"

রায় রামানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভু বাণীনাথ পট্টনায়ককে, কিংবা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে অন্যোক্তে আর্থিক ও দৈহিক সুবিধা প্রদান করিলেও শ্রীরায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কিংবা শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর সেই নজির দেখাইয়া অহৈতুকী গুদ্ধভক্তির পথ পরিত্যাগ করেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর অন্যান্য পৃষ্ঠস্থ ভক্তগণ বা স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিতও ত' মহাপ্রভুকে মৃতের প্রাণদানকারী ডাক্তার-কবিরাজ-রূপে পরিণত করিয়া তাঁহার নিকট আত্মীয়স্বজনের কোনপ্রকার দৈহিক সুবিধা প্রার্থনা করেন নাই। সর্পাঘাতে পলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠ-ব্যাধি হইতে মুক্ত ও রূপবান্ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই নজির দেখাইয়া সচ্চিদানন্দবপু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বীয় অঙ্গে কণ্ডুয়নার অভিনয় করিয়াও ত' মহাপ্রভুর দ্বারা স্বীয় দৈহিক রূপ পুনরুদ্ধারের কোন আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-অন্তরঙ্গ পার্ষদ-ভক্তকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে আসিলেও শ্রীল সনাতন অত্যন্ত দৈন্যভরে নিজেকে পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, অতি দৈন্য করিয়া রথের চক্রতলে নিজের দেহ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্ত কখনও জাগতিক অসুবিধা বা অভাব গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা পূরণ করাইবার চেষ্টা করেন না, বরং নিজের সেবাবৃত্তির অভাবের কথা ভাবিয়াই তৎপ্রতি ধিক্কার ও অধিকতর অকপট আত্মদৈন্য করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বা শ্রীল বসু ঠাকুর বা শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর কখনও কি মহাপ্রভুর দ্বারা সাময়িক সুবিধা করাইয়া লইয়াছিলেন? না, তাঁহাদের আদর্শে অধিকতর দৈন্যই প্রকাশিত হইয়াছিল? শ্রীবাসের গৃহে যখন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত ত' তখন তাঁহার পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা মহাপ্রভুকে আকার-ইঙ্গিতেও জানাইয়া পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে উপযাচক হইয়া বর দিয়াছিলেন,—যদি লক্ষ্মীরও কখনও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার অর্থের অভাব হইবে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীবাসকে এই বর দিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবাস কখনও অন্তরে মহাপ্রভুর নিকট ঐরূপ ত্রিবিধানির কামনা করেন নাই, কিংবা গুরুবর ব্রহ্মচারী, বা শ্রীধর পণ্ডিত, অথবা দারিদ্র্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর অন্যান্য কোন ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের নজির দেখাইয়া বলেন নাই,—'মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ঐরূপ বর

দিলেন, আমাদিগকে দিলেন না কেন? ইহা কি মহাপ্রভুর পক্ষপাতিত্ব নহে?' মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় অনেক সময় শচীমাতাকে স্বর্ণও আনিয়া দিতেন, শচীমাতা উহা দ্বারা কৃষ্ণসংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এই নজির দেখাইয়া অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ কি মহাপ্রভুর নিকট স্বর্ণ ও দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়াছিলেন?—না, শুদ্ধাভক্তি চাহিয়াছিলেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ, উৎকল-সম্রাট্ প্রতাপরুদ্র এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন যে, মহাপ্রভুর ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহারা সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমর্পণ বা যে-কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু শ্রীসনাতন বা শ্রীরায় রামানন্দ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কি তাঁহাদের রাজকর্ম্মের পরমায়ুঃ বা অর্থাদি বৃদ্ধি করাইয়া লইয়াছিলেন?—না, মহাপ্রভুর সেবার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? গোপীনাথ পট্টনায়ককে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা ভবানন্দ রায় বা ভ্রাতা রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর দ্বারা প্রতাপরুদ্র বা যুবরাজের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনার কোন প্রস্তাব করেন নাই। অপর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণই মহাপ্রভুকে গোপীনাথের অবস্থার কথা জানাইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর কৃপায় গোপীনাথ রক্ষা পাইবার পর মহাপ্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—

"বাকী-কৌড়ি যত, আর ছিওঁ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ।
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ—এসব প্রসাদ!
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ॥
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল॥
রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়।
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয়।"

(চৈঃ চঃ অ ৯।১৩৫-১৩৯)

গোপীনাথ বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা রামানন্দ রায় ও বাণীনাথকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিষয় করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি যে অকপট কৃপা করিয়াছেন, সেইরূপ অকপট কৃপা তিনি (গোপীনাথ) বরণ করিতে পারেন নাই; তিনি সেইরূপ শুদ্ধকৃপাই যাচ্ঞা করেন।

কাশীমিশ্রও মহাপ্রভুকে গোপীনাথ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,

"**ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই**
জ্ঞান-অন্ধ॥
তোমার ভজনফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন॥
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্যত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা ধরাছে তাঁহারে।
হয়ে যায়ে, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা লৈতে বিষয়-বাহা, তাঁ'র ইচ্ছা নয়॥
তাঁ'র দুঃখ দেখি' তাঁ'র সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল, যাতে 'অনঙ্গশরণ'॥
সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে
তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে তোমা-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ॥"

(চৈঃ চঃ অ ৯।৬৮-৭৬)

'ধরিসেবা করিতে আসিয়া আগন্তুক ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম' মনে করিয়া আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তজ্জন্য দায়ী করিয়া থাকি এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য চক্রবৃদ্ধি-সুদসহ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হইতে আগন্তুক সুবিধা আদায় করি। ইহা "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ" (ভাঃ ১০।১৪।৮) এই শুদ্ধভক্তিপর বিচার হইতে বিচ্যুতিরই লক্ষণ। অনেক

সময় যা মনে করি, 'হরিভজন করিতে আসিয়া আমার দারিদ্র্য ও ভাগতিক নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইল; কিন্তু কেহ কেহ শ্রেষ্ঠভক্ত-নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াও আগতিক অনেক উন্নতি করিয়া ফেলিল!' একাধারে আগতিক অভ্যুদয় ও পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা-লাভ যদি সংঘটিত হয়, তবেই আমাদের কোন ক্ষোভের কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা গোপীনাথ পট্টনায়কের ঐ কথাটি ভুলিয়া যাই,—

"গ্রামঘাটে, বাজীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিঘ্ন'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়॥
তবু কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিঘ্ন'।
নির্ব্বিঘ্ন হইনু, মোতে 'বিঘ্ন' না হয়॥"

(চৈঃ চঃ অ ৯।১৩৮, ১৩৯)

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই উপদেশ ভুলিয়া যাই,—

"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে॥"

(চৈঃ ভাঃ অ ৪।৫৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকে প্রশ্নের ছলে যে বহুতী লোক-শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই,—

"প্রভু বলে,—শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি' 'হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ?
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্র দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?
দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না করে ধন পরে' সব নগরিয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।১৮৩—১৮৪, ১৮৭)

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০)

এই কথাটি কেবল অপরের জন্য মুখে না আওড়াইয়া নিজে শরণাগত হইয়া অনুক্ষণ অনুভব করিতে করিতে হরিসেবা করিলেই আমরা গুরু-বৈষ্ণবের অকপট কৃপা বরণ করিতে পারিব, আমরা বঞ্চিত হইতে চাহিব না।

একটি অপরিচিত পত্রের উত্তর

(১)

আমাদের পরিচিত কোন এক মহাশয় শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি তাঁহারই কোন এক বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির প্রেরিত একটি পত্র আমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রপাঠে জানা যায় যে, পত্র-লেখক পূর্ব্বোক্ত সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে দেখিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। উক্ত সজ্জন ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয়ের নিকট ইতঃপূর্ব্বে, বোধ হয়, এক পত্রের দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-ফলেই পূর্ব্বকথিত পত্র-লেখকের হরি-কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পত্র-লেখক আগাধিকতা বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে এতদূর ভরপুর যে, তিনি ঐরূপ হরিকথা-শ্রবণকে সৌভাগ্যজনক বলিবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ব্যাপার বলিয়াই তাঁহার বিস্তৃত পত্রের ভূমিকায় জানাইয়াছেন :—

"I wonder what made you think that it was due to a stroke of good luck that I had a chance of hearing some religious discourses . . . . No it was not so much a luck as a torture to me. I have not the patience for hearing the oft-told Grand-mama's tales—the sickening repititions of sacred texts and their expositions."

পত্র-লেখকের উপরিউক্ত উক্তি ও এই জাতীয় অন্যান্য বহু উক্তি ও যুক্তিতে যে ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা পত্র-লেখককে দায়ী করিতেছি না। দোষ লেখকের নহে, দোষ তাঁহার অজ্ঞতার। আগাধিকতার নানাপ্রকার ভিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে যেরূপ ভীতির সঞ্চার" হয়, সেইরূপ আতঙ্ক-পীড়িত হইয়াছেন ও তজ্জন্য ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুর স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সারাজীবনে যে সকল বিকৃত আদর্শ দেখিয়াছেন ও তাহা হইতে যে ভিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ঐরূপ উক্তি সরলভাবে প্রকাশ না করিলে তাহাতে কপটতাই প্রকাশ

পাইত। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ সহজবুদ্ধির মধ্যে একটা অন্ত অযৌক্তিকতাই প্রবেশ করিয়াছে যে, তিনি নিজের অধিকার এবং যে বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইতেছেন, তাহাতে তিনি কতটা পারমার্থিক যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলিই বা তাঁহার সমালোচ্য বস্তুগুলিকে কতটা পরিমাণ করিতে সমর্থ, তাহা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই ওজন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। যুক্তিবাদী মানবজাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক অযৌক্তিকতা কিছুই নাই। যাহা হউক, তাঁহার পত্রোক্ত যুক্তি-সমূহের অসারতার উত্তর "গৌড়ীয়ে"র ষোল বৎসরের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠায় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে ও অনন্তকাল হইবে। কেন না, এইরূপ বহির্মুখতা-প্রসূত আধ্যক্ষিকতা ও অভিজ্ঞতাবাদের অসারত্ব যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিনই পৃথিবীতে চিরজীবী থাকিয়া ব্যতিরেকভাবে পরমার্থের ঔজ্জ্বল্য ও শোভার পুষ্টি সাধন করিবে।

পত্র-লেখক মহোদয় বলেন,—"জনপ্রিয়তা, হাততালি, ধর্ম্মভীরু লোকগণের প্রণতি ও তাহাদের অর্থ-ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ সম্ভবতি কার্য্যই পারমার্থিকগণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।" তিনি আরও বলেন যে, পারমার্থিকগণ নৈতিক উন্নতি অবলম্বন প্রবৃত্তিকে আত্মোপলব্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার না করিয়া পরমার্থ-কথার নামে ঠাকুরমার ছেলে ভুলানো ছড়ায় অন্ধবিশ্বাস আকর্ষণ করেন!

আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় পরমার্থ-রাজ্যের গণ্ডের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিয়া এইরূপ অনেক দুরাকাঙ্ক্ষার নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহাদের উদ্দেশে এই সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাঁহাদের অধিষ্ঠান যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায়, তাহা তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারেন না। জনপ্রিয়তা বা গণ-মতের হাততালি একান্ত পারমার্থিকগণকে চিরদিনই পরিত্যাগ করিয়াছে এবং পারমার্থিকগণও ঐরূপ হুজুগ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন। যাঁহারা প্রাকৃত নীতি বা তথাকথিত পরার্থিতা, কিম্বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদের মনোধর্ম্মসমূহের ব্যবসাদার, লোকপ্রিয়তা ও গণমতের প্রণতি তাঁহাদিগকেই স্বয়ম্বরে বরণ করিয়াছে। ধর্ম্মভীরু লোকের প্রণতি গ্রহণ ও অর্থ-ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়া পারমার্থিকগণ তথাকথিত নৈতিক ও স্বার্থান্বিতগণের অন্যান্য ভোগ-পিপাসার প্রতিযোগিতা করেন না। ইহা বুঝিবার মত সুমেধা না হইলে মানব-নামধারীর মানবতা কতটা বিকশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। জাগতিক নীতি ও স্বার্থাবলম্বন কেবল অপরের সহিত রফাদফা করিয়া নিজের ভোগ সংরক্ষণের কৌশল-মাত্র। 'আমি যদি অপরের ধনে হাত না দিই এবং নিজের বাহুবলে অর্থার্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বী হই, তাহা হইলে অপরেও আমার ভোগে হাত দিবে না এবং অপরের অধীনতা বা নীচতা স্বীকার না করিয়া আমি গর্ব্বস্ফীত অহঙ্কারী হইয়া দুনিয়া ভোগ করিতে পারিব!' আধ্যক্ষিক ভোগি-সমাজে এইরূপ অহঙ্কারপূর্ণ নীতি ও উহার কণ-ভঙ্গুর প্রাণের মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু উহা নীতি ও স্বাবলম্বনের নামে দুর্দ্দমনীয় ভোগপিপাসার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি; তাহা প্রভুত্বের পিপাসা। গীতার ভাষায় বলিতে গেলে (যদিও পত্রলেখক শাস্ত্রের শ্লোক বা বচনের প্রতি বীতস্পৃহ, তথাপি শাস্ত্রই আস্তিকগণের একমাত্র অবলম্বন) ঐরূপ নীতি ও স্বাবলম্বনে পক্ষপাতী ব্যক্তি,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

পত্র-লেখক এদিকে শাস্ত্র-বচন ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি-বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং পরমার্থ-কথা-শ্রবণকে ঠাকুরমার ছেলে ভুলানো ছড়া ও গল্পের মতই মনে করেন; কিন্তু অপরদিকে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী উন্মোচন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন! তিনি 'মাধ্বগৌড়ীয়' শব্দ লইয়া বেশ কিছু গবেষণার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"The members of this new sect are not evidently the followers of Chaitanya Deb. They swear by the name of Madhwa—Madhwacharyya (মধ্বাচার্য্য) who like Ramanuja and Ballavacharyya, all predecessors of Chaitanya Deb, founded a rival Vaishnava sect after his name. Just as you cannot call the 'Sri Sampradaya' of Ramanuja to be same as the Gaudiya-Vaishnava-Sampradaya of Chaitanya Deb, there being marked differences between the two, similarly, Madhwa-Sampradaya and Chaitanya-Sampradaya are widely different. The history of Vaishnavism does not say that there was ever

a Gaudiya (গৌড়ীয়) edition of Madhwa sect. To all appearences, this hotch potch • • is one of the latest manufactures and represents a stealthy attempt to oust Chaitanya Deb from the land of his birth and install his hobby—Madhwa, instead."

পত্র-লেখক ঐতিহাসিক কি না আমাদের জানা নাই। তবে যে তিনি প্রামাণিক পারমার্থিক বা বৈষ্ণব-ইতিহাসের একটি পাতাও উল্টান নাই, তাহার সাক্ষ্য তিনি নিজেই দিয়াছেন। ভারতবর্ষে একটা প্রবল অর্বাচীনতা এই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই পরমার্থ-সম্বন্ধে দুই চারিটি বিকৃত কথা জানিয়া তদ্দ্বারা পারমার্থিক অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের ভ্রম প্রদর্শন করিতে উদ্যত হন, অথচ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিতে তাঁহারা সকল সময় সেরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। পরমার্থ-নীতিটি যেন অসহায়া, নিরাশ্রয়া, অবলা! ইহা যেন সকলেরই যথেচ্ছ ভোগের বস্তু! তাঁহার পতি, মালিক বা রক্ষক যেন কেহই নাই! অথচ আপতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রত্যেকটিরই রক্ষক, মালিক বা পতি দেখিতে পাওয়া যায়! মধ্বাচার্য্য যে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও চৈতন্যদেবের শিষ্য পরমার্থ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং চৈতন্যদেবের পরে মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণ যে পৃথক্ সম্প্রদায় রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বাঙ্গালার একখানি প্রাচীন গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলেই পত্র-লেখক জানিতে পারিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন বলিলে বঙ্গদেশের গৌরব ও স্বদেশপ্রেম বিনষ্ট হইবে, পত্র-লেখক ইহা আশঙ্কা করিতেছেন! কিন্তু কৃত্রিম স্বাদেশিকতা বা প্রাদেশিকতা সংরক্ষণের জন্য সত্য ইতিহাসের অপলাপ করা নিষ্প্রয়োজন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের তত্ত্ববাদিশাখা ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য ও ভেদ বর্ত্তমান, তদ্বিষয়ে পত্র-লেখক অভিজ্ঞ থাকিলে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি আমরা শুনিতে পাইতাম না। শ্রীমদ্ব্যাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে যে ব্রহ্মতর্কের ধারা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ কথাটি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, একথা পত্র-লেখক তাঁহার ইতিহাস-পাঠকালে জানিয়াছেন কি? কবিকর্ণপুর, গোপালগুরু গোস্বামী, ধ্যানচন্দ্র, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এবং ভক্তিরত্নাকরের লেখক তথা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিত্য ভজন-প্রণালীর মধ্যে এই মাধ্বগৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের যে ধারা প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরমার্থ-বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া ইতিহাস-লেখক কিরূপে অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অতীত! শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্গুরুগণের শিক্ষক হইয়াও গুরু স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই গুরুপাদপদ্ম-স্বীকারের লীলায় তিনি এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু —এই তিন ঈশ্বরই মধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু স্বীকার করিয়া আপনাদিগকে মধ্বাচার্য্যের অনুগতই জানাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈত আপনাদিগকে মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরীর অনুগত পরিচয় প্রদান করিয়া আপনাদিগকে মাধ্ব-তত্ত্ববাদী বলেন নাই; কিন্তু তাঁহারা মাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বরের,—ইহাই সুবুদ্ধিজনের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াবাদীর সহিত মাধ্বগৌড়ীয়-গণের যে ভেদ আছে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বর-পুরী এবং প্রভুত্রয়ের আদর্শই মাধ্বগৌড়ীয়ের ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রমাণ। শ্রীগোবিন্দভাষ্যই মাধ্বগৌড়ীয়ের বেদান্ত-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত গোবিন্দভাষ্যেরই পূর্ব্বতন মাধ্বগৌড়ীয় ভাষ্য। যাঁহারা অকৃত্রিম কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পত্রলেখকের অন্যান্য উক্তি-গুলির কতটা সারবত্তা আছে, তদ্বিষয়ে পরবর্ত্তী সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' আলোচিত হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গত ৮ই জুলাই, ১৯৩৫ (২৩শে আষাঢ়, ১৩৪২) সোমবার শ্রীশ্রীবিশ্বৈকেশ্বরাজনন্দার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখামঠ বোম্বাই, প্রোক্টাররোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রাতঃ সাড়ে ৬ ঘটিকায় নগরকীর্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজিউ শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। মঠ-রক্ষকগণ প্রাতঃ ৪টা হইতে প্রায় সমস্ত দিনই কীর্তন করেন। অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় প্রভুপাদ পিপ্‌লস্ জিন্না হলে (Peoples' Jinnah Hall) বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বজ্জন-অধ্যুষিতা এক মহতী সভায় ইংরাজী ভাষায় অর্চ্চন-প্রধান পঞ্চরাত্র ও ভজন-প্রধান ভাগবতপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তদ্‌শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই আপনাদিগকে প্রচুর ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করেন। সভার প্রারম্ভে ও উপসংহারে কীর্তন হইয়াছিল। কীর্তনান্তে সকলকেই ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিবস (৯ই জুলাই) প্রাতে ও অপরাহ্ণে কাঙ্গালীভোজন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রত্যহ সহরের বহু শিক্ষিত লোক আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী-প্রভু ও শ্রীধর মহারাজ প্রভুপাদের আজ্ঞামালা শিরে ধারণ করিয়া বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী গত ১০ই জুলাই বোম্বে হইতে যাত্রা করিয়া অদ্য (১২ই জুলাই) প্রাতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজও বোম্বে হইতে ১০ই জুলাই যাত্রা করিয়া ১১ই জুলাই এলাহাবাদে আসিয়া তথায় প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরহ-মহোৎসব

কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীমান্ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী রাগরত্ন, শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের যত্নে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ-বিরহমহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত রাগরত্নজী বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পাঠকীর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতা —ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীগৌর ও গৌরজনের মহিমাকীর্ত্তন, বিরহগীতি, নামকীর্ত্তন, ধর্ম্মগোষ্ঠী, ইংরাজী ও তেলেগুভাষায় বক্তৃতা ও ব্রাহ্মণাদি-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ-বিতরণ-মুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথি-পূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। **পাইকপাড়া**—মিঠাপুর হাই-স্কুলের প্রাঙ্গণে সদ্‌গৃহস্থ শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার প্রথমে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত ভক্ত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ হিন্দী-ভাষায় প্রায় পৌনে একঘণ্টাকাল এবং পরে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণজী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও তদনুগগণের অলৌকিক শক্তি ও পাণ্ডিত্যের প্রশস্তি-কীর্ত্তন-মুখে বিশ্বব্যাপী প্রচারের বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে শ্রীব্রজেশ্বরীপ্রসাদজী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় আর্য্যসমাজের নেতা রায় বাহাদুর ব্রজনন্দন সিং ডেপুটী কমিশনার, বহু উকীল ও ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস প্রাতে প্রায় ৪শত দরিদ্রব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ও শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয় উৎসবের সাফল্য বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। **এলাহাবাদে**—সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক মহাশয় শ্রীল ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু-ব্যক্তিকে প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত রাধালচন্দ্র বনার্জ্জী মহাশয় উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। **আসামে**—সাংতোপ-গৌড়ীয়মঠে নিত্যসিদ্ধস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ অপরাহ্ণে 'ঠাকুরের দয়া' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ৪র্থ শত সজ্জনব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। **চাকদহে**—শ্রীমহেশপণ্ডিত ঠাকুরের

শ্রীপাটে শ্রীপাদ হরিবিলোভ ব্রজবাসীজীর ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টায় পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণ-মুখে শ্রীল ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা সম্পন্ন হইয়াছে। **মেদিনীপুরে**—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সম্মিলনীর সেবকগণ সবং থানার শিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীল ঠাকুরের বিরহতিথি-পূজা-উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করেন। অপরাহ্ণে নগর-সংকীর্ত্তন করিয়া সভার পর ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পমাল্যাদি ভূষিত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক ওঁ-তৎসৎ-পরম্পরা কীর্ত্তনের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ পারায়ণ করেন। অতঃপর 'নদীয়া-প্রকাশ' হইতে ঠাকুরের মাহাত্ম্য-সূচক গীতি ও 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবাভাণ্ডারে মাসিক ৫৲ হিসাবে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে সেবানুকূল্য দেওয়া ব্যবস্থিত হয়। **পুরীতে**—চটকপর্ব্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এবার যে সুবৃহৎ 'যোগায়ন কুটীর' নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ২১শ বার্ষিক বিরহোৎসব উপলক্ষে গত ৩০শে জুন উক্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে উচ্চ বেদীর উপর সুসজ্জিত আসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুষ্পমাল্যাদিবিভূষিত আলেখ্য স্থাপন পূর্ব্বক তৎসমীপে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী সুরক্ষিত করিয়া কীর্ত্তন-মুখে তাঁহার পূজা সম্পাদন করা হয়। মঙ্গলাচরণগীতি ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর যথাক্রমে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, পর্ব্বত মহারাজ ও ভারতী মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের গৌরনামকামধাম-সেবা-চেষ্টা-বর্ণন-মুখে বক্তৃতা করেন। অতঃপর বিপ্রলম্ভাত্মক কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আলেখ্য ভক্তিমতী রাণীসাহেবা এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠসেবকগণের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে কীর্ত্তন

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-সেবকগণ প্রতিবর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবের পর দিবস অর্থাৎ গত ১লা জুলাই ভক্তিকুটী হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ গুণ্ডিচা-মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রথমে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-রহস্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ-সহ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর সংকীর্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচা-মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর শিক্ষা-স্মৃতি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শ্রীমন্দির মার্জ্জন করেন। ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই অপরাহ্ণ ৪-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর রথ গুণ্ডিচাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় শ্রীপুরুষোত্তমমঠ-সেবকগণ প্রত্যক্ষের ন্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পদাঙ্কানুসরণে রথাগ্রে নর্ত্তন ও মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত পদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের নৃত্যকীর্ত্তন দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী এবং উৎকলের বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত বহু ভক্ত রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তন এবং অন্যান্য বহুবিধ সেবাকার্য্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে উক্ত ১৭ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীনামোদর স্বরূপ গোস্বামীর বিরহতিথি-পূজা-মহোৎসব সংকীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩শ ও অন্ত্য ৫ম অধ্যায় পাঠ করেন। পাঠের আরম্ভে কীর্ত্তন হয়, তৎপর সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে ফল ও মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর নূতন প্রেসিডেন্ট

বোম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মেজর জেনারেল স্যার ফ্রেডারিক সাইকস্ পি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই,

জি-বি-ই, সি-সি, সি-এম্ 'এ মহোদয় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহারা আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম

আগামী অধিবেশন

গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর উদ্যোগে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কার্ডিফ্ নগরে একটি সভার অধিবেশন হইবে। স্যার ফ্রেডারিক সাইক্স্ উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন শ্রীপাদ বন মহারাজ "The significance of education in a religious life" অর্থাৎ 'ধর্ম্মজীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে একটি অভিভাষণ পাঠ করিবেন। উক্ত সোসাইটীর উদ্যোগে অক্টোবর মাসে আর একটি অধিবেশন হইবে। তাহাতে মাননীয় ভাইকাউণ্ট গোসেন সি-সি, জি-সি-এম্-আই, সি-বি-ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বার্ষিক অধিবেশন

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আগামী নবেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করা যায়, উক্ত সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট ভারতসচিব মাননীয় মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড সি-সি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শান্তাহারে—গত ২৫ ও ২৬শে জুন দিবসদ্বয় শান্তাহারের হিন্দুসভার উদ্যোগে রেলওয়ে কোয়ার্টারে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরদিবস স্বামীজী শান্তাহার বাজারে স্থানীয় রামজয়ারি মাড়োয়ারী মহাশয়ের গৃহে 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতান্তে ছায়াচিত্র-যোগে গৌরলীলা প্রদর্শন করা হয়।

রাজসাহীতে—শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ ২৮শে জুন শান্তাহার হইতে রওয়ানা হইয়া অপরাহ্নে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ সহরে উপস্থিত হন এবং তত্রত্য প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কেশবকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন। ৩০শে জুন স্থানীয় থিয়েটার হলে স্বামীজী 'মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। ১লা জুলাই স্থানীয় লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসাক উকীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত থিয়েটার হলে আর একটি সভা হয়। তাহাতে স্বামীজী 'জীবের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় সভার কার্য্যারম্ভে স্বামীজীর পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই স্বামীজী উক্ত হলে 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ছায়া-চিত্রযোগে কিছুক্ষণ মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শিত হয়। ৩রা জুলাই স্বামীজী উক্ত হলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গয়ায়—পাটনা-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মচারিগণ গত ২২শে জুন গয়া-গৌড়ীয়মঠে প্রায় দুইশত শ্রোতার সমক্ষে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। ২৪শে জুন ব্রহ্মচারীজী গয়াপ্রবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করেন। রমণীবাবুর গয়ার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসার-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে।

আসামে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ২৩শে জুন কামরূপ জেলার জালাইগ্রামে শ্রীযুক্ত তত্ত্বেশ্বর দাস মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া পরদিবস অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

দিল্লীতে—গত ২০শে জুন দিল্লীগৌড়ীয়মঠসেবকগণ দিল্লীর অন্তর্গত সীতারামবাজারনিবাসী শিবলাল নামক জনৈক পাঞ্জাবী বণিকের গৃহে প্রায় ১ঘণ্টাকাল যাবৎ মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ২২শে জুন উপদেষ্টক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী গভর্ণমেণ্ট প্রেসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও পাঠের আনুষঙ্গে কীর্ত্তন করেন। ২৪শে জুন ঐ প্রেসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ করেন, পাঠের আনুষঙ্গে কীর্ত্তন হয়।

কুড়িগ্রামে—শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ মহোপদেশক শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ৬ই জুলাই রংপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামে শুভাগমন করেন। তত্রত্য লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ মহাশয় স্বামীজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যান। স্বামীজী তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া ৭ই জুলাই প্রাতে বহু ভক্তসঙ্গে নগরসংকীর্ত্তন করেন। স্থানীয় কালীবাড়ীর নাট্যমন্দিরে 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে স্বামীজী একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

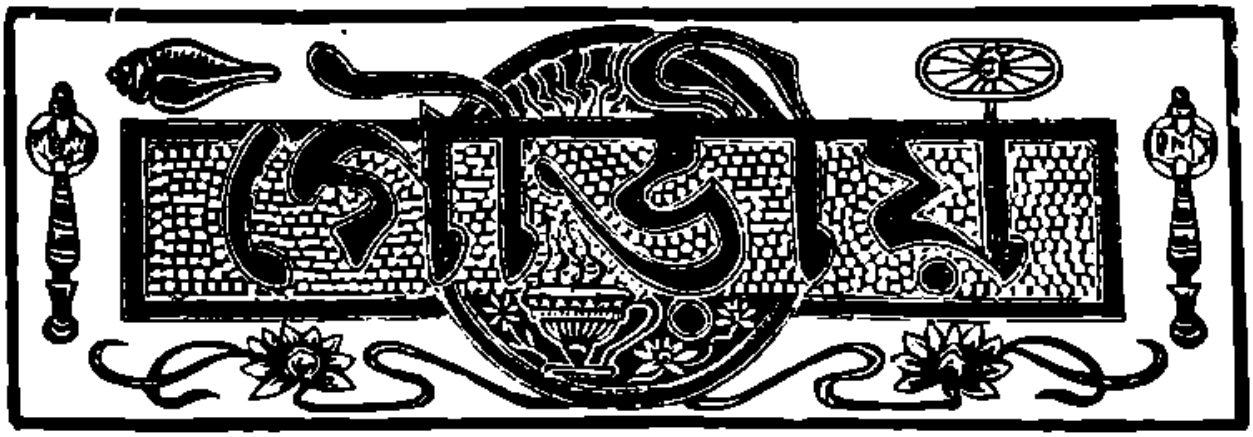

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ঠা শ্রাবণ, ১৩৪২; ২৩শে জুলাই, ১৯৩৫ { ৪৯শ সংখ্যা।

'ভক্তি'র স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম

'ভক্তি' বা কৃষ্ণসেবার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জগতে যেরূপ সাধারণ ভ্রম (common error) দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ ভ্রম আর পৃথিবীতে কোন বস্তু সম্বন্ধেই হয় নাই। তথাকথিত ধার্ম্মিক ও উচ্চশিক্ষিত-সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই যেন ঐ ভ্রমের অনুরূপে ন্যূনাধিক পতিত হইয়াছেন।

'ভক্তি' সম্বন্ধে এই মারাত্মক সাধারণ ভ্রমটিই ভক্ত ও ভগবান্ সম্বন্ধে অসংখ্য ভ্রমের উদয় করাইয়াছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপে এই সাধারণ ভ্রম উদিত হওয়ায় জগতে তথাকথিত সমন্বয়বাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জনসাধারণ ঐ মতবাদকেই পরমাগ্রহের সহিত লুফিয়া নিতেছে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিবিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও মনোধর্ম্মি-গণের ভ্রম এবং ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াও তাহাদের (মনোধর্ম্মিবাক্তিগণের) নিজদিগকে অধ্যাত্ম জ্ঞান করিয়া আত্মগৌরবানুভব তথা ভগবদ্ভক্তগণকে নীচ ও একাঙ্গে বিবেচনা করিবার দৃষ্টান্ত-সমূহ দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হন।

স্বধামগত মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের অনপ্রিয় 'ভক্তিযোগে' ভক্তিবিজ্ঞান-সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক কিছু বিকৃত ধারণা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে 'কৃষ্ণসেবা'-শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখিত আছে :—

"কৃষ্ণসেবা বলিতে অনেক বুঝায়। চৈতন্যদেব কখন এক স্থলে ভক্তির পক্ষ প্রধান সাধন বলিতে কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে 'ইষ্টমূর্ত্তির প্রসাদ সেবন' বলিয়াছেন। • • • যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার মূর্ত্তির সেবা করিলেই ভক্তি লাভ করিবেন। গ্রামপ্রধান, রাজা রামচন্দ্র • • • কালীমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। • • যাঁহারা মূর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কিম্বা যাঁহাদিগের ধর্ম্ম-মত মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা, লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতি করাই—কৃষ্ণসেবা। • • প্রত্যেকের স্বরূপ বুঝি

পুত্রাদিপ্রতি বন্ধুতা, মহাদাবের অনুরাগি, স্বর্গবিহার-চিত্ত দেখাদেখি প্রভৃতি ব্যাপার দুষ্ট দেখিতে দেখিতে মানুষ ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়।"

উপর্যুক্ত উক্তিগুলি শুনিয়া বা পাঠ করিয়া ভক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা তদ্বিরোধী অপ্রবিষ্ট জন-সাধারণ বা তথাকথিত দূরশ্রবণ সম্প্রদায় ঐরূপ বিচারকে কিছুতেই 'অভক্তিযোগ' মনে করিতে পারেন না। যিনি উহাকে ভক্তিযোগের পরিবর্তে 'অভক্তিযোগ', বা কৃষ্ণসেবা বলিবার পরিবর্তে 'মায়ার সেবা' বলিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ড-ধারণ করিবার ও তাঁহাকে একঘরে সাম্প্রদায়িক বলিবার

শুনিবার বোধ হয় প্রায় শতকরা শতজনই প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু ঐরূপ বিপদের বোঝা মাথায় বহন করিয়াও—সাধারণের নিকট ঐরূপ লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কা লইয়াও সত্যের অনুরোধে, ভক্তিবিজ্ঞানের মূলমহাজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর চরণচেণুগণের বলে বলীয়ান হইয়া একান্ত নিরপেক্ষ প্রকৃত সন্তানিপাপ্রগণের নিকট কৃষ্ণসেবা ও মায়ার সেবার পার্থক্য বর্ণন না করিলে কেবল যে কর্তব্যের ত্রুটি হইবে, তাহা নহে, সমগ্র মানবজাতির প্রতি হিংসাও বিহিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহারই মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব 'কৃষ্ণসেবা'র কথা জানাইয়াছেন। সেই **কৃষ্ণসেবার মেরুদণ্ডই হইল যে, তাহা অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের নিত্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে। যেখানে পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত-সবিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকল্পে লোপ পায়, সেখানে ভক্তির কোনই অস্তিত্ব নাই।** যেখানে সেবাতত্ত্ব পূর্ণতম শক্তিমান্, আর সেবকতত্ত্ব অনন্য শক্তি-জাতীয় বস্তু, সেখানেই সেবার অস্তিত্ব। যেখানে সেবা নিত্য, সেবক নিত্য ও সেব্য নিত্য, তাহাই হরিসেবা। যেখানে হরি পূর্ণতম স্বরাট্ এবং সকল রসের আকর ও বিষয়, সেখানেই তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ অপ্রাকৃত রসে কৃষ্ণসেবা আছে। আত্ম-বৃত্তি-দ্বারা সেই কৃষ্ণসেবা হয়। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদা অপ্রাকৃত পুত্ররূপী কৃষ্ণের সেবা করেন—আত্মজের সেবা করেন; কেন না, মাতা বা পিতা পুত্রের অনুরাগী সেবক। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই মাতা পুত্রের সেবা করিতে পারেন এবং সেই সেবা হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও অনুরাগের দ্বারাই সঞ্চালিত হয়, তাহা কোনপ্রকার হেতু বা কৃতজ্ঞতা-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পুত্র মাতাকে যে পূজা বা আরাধনা করেন, যে ভক্তি (?) করেন, তাহা পুত্রের জন্মগ্রহণ ও জ্ঞান লাভ করিবার বহু পরে এবং সেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মধ্যে হৃদয়ের টান অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও কর্তব্যবুদ্ধির প্রাবল্যই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র মাতাকে নানাভাবে মোহন করেন; মাতার গুরুমোহন, ত্রিবিধ-মোহন, শিক্ষা-মোহন, যত্ন-মোহন, লালন-পালনাদি মোহন করিয়া থাকেন। এত মোহন করিবার পর মাতার প্রতি যে সামান্য একটুকু কৃতজ্ঞতা বা কর্তব্যবুদ্ধি, কিংবা কর্তব্যের অকরণে প্রত্যবায় বা পাপ হইবে,—এইরূপ যে বুদ্ধির উদয় হয়, সেইরূপ মনোভাব হইতেই পুত্র মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং মোহন-ক্রিয়াটি যাঁহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে মুখে 'সেবা' বলিলেও কার্যতঃ তাঁহাকেই আমরা 'সেবক' করিয়া ফেলি! ঐরূপ ভক্তি 'অহৈতুকী ভক্তি'-পদবাচ্য হইতে পারে না। এইজন্য কৃষ্ণসেবা-বিজ্ঞানের মধ্যে যত কিছু **চাওয়া-ধর্ম, সমস্তই কৃষ্ণের জন্য সংরক্ষিত বা তাঁহার জন্যই 'এক-চেটিয়া'**; আর যতকিছু দেওয়া বা আত্মনিক্ষেপের ধর্ম, তাহা সমস্তই ভক্ত বা সেবকের চেতনবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম। কৃষ্ণ যদি পুত্র না হইয়া 'বা' হন, তাহা হইলে জগতের পুত্রগণের আব্দার পরিপূরণেই তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। জগতের সন্তানগণ কেবল চাহিবেন, মুখে না বলিলেও কার্যতঃ মোহন করিবেন, আর মায়ারূপী কৃষ্ণকে (?) কেবল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহা যোগাইতে হইবে। এইজন্য কৃষ্ণতত্ত্বে (যেখানে প্রেমের পূর্ণ সন্ধান আছে) কৃষ্ণ শক্তিজাতীয় বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, তিনি শক্তিমজ্জাতীয়। তিনি মাতা নহেন, তিনি অপ্রাকৃত নন্দের অপ্রাকৃত পুত্র।

কর্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতাবুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণ-সেবা হয় না। মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, দেশসেবা ও জনসেবা প্রভৃতি 'পঞ্চায়েতী সেবা'র ন্যায় কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি নহে। কৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন না। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই সকল চেতনের

অস্তিত্ব। সেই অপ্রাকৃত কামদেব নপুংসক নহেন, তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়চালনা করিবার পূর্ণতম শক্তি আছে। সেখানে বিষয়ে তিনি নিরিন্দ্রিয় হন—এইরূপ ধারণায় বিষ্ণু-বিসর্গও বা কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, সেখানে কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি নাই; তাহাকে মায়ার সেবাই বলা যাইবে। 'হুঁটোরাম' বস্তুতে ভাব বা প্রেম হয় না। অচেতন বা নপুংসকের সঙ্গে শক্তি বা প্রকৃতি-জাতীয় জীবের প্রেম হইতে পারে না। কেন না, 'হুঁটোরাম' বা নপুংসকের সেবা গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্রিয় কিংবা আদান-প্রদানের শক্তি-সামর্থ্য নাই, হুঁটোরাম নিষ্ক্রিয়।

পরমহংসদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা মহাসিদ্ধ-নামে পরিচিত ও সমস্ত পশু-সমাজের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিতে শিব-পূজিত কোন কোন ব্যক্তি যে কালীমূর্ত্তির পূজা করিয়াও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তি কি জাতীয় ভক্তি, তাহা কি একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন না? জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ, জগতে ধার্ম্মিক-নামে পরিচিত মহাঋষিগণ লোকের উপর যে একটা গতানুগতিক ধর্ম্ম-ধারণা ও ত্রিয়া-সিদ্ধান্তের প্রহেলিকা বা যাদু আনিয়া ফেলিয়াছেন, সেই ইন্দ্রজাল হইতে মুক্ত হইয়া একটি একান্ত-সত্য-পিপাসু-হৃদয়ও কি পরমসত্যের সন্ধানের জন্য পরম সৎসাহস প্রদর্শন করিবেন না? অন্ততঃ একটিবারও কৃষ্ণের নিকট একান্ত মুক্ত প্রাণে এই প্রবল জনমতরূপ বিরাট্ তন্ত্রের অভ্যন্তর হইতে সত্যের শুদ্ধ কৌতুহলটি উদ্ধারের জন্য কাতরস্বরে প্রার্থনা জানাইবেন না? গতানুগতিকতার ও জনমতের যাদুই কি আমাদিগকে পাইয়া বসিবে? 'সকামোত্থা ভক্তি'কে কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবার নামে গোঁজামিল দিবার যে একটা প্রবল চেষ্টা বর্ত্তমান সাহিত্যে, ধর্ম্মপ্রচারকগণের 'প্রোজনাযচা'য়, লোকপ্রিয় ধর্ম্ম-বিক্রেতাদিগের বিপণিতে ও জন-মতের হাটে দেখা যাইতেছে, তাহার সেই গতি রোধ করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠের যে বিপ্লবী বাণী—শ্রৌতবাণী—শ্রীচৈতন্যবাণী, তাহা কি একজন সত্য-পিপাসুর কর্ণেও প্রবেশ করিবে না?

যদিও একান্ত সত্যকথায় মুখ খুলিতে গেলেই প্রকৃত কৃষ্ণসেবকগণের কণ্ঠরোধ করিবার চেষ্টা হইবে, তথাপি প্রকৃত ভাগবত-ধর্ম্মের বাণী-প্রচারের পশ্চাৎপদ হইলেও আত্মবিনোদ ও পরবিনোদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি-কলটতা লইয়া যে দেবতা-পূজা, তাহা কখনও কৃষ্ণসেবা নহে; অধিক কি, কৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া, তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও যদি অন্তরে তাঁহাকে আমাদের কোন-না-কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সম্ভোগবাদের যোগানদাররূপে চাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাও কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা হইবে না। তাহা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বা তাঁহার ছায়াশক্তিরই পূজা, তাহা ভক্তি নহে।

অশ্বিনীবাবুর 'ভক্তিযোগে'র 'কৃষ্ণসেবা' শীর্ষক পরিচ্ছেদের এক স্থানে কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কালীপূজা করিতে করিতে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। নিষ্কামভক্তি অক্ষয়ধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবল বেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে।"

জন-মতের নিকট 'সিদ্ধ' বা 'মহাসিদ্ধ' নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ যে নিষ্কামভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই নিষ্কাম ভক্তির স্বরূপ কি? 'আমি কিছু চাহি না, আমি অষ্ট-সিদ্ধি, লোক-মান্য, শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই চাহি না, আমি কেবল মাকে দেখিতে চাই' প্রভৃতি উক্তি মৌখিকই হউক, আর অকপট আন্তরিকই হউক, তাহাই কি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির মাপকাঠি হইবে? যিনি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি চাহেন, তিনি ত' যিনি সেই ভক্তি দিতে পারেন, তাঁহার নিকটই চাহিবেন। যিনি অপ্রাকৃত কামদেব, তিনিই ত' সকল জীবকে তাঁহার কামের ইন্ধন করিয়া লইতে পারিবেন। ভক্ত হওয়া অর্থই ভগবানের সর্ব্ববিধ কামের ইন্ধন হইয়া যাওয়া। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেবেরই একচেটিয়া বস্তু। একমাত্র যাদুর্য্য-বিগ্রহ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমেই সকল রস ও সকল কামভোগের শক্তি আছে। প্রকৃতি বা শক্তি—ভোগ্যা, ভোক্তা নহে। ইহা এই প্রতি-বিম্বিত ছায়া জগতেও দেখা যায়। 'সকল জনপ্রিয় দোকানেই শুদ্ধভক্তি পাওয়া যায়' বলিয়া যদি অব্যভিচারিণী ভক্তিকে উধার (?) করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে ভেজাল আসিয়াছে, জানিতে হইবে। সকল দোকানদারই নিজের দোকানের দুগ্ধ (?) বা দুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান শ্বেত তরল পদার্থকে 'খাঁটি' বলেন বলিয়া 'বাজারে আদৌ খাঁটি দুধ নাই' সিদ্ধান্ত করা বা সকলের

দোকানের সেই তরল পদার্থগুলিকেই 'বিশুদ্ধ দুগ্ধ' বলিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন ও গোজাতির দেওয়াটাই বা কোন্ যুক্তি বা বুদ্ধিমত্তা ?

জড়মায়া আমাদিগকে আপাতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন। জড়মায়া যাঁহার ছায়া, সেই চিৎশক্তি আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি অকপট কৃপা বর্ষণ করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের ন্যায় কামদেব বা সম্ভোগ-বিগ্রহ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার ভোগের ইন্ধন করেন না, অর্থাৎ স্বয়ং আমাদের ভক্তির মূল বিষয় হন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৬)

যেকাল পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে ভোগ বা ভোগের প্রতিযোগী মুক্তির বাসনা বিন্দুমাত্রও থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত চিদ্বস্তুতেই ভক্তিদেবী জীবের হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। হয়ত' কেহ মুখে বলিতে পারেন—'আমি ভোগ চাই না, এমন কি, মোক্ষও চাই না, আমি তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি চাই' ; কিন্তু যদি তাঁহার অন্তরে ঐরূপ মৌখিক ভক্তির প্রার্থনার অন্তরালে সংসারের ত্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি বা মুক্তির কামনা থাকিয়া যায়, অথবা যাঁহার প্রতি মৌখিক ভক্তির অভিনয় দেখাইতেছেন, তিনি যদি নিত্যকাল তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ লীলাপুরুষোত্তম-স্বরূপ সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, কিংবা বিভ্রমে নিরিন্দ্রিয় হইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে আদৌ 'ভক্তি'ই বলা যাইবে না, নিষ্কাম বা অভিজ্ঞা ভক্তি ত' দূরের কথা। —ইহাই ভক্তিবৈজ্ঞানিকক্রমের ও শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাকেহবেদেষা রহিতং হি।
বিমুক্তাখিলদৌর্ব্বল্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে॥
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাত্ত ভক্তস্যোহপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামদ্বাচ্ছুদ্ধা ভক্তিরুদাহৃতা।
হৃদয়ে সত্ত্ববত্যেষা কথং ভাগবতী রতিঃ॥
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ৩।১৯, ২০)

"এই রতি বা ভাব যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিতে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা 'রতি'-পদ বাচ্য হইবে না। মুক্তপুরুষগণ নিখিল কাম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যে রতির অন্বেষণ করেন, যাহা কৃষ্ণ স্বয়ং অতিশয়-গোপ্য-সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং যে রতি তিনি ভজনকারিগণকেও সহসা প্রদান করেন না, মুক্তি ও মুক্তিকাম-বশতঃ যাঁহাদের শুদ্ধভক্তির যাজন হয় না, সেই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ে সেই ভাগবতী রতির কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে ? কিন্তু ঐ রতির বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চমৎকার বোধ হয় অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের এই লক্ষণকে অহৈতুকী বা নিষ্কামভক্তির ফল 'প্রেম' বলিয়া মনে করেন ; বস্তুতঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উহা 'রতির আভাস' বলিয়াই উপলব্ধি হয় এবং তাঁহারা উহাকে সেই নামেই আখ্যা দিয়া থাকেন।" তাৎপর্য্য এই যে, রতির আভাস 'প্রকৃত রতি' নহে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ছায়ামাত্র। রতির আভাসেও 'ছায়ারত্যাভাস' ও 'প্রতিবিম্বরত্যাভাস' —এই দুইটি ভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা মুখে নিষ্কাম্য ভক্তির প্রতিজ্ঞা বা বাহ্যে ভাবভক্তির ক্রিয়া-মুদ্রা প্রদর্শন করেন, অথচ যাঁহারা কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি মতকে ভক্তিরই ন্যায় অন্যতম মত বা পথ-বিশেষ মনে করেন, কিংবা যাঁহারা কৃষ্ণসেবার অনুকরণে স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের পূজা করেন অথবা কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমের লক্ষণসমূহের কথা শুনিয়া ইতর-দেবতা-ভক্তির (?) মধ্যেও অনুকরণ করিয়া সেইগুলি প্রয়োগ (?) করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কোন রতির (?) লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐগুলি 'প্রতিবিম্ব রত্যাভাস' মাত্র, উহা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নহে—তাহা কৃষ্ণসেবা বা ভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

কালীভক্তি প্রভৃতি করিয়া যাঁহারা মহাসিদ্ধ বা 'অহৈতুকপ্রেমভক্ত' বলিয়া অনভিজ্ঞ বিরাট্ জনমণ্ডলীর নিকট বহুমানিত ও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাবা ইচ্ছা, তাহা কর।" কেহ বা বলিয়াছেন,—"আমি চিনি হইতে চাহি না, আমি চিনি খাইতে চাহি।" অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগের মতে, "যাঁহারা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে নিষ্কামভক্তি অক্ষতধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে।"

"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর"—এই মূল নীতির অনুসরণ করিয়া নিষ্কামভক্তিযাজনের অভিনয় ভক্তিবিনাশের (?) একটি সাময়িক বা আগন্তুক অস্ত্র হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেব্য-সেবকের মধ্যে যাবতীয় বৈচিত্র্য তিরোহিত হয়, তাহাই যখন মূল উদ্দেশ্য হইল, তখন নিষ্কামভক্তির সাময়িক অভিনয় কি ভক্তির পাত্রের প্রতি ব্যঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল না? **ভক্তিকে অভিনয়ে চির বিনাশ করিবার জন্যই যেন সেখানে ভক্তির সাময়িক যাজন।** ইহা কি আরও অধিকতর কপটতা নহে? এই জন্য কোন বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে যজ্র হানে তাহার স্তবন॥

তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা মায়াবাদিগণ যে কৃষ্ণসেবা বা ভগবানের (?) কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কিংবা তাঁহার নিকট নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কৃষ্ণের সুখদায়ক না হইয়া কৃষ্ণের অঙ্গে (?) যেন বজ্র নিক্ষেপ করে।

"আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, কিছুই চাই না, আমি কেবল তোমার সেবা চাই"—ইহাও অহৈতুক ভক্তের কামনা নহে। শ্রীচৈতন্যদেব অহৈতুক ভক্তের কিরূপ প্রার্থনা, তাহা জানাইয়া বলিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

—কৃষ্ণের যদি ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে তাঁহার দাসী বলিয়া আলিঙ্গন করুন, না হয়, **আমাকে সেবা না দিয়া** যদি আমাকে মর্ম্মাহত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। সেই লম্পটের যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন।

"চিনি হইতে চাহি না, চিনি খাইতে ভালবাসি"—এই জাতীয় উক্তির মধ্যেও সম্ভোগবাদের কথা রহিয়াছে। চিনি হইয়া যাওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া বা ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করা যেরূপ নিজের সম্ভোগ-চেষ্টা, তাহা না করিয়া চিনি ভোগ করা অর্থাৎ ব্রহ্মকে বা কৃষ্ণকে ভোগ করার চেষ্টাও অপর প্রকার সম্ভোগ-পিপাসা। কেহ অদ্বৈতবাদী হইয়া সম্ভোগ করিতে চাহেন; কেহ বা সম্ভোগের জন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী থাকিতে চাহেন। **ঐরূপ দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনটিতেই ভক্তির 'ভ' নাই, নিষ্কাম ভক্তি ত' দূরের কথা!**

যে কোন বস্তুজীবের যাহাতে রুচি, যে-কোন বস্তুজীবের যাহা কল্পনা, সেই কল্পনায় বিশ্বাসের নামে যে ধর্ম্মান্ধতা এবং যাহাদিগের ধর্ম্ম-মত যে-কোন বাস্তবসত্যের বিরোধী, তাহাদের পক্ষে সেইরূপ ভাবে ভগবদুপলব্ধির (?) সহনাই 'কৃষ্ণসেবা',—ইহা কিরূপ 'কৃষ্ণসেবা' বুঝা যায় না। কোন ধর্ম্ম-মতে যদি গো-মাংস ভক্ষণই ভগবদুপলব্ধির (?) সহায়ক হয়, কোন ধর্ম্মমত-বিশেষে যদি জীবাত্মার অস্বীকারই তাহার পক্ষে ধর্ম্মসাধন হয়, তবে তাহাই কি তত্তৎধর্ম্মমতবাদীর পক্ষে 'কৃষ্ণসেবা' (?) হইবে? উহা কিরূপ 'কৃষ্ণে'র সেবা? শাস্ত্রে 'অসুর কৃষ্ণে'র নামও শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মার অস্তিত্বই ঠিক, না আত্মার অনস্তিত্বই ঠিক, ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণই ঠিক, না গোমাংস-গ্রহণই ঠিক? উভয়ই সত্য হইলে বাস্তব সত্য কোন্‌টি? 'উভয়টিই স্ব স্ব অধিকারে বাস্তবসত্য'—সমন্বয়বাদীর এই কথা কি বাস্তব সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা নহে? প্রজ্ঞের সামাজিক বা রাজনৈতিক একতা, ব্যবহারিক বিরোধ প্রভৃতি অজ্ঞাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সমন্বয় করিবার ছলে সত্যে মৌজামিল দেওয়াই কি 'কৃষ্ণসেবা'? কৃষ্ণসেবায় এইরূপ বাহ্য মৌজামিলও নাই বা সংঘর্ষও নাই। যেখানে সকল আশ্রিত বস্তুই এক পরাৎপরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্বার্থে পরিচালিত, সেখানে 'বিরোধ' বলিয়া কিছুই নাই। ব্যবহারিক শিষ্টাচার বা বন্ধ-রাহিত্য 'লৌকিক সভ্যতা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না; উহা কৃষ্ণসেবা নহে, সামাজিক সম্ভোগময় প্রজ্ঞের-নাস্তিকতা।

"প্রভাতের অরুণ রবি, সূর্য্যাংশুপাত বন্ধুরা, মহাসাগরের অম্বুরাশি" প্রভৃতি নয়নতৃপ্তিকর প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্ভোগকে 'ভগবৎপ্রেম' বলা যাইতে পারে না; তাহা এক প্রকার প্রজ্ঞের আত্মভোগ বা প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিশুদ্ধতা-সম্ভোগের নামে প্রকৃতিভোগ-পিপাসা। যাঁহারা প্রকৃতিকে, বিশ্বকে বা কার্য্যকে সর্ব্বকারণকারণ ভগবানের

সহিত একাকার করিয়া প্রচ্ছন্ন চরম নাস্তিকতার পথে ধাবিত, যাঁহারা সবিশেষ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বিমুখ, তাঁহারাই ঐরূপ প্রকৃতি বা বিশ্বের উপাসনাকে 'ভগবদুপাসনা' বলিয়া থাকেন। **বিশ্ব কিছু ভগবান্ নহেন; কার্য্য কিছু কারণ নহেন। প্রকৃতি কিছু প্রকৃতির অধীশ্বর নহেন; মায়া কিছু মায়াধীশ নহেন।**

ভক্তিশাস্ত্রে বিশ্বরূপের উপাসনাকেও ভক্তির মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। গীতার ১১শ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের উপাসনার কথা আছে, সেই বিশ্বরূপ কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ নহেন, তাহা **প্রাকৃতরূপ**। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"অবয়ব-সংস্থানৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদিসন্নিবেশৈরেবাকৃতিবিশেষৈঃ বিরাড়াকারঃ প্রকল্পিতঃ। যথা—হরিবংশসন্নিবেশস্তথৈব পাতালমেতস্য হি পাদমূলমিত্যাদিনা **নবীনোপাসকান্ প্রতি মনঃস্থৈর্য্যায় প্রখ্যাপিতঃ। ন তু বস্তুতস্তেষাং তদ্ভাজনমিত্যর্থঃ।**" অবয়ব-সংস্থান অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদি সন্নিবেশ-দ্বারা বিরাট্ আকার প্রকল্পিত হয়। নবীন উপাসকগণের মনঃস্থৈর্য্যের জন্যই ঐ বিরাট্ রূপের উপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে; উহা কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল তাঁহার অঙ্গ নহে।

বিশ্বরূপ-দর্শন অর্জ্জুনের অভিপ্রেত ছিল না বলিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন,—

* * *

তেনৈব চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ (গীঃ ১১।৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইয়া নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করাইলে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥
(গীঃ ১১।৫১)

কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দ নরাকৃতিই তাঁহার নিজ-রূপ—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীঃ ১১।৫৪)

অর্থাৎ অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ভগবানের সেই নিজস্ব রূপ জ্ঞাত ও পরিদৃষ্ট হয়। এতৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণসন্দর্ভের ৮২ সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"নরাকার-চতুর্ভুজরূপস্যৈব স্বকীয়ত্বনির্দ্দেশাৎ। **তদ্বিশ্বরূপং ন তস্য সাক্ষাৎস্বরূপমিতি স্পষ্টম্।**"

অর্থাৎ নরাকার চতুর্ভুজরূপেই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। **এইজন্য বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে,** ইহা স্পষ্টই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব প্রাকৃতিক ভোগ্যদৃশ্য-সম্ভোগকে, অধিক কি, বিরাট্রূপ দর্শনে চিন্ত-নিয়োগকেও 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' বলা যাইতে পারে না।

অশ্বিনী বাবুর 'ভক্তিযোগে' লিখিত হইয়াছে,—"প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা।" ভাগবত-শাস্ত্রে এইরূপ বিচারকে অভক্তিযোগের চরম বলিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা প্রাকৃত—প্রাকৃতের চিন্তা, ধ্যান প্রভৃতিও প্রাকৃত। **প্রাকৃত বস্তুর লীলা নাই, তাহার অনিত্য ক্রিয়া মাত্র দৃষ্ট হয়।** মনের দ্বারাই প্রাকৃতবস্তুর চিন্তা ও ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু **কৃষ্ণভক্তি জড়মনের কার্য্য নহে।** এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণে ভক্তিযোগের কথা বলিতে গিয়াই প্রতিপদে 'অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত' শব্দের প্রয়োগ করিয়া আমাদের বহির্ম্মুখ প্রাকৃত সাহজিক বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়াছেন। ভক্তিযোগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥
(ভাঃ ১।২।৬)

যাহা অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য, তাহা ভগবান্ নহে, আর অক্ষজবস্তুর সম্ভোগও ভক্তি নহে। **প্রকৃতির নির্জ্জলতা-সম্ভোগ, প্রাকৃতিক সুষমা-সম্ভোগ বা প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য-ভোগ-পিপাসা দর্শ-প্রবণতা-ছলনার মনোহর অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হইয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে বঞ্চনা ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়।** যেখানে যে বহু দেবতার উপাসনার কথা আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তি নহে। ধর্ম্মের

আধিম অবস্থায় ও নবীন উপাসকগণের জন্য ঐরূপ একটি অধিকার আছে সত্য, কিন্তু "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—এই ঋক্ মন্ত্রে একমাত্র-পরমপদ অধোক্ষজ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দিব্যসূরিগণের নির্ম্মল আত্মার যে লালসা, তাহাই ভক্তি। যখন উপাস্তবস্তুর ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য্য আমাদের আত্মাকে অধিকতর আকর্ষণ করে, তখনই তাহা কৃষ্ণসেবা।

একটি অপরিচিত পত্রের উত্তর

(২)

পত্র-লেখক বোধ হয়, কোন সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের বক্তৃতায় শেষাংশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, "I could not hear in it even of a passing reference to the life and teachings of Chaitanyadeva or to any of the writings of the Gaudiya Vaishnava School. Only some Sanskrit verses from the Bhagabat Purana were recited, as in a duet, by way of exposition of the Madhyamicbad, which is said to be a contribution of Madhwacharyya to the Vaishnava Philosophic thought."

পত্র-লেখকের যে সুশিক্ষিত ও সজ্জন বন্ধুর গৃহে ক্রমাগত কএকদিবসব্যাপী ঐ সকল উপদেশ হইয়াছিল, তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সকলেই পত্র-লেখকের ঐরূপ উক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও সারবত্তা ও সত্যতা স্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই সেই মহাপুরুষের মুখে শ্রীচৈতন্যের নাম এবং তাঁহার জীবনী ও শিক্ষার কথাই শ্রবণ করিয়াছেন। পত্র-লেখকের ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া দুইটি গল্প মনে হইতেছে। এক সময় কোনও হাকিম তাঁহার রায় দিবার সময় বলিতেছিলেন, 'রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য চোর নহে'। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই সময় বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বেই মনে মনে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, হাকিম তাঁহাকে চোর বলিবেন। তাই হাকিম 'রামচন্দ্র চোর' মাত্র সাহেবের এই কথাটি শুনিবামাত্রই অর্থাৎ "নহেন" কথাটি বলিবার পূর্ব্বেই বিচারালয় হইতে বহির্গত হইয়া হাকিমকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। নিজের অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতা-হেতু যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাকিমের শেষ বক্তব্য শুনেন নাই, তাহা তাঁহাকে কেহই বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না।

এক দরিদ্রা বিধবা বহু কষ্টে তাঁহার একমাত্র পুত্র-সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। বালকটি যখন ইংরাজী স্কুলের সপ্তম মানে উঠিয়া "Let ABC be a triangle" পড়িতে লাগিল, তখন ঐ বিধবা স্ত্রীলোকটি বালকের শিক্ষককে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পুত্র অতি নিম্ন শ্রেণীতে পড়িবার কালে যে A B C D পড়িয়াছে, ছেলে সপ্তম মানে উঠিবার পরও শিক্ষক সেই A B C D-ই পড়াইতেছেন। সুতরাং শিক্ষকের A B C D ছাড়া অন্য জ্ঞান নাই—উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষকতায় তিনি অযোগ্য।

পত্র-লেখকের বিচারও অনেকটা ঐ জাতীয়। তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক গৌরজনের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বা জীবনীর নাম-গন্ধও শুনিতে পান নাই; শুনিতে পাইয়াছেন কেবল ভাগবত পুরাণের শ্লোক-ব্যাখ্যাকালে মধ্বাচার্য্যের মতবাদের ও দর্শনের বিবৃতি। তিনি সেই সকল কথা শ্রবণে যতটুকু সময় দিয়াছিলেন, যতটা ধৈর্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশ নিজে একবারও করেন নাই। পত্র-লেখক মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু কতটা সুনীচ ও সহিষ্ণু হইলে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করা যায় ও হরিকীর্ত্তন বুঝা যায়, তাহা তিনি মহাপ্রভুর জীবনী হইতে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন কি? মহাপ্রভুর জীবনী, শিক্ষা ও ভাগবতপুরাণ একই বস্তু—ইহাই স্বয়ং মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন,—

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

দুই শাস্ত্র-দ্বারা দেয় ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
(চৈঃ চঃ আ ১৭৮, ৯৯)

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবত।
যা'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১৮)

পত্রলেখক শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্রৌত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং তাহার পূর্ণ আদর এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাহা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্প্রকাশিত করিয়াছেন। পত্র-লেখকের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি ঐরূপ বীতস্পৃহা কেন, বুঝিতে পারা গেল না। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য বলেন,—

আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়-ধামা যতিমৌলিরাস্যে।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

পত্র-লেখক আরও জানাইয়াছেন যে,—"It is well-known that except as Nimai Pandit and later on, except when definitely challanged by some pedant, Chaitanyadeva was averse to entering into philosophical discussions and disputes. It was not his aim to establish a system of philosophy or build a religious science."

পত্র-লেখকের এই উক্তি ইতিহাসবিরুদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব আচার্য্য-লীলায় আদর্শ-প্রদর্শনকালে সর্ব্বত্রই দার্শনিক বিচার করিবার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্যের আদর্শ ও স্বজনানুশীলনের আদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা পত্রলেখক শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা-রাজ্যের বহির্দ্দেশে থাকিয়া আদৌ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার্য্য-লীলায় আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাঁহারা জগজ্জীবের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাঁহারা যদি নাস্তিক, মায়াবাদী, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, কুযোগী, অভক্ত পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের নিকট কেবল প্রেমের ক্রিয়া-মুদ্রা প্রদর্শন করেন, বা স্বজন-বিতরণের ছলনা দেখান, তাহা হইলে তাহা কি মর্কটের নিকট রত্নমুক্তা-বিতরণের কার্য্য হইয়া যাইবে না? কামুক সম্প্রদায় প্রেমের মর্ম্ম কি প্রকারে বুঝিবে? এজন্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-লীলায় প্রেমপ্রচারণ ও পাষণ্ডদলন—এই উভয় লীলাই যুগপৎ দৃষ্ট হয়,—

প্রেম-প্রচারণ, আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েন প্রথম॥
(চৈঃ চঃ অ ৩।১৪৮)

শ্রীচৈতন্যদেব কেবল যে স্বয়ংভূ প্রমাণী ব্যক্তিগণের মতবাদ-নিরসনের জন্যই দার্শনিক বিচারে প্রবেশ করিতেন, অন্য সময় দার্শনিক বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ছিলেন, তাঁহার লীলা ও শিক্ষায় যদি কিছু ইহা পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব যখন লোকশিক্ষার্থ প্রয়াগে এবং কাশীতে শ্রীরূপ ও সনাতনকে আচার্য্যোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকার দার্শনিক বিচারের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রতিদ্বন্দ্বী (?) শ্রীরূপ বা সনাতনের ভ্রান্ত (?) মতবাদ নিরসনের জন্য?

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিহ, তিঁহ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥"
(চৈঃ চঃ ম ২০শ পঃ)

প্রভৃতি যে-সকল দার্শনিক বিচার বেদান্ত-দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা কি শ্রীচৈতন্যদেব কেবল স্বয়ংবোদ্ধার মতবাদ নিরসনের জন্যই বলিয়াছিলেন? শ্রীসনাতন-শিক্ষা-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু যৌবললীলা ও মহিষীহরণ-লীলার মাহিকত্ব এবং মায়াবাদের বিরুদ্ধে, কর্ম্ম-যোগাদ্য, অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ব্রতীর নানা চেষ্টা, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসঙ্গত্বের প্রতিপক্ষে কি কোনও কথা বলেন নাই? যে সনাতন-শিক্ষা শ্রীচৈতন্যশিক্ষা ও জীবনীর মেরুদণ্ড, তাহা দার্শনিকবিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে যাবতীয় অসদ্মত-নিরসনের সাক্ষাই পাওয়া যায়। রায় রামানন্দের সহিত আলোচনা-কালেও মহাপ্রভু রসতত্ত্বের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি নাম।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে॥
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি॥"
(চৈঃ চঃ ম ৮।১৫১—১৫৫)

প্রভৃতি যে সকল আলোচনা রসতত্ত্বের প্রসঙ্গে তাঁহার রামানন্দের সহিত হইয়াছিল, তাহা কি দার্শনিক বিচার ও আলোচনা নহে ?

যাঁহারা রস বা প্রেমকে সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত ও বিচার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের সেই কল্পিত রস বা প্রেমের আদর্শ প্রাকৃত কাম বা সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কুরস বা বিরস মাত্র। পত্র-লেখকের ন্যায় শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির ঐরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আদর্শে প্রীতি আমরা কখনই আশা করিতে পারি নাই। যদি শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও শিক্ষা দার্শনিক আলোচনা ও শিক্ষা হইতে পৃথকই হইবে, তাহা হইলে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের শ্রীভাগবতামৃত, বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি বা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভ, সর্ব্বসম্বাদিনী প্রভৃতি বহুগ্রন্থ আমরা কেবল আবর্জনার চিত্রই দেখিতে পাইতাম, কোন দার্শনিক বিচার বা যাবতীয় অসদ্বস্তু-নিরসনের আদর্শসমূহ দেখিতে পাইতাম না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্য-লীলা লিখিতে গিয়া তাঁহার গ্রন্থের প্রথম ছয় অধ্যায় এবং মধ্যে ও অন্তে সর্ব্বত্র এত দার্শনিক বিচার ও অসদ্বস্তুমতবাদ-সমূহ নিরসনের অবতারণা করিতেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে এইরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽহপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেয়মাসতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥
(আ ২।১)

পত্র-লেখক যাহাকে "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" মনে করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা হইতে বহু দূরে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে শ্রীচৈতন্যের সেই অপ্রাকৃত প্রেমের সুদার্শনিক ও সুবৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন।

পত্র-লেখক বাঙ্গালার মাটির সহিত যে শ্রীচৈতন্য-দেবের ভাবুকতার সাহজিক সম্বন্ধ ও মধ্ব-দর্শনের স্বাভাবিক অসহযোগের কথা বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাকৃত ও বিকৃত কল্পনা। 'প্রেম' মাটির কিনিষ নহে, মাটির সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহা 'কাম'। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম কেবল বঙ্গদেশের জন্য নহে, তাহা নিখিলব্রহ্মাণ্ডের সকল চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্তি বা প্রেম দেহের ধর্ম্ম নহে, মনেরও ধর্ম্ম নহে, উহা নির্ম্মল পরিশুদ্ধ আত্মার নিত্যধর্ম্ম।

পত্র-লেখক মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহকে একটি সংস্কারযুক্ত আন্দোলন মনে করিয়া ভ্রান্তিপথে চালিত হইয়াছেন। মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় সংস্কারক নহেন; তাঁহাদের কার্য্য—শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ও প্রচার—যাহা শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে জনসাধারণের নিকট বিকৃত আদর্শে রূপ ধারণ করিয়াছে—যাহা 'সবকাত্তা' মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেই বিকৃত আদর্শকে পুনরায় তাহার স্বরূপে প্রকাশ ও সংস্থাপন করা।

গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানকে প্রথাকথিত ও বিকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিযোগি-প্রতিষ্ঠান বলিয়া ভ্রান্তি গৌড়ীয়-মঠের শিক্ষার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই প্রমাণ করিতেছে। গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া —ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা অনুধাবন না করিয়া তৎসম্বন্ধে সমালোচনা বা কটাক্ষ করিবার প্রয়াস সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আশা করা যায় না।

পত্র-লেখক আর একটি কথা লিখিয়াছেন যে, মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন নাই—"Noteven Madhwacharyya (মধ্বাচার্য্য) is known to have had ever considered it necessary to establish monasteries (Maths) for the purpose of preaching the Vaishnava faith. In their times Madhwa and Chaitanya could have founded any number of Maths simply by wishing it. They had, among their adherent

and disciples, men of wealth and influence of various grades, who would have done anything to fulfil the wish of their Guru. But the Guru wished nothing from them except to be left in peace and their own good."

মহাচার্যের আবির্ভাব-স্থান ও লীলাক্ষেত্র পাঠকা ও উড়্পীতে গমন করিলে এখনও শ্রীমাধ্ব-মঠসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধ্বাচার্য গোপীচন্দনের অভ্যন্তর হইতে যে নবকলেবর-মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ধনিধনন-স্থান ও মন্থনদণ্ডসহযুক্ত শ্রীমূর্তির সেবা তিনি তাঁহার আটজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের উপর ন্যস্ত করেন। আজিও উড়্পীতে শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীকৃষ্ণমন্দির, কৃষ্ণাপুরমঠ ও পাজক মঠ, পূর্বদিকে কাণুরমঠ; দক্ষিণে পেজাবর মঠ, পূর্ত্তিগে মঠ ও অদমার মঠ; পশ্চিমে পেজাবর মঠ, উত্তরাদিমঠ, পলমারমঠ, রাঘবেন্দ্র-মঠ ও আর্কটমঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব আচার্যমাত্র ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে আচার্যের কার্য্য মঠাদি স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার আবেশে তাঁহার অনুগত যে-সকল মহাপুরুষ আচার্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা লোক-কল্যাণের জন্য মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থল পুরীতে, বৃন্দাবনে আচার্যগণের মঠ, মন্দির ও বিভিন্ন প্রচার-প্রতিষ্ঠান এখনও ইহা প্রমাণ করিতেছে। পুরীতে গৌড়ীয়-গোস্বামিবৃন্দের সাতাসনমঠ, মহাপ্রভুর আবাসস্থান বলিয়া বিদিত কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীজীব গোস্বামীর মঠ, শ্রীসিদ্ধবকুলমঠ, শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ, টোটাগোপীনাথের মন্দির প্রভৃতি এবং ব্রজমণ্ডলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদন-মোহনের মন্দির, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীরাধারমণের মন্দির, গৌড়মণ্ডলে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মন্দির, শ্রীপাট খেতুরীতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ, গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মন্দির প্রভৃতি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ও সমসাময়িককালে শ্রীহট্ট-মায়াপুরে বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীঅদ্বৈত-সভা', মথুরায় গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীব্রজধামপ্রচারিণী সভা', শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'বামহট্ট' প্রভৃতি অসংখ্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-প্রচার-প্রতিষ্ঠান বিরাজিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে শুনিতে পাওয়া যায়—

এক মঠ করি' তাহা করহ স্থাপন।
বহ শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জন॥

(চৈঃ চঃ ম ৪।৩৮)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের বাদশাদিত্যা-টিলায় পুরাতন এক মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানের জন্য স্থান-নির্বাচন ও তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন,—

"বাদশাদিত্যাটিলায় এক মঠ পাইলা।"

(চৈঃ চঃ অ ১৩।৭৫)

বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও ইতিহাসে 'মঠ' শব্দটি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলে আমরা 'মঠ' শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম না। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের আবাস-স্থান বা শ্রীমন্দিরকেই 'মঠ' বলে। ভগবদ্ভক্তগণ তথায় অবস্থান করিয়া অহরহ হরিকথা কীর্তন ও অনুশীলন করেন। তাহাতে ভোগী, বিষয়ী ও সাধারণ ব্যক্তিগণেরও সেই হরিকথা-কীর্তন শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সাংসারিক কার্যে ব্যস্ত ভোগী ও বিষয়ী ব্যক্তিগণ হরিকথা শুনিবার জন্য সর্বদা হিমালয়ের গহ্বরে, বা হায়দ্রাবাদের জঙ্গলে, কিংবা মুঙ্গেরবনের নির্জন কাননে সাধুর অন্বেষণে যাইতে পারেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সেইরূপ সাধুর সন্ধানের জন্য প্রণোদিত হন না। বিশেষতঃ অজ্ঞাতকুলশীল অনিকেত সাধুবেশধারী ব্যক্তি বুরুজক, ঠগ্ অথবা প্রকৃত সাধু কি না, তাহা সকলে ধরিতে পারে না। কিন্তু লোকালয়ে, রাজার সুশাসিত রাজ্যের মধ্যে সাধারণের সুবিধার জন্য যদি হরিকীর্তনধ্বনি থাকে, তাহা হইলে সকলেই সাধুর অকৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়া সর্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণসুযোগ পাইতে পারেন। এজন্যই কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, চাকা, ময়মনসিং, কটক, লণ্ডন, বার্লিন হইতে আরম্ভ করিয়া নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, আলাল-

নাথ, রামকেলি প্রভৃতি নির্জ্জন তীর্থস্থান পর্য্যন্ত, আবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি জনসমাকীর্ণ বা যাত্রিসমাগম-বহুল তীর্থস্থানেও শ্রীচৈতন্যমঠের হরিকীর্ত্তন-প্রচারবাণী স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য, যেন হরিকীর্ত্তন-পরায়ণকে সর্ব্বপ্রকার লোকের দ্বারে দ্বারে ও সম্মুখে আনিয়া তাঁহাদের শ্রবণের সুযোগ সুলভ করিয়া দেওয়া। একান্ত হরিকথাবিমুখ, অনাদিবহির্ম্মুখ, আত্মম্ভরী, আধ্যক্ষিক, ইন্দ্রিয়জ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিগণের প্রতি এরূপ বিপুল করুণার উদাহরণ কোনযুগে হইয়াছে কি না, ধৈর্য্য ও ধৈর্য্যের সহিত না ভাবিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে যাওয়া আত্মঘাতের চেষ্টা নহে কি ?

পত্রলেখক লিখিয়াছেন, যে গুরু শিষ্যের বিত্ত হরি-প্রচারে নিযুক্ত না করিয়া তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেন তিনি তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ গুরু। শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি এই জাতীয় ব্যক্তি মনে করিয়াছেন ! কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেব ঐরূপ জীবহিংসা হইতে বহু দূরে ছিলেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাক্যকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা নবম পরিচ্ছেদের সেবাংশ পাঠ করিলেই পত্র-লেখক জানিতে পারিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব কোন দৈহিক বা মানসিক পরোপকারের কথা বলেন নাই, একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, কৃষ্ণসেবায় সকলকে আহ্বান করিয়া 'জীবে দয়া' বা পরোপ-কারের শ্রেষ্ঠ আদর্শে সকলকে ব্রতী হইতে বলিয়াছেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১-৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেককে প্রচারক হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন,—

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এই মত বার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১৩০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ প্রতাপরুদ্রকে বিষয়িজ্ঞানে প্রথমতঃ দর্শন দান করেন নাই। কিন্তু প্রতাপরুদ্র যখন তাঁহার সমস্ত বিষয় বৈষ্ণব-সেবায় ও হরিকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দান ও কৃপা বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতাপ-রুদ্র শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকসূত্রে বিষ্ণুর সেবা করিতেন; কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা এবং হরিকীর্ত্তন প্রচারের সেবা ব্যতীত বিষয় কেবল বিষ্ণুর অর্চ্চনে নিযুক্ত হইলেও উহার কুবিষয়ত্ব নিঃসংশয়িতরূপে বিদূরিত হয় না,—ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ ভক্তগণের প্রতি প্রতাপ-রুদ্র প্রচুর সেবা-বৃত্তি প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন দান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছাতেই প্রতাপরুদ্র পরবর্ত্তিকালে উড়িষ্যাপ্রদেশের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের বাণী-প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ প্রতাপ-রুদ্রের গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে প্রতাপরুদ্র রামানন্দ রায়কে নিশ্চিন্তভাবে মহাপ্রভুর সেবার জন্য রামানন্দ রায়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়ের ন্যায় সমস্ত বেতন ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র তাঁহার সমস্ত বিত্ত গৌরভক্ত ও গৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর যে-সকল গৌড়ীয় ভক্ত নীলাচলে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সেবায় প্রতাপ-রুদ্র তাঁহার অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন, তথায়ও প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু ও তাঁহার সেবকগণকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতেন। এই ত' গেল মহাপ্রভুর কথা। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোস্বামী আচার্য্যগণ তাঁহাদের শিষ্য বা অনুগত ব্যক্তিগণের অর্থ-বিত্তাদি মঠ-মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া কেবল তাঁহাদের ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রের সেবায় নিয়োগ করিবার আদর্শ প্রদর্শনের দ্বারা শিষ্যগণের প্রতি হিংসা বিধান পূর্ব্বক কোন দিন তাঁহাদের অবহেলা করেন নাই। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে,—

নিজ-শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিলা॥
(চৈঃ চঃ অ ১৪।১৩১)

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু নিজ-শিষ্যকে আদেশ করিয়া গোবিন্দের মন্দির, বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি স্বর্ণভূষণ প্রস্তুত করাইয়া কি পত্রলেখকের মতানুসারে শিষ্যের শাস্তিভঙ্গ করিয়াছিলেন?

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরকে, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু নিজ-শিষ্য বৈদ্যনাথ তনয়দেব বাঁকাইচন্দ্রকে আদেশ করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পত্র-লেখক এই সকল পারমার্থিক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন কি?

সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় না করিলে কেবল লৌকিক বিদ্যার্জ্জন, লৌকিক অর্থার্জ্জন ও লৌকিক পাণ্ডিত্যের অসমিকা-বলে ধর্ম্ম-জগতের কথা আলোচনা করিতে গেলে যেরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয়, পত্র-লেখক সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বিষয়ীর কুবিষয়ের জাঁকজমক ও অর্থকে হরিসেবা বা হরিকথা প্রচারের ঐশ্বর্য্য ও অর্থের সহিত সমান মনে করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব রূপ-শিক্ষায় যে ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের মধ্যে ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, সদ্‌গুরু পদাশ্রয় না করার ফলে পত্র-লেখকের তাহা বুঝিতে অসমর্থতা হইয়াছে। অর্থ, বিত্ত, আড়ম্বর বা ঐশ্বর্য্য এই-গুলির কি কোন সদ্ব্যবহার হইবে না? ইহা কি কেবল সাধুগণের (?) দ্বারা কাকবিষ্ঠার ন্যায় বিবেচিত হইয়া ভোগিকুলের ভোগবর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধ্বংস বা নরকের পথের যাত্রী করিবে? আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদানগুলি কি কেবল ভোগীর বিলাসিতাই বর্দ্ধন করিয়া তাহাদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করিবে? বৈদ্যুতিক আলোক কি কেবল বারবনিতার গৃহে, রঙ্গালয়ে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর চলচ্চিত্রে বা জাগতিক নীতি ও পরার্থিতার নামে যে সকল প্রচ্ছন্ন-ভোগবস্তুগুলি জন্মিতেছে, তাহারই পরিচর্য্যা করিবে? দেবতার মন্দিরে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে, হরিকীর্ত্তনের সহায়তার জন্য কি তাহার সদ্ব্যবহার হইবে না? মোটরযান, এরোপ্লেন, ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেণ প্রভৃতি কি কেবল ভোগীর বাসনাপিণ্ড বহন করিয়াই—তাঁহাদিগের বিলাসিতা বর্দ্ধন করিয়াই ভোগী মানবকুলকে ধ্বংসের মুখপাত্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে? তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য কি ঐসকল যান-বাহন ভগবন্নামকীর্ত্তন-প্রচারকারিগণের রথস্বরূপ হইয়া—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আনুকূল্য করিয়া ভুবনমঙ্গল বিধান করিবে না? একথা ত' আমরা গৌড়ীয়ের স্তম্ভে শতবারই আলোচনা করিলাম। কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার সংস্পর্শে শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিও কি এতদূর শঙ্কাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা এসকল কথা ধরিতে পারেন না? রামানুজ-সম্প্রদায়ের আদর্শ দিব্যসূরির অন্যতম তিরুমঙ্গই আলবার শ্রীরঙ্গনাথের প্রাকার নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার চারিটি শিষ্যের সংযোগে হরিসেবাবিমুখ ধনশালী ব্যক্তিগণের সমস্ত বিত্তকে লুণ্ঠন করিয়াও কিরূপে তাহাদের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন, তাহা 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থ পাঠ করিলে এখনও জানিতে পারা যায়। কাবেরীর উত্তর-শাখার কোল্লিড্‌ন্ (Coleron) নামক স্থান আজ কি ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কি পত্র-লেখক জানেন না?

কোন বিধর্ম্মী সম্রাট্ তাঁহার দিল্লীর রাজপ্রাসাদের চূড়া হইতেও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গোবিন্দদেবের মন্দিরের চূড়া অধিকতর উচ্চ ও জাঁকজমকযুক্ত দেখিয়া ঈর্ষাবশে তাহা ভাঙ্গিয়া (?) দিয়াছিলেন। ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের নট-মন্দির বা হরিকীর্ত্তনস্থলীর জাঁকজমক আমাদেরই ভোগাগার গৃহের জাঁকজমকের ন্যায় মনে করা বা বিষ্ণুকে অচেতনবস্তু ও বিষ্ণুর প্রতিভূ চেতন বৈষ্ণবকে আমাদের ভোগের প্রতিযোগী মনে করা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের কোন অধিবাসী, বিশেষতঃ সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতে কিছুতেই আশা করা যায় না। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের মন্দির ও মঠসমূহ দর্শন করিলে আমাদের কূপমণ্ডূকতা-ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। রোমের সেণ্ট্ পিটারের গির্জ্জা, ইংলণ্ডের সেণ্ট্ পলের গির্জ্জাতে ত' পাশ্চাত্যদেশবাসী জাতীয় সম্পৎ জানিয়াই গৌরব করিয়া থাকেন।

পত্র-লেখক তাঁহার অধিকারোচিত আলোচনা করিলে তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার সীমা অতিক্রম করিতেন না। কিন্তু তিনি যে বিষয় নিজে অনুশীলন করেন না, স্বয়ং আচরণ করেন না, তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া কি সমীচীন হইয়াছে? তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক প্রকার আচরণের দোহাই দিয়াছেন; কিন্তু সেই আচরণের কয়টি

তিনি তাঁহার নিজ-জীবনে আচরণ করেন? শ্রীচৈতন্যদেব নিজ-যুবতী ভার্য্যা, অন্যান্য মাতা, বিপুল আত্মীয়-স্বজন, বয়েস—সমস্ত রাখিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন-প্রচার ও অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হরিসেবা-ব্যতীত অন্য কোন আগন্তুক কর্ত্তব্য যথা মাতা-পত্নীর ব্যবহারিক সেবা, অর্থার্জ্জন প্রভৃতি আদৌ প্রয়োজনীয় বোধ হয় নাই। পত্র-লেখকের জীবন কি সেই আদর্শেই চালিত হইয়াছে? ধর্ম্মচর্চ্চা এমন কিছিন মহে, বা ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে বুঝাও এমন একটি ব্যাপার নহে—যাহা নিজ-জীবনে অনুক্ষণ অকপটে কোন অকৃত্রিম নিত্যমুক্ত নিয়ামকের নিয়মবদ্ধে আচরণ ও অনুশীলন না করিয়া কেবল দুই চারিটি বাহিরের কথা শিখিয়া ও তাহা বহুজন করিয়া ঐ সকল বিষয়ের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা লাভ হয়।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" অর্থাৎ কামুকগণ সর্ব্বত্রই কামিনী দর্শন করে,—এই ন্যায়ানুসারে আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ উচ্চ শিক্ষা, মনীষা, স্বাবলম্বনবৃত্তি, পার্থিব-নীতি প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়াও ভগবদ্ভক্তকে নিজেদের মতই ভোগী বা ত্যাগী মনে করেন। এজন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-লেখকগণ বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।
　　•　　•　　•
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।"

প্রদ্যুম্নমিশ্রের ন্যায় রামানন্দকে দেখিয়া, গদাধর পণ্ডিতের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখিয়া, নবদ্বীপবাসী পড়ুয়ার শ্রীচৈতন্যদেবকে গোপীময় রূপ করিতে দেখিয়া যেরূপ ভ্রম বা ভ্রমের অভিনয়ের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ভ্রম যে আধুনিক নাস্তিক্যশিক্ষায় শিক্ষিত আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের হইবে,—ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

পত্র-লেখক লিখিয়াছেন,—খড়ের গৃহে বাস করাই বৈষ্ণবতা। তাঁহার মতে চৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, গদাধরাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই খড়ের গৃহে বাস করিতেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবকে থাকিবার জন্য খড়ের গৃহ দিয়াছিলেন কি না, আর প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যকে খড়ের গৃহে রাখিয়া স্বয়ং রাজপ্রাসাদ ভোগ করিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে পত্র-লেখকের কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, আমাদের জানিবার কৌতূহল হইয়াছে। শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পুরুষোত্তমগণ কিন্তু নিজের প্রাসাদে বাস করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর জন্য খড়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই বা শ্রীজগন্নাথের পূজার ডাঁকঘরকেও কিছু কম করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবকে বহু ব্যঞ্জনে আহার করিতে দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের এবং মহাপ্রভুর গৃহ হইতে শিলীলিকার নিষ্ক্রমণ দেখিয়া রাঘবেন্দ্রপুরীর ঈর্ষা হইয়াছিল; তাঁহারাও মহাপ্রভুকে পত্রলেখকের ন্যায়ই তাঁহাদের মনোযোচনার আসামী করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য দুই পত্নীর কর্ত্তা এবং বহু সন্তানের পিতা ও পোষণ-কর্ত্তা ছিলেন। নিত্যানন্দের অঙ্গে এত মণিমুক্তা ও স্বর্ণের অলঙ্কার ছিল যে, তাহা দেখিয়া কতিপয় দস্যু ও চোরের লোভ হইয়াছিল। ইঁহারা কিরূপে খড়ের গৃহে বাস করিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক বৈষ্ণব-ইতিহাসের কোথায়ও পাওয়া যায় না। তবে নিত্যানন্দ যখন তাঁহার বহু শিষ্যসমভিব্যাহারে রাঘবেন্দ্র খাঁর গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন রাঘবেন্দ্র খাঁ তাঁহার সুন্দর অট্টালিকা নিত্যানন্দের বাস-যোগ্য মনে মনে করিয়া দুর্গন্ধপূর্ণ গোশালায় সপার্ষদ নিত্যানন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বৈরাগীর আবার তাহা অপেক্ষা ভাল স্থান কি হইতে পারে! তখন নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন,—

"সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
যেই গোবধ করে, তার যোগ্য হয়॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় ১৪৬)

শ্রীমধ্বাচার্য্য বহু শিষ্য করিয়াছিলেন, তিনি যখন যেখানে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তাঁহার সহিত বহু শিষ্য থাকিতেন এবং তাঁহারা আচার্য্যের সেবা করিয়া ধন্য হইতেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈভব, শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈভব প্রভৃতি যাঁহারা দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধুত্বের আদর্শ-সম্বন্ধে কূপমণ্ডূকতা-ধর্ম্ম বিদূরিত হয় না।

পত্র-লেখক ব্যক্তিগত জীবন এবং আচার্য্যের কার্য্য ও সম্প্রদায়বৈভবকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। স্বয়ং সদ্‌গুরু-নিয়মিত বৈষ্ণব-জীবনে প্রবেশ না করিলে ঐরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত ভজনকারীর অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট যান-বাহন, অর্থ, ভূমি, মঠ, মন্দির—কিছুরই

প্রয়োজন নাই; কিন্তু যেখানে সমষ্টির মঙ্গলের জন্য বহু লোক মিলিয়া সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী রচিত হয়, সেখানে প্রতিষ্ঠান-গঠন ও সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণব-প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার বিশিষ্ট স্থান আছে,—ইহা বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্যক্ষ আদর্শ-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

পত্র-লেখক শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমধ্বাচার্য্য বা শ্রীরূপ-সনাতনকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া, তাঁহাদিগকে অনিকেত রাখিয়া, তৃণের শয্যায় শোয়াইয়া বা বৃক্ষের তলে বাস করাইয়া কি শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য বিষ্ঠা ভোগীর পাদদেহকে সুরুহৎ অট্টালিকার দুগ্ধফেননিভ শয্যার মধ্যে স্থাপন করাই ঐসকল বস্তুর অধিকতর সদ্ব্যবহার মনে করেন? সেদিন কোন এক বিষয়ী ব্যক্তি যখন কলিকাতা হইতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে আসিতেছিলেন, তখন সেই গাড়ীতেই কোন মহাপুরুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"যিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন, তিনি আবার কিরূপ সাধু।" তাহা শুনিয়া একটি সুবিচক্ষণা মহিলা উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি ঐরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির দেহকে উত্তম গাড়ীতে বহন করাইয়া বা উহাকে রক্ষা করিয়া জগতের কি হিত হইবে? কিন্তু ঐ মহাপুরুষের দেহ রক্ষিত হইলে—ভগবানের নিত্য-মন্দির-স্বরূপ সেই দেহ রক্ষিত হইলেই ত' সমগ্র জগতের অশেষ কল্যাণ হইবে। সুতরাং উত্তম যান-বাহন বা উত্তম পুরস্কারাদি তাঁহাদের জন্যই প্রস্তুত হওয়া দরকার। উহা ভোগিগণকে ব্যবহার করিতে দিলে তাহারা আরও অধিক ধ্বংসপথের যাত্রী হইয়া পড়িবে।" বুদ্ধিমতী মহিলার এই উত্তর কি উচ্চশিক্ষিত আধ্যক্ষিক পুরুষনামধারিগণের বুদ্ধির অন্তরায় শিক্ষক হইবে না? শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়া যে আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা নিজ-জীবনে সেইরূপ আদর্শ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কিন্তু সন্ন্যাসী সাজিতে প্রস্তুত নহি; শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজ-জনগণকেই সন্ন্যাসী সাজাইতে উদ্গ্রীব! ইহা অপেক্ষা আত্মবঞ্চনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু প্রকৃত ভক্তগণের বিচার অন্যরূপ। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে সন্ন্যাসী মানেন না, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে, শ্রীরূপ-সনাতনকে বৃক্ষতলে স্থাপন করেন না, শ্রীচৈতন্যের শ্রীঅঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার, তাঁহার মস্তকে মণিমাণিক্য-খচিত স্বর্ণ চূড়া, পরিধানে মূল্যবান্ বস্ত্র-দ্বারা সজ্জিত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অশ্বরথেরী শ্রীমন্দিরে সংস্থাপন করেন, তাঁহাকে হস্তী-পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করেন। আত্মদৈন্য করিয়া যে শ্রীশ্রীসনাতনরূপপ্রভু অনিকেত অবস্থায় বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি প্রাসাদবিহারী শ্রীমন্দিরে স্থাপন করিয়া থাকেন। **আচার্য্য-লীলা-প্রদর্শনকালেও মহাপুরুষগণ শিষ্যগণকে ও লোকসমূহকে আচার্য্য-পূজা শিক্ষা দিবার জন্য শিষ্যের ঐরূপ সেবা স্বীকার করিয়া লোক-কল্যাণ করিয়া থাকেন।** গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের অযথা উপচারে ভক্ত-গৃহে ভিক্ষা-স্বীকার, সেবকগণের নানা পরিচর্য্যা-স্বীকার—কেবল লোককে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পূজা শিক্ষা-দানের জন্যই। সেবা-রাজ্যের অন্তরমহলে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, অত্যন্ত বহির্দেশে থাকিয়া ঐরূপ প্রলাপের মূল্য কতটা, তাহা সুধী-সমাজের বিচার্য্য।

পত্র-লেখক আরও কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিতে হইলে কএকটি পুস্তক রচিত হইয়া পড়ে। ঐসকল কথার উত্তর পত্র-লেখকের ন্যায় দীন ব্যক্তিগণের জন্য 'গৌড়ীয়'-পত্রের স্তম্ভে বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তবে সেই সকল উত্তর বুঝিবার মত সেবা অর্থাৎ ভগবানে শরণাগতি আবশ্যক; দ্বিতীয়তঃ 'বুঝিয়াও বুঝিব না'—প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তিকে সত্য বুঝান' অসম্ভব। তাই যামুনাচার্য্যের ভাষায় বলিতে গেলে আবার বলিতে হয়,—

"তত্রাপ্যজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরাত্মনতো দোষঃ।"

অর্থাৎ ঐরূপ উক্তিতে পত্র-লেখকের অজ্ঞানই অপরাধী, কিন্তু আমুমান্ লেখকের কোন দোষ নাই। আশা করি, লেখক সরল ও নিষ্কপট হইলে আমাদের উত্তরগুলিকে অন্যভাবে দর্শন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে পারিবেন। কারণ, আমাদের কোন-প্রকার ব্যক্তিগত আক্রমণের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই, যাথবস্তু-জ্ঞাপনই আমাদের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা, তাহা না করাই কর্ত্তব্যলঙ্ঘন ও জীব-হিংসা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরহ-মহোৎসব

দিল্লীতে—দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ঠাকুরের পুষ্পমাল্যাদি বিমণ্ডিত আলেখ্য-সমক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদিতে বিপ্রলম্ভাত্মক পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর সমবেত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। **আমলাযোড়ায়**—শ্রীপদ্মাশ্রমে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীযদুনন্দন ব্রহ্মচারীজী শ্রীল ঠাকুরের দান সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। প্রায় দুইশত লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ঘনেশ্যাম ও ঘড়িয়াল দাদাধিকারী প্রভৃতির সেবোৎসাহ প্রশংসনীয়। **ব্রাহ্মণপাড়ায়**—শ্রীপদ্মাশ্রমে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য পূজা, তাঁহার মাহাত্ম্য-পাঠ, কীর্ত্তন ও ভগবৎপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিরহোৎসব সম্পন্ন হয়। রতনপোতা নিবাসী শ্রীযুত হীরালাল দাস ও কৃষ্ণদাসাধিকারীর সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়। **বালিয়াটিতে**—শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরহ-তিথি-পূজা-উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত একটি সভায় শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বিপ্রলম্ভতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" গ্রন্থ পারায়ণ করেন। ভোগারাত্রিকান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বালিয়াটির ভক্তিমন্ত জমিদারবর্গ, স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। **ময়মনসিংহে**—ময়মনসিংহ বড়বাজারস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে ৭টা হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পারায়ণ আরম্ভ করেন। রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য জীবনী বর্ণন করেন। ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

স্যর দেবপ্রসাদ

ভারতের উজ্জ্বলরত্ন বিদগ্ধজনবরেণ্য স্বর্গপ্রাপ্ত সজ্জন মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (কেটি) ব্রহ্মবর্চ্চস মহোদয় কিছু দিন হইতে রোগশয্যায় শায়িত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পীড়ার অবস্থা কিছু উপশমের দিকে যাইতেছে শুনিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিতেছি। দেশে বিদেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকার্য্যে তাঁহার আনন্দ, উৎসাহ ও সহানুভূতিপ্রকাশের কথা আমাদের 'গৌড়ীয়ে'র স্তম্ভে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ও চিরকাল থাকিবে। আমরা তাঁহার নিরাময় ও দীর্ঘজীবনের জন্য সকাতরে যুক্তকরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। তিনি রোগমুক্ত হইয়া আবার আমাদিগকে উৎসাহিত করুন, ইহাই শ্রীপাদপদ্মে আমাদের পুনঃপুনঃ প্রার্থনা।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কটক-শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক সাধারণ মহোৎসব গত ১৬ই জুলাই রবিবার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আকাশের অবস্থা সমস্তদিনই ভাল ছিল। সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। সহরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্বামীজীর পাঠ-শ্রবণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে মধুপুরের রাজাসাহেব, ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্স্ জজ, গভর্ণমেণ্ট্ প্লীডার, ব্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ব্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন, ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার মিঃ সমিয় (Mr. Samiya), রতন এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দে প্রভৃতি এবং বহু অধ্যাপক, ছাত্র ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ যোগাসন মহারাজ ও অন্যান্য মঠসেবকগণের সুব্যবস্থায় উৎসবের যাবতীয় কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ৭ই জুলাই রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের তত্ত্বাবধানে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামীজী উৎসবের দুই দিবস পূর্ব্বে পুরী হইতে তথায় আগমন করেন। ৮ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড হইতে শ্রীভুবনেশ্বর-মাহাত্ম্য ও মহাপ্রভুর ভুবনেশ্বর-দর্শন প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া ভুবনেশ্বরবাসী ও তীর্থযাত্রীদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক ঘণ্টা কাল একটি বক্তৃতা দেন। উৎসব দিবসে পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন ও ভোগরাগাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমাগত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও কাঙ্গালীগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার মন্দির-নির্ম্মাণকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও সহকারী ভক্ত রসিক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

গত ১২ই জুলাই শুক্রবার শমন একাদশী তিথিতে রাত্রির শেষভাগে প্রায় ৩॥০ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অন্তরদ্বি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত 'অন্য ভক্ত শ্রীপাদ বজ্রেশ্বর দাসাধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধরের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। প্রয়াণ-কালে তাঁহার বয়স আনুমানিক কালগণনায় সপ্ততিতম বর্ষেরও অধিক হইয়াছিল। বগুড়া জেলার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে—সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক প্রায় ষষ্টিবৎসরকাল একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাদ্বারা তাঁহাদের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কৃষ্ণেতর বিষয়-সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিষয়ে কিরূপ প্রীতি হওয়া আবশ্যক, গুরুসেবকের জীবন কিরূপ তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণুতার আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত, তদনুধাবনে ব্রত তাঁহার জীবনে একটি প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। অতি প্রাচীন বয়সেও শ্রীগুরুদেবের আদেশপালনে আমরা তাঁহার নবীনের ন্যায় উৎসাহ দেখিয়াছি। তাঁহার স্মরণশক্তিও খুব প্রখর ছিল। তিনি বহুদিন কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গ্রন্থবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠেও কিছুদিন ছিলেন। গত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে ভক্তিবল্লভ প্রভু নানাভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশে তিনি কিছুকাল বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে থাকিয়া ভজন করেন। অতঃপর তিনি অন্তরদ্বি-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রয়াণে আজ আমরা তাঁহার সঙ্গাভাবজন্য অন্তরে বিশেষ বাথা অনুভব করিতেছি। "কৃপা করি' কৃষ্ণ তাঁহার দিয়াছিলেন সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হইল সঙ্গ ভঙ্গ।"

১০ই জুলাই শনিবার বেলা প্রায় ১১॥ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত আর একজন গৃহস্থ ভক্ত ১৮নং কলেজষ্ট্রীটস্থ সেন বর্ম্মণ কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন মহোদয় পরলোক গমন করেন। ইনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগী না হইলেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় ইহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইহার সহধর্ম্মিণীও পরমা ভক্তিমতী। ইঁহার অনুরোধক্রমে মঠরক্ষক শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু স্বয়ং ও তাঁহার অনুজ্ঞামতে শ্রীপাদ জগগোপাল ভক্তিসাধক মহোদয় তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করাইয়া আসিয়াছেন। বেলা প্রায় ২॥ ঘটিকায় ইঁহার দেহ যখন সৎকারার্থে শ্মশানে নীত হয়, তখন গৌড়ীয়মঠের কএকজন ভক্ত খোলকরতাল-যোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানপর্য্যন্ত গমন করিয়া তথা হইতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমরা তাঁহার সঙ্গাভাব-জন্য ব্যথিত। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের হৃদয়ে কৃষ্ণানুশীলনের প্রবৃত্তি জাগরূক করিয়া তাঁহাদের চিত্তে শান্তি প্রদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বগুড়ায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২৩শে জুন রাজিলিং হইতে বগুড়ায় গমন করিয়া ২৪শে জুন বগুড়ার মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত নলীগোপাল দত্ত মহাশয়ের আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ করেন। ২৮শে জুন স্বামীজী হিন্দুধর্ম্মসভা-গৃহে 'পরমার্থ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ২৭শে ও ২৮শে জুন মহোপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত সভাগৃহে ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ক বক্তৃতা দেন। ২৯শে জুন টাউনহলে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামীজী তাঁহার ইংলণ্ডে প্রচারের অভিজ্ঞতা বর্ণন করিয়া ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। এই দিবস স্বামীজীর বক্তৃতার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপজীও 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টা কাল একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৩০শে জুন বগুড়ায় হিন্দুসভা-গৃহে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের উদ্যোগে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একবিংশবিরহ-তিথি-সম্মানোপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় একটি উচ্চ বেদীর উপর শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমালো বিভূষিত করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা-বর্ণন-মুখে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১লা জুলাই মাদলার জমিদার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের আহ্বানে স্বামীজী ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ প্রভৃতিসহ তদ্গৃহে গমন করেন। ঐ দিবস মহোপদেশক ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপজী রায়সাহেবের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। পর দিবস (২রা জুলাই) রথযাত্রা বাসরে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বগুড়ায় প্রচার-কালে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্টে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন সরকার এম্-এ, বি-এল; স্থানীয় হিন্দুসভার সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহাল বি-এল; তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সাহাল বি-এল; সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র মৈত্র চৌধুরী এল-এম্-এস্, এম-এস্-সি; মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

১৩শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৪২; ২৭শে জুলাই, ১৯৩৫ { ৫০শ সংখ্যা।

ত্রয়োদশবর্ষের পুনরাবৃত্তি

'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষের পুনরাবৃত্তি বলিতে আমাদের প্রতি গুরু-গৌড়ীয়ের শিক্ষা ও আমরা আমাদের জীবনকে সেই শিক্ষার পথে ত্রয়োদশবর্ষকাল কতটা পরিচালিত করিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি বা হিসাবনিকাশ বুঝায়। ত্রয়োদশবর্ষের সূচনায় ('গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায়) শ্রীল প্রভুপাদের "স্ব-পর-মঙ্গল" শীর্ষক প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া আমরা কতটা আত্মমঙ্গল বরণ অর্থাৎ স্বয়ং আচার-প্রচার ও সেই আদর্শের দ্বারা অপরকে পরম মঙ্গলের পথে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই ত্রয়োদশ বর্ষের উপসংহারে আমাদের আলোচনার বিষয়।

"স্ব-পর-মঙ্গল" প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের দুর্দৈব দেখিয়া গভীর হৃদয়-বেদনার সহিত বলিয়াছিলেন,—

"আজ দ্বাদশ সৌরবর্ষ-পরিমিত একযুগ কাটিয়া গেল। নিজের অহিতাকাঙ্ক্ষী জনগণ অহিতকেই 'হিত' বলিয়া ও বুঝিয়া নিজের প্রকৃত হিতকে বরণ করিলেন না। তাই গৌড়ীয়ের গভীর হৃদয়-বেদনা এই যে, এইরূপ অনর্থময় কার্য্যেই তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যাইতেছে, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছাইতেছে না। সেই বাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্টাভাস বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে না। কারণ, তাঁহারা গৃহব্রত থাকিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, গৃহস্থ হইতে পারেন নাই। গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণভজন করিতে না পারায় অধোক্ষজবস্তু তাঁহাদের বোধগম্য হয় না।"

শ্রীল প্রভুপাদের সেই মঙ্গলাচরণের মঙ্গলময়ী বাণী ত্রয়োদশ-বর্ষ-শেষে পুনরাবৃত্তি করিয়া দেখিতেছি,—"আমি যে তিমিরে, সে তিমিরেই।" তাঁহার সেই বাণী কর্ণে প্রবিষ্টাভাস বলিয়া লক্ষিত হইলেও আমার অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়াছে কোথায়? কারণ, গৃহব্রত থাকিবার বুদ্ধিই

যে একান্ত বধমূল হইয়া রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের কর্মিত ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত, সেই মুখ নৌকাবাহকগণের নোঙ্গর না তুলিয়া নৌকা-চালনের উদ্যমের কথাই আজ ত্রয়োদশ-বর্ষের শেষে মনে হইতেছে। তের বৎসর যা তদোধিক কাল ধরিয়া নৌকা চালাইবার উদ্যম দেখাইলাম; কিন্তু নৌ-কর্ণধারের মূল কথাটি শুনিলাম না,—"আগে জড়া শক্তির নোঙ্গর উঠাও।" যতই সময় যাইতেছে, নোঙ্গর ততই মাটির তলে গিয়া আরও ভাল করিয়া বসিতেছে—আরও দৃঢ় করিয়া মাটি আঁকড়াইয়া ধরিতেছে।

ত্রয়োদশ বর্ষের উত্তরার্দ্ধের সূচনায় অর্থাৎ 'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষের ২৬শ সংখ্যায় গত সাড়ে বার বৎসর যা তদোধিক কাল যে সকল সেবার অভিনয় করিয়াছি, তাহার একটা আংশিক খতিয়ান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়ীয়ের সেই "সেবার খতিয়ান" যখন আবার ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে পুনরাবৃত্তি করিতেছি, তখন দেখিতে পাইতেছি,—ত্রয়োদশ বর্ষের প্রবৃত্তির দিন শ্রীল প্রভুপাদ যে স্ব-পর-মঙ্গলের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে কার্পণ্যঃ বঞ্চিত থাকাই আমার স্বভাবগত ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেবার খতিয়ানই কেবল প্রস্তুত করিতেছি, কেবল শুভেচ্ছাই পোষণ করিতেছি, কেবল আত্মদৈন্যই দেখাইতেছি, কিন্তু বাস্তব আচরণে—বাস্তব জীবনে—বাস্তবতার সেবার প্রকৃত অনুশীলন করিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা নাই! "স্ব-পর-মঙ্গল" প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—

"পার্থিব গ্রাম্য 'হিতবাদী' ও অপ্রাকৃত হিতবাদী 'গৌড়ীয়'—ইঁহাদের মধ্যে আসমান জমিন্ ফারাক্"। আরও বলিয়াছিলেন,—"ব্রজের পথে পরিক্রমাকারী গৌড়ীয় সংসার-পথের পথিক নহেন। গৌড়ীয় জাগতিক অনুপাদেয়তা, ক্লেশ, পরিচ্ছেদধর্ম্মের অবরতা প্রভৃতি ও চতুর্ব্বিধ কাপট্যের (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা) দিকে নক্ষত্রবেগে ধাবিত জীবগণের বেগ রুদ্ধ করিতেছেন। যাহাতে সকল জীবই ব্রজপথের পথিক হন, ব্রজরাজ নন্দনন্দনের ও বৃষভানুকুমারীর মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণ করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণ-বিষয়ে অকৃত্রিম অমন্দোদয়-দয়াপরবশ হইয়া জীবকুলের নিকট যে বাণী প্রচার করেন, তাহা কি আমাদের বাধিয়া অপনোদন করিবে না?"

আজ ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে আমাদিগের জীবনের পুনরাবৃত্তি করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাই? আমরা কি আমাদের বধিরতাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছি? আমাদের কি কর্ণবেধ হইয়াছে? কর্ণবেধ হয় নাই বলিয়াই পার্থিব গ্রাম্য হিতবাদ ও অহিতবাদের প্রতি বধির হইতে পারি নাই। গৌড়ীয়গণ জাগতিক ভক্তাভক্তের কথায় বধির,—ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবত জানাইয়াছেন। কিন্তু আমরা বধির হইয়াছি অপ্রাকৃত হিতবাদ শ্রীচৈতন্যের বাণী বা গৌড়ীয়ের বাণীর প্রতি! এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের বাণী তাঁহার অনর্পিতচরী অমন্দোদয়া করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদের বাধির্য্য অপনোদনের জন্য কতই না চেতনকথা কীর্ত্তন করিলেন। এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যে গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করাইয়া আমাদিগকে সংসার-পথ হইতে গৌড়ীয়ের পথে—ব্রজের পথে পরিচালিত করিবার জন্য কতই না অপ্রাকৃত হিতোপদেশ দিলেন। তথাপি আমাদের বাধির্য্য অপনোদিত হইল কৈ? আমরা সাধারণ বিষ্ণুভক্তদেরই দীক্ষিত হইতে পারিলাম না, ছঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, অপ্রাকৃত ব্রজ-ভজনের সর্ব্বোচ্চ কথা ও অপ্রাকৃত ব্রজ-জনগণের সঙ্গ কি করিয়া লাভ করিব? "গৌড়ীয়ে"র নিকট হইতে এই তের বৎসর যাবৎ আমাদের অনর্থের আবর্জ্জনা-স্তূপ অপসারিত করিবার শত শত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমরা কি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-প্রবৃত্তির বিশেষ গূঢ় কথাসমূহ শুনিবার বা বুঝিবার আশা করিতে পারি?

যাঁহারা প্রকৃত সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন নাই, কিংবা যাঁহারা "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" নীতির অনুসরণকারী, তাঁহারা বলিতে পারেন, "গৌড়ীয়ের কেবল লোকের ভালমন্দ-বিচার, সমালোচনা, নানাপ্রকার তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-বিচার—এসকল শুষ্ক আলোচনাই দেখিতে পাওয়া যায়; রসরাজ, ভাবরাজ বা প্রেমরাজ্যের কোন কথা, রাধাকৃষ্ণের

বিহার, গোপ-গোপীর সহিত তাঁহার নানাপ্রকার প্রেম-কেলির কথা 'গৌড়ীয়ে' দেখিতে পাওয়া যায় না।" কিন্তু জগতের প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন লোক আমরা যে অনর্থ-আবর্জ্জনায় আকণ্ঠকূপে পতিত, সেই সকল অনর্থরূপ হইতে উহাদের জন্যই "গৌড়ীয়"কে তের বৎসর ধরিয়া অধিকাংশ সময়ই অনর্থনিবৃত্তির নানাপ্রকার উপদেশ দিতে হইতেছে। আবার তৎসঙ্গে কৃত্রিম ও কপট ভাবুকতাবাদী, ইচ্ছেপাকা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়েরও মঙ্গল ও কোমলশ্রদ্ধকে তাহাদের দুঃসঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার শত শত উপদেশ দিয়াও "গৌড়ীয়ে"র কার্য্য শেষ হইতেছে না। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তির নিকট জীবের অনর্থ-নিবৃত্তির পরের কথা বলিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে কি?

শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যেই কার্ত্তিক মাসে মথুরায় দামোদরব্রতের নৈষ্ঠিক অনুশীলনে সকলকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া যে-সকল অর্থ-প্রবৃত্তির কথা—অষ্টকাল ভজনের কথা বলিয়াছিলেন ও অধিকারী ব্যক্তিগণকে প্রলোভিত ও সকলকে নানাভাবে সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সত্য সত্যই গ্রহণ করিয়াছি কি?—সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছি কি?—অর্থ-প্রবৃত্তির পথে প্রবৃত্ত ও পরিনিষ্ঠিত থাকিতে পারিয়াছি কি?—না, অ-র্থের পথেই প্রবৃত্ত রহিয়াছি! ইহা একবার অন্তরে নিষ্কপটভাবে অনুসন্ধান করিলেই ত' বুঝিতে পারিব।

ত্রয়োদশ বর্ষের পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া যদি আমাদের নিজের জীবনের চরিত্রকে শুদ্ধভাবে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যোজন করিতে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে 'পণ্ডোপদেশে পাণ্ডিত্য' কেবল গ্রাম্য-সাহিত্যিকগণের "অন্তঃসারশূন্যা বহিরাড়ম্বরাঃ সভায়াং বৈদগ্ধীং দধতঃ" নীতির অনুসরণের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠার সম্ভারস্বরূপ "লোকদেখান" পোষা তোতা'র ছলনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে না কি?

এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যে আমাদের কত কত অকৃত্রিম বান্ধব এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা তাঁহাদের গুরুসেবার আদর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই দুঃসঙ্গপূর্ণ জগতের শত সহস্র আকর্ষণ হইতে টানিয়া রাখিতে পারেন,—এরূপ কত নিষ্কপট গুরুদেবক বৈকুণ্ঠ-দূতের ন্যায় কিছুকাল জগতে প্রকাশিত হইয়া স্ব স্ব ধামে চলিয়া গেলেন—জগতের কপটভূয়ত্ব, কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্যান্য সকল উদ্যমের অকিঞ্চিৎকরতা শিক্ষা দিয়া গেলেন, তথাপি আমাদের ঐকান্তিকী চরিতার্থতার জন্য—গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণের জন্য প্রচেষ্টার উদয় হইল কৈ? এখনও জগৎসঙ্গযোগের পিপাসা তাহার দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তি লইয়া হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে, এখনও প্রতিদিন কতটুকু হরিসেবায় অগ্রসর হইলাম, তাহা অনুধাবন করিবার পরিবর্ত্তে জগতের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কতটা উন্নত হইলাম, তাহারই হিসাব নিকাশ করিতেছি! গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্রে আমাদের যে মাটিয়া বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহা ঘের করিয়া 'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবিগ্রহের আবির্ভাব হইল। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ বর্ষে 'সরস্বতী-জয়শ্রী' আবির্ভূত হইলেন। 'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় কার্ত্তিক-ব্রতের উদ্‌যাপন করাইলেন। 'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হইল। 'গৌড়ীয়ে'র ত্রয়োদশ বর্ষে চাকার আশ্রম উন্মোচন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের চাকায় শুভবিজয় হইল; ময়মনসিংহে আচার্য্যসিংহের সত্তানির্যোষ বিঘোষিত হইল। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ বর্ষে যোগপীঠের নবনির্ম্মিত মন্দিরে অধোক্ষজ বিষ্ণু ও অধোক্ষজ গৌর-নারায়ণ অধিষ্ঠিত হইলেন। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদ পরার শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষে তুর্য্যধ্বনিঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের বাণী প্রচারিত হইল। গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা বোম্বাইয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা-গোবিন্দ অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুপাদ তথায় পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিলেন। তথাপি "গৌড়ীয়ে"র বাণী অনুসারে আমাদের আচরণ নিয়মিত হইল কোথায়?

"গৌড়ীয়ে"র ত্রয়োদশ বর্ষে স্বগোষ্ঠী ও সাধারণ লোকের জন্য কএকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসরণে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। "স্ব-পর-মঙ্গল" (১।১), "দংস্রাগ ও বিপ্রলম্ভ" (২।১১), "বৈকুণ্ঠ ও অপ্রাকৃত জগৎ" (৪।৩৪), "সারস্বত-শ্রবণ-মনন" (৭।১০০), "বড়াই ও যথেচ্ছ বাদ" (১১।১৩১), "শ্রীমথুরায় দামোদরব্রত" (১১।১৩৪), "রেখা ও শব্দ" (১১।১৩৯), "মথুরায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও কার্ত্তিকব্রত" (১২।১৮৪), "অষ্টকাল লীলা

(১৩।১২৩), "শ্রীধুবরাজ শ্রীল প্রভুপাদের চরিতকথা-প্রসঙ্গ" (১৪।২০৯, ১৬।২৪১ "চন্দ্রসরোবর, পয়াসৌনি, গৌরীতীর্থ ও বৈঠগ্রাম" (১৬।২৪৪), "শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি" (১৭।২৫৭), "বেণু ও বপু" (১৯। ২২৮), "গৃহী ও ত্যাগী" (২০।৩০৫), "শুদ্ধেচ্ছা ও বাস্তব সেবা" (২১।৩২১), "প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা" (২৩। ৩৫৩), "পরিপ্রশ্ন বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি" (২৪।৩৬৯), "সেবার অভিমান" (২৬।৩৯০), "কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে" (২৭।৪০৯), "আচার্য্যের কৃপাগ্রহ স্বতন্ত্র-বিতন্ত্র কৃপাবৈশিষ্ট্য-কুসুমস্তবক" (২৯।৪৪২), "চাকায় শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ" (৪০।৪২২), "আলেখ্য" (৪১। ৪৩৮, ৪২।৪৬৪), "অযোক্ষজ ও অপ্রাকৃত" (৪২।৪৪৪), "দার্জ্জিলিং-শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ" (৪৩।৪৭০), "ভক্তি-বিনোদ-সম্বন্ধে" (৪৪।৪৯৭), "দার্জ্জিলিংএ হরিকথা-প্রসঙ্গ" (৪৫।৭০২, ৪৭।৭৪১), "বৈধ-বর্ণাশ্রম" (৪৭।৭৩৪), "কৃপা কি রকম" (৪৮।৭৫৫) প্রভৃতি কতকটি প্রবন্ধ আমাদের জন্য বিশেষ মূল্যবান্; এতদ্ব্যতীত সাধারণের জন্য অনেক-গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ ত্রয়োদশ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে' স্থান পাইয়াছে।

প্রতি বর্ষের পূর্ব্বার্দ্ধে ও উত্তরার্দ্ধে 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ ও চিত্রসূচীসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত 'গৌড়ীয়ে'র সপ্তম বর্ষের শেষে সাত বৎসরের প্রবন্ধ-সমূহকে বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্গতভাবে লক্ষিত করিয়া একটি বিস্তৃত সূচীপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। আগামী চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাপ্ত হইলে আমরা দ্বিতীয় বর্ষ-সমূহের ঐরূপ একটি সূচী অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। এই সূচীটি গৌড়ীয়-জগতের বিভিন্ন তথ্য আলোচনা-কালে যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগী ও অনুরাগী, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। গত ত্রয়োদশ বর্ষের 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত অনেক বিশিষ্ট শব্দ ও পরিভাষা "বৈষ্ণব-সম্পুট" নামক অভিধানের মধ্যেও স্থান পাইতেছে।

শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের পাদপদ্ম 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-সঙ্ঘের প্রতি শক্তিসঞ্চারের মূল প্রস্রবণ। তাঁহারা সেই গোমুখী গঙ্গার স্রোতধারাই মস্তকে ধারণ করিয়া স্ব-মঙ্গল ও পর-মঙ্গলবিধানে শক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের কৃপাই তাঁহাদের নিত্য ঐকান্তিক ভজনের বস্তু হউক এবং তাহাতেই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক!

বর্ষশেষে সম্পাদক-সঙ্ঘ শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের বাণী-সেবকগণকে, পাঠক ও গ্রাহকগণকে যথোচিত অভিবাদন জানাইতেছেন। তাঁহারা সকলে সম্পাদক-সঙ্ঘকে 'গৌড়ীয়'-সেবায় উৎসাহ দান করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌড়ীয়নাথের বাণী-প্রচারে সহায়তা করুন। কারণ তাহাই জীবের চরম মঙ্গলের একমাত্র পথ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আগামী কল্য (২৮।৭।৩৫) প্রাতে বোম্বে হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ডক্টরেট

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের যে নব-যুগের উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের ভবি-দ্বাণীকে সাফল্যালোকে বিভূষিত করিয়া বিশ্বদরবারের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ব্যাপ্ত হইতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের শোভায় আকৃষ্ট করিবার জন্য যে মঙ্গলেচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাও আজ বাস্তবতায় পরিণত হইতেছে। আমাদের বিশেষ আদরের সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের "School of Oriental Studies" এর ছাত্ররূপে দুই বৎসরকাল বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক "The History and Literature of Gaudiya Valshnabas and their relation to other medieval Vaishnaba School". নামক একটি Thesis (রচনা, সন্দর্ভ) লিখিয়া লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি "ডক্টর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-

সিদ্ধান্তে বা বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক সিদ্ধান্তে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' লাভ বৈষ্ণব-ইতিহাসে এই প্রথম

লণ্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী
এম্-এ, পিএইচ্-ডি

আমরা বলিতেছি না যে, লণ্ডনের ডক্টরেটের দ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মহত্ত্ব কিছু বাড়িয়া গিয়াছে; তবে শুধু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহে, সমগ্র বাঙ্গালার, কেবল বাঙ্গালা নহে, সমগ্র ভারতের বিশেষ গৌরব অনুভব করিবার বিষয় এই যে, যে রাজজাতির নিকট বিজিত জাতির কোন মাহাত্ম্যের কথা সহজে স্বীকৃত হওয়া সম্ভব নহে, সেই রাজজাতির শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও বিজিত জাতির ধর্ম্মগ্রন্থের সুগভীরতায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা বাস্তব সত্যের দ্বারাই জিত হইয়াছেন। এই জয় পারমার্থিক বিজয়। জাগতিক শ্রেষ্ঠ মনীষাকে মান দান করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইবার ইহা এক সুকৌশল অস্ত্রচপূর্ব্ব-ব্যাপার। এই ব্যাপারের দ্বারা শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকই মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

যখন শ্রীসচ্চিদানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ-পূর্ব্বক লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে School of Oriental Studiesএর ডিরেক্টর Sir Denison Rossএর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন এবং যখন Sir Denison লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার অধ্যাপক Mr. Sutton Pageএর নিকট সচ্চিদানন্দকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেই তরুণ ও উদীয়মান সেবকের নিকট অধ্যাপক Page শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সত্যসত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক একটি কথা ডক্টরেট্ ডিগ্রীর এক একটি বিষয় হইতে পারে।" লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও বৃটিশ মিউজিয়ামের Oriental manuscript ও Printed booksএর অধ্যক্ষ Dr. L. D. Barnett সাহেবও ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীসচ্চিদানন্দের মুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অনেক নূতন, নূতন মৌলিক তথ্য ও সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। তাহার কারণ, পূর্ব্বে যে-সকল সাধারণ সাহিত্যিক বা পণ্ডিত মনীষী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা ও পুস্তকাদি ইংরাজীভাষায় সাময়িকভাবে লিখিয়াছেন এবং যাহা পাশ্চাত্যদেশবাসী অধ্যাপক ও মনীষিগণের উপভোগ্য হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যের পাদ-পদ্ম হইতে সাক্ষাৎ শ্রুত কথা হইতে রচিত নহে, তাহা জাগতিক মনীষা ও প্রতিভার দ্বারা আহৃত কৌতূহলের উপভোগ্য পুস্তকাদি-লভ্য আংশিক বিকৃত বিবরণ মাত্র। এইজন্য তাহাতে অবিকৃত সত্যসিদ্ধান্ত ও নবনবায়মান মৌলিকতাপূর্ণ চমৎকারিতা নাই। শ্রীসচ্চিদানন্দের এই সাফল্যে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের আত্মমর্য্যাদা-বোধসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই গৌরবানুভব করিবেন।

আজ তাঁহার এই সাফল্যের দিনে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের যে বাণী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীসচ্চিদানন্দের প্রতি তাঁহার পাশ্চাত্যদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে আশীর্ব্বাদ ও উপদেশরূপে বর্ষিত হইয়াছিল, সেই কথাই স্মৃতিপটে জাগিতেছে। সেই অমূল্য উপদেশ কণাকটি এখানে উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ, তুমি তোমার জ্ঞানের অভ্যুদয় হইতেই যোগপীঠ অগ্রজের অনুগ-সূত্রে জাগতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক কথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছ। সম্প্রতি তুমি আরও অধিক শিক্ষা-লাভের

প্রয়োজন বোধ করায় মঠের প্রচারকগণের সহায়তার জন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছ। তুমি পরমার্থের অনুকূল জীবন যাপন করিয়া 'শক্তা লাভ করিও এবং তোমার **সুশিক্ষার** ফল ভবিষ্যৎকালে **শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সেবায়** যাহাতে **নিযুক্ত** হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।"

ডক্টর শ্রীসবিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীর ডক্টরেট্ ডিগ্রীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি, তাহার আভাস শ্রীল প্রভুপাদের উপরি-উক্ত উপদেশের মধ্যে পাওয়া যায়। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট শ্রীরূপশিক্ষার "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" এই শ্লোক দুইটির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, সেইরূপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে ডক্টরেট্ উপাধির কি সার্থকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূল স্বরূপ ঐ শ্লোক দুইটির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, যাঁহারা 'ধারা'র প্রথম 'চাল' দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া দূরের চাল ধরিতে পারেন, সেইরূপ হরিসেবাচতুর সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এ বিষয়ের অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন। অজ্ঞতা বা মৎসরতা প্রভৃতি দোষ হৃদয়ে থাকিলে হরিসেবার অনুকূল বিচারসমূহ ধরা যায় না। যাহা হউক, আমরা গৌড়ীয়ের সেবক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ডক্টর শ্রীসবিদানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, সিএইচ-ডি'র এই কৃতিত্বকে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার যে 'সবিদানন্দ' নাম দিয়াছেন, আশা করি, সেই সবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানেই তাঁহার আনন্দ ও রুচি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইবে। ডক্টর শ্রীসবিদানন্দ তাঁহার যথা-সর্ব্বস্বের জন্য যে পরম পূজনীয় অগ্রজের নিকট চিরঋণী, যে অগ্রজের সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীসবিদানন্দ আচার্য্যবর্য্যের অবি-শ্রান্ত স্নেহ ও কৃপা-পুষ্ট, সেই মহামহোপদেশক আচার্য্যোত্তম শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর পদাম্বুজ-স্মরণে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় তাঁহার ত্বরান্বিতা নিযুক্ত হইবে, —ইহা আমরা সকলেই আশা করিতে পারি। আশা করি, তাঁহার এই ডক্টরেট্ পদবী তাঁহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভক্তিসিদ্ধান্তে একান্ত 'পারমার্থিক ডক্টরেট্' লাভের উদ্দীপনা অধিকতর জাগাইয়া তুলিবে। আমরা পুনরায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা ডক্টর শ্রীসবিদানন্দের Thesisটি গ্রন্থাকারে দেখিবারও আশা পোষণ করিতেছি। লণ্ডনের বিশিষ্ট সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, ঐ রচনা পাঠ করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলী একবাক্যে তাহার সর্ব্বোত্তমতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং ঐ সুবৃহৎ রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

গত ৭ই শ্রাবণ (১৩৪২), ২৩শে জুলাই (১৯৩৫) মঙ্গলবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বেলা প্রায় ২৷৷ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে একজন আদর্শ হরি-গুরু-বৈষ্ণব ও মঠসেবক ঢাকানিবাসী শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যসেবা-বৃত্তি হৃদয়ে লইয়া অপ্রকট হইয়াছেন। চাতুর্ম্মাস্যকালে, বিশেষতঃ যে তিথিতে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই তিথিতে উক্ত সেবকবরের নির্য্যাণ লাভ হয়।

শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ প্রভু তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্নমোহন রায় নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ঢাকার বিশেষ ধনাঢ্য ও সম্মানিত গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। জগতের সর্ব্ববিধ ভোগ-সম্ভার পরিপূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত থাকিলেও তিনি একান্তের জগতের অনিত্যতা ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নিত্যতা এরূপ সুদৃঢ়-ভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সহস্র বাধা-বিপত্তি, প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বেও তিনি একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত হইয়াছিলেন। জগদ্গুরুবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের সমস্তমুক্ত যাবতীয় বৈষ্ণবের, মঠবাসীর ও মঠের সেবাই তাঁহার জীবনের নিষ্কপট ও নীরব ব্রত ছিল।

তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বাহ্য পোষাকে গৃহবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেবার মধ্যে মঠবাসিগণের শ্রেষ্ঠতম সেবার আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বান্তঃকরণে মঠসেবা করিতেই স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বা কোনরূপ প্ররোচনা

দিয়া মঠের সেবা করাইতে হইত না, তিনি স্বাভাবিক রুচিবশেই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সমস্ত ঢালিয়া সর্ব্বক্ষণ অকপটে মঠসেবা করিতেন ও মঠবাসিগণের সেবার বিন্দু-মাত্র সাহায্য করিতে পারিলেও আপনাকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতেন।

তাঁহার সেবার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল—তিনি সেবা করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেন না এবং অধিকাংশ সময়েই নীরবে ও অপরকে না জানাইয়া সেবা করিতেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে গ্রন্থ-প্রচারের যত-প্রকার সেবা-কার্য্য হইয়াছে, তাহার সকলের মধ্যেই তাঁহার সেবা অগ্রণী ও অপরিহার্য্য বলিয়া গৃহীত হইবে। যখন "সজ্জনতোষণী-অষ্টমী" গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছিলেন, তখন সদ্গুরুপ্রভু তাঁহাতে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কেবল যে তিনি এত আন্তরিক শুভেচ্ছা পোষণ করিয়াছেন, তাহা নহে; সাধারণ মুটে মজুরের ন্যায় কাগজ-বহন-কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সেবাকার্য্য আনন্দের সহিত করিয়াছেন।

তাঁহার সেবার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁহার দায়িত্ব-জ্ঞান। লোক দেখাইয়া সেবার অভিনয় করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা অনেক সময় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন; কিন্তু স্বাভাবিক রুচি, আসক্তি ও অকপটতার সহিত মঠসেবাবৃত্তি তাঁহাতে সহজ ছিল বলিয়া তাঁহাকে যে-কোন দায়িত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করিলে তিনি তাহার পূর্ণাঙ্গ সাধন এবং সেই ব্রত উদ্‌যাপন না করা পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সেবার নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিতেন না।

তাঁহার সেবার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—সর্ব্বতো-মুখিতা। তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার দ্রব্য-সমূহ স্বয়ং স্কন্ধে পর্য্যন্ত বহন করিয়া বাজার হইতে আনিতেন, শাক-সব্জী নিজ-হস্তে আঁষাড় করিতেন, সকলকে প্রসাদ পরিবেশন করিতেন; আবার অন্যদিকে উৎসবে সকলকে নিমন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন বিতরণ, প্রেস্ হইতে বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রিত-করণ, সমাগত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা, কীর্ত্তনে যোগদান, মঠের রিনিষপত্র ও ভাণ্ডার-রক্ষা, বৈষ্ণবগণের পরিচর্য্যা, সকলের প্রসাদ প্রাপ্তির পরে উচ্ছিষ্ট পাত্র ও স্থানাদি সংস্কার—একাধারে সমস্তসেবা কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজে করিতেন, অথচ তাঁহার গৃহে তাঁহার সেবা করিবার জন্য ভৃত্যাদির অসদ্ভাব ছিল না; কিন্তু তিনি গৃহের সেই সকল আরাম ভোগ না করিয়া গুরুসেবক মঠবাসিগণকে সর্ব্বতোভাবে আরাম প্রদান এবং মঠের যাবতীয় সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন।

তাঁহার সেবার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁহার একাগ্রতা। তাঁহার স্বাভাবিক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে যে কত প্রকারে বিঘ্নপাদি করিতেন, মঠের সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার কত প্রকার যে প্রলোভন দেখাইতেন, তাহার ইয়ত্তা ছিল না; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত বেশী কথা বলিতেন না, অথচ মধুর বচনে এমন দুই একটি কথা বলিয়া দিতেন যে, সেকথার মধ্যে কত বড় যে তীব্র প্রতিবাদ, অকাট্যযুক্তি ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ-পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা তীব্র কশাঘাত থাকিত, তাহা ঐসকল ব্যক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিতেন; আর এদিকে সদ্গুরুপ্রভুও তাঁহার "মঠসেবা সে নিয়ম"—এই বাক্যকে একনিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেন।

মঠের চাঁদা সংগ্রহ, মঠের ভিক্ষা-সংগ্রহ, মঠের বাণী সকলের দ্বারে দ্বারে নিবেদন ও জ্ঞাপন, মঠের দৈনন্দিন সেবার সাহায্য, দ্রব্যাদি সংগ্রহ, মঠবাসিগণের সর্ব্বপ্রকারে সেবা, গ্রন্থ-বিভাগের সেবা ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিকর যাবতীয় সেবা তাঁহার দৈনিক উদ্‌যাপ্য ব্রত ছিল। তিনি দৈনিক এই সকল কার্য্য না করিয়া কখনও সময় ক্ষেপণ করিতে পারিতেন না। সেবা-কার্য্যে তাঁহার এতদূর তন্ময়তা ছিল যে, মঠসেবকগণ তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাকে তাঁহার শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, এমন কি, সময় মত প্রসাদাদি-গ্রহণে নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। তিনি বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বহু রাত্রি পর্য্যন্ত মঠের অতি নীচ সেবা করিতেন। অনেক সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া মঠসেবকগণ তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকারে তাড়না করিতেন, তথাপি তিনি সেবা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ ব্যক্তিগত কার্য্যান্তরে গমন করিতেন না।

মঠের কোন কিছু ভোগ করিব, মঠের সুবিধা লইয়া নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিব,—ইহা তাঁহার হৃদয়ের অন্তরালে কোথায়ও ছিল না।

"সর্ব্বতোভাবে মঠসেবা ও মঠসেবকগণের আনুকূল্য করিয়া জীবন ধন্য করিব",—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের অন্যতম প্রধানের অটুট অভিলাষ।

বহুবিধ সেবা-কার্য্যের মধ্যেও তিনি অতি মনোযোগের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতেন, নিয়মিতভাবে "গৌড়ীয় ও বৈষ্ণব-নবীয়া-প্রকাশ" অধ্যয়ন করিতেন ও হরিকথা-শ্রবণে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। কেবল তাহাই নহে, হয় ত' একখানি বৈষ্ণব-নবীয়া-প্রকাশ কোন গ্রাহককে দিবার জন্য তিনি নানাসেবা-কার্য্যের সহিত ৪।৫ মাইল পথ হাঁটিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। মঠের সেবার জন্য তিনি তাঁহার নিজের অর্থে একখানি দ্বিচক্রযান ক্রয় করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে সেই যানটি অপহৃত হওয়ায় পুনরায় তিনি নূতন যান ক্রয় করিয়া প্রতিদিন যেন মঠের পিয়নের ন্যায় অত্যন্ত নিয়মিতভাবে পাক্ষিক পত্র প্রভৃতি বিতরণ ও গ্রন্থ-বিক্রয়ের নানাপ্রকার কার্য্য এবং মঠের আনুকূল্য সংগ্রহাদি করিতেন। তাঁহার ব্যক্তিগত খাওয়া পরার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও মঠ হইতে তাঁহাকে কেহ কিছু দিতে পারেন নাই। ভগবৎপ্রসাদের কোন উত্তম দ্রব্য তিনি নিজে একটুকুও গ্রহণ না করিয়া সমস্তই বৈষ্ণবগণকে বিলাইয়া দিতেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও বিলাস-সম্ভার-গ্রহণ-দ্বারা আক্ষেপ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা তাঁহার আদৌ ছিল না। কি করিয়া মঠবাসী বৈষ্ণবগণের সেবা করিবেন—শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-প্রচার-কার্য্যে কখন কি ভাবে একটু সহায়তা করিতে পারিবেন,—ইহাই ছিল তাঁহার নিত্য অনুসন্ধান। তিনি নিজে গাড়ী ভাড়া দিয়া অপরের বাড়ীর লোককে মঠে হরিকথা শ্রবণ করাইতে আনিতেন। অনেক সময় অনেক নাস্তিকের নিকট গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া কোনরূপে তাহাকে মঠে লইয়া আসিতেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল—শ্রীগুরুদেবের অকাট্য সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলে অতি নাস্তিক পাষণ্ডও সেই সত্য গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ যেবারে চাকায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন, সেবারও তিনি কায়মনোবাক্যে প্রভুপাদের সেবা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমেই তাঁহার সেবা-বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল। এবৎসর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালেও তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে গিয়াও কেবল দর্শকমাত্র হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন না। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সঙ্গমুহৃদ্ প্রভুকে বিশেষ পাণ্ডিত্যজ্ঞানযুক্ত সেবক জানিয়া শ্রীধামে আগত কতিপয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সেবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা এবৎসর সঙ্গমুহৃদ্ প্রভুকে সভার সভাপদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের নবপরিকল্পিত মন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপনার্থ ঢাকায় শুভাগমন করিলে সঙ্গমুহৃদ্ প্রভু গোপনে ও নীরবে এত সেবা করিয়াছিলেন যে, তাহা খুব কম লোকেই জানিতে পারিয়াছেন। আমরা সাধারণে সে-সকল সেবার কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে শুভবিজয় করিলে সঙ্গমুহৃদ্ প্রভু ময়মনসিংহে গমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণীশ্রবণ ও নীরবে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়াছিলেন।

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত এই জগতে আমাদের যাহাতে যেন শেষ দেখা করিবার জন্য ও শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সেবায় সহায়তা করিবার জন্য তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি তীর্থ মহারাজের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ঢাকায় অবস্থান-কালে সঙ্গমুহৃদ্ প্রভু যেভাবে যে প্রচারের ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সেবার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। দার্জ্জিলিং বেড়াইবার জন্য বা দেশ দেখিবার জন্য তিনি দার্জ্জিলিংএ যান নাই। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ হরিকথা-প্রচারার্থ দার্জ্জিলিং যাইতেছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য যাইতেছেন, তিনি একাকী গমন করিলে রাস্তায় হয় ত' তাঁহার অনেক ক্লেশ হইবে, আবার মঠের কোন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে গেলেও মঠের নিত্যসেবার হয় ত' বিঘ্ন হইবে, মঠ-ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় হইবে,—এই ভাবিয়া তিনি গুরুপাদপদ্মের সেবক সন্ন্যাসিবরের কিঞ্চিন্মাত্র সেবা করিয়াও জীবন ধন্য করিব ও

তথায় গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিব,—এই বিচার লইয়া গৃহে কাহাকেও না জানাইয়া, এমন কি, তাঁহারই অনুগতা সহধর্ম্মিণীর নিকটও গোপন করিয়া বাঙ্গিলিঃ গিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য—মঠের সেবক ও বৈষ্ণবগণের সেবা। তিনি যে সঙ্কল্প লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্পের ফল সেখানে পাইয়াছিলেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবকগণের সেবার সাহায্য করিতে পারিয়া তিনি আপনাকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া তিনি আচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন প্রভুর সহিত ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবার পর তাঁহার আর গৃহের অন্ন গ্রহণ করিতে হয় নাই। যদিও তিনি গৃহের পত্নী ও পুত্রগণকে সদাচারসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মঠের অতি সাধারণ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ভগবৎপ্রসাদ উচ্ছিষ্টকেই আদর করিতেন। তিনি ঢাকায় যে কয়দিন অবস্থানাভিনয় করিয়াছেন, সেই কয়দিবস মঠস্থসেবক বা তাঁহার জাগতিক অভিভাবকগণ ও আত্মীয়স্বজনের নিকট কেবল শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও সকলকেই গুরুচরণাশ্রয় করিবার জন্য নানাকথা বলিয়াছিলেন। এই কএক দিবস মঠস্থ ভক্তবৃন্দ দেখিলে কেবল যুক্তাঞ্জলি হইয়া তিনি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অন্তিম-শয্যার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্য উপস্থিত করিলে তিনি যুক্তাঞ্জলি হইয়া কেবল হরিনাম ও আচার্য্যপাদপদ্ম ধ্যান করিয়াছেন,—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।

তাঁহার আরও কত সেবা করিবার যে সঙ্কল্প ছিল, তাহা কেবল তাঁহার সঙ্গলাভ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার ভাব ও আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন। কেবল মঠের লোক নহেন, যে-কোন লোক তাঁহাকে একবার দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার গুণমুগ্ধ হন নাই, এরূপ লোক দেখা যায় না। তাঁহার হৃদয়ে কুটিলতার লেশ মাত্র ছিল না, সরলাদলিতাব, কাহারও সহিত বাদ-বিসম্বাদের স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও কেহ কোন দিন দেখেন নাই। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কর্কশ কথা বলিলেও তিনি কখনও তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, বরং মাথা পাতিয়া তাহা আশীর্ব্বাদ ও কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণকেই তিনি মনঃপ্রাণে তাঁহার স্বজাতি মনে করিতেন। তাঁহার সেবার সঙ্কল্প ছিল—অটুট ও অব্যর্থ; তাঁহার সেবার মূর্ত্তিখানি ছিল—সৌম্য, স্নিগ্ধ ও সুন্দর; তাঁহার ব্রত ছিল—মঠ-সেবা; তাঁহার দীক্ষা ছিল—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক-গণের সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবার একান্ত অভিলাষ; আর তাঁহার শিক্ষা ছিল—তৃণাদপি সুনীচ ও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া প্রত্যহ সকল জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী কীর্ত্তন।

আজ তাঁহাকে এ জগৎ হইতে হারাইয়া আমরা একজন অকৃত্রিম শ্রেষ্ঠ মঠসেবককে হারাইয়াছি। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছাই বলবতী। কৃষ্ণ এইরূপ নিষ্কপট শ্রেষ্ঠ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবককে এই পৃথিবীতে অধিক দিন রাখেন না। কারণ, পৃথিবী এই সকল রত্নের আদর জানে না।

তাঁহার যে-সকল আত্মীয়-স্বজনের পূর্ব্বে অন্যরূপ বিচার ছিল, তাঁহারাও এখন তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন এবং তাঁহারাও তাঁহার আদর্শ স্মরণ করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অসমোর্দ্ধ সাহায্য উপলব্ধি করিতেছেন। আমরা কেবল বলি,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলেন সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ঢাকাবাসী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীপাদ সঙ্কল্পবন্ধুর প্রভুর নির্য্যাণকালে অবিরাম শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্তোত্রপাঠ ও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সেবক-বরের স্বাধীন অঙ্গ তিলকাঙ্কিত ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি-দ্বারা সুশোভিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে আনয়ন করেন। কারণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠই ছিল তাঁহার সেবার ও আরাধনার নিত্যসামগ্রী ও গুরুপাদপদ্মের পীঠস্বরূপ। সেখানে পুনরায় তাঁহাকে ভগবানের শ্রীচরণামৃত, তুলসী প্রভৃতি প্রদান করা হয় এবং গুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি প্রদান-পূর্ব্বক হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে ঢাকা-সহরের অনতিদূরে খিলগাঁও নামক পল্লীতে অবস্থিত তাঁহাদের বাগানে তাঁহার সেবকত্ব সম্পাদন করা হয়। যাহাতে এই প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয়

পরবিদ্যা এবং চতুর্ব্বর্গ-সাধিকা অপরবিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৪১ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৪২)

—:•:—

সঙ্ঘপতি

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সসঙ্ঘ সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি-এ-
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৯

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

ত্রয়োদশবর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

[২৩শ—৪০শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
সেবার খতিয়ান	২৩।৩১০
প্রচার-প্রসঙ্গ (রেঙ্গুনে, গয়াধামে, এলাহাবাদে, পুরুষোত্তমে, কেন্দুবিল্বে, মেদিনীপুরে, পাটনায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, বালিয়াটিতে, ময়মনসিংহে, খিজিরপুরে, সরিষাপুরে, গোয়ালিয়রে, চাঁদপুরে, নৈমিষারণ্যে, কতেগড়ে ও ফরাক্কাবাদে)	১৩।৪০১
বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, ১৬ই ফাল্গুনী ভক্তিকুজের প্রভুর গৃহের এবং ১৭ই ফাল্গুনী নিত্যানন্দ-দর্শনালয় ভিত্তি-স্থাপন, শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধের মুদ্রণ-সমাপ্তি, শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে "শ্রীশ্রীরাধামাধব"-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে ব্যাড্‌ফোকেট্ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শাশ্বত শ্রাদ্ধ—রেঙ্গুন-সমুদ্রোপকূলে ভক্তিবৈরেয় প্রভুর এবং পাবনায় রাধাবল্লভ বণিকের মাতৃদেবীর)	২৩।৪০৯
শ্রীপুরুষোত্তমে 'ব্যাস-পূজা'-মহোৎসব	২৭।৪০৮
আগামী গুরুভক্তি-মহোৎসব-পঞ্জী	২৭।৪০৮
"কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে"	২৭।৪০৯
শ্রীচৈতন্য কি বৈষ্ণবকল্প ও ভাবুক মাত্র ? (২)	২৭।৪১৭
জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তত্রত্য বিদ্বৎসম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে আগ্রহ ('অমৃতবাজার-পত্রিকা' ২৩।১৩৪ হইতে উদ্ধৃত)	২৭।৪১২
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভূমি	২৭।৪২৩
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ ও পুরী মহারাজ)	২৭।৪২৪
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজা)	২৭।৪২৪
অর্দ্ধোদয়-যোগ-স্নান ও হরিসেবা	২৮।৪২৫
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (১৩।২৩৪ সংখ্যার পর)	২৮।৪৩১
শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাসপূজার আহ্বান	২৮।৪৩৩
বিবিধ-প্রসঙ্গ (পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ, চটক-পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠ ও 'ব্যাসপূজা,' জেকো-স্লোভেকিয়ার প্রফেসার বাটনারের পত্র, শ্রীগৌড়ীয়মঠে মিঃ কে এন বাজপেয়ী দীক্ষিত, শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-আবির্ভাব-মহোৎসব, শ্রীমদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব, নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে বৃপ-প্রতিষ্ঠা, ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা)	২৮।৪৩৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের ব্রহ্মদেশের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন ('রেঙ্গুন ডেইলী নিউজ' ৭।২।৩৫ হইতে উদ্ধৃত)	২৮।৪৩৮
প্রচার-প্রসঙ্গ (ব্রহ্মদেশে, মেদিনীপুরে, চাঁদপুরে, ফরাক্কাবাদে, বালিয়াটিতে)	২৮।৪৩৯
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ (৭।২।৩৫ অর্দ্ধোদয় যোগোপলক্ষে বার্ষিকসাধন ; ১২।২।৩৫ শ্রীনন্দাচার্য্যের তিরোভাবতিথি-পালন ; একাদশী, বরাহ-দ্বাদশী ও নিত্যানন্দত্রয়োদশী—দিবসত্রয় উপবাস)	২৮।৪৪০
সাশ্বত-শ্রাদ্ধ (ভক্তিবিজয় প্রভুর সম্পর্কিত অন্নদা-দেবীয় ও সজনীকান্ত হাজরা মহাশয়ের কন্যার)	২৮।৪৪০
ভ্রম-সংশোধন (১৩।২৪।৩৮৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ১ম পংক্তিতে 'ঐশ্বর্য্যজনক' স্থানে 'ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক')	২৮।৪৪০
আচার্য্য-প্রকট-তিথি (শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা)	২৯।৪৪১
"আচার্য্যের কৃপানুগ স্বজন-বিজন—কৃপা-বৈশিষ্ট্য-কুসুম-স্তবক" (শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা)	২৯।৪৪২
পত্রিকায় আহ্বান	৫০।৪৬২
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের প্রথম দিবস	৩০।৪৬৫
শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস	৩০।৪৭১
শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলি (অঞ্জলিসমূহ ও অঞ্জলি-দাতৃগণের নাম, এবং লণ্ডন, পাটনা, নিউদিল্লী, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, আগা, লক্ষ্ণৌ ও নবদ্বীপ হইতে প্রেরিত তড়িদ্বার্ত্তা)	৩০।৪৭৪
শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা ও সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ ("গৌড়ীয়", 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' ও 'পরমার্থী'র শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা ; শ্রীল প্রভু-পাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড)	৩০।৪৭৭ ; ৩১।৪৮৭
"শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" (বিজ্ঞাপন)	৩০।৪৭৭
পূর্ব্ববঙ্গে অপূর্ব্ব ও আদর্শ সেবা-প্রচেষ্টা	৩১। ক্রোড়পত্র
শ্রীচৈতন্য ও তদনুগের একই প্রচার	৩১।৪৭৮
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীযোগপীঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ; পরিক্রমা-পঞ্জী, শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ; শ্রীধাম মায়াপুরের সেবায় 'ভক্তিবিজয়', শ্রীযোগপীঠে বৈদ্যুতিক আলোক ; শ্রীধাম মায়াপুরে টেলিফোন ; শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবন্ধ-সদন ; নিউদিল্লীতে প্রচার,—২৩।২।৩৫ ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর মহাপ্রয়াণ	

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

ভাইসরয় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকার ও ভগবৎকথালাপ; নিউদিল্লীর ২৮।২।৩৫ তারিখের 'নেশন্যাল কল'-পত্রে প্রকাশিত উক্ত সংবাদের উদ্ধৃতাংশ; ২৩।২।৩৫ দিল্লীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা-বাসরে তীর্থ মহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতা, ২৮।২।৩৫ তারিখের 'নেশন্যাল-কল' পত্রে উক্ত সংবাদ প্রকাশিত; বল্লভ-সম্প্রদায়ের গোস্বামী দামোদরলালজী, মহমন্-সিংহের শ্রীযীরেন্দ্র লাহিড়ী এম্-এল্-এ, মিঃ এক্-টি কোন্স্ প্রভৃতি সহ ৪ঠা মার্চ্চ দিল্লীতে তীর্থ মহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভুর আলাপ; ১ মার্চ্চ নিউদিল্লী তালকটোরা ক্লাবে তীর্থ মহারাজ ও গোস্বামীজীর ইংরাজী ভাষায় 'Philosophy of Lord Shree Krishna Chaitanya' সম্বন্ধে বক্তৃতা; ৬ মার্চ্চের 'য়াভ্ভান্সে' উক্ত বক্তৃতার বিজ্ঞাপন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ৯ মার্চ্চ, ১৯৩৫ সংখ্যা হইতে উক্ত বক্তৃতার সংবাদ উদ্ধৃত; দিল্লীতে রায় বাহাদুর জগদীশপ্রসাদ ও স্যর সত্যেন্দ্রন মুখার্জী এম্-এল্-এ সহ সাক্ষাৎ; গোবালিয়রে প্রচার) ৩১।৪১৮

শ্রীধাম মায়াপুরে সহীক স্যর বি, এল্ মিত্র (৩৩।৩৫ তারিখের 'ষ্টেটস্‌ম্যান' হইতে উদ্ধৃত) ৩১।৪২৩

শ্রীজগন্নাথের-মন্দির-প্রবেশোৎসব ৩২।৪২৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য (শ্রীগৌরজয়োৎসব উপলক্ষে এক সপ্তাহ গৌড়ীয়ের অপ্রকাশ) ৩২।৪২৬

শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি (শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের "ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি" পদ্য, বাগিচাটির—"ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি" পদ্য এবং শ্রীচৈতন্যমঠ পরিব্রাজকাচার্য্যের "প্রপত্তি-পুষ্পাঞ্জলিরিয়ম্" সংস্কৃত পদ্য) ৩২।৪২৭, ৫০০ ও ৫০২

গৌড়ীয়ের গৌর-জয়োৎসব ৩২।৫০১

গৌরজনের ভুবন-মঙ্গল কৃপা ৩২।৫০৩

বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলা ও মহাপ্রভুর প্রকটলীলা, শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহা-রাজাধিরাজ বাহাদুর, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ—লণ্ডন হইতে ২১ সেপ্টেম্বর বোম্বে আগমন, ২২ অক্টোবর তথা হইতে মথুরা-গমন, বিভিন্ন স্থানে প্রচারান্তে ১৪ই মার্চ্চ গৌড়ীয়মঠে আগমন; রেঙ্গুনে প্রচার,—ফিয়াস্তিএটেটে প্রচার, ৫ই মার্চ্চ এলেঙ্গা জাহাজে প্রচারকগণের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন; মেদিনীপুর জেলার ডিহল গ্রামে শ্রৌতী-মহারাজের প্রচার) ৩২।৫০৬

প্রবন্ধ-পরিচয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

স্বধামে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ ৩১।৫০৭

প্রভুপাদের দেহুড়ী-যাত্রা (বিজ্ঞাপন) ৩২।৫০৭

শ্রীধাম মায়াপুরে স্বাধীনত্রিপুরাধিপতি (নিমন্ত্রণ-পত্র) ৩২।৫০৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা (বিজ্ঞাপন) ৩২।৫০৯

পরিক্রমা, নবমন্দির-প্রবেশোৎসব ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব (নবমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভার সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি, সভাপতির অভিভাষণ ইত্যাদি) ৩৩।৫১০

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার একচত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন বিবরণী (গৌরাব্দ ৪৪৯) ৩৩।৫১২-৩৪।৫৩৪

শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ-লীলা ৩৪।৫৩৪

ডাঃ ধীরেশ সেনের পত্র ৩৪।৫৩৫

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ত্রিপুরাধি-পতির শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র (শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালা গদ্যে ও শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে সংস্কৃত পদ্যে) ৩৪।৫৩৬, ৫৩৮

শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর (ছুটনোট-সহ ৩ খানি চিত্র) ৩৪।৫৩৯

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিব্রাজকাচার্য্যপীঠের 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫) ৩৪।৫৪০

বিবিধ প্রসঙ্গ (দেহুড়ী ও কদাধরায় শ্রীল প্রভুপাদ, চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি-স্থাপন ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানাধিপতি) ৩৪।৫৪১

"শ্রী" ও "ৗ" ৩৪।৫৪২

নব প্রকাশিত পারমার্থিক সাহিত্য (১। দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—শ্রীগৌরজয়োৎসব সংখ্যা, ২। নববর্ষের সচিত্র বার্ষিক শ্রীনবদ্বীপ-পত্রিকা—গৌরাব্দ ৪৪৯, ৩। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার, ৪। শ্রীচৈতন্যদেব, ৫। Gedanken uber-den Hinduismus) ৩৪।৫৪৪

দেহুড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস এবং কদাধরায় শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র) ৩৫।৫৪৭

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর (শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে অভি-নন্দন-পত্র, মহারাজের প্রত্যভিভাষণ, ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুর বক্তৃতা, শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ) ৩৫।৫৫০

চাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নব-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন) ৩৫।৫৫৬

অভিনন্দন-পত্রাবলী (দেহুড়ীগ্রামবাসীর 'অভি-

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
নন্দন', কদাধরা-গ্রামবাসীর 'প্রস্তাঞ্জলি', কদাধরা উঃ প্রাঃ স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দের 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি', ঢাকার সজ্জনবৃন্দের 'অভিনন্দন', শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নারায়ণ-স্মরণ-সদন-সভ্যবৃন্দের 'হার্দ্দপ্রীতিবিজ্ঞপ্তিঃ', ঢাকাবাসিনী (ভক্ত) মহিলাবৃন্দের 'অভিনন্দন', শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের 'ভক্ত্যর্ঘ্য', নারায়ণ-গঞ্জের সজ্জনগণের 'প্রস্তাভাপন', ময়মনসিংহ-শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি', ময়মনসিংহের স্থানীয় ভক্তগণের 'স্তবগাথা', ময়মনসিংহবাসীর 'অভিনন্দন-পত্র')	৩৬।৫৫৮
পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ (নারায়ণগঞ্জ-শ্রীমন্দিরে, ঢাকা-হেদেনে, ঢাকা 'শান্তিনগরে'; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন)	৩৬।৫৬৯
ঢাকায় সভায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রতাভিভাষণ	৩৬।৫৭২
নারায়ণগঞ্জে প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা	৩৬।৫৭৪
জার্ম্মাণ দার্শনিকের পত্র (ডাঃ এম্ উইগ্নার্টের জার্ম্মাণ-ভাষায় লিখিত পত্রের ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ)	৩৭।৫১৭
চয়ন ('হ্যাণ্ড্‌ভাস্স' ২২।৩।৩৫—"Sri Maha-prabhu's Temple at Mayapur opened by H. H. Maharaja of Tripura: A brilliant function"; 'হেরল্ড্‌স্‌ম্যান' ২১।৩।৩৫—"Vaishnava Temple at Mayapur opened by Maharaja"; "অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৪।৩।৩৫—"Chaitanya Mahaprabhu: Birth-day Celebration at Mayapur" এবং "Sree Nabadwipdham Parikrama"; ঐ ১৯।৩।৩৫—"New Temple at Mayapur to be opened by Maharaja Manikya Bahadur of Tripura"; "হেরল্ড্‌স্‌ম্যান" ২২।৩।৩৫—"New Vaishnava Temple"-শীর্ষক আলোকচিত্রদ্বয়; 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' ২৩।৩।৩৫—"125 feet high Temple opened at Mayapur"; ৩১।৩।৩৫এর হ্যাণ্ড্‌ভাস্স্, ফ্রণ্টিয়ার্ড ও অমৃতবাজার পত্রিকা—শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানাধিপতির অভ্যর্থনা-সভার ঘোষণা-পত্র, "হ্যাণ্ড্‌ভাস্স" ৩।৪।৩৫—The Gaudiya Math: Reception to Burdwan"; 'আনন্দবাজার' ১৯ চৈত্র, ১৩৪১—"শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ",	৩৭।৫৮৫
গয়াধামে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৭।৫৮৫
চয়ন ('অমৃতবাজার পত্রিকা' ২৬।৪।৩৫—"Gaudiya Math Branch established at Gaya")	৩৭।৫
বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (রজতজুবিলী-উপলক্ষে—বিজ্ঞাপন)	৩৭।৫৮
গয়াক্ষেত্র	৩৮।৫
পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ (কমলাপুর ও ঢাকাসহরের নানাস্থানে হরিকথা, ভূপতিবাবুর পত্র, ময়মনসিংহে শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন)	৩৮।৫ ১
'রজত-জুবিলি'	৩৮।৫
বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে মহোৎসব, ত্রিপুরা মহারাজের রেঙ্গুন যাত্রা)	৩৮।৬৮
চয়ন ("অমৃতবাজার-পত্রিকা" ১৪।৩।৩৫—"Gaudiya-Math Branch opened at Gaya")	৩৮।৬ ৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিচালনায় কলিকাতায় বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (বিজ্ঞাপন)	৩৮।৬০ ১
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ (১৮ই এপ্রিল গয়াযাত্রা, ২২।৪।৩৫ মঠ-প্রতিষ্ঠা, ৪।৫।৩৫ কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তন)	৩৮।৬০২
চাকায় শ্রীল প্রভুপাদ	৩৯।৬ ৩
শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গীকাদ-পত্রাবলী (৪৪৯ গৌরাব্দ)	৩৯।৬ ২
কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে "সিল্‌ভার জুবিলী"	৩৯।৬১
চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে "সিল্‌ভার জুবিলী"	৩৯।৬১৯
কৃষ্ণনগরে দরিদ্রগণকে প্রসাদ-বিতরণ	৩৯।৬, ০
বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ, গয়া-গৌড়ীয়মঠের প্রচার)	৩৯।৬২ ০
চাকায় শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ	৪০।৬২ ২
প্রেরিত পত্র (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার-লিখিত)	৪০।৬. ৯
শ্রীধাম তীর্থ মহারাজের প্রত্যভিভাষণ (স্বামীজীর ইংলণ্ড হইতে শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজীর ২৭।৩।৩৫ শ্রীচৈতন্যমঠে ইংরাজীভাষায় প্রদত্ত	

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ)	৪০।৬২৯
প্রচার-প্রসঙ্গ (রেঙ্গুনে প্রচার, ঢাকায় প্রচার, ঢাকায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, ঢাকা বার লাইব্রেরীতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা)	৪০।৬৩২
চয়ন ('ট্রাডজাস্ট' ১৯।৩৫ ও 'অমৃতবাজার' ৩।৪।৩৫—গয়ার আনন্দভবনে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৩০।৩।৩৫—"মধুধামে গৌড়ীয়মঠের শাখামঠ-প্রতিষ্ঠা" ; ঐ সংখ্যা—"শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের রেঙ্গুন-যাত্রা", 'দৈনিক বসুমতী' ২৯শে চৈত্র, ১৩৪২—"রত্নত-জুবিলীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ" ; 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' ১৭।৪।৩৫—Mayapur School)	৪০।৬৩৬
আলেখ্য	৪১।৬৩৮ , ৪২।৬৫৪
ময়মনসিংহ-শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	৪১।৬৪২
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীসারদাচরণ গোস্বামীর 'শ্রাদ্ধ ও একাদশী' বিচার-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও উত্তর :—ভঃ ভঃ বিঃ ১১।৫৯ শ্লোকের বিচার কি, একাদশীতে শ্রাদ্ধ হয় কিনা, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণে দোষ আছে কিনা, বৃদ্ধোৎসর্গাদি শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিষেধ কেন, একাদশীতে 'অন্ন'-নিষেধ-বাক্যে অন্ন বলিতে কি বুঝায় ইত্যাদি)	৪১।৬৪৭
শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের য়ুরোপে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের পর ঢাকা শ্রীরাধাগোড়ীয়মঠে শুভাগমনোপলক্ষে অভিনন্দন-পত্র	৪১।৬৫০
চয়ন ("অমৃতবাজার পত্রিকা" ১৭।৪।৩৫—"Gaudiya Math: Jubilee thanksgiving and prayer services")	৪১।৬৫২
প্রচার-প্রসঙ্গ (গয়ায় ও রেঙ্গুনে)	৪১।৬৫২
শ্রীধামমায়াপুর-যোগপীঠ-সেবায় সুবর্ণ সুযোগ (শ্রীযোগপীঠের সেবানুকূল্যকারীর নাম)	৪১।৬৫৩
অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত	৪২।৬৫৪
গয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ (.গয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়)	৪২।৬৫৭
প্রচার-প্রসঙ্গ (ব্রহ্মদেশে, পুরীতে, গয়ায়, বোম্বাইয়ে, য়ুরোপে, বোম্বাইয়ে, মধ্যপ্রদেশে, আসামে ও দিল্লীতে)	৪২।৬৬১
বিবিধ-প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদের ৩১।৩।৩৫ দার্জিলিং যাত্রা, ভারতী মহারাজের প্রচারোদ্দেশ্যে কুচবিহার যাত্রা, তীর্থ মহারাজের চাকায় প্রচার, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্মাণ-কার্য্য অগ্রসর, শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীগৌরকুণ্ডের সংস্কার আরম্ভ, চট্টক পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের	

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ, ব্রহ্মচারীজীর দার্জ্জিলিং যাত্রা, দাসের মহারাজের রাঙড়া ভেলা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থ কৃষ্ণনগর চার্চ্চের বিশপ, বিশপের সেক্রেটারী, কৃষ্ণনগর প্যারিস্-মিশন এবং ডেপুটি মিঃ এস্ এন্ সেন, মুরারি গুপ্ত-ভবনে মহোৎসব)	৪২।৬৬৮
'রেডিও'-যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা ও কীর্ত্তন (বিজ্ঞাপন)	৪২।৬৬৯
শ্রীসিদ্ধবকুলমঠ-সংস্কারে সাহায্য প্রার্থনা (প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন)	৪২।৬৬৯
দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৩।৬৭০
দার্জ্জিলিংএ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার (৮।৬।৩৫ 'দার্জ্জিলিং টাইম্‌স্' পত্রে প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং-বিজয়-বার্ত্তা, 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ হলে' শুভ বদনাথ সমবায় ও কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভা-পতিত্বে যথাক্রমে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা)	৪৩।৬৭৭
নিবেদন (শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সেবক শ্রীযুক্ত বিহারীদাস ব্রজবাসীজীর ব্রহ্মরন্ধ্রঃ লাভ)	৪৩।৬৮৪
প্রচার-প্রসঙ্গ (পাবনায়, মধ্যপ্রদেশে, কোদাঘাটে, খুলনায়, দিল্লীতে ও পাটনায়)	৪৩।৬৮৫
শ্রীচৈতন্যের বাণী (৯।৬।৩৫ তারিখে 'রেডিও'-যোগে প্রচারিত)	৪৪।৬৮৯
ভোগবাদ ও ভক্তি	৪৪।৬৯২
শ্রীল প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং হইতে গৌড়ীয় মঠে শুভ-বিজয় (তাং ২৫।৬।৩৫)	৪৪।৬৯৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (নূতন ভারতসচিব মাহকুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড, লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড ও লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন, লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের আচার্য্য-সম্মান ও সৌজন্য, শ্রীমদ্ বন মহারাজের লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন, মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির, রাজসম্মান, গৌড়ীয়-মিশনের সভাপতির মহামান্য ভারতসচিবের প্রতি তার ও ১২।৬।৩৫ এক পত্র প্রেরণ, ৫।৬।৩৫ প্রত্নবিদ্যাবিশারদের সমর্ত্ত শেষ, "জীবে দয়া", চরিতামৃতের গোপাল চাপাল, প্রভুপাদ-সমীপে রাজর্ষি পরমিদ্মনারায়ণ, রেডিওতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার, "ভাগবতসপ্তাহ", প্রভুপাদপদ্ম-সমীপে সেবকবৃন্দ, শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও তার উত্তরেড্, দার্জ্জিলিংএ শ্রোতৃবৃন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসব, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা)	৪৪।৬৯৯

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
ভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ	৪৪।৬৯৭
প্রচার-প্রসঙ্গ (ব্রহ্মদেশে, ঢাকায়, উত্তরবঙ্গে, পুরীতে)	৪৪।৭০০
ভ্রম-সংশোধন (৪৩শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের ৬৫৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভ ৩১শ পংক্তিতে 'হৃষীকেশের' স্থানে 'হৃষীকের' ও ৬৫৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভ ৩৫শ পংক্তিতে 'বিষ্ণু' শব্দের পর ',' স্থানে পূর্ণচ্ছেদ)	৪৪।৭০১
শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের স্থান পরিবর্ত্তন	৪৪।৭০১
বার্ম্মিংহামে হরিকথা-প্রসঙ্গ	৪৪।৭০২
শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের পত্র (আচার্য্যাভিমানে প্রভুর নিকট ইয়াকোহামে পত্র এবং উহার বঙ্গানুবাদ)	৪৪।৭১৪
বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে বিবাহ (ময়মনসিংহবাসী শ্রীপাদ উদয় দাসাধিকারীর কন্যার বিবাহ)	৪৫।৭১৭
শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা	৪৬।৭১৮
কএকটি প্রশ্নের উত্তর (বৈষ্ণবের উপাধি কেন ? উদ্ধিদ্ ও ছাপাদিগ্রহণে নিয়মিত গ্রহণ হইবে কি না, ব্রত ও উপবাসের পার্থক্য কি, পারমার্থিক-পত্রে নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন ও সংবাদ কেন, শিখা রক্ষণের উদ্দেশ্য কি, মালিকায় ধরিনাম-গ্রহণকালে তর্জ্জনী বাহিরে থাকে কেন ?)	৪৬।৭২২
বিবিধ প্রসঙ্গ (বার্ম্মিংহাম হইতে ২৫।৬।৩৫ "শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ", ২৪।৬।৩৫ "বার্ম্মিংহামে কুচবিহারের মহারাণী সমীপে হরিকথা", ২৮শে জুন "কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে কুচবিহারের মহারাণী", ১৮ই জুন "শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে করাসী মহিলা", ২৮শে জুন "শ্রীগৌড়ীয়মঠে করাসী মহিলা ম্যাক্সিমিয়ানি পোটাস্", শ্রীধাম মায়াপুরে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে "বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব", শ্রীপুরুষোত্তমমঠে নবরূপ, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে নবরূপ দান, শ্রীভাগবত-জ্ঞান-নিধি-মঠে বার্ষিক মহোৎসব, পুরীতে নামযজ্ঞে কীর্ত্তন, পুরীক্ষেত্রের বিভিন্ন-স্থানে পাঠ ও কীর্ত্তন)	৪৬।৭২৭
প্রচার-প্রসঙ্গ (সিমলায়, যুক্তপ্রদেশে, পাটনায়, সম্বলপুরে, ব্রহ্মদেশে, উত্তরবঙ্গে, আসামে, আন্ধ্রে, বোম্বাইয়ে, পাবনায়, বগুড়ায়)	৪৬।৭৩১
বৈষ-বর্ণাশ্রম	৪৭।৭৩৪
মহামান্য ভারতসচিব লর্ড জেট্‌লাণ্ডের হত্যাপ্রচেষ্টা	৪৭।৭৩৫
পত্র (শ্রীল প্রভুপাদের তার ও বন মহারাজের পত্রের উত্তরে লিখিত পত্রদ্বয়)	৪৭।৭৪১
বার্ম্মিংহামে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ	৪৭।৭৪২
বিবিধ প্রসঙ্গ (১৭।৭।৩৫ প্রাতে 'বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ,' শ্রীমদ্ভাগবত বাদশস্কন্ধের মুদ্রণ সমাপ্ত, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ, শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বার্ষিক মহোৎসব, করাসী মহিলা-সমীপে প্রভু-পাদের হরিকথায় সংক্ষিপ্ত সূত্র, বন মহারাজের ব্যাক্‌স্টনহলে বক্তৃতা, বার্লিন গৌড়ীয়-সোসাইটী, শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহমহোৎসব)	৪৭।৭৪৫
প্রচার-প্রসঙ্গ (য়ুরোপে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া-এসোসিয়েশনে লর্ড লামিংটনের যোগে, স্যার ফ্রেডারিক লাইন্সের সহিত ; ভারতে—মেদিনীপুরে ও পাবনায়)	৪৭।৭৪৮
পরলোক (১)	৪৮।৭৫০
কৃপা কি বঞ্চনা ?	৪৮।৭৫৫
একটি অপরিচিতপত্রের উত্তর	৪৮।৭৬০ ; ৪৯।৭৭৫
বিবিধ প্রসঙ্গ (৮।৭।৩৫ বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরহ-মহোৎসব, শ্রীপুরুষোত্তমমহাসেবকগণের গুণ্ডিচামার্জ্জন ও রথাগ্রে কীর্ত্তন, বালিয়াটি মঠে রথযাত্রা ও শ্রীযদুনাথ গোস্বামীর বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর নূতন প্রেসিডেণ্ট—স্যর ফ্রেডারিক লাইন্স, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর আগামী ও বার্ষিক অধিবেশন)	৪৮।৭৬৩
প্রচার-প্রসঙ্গ (শান্তাহারে, রাধাকাইতে, পুরীতে, আসামে, দিল্লীতে ও কুড়িগ্রামে)	৪৮।৭৬৫
'ভক্তি'র স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম	৪৯।৭৬৯
বিবিধ প্রসঙ্গ (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব, স্যর দেবপ্রসাদের অসুস্থতা, কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব, ভুবনেশ্বর-স্থিতগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব)	৪৯।৭৮০
নিবেদন (১৭।৭।৩৫ শ্রীপাদ ব্রজেশের ভক্তিসঙ্গ প্রভু, ১৩।৭।৩৫ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন এবং ২৩।৭।৩৫ শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী)	৪৯।৭৮১ ; ৫০।৭৮৭
প্রচার-প্রসঙ্গ (বগুড়ায়)	৪৯।৭৮১
অযোদশ বর্ষের পুনরাবৃত্তি	৫০।৭৮২
গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ডাইরেক্ট্	৫০।৭৮৪

গৌড়ীয়ের চিত্র-সূচী

১৩শ বর্ষ

১। শ্রীগৌর-জন্মস্থলীতে আবিষ্কৃত 'অধোক্ষজ'-বিষ্ণুবিগ্রহ (আবির্ভাবকাল—৩০শে চৈত্র, ১৩৪১ ; ইং ১৩ই জুন, ১৯৩৪)

২। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ১৫।২২৫ ও ২৯।প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তর পৃঃ

৩। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ১৮। প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তর পৃঃ

৪। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (চাতুর্মাস্য-কালে) ১৮। ক্রোড়পত্র

। নিত্যধামগত ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু ১৮।২৭৫

৬। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১৮।২৭৬

৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্যাত্রিক প্রভু-সমীপে দৈন্যভরে উপবিষ্ট শ্রীজগবন্ধু ১৮।২৮৪

৮। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী—(বালিয়াটির ভূম্যধিকারিত্রয়) ২৩। ক্রোড়পত্র

। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদঠাকুর ২৯।প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তর। ৪৪।৬৯৭

১০। পুরীধামে শ্রীরথযাত্রা ২৯। ক্রোড়পত্র

১১। শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের আবির্ভাব-গৃহ (পুরী) ২৯। ক্রোড়পত্র ও প্রচ্ছদপট

১২। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ২৯। ক্রোড়পত্র

১৩। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য-শ্রীশ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য ২৯। প্রচ্ছদ-পটাভ্যন্তর

। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীমহারাজ ২৯।প্রচ্ছদপটাভ্যন্তর

১৫। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম, শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন রায় চৌধুরী ৩১। ক্রোড়পত্র

১৬। শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী ৩১। ক্রোড়পত্র

১৭। বিষয়-সমরবিজয়ী পঞ্চত্রৈ-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর 'ধর্ম্মযুদ্ধিষ্ঠ' শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর (গৌরজন্মবাসরে নবমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভায় সভাপতি) ৩২। ক্রোড়পত্র

১৮। শ্রীধাম মায়াপুর গৌরজন্মস্থিটায় নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ৩৩।৫১৩

১৯। শ্রীধাম-মায়াপুরাগমন-কালে গঙ্গা ও জলঙ্গী-সঙ্গমে (হলার ঘাটে) শ্রীমন্ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরকে অভ্যর্থনার দৃশ্য ৩৩।৫১৪

২০। শ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব-সভায় শ্রীল প্রভুপাদ ও স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৩৩।৫১৫

২১। মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নগীচরণ রায় ভক্তিবিনয় ৩৩।৫২৪

২২। শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীভক্তিবিনয় ভবনের তোরণে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বঙ্গের গভর্ণর ষ্যার জন্ এণ্ডারসন্ কি-সি, জি-সি-আই-ই মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিতেছেন ৩৪।৫৩৯

২৩। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্মস্থিটায়) সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট গভর্ণর বাহাদুর ও শ্রীল প্রভুপাদ ৩৪।৫৩৯

২৪। শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় গভর্ণর বাহাদুরকে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' দেখাইতেছেন ৩৪।৫৪০

২৫। ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন জমির সন্নিকটস্থ সভামণ্ডপের বেদীর উপরে মধ্যস্থলে শ্রীল প্রভুপাদ; প্রভুপাদের সংলগ্ন দক্ষিণে ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ মিঃ ই, বি, এইচ বেকার, আই-সি-এস্; তৎপরে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জে, আর, রেয়ার আই-সি-এস্। প্রভুপাদের সম্মুখে ঢাকাবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র-সমর্পিত রৌপ্যাধার ৩৯।৬১১

২৬। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নূতন জমির নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত সভামণ্ডপের তোরণদ্বারে সংকীর্ত্তনের দ্বারা অভ্যর্থিত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ৩৯।৬১২

২৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং মহামান্য মার্কুইস্ অফ্ জেট্‌ল্যাণ্ড ৪৪।৬৯২

২৭। ডাঃ সচ্চিদানন্দ ভক্তিপাত্রী এম্-এ ৪০।৭৮৬